সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ।

প্রথম খণ্ড।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৭।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বিদ্যাপতি	১
চণ্ডীদাস	৪৭
জ্ঞানদাস	১২১
গোবিন্দদাস	১৮৪
নরোত্তমদাস	২৯৭
বলরামদাস	৩১৭
চন্দ্রশেখর	৩৫০
শশিশেখর	৩৫৯
কবিশেখর	৩৬২
রামানন্দ	৪১২
রাধামোহন	৪১৪
যদুনন্দন	৪৪৯
প্রেমদাস	৪৬১

সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ।

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতি।

লক্ষ্মণ-শাকের তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মিথিলায় ব্রাহ্মণকুলে বিদ্যাপতির জন্ম; ১০৩০ দশশত ত্রিংশ শকাব্দ গতে লক্ষ্মণ-শাকের বা লক্ষ্মণ-সংবতের আরম্ভ। বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি। বিদ্যাপতির কৌলিক উপাধি ঠাকুর। তিনি কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রভাবে যুবরাজ শিবসিংহের প্রীতিপাত্র হইয়া অল্পবয়সেই মিথিলাধিপতি দেবসিংহের সভায় সমাদৃত হন।

যুবরাজ ২৯৩ লক্ষ্মণ-সংবতে সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরকে বিসফী নামক গ্রাম দান করেন; বিদ্যাপতির বর্ত্তমান বংশধর বনমালী ঠাকুর, বদরীনাথ ঠাকুর প্রভৃতি, অদ্যাপি সেই গ্রাম দখল করিতেছেন। বিদ্যাপতি প্রায় শত বৎসর জীবিত ছিলেন।

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধি।

তিরোতা।

শৈশব যৌবন দুহুঁ মিলি গেল। শ্রবণক পথ দুহুঁ লোচন লেল॥ বচনক চাতুরি লহু লহু হাস। ধরণীয়ে চাঁদ করত পরকাশ॥ মুকুর লেই অব করত সিঙ্গার। সখীরে পূছই কৈছে সুরতবিহার॥ নিরজনে উরজ হেরই কত বেরি। হাসত আপন পয়োধর হেরি॥ পহিল বদরীসম পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে অনঙ্গ আগোরল অঙ্গ॥ মাধব পেখনু অপরূপ বালা। শৈশব যৌবন দুহুঁ এক ভেলা॥ বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি। দুহুঁ একযোগ ইহ কে কহে সেয়ানী॥ ১

—

ধানশী।

ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণ অনুসরই। ক্ষণে ক্ষণে বসনধূলি তনু ভরই॥ ক্ষণে ক্ষণে

নশন ছটাছট হাস। ক্ষণে ক্ষণে অধর আগে বস্তু বাস॥ চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ। মনমথ পাঠ পাহল অনু-বন্ধ॥ হৃদয়জ মুকুলি হেরি থোর থোর। ক্ষণে আঁচর দেই ক্ষণে হোয় ভোর॥ বালা শৈশব তারুণ ভেট। লখই না পারিয়ে জ্যেঠ কনেঠ॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বর-কান। তরুণিম শৈশব চিহ্নই জান॥ ২

তিরোতা-ধানশী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল। দুহুঁ দল বলে ধনি দ্বন্দ্ব পড়ি গেল॥ কবহুঁ বান্ধয়ে কচ কবহুঁ বিথারি। কবহুঁ ঝাঁপয়ে অঙ্গ কবহুঁ উঘারি॥ থির নয়ান অথির কছু ভেল। উরজ উদয়-থল নালিম দেল॥ চরণ চঞ্চল, চিত চঞ্চল ভাণ। জাগল মন-সিজ মুদিত-নয়ান॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান। ধৈরজ ধরহ মিলায়ব আন॥ ৩

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥ শুন শুন মাধব তোহারি দোহাই। বড় অপরূপ আজু পেখলু রাই॥ মুখরুচি মনোহর অধর সুরঙ্গ। ফুটল বান্ধুলি কমলক সঙ্গ॥ লোচন-যুগল ভৃঙ্গ-আকার। মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার॥ ভাঙক ভঙ্গিম থোরি জনু। কাজরে সাজল মদন ধনু॥ ভণয়ে বিদ্যা-পতি দোতিক বচনে। বিকশল অঙ্গ ন যাওত ধরণে॥ ৪

ধানশী।

না রহে গুরুজন মাঝে। বেকত অঙ্গ না ঝাঁপয়ে লাজে॥ বালাজন সঞে যব রহই। তরুণী পাই পরিহাস তহি করই॥ মাধব তুয়া লাগি ভেটলু রমণী। কো কহে বালা কো কহে তরুণী॥ কেলি রভস যব শুনে। আনত হেরি ততহি দেই কাণে॥ ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি। কাঁদন মাখি হাসি দেই গারি॥ সুকবি বিদ্যাপতি ভাণে। বালা-চরিত রসিক জন জানে॥ ৫

ধানশী।

কিছু উতপতি অঙ্কুর ভেল। চরণ চপল-গতি লোচন নেল॥ অব সবখন রহু আঁচরে হাত। লাজে সখীগণে না পুছয়ে বাত॥ কি কহব মাধব বয়সকি সন্ধি। হেরইতে মনসিজ মন রহু বন্ধি॥ তইও কাম হৃদয়ে অনুপাম। রোয়ল ঘট উচল করি ঠাম॥ শুনিতে রসের কথা থাপয়ে চিত। যৈসে কুরঙ্গিণী শুনই সঙ্গীত॥ শৈশব যৌবনে উপজল বাদ। কোই না মানই জয় অবসাদ॥ বিদ্যাপতি কৌতুক বলিহারি। শৈশব সো তছু ছোড়ি নাহি পারি॥ ৬

ধানশী।

আওল যৌবন শৈশব গেল। চরণ-চপলতা লোচন নেল॥ করু দুহুঁ লোচন দূতক কাজ। হাস গোপত ভেল উপজল লাজ॥ অব অনুখন দেই আঁচরে হাত।

নগর বচন কহু নত বয়ন মাথ॥ কটিক গৌরব পাওল নিতম্ব। চলইতে সহচরী কর অবলম্ব॥ হাম অবধারলু শুন বর-কান। শুনই অব তুহুঁ করহ বিধান॥ বিদ্যাপতি কবি ইহ রস জানে; রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৭

ত্রিবোত্তা-ধানশী।

দিনে দিনে পয়োধর ভৈ গেল পীন। বাঢ়ল নিতম্ব মাঝ ভেল ক্ষীণ॥ অবহি মদন বাঢ়ায়ল দীঠ। শৈশব সকলি চমকি দিল পীঠ॥ পহিল বদরী কুচ পুন নবরঙ্গ। দিনে দিনে বাঢ়য়ে পীড়য়ে অনঙ্গ॥ সো পুন ভৈ গেল বীজকপোর। অব কুচ বাঢ়ল শ্রীফল জোর। মাধব পেখলু রমণী সন্ধান। ঘাটসে ভেটলু করত সিনান॥ তনু শুক বসন তনু হিয় লাগি। যো পুরুখ দেখত তাকত ভাগি। উরহি বিলোলিত চাঁচর কেশ। চামরে ঝাঁপল জনু কনক মহেশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি। সুপুরুখ বিলসই সো বরনারী॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

ধানশী।

গেলি কামিনী গজবর-গামিনী বিহসি পালটি নেহারি। ইন্দ্রজালক কুসুম-সায়ক কুহকী ভেলি বর নারী॥ জোরি ভুজযুগ মোরি বেঢ়ল ততহি বয়ান সুছন্দ। দাম চম্পকে কাম পূজল যৈছে শারদ চন্দ॥ উরহি অঞ্চল ঝাঁপই চঞ্চল আধ পয়োধর হেরু। পবন পরাভবে শরদ ঘন জনু বেকত কয়ল সুমেরু। পুনহি দরশনে জীবন জুড়ায়ব টুটব বিরহক ওর। চরণে যাবক হৃদয়-পাবক দহই সব অঙ্গ মোর॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যদুপতি চিত থির নাহি হোয়। সে যে রমণী পরম গুণমণি পুন কি মিলব মোয়॥ ৯

ধানশী।

অলখিতে মোহে হেরি বিহসলি থোরি। জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি॥ কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল। মধুকর-ডম্বর অম্বর ভেল॥ কাহার রমণী কোই জান। আকুল করি গেও হমারি পরাণ॥ লীলা-কমলে ভমরা কিয়ে বারি। চমকি চললি ধনী চকিত নেহারি॥ তৈ গেল বেকত পয়োধরশোভা। কনক কমল নাহি কাহে মনোলোভা॥ আধ লুকায়লি আধ উদাস। কুচকুম্ভ কহি গেও আপন কি আশ॥ বিদ্যাপতি কহ নব অনুরাগ। গোপত মদন শর কাহেনা লাগ॥ ১০

ভাটিয়ার বা বেলবার।

যব গোধূলি সময় বেলি। ধনি মন্দির বাহির ভেলি। নব জলধর বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥ ধনি অলপ-বয়সী বালা জনু গাঁথনি পুহপ-মালা। থোরি দরশনে, আশা না পূরল, বাঢ়ল মদন-

আশা॥ গোরি কলেবর নুনা জনু আঁচরে উজোর সোণা। কেশরী জিনিয়া মাঝারি খীনা দুলহ লোচন কোণা॥ ঈষৎ হাসনি সনে মুঝে হানল নয়ন-বাণে। চিরজীব রহু পঞ্চ গৌড়েশ্বর কবি বিদ্যাপতি ভাণে॥ ১১

কামোদ।

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল। মেঘ-মালা সঞে তড়িত-লতা জনু হৃদয়ে শেল দেই গেল॥ আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি আধ হি নয়ান তরঙ্গ। আধ উরজ হেরি আধ আঁচর-ভরি তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥ একে তনু গোরা কনক কটোরা অতনু কাঁচলা উপাম। হারে হরল মন জনু বুঝি ঐছন ফাঁস পসারল কাম॥ দশন মুকুতা-পাঁতি অধর মিলায়ত মৃদু মৃদু কহতহি ভাষা। বিদ্যাপতি কহ অতয়ে সে দুঃখ রহ হেরি হেরি না পুরল আশা॥ ১২

তিরোতা-ধানশী॥

অপরূপ পেখনু রামা। কনকলতা অবলম্বনে উয়ল হরিণীহীন হিমধামা॥ নয়ন নলিনী দউ অঞ্জন রঞ্জই ভাঙ-বিভঙ্গি বিলাস। চকিত চকোর জোর বিধি বান্ধল কেবল কাজর পাশ॥ গিরি-বর গুরুয়া পয়োধর পরশিত গীম গজমতি-হারা। কাম কম্বু ভরি, কনয়া শম্ভূপরি, ঢারত সুরধুনী ধারা॥ পয়সি প্রয়াগে যুগশত যাপই সো পাওয়ে বহুভাগী। বিদ্যাপতি কহ গোকুল-নায়ক গোপীজন-অনুরাগী॥ ১৩

ধানশী।

কিয়ে মম দিঠি পড়িল শশিবয়না। নিমিখ নেহারি রহল দুয়নয়না॥ দারুণ বঙ্ক বিলোকন থোর। কাল হোই কিয়ে উপজল মোর॥ মানস রহল পয়োধর লাগি। অন্তরে রহল মনোভব জাগি॥ শ্রবণ রহল ঐছে শুনইতে রাব। চলইতে চাহি চরণ নাহি যাব॥ আশা-পাশ না তেজই অঙ্গ। বিদ্যাপতি কহ প্রেম-তরঙ্গ॥ ১৪

তিরোতা-ধানশী।

ননু এক বদনী ধনী বচন কহসি হসি। অমিয়া বরিখে জনু শরদ পূণিম শশী॥ অপরূপ-রূপ রমণীমণি। যাইতে পেখনু গজরাজ-গমনী ধনী॥ সিংহ জিনিয়া মাঝারি খীনী, তনু অতি কোমলিনী। কুচ-ছিরি ফল-ভরে ভাঙ্গিয়া পড়য়ে জনি॥ কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়ন-বর। ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমল-পর॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর। রাই-রূপ হেরি গর গর অন্তর॥ ১৫

গান্ধার।

যাইতে পেখনু নাহই গোরী। কতি সঞে রূপ ধনী আনলি চোরি॥ কেশ

নিঙ্গাড়িতে বহে জলধারা। চামরে গলয়ে জনু মোতিমহারা॥ অলকহি তিতল তহি অতি শোভা। অলিকুল কমলে বেঢ়ল মধুলোভা॥ নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা। সিন্দূরে মণ্ডিত জনু পঙ্কজপাতা॥ সজল চীর পয়োধর-সীমা। কনক বেলে জনু পড়ি গেও হিমা॥ ও নুকি করতহি দেহা। অবহি ছোড়বি মোয় তেজবি লেহা॥ ঐছে ফেরি রস না পাওব আর। ইথে লাগ রোই গলয়ে জলধার॥ বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি। বসনের ভাগ ওরূপ নেহারি॥ ১৬

গান্ধার।

কামিনী করই সিনান। হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥ চিকুরে গলয়ে জলধারা। মুখশশী ভয়ে কিয়ে রোয়ে আন্ধিয়ারা॥ তিতল বসন তনু লাগি। মুনিহক মানস মনমথ জাগি॥ কুচযুগ চারু চকেবা। নিজকুল আনি মিলায়ল দেবা॥ তেঞি শঙ্কা ভুজপাশে। বান্ধি ধয়ল জনু উড়ব তরাসে॥ কবি বিদ্যাপতি গাওয়ে। গুণবতী নারী রসিক জন পাওয়ে॥ ১৭

সিন্ধুড়া।

আজু মঝু শুভ দিন ভেলা। কামিনী পেখলু সিনানক বেলা॥ চিকুর গলয়ে জলধারা। মেহ বরিখে জনু মোতিম হারা॥ বদন মোছল পরচুর। মাজি ধয়ল জনু কনক মুকুর॥ তেঞি উদাসল কুচজোরা। পালটি বৈঠায়ল কনক কটোরা॥ নীবিবন্ধ করল উদেস। বিদ্যাপতি কহ মনোরথ শেষ॥ ১৮

সুহই।

যাঁহা যাঁহা পদযুগ ধরই। তাঁহি তাঁহি সরোরুহ ভরই॥ যাঁহা যাঁহা ঝলকত অঙ্গ। তাঁহা তাঁহা বিজুরি তরঙ্গ॥ কি হেরিলোঁ অপরূপ গোরি। পৈঠল হিয়া মাহা মোরি॥ যাঁহা যাঁহা নয়ন-বিকাশ। তাঁহি কমলপরকাশ॥ যাঁহা লহু হাস-সঞ্চার। তাঁহা তাঁহা অমিয়া-বিকার॥ যাঁহা যাঁহা কুটিল কটাখ। তাঁহি মদন শর লাখ॥ হেরইতে সো ধনি থোর। অব তিন ভুবন আগোর॥ পুন কিএ দরশন পাব। তব মোহে ইহ দুঃখ যাব॥ বিদ্যাপতি কহ জানি। তুয়া গুণে দেয়ব আনি॥ ১৯

তিরোতা।

নাহি উঠল তীরে সো ধনী রাই। মঝু মুখ সুন্দরী অবনত চাই॥ একলি চলল ধনী হয়ে আগুয়ান। উমতি কহই সখি করহ পয়ান॥ এ সখি পেখলু অপরূপ গোরি। বল করি চিত চোরায়ল মোরি॥ কিয়ে ধনি রাগী বিরাগিণী হোয়। আশা নৈরাশে দগধে তনু মোয়॥ কৈছে মিলব হামে সো ধনী অবলা। চিত নয়ন মঝু

তুহুঁ তাহে রহলা॥ বিদ্যাপতি কহে শুনহ মুরারি।ধৈরজ ধরহ মিলব বর নারী॥২০

মায়ূর।

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে, মুখ-ভয়ে চাঁদ আকাশে। হরিণী নয়ন-ভয়ে, স্বর-ভয়ে কোকিল, গতি-ভয়ে গজ বন-বাসে॥ সুন্দরি কাহে মোহে সম্ভাষি না যাসি। তুয়া ডরে ইহ সব দূরহি পলায়ল, তুহুঁ পুনঃ কাহে ডরাসি॥ কুচভয়ে কমল-কোরক জলে মুদি রহু, ঘট পরবেশে হুতাশে। দাড়িম শ্রীফল গগনে বাস করু, শম্ভু গরল করু গ্রাসে॥ ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু, করভয়ে কিসলয় কাঁপে। বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐছন কহব মদন-পরতাপে॥ ২১

শ্রীরাগ।

সুধামুখি কো বিহি নিরমিল বালা। অপরূপ রূপ মনোভব-মঙ্গল ত্রিভুবনবিজয়ী মালা॥ সুন্দর বদন চারু অরু লোচন কাজরে রঞ্জিত ভেলা। কনক-কমল মাঝে কালভুজঙ্গিনী শ্রীযুত খঞ্জন-খেলা॥ নাভি-বিবর সঞে লোম-লতাবলি ভুজগী নিশ্বাস-পিয়াসা। নাসা-খগপতি-চঞ্চু ভরম ভয়ে কুচগিরি সান্ধি নিবাসা॥ তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন অবধি রহল দউ বাণে। বিধি বড় দারু বধিতে রসিক জন সোঁপল তোহার নয়নে॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন নব যুবতি ইহ রসরূপ যো জানে। রাজা শিব-সিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণে॥২২

ধানশী।

সুন্দর বদনে সিন্দুর বিন্দু সাঙর চিকুর ভার। জনু রবি শশী সঙ্গহি উয়ল পিছে করি আন্ধিয়ার॥ রামাহে অধিক চন্দিম ভেল। কতনা যতনে কত অদভুত বিহি বিহি তোহে দেল॥ উরজ অঙ্কুর চীরে ঝাঁপায়সি থোর থোর দরশায়। কত না যতনে কত না গোপসি হিমে গিরি না লুকায়॥ চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারনি অঞ্জন শোভন তায়। জনু ইন্দীবর পবনে ঠেলল অলিভরে উলটায়॥ ভণ বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি এসব এরূপ জান। রায় শিব সিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণ॥২৩

শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে রাই কমলমুখী সমুখে হেরল বর কান। গুরু জন সঙ্গে লাজে ধনী নত মুখী কৈছনে হেরব বয়ান॥ সখি হে অপরূপ চাতুরী গোরী। সব জন তেজিয়া আগুসরি ফুকরই আড় বদন তঁহি ফেরি॥ তঁহি পুন মোতি হার টুটি ফেলল কহত হার টুটি গেল। সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু শ্যাম দরশ ধনী কেল॥ নয়ন-চকোর কানুমুখ শশিবর কয়ল অমিয়া রস-

পান। দুহু দোহাঁ দরশনে রসন্ত পসারল বিদ্যাপতি ভাল জান ॥ ২৪

সুহি।

কি কহব রে সখি কানুক রূপ। কো পতিয়ায়ব স্বপন স্বরূপ ॥ অভিনব জলধর সুন্দর দেহ। পীত বসন পরা সৌদামিনী সেহ ॥ ঝামর ঝামর কুটিলহি কেশ। কিয়ে শশিমণ্ডল শিখণ্ড-সংবেশ ॥ জাতকী কেতকী কুসুম-সুবাসে। ফুলশর মনমথ তেজল তরাসে ॥ বিদ্যাপতি কহ কি বলিব আর। শূন্য করল বিহি মদন-ভাণ্ডার ॥ ২৫

বালা-ধানশী।

কানু হেরব ছিল মনে বড় সাধ। কানু হেরইতে এবে ভেল পরমাদ ॥ তদবধি অবোধী মুগধ হাম নারী। কি কহি কি বলি কছু বুঝয় ন পারি ॥ সাঙন ঘন সম ঝরু দুনয়ান। অবিরত ধক ধক করয়ে পরাণ ॥ কাহে লাগি সজনি দরশন ভেলা। রভসে আপন জীউ পর হাতে দেলা ॥ না জানিয়ে কি করু মোহন চোর। হেরইতে প্রাণ হরি লই গেও মোর ॥ এত সব আদর গেও দরশাই। যত বিছরিয়ে তত বিছুর না যাই ॥ বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি। ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি ॥ ২৬

বালা-ধানশী।

এ সখি কি পেখনু এক অপরূপ। শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ ॥ কমল-যুগল পর চান্দকি মাল। তাপর উপজল তরুণ তমাল ॥ তাপর বেড়ল বিজুরী-লতা। কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা ॥ শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি। তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি ॥ বিমল বিম্বফল-যুগল বিকাশ। তাপর কীর থির করু বাস ॥ তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়। তাপর সাপিনী বেড়ল মোড় ॥ এ সখি রঙ্গিণী কহ নিদান। পুন হেরইতে কাহে হরল গেয়ান ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ। সুপুরুখ মরম তুহুঁ ভাল জান ॥ ২৭

কি কহব রে সখি ইহ দুঃখ ওর। বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর ॥ হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝে। তৈখনে বিগলিত তনু মন লাজে ॥ বিপুল পুলকে পরিপূরয়ে দেহ। নয়নে না হেরি হেরয়ে জনি কেহ ॥ গুরুজন সমুখই ভাবতরঙ্গ। যতনহি বসনে ঝাঁপি সব অঙ্গ ॥ লহু লহু চরণে চলিয়ে গৃহ মাঝ। দৈবে সে বিহি আজু রাখল লাজ ॥ তনু মন বিবশ খসয়ে নীবিবন্ধ। কি কহব বিদ্যাপতি রহু ধন্দ ॥ ২৮

বিভাস।

একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়। আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥ আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস। না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস॥ শুন সজনি ও নাগর শ্যামরাজ। মূল বিনু পর ধনে মাগয়ে বেয়াজ॥ অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ। না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥ আপনা নেহারি নেহারি তনু মোর। দেই আলিঙ্গন হোই বিভোর॥ ক্ষণে ক্ষণে বৈদগধি কলা অনুপাম। অধিক উদার দেখিয়ে পরিণাম॥ বিদ্যাপতি কহে আরতি ওর। বুঝই না বুঝ ইহ রস রোল॥ ২৯

পঠমঞ্জরী।

আজুক লাজ তোহে কি কহব মাই। জল দেই ধোই যদি তবহুঁ না যাই॥ নাহই উঠনু হাম কালিন্দী-তীর। অঙ্গহি লাগল পাতল চীর॥ তাহে বেকত সবল ভেল শরীর। তহি উপনীত সমুখে যদুবীর॥ বিপুল নিতম্ব অতি বেকত ভেল। পালটিয়া তাপর কুন্তল দেল॥ উরজ উপর যব দেয়ল দীঠ। উর মোড়ি বৈঠনু হরি করি পীঠ॥ হাসি মুখ নিরখয়ে টাট মাধাই। তনু তনু ঝাঁপিতে ঝাঁপন ন যাই॥ বিদ্যাপতি কহে তুহুঁ অগেয়ানী। পুন কাহে পালটি না পৈঠলি পানি॥ ৩০

দূতী-সংবাদ ও সখী-শিক্ষা।

তিরোতা-ধানশী।

ধনি ধনি রমণি জনম ধনি তোর। সব জন কানু কানু করি ঝুরয়ে সো তুয়া ভাবে বিভোর॥ চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ চকোর চাহি রহু চন্দা। তরু লতিকা অবলম্বনকারী, মঝু মনে লাগল ধন্দা॥ কেশ পসারি যব তুহুঁ আছলি, উর-পর অম্বর আধা। সো সব হেরি কানু ভেল আকুল, কহ ধনি ইথে কি সমাধা॥ হসইতে কব তুহুঁ দশন দেখায়লি, করে কর জোরহি মোর। অলখিতে দিঠি কব হৃদয়ে পসারলি, পুন হেরি সখি করি কোর॥ এতহুঁ নিদেশ কহলু তোহে সুন্দরি, জানি তুহ করহ বিধান। হৃদয় পুতলি তুহুঁ সো শূন কলেবর কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৩১

ভূপালী।

জীবন চাহি যৌবন বড় রঙ্গ। তব যৌবন যব সুপুরুখ সঙ্গ॥ সুপুরুখ প্রেম কবহু নাহি ছাড়ি। দিনে দিনে চান্দকলা সম বাড়ি॥ তুহুঁ বৈছে নাগরী কানু রসবন্ত। বড় পুণ্যে রসবতী মিলে রসবন্ত॥ তুহুঁ যদি কহসি করিএ অনুষঙ্গ। চৌরি পিরীতি হোয় লাখগুণ রঙ্গ॥ সুপুরুখ ঐছন নাহি জগ মাঝ। আর তাহে অনুরত বরজ সমাজ॥ বিদ্যাপতি কহে ইথে নাহি লাজ। রূপ-গুণবতীকা ইহ বড় কাজ॥ ৩২

তুড়ী

এ ধনি কর অবধান। তো বিনে উনমত কান॥ কারন বিনু ক্ষণে হাস। কি কহয়ে গদ গদ ভাষ॥ আকুল অতি উতরোল। হা ধিক হা ধিক বোল॥ কাঁপয়ে দুরবল দেহ। ধরই না পারই কেহ॥ বিদ্যাপতি কহ ভাখী। রূপনারায়ণ সাখী॥

সুহই।

শুন শুন গুণবতি রাধে। মাধব বধিলে কি সাধবি সাধে॥ চান্দ দিনহি দীনহীনা। সো পুন পালটি ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণা॥ অঙ্গুরী বলয়া পুন ফেরি। ভাঙ্গি গড়ায়ব বুঝি কত বেরি॥ তোহারি চরিত নাহি জানি। বিদ্যাপতি পুন শিরে কর হানি॥ ৩৪

তিরোতা।

কণ্টক মাহ কুসুম পরকাশ। ভ্রমর বিকল নাহি পাওয়ে বাস॥ রসবতী মালতী পুনঃ পুনঃ দেখি। পিবইতে চাহে মধু জীউ উপেখি॥ উহ মধু-জীব তুহুঁ মধুরাশে। সঞ্চিত ধর মধু অবহুঁ লজ্জাসে॥ ভ্রমর বিকল কতিহু নাহি ঠাম। তুয়া বিনু মালতী নাহি বিসরাম॥ আপন মনে ধরি বুঝ অবগাহে। ভ্রমর বধ পাপ লাগত কাহে॥ ভণহি বিদ্যাপতি পায়ব জীবে। অধর সুধারস যদি বোহ পীবে॥ ৩৫

তিরোতা।

শুনলো রাজার ঝি। তোরে কহিতে আসিয়াছি। কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি এ কাজ করিলি কি? বেলি অবসান কালে গিয়াছিলি নাকি জলে। তাহারে দেখিয়', মুচকি হাসিয়া, ধরিলি সখীর গলে॥ দেখায়্যা বদন চান্দে তারে ফেলিলা বিষম ফান্দে। তুহুঁ ত্বরিতে আওলি, লখিতে নারিল ওই ওই করি কান্দে॥ তাহে হৃদয় দরশি খোরি মন করিলি চোরি। বিদ্যাপতি কহ শুনহ সুন্দরি কানু জিয়াবে কি করি? ৩৬

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনি শুন হিতবাণী। প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥ সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥ টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদভুত। যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥ সবহুঁ মতগজে মোতি নাহি মানি। সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল বাণী॥ সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত। সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥ ৩৭

না জানি প্রেমরস নাহি রতিরঙ্গ। কেমনে মিলব ধনি সুপুরুখ সঙ্গ। তোহারি বচনে যদি করব পিরীত। হাম শিশুমতি তাহে অপযশ ভীত॥ সখি হে হাম অব

কি বলিব তোয়। তা সঞে রভস কবহুঁ নাহি হোয়॥ সো বর নাগর নব অনুরাগ। পাঁচ শরে মদন মনোরথ জাগ॥ দরশে আলিঙ্গন দেয়ব সোই। জীউ নিকসব যব রাখব কোই॥ বিদ্যাপতি কহ মিছাই তরাস। শুনহ ঐছে নহ তাক বিলাস॥৩৮

কানড়া।

শুন শুন মুগধিনি মঝু উপদেশ। হাম শিখায়ব চরিত বিশেষ॥ পহিলহি অলকা তিলক করি সাজ। বঙ্কিম লোচনে কাজর রাজ॥ যাওবি বসনে অঙ্গ সব গোই। দূরে রহবি জনু বাত না হোই॥ সজনি পহিলহি নিয়ড়ে না যাবি। কুটিল নয়নে ধনি মদন জগাবি॥ ঝাঁপবি কুচ দরশায়বি কন্দ। দৃঢ় করি বান্ধবি নীবিহুক বন্ধ॥ মান করবি কছু রাখবি ভাব। রাখবি রস জনু পুন পুন আব॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি প্রথমক ভাব। যো গুণবন্ত সোই ফল পাব॥ ৩৯

ভাটিয়ারি।

পরিহর এ সখি তোহে পরণাম। হাম নাহি যাওব সো পিয়া ঠাম॥ বচন চাতুরী হাম কছু নাহি জান। ইঙ্গিত না বুঝিয়ে না জানিয়ে মান॥ সহচরি মেলি বনায়ত বেশ। বান্ধিতে না জানিয়ে আপন কেশ॥ কভু নাহি শুনিয়ে সুরত কি বাত। কৈছনে মিলব মাধব সাথ॥ সো বর নাগর রসিক সুজান। হাম অবলা অতি অলপ গেয়ান॥ বিদ্যাপতি কহ কি বলব তোয়। অব কে মিলন সমুচিত হোয়॥ ৪০

ভূপালী।

শুন শুন সুন্দরী হিত উপদেশ। হাম শিখায়ব বচন বিশেষ॥ পহিলহি বৈঠবি শয়নক সীম। আধ নেহারবি বঙ্কিম গীম॥ যব পিয়ে পরশয়ে ঠেলবি পাণি। মৌন ধরবি কছু না কহবি বাণী॥ যব পিয়ে ধরি বলে লেয় নিজপাশ। নহি নহি বোলবি গদ গদ ভাষ॥ পিয়-পরিরম্ভণে মোড়বি অঙ্গ। রভস সময়ে পুনঃ দেয়বি ভঙ্গ॥ ভণহি বিদ্যাপতি কি বোলব হাম। আপহি গুরু হোই শিখায়ব কাম॥ ৪১

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি না বোলহ আন। তুয়া গুণে লুবুধল সুন্দর কান॥ নিতি নিতি নিয়র আও বিনু কাজ। বেকতয় হৃদয় লুকাওয়ে লাজ॥ অনতহি গমনে এতহি নিহার। সুবুধল নয়ন ফিরায় কে পার॥ বিদগধ সেহ ভোঁহে ভসু ভুল। এক নলে গাঁথা জনু দুই ফুল॥ ভণহি বিদ্যাপতি কবি কণ্ঠহারে। এক শরে মনমথ দুই জীব মারে॥ ৪২

প্রথম মিলন।

কামোদ।

পহিল চলিল ধনী পিয়াক পাশে। হৃদয় আকুল ভেল লাজ তরাসে॥ ঠাঢ়ি রহল রাই নাহি আগুসারে। হেম মুরতি

জনি নাচল পিছারে॥ কর দুহু ধরি পহু নিয়রে বৈসায়। কোপ সরমে ধনী বদন লুকায়॥ খোলি বয়ান যব চুম্বই মুখে। সরমহি লুকায়ল মাধব বুকে॥ বিদ্যাপতি কবি কৌতুক গীত। রাজা শিবসিংহ শুনি হরখিত॥ ৪৩

সুহই।

শুন শুন সুন্দর কানাই। তোঁহে সোঁপিনু ধনি রাই॥ কমলিনী কোমল কলেবর তুহুঁ সে ভোখিলি মধুকর॥ সহজে করবি মধুপান। ভুলহ জনি পাঁচ বাণ॥ পরবোধি পয়োধর পরশিহ। কুঞ্জর জনু সরোরুহ॥ গণইতে মোতি-মহারা। ছলে পরশবি কুচভারা॥ না বুঝয়ে রতিরস-রঙ্গ ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে ভঙ্গ॥ শিরীষ কুসুম জিনি তনু। থোরি সহাবি ফুলধনু॥ বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে। দোতিক মিনতি তুয়া পায়॥ ৪৪

বালা-ধানশী।

সখী পরবোধিয়ে যতনে আনি। পিয়া হিয় হরখি ধয়ল নিজ পাণি॥ ছুঁইতে রাই মলিন ভৈ গেলি। বিধু কোরে কুমুদিনী মলিন ভেলি॥ 'নহি নহি' কহয়ে নয়ন ঝরে লোর। শুতি রহল রাই শয়নক ওর॥ আলিঙ্গনে নীবিবন্ধ বিনি থোরি। করে কুচ পরশে সেহ ভেল থোরি॥ আঁচর লেই বদন পর ঝাঁপে। থির নাহি হোয়ত থরহরি কাঁপে॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ধৈরজ সার। দিনে দিনে মদনক হোয় অধিকার॥ ৪৫

কামোদ।

একে ধনী পদুমিনী সহজহি ছোটি। করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥ হঠ পরিরম্ভণে 'নহি নহি" বোল। হরি ডরে হরিণী হরি হিয়ে ডোল॥ বালি বিলাসিনী আকুল কান। মদন কৌতুকী কিয়ে হঠ নাহি মান॥ নয়নক অঞ্চল চঞ্চল ভাণ। জাগল মনমথ মুদিত নয়ান॥ বিদ্যাপতি কহ ঐছন রঙ্গ। রাধা মাধব পহিলহি সঙ্গ॥ ৪৬

কেদারা।

বালা-রমণী রমণে নাহি সুখ। অন্তরে মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥ সব সখী মেলি শুতায়ল পাশ। চমকি চমকি ধনী ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ করইতে কোরে মোড়ই সব অঙ্গ। মন্ত্র না শুনয়ে জনু বাল-ভুজঙ্গ॥ বেরি-এক কর ধনি মুদিত নয়ান। রোগী করয়ে জনু ঔখদ পান॥ তিল আধ দুঃখ জনম ভরি সুখ। ইথে কাহে ধনি তুহু মোড়সি মুখ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি। তুহুঁ রস-সাগর, মুগধিনী নারী॥ ৪৭

বালা-ধানশী।

কহ সখি সাঙরি ঝামরি দেহা। কোন পুরুখ সঞে নয়লি লেহা॥ অধর সুরঙ্গ জনু নীরস পঙার। কোন লুটল তুয়া অমিয়া-ভাণ্ডার। রঙ্গ পয়োধর অতি ভেল

গোর। মাজি ধরল জনু কনয়া কটোর॥ না যাইহ সো পিয়া তহি এক গুণে। ফেরি আওলি বহু পূরবক পুণে॥ কবি বিদ্যাপতি ইহ রস জানে। রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণে॥ ৪৮

বিভাস।

কি কহব রে সখি রজনীকি বাত। বহু দুঃখে গোঙায়নু মাধব সাথ॥ করে কুচ ঝাঁপয়ে অধরে মধু পান। বদনে বদন দিয়া বধয়ে পরাণ॥ নবযৌবন তাহে রস-পরচার। রতিরস না জানয়ে কানু সে গোঙার॥ মদনে বিভোর কিছুই না জান। কতয়ে মিনতি করি তবু নাহি মান॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। তুহুঁ মুগধিনী সেই লুবধ মুরারি॥ ৪৯

রামকেলি।

কি কহব সখি কহইতে লাজ। যোই করল সোই নাগর-রাজ॥ পহিল বয়স মঝু নাহি রতিরঙ্গ। দোতি মিলায়ল কানুক সঙ্গ॥ হেরইতে দেহ মঝু থরহরি কাঁপ। সোই লুবধ-মতি তাহে কত ঝাঁপ॥ চেতন হরল আলিঙ্গন বেলি। কি কহব কিয়ে করল রস-কেলি॥ হঠ করি নাহ করল যত কাজ। সো কি কহব ইহ সঙ্গিনী-সমাজ॥ জানসি তব্ কাহে করসি পুছারি। সো ধনি যো থির তাহে নেহারি॥ বিদ্যাপতি কহ না কর তরাস। ঐছন হোয়ত পহিল বিলাস ৫০

পঠমঞ্জরী।

পুছয়ো এ সখি পুছয়ো তোয়। কেলি-কলা-রস কহবি মোয়॥ বেশ ভূষণ তোর সব ছিল পুর। অলকা তিলক-মিটি গেলহি দূর॥ কুসুমকুল সব ভেল ভিন ভিন। অধরহি লাগল দশনক চিন্॥ কোন অবুঝ হেন কুচে নখ দেল। হা! হা! শম্ভু ভগন ভৈ গেল॥ আলসহি পূরল সকলহি গা। বসন লেই ঘন ঘন কর বা॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সব রস লেয়ল রসিক মুরারি॥ ৫১

শ্রীরাগ।

না কর না কর সখি মোহে অনুরোধে। কি করব হাম তাক পরবোধে॥ অলপ-বয়স হাম কানুসেঁ তরুণা। অতিহু লাজ ডর অতিহু করুণা॥ লোভে নিঠুর হরি করলহি কেলি। কি কহব যামিনী যত দুখ দেলি॥ হঠ ভেল রস হামে হরল গেয়ান। নীবি-বন্ধ তোড়ল কখন কে জান॥ দেয়লহি আলিঙ্গন ভুজযুগ চাপি। তৈখনে হৃদয় মঝু উঠল কাঁপি॥ নয়নে বারি দরশায়নু রোই। তবহুঁ কানু উপশম নাহি হোই॥ অধর নীরস মঝু করলহি মন্দা। রাহু গরাসি নিশি তেজল চন্দা॥ কুচযুগে দেয়ল নখ পরহারে। কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারে॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতি নারি। তুহুঁ সচেতনী লুবধ মুরারি॥ ৫২

শ্রীরাগ।

হাম অতি ভীতা রহলু তন্থু গোই। সো রস-সাগর থির নাহি হোই॥ রস নাহি হোয়ল কয়ল সে শাতি। মদন-লতা জনু দংশল হাতী॥ কত পুন কাকুতি কয়ল অনুকূল। তবহুঁ পাপ হিয়ে মঝু নাহি ভুল॥ হামারি আছল কত পুরবক ভাগি। ফির আওলু হাম সে ফল লাগি॥ বিদ্যাপতি কহে না করহ খেদ। ঐছন হোয়ল পহিল সম্ভেদ॥ ৫৩

ভূপালী।

নব কুচে নখ দেখি জীউ মোর কাঁপে। জনু নব কমলে ভ্রমরা কম্ফ ঝাঁপে॥ টুটল গীমক মোতিম হার। রুধিরে ভরল কিয়ে সুরঙ্গ পঙার॥ সুন্দর পয়োধর নখক্ষত ভারি। কেশরী জনু গজকুম্ভ বিদারি॥ পুন না যাইও ধনি সো পিয়া ঠাম। জীবন রহিলে পুরাইহ কাম॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি সুন্দরি আজ। অনলে পুড়িলে পুন অনলে কাজ॥ ৫৪

সুহিনী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি। সঘনে ঢুলিছে অরুণ আঁখি॥ অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি অন্তরে কি ভেল ব্যথা॥ সঘনে গগনে গণিছ তারা। দৈব অবঘাত হৈয়াছে পারা॥ যদি বা না কহ লোকের লাজে। মরমী জনার মরমে বাজে॥ আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে দেখি। প্রেম কলেবর দিয়াছে সাখি॥ বিদ্যাপতি কহ এ কথা দড়। গোপত পীরিতি বিষম বড়॥ ৫৫

সুহিনী।

সুবলের সনে বসিয়া শ্যাম। কহয়ে রজনী বিলাস কাম॥ সে যে সুবদনী সুন্দরী রাই। আবেশে হিয়ার মাঝারে লই॥ চুম্বন করল কতহুঁ ছন্দ। রভসে বিহসি মন্দ মন্দ॥ বহুবিধ কেলি কয়ল সোই। সে সব স্বপন হোয়ল মোই॥ কি বা সে বচন অমিয়া মিঠ। ভাঙর ভঙ্গিম কুটিল দিঠ॥ সো ধনী হিয়ার মাঝারে জাগে। বিদ্যাপতি কহে নবীন রাগে॥ ৫৬

বালা-ধানশী।

এ সখি এ সখি লই জনি যাহ। মুগ্ধি অতি বালী সো আরত নাহ॥ পাশ যাইতে জীউ মোর কাঁপে। কাঁচা কমলে ভ্রমর কম্ফ ঝাঁপে॥ দুরবল দেহ মোর ঝাঁপল চীর। জনু ডগমগ করে নলিনীক নীর॥ যাইহে কি সহত জীবক শাতি। কোন বিহি সিরজিল পাপিনী রাতি॥ ভণয়ে বিদ্যা-পতি তখনক ভাগ। কোন ন দেখত শশি হোত বিহান॥ ৫৭

ধানশী।

পরিহর মনে কছু না কর তরাস। সাধস নাহি কর, চলু পিয় পাশ॥ দর দর

দুরমতি, কহলম তোয়। বিনি দুখে সুখ কবহি নাহি হোয়। তিল আধ দুখ, জনম ভরি সুখ। ইথে লাগি ধনি কাহে হোয়বি বিমুখ? তিল এক মুদি রহ দুনয়ান। রোগী করয়ে জনু ঔষধ পান॥ চল চল সুন্দরি করহ শিঙ্গার। বিদ্যাপতি কহ এহিসে বিচার॥ ৫৮

বিহাগড়া।

সকল সখী পরবোধি কামিনী আনি দিল পিয়া পাশ। জনু ব্যাধবন্ধে বিপিনসে মৃগী তেজই ভীখনি শ্বাস॥ বৈঠলি শয়ন-সমীপে সুবদনী যতনে সমুখ না হেয়। ভেলি মানস ভমই দশদিশ দোল মনমথ ক্ষোয়॥ কঠিন কাম কঠোর কামিনী মানে নাহি পরবোধ। নিবিড় নীবি-বন্ধ কঠিন কংকে অধরে অধিক নিরোধ॥ সকল গাত দুকুল দৃঢ় অতি কতিহুঁ নাহি পরকাশ। পাণি পরশিতে পরাণ পরিহরে পুরব কি রীতে আশ॥ কান্ত কাতর কতহু কাকুতি করত কামিনী পায়। প্রাণ পীড়ন রাই মানই বিদ্যাপতি কবি গায়॥ ৫৯

বালা-ধানশী।

বোলন রসিক বিলাসিনী ছোটি। করে ধরইতে কত করুণা কোটি॥ কত পরবোধে আনল অনুরোধি। নাহ গেহে সখী শুতায়ল বোধি॥ শুতলি বিমুখে ধনী অতি ক্ষীণ হোই। বাঢ়ল মদন বাহুড়াব কোই॥ আঁচরে ঝাঁপি বদন ধরু গোই। বাদর ডরে শশী বেকত না হোই॥ লগ নাহি সরয়ে শুনয়ে নাহি বোল। অরু বেরি বেরি করহি কর জোড়॥ দুহুঁ ভুজ চাপি জীবন ধন সাঁচে কুচ কাঁচলকো বিফল কাঁচে॥ দরশন পরশন রয় অনিবারে মুহিরে মুদল জনু রতন ভাণ্ডারে॥ এত দিনে সখি সব আছিল ঠাট। অবহি মদন পঢ়ায়ব পাঠ॥ বিদ্যাপতি অতিশয় সুখ ভেলি। পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলি॥

ধানশী।

থরহরি কাঁপল লহু লহু ভাষ। লাজে না বচন করয়ে পরকাশ॥ আজ ধনী পেখনু বড় বিপরীত। ক্ষণে অনুমতি ক্ষণে মানই ভীত॥ সুরতক নামে মুদই দুই আঁখি। পাওল মদন মহোদধি সাখি॥ চুম্বন বেরি করয়ে মুখ বঙ্কা। মিলনহু চাঁদ সরোরুহ অঙ্কা॥ নীবিবন্ধ পরশে চমকে উঠে গোরী। জানল মদন-ভাণ্ডারক চোরি॥ কুন্তল বসন হিয়া ভুজে রহু সাঠি। বাহিরে রতন আচরে দেই গাঁঠি॥ বিদ্যাপতি কি বুঝব বল হরি। তেজি জলপ পরিরম্ভণ বেরি॥ ৬১

ধানশী।

নীবিবন্ধন হরি কাহে কর দূর। না হোয়ব তোহার পূর॥ হেরনে কেমন সুখ না বুঝ বিছারি। বড় তুহুঁ ঢীট বুঝলু বনমালি॥ হামারি শপথ যদি হেরহ মুরারি। লহু লহু তবে হাম পাড়ব গারি॥

বিহর সে হরষি, হেরনে কৈছে কাম। সো নাহি সহব হি হামার পরাণ॥ কাহা নাহি শুনিয়ে এমতি থাকর। করয়ে বিলাস দীপ লই জার॥ পরিজন শুনি শুনি তেজব নিশাস। লহু লহু রমহ পরিজন পাশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান। নৃপ শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ৬২

ধানশী।

রতি-সুবিশারদ তুহুঁ রাখ মান। বাঢ়িলে যৌবন তোহে দিব দান॥ এবে সে অলপ রসে না পুরব আশ। থোরি সলিলে তুয়া না যাব পিয়াস॥ অলপে অলপে যদি চাহ নিতি। প্রতিপদ চান্দ কলা সম রীতি॥ থোরি পয়োধরে না পূরব পাণি॥ না দিহ নখ-রেহ হরি রস জানি॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি কৈছন রীত। কাঁচা দাড়িম প্রতি ঐছন প্রীত॥ ৬৩

তিরোতা-ধানশী।

গরবে না কর হঠ লুবধ মুরারি। তুয়া অনুরাগে না জীয়ে বরনারী॥ তুহুঁ সে নাগর গুরু হাম অগেয়ান। কেলিকলা সব তুহুঁ ভালে জান॥ ফুয়ল কবরী মোর টুটল হার। হাম অবুঝ নারী তুহুঁ ত গোঙার॥ বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। রোগী করয়ে যৈছে ঔখদ পান॥ ৬৪

তিরোতা-ধানশী।

চাণূর মরদন তুহুঁ বনমালী। শিরীষ-কুসুম হাম কমলিনী নারী॥ দূতী বড় দারুণ সাধল বাদ। করি করে সোঁপল মালতী-মাদ॥ নয়নক অঞ্জন নিরঞ্জন ভেল। মৃগমদ চন্দন ঘামে ভিগি গেল॥ বিনয়ে মাধব তোহে পরণাম। অবলারে বলি দিয়া না পূজহ কাম॥ এ হরি এ হরি কর অবধান। আন দিবস লাগি রাখহ পরাণ॥ রসবতী নাগরী রস-মরিযাদ। বিদ্যাপতি কহ পুরব সাধ॥ ৬৫

তিরোতা-ধানশী।

এ হরি বলে যদি পরশবি মোয়। তিরিবধ-পাতক লাগয়ে তোয়॥ তুহুঁ রস-আগর নাগর ঢাট। হাম না বুঝিয়ে রস তীত কি মীঠ॥ রস-পরসঙ্গে উঠয়ে মরু কাঁপ। বাণে হরিণী জনু কমলহি ঝাঁপ॥ অসময়ে আশ না পুরই কাম। ভাল জন না করে বিরস পরিণাম॥ বিদ্যাপতি কহ বুঝলহু সাঁচ। ফলহুঁ না মিঠই হোয়ত কাঁচ॥ ৬৬

ভূপালী।

তরল নয়ন শর অথির সন্ধান। নবীন শিখাবল গুরু পাঁচ বাণ॥ অগেয়ানে কোন করয়ে ব্যবহার। বলে নাহি লেও ত দান হামার॥ আরতি না কর কানু না ধর চীর। হাম অবলা অতি রতি-রণ-ভীর॥ প্রথম বয়স লেশ না পুরব আশ। না পূরে অলপ-

ধনে দারিদ নিশ্বাস ॥ মাধবি মুকুলিত-মালতি ফুল। তাহে নাহি ভোখিল ভ্রমর অনুকূল ॥ অনুচিত কাজে ভাল নহে পরিণাম। সাহস না করয়ে সংশয় ঠাম ॥ কহই বিদ্যাপতি নাগর কান। মাতল করী নাহি অঙ্কুশ মান ॥ ৬৭

অভিসার।

ভূপালী।

রয়নি ছোটি অতি ভীরু রমণী। কতি ক্ষণে আওব কুঞ্জরগমনী ॥ ভীমভুজঙ্গম সরণা। কত সঙ্কট তাহে কোমল-চরণা ॥ গিরি-পায়ে করি পরিহার। অবিখিনে সুন্দরী করু অভিসার ॥ গগন সঘন মহী পঙ্কা। বিধিনি বিথারিত উপজয়ে শঙ্কা ॥ দশ দিশ ঘন আন্ধিয়ারা। চলইতে খলই লখই নাহি পারা ॥ সব যোনি পালটি ভুলালি। আওত মানবী ভাণত লোলী ॥ বিদ্যাপতি কবি কহই। প্রেমহি কুলবধূ পরাভব সহই ॥ ৬৮

তিরোতা।

করিবর-রাজহংস-গতি গামিনী চললিহুঁ সঙ্কেত গেহা। অমল তড়িত-দণ্ড, হেম-মঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা ॥ জলধর, তিমির, চামর জিনি কুন্তল অলকা ভৃঙ্গ, শৈবালে। ভাঙ লতা ধনু, ভ্রমর ভুজঙ্গিনী, জিনি আধ-বিধু বর ভালে ॥ নলিনী চকোর সফরী, সব মধুকর, মৃগী, খঞ্জন, জিনি আঁখি। নাসা তিলফুল, গরুড় চঞ্চু জিনি গিধিনী শ্রবণ বিশেখি ॥ কনক-মুকুর শশী, কমল জিনিয়া মুখ, জিনি বিম্ব অধর, প্রবালে। দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগ-বীজ, জিনি কম্বু কণ্ঠ আকারে ॥ বেল তাল যুগ হেমকলস, গিরি কটাদি জিনিয়া কুচ সাজা। বাহু মৃণাল পাশ, বল্লরী জিনি, ডমরু, সিংহ জিনি মাঝা ॥ লোমলতাবলী, শৈবাল কজ্জল, ত্রিবলী তরঙ্গিণীরঙ্গা। নাভি সরোবর, সরোরুহদল জিনি, নিতম্ব জিনিয়া গজকুম্ভা ॥ উরুযুগ কদলী, করিবরকর জিনি স্থলপঙ্কজ পদপাণি। দশন দাড়িম বীজ, ইন্দু-রতন জিনি, পিক জিনি অমিয়া বাণী ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি স্বরূপ মূরতি, রাধারূপ অপারা। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ একাদশ অবতারা ॥ ৬৯

তিরোতা।

আঁচরে বদন ঝাঁপহ গোরি। রাজা শুনইছে চান্দক চোরি ॥ ঘরে ঘরে পহরী ছোড়ি গেল যোয়। অবহি দেখব-ধুলি নাগরী তোয় ॥ হাসি সুধামুখি না কর বিভোরি। বাণীক ধ্বনি ধনি বোলবি থোর ॥ অধর-সমীপ দশন করু জ্যোতি। সিন্দুরসমীপ বসায়ল মোতি ॥ শুন শুন সুন্দরি হিত উপদেশ। স্বপনে না হয় জনি বিপদক লেশ ॥ চান্দক আছে এক কলঙ্ক। ও যে বদনী দুহুঁ নিকলঙ্ক ॥ রাজা শিবসিংহ লছিমাদেবী সঙ্গ। ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক ॥ ৭০

কেদার।

নব অনুরাগিণী রাধা। কছু নাহি মানয়ে বাধা॥ একলি কয়ল পয়াণ। পন্থ বিপথ নাহি মান॥ তেজল মণিময় হার। উচ কুচ মানয়ে ভার॥ কর সঞে কঙ্কণ মুদরি। পন্থহি তেজল সগরি॥ মণিময় মঞ্জীর পায়। দূরহি তেজি চলি যায়॥ যামিনী ঘন আন্ধিয়ার। মনমথে হেরি উজিয়ার॥ বিঘিনি বিথারিত বাট। প্রেমক আয়ুধে কাট॥ বিদ্যাপতি মতি জান। ঐছন না হেরি আন॥ ৭১

কেদার।

অবহুঁ রাজপথে পুরজন জাগি। চাঁদ-কিরণ জগমণ্ডল লাগি॥ রহিতে সোঙাথ নাহি নৌতুন লেহ। হেরি হেরি সুন্দরী পড়ল সন্দেহ॥ কামিনী কয়ল কতয়ে প্রকার। পুরুখক-বেশে কয়ল অভিসার॥ ধম্মিল্ল লোল ঝুট করি বন্ধ। পরিহণ-বসন আনহি করি ছন্দ॥ অম্বরে কুচ নাহি সম্বরু গেল। বাজনযন্ত্র হৃদয় করি নেল॥ ঐছনে মিলল কুঞ্জক মাঝ। হেরি না চিহ্নই নাগর-রাজ॥ হেরইতে মাধব পড়লহি ধন্দ॥ পরশিতে ভাঙ্গল হৃদয়ক দ্বন্দ্ব॥ বিদ্যাপতি কহ কিয়ে ভেলি। উপজল কত কত মনমথ কেলি॥ ৭২

বসন্ত-লীলা।

বসন্ত।

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবীপন্থ॥ দিনকর কিরণ ভেল পৌগণ্ড। কেশর কুসুম ধয়ল হেমদণ্ড॥ নৃপ আসন নব পীঠলপাত। কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥ মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়। সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥ শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র। আন দ্বিজ-কুল পড়ু আশীষমন্ত্র॥ চন্দ্রাতপ উয়ড় কুসুম-পরাগ। মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥ কুন্দ বিল্লি তরু ধয়ল নিশান। পাটল তূণ অশোক দল বাণ॥ কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ। হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥ সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল। শিশিরক সবহুঁ কয়ল নিরমূল॥ উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ। নিজ নব দলে করু আসন দান॥ নববৃন্দাবন-রাজ্যে বিহার। বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥ ৭৩

মায়ূর।

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ নব নব বিকসিত ফুল। নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল মাতল নব অলিকুল। বিহরই নওল কিশোর। কলিন্দীপুলিন কুঞ্জ নব শোভন নবনবপ্রেম-বিভোর॥ নবীন রসাল-মুকুল-মঞ্জু মাতিয়া নব কোকিলকুল গায়। নব-যুবতীগণ চিত উনমাতই নবরসে কাননে ধায়॥ নব যুবরাজ, নবীন নব নাগরী মিলিয়ে

নব নব ভাতি। নিতি নিতি ঐ নব নব খেলন বিদ্যাপতি মতি মাতি॥ ৭৪

বিহাগড়া।

মধু ঋতু মধুকর পাঁতি। মধুর কুসুম মধু মাতি॥ মধুর বৃন্দাবন মাঝ। মধুর মধুর রসরাজ॥ মধুর যুবতীগণ-সঙ্গ। মধুর মধুর রসরঙ্গ॥ সুমধুর যন্ত্র রসাল। মধুর মধুর করতাল॥ মধুর নটন-গতি ভঙ্গ। মধুর নটিনী-নট-রঙ্গ॥ মধুর মধুর রসগান। মধুর বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৭৫

কল্যাণ বা বসন্ত।

ঋতুপতি রাতি রসিকবর রাজ। রসময় রাস-রভস রস মাঝ॥ রসবতী রমণী রতন ধনী রাই। রাস-রসিক সহ রস অবগাই॥ রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই। রণরণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥ রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত। রতিরত-রাগিণী-রমণ বসন্ত॥ রটতি রবাব মহতকী পিনাশ। রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥ রসময় বিদ্যাপতি কবি ভাণ। রূপনারায়ণ ভূপতি জান॥ ৭৬

বেলোয়ার।

বাজন দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া। নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি করে, করু তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥ ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল রুণু ঝুনু মঞ্জরী বোল। কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া মণি নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥ বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাব। ঘেটিতা ঘেটিতা ধেনি মৃদঙ্গ গরজনি, চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥ শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত, মালতী-মাল বিথারল মোতি। সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে, বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি॥ ৭৭

বিভাস।

রাই জাগ রাই জাগ শুক সারী বলে। কত নিদ্রা যাও কাল মাণিকের কোলে॥ রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে। অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥ সারী বলে শুন শুক গগনে উড়ি ডাক। নব-জলধরে ডাকি অরুণেরে ঢাক॥ শুক বলে শুন সারি আমরা পশু পাখী। জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥ বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই। অরুণ কিরণ হবে ফিরে ঘরে যাই॥ ৭৮

মান।

ললিত।

শুন শুন মাধব নিরদয়-দেহ। ধিক্ রহুঁ ঐছন তোহারি সুনেহ॥ কাহে কহলি তুহুঁ সঙ্কেতবাত। যামিনী বঞ্চলি আনহি সাথ॥ কপট লেহ করি রাইক পাশ। আন রমণী সঞে করহ বিলাস॥ কো কহে রসিক-শেখর বর কান। তুহুঁ সম মুরখ জগতে নাহি আন॥ মাণিক তেজি কাচে অভিলাষ। সুধাসিন্ধু তেজি ক্ষারে পিয়াস॥ ক্ষীরসিন্ধু

ভেজি কূপে বিলাস। হিয়ে হিয়ে তোহারি রভসময় ভাষ॥ বিদ্যাপতি কবি-চম্পতি ভাণ। রাই না হেরব তোমারি বয়ান॥ ৭৯

সিন্ধুড়া।

অবনত বয়নী ধরণী নখে লেখি। যে কহে শ্যাম নাম তাহে নাহি পেখি॥ অরুণ-বসন পরি বিগলিত কেশ। আভরণ তেজল ঝাঁপল বেশ॥ নীরদ-অরুণ-কমলবর-বয়নী নয়ানক লোরে বহি যাওত ধরণী॥ ঐছন সময়ে আওল বনদেবী। কহয়ে চলয়ে ধনী ভানুক সেবি॥ অবনত-বয়নী উতর নাহি দেল। বিদ্যাপতি কহ সো চলি গেল॥ ৮০

তিরোতা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীনা ভেল। যতনহি কত পর কারে বুঝায়নু তবু ধনী উতর না দেল॥ তোহারি নাম শুনয়ে যব সুন্দরী শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি। তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই সো অব না শুনয়ে বাণী॥ তোহারি কেশ, কুসুম, তৃণ, তাম্বুল, ধয়লহি রাইক আগে। কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥ হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর কৈছে মিটায়ব মান। কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত আপে সিধারহ কান॥ ৮১

ধানশী।

এ ধনি মানিনি করহ সঙ্গাত। তুয় কুচ হেমঘট হার ভুজঙ্গিনী উভাক পরে ধরি হাত॥ তোঁহে ছাড়ি হাম যদি পরশ করি কোয়। তুয়া হার নাগিনী কাটব মোয়॥ হামারি বচনে যদি নহ পরতীত। বুঝিয়া করহ শাতি যে হয় উচিত॥ ভুজ-পাশে বান্ধি জঘন পর তাড়ি। পয়োধর-পাথর হিয়ে দেহ ভারি॥ উর-কারাগারে বান্ধি রাখ দিন রাতি। বিদ্যাপতি কহ উচিত ইহ শাতি॥ ৮২

শ্রীরাগ।

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী হরল চেতন মোর। পুরুখ-বধের ভয় না করহ এ বড়ি সাহস তোর॥ মানিনি আকুল হৃদয় মোর। মদন বেদন সহিতে না পারি শরণ লইনু তোর॥ কিয়ে গিরিবর কনয়া-কটোর তা দেখি লাগয়ে ধন্দ। হিয়ার উপর শম্ভু পুজিতে বেড়িয়া বালক চন্দ॥ এ করকমলে পরশিতে চাহি বিহি নহে যদি বামা॥ তোহারি চরণে শরণ লইনু সদয় হইবে রামা॥ চঞ্চল দেখিয়া আকুল হইনু ব্যাকুল হইল চিত। কহে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতী কানুর করহ হিত॥ ৮৩

ধানশী।

পীন কঠিন কুচ কনয়া কটোর। বঙ্কিম নয়নে চিত হরি নিল মোর॥ পরিহর সুন্দরি দারুণ মান। আকুল ভ্রমরে করাহ মধুপান॥ এ ধনি সুন্দরি করে ধরি তোর। হঠ না করহ মহত রাখ মোর॥ পুনঃ পুনঃ কত যে বুঝাব বারে

বার। মদন-বেদন হাম সহই না পার॥ ভণইঁ বিদ্যাপতি তুহু সব জান। আশা-ভঙ্গ-দুখ মরণ-সমান॥ ৮৪

ধানশী।

কত কত অনুনয় করু বরনাহ। ও ধনি মানিনি পালটি না চাহ॥ বহুবিধ বাণী বিলাপয়ে কান। শুনইতে শতগুণ বাঢ়য়ে মান॥ গদগদ নাগর হেরি ভেল ভীত। বচন না নিকসয়ে চমকিত চিত॥ পরশিতে চরণ সাহস নাহি হোয়। করযোড় ঠাড়ি বদন পুন জোয়॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বরকান। কি করবি তুহুঁ অব দুর্জ্জয় মান॥ ৮৫

গান্ধার।

ছোড়ল আভরণ মুরলি-বিলাস। পদ-তলে লুটয়ে সো পীতবাস॥ যাক দরশ বিনে ঝুরয়ে নয়ান। অব নাহি হেরসি তাক বয়ান॥ সুন্দরি তেজহ দারুণ মান। সাধয়ে চরণে রসিকবরকান॥ ভাগ্যে মিলয়ে ইহ শ্যাম রসবন্ত। ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সময় বসন্ত॥ ভাগ্যে মিলয়ে হেন প্রেম সঙ্গাতি। ভাগ্যে মিলয়ে ইহ সুখময় রাতি॥ আজু যদি মানিনি তেজবি কান্ত। জনম গোঙায়বি রোই একান্ত॥ বিদ্যাপতি কহে প্রেমক রীত। যাচিত তেজি না হোয় সমুচিত॥ ৮৬

শ্রীরাগ।

হরি পরসঙ্গ না কর মঝু আগে। হাম নহ নাগরী ভয়া, মাধব লাগে॥ যাকর মরমে বৈঠে বর-নারী। না সঞে পিরীতি দিবস দুই চারি॥ পহিলাহিঁ না বুঝল এত সব বোল। রূপ নেহারি পড়ি গেনু ভোল॥ আন ভাবিতে বিহি আন ফল দেল। হার ভরমে ভুজঙ্গম ভেল॥ এ সখি এ সখি যব রহুঁ জীব। হরি দিকে চাহি পানি নাহি পীব॥ হাম যদি জানিতু কানুক রীত। তব কিয়ে তা সঞে বাঁধয়ে চিত॥ হরিণী জানয়ে ভাল কুটুম্ব বিবাধ। তবহুঁ ব্যাধক গীত শুনিতে করু সাধ॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বর-নারী। পানি পিয়ে কিয়ে জাতি বিচারি॥ ৮৭

গান্ধার।

তোহারি বিরহ বেদনে বাউর সুন্দর মাধব মোর। ক্ষণে সচেতন ক্ষণে অচেতন ক্ষণে নাম ধরে তোর॥ রামা হে তু বড়ি কঠিন-দেহ। গুণ অপগুণ না বুঝি তেজবি জগত-দুলহ লেহ॥ তোহারি কাহিনী কহিতে জাগল শুনই দেখই তোয়। না ঘর বাহিরে ধৈরজ না ধরে পথ নিরখিয়ে রোয়॥ কত পরবোধি না মানে রহসি না করে ভোজন-পান। কাঠ মূরতি ঐছন আছয়ে কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৮৮

কামোদ।

দিবস তিল আধ রাখবি যৌবন বহই দিবস সব যাব। ভাল মন্দ দুই সঙ্গে চলি যাওব পর উপকার সে লাভ॥ সুন্দরি হরিবধে তুহুঁ ভেলী ভাগী। রাতি দিবস সোই আন নাহি ভাবই কাল বিরহ তুয়া লাগি॥ বিরহ-সিন্ধু যাহা ডুবইতে আছয়ে তুয়া কুচকুম্ভ লখি দেই। তুহুঁ ধনী গুণবতী, উধার গোকুলপতি ত্রিভুবন ভরি যশো লেই॥ লাখ-লাখ নাগরী যো কানু হেরই সো শুভ দিন করি মান। তুয়া অভিমান লাগি সোই আকুল কবি বিদ্যা-পতি ভাণ॥ ৮৯

ভূপালী।

এ ধনি মানিনি কঠিন পরাণি। এতহুঁ বিপদে তুহুঁ না কহসি বাণী॥ ঐছন নহ ইহ প্রেমক রীত। অবকে মিলন হোয় সমুচিত॥ তোহারি বিরহে যব তেজব পরাণ। তব তুহুঁ কাসঞে সাধবি মান॥ কো কহে কোমল-অন্তর তোয়। তু সম কঠিন-হৃদয় নাহি হোয়॥ অব যদি না মিলহ মাধব সাথ। বিদ্যাপতি তব না কহব বাত॥ ৯০

ধানশী।

সখি হে না বোল বচন আন। ভালে ভালে হাম অলপে চিহ্নিনু ঐছন কুটিল কান॥ কাঠ কঠিন কয়ল মোদক উপরে মাখিয়া গুড়। কনয়া কলস বিখে পুরাইয়া উপরে দুধক পুর॥ কানু সে সুজন হাম দুরজন তাহার বচনে যাই। হৃদয় মুখেতে এক সমতুল কোটিকে গুটিক পাই॥ যে ফুলে তেজসি সে ফুলে পুজসি সে ফুলে ধরসি বাণ। কানুর বচন ঐছন চরিত কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥ ৯১

তিরোতা।

কাঞ্চন-জ্যোতি কুসুম পরকাশ। রতন ফলিবে বলি বাঢ়ায়নু আশ॥ তাকর মূলে দিনু দুধক ধার। ফলে কিছু না হেরিয়ে ঝনঝনি সার॥ জাতি গোয়ালিনী হাম মতিহীন। কুজনক পিরীতি মরণ অধীন॥ হাহা বিহি মোরে এত দুখ দেল। লাভক লাগি মূল ডুবি গেল॥ কবি বিদ্যাপতি ইহ অনুমান॥ কুকুরক লাঙ্গুল নহত সমান॥ ৯২

কামোদ।

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক কি করব লোচন-হীনে। কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক যদি করুণা নাহি দীনে॥ এ সখি বুঝিয়ে কহসি কটু বাণী। ঐছন এক গুণ বহু দোষ নাশই এক দোষে বহুগুণ-হানি॥ গরল-সহোদর গুরু-পত্নীহর রাহু-বদন উগারা। বিরহ-হুতাশন বারিজি-নাশন শীল গুণে শশী উজিয়ারা॥ পরসুতে অহিত খণ্ডন নাহি নিজ সুতে কাক উছিষ্ট রস পানি। সো সব অবগুণ ঢাকল একল পিক বোলত মধুরিম বাণী। কানুক পিরীতি

কি কহব এ সখি সব গুণ মূল অমূলে। বংশী পরশি শপথি শত শত তবহি প্রতীত নহি বোলে॥ পুন পরিরম্ভণ চুম্বন কোরে করি সঙ্কেত কঁর বিশোয়াসে। আন রমণী সঙে সো নিশি বঞ্চল মোহে করল নিরাশে॥ অনলহু অধিক যো তনু দহই রতি চীন দেখি প্রতি অঙ্গে। বিদ্যাপতি কহ জীউ নিকসব তবহি না মিল হরি সঙ্গে॥ ৯৩

ললিত।

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ গগন-মগন ভেল চন্দা। মুদি গেল কুমুদিনী, তইও তোহর ধনি মূনল মুখ অরবিন্দা॥ কমল বদন কুবলয় দুই লোচন অধর মধুরি নিরমাণে। সকল শরীর কুসুম তুয় সিরজল কিয় দই হৃদয় পখাণে॥ অসকতি কর কঙ্কণ নহি পরিহসি হৃদয়হার ভেল ভারে। গিরি সম গরুয় মান নহি মুঞ্চসি অপনুব তুয় ব্যবহারে॥ অবগুণ পরিহরি হরবি হরুধনি মানক অবধি বিহানে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ বিদ্যাপতি কবি ভাণে॥ ৯৪

ধানশী।

চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ। ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ॥ ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচনে-লোর। কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥ লাগল কুদিন কয়লু হাম মান। অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥ রোখ-তিমির এত বৈরী কি জান। রতনক ভৈ গৈরিক ভাণ॥ নারী জনমে হাম না করিনু ভাগি মরণ শরণ ভেল মানক লাগি॥ বিদ্যাপতি কহ শুন ধনি নাই। রোয়সি কাহে মোহে সমুঝাই॥ ৯৫

তিরোতা বা ধানশী।

হরি বড় গরবী গোপী মাঝে বসই। ঐছে করবি যৈছে বৈরী না হসই॥ পরিচয় করিবি সময় ভাল চাই। আজু বুঝব হাম তুয়া চতুরাই॥ পহিলহি বৈঠবি শ্যাম করি বাম। সঙ্কেতে জানয়বি হামারি পরণাম॥ পুছইতে কুশল উল-টায়বি পাণি। বচন না বান্ধবি শুনহ সেয়ানি॥ হরি যদি ফেরি পুছয়ে ধনি তোয়। ইঙ্গিতে নিবেদন জানায়বি মোয়॥ যব চিতে দেখবি বড় অনুরাগ। তৈখনে জানায়বি হৃদয়ে জনু লাগ॥ সখাগণ গণইতে তুহুঁ সে সেয়ানী। তোহে কি শিখায়ব চতুরিম বাণী॥ ইহ রস বিদ্যা-পতি কবি ভাণ। মান রহুক পুন যাউক পরাণ॥ ৯৬

ধানশী।

শুনাইতে ঐছন রাইক বাণী। নাহ নিকটে সখী কয়লি পয়াণি॥ দূরে সঞে সো সখী নাগর হেরি। তোড়ই কুসুম, নেহারই ফেরি॥ হেরইতে নাগর আওল তহি। কি করহ এ সখি, আওল কাহি॥ হামারি বচন কিছু কর অবধান। তুত

যদি কহসি সো মনিনী ঠাম, শুনি কহে সো সখী নাগর পাশ। বিদ্যাপতি কহে পুরল আশ॥ ৯৭

কেদার।

শুন শুন গুণবতী রাধে। পরিচয় পরিহর কোন অপরাধে॥ গগনে উদয় কত তারা। চান্দ আন হি অবতারা॥ আন কি কহব বিশেখি। লাখ লখিমী চয় লখি না লখি॥ শুন ধনি মনো হৃদি ঝুর। তব হি মনহি মনপুর॥ বিদ্যাপতি কহে মিলন ভেল। শুনইতে ধন্দ সবহি দৈ গেল॥ ৯৮

মানান্তে মিলন ও প্রেম-বৈচিত্র্য।

সুহিনী।

দূরে গেল মানিনী-মান। অমিয়া-সরোবরে ডুবল কান॥ মাগয়ে তব্ পরিরম্ভ। প্রেম-ভরে সুবদনী তনু জনু স্তম্ভ॥ নাগর মধুরিম ভাষ। সুন্দরী গদগদ দীর্ঘ নিশ্বাস॥ কোরে আগোরল নাহ। করই সঙ্কীরণ রস নিরবাহ॥ লহু লহু চুম্বই বয়ান। সরস বিরস হৃদি, সজল নয়ান॥ সাহসে উরে কর দেল। মনহি মনোভব তব নাহি ভেল॥ তোড়ল যব্ নীবি-বন্ধ। হরি-সুখে তবহি মনোভব মন্দ॥ তব কছু নাহক সুখ। ভণ বিদ্যাপতি সুখ কি দুখ॥ ৯৯

ভূপালী।

অপরূপ রাধা-মাধব-সঙ্গ। দুর্জ্জয় মানিনী-মান ভেল ভঙ্গ॥ চুম্বই মাধব রাই-বয়ান। হেরই মুখশশী সজল নয়ান॥ সখীগণ আনন্দে নিমগন ভেল। দুহুঁজন মন মাহা মনসিজ গেল॥ দুহুঁজন আকুল দুহুঁ করু কোর। দুহুঁ দরশনে বিদ্যাপতি ভোর॥ ১০০

ভূপালী।

বিগলিত চিকুর মিলিত মুখমণ্ডল চাঁদে বেড়ল ঘনমালা। মণিময় কুণ্ডল শ্রবণে দুলিত ভেল ঘামে তিলক বহি গেলা॥ সুন্দরি তুয়া মুখ মঙ্গলদাতা। রতি বিপরীত সমরে যদি রাখবি কি করব হরি হর ধাতা॥ কিঙ্কিণী কিণি কিণি, কঙ্কণ কণ কণ ঘন ঘন নূপুর বাজে। নিজ মদে মদন পরাভব মানল জয় জয় ডিণ্ডিম বাজে॥ তলে এক জঘন সঘন রব করইতে হোয়ল সৈনক ভঙ্গ। বিদ্যাপতি পতি ও রস গাহক যামুনে মিলিল গঙ্গ-তরঙ্গ॥ ১০১

ধানশী।

আকুল অলক বেড়ল মুখ শোভা। রাহু কয়ল শশিমণ্ডল লোভা॥ কুন্তল কুসুম মাল করু সঙ্গ। জনু যমুনা মিলু গঙ্গ-তরঙ্গ॥ বড় অপরূপ দুহে অচেতন ভেলি। বিপরীত রতি কামিনী করু কেলি॥ প্রিয়মুখে সুমুখি চুম্বয়ে ওজ। চাঁদ অধোমুখে পিবই সরোজ॥ বদন সোহায়ল শ্রম-

জল বিন্দু। মদন যোতি লেই পূজল ইন্দু। কুচযুগ উপর বিলম্বিত হার। দূরেক কলস পর দুধক ধার॥ কিঙ্কিণী রবয়ে নিতম্বহি সাজ। মদন বিজয়ে রণ বাজন বাজ॥ ভণই বিদ্যাপতি রসবতী নারী। কামকলা জিনি বচন হামারি॥ ১০২

ভূপালী।

মদন-মদালসে শ্যাম শিভোর। শশি-মুখী হাসি হাসি করু কোর॥ নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস। অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥ রসবতী নারী রসিকবর কান। হিয়ায় হিয়ায় দোঁহার বয়ানে বয়ান॥ তুহুঁ পুনঃ মাতাল তুহুঁ শর হান। বিদ্যাপতি করু সো রসগান॥ ১০৩

সুহই।

শুন শুন মাধব কি কহব আন। তুলনা দিতে নারি পীরিতি সমান॥ পূরবক ভানু যদি পশ্চিমে উদয়। সুজনক পিরীতি কবহুঁ দূর নয়॥ ক্ষিতিতলে লিখি যদি আকাশের তারা। দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক ধারা॥ ভণই বিদ্যাপতি শিবসিংহ রায়। অনুগত জনেরে ছাড়িতে না জুয়ায়॥ ১০৪

বরাড়ী।

তুহুঁ রসময় তনু গুণে নাহি ওর। লাগল তুহুঁক না ভাঙ্গই জোর॥ কেহ নাহি কয়ল কতহুঁ পরকার। তুহুঁ জন ভেদ করই নাহি পার॥ যোখল সকল মহীতল গেত। ক্ষীর নীর সম না হেরসু লেহ॥ যব কোই-বেরি আনলমুখ আনি। ক্ষীর দগু দেই নিসরিতে পানি॥ তবহুঁ ক্ষীর উমড়ি পড়ু তাপে। বিরহ-বিয়োগ আগ দেই ঝাঁপে॥ যব কোই পানি আনি তাহে দেল। বিরহ-বিয়োগ তবহুঁ দূরে গেল॥ ভণহু বিদ্যাপতি এতনি সুরেহ। রাধামাধব ঐছন লেহ॥ ১০৫

বিভাস।

কহ কহ সখি নিকুঞ্জমন্দিরে আজু কি হোয়ল ধন্দ। চপলে ঝাঁপল জনু জলধর নীল উৎপল চন্দ॥ ফণী মণিবর উপরে নিরখি শিখিনী আনত গেল সুমেরু উপরে সুর তরঙ্গিণী কেবল তরঙ্গ ভেল॥ কিঙ্কিণী কঙ্কণ করু কলরব নূপুর অধিক তাহে। সুকাম নটনে তুরিবতিক হু ঐছন সকল শোহে॥ না কর গোপনে, নিজ পরিজনে ইহ বুঝি অনুমান। বিদ্যাপতি কৃত রূপায়ে তাহারি কো ন জান ইহ গান॥ ১০৬

সুহই।

কি কহব রে সখি কেলি-বিলাস। বিপরীত সুরত নায়ক অভিলাষ॥ মানায়ত নায়র দূরে রহু লাজ। অবিরত কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥ শুনইতে ঐছন লহু লহু ভাষ। তুহুঁ মুখ হেরইতে উপজল হাস॥ শ্রম-জলবিন্দু মুখে সুন্দর জ্যোতি। কনক-কমলে যৈছে ছুটি রহু মোতি॥ কুচযুগ কনক ধরাধর জানি। ভাঙ্গি পড়ল

পহ দিল পাণি॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। নহিলে কি বশ কৈছে তোহারি মুরারি॥ ১০৭

শ্রীরাগ।

আজু মঝু সরম ভরম রহু দূর। আপন মনোরথ সো পরিপূর॥ কি কহব রে সখি কহইতে হাস। সব বিপরীত ভেল আজুক বিলাস॥ জলধর উলটি পড়ল মহীমাঝ॥ উয়ল চারু ধরাধররাজ॥ মরকত দরপণ হেরইতে হাম। উচ নীচ না বুঝি পড়লু সেই ঠাম॥ পুনঃ অনুমানিয়ে নাগর কান। তাকর বচনে ভেল সমাধান॥ নিবাসে বাস পুন দেয়ল সোই। লাজে রহমু হিয়ে আনন গোই॥ সোই রসিকবর কোরে আগোরি। আঁচলে শ্রমজল মোছল মোরি॥ মৃদু বীজইতে ঘুমনু হাম। ভণয়ে বিদ্যাপতি রস অনুপাম॥ ১০৮

ধানশী।

কহ কহ সুন্দরি রজনী-বিলাস। কৈছে নাহ পূরল তুয়া আশ॥ কতহু যতনে বিধি করি অনুমান। নাগর নাগরী কয়ল নির-মাণ॥ অখিল ভুবন মাহা তুহুঁ বর নারী। সুপুরুখ নাহ তোহে মিলল মুরারি॥ পিয়াক পিরীতি হাম কহই না পার। লাখ বদন বিহি না দিল হামার॥ আপনক গজমোতি-হার উতারি। যতনে পরাওল কণ্ঠে হামারি॥ করে ধরি পিয়া বৈসায়ল নিজ কোর: সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে লেপল মোর॥ ফুয়ল কবরী বান্ধয়ে অনুপাম। তাহে বেড়ি দেয়ল চম্পকদাম॥ মধুর মধুর দিঠে হেরই কান। আনন্দ-জলে পরিপূরল নয়ান॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ভাব-তরঙ্গ। এবে কহি শুন-সখি সো পরসঙ্গ॥ ১০৯

ভাটিয়ারি।

সখি হে কি কহব নাহিক ওর। স্বপন কি পরতেক কহই না পারিয়ে কি অতি নিকট কি দূর॥ তড়িত লতাতলে তিমির সঞ্চায়ল আঁতরে সুরধুনি ধারা। তরল তিমির শশী সুর গরাসল চৌদিকে খসি পড়ু তারা॥ অম্বর খসল ধরাধর উলটল ধরণী ডগমগি ডোলে। খরতর বেগ সমীরণ সঞ্চরু চঞ্চরীগণ করু রোলে॥ প্রলয় পয়োধি জলে জনু ছাপল ইহ নহ যুগ অবসানে। কো বিপরীত কথা পতিয়ায়ব কবি বিদ্যা-পতি ভণে॥ ১১০

বিভাস।

এ সখি এ সখি কি কহব হাম। পিয়া মোর বিদগধ, বিহি মোরে বাম॥ কত দুঃখে আয়ল পিয়া মঝু লাগি। দারুণ শাশ রহল তহি জাগি॥ ঘরে মোর আন্ধিয়ার কি কহিব সখি। পাশে লাগল পিয়া কিছুই না দেখি॥ চিত মোর ধস ধস কহিতে না পাই। এ বড় মনের দুখ রহু চিরথাই বিদ্যাপতি কহ তুহুঁ অগেয়ানি। পিয়া হিয়া করি কাহে না ফেরি বয়ানি॥ ১১১

সুহই।

ন পিয়ার কথা কি পুছসি রে সখি পরাণ নিছিয়া তারে দিয়ে। গড়ের কুটাগাছি শিরে ঠেকাইয়া আলাই-বালাই তার নিয়ে॥ হাত দিয়া দিয়া মুখানি মাজিয়া দীপ নিয়া নিয়া চায়। দরিদ্র যেমন পাইয়া রতন থুইতে ঠাঞি না পায়॥ হিয়ার উপরে শোয়াইয়া মোরে অবশ হইয়া রয়। তাহার পীরিতি তোমার এমতি কবি বিদ্যাপতি কয়॥ ১১২

কামোদ।

রাধামাধব রতনহি মন্দিরে নিবসই শয়নক সুখে। রসে রসে দারুণ দ্বন্দ্ব উপজায়ল কান্ত চলহ তহি রোখে॥ নাগর—অঞ্চল করে ধরি নাগরী হাসি মিনতি করু আধা। নাগর-হৃদয় পাঁচ শর হানল উরজ দরশি মনবাধা॥ দেখ সখি ঝুটক মান। কারণ কছুই বুঝই না পারিয়ে তব কাহে রোখল কান॥ রোখ সমাপি পুন রহসি পসারল ভাগি মধ্যত পাঁচ-বাণ। অবসর জানি মানবতী রাধা বিদ্যাপতি ইহ ভাণ॥ ১১৩

ধানশী।

তুহু যদি মাধব চাহসি লেহ। মদন সাখি করি খত লিখি দেহ॥ ছোড়বি কেলি-কদম্ব-বিলাস। দূরে করবি গুরুজন আশ॥ মো বিনু স্বপনে না হেরবি আন। হামারি বচনে করবি জলপান॥ রজনী দিবস গুণ গায়বি মোর। আন যুবতী কোই না করবি কোর॥ ঐছন কবচ ধর যব হাত। তঁহু তুয়া সঞে মরমক বাত॥ ভণই বিদ্যাপতি শুন বরকান। মান রতক পুনঃ পরাণ॥ ১১৪

ভূপালী।

বড়ই চতুর মোর কান। সাধন বিনহি ভাঙ্গল মঝু মান॥ যোগী-বেশ ধরি আওল আজ। কো ইহ সমুঝব অপরূপ কাজ॥ শাশ বচনে হাম ভিখ লেই গেল। মঝু মুখ হেরইতে গদগদ ভেল॥ কহে তব মান-রতন দেহ মোয়। সমুঝনু তব হাম সুকপট সোয়॥ যো কছু কহল তব, কহইতে লাজ। কোই না জানল নাগর-রাজ॥ বিদ্যাপতি কহ সুন্দরী রাই। কিয়ে তুহুঁ সমুঝবি সো চতুরাই॥ ১১৫

বিভাস।

কি কহব রে সখি আজুক বাত। মাণিক পড়ল কুবণিক-হাত॥ কাচ কাঞ্চন না জানয়ে মূল। গুঞ্জা রতন করই সমতুল॥ যো কছু কভু নাহি কলা রস জান। নীর-ক্ষীর দুহুঁ করই সমান॥ তাহা সঙ্গে কাঁহা পিরীতি রসাল। বানর-কণ্ঠে কি মোতিম মাল॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান। বানর-মুখে কি শোভয়ে পান॥ ১১৬

বিভাস।

কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ। স্বপনে হি শুতলু কুপুরুখ সঙ্গ॥ বড়ি সুপুরুখ বলি আওলু ধাই। শুতি রহলু মুখে আঁচল ঝাঁপাই॥ কাঁচলি খোলি আলিঙ্গন দেল। মোহে জাগয়ল তঁহি নিদ গেল॥ হে বিহি হে বিহি বড় দুখ দেল। সে দুখ রে সখি অবহুঁ না গেল॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ধন্দ। ভেক কি জানে কুসুম-মকরন্দ॥ ১১৭

রামকেলি।

বুঝনু এ সখি কানু গোঙার। পিতল কাটারি কাযে নাহি আয়ল উপরহি ঝকমকি সার॥ আঁখি দেখাইতে কোপে ধাম খসল কাহে গহন দুই বাটে। চন্দন ভরমে শিমলি আলিঙ্গনু শেল রহলহি কাঁটে। পশুক মাঝে যো অধম গোঙারল সো কিয়ে জান রতিরঙ্গ। মধু যামিনী আজু বিফলে গোঙায়লু গোপ গোঙারক সঙ্গ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি সো থির, নহে গোঙারে। তুহুঁ গোঙারিণি সহজে আহীরিণী সো হরি না করু পুছারে॥ ১১৮

পঠমঞ্জরী।

এ সখি কাহে কহসি অনুযোগে। কানুসে অবহি করবি প্রেমভোগে॥ কোলে লেয়ব সখি তুহুঁক পিয়া। হাম চলনু তুহুঁ থির কর হিয়া। এত কহি কানু-পাশে মিলল সো সখি। প্রেমক রীত কহল সব দুখী॥ শুনতহি কানু মিলল ধনি-পাশ। বিদ্যাপতি কহে অধিক উল্লাস॥ ১১৯

ধানশী।

এ ধনি বুঝিলি কি কহব তোয়। আজুক কৌতুক কহনে না হোয়॥ একলি শুতিয়া ছিনু কুসুম-শয়ান। দোসর মনমথ করে ফুল বাণ॥ নপুর বাজনু মৃদু আওল কান। কৌতুকে হাস মুদি রহলু নয়ান॥ আওল কানু বৈঠল মঝু পাশ। পাশ মোড়ি হাম লুকায়নু হাস॥ কুন্তল-কুসুম-দাম হরি নেল। সরিহা-মাল পুনহি মুঝে দেল॥ নাসা মোতিম গীমক হার। যতনে উতারল কত পরকার॥ কঞ্চুক ফুগইতে পহু ভেল ভোর। জাগল মনমথ বান্ধনু চোর॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি রসিক সুজান। তুহুঁ রসবতী পহু সব রস জান॥ ১২০

ভূপালী।

আছিনু হাম অতি মানিনী হোই। ভাঙ্গল নাগর নাগরী হোই॥ কি কহব রে সখি আজুক রঙ্গ। কানু আওল তহি দোতিক সঙ্গ॥ বেণী বনায়ল চাঁচর কেশে। নাগর-শেখর নাগরী-বেশে॥ পহিরল হার উরজ করি উরে। চরনহি নেয়ল রতন-নপুরে॥ পহিলহি চলইতে বামপদ বাত। ... রতিপতি কুসুমধনু হাত॥ হেরি হাম সচকিত আদর কেল। অবনত হেরি কোর পর নেল॥ সো তনু সরস পরশ যব ভেল। মানক গরব

রসাতল গেল॥ নাসা পরশি রহল হাম ধন্ধ। বিদ্যাপতি কহে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব॥ ১২১

তিরোতা।

মন্দিরে আছিনু সহচরী মেলি। পরসঙ্গে রজনী অধিক ভৈ গেলি॥ যব সখি চললহুঁ আপন গেহ। তব মঝু নিন্দে ভরল সব দেহ॥ শুতি রহলু হাম করি একচিত। দৈবে বিপাক ভেল বিপরীত॥ না বোল সজনি শুন স্বপন-সম্বাদ। হসইতে কেহ জনি করে পরিবাদ॥ বিষাদ পড়ল মঝু হৃদয়ক মাঝ। তুরিতে ঘুচায়নু নীবিক কাচ॥ এক পুরুষ পুন আওল আগে। কোপে অরুণ আঁখি অধরক রাগে॥ সে ভয়ে চিকুর চীর আনহি গেল। কপালে কাজর মুখে সিন্দূর ভেল॥ অতয়ে করব কেহ অপযশ গাব। বিদাপতি কহে কো পতিয়াব॥১২২

ধানশী।

সখি হে সে সব কহিতে লাজ। যে করে রসিক রাজ॥ আঙ্গিনা আওল সেহ। হাম চলিনু গেহ॥ অধরু আচর ওর। ফুয়ল কবরী মোর॥ ঢাট নাগর চোর। পাওল হেম কটোর॥ ধরিতে ধায়ল তায়। তোড়ল নখের ঘায়॥ চকোরে চপল চাঁদ। পড়ল প্রেমের ফাঁদ॥ কবি বিদ্যাপতি ভাণ। পুরল দুহুঁক কাম॥ ১২৩

পঠমঞ্জরী।

এ সখি রঙ্গিণি কি কহব তোয়। আর এক কৌতুক কহনে না হোয়॥ একলি আছিনু ঘরে হীন-পরিধান। অলখিতে আওল কমল-নয়ান॥ এদিকে ঝাঁপিতে তনু ওদিকে উদাস। ধরণী পশিয়ে যদি পাউ পরকাশ॥ করে কুচ ঝাঁপিতে ঝাঁপন না যায়। মলয়-শিখর জনু হিমে না লুকায়॥ ধিক্ যাউক জীবন যৌবন লাজ। আজু মোর অঙ্গ দেখল ব্রজরাজ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি রসবতী রাই। চতুরক আগে কিয়ে চতুরাই॥ ১২৪

ধানশী।

শাশ ঘুমাওত কোরে আগোরি। তহি রতি ঢাট পীঠ রহু চোরি॥ কিয়ে হাম আখরে কহলু বুঝাই। আজুক চাতুরি রহব কি যাই॥ না কর আরতি এ অবুধ নাহ। অব নাহি হোত বচন নিরবাহ॥ পীঠ আলিঙ্গনে কত সুখ পাব। পাণিক পিয়াস দুধে কিয়ে যাব॥ কত মুখ মোড়ি অধর রস নেল। কত নিশবদ করি কুচে কর দেল॥ সমুখে না যায় সঘনে নিশোয়াস। হাস কিরণ ভেল দশন-বিকাশ॥ জাগল শাশ, চলত তব কাম। না পূরল আশ বিদ্যাপতি ভাণ॥ ১২৫

ধানশী।

একলি আছিনু হাম গাঁথইতে হার। ঘগরি খসল কুচ-চীর হামার॥ তেখনে হাসি হাসি আওল কান্ত। কুচ কিয়ে ঝাঁপব কিয়ে নীবিবন্ধ॥ হাসি বহু বল্লভ আলিঙ্গন দেল। ধৈরয-লাজ রসাতল গেল॥ করে কি বুতায়ব দূরহি দীপ। লাজে না যায়ল এ কঠিন জীব॥ বিদ্যাপতি কহে মরমক কাজ। জীবন সোঁপল যাহে তাহে কিয়ে লাজ॥ ১২৬

পঠমঞ্জরী।

কুচযুগ চারু ধরাধর জানি। হৃদি পৈঠব জনি পঙ্কিল পানি॥ ঘামবিন্দু মুখে হেরয়ে নাহ। চুম্বয়ে হরষ-সরস-অবগাহ॥ বুঝই না পারিয়ে পিয়ামুখভাষ। বদন নেহারিতে উপজয়ে হাস॥ আপন ভাব মোহে অনুভাবি। না বুঝিয়ে ঐছন কিয়ে সুখ পাবি॥ তাকর বচনে কয়লু সব কাজ। কি কহব সো অব কহইতে লাজ॥ এ বিপরীত বিদ্যাপতি ভাণ। নাগরী রমইতে ভয় নাহি মান॥ ১২৭

ধানশী।

জটিলা শাশ ফুকরি তহি বোলত বহুরি বেরি কাহে থাড়ি। ললিতা কহত অমঙ্গল শুনলু সতী পতিভয় অবগাঢ়ি॥ শুনি কহে জটিলা ঘটল কি অকুশল ঘরে সঞে বাহির হোয়। বহুরিক পাণি ধরি হেরহ কিয়ে অকুশল কহ মোয়॥ যোগেশর ফেরি বহুরিক পাণি ধরি কুশল করব বন-দেব। ইহ এক অঙ্ক বঙ্ক বিশঙ্কট বনত পশুপতি সেব॥ পূজনক মন্ত্রতন্ত্র বহু আছয়ে সো ইহ কছু নাহি জান। জটিলা কহে আন দেব কাঁহা পাওব তুহুঁ বীজ ইহ কর দান॥ এত কহি তুহুঁ জন মন্দিরে পর-বেশল তুহুঁ জন ভেল এক ঠাম। মনমথ মন্ত্র পড়াওল তুহুঁ জনে পূরল তুহুঁ মনকাম॥ পুন তুহুঁ জন মন্দির সঞে নিকসল জটিলা সনে কহে ভাখী। "যব ইহ গৌরী আরাধনে যাওব বিধবা জনে ঘরে রাখি॥" এত কহি সবহুঁ চলল নিজ মন্দিরে যোগি-চরণে পরণাম। বিদ্যাপতি কহ নটবর-শেখর সাধি চলল মনকাম॥ ১২৮

ভাবী-বিরহ।

গান্ধার-ধানশী।

মাধব। বিধু-বদনা। কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥ তুহুঁ পরদেশ যাওব শুনি ভই ক্ষীণা। প্রেম পরতাপে চেতন হরু দীনা॥ কিশলয় তেজি ভূমে শুতলি আয়াসে। কোকিল-কলরবে উঠয়ে তরাসে॥ লোরহি কুচ-কুঙ্কুম দূর গেল। কৃশ ভুজ ভূষণ ক্ষিতিতলে মেল॥ আনত বয়ানে রাই, হেরই গীম। ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন। কহই বিদ্যাপতি সোঙরি চরিত। সো সব গণইতে ভেলি মূরছিত॥ ১২৯

ধানশী।

কবে কর ধরি যো কিছু কহল বদন বিহসি থোর। যৈছে হিমকর মৃগ পরিহরি কুমুদ কমল কোর॥ রামা হে শপথি করহু তোর। সোই গুণবতী গুণ গণি গণি না জানি কি গতি মোর॥ গলিত বসন লোলিত ভূষণ ফুয়ল করবী ভার। আহা উহু করি যে কিছু কহল তাহা কি বিছুরি পার॥ নিভৃত কেতন স্মরল চেতন হৃদয়ে রহল বাধা। ভণে বিদ্যাপতি ভাগে সে উমতি বিপতি পড়ল রাধা॥ ১৩০

তিরোতা।

কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী। ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥ অনুমতি মাগিতে বর-বিধুবদনী। হরি হরি শবদে মুরছি পড়ু ধরণী॥ আকুল কত পরবোধই কান। অব নাহি মাথুর করব পয়াণ॥ ইহ সব শবদ পশিল যব শ্রবণে। তব বিরহিণী ধনী পাওল চেতনে॥ নিজ করে ধরে দুহুঁ কানুক হাত। যতনে ধরণি ধনি আপনক মাথ॥ বুঝিয়া কহয়ে বর নাগর কান। হাম নাহি মাথুর করব পয়াণ॥ যব ধনী পাওল ইহ আশোয়াস। বৈঠলি পুহু তব ছোড়ি নিশোয়াস॥ রাই পরবোধিয়া চলল মুরারি। বিদ্যাপতি ইহ কহই না পারি॥ ১৩১

বর্ত্তমান বিরহ বা মাথুর।

শ্রী-গান্ধার।

হরি কি মথুরাপুরে গেল। আজু গোকুল শূন্য ভেল॥ রোদিতি পিঞ্জর শুকে। ধেনু ধাবই মাথুর মুখে॥ অব সোই যমুনার কূলে। গোপ গোপী নাহি বুলে॥ হাম সাগরে তেজব পরাণ। আন জনমে হব কান॥ কানু হোয়ব যব রাধা॥ তব জানব বিরহক বাধা॥ বিদ্যাপতি কহ নীত। অব রোদন নহে সমুচিত॥ ১৩২

সুহই।

কি করিব কোথা যাব সোয়াথ না হয়। না যায় কঠিন প্রাণ কিবা লাগি রয়॥ পিয়ার লাগিয়া হাম কোন দেশে যাব। রজনী প্রভাত হৈলে কার মুখ চাব॥ বন্ধু যাবে দূরদেশে মরিব আনি শোকে, সাগরে ত্যজিব প্রাণ নাহি দেখে লোকে নহেত পিয়ার গলার মালা যে করিয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥ বিদ্যাপতি কবি ইহ দুখ গান। রাজা শিবসিংহ লছিমা পরমাণ॥ ১৩৩

সুহই।

পাসরিতে শরীর হোয় অবসান। কহিতে না লয় অব বুঝই অবধান॥ কহনে না পারিয়ে সহনে না যা যায়। রচহ সজনি অব কি করি উপায়॥ কোন্ বিহি নিরমিল এই পুন লেহ। কাহে কুলবতী

করি গড়ল মোর দেহ ॥ কাম করে ধরিয়ে সে করয়ে বেভার। রাখয়ে মন্দিরে এ কুল আচার। সহই না পারিয়ে চলই না পারি। ঘন ফিরি যৈছ পিঞ্জর মাহা শারী এতহুঁ বিপদে কাঁহে জীবয়ে দেহ। ভণয়ে বিদ্যাপতি বিষম লেহ ॥ ১৩৪

ধানশী।

অব মথুরাপুর মাধব গেল। গোকুল-মাণিক কো হরি নেল॥ গোকুলে উছলল করুণার রোল। নয়নের জলে দেখ বহয়ে হিল্লোল॥ শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী। শূন ভেল দশ দিশ শূন ভেল সগরি॥ কৈছনে যায়ব যামুন তীর। কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটীর॥ সহচরী সয়ে যাহা কয়ল ফুলধারী। কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি॥ বিদ্যাপতি কহে কর অবধান। কৌতুকে ছাপিত তঁহি রহু কান॥ ১৩৫

সুহই।

কালিক অবধি করিয়া পিয়া গেল। লিখইতে 'কালি' ভীত ভরি গেল॥ ভেল পরভাত পুছই সবহুঁ। কহ কহ রে সখি কালি কবহুঁ॥ কালি কালি করি তেজলু আশ। কান্ত নিতান্ত না মিলল পাশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। পুর-রমণীগণ রাখল বারি॥ ১৩৬

সিন্ধুড়া।

কত গুরু-গঞ্জন দুরজন-বোল। মনে কিছু না গণলু ও রসে ভোল॥ কুলজা-রীতি ছোড়লু যছু লাগি। সো অব বিছুরল হামারি অভাগি॥ সোঙরি সোঙরি সখি কহবি মুরারি। সুপুরুখ পরিহরে দোখ বিচারি॥ যো পুন সহচরি হোয় মতিমান্। করয়ে পিশুন-বচন অবধান॥ নারী অবলা হাম কি বলব আন। তুহুঁ রসনানন্দ গুণক-নিধান॥ মধুর বচন কহি কানুকে বুঝাই। এহি কর দেখি রোখ অবগাই॥ তুহুঁ বর চতুরী হাম কিয়ে জান। ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গান॥ ১৩৭

তিরোতা-ধানশী।

হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা। বিপথে পড়ল যৈছে মালতী-মালা॥ কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনি। কৈছনে বঞ্চব ইহ দিন-রজনী॥ নয়নক নিন্দ গেও, বয়ানক হাস। সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুঃখ হাম পাশ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি॥ ১৩৮

গান্ধার।

কি কহবি মোহে নিদান। কহইতে দহই পরাণ॥ তেজলু গুরুকুল সঙ্গ। পুরল দুকূল কলঙ্ক॥ বিহি মোরে দারুণ ভেল কানু নিঠুর ভৈ গেল॥ হাম অবলা মতি-বামা। না গণলু পরিণামা॥ কি করব ইহ

অনুযোগ। আপন করমক দোখ॥ কবি বিদ্যাপতি ভাণ। তুরিতে মিলায়ব কান॥

তিরোতা।

সখিহে মন্দ প্রেম পরিণামা। বরকে জীবন কয়ল পরাধীন নাহি উপকার এক ঠামা॥ ঝাঁপন কূপ লখই না পারনু আইতে পড়লহুঁ ধাই। তখনক লঘুগুরু কছু না বিচারনু অব পাছু তরইতে চাই॥ মধুসম বচন প্রেম সম মানুখ পহিলহি জানন ন ভেলা। আপন চতুরপণ পরহাতে সোঁপনু হৃদি সে গবর দূরে গেলা॥ এত দিনে আনু ভাণে হাম আছনু অব বুঝনু অবগাহি। আপন শূল হাম আপনি চাচনু দোখি দেয়ব অব কাহি॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতী চিতে নাহি গুণবি আনে। প্রেম কারণ জীউ উপেখিয়ে জগজন কে নাহি জানে॥

তিরোতা।

প্রেমক গুণ কহই সবকোই। যে প্রেমে কুলবতী কুলটা হোই॥ হাম যদি জানিয়ে পিরীতি দুরন্ত। তব কিয়ে যায়ব পাপক অন্ত॥ অব সব বিষসম লাগয়ে মোই। হরি হরি পিরীতি না কর জনি কোই॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বর নারি। পানি পিয়ে পিছে জাতি বিচারি॥ ১৪১

গান্ধার।

সজল নয়ান করি, পিয়াপথ হেরি হেরি তিল এক হয় যুগ চারি। বিধি বড় দারুণ, তাহে পুন ঐছন দূরহি কয়ল মুরারি॥ স্বজনি! কিয়ে করব পরকার। কি মোর করমফলে,পিয়া গেল দেশান্তরে, নিতি নিতি মদন-ঝঙ্কার॥ নারীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ মোর পিয়া যার পাশে বৈসে। পাখী জাতি যদি হও, পিয়া পাশ উড়ি যাও, সব দুঃখ কহো তছু পাশে॥ আনি দেই মোর পিউ, রাখই আমার জীউ কো ইহ করুণাবান্। বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে তুরিতহি মীলব কান॥ ১৪২

সুহই।

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর কবে ঘুচব বিহি বাম। দিবস লিখি লিখি, নখর খোয়ায়নু, বিছুরল গোকুল নাম॥ হরি হরি কাহে কহব এ সংবাদ। সোঙরি সোঙরি লেহ, ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ, জীবনে আছয়ে কিবা সাধ॥ পূরব পিয়ারী নারী হাম আছনু অব দরশনহুঁ সন্দেহ। ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি, সবহু কুসুমে রমি, না তেজই কমলিনী লেহ॥ আশ নিগড় করি, জীউ কত রাখব, অবহি যে করত পয়াণ। বিদ্যাপতি কহ, আশাহীন নহ, আওব সো বরকান॥ ১৪৩

পাহিড়া।

হাম ধনী তাপিনী মন্দিরে একাকিনী দোসর জন নাহি সঙ্গ। বরিষা পরবেশ পিয়া গেল দূরদেশ রিপু ভেল মত্ত অনঙ্গ। সজনি! আজু শমন-দিন হোয়। নবজলধর চৌদিকে ঝাঁপল হেরি জীউ নিকসয়ে মোয়॥ ঘন ঘন গরজিত শুনি জীউ চমকিত কম্পিত অন্তর মোর। পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ ভ্রমি ভ্রমি দেই তছু কোর॥ বরিখয়ে পুন পুন আগি দহন জনু জানলু জীবন অন্ত। বিদ্যাপতি কহ শুন রমণী-বর মিলব পহুঁ গুণবন্ত॥ ১৪৪

জয়জয়ন্তী

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥ ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া। কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া॥ কুলিশ শত শত পাত-মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া। মত্ত দাদুরি, ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাওত ছাতিয়া॥ তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী থির বিজুরি পাঁতিয়া। বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন-রাতিয়া॥ ১৪৫

ধানশী।

যো দিন মাধব পয়াণ করল, উথল সো সব বোল। শুনিয়া হৃদয়ে করুণা বাঢ়ল নয়ানে গলতহি লোর॥ দিবি করিয়া শপথ করল নিয়ড়ে আসিয়া কান। মঝু কর ধরি শিরে ঠেকায়লু সো সব ভৈগেল আন॥ পথ নিরখিতে চিত্ত উচাটন ফুটল মাধবী লতা। কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই, গুঞ্জরে ভ্রমর যতা॥ কোন সে নগরে হরল নাগর নাগরী পাইয়া ভোর। কহে বিদ্যাপতি শুন গো যুবতি তোহারি নাগর চোর॥

শ্রী-গান্ধার।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর বন কোকিল পঞ্চম গাওই রে। মলয়ানিল হিম-শিখরে সিধায়ল পিয়া নিজ দেশ না আওইরে॥ চান্দ-চন্দন তনু অধিক উতাপই উপবনে অলি উতরোল। সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশে জানলু বিহি প্রতিকূল॥ অনিমিখ নয়নে নাহ-মুখ নিরখিতে তিরপিত না হোয়ে নয়ান। এ সুখ সময়ে সহয়ে এত সঙ্কট অবলা কঠিন-পরাণ॥ দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু না জানি কি ইহ পরিযন্ত। বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবন মাধব নিকরুণ-অন্ত॥ ১৪৭

কড়খা-তিরোতা।

হিম হিমকর-কর তাপে তাপায়লু ভৈ গেল কাল বসন্ত। কান্ত কাক-মুখে নাহি সংবাদই কিয়ে করু মদন দুরন্ত॥ জানলু রে সখি কুদিবস ভেল॥ কি ক্ষণে বিহি মোরে বিমুখ ভেল রে পালটি দিঠি নহি দেল॥ এত দিন তনু মোর সাধে সাধায়লু বুঝলু আপন নিদান॥ অবধিক আশ ভেল

সব কাহিনী কত সহ পাপ পরাণ ॥ বিদ্যাপতি ভণ মাধব নিকরুণ কাহে সমুঝায়ব খেদ। ইহ বড়বানল তাপ অধিক ভেল দারুণ পিয়াক বিচ্ছেদ ॥ ১৪৮

তিরোতা-ধানশী।

সজনি কো কহু আওব মাধাই। বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব মঝু মনে নাহি পতিয়াই ॥ এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু দিবস দিবস করি মাসা। মাস মাস করি বরিখ গোঙায়নু ছোড়নু জীবনক আশা ॥ বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু খোয়নু এতনু আশে। হিম-কর-কিরণে নলিনী যদি জারব কি করবি মাধবী মাসে ॥ অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে। ইহ নবযৌবন, বিরহে গোঙায়ব, কি করব সো পিয়া লেহে ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন বর যুবতি অব নাহি হোত নিরাশ। সো ব্রজ-নন্দন, হৃদয়-আনন্দন, ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৪৯

তিরোতা-ধানশী।

অঙ্কুর তপন-তাপে যদি জারব কি করব বারিদ-মেহে। এ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব কি করব সো পিয়া লেহে ॥ হরি হরি কো ইহ দৈব দুরাশা। সিন্ধু-নিকটে যদি কণ্ঠ সুখায়ব কো দূর করব পিয়াসা ॥ চন্দন-তরু যব সৌরভ ছোড়ব শশধর বরিখব আগি। চিন্তামণি যব নিজ গুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগি ॥ শ্রাবণ মাহ ঘন বিন্দু না বরিখব সুরতরু বাঝকি ছন্দে। গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পাওব বিদ্যাপতি রহু ধন্দে ॥ ১৫০

পাহিড়া!

যহুঁক বিরহ ডরে ডরে হার না দেলা। সো অব নদী-গিরি আঁতর ভেলা ॥ পিয়াক গরবে হাম কাহুক না গণলা। সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা বড়দুখ রহল মরমে। পিয়া বিছুরল যদি, কি আর জীবনে ॥ পুরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে। পিয়াক দোখ নাহি যে ছিল করমে ॥ আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা। পিয়া বিনা পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি। ধৈরজ ধরহ চিতে মিলব মুরারি ॥ ১৫১

তিরোতা-ধানশী।

হাম অভাগিনী দোসর নাহি ভেলা। কানু কানু করিয়া জনম বহি গেলা ॥ আওব করি মোর পিয়া চলি গেলা। পুরবক যত গুণ বিসরিত ভেলা ॥ মনে মোর যত দুঃখ কহিব কাহাকে। ত্রিভুবনে এত দুখ নাহি জানে লোকে ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন, ধনী রাই। কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই ॥ ১৫২

তিরোতা-ধানশী।

হাম অবলা দুঃখ সহনে না যায়। বিরহ দারুণ দুজে মদন সহায় ॥ কোকিল-কলরবে মতি ভেল ভোরা। কহ জনি সজনি কোন

পতি মোরা ॥ পহিল বয়স মোর, না পুরল সাধে। পরিহরি গেল পিয়া কোন অপরাধে ॥ ঐছন সখীর করম কিয়ে ভেল। বিদ্যাপতি কহে হবে পুন মেল ॥ ১৫৩

তিরোতা-ধানশী।

নাহ দরশ সুখ বিহি কৈলে বাদ। অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ ॥ সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল। জলদ নেহারি চাতক মরি গেল ॥ আন করল চিতে, বিহি কৈল আন। অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ ॥ এ সখি বহুত করল হিয় মাহ। দরশন না ভেল সুপুরুখ নাহ ॥ শুনইতে নিকসই কঠিন পরাণ। শ্রবণহি শ্যাম নাম করু গান ॥ বিদ্যাপতি কহ সুপুরুখ নারী। মরণ সমাপন প্রেম বিথারি ॥ ১৫৪

সুহিনী।

কত দিনে ঘুচব ইহ হাহাকার। কত দিনে টুচব গুরুয়া দুখভার ॥ কত দিনে চাঁদ কুমুদে হব মেলি। কত দিনে ভ্রমরা কমলে করু কেলি ॥ কত দিনে পিয়া মোর পুছব বাত। কব পয়োধরে দেয়ব হাত ॥ কত দিনে করে ধরি বৈঠায়ব কোর। কত দিনে মনোরথ পূরব মোর ॥ বিদ্যাপতি কহ শুন বরনারি। ভাগউ সব দুখ মিলত মুরারি ॥

ধানশী।

কহত কহত সখি বোলত বোলত রে, হামারি পিয়া কোন্ দেশ রে। মদন-শরানলে এ তনু জর জর কুশল শুনিতে সন্দেশ রে ॥ হামারি নাগর, তথায় বিভোর কেমন নাগরী মিলল রে। নাগরী পাইয়, নাগর সুখী ভেল হামারি বুকে দিয়া শেল রে ॥ শঙ্খ কর চুর, বসন কর দূর, তোড়ত গজমতি হার রে। পিয়া যদি তেজল, কি কাজ শিঙ্গারে যামুন-সলিলে সব ডার রে ॥ সীঁথার সিন্দুর, মুছিয়া কর দূর, পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে। ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুনহ যুবতি দুখ ভেল অবশেষ রে ॥ ১৫৬

তিরোতা।

কতিহুঁ মদন তনু দহসি হামারি। হাম নহু শঙ্কর, হুঁ বরনারী ॥ নহি জটা, ইহ বেণী-বিভঙ্গ। মালতী-মাল শিরে, নহ গঙ্গ ॥ মোতিম বদ্ধ মৌলি, নহ ইন্দু। ভালে নয়ন নহ, সিন্দুর বিন্দু ॥ কণ্ঠে গরল নহ, মৃগমদ-সার। নহ ফণিরাজ উরে, মণি-হার ॥ নীল পটাম্বর, নহ বাঘ-ছাল। কেলিক কমল ইহ, না হয় কপাল ॥ বিদ্যাপতি কহে এ হেন সুছন্দ। অঙ্গে ভসম নহ, মলয়জ পঙ্ক ॥ ১৫৭

ধানশী।

পহিল পিয়া মোর, সুখে মুখ হেরল, তিল এক না ছোড়ল অঙ্গ। অপরূপ প্রেম-পাশে তনু গাঁথল, অব তেজল মোর সঙ্গ ॥ সখি! হাম জীয়ব কথি লাগি। যো বিনু তিল এক, রহই না পারিয়ে সো ভেল পর অনুরাগী ॥ অঙ্গুলক আঙ্গুটি, সো ভেল

বাহুটি, হার ভেল অতি ভার। মনমথ বাণহি, অন্তর জর জর বিদ্যাপতি দুখ কহই না পার॥ ১৫৮

গান্ধার।

মনে ছিল না টুটব লেহা। সুজনক পিরীতি পাষাণক রেহা॥ তাহে ভেল অতি বিপরীত। না জানিয়ে ঐছন দৈব গঠিত॥ এ সখি কহবি বন্ধুরে করযোড়ি। কি ফল প্রেমক আঁকুড় মোড়ি॥ যদি কহ তুহুঁ অগেয়ানী। হাম সোঁপনু হিয়া নিজ করি জানি॥ বিদ্যাপতি কহে লাগল ধন্দা। থাকর পিরীতি সো জন অন্ধা॥ ১৫৯

তুড়ি।

ফুটল কুসুম সকল বন-অন্ত। মিলল অব সখি সময় বসন্ত॥ কোকিলকুল কলরব হি বিথার। পিয়া পরদেশ, হাম সহই না পার॥ অব যদি যাই সম্বাদহ কান। আওর ঐছে হামারি মন মান॥ ইহ সুখ সময়ে সোহ মঝু নাহ। কা সঞে বিলসব, কো কব তাহ॥ তুহু যদি ইহ সুখ কহ তছু ঠাম। বিদ্যাপতি কহে পুরব কাম॥ ১৬০

শ্রীরাগ।

সজনি কানুকে কহবি বুঝাই। রোপিয়া প্রেমের বীজ অঙ্কুরে মোড়লি বাঁচব কোন উপাই॥ তৈলবিন্দু যৈছে পানি পসারল ঐছন তুয়া অনুরাগে। সিকতা জল যৈছে ক্ষণহি শুকায়ল ঐছন তোহারি সোহাগে॥ কুলকামিনী ছিনু কুলটা ভৈ গেনু তাকর বচন লোভাই। আপন করে হাম মুড় মুড়ায়নু, কানুর প্রেম বাঢ়াই॥ চোর রমণী জনু মনে মনে রোয়ই অম্বরে বদন ছাপাই। দীপক লোভে শলভ জনু ধায়ল সো ফল ভুঁজইতে চাই॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ কলিযুগ-রীতি চিন্তা না কর কোই। আপন করমদোষে আপহি ভুঞ্জই যো জন পরবশ হোই॥ ১৬১

পঠমঞ্জরী।

মরিব মরিব সখি নিচয় মরিব। কানু হেন গুণনিধি কারে দিয় যাব? তোমরা যতেক সখি থেকো মঝু সঙ্গে॥ মরণকালে কৃষ্ণনাম লিখো মঝু অঙ্গে॥ ললিতে প্রাণের সহি মন্ত্র দিয়ো কাণে। মরা দেহ পড়ে যেন কৃষ্ণনাম শুনে॥ না পোড়াইও রাধা-অঙ্গ না ভাসাইও জলে। মরিলে তুলিয়া রেখো তমালের ডালে॥ সোইত তমাল-তরু কৃষ্ণবর্ণ হয়। অবিরত তনু মোর তাহে জনু রয়॥ কবহু সো পিয়া যদি আসে বৃন্দাবনে। পরাণ পায়ব হাম পিয়া-দরশনে॥ পুন যদি চাঁদমুখ দেখনে না পাব। বিরহ অনল মাহ তনু তেয়াগিব॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী। ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬২

পঠমঞ্জরী।

যেখানে সতত বৈসে রসিক মুরারি। সেখানে লিখিহ মোর নাম দুই চারি॥

মোর অঙ্গের আভরণ দিহ পিয়া ঠাম। জনম অবধি মোর এই পরণাম॥ নিজগণ গণইতে লিহে মোর নাম। পিয়া মোর বিদগধ বিহি ভেল বাম॥ নিচয় মরিব আমি সে কানু উদেশে। অবসর জানি কিছু মাগিও সন্দেশে॥ দিনে একবার পহু লিয়ে মোর নাম। অরুণ দুলহ করে দিহে জল-দাম॥ বিদ্যাপতি কহে শুন বরনারি। ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥ ১৬৩

ধানশী।

কি কহব মাধব কি করব কাজে। পেখনু কলাবতী প্রিয় সখী মাঝে॥ আছইতে আছল কাঞ্চনপতুলা। ভুবনে অনুপাম রূপ গুণে কুশলা॥ এবে ভেল বিপরীত ঝামর-দেহা। দিবসে মলিন জনু চাঁদকি রেহা॥ বামকরে কপোল লুলিত কেশভার। করনখে লিখু মহী আঁখি জলধার॥ বিদ্যাপতি ভণ শুন বর কান। রাজা শিবসিংহ ইথে পরমাণ॥১৬৪

বালা-ধানশী।

শুন শুন মাধব পড়ল অকাজ। বিরহিণী রোদিতি মন্দির মাঝ॥ অচেতন সুন্দরী না মিলয়ে দিঠি। কনক পুতলি যৈছে অবনীয়ে লোটি॥ কো জানে কৈছন তোহারি পিরীতি। বাঢ়ই দারুণ প্রেম বধহ যুবতী॥ কহ বিদ্যাপতি শুনহ মুরারি। সুপুরুখ না হোতই রসবতী নারী॥ ১৬৫

বালা-ধানশী।

মাধব সো অব সুন্দরী বালা। অবিরত নয়নে বারি ঝরু নিঝর জনু ঘন সাঙন মালা॥ পূর্ণমিক ইন্দু নিন্দি মুখ সুন্দর সো ভেল অব শশি-রেহা। কলেবর কমল-কাঁতি জিনি কামিনী দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা॥ উপবন হেরি মুরছি পড়ু ভূতলে চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ। পদ, অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই পাণি কপোল-অবলম্ব॥ ঐছন হেরি তুরিতে হাম আয়নু অব তুহুঁ করহ বিচার। বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব বুঝনু কুলিশক সার॥ ১৬৬

সিন্ধুড়া।

কুসুমিত কানন হেরি কমল-মুখী মুদি রহয়ে দুনয়ান। কোকিল-কলরব মধুকর ধ্বনি শুনি করদেই ঝাঁপল কাণ॥ মাধব শুন শুন বচন হামারি। তুয়া গুণে সুন্দরী অতি ভেল দুবরি গুণি গুণি প্রেম তোহারি॥ ধরণী ধরিয়া ধনি কত বেরি বৈঠত পুন তহি উঠই না পারা। কাতর দিঠি করি চৌদিশ হেরি হেরি নয়নে গলয়ে জলধারা॥ তোহারি বিরহে দীন ক্ষণে ক্ষণে তনুক্ষীণ চৌদশী চাঁদ সমান। ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নরপতি লছিমাদেবী পরমাণ॥ ১৬৭

বরাড়ি।

লোচন লোরে তটিনী নিরমাণ। তহি কমলমুখী করত সিনান॥ বেরি এক মাধব তুয়া রাই জীবই। যব তুয়া রূপ নয়ন ভরি পিবই॥ ফুয়ল কবরী উলটি উরে পড়ই। জনু কনয়াগিরি চামর চরই॥ তুয়া গুণ গণইতে নিন্দ না হোয়। অবনত-আননে ধনী কত রোয়॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর কান। বুঝলু তুয়া হিয়া দারুণ পাষাণ॥ ১৬৮

মল্লার।

মলিন চিকুর তনু চীরে। করতলে বয়ান নয়ন ঝরু নীরে॥ শুন মাধব কি বোলব তোয়। তুয়া গুণে লুবুধি মুগুধি ভেল সোয়॥ কোই কমল-দলে করই বাতাস। কোই চতুর ধনী হেরই নিশ্বাস॥ কোই কহে আয়ল হরি। শুনিয়া চেতন ভেল নাম তোহারি॥ উরে দোলে শ্যামল বেণী। কমলিনী-কোরে জনু কাল-সাপিনী॥ বিদ্যাপতি কবি গাওয়ে। বিরহিণী বেদন সখী সমুঝাওয়ে॥ ১৬৯

মল্লার।

নদী বহে নয়ানক নীরে। মুরছি পড়ল তছু তীরে॥ মাধব তোহারি করুণা অতি বঙ্কা। তোহে নাহি তিরিবধ-শঙ্কা॥ তৈখনে থান ভেল শাসা। কোই নলিনী-দলে করয়ে বাতাসা॥ চৌদশী চান্দ সমান। তুয়া বিনু শূন ভেল প্রাণ॥ কোই রহ রাই উপেখি। কোই শির ধুনি ধুনি দেখি॥ কোই সখি পরিখই শ্বাস। হাম ধায়লু তুয়া পাশ॥ পালটি চলহ নিজ গেহ। মনে গুণি পূরব সিনেহ॥ সুকবি বিদ্যাপতি ভাণ। মনে জানি বুঝহ সেয়ান॥ ১৭০

কানাড়া-কামোদ।

অনুখণ মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই। ও নিজ ভাব স্বভাব হি বিছুরল আপন গুণ লুবধাই॥ মাধব অপরূপ তোহারি সুলেহ। আপন বিরহে আপন তনু জর জর জীবইতে ভেল সন্দেহ॥ ভোরহি সহচরী কাতর দিঠি হেরি ছল ছল লোচন পাণি। অনুখণ রাধা রাধা রটতহি আধ আধ কহু বাণী॥ রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞে যব রাধা। দারুণ প্রেম তবহি নাহি টুটত বাঢ়ত বিরহক বাধা॥ দুহু দিশ দারুণদহনে যৈছে দগধই আকুল কীট-পরাণ। ঐছন বল্লভ হেরি সুধামুখী কবি বিদ্যাপতি ভাণ॥

মায়ুর।

মাধব অবলা পেখনু মতিহীনা। সারঙ্গ-শবদে মদন অতি কোপিত তাই দিনে দিনে ভেল ক্ষীণা॥ রহত বিদেশ সন্দেশ না পাঠায়সি কৈছে জীবয়ে ব্রজ-বালা। সেহেন সুন্দরি রূপে গুণে আগরি জারল বিরহ-বিখ-জ্বালা॥ উর বিনু শেজ পরশ নাহি পারই সোই লুঠত মহীঠামে।

পুর্ণিমক চাঁদ টুটি পড়ল জনু ঝামর চম্পকদামে॥ সোহি অবধি দিন বহু আশোয়াসলু তৈঁ ধনী রাখত পরাণে। ভণয়ে বিদ্যাপতি নিকরুণ মাধব শুনইতে হয়ল গেয়ানে॥ ১৭২

মাধব যাই এঞা পেখহ বালা। আজিহুঁ কালি পরাণ পরিতেজব কত সহ বিরহক জ্বালা॥ শীতল সলিল কমল-দল শেজ হি লেপহুঁ চন্দন পঙ্কা। সো সব যতহুঁ আনল-সম হোয়ল দশ গুণ দহই মৃগঙ্কা॥ শকতি গেল ধনী উঠই ধরণী ধরি ক্ষেপহি নিশি নিশি জাগি। চমকি চমকি ধনী বোলত শিব শিব জগত ভরল ওছু আগি। কিয়ে উপচার বুঝই না পারই কবি বিদ্যাপতি ভণে। কেবল দশমী দশা বিধি সিরজিল অবহু করহ অবধানে॥ ১৭৩

ধানশী।

মাধব কত পরবোধব রাধা। হা হরি হা হরি কহতহি বেরি বেরি অব জীউ করব সমাধা॥ ধরণী ধরিয়া ধনী যতনহি বৈঠত পুনহি উঠই নাহি পারা। সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী বৈরী মদন-শরধারা॥ অরুণ নয়ান লোরে তীতল কলেবর বিলোলিত দীঘল কেশা। মন্দির বাহির করইতে সংশয় সহচরী গণত হি শেষা॥ কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর ঘন ঘন উতপত শ্বাস। ভণয়ে বিদ্যাপতি সেই কলাবতী জীবন বন্ধন আশ পাশ। ১৭৪

ধানশী।

মাধব হেরিয়া আইনু রাই। বিরহ বিপতি না দেই সমতি রহল বদন চাই॥ মরকত স্থলী শুতলি আছলি বিরহে সে ক্ষীণ দেহা। নিকষ-পাষাণে যেন পাঁচ বাণে কষিল কনক রেহা॥ বয়ানমণ্ডল লোটায় ভূতল তাহে সে অধিক শোহে। রাহু-ভয়ে শশী ভূমে পড়ু খসি ঐছে উপজল মোহে॥ বিরহ-বেদন কি তোহে কহব শুনহ নিঠুর কান। ভণে বিদ্যাপতি সে যে কুলবতী জীবন সংশয় জান॥ ১৭৫

সুহই।

মাধব পেখনু সো ধনী রাই। চিত পুতলি জনু এক দিঠে চাই॥ বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা। অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তছু নাসা॥ অতি ক্ষীণ তনু, জনু কাঞ্চন রেহা। হেরইতে কোই না ধর নিজ দেহা॥ কঙ্কণ বলয়া গলিত দুই হাত। কুসুম কবরী না সংবরি মাথ॥ চেতন মুরছন বুঝই না পারি। অনুক্ষণ ঘোর বিরহ জ্বর জারি॥ বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ। তেজল অব জগজন অনুলেহ॥ ১৭৬

মল্লার।

হিমকর পেখি, আনত করু আনন রহত করুণা-পথ হেরি। নয়নকাজর দেই

লিখই বিধুন্তুদ তা সঞে কহত্ত হি টেরি ॥ মাধব কঠিন হৃদয় পরবাসি। তোহারি বিলাসিনী পেখনু বিরহিণী, অবহু পালটি গৃহে যাসি ॥ দখিণ পবন বহে কৈছে যুবতী সহে তাহে দুখ দেই অনঙ্গ। গেলহুঁ পরাণ আশা দেই রাখই দশ নখে লিখই ভুজঙ্গ ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শিবসিংহ নর-পতি বিরহক ইহ উপচারি। পরভৃতক ডর পায়স লেই কর বায়স নিয়ড়ে ফুকারি ॥

মল্লার।

সখীগণ কন্দরে খোই কলেবর যমসঞে বাহির হোয়। বিনা অবলম্বনে উঠই না পারই অত এ নিবেদলু তোয় ॥ মাধব কত পরবোধব তোই। দেহ-দীপতি গেল হার ভার ভেল জনম গোঙায়লি রোই ॥ অঙ্গুরী বলয়া ভেল কাযে পিঞ্জর দারুণ তুয়া নব লেহা। সখীগণ সাহসে ছোই না পারই তত্তক দোসর দেহা ॥ নবমী দশা পেখি দেখি আয়লু চলি কালি রজনী অবসানে। আজুক এতখণ গেল সকল দিন ভাল মন্দ বিহিপয়ে জানে ॥ কেলি কলপতরু সুপুরুখ অবতরু বিদ্যাপতি কবি ভাণে। রাজা শিব-সিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবি পরমাণে ॥

মাধব ও নব-নাগরী বালা। তুহু বিছু-রলি বিহিক ডারলি ভেলি নিমালিক মালা ॥ সে যে সোহাগিনী দেখে দিনা গণি পন্থ নেহারই তোরা। নিচল লোচন না শুনে বচন চরি চরি পড়ু লোরা ॥ তোহারি মুরলী সে দিক ছাড়লি ঝামরু ঝামরু দেহা। জনু সে সোণারে কোষিক পাথরে তেজল কনক রেহা ॥ ফুয়ল কবরী না বান্ধে সংবরি ধনী যে অবশ এতা। রূখলি ভুখলি দুখলি দেখলি সঙ্গি-সঙ্গ-সমেতা ॥ তুসসি তুসসি পড়ু খসি খসি আলি আলিঙ্গন চাহে। যাকর বেয়াধি পরাধীন ঔষধি তা কর জীবন কাহে ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি করিয়ে শপথি আর অপরূপ কথা। ভাবিতে ভাবিতে তোহারি চরিতে ভরম হৈল যথা ॥ ১৭৯

পাহিড়া।

বর রামা হে সো কিয়ে বিছুরণ যায়। করে ধরি মাথুব অনুমতি মাগিতে ততহি পড়ল মুরছায় ॥ কিছু গদ গদ স্বরে লহু লহু আঁখরে যো কছু কহল বররামা। কঠিন শরীর মোর তেঁই চলু আওলু চিত রহল সোই ঠামা ॥ তা বিনে রাতি দিবস নাহি ভাওই তাহে রহল মন লাগি। অনি রমণী সঞে রাজ-সম্পদময়ে আছিয়ে যৈছে বৈরাগী দুই এক দিবসে নিচয়ে হাম যায়ব তুহুঁ পরবোধবি তাই। বিদ্যাপতি কহ চিত রহল তাহ প্রেমে মিলায়ব যাই ॥ ১৮০

সুহই।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান। নাহ রসিকবর বিদগধ জান ॥ কাহে তুহুঁ হৃদয়ে করসি অনুতাপ। অবত মিলব সোই

সুপুরুখ আপ ॥ উদভট প্রেমে করসি অনু-রাগ। নিতি নিতি ঐছন হিয়া মাহা জাগ ॥ বিদ্যাপতি কহ বান্ধব থেহ। সুপুরুখ কবহুঁ না তেজয়ে লেহ ॥ ১৮১

ভাব সম্মিলন ও পুনর্ম্মিলন।

ধানশী।

যব হরি আয়ব গোকুল পুর। ঘরে ঘরে নগরে বাজাব জয়তুর ॥ আলিপন দেয়ব মোতিম হার। মঙ্গল কলস করব কুচভার ॥ সহকার-পল্লব-চুচুক দেবি। মাধব সেবি মনোরথ নেবি ॥ ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে। লোচন-নীরে করব অভিষেকে ॥ আলিঙ্গন দেয়ব পিয়া কর আগে। ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জাগে ॥

ধানশী।

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে। মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে ॥ কনয়া কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি। দরপণ ধরব কাজর দেই আঁখি ॥ বেদী বনাব হাম আপন অঙ্গমে। ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে ॥ কদলী রোপব হাম গুরুয়া নিতম্ব। আম্র-পল্লব তাহে কিঙ্কিণী সুঝম্প ॥ নিশি দিশি আওব কামিনী ঠাট। চৌদিকে পসারব চাঁদ কি হাট ॥ বিদ্যাপতি কহ পূরব আশ। দুয় এক পলকে মিলব তুয়া পাশ ॥ ১৮৩

বালা-ধানশী।

অঙ্গনে আওব যব রসিয়া। পালটি চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া ॥ আবেশে আঁচর পিয়া ধরবে। যাওব হাম যতন বহু করবে ॥ রভস মাগব পিয়া যব হি। মুখ বিহসি নহি বোল তবহি ॥ কাঁচুয়া ধরব যব হঠিয়া। করে কর বারব কুটিল আধ দিঠিয়া ॥ সো পহু সুপুরুখ ভ্রমরা। চিবুক ধরি অধর-মধু পিয়ব হামারা ॥ তৈখনে হরব মো-চেতনে। বিদ্যাপতি কহ ধনি তুয়া জীবনে ॥ ১৮৪

সুহই।

হামক মন্দিরে যব আওব কান। দিঠি ভরি হেরব সে চান্দবয়ান ॥ নহি নহি বোলব যব হাম নারী। অধিক পিরীতি তব করব মুরারি ॥ করে ধরি হামক বৈঠায়ব কোর। চিরদিনে হৃদয় জুড়ায়ব মোর ॥ করব আলিঙ্গন দূর করি মান। ও রসে পূরব হাম মুদব নয়ান ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি। তোহারি পিরীতিক যাঙ বলিহারি ॥ ১৮৫

ধানশী।

আওল গোকুলে নন্দ-কুমার। আনন্দ কোই কহই জানি পার ॥ কি কহব রে সখি রজনীক কাজ। স্বপনহি হেরনু নাগর-রাজ ॥ আজু শুভ নিশি কি পোহায়নু হাম। প্রাণ-পিয়ারে করনু পরণাম ॥ বিদ্যাপতি

কহে শুন বর নারি। ধৈরজ ধর তোহে। মিলব মুরারি ॥ ১৮৬

গান্ধার-শ্রীরাগ।

আজু রজনী হাম ভাগ্যে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখচন্দা। জীবন যৌবন সফল করি মাননু দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা ॥ আজু মঝু গেহ করি মাননু আজু মঝু দেহ ভেল দেহা। আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল টুটল সবহু সন্দেহা ॥ সোই কোকিল অব লাখ ডাকউ লাখ উদয়া করু চন্দা। পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ মলয়পবন বহু মন্দা ॥ অব সো ন যবহুঁ মোহে পরি হোয়ত তবহুঁ মানব নিজ দেহা। বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ ধনি ধনি তুয়া নব নেহা ॥ ১৮৭

ধানশী।

কি কহব রে সখি আনন্দ ওর। চির-দিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥ পাপ সুধাকর যত দুখ দেল। পিয়া মুখ দরশনে তত সুখ ভেল ॥ আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই। তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥ শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা। বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি। সুজনক দুখ দিবস দুই চারি ॥ ১৮৮

ধানশী।

দারুণ ঋতুপতি যত দুখ দেল। হরি-মুখ হেরইতে সব দূরে গেল ॥ যতহুঁ আছিল মম হৃদয়ক সাধ। সো সব পূরল পিয়া পরসাদ ॥ রভস আলিঙ্গনে পুলকিত ভেল। অধরকি পানে বিরহ দূরে গেল ॥ চিরদিনে বিহি আজু পূরল আশ। হের-ইতে নয়ানে নাহি অবকাশ ॥ ভণহ বিদ্যা-পতি আর নাহি আধি। সমুচিত ঔখদে না রহে বেয়াধি ॥ ১৮৯

ভূপালী।

চিরদিনে সো বিহি ভেলি অনুকূল। দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ সে আকুল ॥ বাহু পসারিয়া দোঁহে দোঁহা ধরু। দুহুঁ অধরা-মৃতে দুহুঁ মুখ ভরু ॥ দুহুঁ তনু কাঁপই মদ-নক বচনে। কিঙ্কিণী রোল করত পুনঃ সদনে ॥ বিদ্যাপতি অব কি কহব আর। যৈছে প্রেম দুহুঁ তৈছে বিহার ॥ ১৯০

ভূপালী।

দোঁহার দুলহ দুহুঁ দরশন ভেল। বিরহ-জনিত দুখ সব দূরে গেল ॥ করে ধরি বৈসায়ল বিচিত্র আসনে। রময়ে রতন শ্যাম রমণী রতনে ॥ বহুবিধ বিলসয়ে বহু-বিধ রঙ্গ। কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ ॥ নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান। দুহুঁ গুণে দুহুঁ গুণ দুহুঁ জনে গান ॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি নাগর ভোর। ত্রিভুবন বিজয়ী নাগরী চোর ॥ ১৯১

ভূপালী।

হাতক দরপণ মাথক ফুল। নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥ হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার। দেহক সরবস গেহক সার॥ পাখীক পাখ মীনক পানি। জীবক জীবন হাম তুহুঁ জানি॥ তুহুঁ কৈছে মাধব কহবি মোয়। বিদ্যাপতি কহ দুহুঁ দোহা হোয়॥ ১৯২

ধানশী।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়। সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়॥ জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল। সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনলু শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥ কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়নু না বুঝনু কৈছন কেলি। লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেলি॥ কত বিদগধ জন রসে অনুমগন অনুভব—কাহু না পেখ। বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলল এক॥১৯৩

আত্ম-নিবেদন।

ধানশী।

যতনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়নু মেলি পরিজনে খায়। মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই করম সঙ্গে চলি যায়॥ এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়। তুয়া পদ পরিহরি, পাপপয়োনিধি, পার হবো কোন উপায়॥ যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু যুবতী মতিময় মেলি। অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু সম্পদে বিপদহি ভেলি॥ ভণই বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি, কহিলে কি বাঢ়ব কাজে। সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই. হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥ ১৯৪

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম সুত মিত-রমণী সমাজে। তোহে বিসরি মন তাহে সমর্পিনু অব মঝু হব কোন কাজে॥ মাধব হাম পরিণাম নিরাশা। তুহুঁ জগতারণ দীন দয়াময়, অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥ আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু, জরা শিশু কত দিন গেলা। নিধুবনে রমণী-রস রঙ্গে মাতলু তোহে ভজব কোন বেলা। কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা। তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, সাগর-লহরী সমানা॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে তুয়া বিনু গতি নাহি আরা। আদি অনাদিক নাথ কহায়সি অব তারণ ভার তোহারা॥ ১৯৫

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়। দেই তুলসী তিল. দেহ সমর্পিনু, দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥ গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি যবে তুহুঁ করবি বিচার। তুহুঁ জগন্নাথ জগতে কহায়সি জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥ কিয়ে মানুষ, পশু, পাখী যে জনমিয়ে, অথবা কীট, পতঙ্গে। করম বিপাকে,

গতাগতি পুনঃ পুনঃ যতি রহু তুয়া পর-সঙ্গে॥ ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভব-সিন্ধু। তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥ ১৯৬

পরিশিষ্ট।

শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

আর কবে হবে মোর শুভক্ষণদিন। নয়নে নেহারিতে না বাসব ভিন॥ এসখি এসখি নিবেদন তোর। সো কি সুধামুখি মিলব মোর॥ আধ মুচকি হাসি হেরব নয়ানে। সুমধুর বোল কি শুনব শ্রবণে॥ কুচযুগ করে পরশিতে যব যাব। করে কর বারি বয়ান পালটাব॥ চরণ পরশি মুঝু করব সরস। রসাবেশে মজু হিয়ে করব আলস॥ রাই রঙ্গিণী মঝু মিলব কোর। সফল জীবন তব হোয়ব মোর॥ ঐছন কাতর নাগর ভাষ। শুনি কবিরঞ্জন চলু ধনি পাশ॥ ১৯৭

সখীসংবাদ।

আড়ানি।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজ-যুগে চাপি। সুতি রহত হরি কছু না আলাপি॥ পরসঙ্গে কহলহি নাম হি তোরি। তবহি মিলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি॥ সুন্দরি ইথে নাহি কর আন ছন্দ। তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ্র॥ যোই নয়ান ভঙ্গী না সহে অনঙ্গ। সোই নয়নে স্রবে লোর তরঙ্গ॥ যোই অধরে সদা মধুরিম হাস। সোই নীরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস॥ বিদ্যাপতি কহ মিছু নাহি ভাখি। গোবিন্দদাস রহু তহি কৃত সাখি॥

মিলন।

সুহই।

যেজনসায়ে যব বসন উতারল, লাজে লাজাওলি গৌরি। কর কুচ ঝাঁপিতে, বিহসি বদন ধনি, অঙ্গ কয়ল কত মোড়ি॥ নীবিবন্ধ খসাইতে করে কর ধরু ধনি তাহে বেকত কুচজোরি॥ ঘন সমাধানে বিফল ভেল শশীমুখী, তব শ্যাম কোয়ে আগোরি॥ এত করব সাধ, ভাবি রহুঁ মাধব, রাই প্রেমে ভেল ভোর। ভণয়ে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস তথি, পুরল ইহ রসওর॥ ১৯৯

গুর্জ্জরী।

উদসল কুন্তল ভারা। মুরতি শিঙ্গার অবতারা॥ অতিশয় প্রেম বিকারা। কামিনী করত পুরুখ বিহারা॥ ডোলত মোতিম-হারা। যামুন জলে যৈছে সুবক ধারা॥ কুচ কুম্ভ পালটল বয়না। রস অমিয়া জনু ঢারত ময়না॥ প্রিয়তম করতহি দেবা। সরসিজ মাহেজনু রহল চকেবা॥ কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে। জয় জয় ডিণ্ডিম মদন সমাজে॥ রসিক শিরোমণি কান। কবি রঞ্জন রস-ভাণ॥ ২০০

প্রেমবৈচিত্র্য।

পঠমঞ্জরী।

কি কব রাইয়ের গুণের কথা। সবগুণে তারে গড়িল ধাতা॥ এ রস বিলাস করিল যত। এক মুখে তাহা কহিব কত॥ কিবা সে মধুর নটন গান। অমিয়া অধিক করনু পান॥ সে সব কহিতে হিয়া না বান্ধে। দরশন লাগি পরাণ কাঁদে॥ শুনহে পরাণ-বল্লভ সখা। সে ধনী পুন কি পাইব দেখা॥ নয়ান বাণে সে হানিল যবে। বিভোর হইয়া রহিনু তবে॥ চুম্বন করল যখন ধনী। অধীর এবহুঁ কছু না জানি॥ দৃঢ় আলিঙ্গনে হরল জ্ঞান। বিপরীত কবিরঞ্জন ভাণ॥ ২০১

বালা-ধানশী।

কি কহব এ সখি আজুক বিচার। সোই সুপুরুখ মোহে কয়ল বিহার। ধরি পহুঁ হাসি আঙিলম দেস। মনমথ অঙ্কুর কুসুমিত ভেল॥ আঁচর পরশি পয়োধর হেরু। জনম পঙ্গু জনু উঠল সুমেরু॥ যব নীবিবন্ধ খসাওল কান। আপনি দিব তব যতু কছু জান॥ রতি-চিহ্নে জানলু কঠিন মুরারি। তোহারি পুণ্যে আওলু হাম নারী। কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই। না কহ সুধামুখী গেও চতুরাই॥ ২০২

ভূপালী।

সবহুঁ আপন ভবন গেল। সুবদনী চিতে চমক ভেল॥ নাসা পরশি রহল ধন্দ। ঈষৎ হাসয়ে বয়ান চন্দ॥ সখি হে অপরূপ বর কান। কাঁহা গেও যমু সে হেন মান॥ যো কিছু কহল রসিকরাজ। কহিতে অবহু বাসিয়ে লাজ॥ বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান। দাস গোবিন্দ এরস ভাণ॥ ২০৩

মাথুর।

সিন্ধুড়া।

পুরুখরতন হেরি মন ভেল ভোর। তিল আধ সুখ নাহি দুখ নাহি ওর॥ বড় অভিলাষে ভাজনু বরনাহ। দৈবে বিমুখ ভেল কি কহব কাহ॥ দরশন দুলহ দুলহ নবনেহা। বিরহ-বিকল মন জীবন সন্দেহা॥ অপরূপ রূপ মধুর রসলীলা। সকল নাগরী-গণ কষণক শিলা॥ অনুচিত কাজ সহজে মঝু ভেলা। সোঙরি সোঙরি নবযৌবন গেলা॥ মরমক দুখ কহিতে হোয় লাজ॥ দারুণ দৈব করল কোন কাজ॥ রসিক শিরোমণি নাগর কান। রস ইঙ্গিত কবি-রঞ্জন ভাণ॥ ২০৪

সুহই।

প্রেমক অঙ্কুর, জাত আত ভেল, না ভেল যুগল পলাশা। প্রতিপদ চাঁদ উদয়ে যৈছে যামিনী, সুখ লব ভৈগেল নৈরাশা॥ সখি হে অব মুঝে নিঠুর মাধাই। অবধি

রহল কিছুরাই॥ কো জানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব, মাধব মধুপ সুজান। অনুখণ কানু পিরীতি অনুমানিয়ে, বিঘটিত বিহি পরমাণ॥ পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু কানু করি ঝুর। বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব, গোবিন্দদাস রসপুর॥ ২০৫

তিরোতা-ধানশী।

পরাণ-পিয়-সখি হামারি পিয়া। অবহুঁ না মিলল কুলিশহিয়া॥ নখর খোঁয়ায়লু দিন লেখি লেখি। নয়ন আঁধায়লু পিয়া পথ পেখি॥ যব হাম বালা পরিহরি গেল। কিয়ে দোষ কিয়ে গুণ বুঝই না ভেল॥ অব হাম তরুণী বুঝলু রসভাষ। হেন জন নাহি কহয়ে পিয়া পাশ॥ বিদ্যাপতি কহে কৈছন প্রীত। গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত॥ ২০৬

জয়জয়ন্তী।

আরে সখি কবে হাম সো ব্রজে যাওব। কবে পিতা নন্দ যশোদা মায়ের স্থানে খীর সর মাখন খায়ব॥ কবে প্রিয় ধবলী শ্যামলী সুরভি লেই সখা সঙ্গে দোহি দোহাইব। কবে প্রিয় শ্রীদাম, সুবল সখা মেলি কাননে ধেনু চরাইব॥ কবে যমুনা তীরে নীপতরুমূলে মোহন বেণু বাজাইব। কবে বৃষভানু কিশোরী গোরি সঙ্গে কুঞ্জহি রাস হেরিব॥ কবে ললিতাদি, রাইক প্রিয় সখি আবেশে কোর পর লইব। কবে কবিরঞ্জন, ঐছন শুভ দিন রাইক মান মানাইব॥ ২০৭

শ্রীরাধার রূপ।

ধানশী।

মাধব কি কহব সুন্দরী রূপে। কতনা যতনে বিধি আনি মিলাওল দখলু নয়ান স্বরূপে॥ পল্লবরাজ-চরণ যুগ শোভিত গতি গজরাজক ভাণে। কনক-কদলী পর সিংহল মাহল তা পর মেরু সমানে॥ মেরু উপরে দুই কমল ফুলাএল নাল বিনা রুচি পায়। মণিময়, হার, ধার বহু সুরসরি তেঞি নাহি কমল শুকায়॥ অধর-বিম্ব সনে দশন দাড়িম্ববীজু রবিশশী উভয় পাশ। রাহু দূরে রহু নিকটে না আওয়ে তেঁই না করয়ে গরাস॥ সারঙ্গ বচন জনু সারঙ্গ নয়ন সারঙ্গ তনু সমধানে। সারঙ্গ উপরে জনু দশ সারঙ্গ কেলি করই মধুপানে॥ ভণতি বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি এহন জগৎ নহি আনে। রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ লছিমা দেবী পরমাণে॥ ২০৮

চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস ব্রাহ্মণ। বীরভূমের অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। নান্নুর, আহাম্মদপুর-ষ্টেশন হইতে প্রায় নয় ক্রোশ। চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মের বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ ১৩১৯ শকে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

কামোদ।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম। কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ। না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, বদন ছাড়িতে নাহি পারে। জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো, কেমনে পাইব সই তারে॥ নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো, অঙ্গের পরশে কিবা হয়। যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো, যুবতী ধরম কৈছে রয়॥ পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায়। কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল-নাশে, আপনার যৌবন যাচায়॥ ১

তিরোতা।

(চিত্রদর্শন)

হায় গো অবলা, হৃদয় অখলা, ভাল মন্দ নাহি জানি। বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখাল আনি॥ হরি হরি এমন কেন বা হলো। বিষম বাড়বা অনল মাঝারে, আমারে ডারিয়া দিল॥ বয়সে কিশোর, রূপ মনোহর, অতি সুমধুর রূপ। নয়নযুগল, করয়ে শীতল, বড়ই রসের কূপ॥ নিজ পরিজন, সে নহে আপন, বচনে বিশ্বাস করি। চাহিতে তা পানে, পশিল পরাণে, বুক বিদরিয়া মরি॥ চাহি ছাড়াইতে, ছাড়া নহে চিতে, এখন করিব কি। কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে, ঠেকিলা রাজার ঝি॥ ২

কামোদ।

(সাক্ষাৎ দর্শন)।

জলদবরণ কানু, দলিত অঞ্জন জনু, উদয় হয়েছে সুধাময়। নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল, নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥ সখি দেখিনু শ্যামের রূপ যাইতে জলে। ভালে সে নাগরী, হয়েছে পাগরী, সকল লোকেতে বলে॥ কিবা সে চাহনি, ভুবন ভুলনি, দোলনি গলে বনমালা। মধুর লোভে, ভ্রমরা বুলে, বেড়িয়া তহি রসালা॥ দুইটি মোহন, নয়নের বাণ, দেখিতে পরাণে

হানে। পশিয়া মরমে, ঘুচায় ধরমে, পরাণ সহিত টানে॥ চণ্ডীদাস কয়, ভুবনে না হয় এমন রূপ যে আর। যে জন দেখিল, সে জন ভুলিল, কি তার কুলবিচার॥ ৩

কামোদ।

বরণ দেখিনু শ্যাম, জিনিয়াত কোটি কাম, বদন জিতল কোটি শশী। ভাঙ ধনুভঙ্গী ঠাম, নয়ান কোণে পূরে বাণ, হাসিতে খসয়ে সুধা-রাশি॥ সই এমন সুন্দর বর কান। হেরিয়া সেই মূরতি, সতী ছাড়ে নিজপতি, তেয়াগিয়া লাজ ভয় মান॥ এ বড় কারিকরে, কুঁদিলে তাহারে, প্রতি অঙ্গে মদনের শরে। যুবতী-ধরম, ধৈর্য্য ভুজঙ্গম, দমন করিবার তরে॥ অতি সুশোভিত, বক্ষ বিস্তারিত, দেখিনু দর্পণাকার। তাহার উপরে, মালা বিরাজিত, কি দিব উপমা তার॥ নাভির উপরে, লোম লতাবলী, সাপিনী আকার শোভা। ভুরুর বলনী, কামধনু জিনি, ইন্দ্র ধনুকের আভা॥ চরণ-নখরে, বিধু বিরাজিত, মণির মঞ্জীর তায়। চণ্ডীদাস হিয়া, সে রূপ দেখিয়া, চঞ্চল হইয়া ধায়॥ ৪

কামোদ।

সুধা ছানিয়া কেবা, ও সুধা ঢেলেছে গো, তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা। অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা, খঞ্জন আনিল রে, চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥ সে থেহা নিঙ্গাড়ি কেবা, মুখ বনাইল রে, জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড। বিম্ব ফল জিনি কেবা, ওষ্ঠ গড়ল রে, ভুজ জিনিয়া করি শুণ্ড॥ কম্বু জিনিয়া কেবা, কণ্ঠ বনাইল রে, কোকিল জিনিয়া সুস্বর। আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে ঐছন দেখি পীতাম্বর॥ বিস্তারি পাষাণে কেবা, রতন বসাইল রে, এমতি লাগয়ে বুকের শোভা। দাম-কুসুমে কেবা সুষমা করেছে রে এমতি তনুর দেখি আভা॥ আদলি উপরে কেবা, কদলী রোপল রে ঐছন দেখি উরুযুগ। অঙ্গুলি উপরে কেবা, দর্পণ বসাইল রে, চণ্ডীদাস দেখে যুগে যুগ॥ ৫

ধানশী।

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি। কোটি মদন জনু, জিনিয়া শ্যামের তনু, উদইছে যেন শশী রবি॥ সই, কিবা সে শ্যামের রূপ, নয়ান জুড়ায় চেঞা। হেন মনে লয়, যদি লোক ভয় নয়, কোলে করি যেয়ে ধেঞা॥ তরুণ মুরলী, করিল পাগলী রহিতে নারিনু ঘরে। সবারে বলিয়া, বিদায় লইলাম, কি করিবে দোসর পরে॥ ধরম করম, দূরে তেয়াগিনু, মনেতে লাগিল সে। চণ্ডীদাস ভণে, আপনার মনে, বুঝিয়া করিবে যে॥ ৬

কামোদ।

সজনি কি হেরিনু যমুনার কূলে। ব্রজ-কুল-নন্দন, হরিল আমার মন, ত্রিভঙ্গ দাঁড়াঞা তরু-মূলে। গোকুল নগর মাঝে,

আর কত নারী আছে,তাহে কেন না পড়িল বাধা। নিরমল কুলখানি, যতনে রেখেছি আমি, বাঁশী কেন বলে "রাধা রাধা"॥ মল্লিকা চম্পক দামে, চূড়ার টালনী বামে, তাহে শোভে ময়ূরের পাখে। আশে পাশে ধেয়ে ধেয়ে, সুন্দর সৌরভ পেয়ে, অলি উড়ি পড়ে লাখে লাখে॥ সে কিরে চূড়ার ঠাম, কেবল যেমন কাম, নানা ছাঁদে বাঁধে পাকমোড়া। শির বেড়ল বৈলান জালে, নব গুঞ্জামণি মালে, চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া॥ পায়ের উপর থুয়ে পা, কদম্বে হেলায়ে গা, গলে শোভে মালতীর মালা। বড়ু চণ্ডীদাস কয়, না হইল পরিচয়, রসের নাগর বড় কালা॥ ৭

ধানশী।

(সখীর উক্তি।)

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়। মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥ রাই এমন কেনে বা হলো। গুরু দুরজন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল॥ সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে। বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়ে পড়ে॥ বসয়ে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা। কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥ তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইলে চাঁদে। চণ্ডীদাস ভণে, করি অনুমানে, ঠেকেছে কালিয়া ফাঁদে॥ ৮

সিন্ধুড়া।

রাধার কি হলো অন্তরে ব্যথা। বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে, না শুনে কাহার কথা॥ সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে, না চলে নয়নের তারা। বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা॥ এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথনি, দেখয়ে খসায়ে চুলি। হসিত বয়ানে, চাহে মেঘ-পানে, কি কহে দুহাত তুলি॥ একদিঠি করি, ময়ূর ময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে। চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয় কালিয়া বঁধুর সনে॥ ৯

ধানশী।

কালিয় বরণ, হিরণ-পিঁধন, যখন পড়য়ে মনে। মূরছি পড়িয়া, কাঁদয়ে ধরিয়া, সব সখী জনে জনে॥ কেহ কহে মাই, ওঝা দে ঝাড়াই, রাইয়েরে পেয়েছে ভূতা। কাঁপি কাঁপি উঠে, কহিলে না টুটে, সে যে বৃষভানুসুতা॥ মন্ত্রময় পড়ে, নিজ চুলে ঝাড়ে, কেহ বা কহয়ে ছলে। নিশ্চয় কহি যে, আনি দেও এবে, কালার গলার ফুলে॥ পাইলে সে ফুল, চেতন পাইয়া, তবে উঠিবেক বালা। ভূত-প্রেত আদি, ঘুচিয়া যাইবে, যাইবে অঙ্গের জ্বালা॥ কহে চণ্ডীদাসে, আন উপদেশে, কুলের বৈরী যে কালা। দেখাও যতনে, পাইবে চেতনে, ঘুচিবে অঙ্গের জ্বালা॥ ১০

ধানশী।

ওঝা আনি গিয়া পাছে আছে ভূতা। কাঁপি কাঁপি উঠে এই বৃষভানু-সুতা। কালিয় কোঙর হিরণ-পিঁধন যবে পড়ে মনে। মুরছি পড়িয়া কান্দে ধরি ধূম থানে॥ রক্ষা রক্ষা মন্ত্র পড়ে ধরি ধনীর চুলে। কেহ বোলে আনি দেহ কান্নার গলার ফুলে॥ চেতন পাইয়া তবে উঠি-বেক বালা। ভূত প্রেত ঘুচিবেক যাইবেক জ্বালা॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় যারে কহ ভূত। শ্যাম চিকণিয়া সে নন্দের ঘরের পুত॥ ১১

ধানশী।

সোণার নাতিনী, এমন যে কেনি, হইলা বাউরী পারা। সদাই রোদন, বিরস বদন, না বুঝি কেমন ধারা॥ যমুনা যাইতে, কদম্ব তলাতে, দেখিলা যে কোন জনে। যুবতী জনার, ধরম নাশক, বসি থাকে সেই থানে॥ সে জন পড়ে তোর মনে। সতীর কুলের কলঙ্ক রাখিলি, চাহিয়া তাহার পানে॥ একে কুলনারী, কুল আছে বৈরী, তাহাতে বড়ুয়ার বধূ। কহে চণ্ডীদাসে, কুল-শীল নাশে, কালিয়া প্রেমের মধু॥ ১২

কামোদ।

সোণার নাতিনি কেন, আইস যাও পুনঃ পুনঃ, না বুঝি তোমার অভিপ্রায়। সদাই কাঁদনা দেখি, অঝরু ঝরয়ে আঁখি, জাতি কুল সকল পাছে যায়॥ যমুনার জলে যাও, কদম তলার পানে চাও, না জানি দেখিলা কোন জনে। শ্যামল বরণ হিরণ-পিঁধন, বসি থাকে যখন তখন, সে জন পড়েছে বুঝি মনে॥ ঘরে আসি নাহি খাও, সদাই তাহারে চাও, বুঝিলাম তোমার মনের কথা। এখনি শুনিলে ঘরে, কি বোল বলিবে তোরে, বাড়িয়া ভাঙ্গিবে তোর মাথা॥ একে তুমি কুলনারী, কুল আছে তোমার বৈরী, আর তাহে বড়ুয়ার বধূ। কহে বড়ু চণ্ডীদাসে, কুল শীল সব ভাসে, লাগিল কালিয়া-প্রেম-মধু॥ ১৩

সুহই।

না যাইও যমুনার জলে, তরুয়া কদম্ব-মূলে, চিকণকালা করিয়াছে থানা। নব জলধর রূপ, মুনির মন মোহে গো, তেঞি জলে যেতে করি মানা॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি, বহিয়া মদন জিতি, চাঁদ জিতি মলয়জ ভালে। ভুবন বিজয়ী মালা, মেঘে সৌদামিনী কলা, শোভা করে শ্যামচাঁদের গলে॥ নয়ান কটাক্ষ ছাঁদে, হিয়ার ভিতরে হানে, আর তাহে মুরলীর তান। শুনিয়া মুরলীর গান, ধৈরয না ধরে প্রাণ, নিরখিলে হারাবি পরাণ॥ কানড়া কুসুম জিনি, শ্যামচাঁদের বদন খানি, হেরিবে নয়ানের কোণে যে। দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে, চাহিয়া গোবিন্দ পানে, পরাণে বাঁচিবে সখি কে॥ ১৪

ধানশী।

যমুনা যাইয়া, শ্যামেরে দেখিয়া, ঘরে আইল বিনোদিনী। বিরলে বসিয়া, কান্দিয়া কান্দিয়া, ধেয়ায় শ্যামরূপ খানি॥ নিজ করোপর, রাখিয়া কপোল, মহাযোগিনীর পারা। ও দুটী নয়ানে, বহিছে সঘনে, শ্রাবণ মেঘরি ধারা॥ হেন কালে তথা, আইল ললিতা, রাই দেখিবার তরে। সে দশা দেখিয়া, ব্যথিত হইয়া, তুলিয়া লইল কোরে॥ নিজ বাস দিয়া, মুছিয়া পুছয়ে, মধুর মধুর বাণী। আজু কেনে ধনি হয়েছ এমনি, কহ না কি লাগি শুনি॥ আজনম সুখে, হাসি বিধুমুখে, কভু না হেরিয়ে আন। আজু কেন বল, কান্দিয়া ব্যাকুল, কেমন করিছে প্রাণ॥ চাঁচর চিকুর, কিছু না সম্বর, কেনে হইলে অগেয়ান। চণ্ডী-দাস কহে, বেজেছে হৃদয়ে, শ্যামের পিরীতি বাণ॥ ১৫

তুড়ী।

অঙ্গ পুলকিত, মরম সহিত, অঝরে নয়ন ঝরে। বুঝি অনুমানি, কালা রূপ খানি, তোমারে করিয়া ভোর॥ দেখি নানা দশা, অঙ্গ যে বিবশা, নাহত এ বড় ভারে। সে বর নাগর, গুণের সাগর, কিবা না করিতে পারে॥ শুন শুন রাই, কহি তুয়া ঠাঁই, ভাল না দেখি যে তোরে। সতী কুলবতী, তুয়া যে খেয়াতি, আছয় গোকুল পুরে॥ ইহাতে এখন, দেখি যে কেমন, নাহি লাজ গুরুতরে। কহে চণ্ডীদাসে, শ্যাম নব রসে, বুঝিলে বুঝিতে নারে॥ ১৬

নায়কের পূর্ব্বরাগ।

তড়িত-বরণী, হরিণ-নয়নী, দেখিনু আঙ্গিনা মাঝে। কিয়া বা দিঞা, অমিয়া ছানিয়া, গড়িল কোন বা রাজে॥ সই কিবা সে সুন্দর রূপ। চাহিতে চাহিতে, পশি গেল চিতে, বড়ই রসের কূপ॥ সোণার কটোরি কুচযুগ গিরি, কনক মন্দির লাগে। তাহার উপরে, চূড়াটী বনালে, সে আর অধিক ভাগে॥ কে এমন কারিগর, বানাইলে ঘর, দেখিতে নারিনু তারে। দেখিলে পাইতুঁ, শিরোপা করিতুঁ, এমতি মন যে করে॥ হৃদয়ে আছিল, বেকত হইল, দেখিতে পাইনু সে। ঐছন মন্দিরে, শয়ন করে যে সে যেনে নাগর কে॥ হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা, পসারী পসারল যেন। চাকুতে কাটিয়া, চাক যে করিয়া, তাহাতে বসাইল হেন॥ অধর সুধা, পড়িছে জুদা, দশন মুকুতা শশী। মোর মনে হয়, এমতি করয়, তাহাতে যাইয়া পশি॥ চণ্ডীদাসে কয়, ও কথা কি হয়, মরম কহিলে বটে। আর কার কাছে, কহ যদি পাছে, তবে সে কুৎসা রটে॥ ১৭

তুড়ী।

নবীন কিশোরী, মেঘের বিজুরী, চমকি চলিয়া গেল। সঙ্গের সাঙ্গিনী, সকল কামিনী, ততহি উদয় ভেল॥ সই জন-মিয়া দেখি নাই হেন নারী। ভঙ্গিম

রঙ্গিম, ঘন যে চাহনি, গলে যে মোতিম অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাওয়ে, ঝঙ্কার করয়ে যাই। অঙ্গের বসন, ঘুচায় কখন, কখন ঝাঁপয়ে তাই ॥ মনের সহিতে মরম কৌতুকে, সখার কান্দেতে বাহু। হাসির চ হনি, দেখাল কামিনী, পরাণ হারানু তত ॥ চলন ভঙ্গী, অতি সুরঙ্গী, চাপটিলে • বিন মোর , অঙ্গুলির আগে, চা য ঝলকে, প ‍হে উছলি জোতি ॥ চাহে যাহা পা ন, বধয়ে পরাণে, দারুণ চাহনি তায়। হিয়ার ভিতরে, পাঁজর কাটিয়ে, বিঁধিলে বাণ যে যায় ॥ জর জর হিয়া রহিল পড়িয়া, চেতন নহিল মোর। চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি নয়, দেখিয়া হইনু ভোর ॥ ১৮

পাহ্বার।

বদন সুন্দর, যেন শশধর, উদিত গগনে হয়। ছটার ঝলকে, পরাণ চমকে, তিমিরে লাগয়ে ভয় ॥ নয়ান চাহনি, বিভঙ্গী সে জনি, তিখিনী তিখিনী শর। দেখিয়া অন্তর উপজিল ডর, মদন পাইল ডর ॥ সই কে বলে কুচযুগ বেল। সোণার গুলি, শোভয়ে ভালি, যুবক বধিতে শেল ॥ আজানু লম্বিত, করিবর শুণ্ডিত, কনক ভুজ যে সাজে। হেরিয়া মদন, গেল সে সদন, মুখ না তুলিল লাজে ॥ মাঝা ডম্বুর, সিংহিনী আকার, নিতম্ব বিমান চাক। চরণ কমলয়ে, ভ্রমরা বুলয়ে, চৌদিকে বেড়িয়া ঝাঁক ॥ অঙ্গুলির মাঝে যাবক সাজে, মিহির শোভিত তনু। চণ্ডী-দাসে কয়, কি জানি কি হয়, লখিতে নারিনু তনু ॥ ১৯

শ্রীগান্ধার।

একে যে সুন্দরী কনক পুতলী, খঞ্জন লোচন তার। বদন কমলে, ভ্রমরা বুলয়ে, তিমির কেশের ধার ॥ সই নবীন বালিকা সেহ। দেব উপজিল, দেখিতে না পাইল, সুমতি না দিল সেহ ॥ নজরে নজরে, পরাণে পরাণে, ধৈরয উঠাইল যে। সঙ্গে কেহ নাই, শুনহ ভাই, কাহারে সুধাবে কে ॥ দন্তটী যে, দাড়িম্ব বীজে, ওষ্ঠ বিম্বক শোভা। দেখিয়া জুলুকে, মদন ঝুলুকে, মন যে হইল লোভা ॥ গলায় মাল শোভিছে ভাল, তাম্বুল বদনে তার। চর্ব্বিত চর্ব্বণে, পড়িছে বদনে, শোভিত পিঙ্কন ধার ॥ চণ্ডীদাস বলে, গিয়াছিল জলে, আইল পরাণ থরে। রাজার ঝিয়ারী, সুন্দরী নারী, তুমি কি করিবে তারে ॥ ২০

পথে জড়াজড়ি, দেখিনু নাগরী, সখীর সহিত যায়। সকল অঙ্গ, মদন-তরঙ্গ, হসিত বদনে চায় ॥ সই কেমন মোহিনী সেহ। যদি সহায় পাই, এমতি হয়, তা সহ করি যে লেহ ॥ ললিত আকার, মুকুতা-হার, শোভিত দেখিনু ভাল। যেন তারাগণ উদিত গগন, চাঁদেরে বেড়িয়া জাল ॥ কুচ যে

মণ্ডলি, কনক কটোরি, বনালে কেমন ধাতা। হাসির রাশি, মনে খুসি, দান করে যদি দাতা॥ চণ্ডীদাস কহে, যদি দান নহে, কি জানি মাগিবা তার। যে ধন মাগয়ে, তাহা না পাইয়ে, অপযশ রহি যায়॥ ২১

বেলি অসকালে, দেখিনু ভালে, পথেতে যাইতে সে। জুড়ায় কেবল, নয়ন যুগল, চিনিতে নারিনু কে॥ সই রূপ কে চাহিতে পারে। অঙ্গের আভা, বসন শোভা, পাসরিতে নারি তারে॥ বাম অঙ্গুলিতে, মুকুর সহিতে, কনক কটোরি হাতে। সীতায় সিন্দূর, নয়ানে কাজর, মুকুতা শোভিত নখে॥ নীল সাড়ী, মোহন কারী, উছলিতে দেখি পাশ। কি আর পরাণে, সোঁপিনু চরণে, দাস করি মনে আশ॥ কুচযুগ গিরি, কনক কটোরি, শোভিত হিয়ার মাঝে॥ ধীরে ধীরে যায়, চমকিয়ে চায়, ঘন না চাহে লোকলাজে॥ কিবা সে ভঙ্গিমা, নাহিক উপমা, চলন মন্থর গতি। কোন্ ভাগ্যবানে পাঞাছে কি দানে, ভজিয়া সে উমাপতি॥ চণ্ডীদাসে কয়, মুরতি এ নয়, বধিতে রসিক জনে অমিয়া ছানিয়া, যতন করিয়া, গড়িল সে অনুমানে॥ ২২

তুড়ী

চম্পক-বরণী, বয়সে তরুণী, হাসিতে অমিয়া-ধারা। সুচিত্র বেণী, দুলিছে যনি, কপিলা চামর পারা॥ সখি যাইতে দেখিনু ঘাটে। জগত মোহিনী, হরিণ-নয়নী, ভানুর ঝিয়ারী বটে॥ হিয়া জর জর, খসিল পাঁজর, এমতি করিল বটে॥ চঞ্চল কামিনী, বঙ্কিম চাহনি, বিঁধিল পরাণ তটে॥ না পাই সমাধি, কি হইল বেয়াধি, মরম কহিব কারে। চণ্ডীদাসে কয়, ব্যাধি সমাধি হয়, পাইবে যবে তারে॥ ২৩

ধানশী।

(স্নান কালে)

সজনি ও ধনী কে কহ বটে। গোরোচনা গোরী, নবীন কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥ শুনহে পরাণ, সুবল সাঙ্গাতি, কো ধনী মজিছে গা। যমুনার তীরে, বসি তার নীরে, পায়ের উপরে পা॥ অঙ্গের বসন, কিয়াছে আসন, আলাঞা দিয়াছে বেণী। উচ কুচ মূলে, হেম হার দোলে, সুমেরু শিখর জানি॥ সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব তটীতে, পড়েছে চিকুর রাশি। কাঁদিয়ে আঁধার, কলঙ্ক চাঁদার, শরণ লইল আসি। কিবা সে ভুজলি, শঙ্খবলয়লি, সরু সরু শশিকলা। সাঁজেতে উদয়, সুধু সুধাময়, দেখিয়ে হইনু ভোলা॥ চলে নীল সাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর। সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির, মনমথ জরে ভোর॥ কহে চণ্ডীদাসে

বাশুলী আদেশে, শুনহে নাগর চন্দ্রা। সে যে বৃষভানু, রাজার নন্দিনী, নাম বিনোদিনী রাধা॥ ২৪

তুড়ী।

খির বিজুরী, বদন গৌরী, পেখনু ঘাটের কূলে। কানড়া ছাঁদে, কবরী বান্ধে, নবমল্লিকার মালে॥ সই মরম কহিনু তোরে। আড় নয়নে, ঈষৎ হাসিয়া, আকুল করিল মোরে॥ ফুলের গেন্দুয়া, লুফিয়া ধরয়ে, সঘনে দেখায়ে পাশ। উচু কুচ যুগ, বসন ঘুচায়ে, মুচকি মুচকি হাস॥ চরণ কমলে, মল্ল তাড়ল, সুন্দর যাবক রেখা। কহে চণ্ডীদাসে, হৃদয় উল্লাসে, পুন কি হইবে দেখা॥ ২৫

কামোদ।

সঙ্গে, যায় কত রঙ্গে, যমুনা সিনান করি। অঙ্গের সৌরভে, ভ্রমরা ধাবয়ে, ঝঙ্কার করয়ে ফিরি॥ নানা আভরণ, মণির কিরণ, সহজে মলিন লাগে। নবীন কিশোরী, বরণ বিজুরী, সদাই মনেতে জাগে॥ সই সে নব রমণী কে। চকিতে হেরিয়া, জ্বলত এ হিয়া, ধরিতে নারি এ দে॥ পুন না হেরিলে, না রহে জীবন, তোমারে কহিনু দড়। কহে চণ্ডীদাস, পুরাহ লালস, নাগর আতুর বড়॥ ২৬

তুড়ী।

কাঞ্চন বরণী, কে বটে সে ধনী, ধীরে ধীরে চলি যায়। হাসির ঠমকে, চপলা চমকে, নীল সাড়ী শোভে গায়॥ দেখিতে বদন, মোহিত মদন, নাসাতে দুলিছে দুল। সুবিশাল আঁখি, মানস ভাবিয়া, ছুটিছে মরালকুল॥ আঁখি-তারা দুটী, বিরলে বসিয়া, সৃজন করেছে বিধি। নীল পদ্ম ভাবি, লুবধ ভ্রমরা, ছুটিতেছে নিরবধি॥ কিবা দন্ত ভাঁতি, মুকুতার পাঁতি, জিনিয়া কুন্দক কুঁড়ি। সীঁথায় সিন্দুর, নিজিয়া অরুণ, কাণে কর্ণবালা ঢেঁড়ি॥ শ্রীফল যুগল, জিনি কুচযুগ, পাতলা কাঁচলি তাহে। তাহার উপর, মণিময় হার, উপমা কহিব কাহে॥ কেশরী জিনি, কৃশ মাঝা খানি, মুঠে করি যায় ধরা। গজ কুম্ভ জিনি, নিতম্ব বলনি, উরু করি-কর পারা॥ চরণ যুগল, জিনিয়া কমল, আলতা-রঞ্জিত তায়। মন্মথ মন তাহে, কাহে না ভুলব, মদন মুরছা পায়॥ কাহার নন্দিনী, কাহার রমণী, গোকুলে এমন কে। কোন পুণ্য ফলে, বল বল সখা, সে রামা পাইল সে॥ চণ্ডীদাস বলে ভেব না ভেব না, ওহে শ্যাম গুণমণি, তুমি সে তাহার, সরবস ধন, তোমারি আছে সে ধনী॥ ২৭

আশাবরী।

রমণীর মণি, পেখনু আপনি, ভূষণ সহিত গায়। দেখিতে দেখিতে, বিজুরী ঝলকে, ধৈরজ ধৈরজে যায়॥ সই চাদনি

মোহনী ঘোর। মরমে বান্ধিনু, হেরিয়া ভুলিনু, রূপের নাহিক ওর॥ বসন খসয়ে, অঙ্গুলি চাপয়ে, কর করয়ে খুইয়া। দেখিয়া লোভয়ে, মদন ক্ষোভয়ে, কেমনে ধরিবে হিয়া॥ বদন ছাঁদ, কামের ফাঁদ, ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে। কেশের আগ, চুময়ে টাগ, ফিরিয়া ফিরিয়া বান্ধে॥ জলের কান্ধারে, কেশের আন্ধারে, সাপিনী লাগয়ে মোয়। কেমনে কামিনী, আছয়ে আপনি, এমন সাপিনী খোয়॥ দশন কাঁতি, মুকুতা পাঁতি, হাস উগারয়ে শশী। পরাণ পুতলী, হইনু পাগলি, মরমে রহিল পশি॥ শূন যে হিয়া, রহিল পড়িয়া, বস্তু রহল তায়। চণ্ডীদাসে কয়, পুন দেখা হয়, তবে সে পরাণ রয়॥ ২৮

তুড়ি।

কনক বরণ, কিয়ে দরপণ, নিছনি দিয়ে যে তার। কপালে ললিত, চাঁদ শোভিত, সিন্দুর অরুণ আর॥ সই কিবা সে মধুর হাসি। হিয়ার ভিতর, পাঁজর কাটিয়া, মরমে রহল পশি॥ গলার উপর, মণিময় হার, গগনমণ্ডল হেরু। কুচযুগ গিরি, কনক গাগরী, উলটি পড়ল মেরু॥ গুরু সে উরুতে, লম্বিত কেশ, হেরি যে সুন্দর তার। বহিয়া দুকুল, বরণের কুল, জলদ শোভিত ধার॥ কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, হেরিয়ে নখের কোণে। জনম সফলে, যমুনার কূলে, মিলায়ল কোন্ জনে॥ ২৯

সুহই।

হেদেলো সুন্দরি, প্রেমের আগরি, শুনহ নাগর-কথা। নিকুঞ্জে আসিয়া, তোহারি লাগিয়া, কান্দিয়া আকুল তথা॥ রাই রাই করি, ফুকরি ফুকরি, পড়ই ভূমির তলে। ধরি মোর করে, কহয়ে কাতরে, কেমনে সে ধনী মিলে॥ রাই অতএ আইনু আমি। কানুর পিরীতি, যতেক আরতি, যাইলে জানিবা তুমি॥ প্রেম অমিয়া, বাঢ়াও উহারে, তোহারে কে করে বাধা। চণ্ডীদাসে বলে, রাখি কুল শীল, পুরাহ মনের সাধা॥ ৩০

গোষ্ঠবিহার।

কামোদ।

ব্রজকুল বাল, রাজপথে আইল, লইয়া ধেনুর পাল। সঙ্গে সখাগণ, ভাই বলরাম, শ্রীদাম সুদাম ভাল॥ সুবল সঙ্গেতে, তার কান্ধে হাতে, আরপি নাগর রায়। হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে, এ দুই আখর গায়॥ একথা আনেতে না পারে বুঝিতে সুবল কিছু সে জানে। হৈ হৈ বলি রাজ-পথে চলি, গমন করিছে বনে॥ গবাক্ষে বদন দিয়া প্রেমময়ী রূপ নিরীক্ষণ করে। দোঁহার নয়নে নয়ন মিলল হৃদয়ে হৃদয় ধরে॥ দেখিতে শ্রীমুখ মণ্ডল সুন্দর, ব্যথিত হইলা রাধা। এ হেন সম্পদ, বনে পাঠাইতে, তিলেক না করে বাধা॥ কেমন যশোদা মায়ের পরাণ, পুথলি ছাড়িয়া

দিশা। কেমনে রয়েছে, গৃহমাঝে বসি, চণ্ডীদাসে কহে ইহা ॥ ৩১

(গবাক্ষ হইতে শ্রীরাধিকার আক্ষেপোক্তি।)

ধানশী।

কি আর বলিব মায়। কিছু দয়া নাই, তাহার হৃদয়ে, এ কথা বলিব কায় ॥ মায়ের পরাণ এমন কঠিন, এ হেন নবীন তনু। অতি খরতর, বিষম উত্তাপ, প্রখর গগন ভানু ॥ বিপিনে বেকত, ফণি কত শত, কুশের অঙ্কুর তায়। ও রাঙ্গা চরণে, ছেদিয়া ভেদিবে, মোর মনে ইহা ভায় ॥ ননীর অধিক, শরীর কোমল, বিষম রবির তাপে। কি জানি অঙ্গ গলিয়া পড়বে, ভয়ে সদা তনু কাঁপে ॥ কেমন যশোদা, নন্দঘোষ পিতা, এ হেন সম্পদ ছাড়ি। কেমনে হৃদয়, ধরিয়া রয়েছে, এই মনে আমি ডরি ॥ ছারেখারে যাও এ সব সম্পদ আনলে পুড়িয়া যাক। হেন নবীনে, বনে পাঠাইয়া, পায় কত সুখ পাক ॥ চণ্ডীদাস বলে, শুন বিনোদিনি, সকল শপথ মানি। যাহার কারণে, বনেতে গমন, আমি সে কারণ জানি ॥ ৩২

ঘন শ্যাম শরীর কেলিরস, যমুনাক তীর বিহার বনি। শ্রীদাম সুদাম, ভায়া বলরাম, সঙ্গে বসুদাম রঙ্গে কিঙ্কিণী ॥ ঘন চন্দন ভাল, কাণে ফুল ডাল, অঙ্গে গিরি লাল, কিরে চলনি। লুকিছে পাঁচনি, বাজিছে কিঙ্কিণী, পদ নূপুর ঝুনুরুনু শুনি ॥ কত যন্ত্র সুতান, কলারস গান, বাজায়ত মান, করি সুমেলে। যব বেণু পুরে, মৃগ পাখি ঝুরে, পুলকে তরু পল্লব পুষ্পফলে ॥ কেহ রূপ চাহে, কেহ গুণ গাহে, কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে। চণ্ডীদাস, মনে অভিলাষ স্বরূপ অন্তরে জাগি রহে ॥ ৩৩

রাই রাখাল।

ধানশী।

বন্ধু যদি গেল বনে শুন ওগো সখি। চূড়া বেন্ধে যাব চল যেথা কমল আঁখি ॥ বিপিনে ভেটিব যেয়া শ্যাম জলধরে। রাখালের বেশে যাব হরিষ অন্তরে ॥ চূড়াটী বান্ধহ শিরে যত সখীগণ। পীত ধড়া পর সবে আনন্দিত মন ॥ চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা বিনোদিনি। নয়ানে দেখিব সেই শ্যাম গুণমণি ॥ ৩৪

সুহই।

কেহ হও দাম, শ্রীদাম সুদাম, সুবলাদি যত সখা। চল যাব বনে, নটবর সনে, কাননে করিব দেখা ॥ পর পীত ধড়া, মাথে বান্ধ চূড়া, বেণু লও কেহ করে। হারে রে রে বোল, কর উচ্চ রোল, যাইব যমুনা তীরে ॥ পর ফুল-মালা, সাজাহ অবলা, সবারে যাইতে হবে। দাম বসুদাম, সাজ বলরাম, যাইতে হইবে

সবে। যোগমায়া তখন, কহিছে বচন, রাখাল সাজহ রাই। চণ্ডীদাসে ভণে, দেখিবে নয়নে, আমি তব সঙ্গে যাই। ৩৫

ধানশী।

যোগমায়া পৌর্ণমাসী সাক্ষাতে আসিয়া। লইল হরের শিঙ্গা আপনি মাগিয়া॥ সাজল রাখাল বেশ রাধা বিনোদিনী। ললিতারে বলরাম কানাই আপনি॥ বলরামের হেলে শিঙ্গা বলে রাম কানু। মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু॥ চণ্ডীদাসে বলে যদি রাই বনমালী। সলিল আনিয়া পত্রে করহ মুরলী॥ ৩৬

বরাড়ী।

আনন্দিত হৈয়া সবে পোরে শিঙ্গা বেণু। পাতাল হইতে উঠে নব লক্ষ ধেনু॥ চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করে। তা দেখিয়া আনন্দিত সবার অন্তরে॥ ইন্দ্র আইল ঐরাবতে দেখয়ে নয়নে। হংসবাহনে ব্রহ্মা আনন্দিত মনে। বৃষভবাহনে শিব বলে ভালি ভালি। মুখবাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥ চণ্ডীদাসের মনে আন নাহি ভায়। দেখিয়া সবার রূপ নয়ান ॥ ৩৭

বিভাস।

যমুনার তীরে সবে যায় নানা রঙ্গে। সাঙলী ধবলী বলি আনন্দিত অঙ্গে॥ আসিয়া নিভৃত কুঞ্জে সবে দাঁড়াইল। রাখাল দেখিয়া শ্যাম চমকি উঠিল॥ কোন্ গ্রামে বসতিরে কোন্ গ্রামে ঘর। আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর॥ কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল। মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল॥ রাধা-অঙ্গের গন্ধে কৃষ্ণের নাসিকা মাতায়। আপাদ মস্তক কৃষ্ণ ঘন ঘন চায়॥ ললিতা হাসিয়া বলে শুন শ্যাম ধন। রাধারে না চেন তুমি রসিক কেমন॥ চণ্ডীদাস বলে শুন রাধা-বিনোদিনি। হের গো শ্যামের রূপ জুড়াবে পরাণি॥

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

তিরোতা-ধানশী।

সে যে নাগর গুণধাম। জপয়ে তোহারি নাম॥ শুনিতে তোহারি বাত। পুলকে ভরয়ে গাত॥ অবনত করি শির। লোচনে ঝরয়ে নীর॥ যদি বা পুছয়ে বাণী। উলট করয়ে পাণি॥ কহিয়ে তোহারি রীতে। আন না বুঝিবি চিতে॥ বৈরজ নাহিক তায়। বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥ ৩৯

শ্রীরাগ।

এধনি এধনি বচন শুন। নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥ না বাঁধে চিকুর না পরে চীর। নাখায় আহার নাপিয়ে নীর॥ দেখিতে দেখিতে বাঢ়ল ব্যাধি। যত তত করি নহিয়ে সুধি॥ সোণার বরণ হইল শ্যাম। সোঙরি সোঙরি তোহারি নাম॥ নাচিঙ্গে মানুষ

নিমিখ নাই। কাঠের পুতলি রহিছে চাই॥ তুলাখানি দিলে নাসিকা মাঝে। তবে সে বুঝিনু শোয়াস আছে॥ আছয়ে শ্বাস নারহে জীব। বিলম্ব নাকর আমার দিব॥ চণ্ডীদাস কহে বিরহ বাধা। কেবল মরমে ঔখদ রাধা॥ ৪০

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

কানুর পিরীতি, কুহকের রীতি, সকলি মিছাই রঙ্গ। দড়াদড়ি লৈঞা, গ্রামেতে চড়িয়া, ফিরয়ে করিয়ে সঙ্গ॥ সই কানু বড় জানে বাজি। বাঁশ বংশীধারি, মদন সজ্জে করি, ঢোলক ঢালক সাজি॥ মদন ঘুরিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া, যুবতী বাহির করে। দুইটী গুটিয়া, ফেলাঞা লুকিয়া, বুকের উপর ধরে॥ ধীরি ধীরি যায়, ভঙ্গী করি চায়, রঙ্গ দেখে সব লোকে। দড়ায়ে পায়ে, উঠয়ে তাহে, থাকি থাকি দেই ঝোঁকে॥ মুকুতা প্রবাল, উপরে সকল, আর বহুমূল্য হীরা। একবার আসি, উপরে রাখি, নাচিয়া বেড়ায় ফিরা॥ কতক্ষণ বই, বাঁশ হাতে লই, যুবতী হিয়ায় পাড়ে। জঙ্ঘে জঙ্ঘ দিয়া, পায়েতে ছান্দিয়া, বাঁশের উপর চড়ে॥ চড়িয়া উপরে, ঝুলিয়া পড়য়ে, চুম্বই যুবতী মুখে। মুখে মুখ দিয়া, পান গুয়া নিয়া, ঘুরিয়া বেড়ায় সুখে॥ লোক নহে রাজি, কেমন সে বাজি, রমণী ভুলাবার তরে। চণ্ডীদাস কয়, বাজি মিছে নয়, রঙ্গ কে বুঝিতে পারে॥ ৪১

কামোদ।

নামিল আসিয়া, বসিল হাসিয়া, কহয়ে বেতন দেও। বেতনের কালে, হাত দিয়া গালে, যুবতী সকলে কয়॥ সই বাজিকরে নিবে যে কি। যত কিছু দেই, কিছুই না লয়, (বলে) আমারে জিজ্ঞাস কি। মনো এই করি, দেহ কুচ-গিরি, আর তব মুখ-সুধা। আর এক হয়, মোর মনে লয়, তাহা মোরে দেহ জুদা॥ সুন্দরীগণে বুঝিল মনে, ইহার গ্রাহক তুমি। ঢিটের ঢিটানি, খেতের মিঠানি, সকলি জানি যে আমি॥ চণ্ডীদাস কয়, তবে কেন নয়, জানিয় চতুরপণা। বুঝিলে না বুঝে, কহিলে না সুঝে, তাহারে বলি যে কাণা॥ ৪২

বরাড়ী।

বাদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী, আইলেন ভানুর মহলে। খুলি হাঁড়ি ঢাকনি, বাহির করয়ে ফণী, তুলিয়া লইল এক গলে॥ বিষহরি বলি দেয় কর। শুনিয়া যতেক বালা, দেখিতে আইল খেলা, খেলাইছে মাল পুরন্দর॥ সাপিনীরে দেয় খোব, সাপিনী বাড়য়ে কোব, দন্ত করি উঠি ধরে ফণা। অঙ্গুলী মুড়িয়া যায়, সাপিনী ফিরিয়া চায়, ছুঁয়ে যায় বাদিয়ার দাপনা॥ খেলা দেখি গোপীগণ, বড় আনন্দিত মন, কহে তুমি থাক কোন স্থানে। থাকি বনের

ভিতরে, নাগদমন বলে মোরে, নাম মোর জানে সব জনে॥ বসন মাগিবার তরে, আইনু তোমার ঘরে, বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি। ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব, ভাল এক খানি পাব, দেখি দেও শ্রীঅঙ্গের খানি॥ বটেত ভিখারী হও, বড় মূল্য নিতে চাও, নহিলে শোভিত চায় বটে। বনে থাক সাপ ধর, টেনা পরিধান কর, সদাই বেড়াও নদী তটে॥ বেদে কহে ধীরে ধীরে, তোমার বস্ত্র নিব শিরে, মনে মোর হবে বড় সুখ। তোমার সঙ্গ করিতে, অভিলাষ হয় চিতে, তুমি যদি না বাসহ দুখ॥ চুপ করে থাক বেদে, যা পাও তা নেও সেধে, ভরমে ভরমে যাও ঘরে। চুরিদারি নাহি করি, ভিক্ষা করি পেট ভরি, আমি ভয় করিব কাহারে॥ তোমা সঙ্গে করি ক্রীড়া, তুমি কেন মান পীড়া, সুখী কর এ দুখিয়া জনে। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, বাদিয়া যে এই নয়, বুঝিয়া দেখহ আপন মনে॥ ৪৩

বালা ধানশী।

গোকুল নগরে, ইন্দ্র পূজা করে, দেখি আইল যত নারী। নগর ভিতর, মহা কলরব, নাগর আইল পসারী॥ দোকান দোকান, মেলিল তখন, দেখিয়া গাহকীগণ। কহয়ে পসারী, বহু দ্রব্য আছে, যে নিতে চাহে যে ধন॥ মুকুতা প্রবাল, মণিময় হার, পোতিক মাণিক যত॥ বহু দিন মেনে, আনিনু যতনে, তোমাদের অভিমত॥ থণ্ডিক পুতিয়া, মুকুতা ঝুলায়া, কহয়ে গাহকী আগে। শুনি গাহকিনী, আসিয়া আপনি, দোকান নিকটে লাগে॥ সুমধুর বাণী, বলে সে দোকানী, কিসের লইবে ছড়া। মুকুতা মাল, লইবে ভাল, কড়ি যে লাগিবে বাড়া॥ শুনি নারীগণ, বলয়ে বচন, গাহকী নহি যে মোরা। কিবা ভাগ্য মেনে, দেখেছি জনমে, এমন ধন যে তোরা॥ যুবতী রসাল, নিল এক মাল, দিল এক সখী গলে। পরিমাণ হলো, আনন্দ বাড়িল, কতেক লইবে বলে॥ আর এক জনে, সাধ করি মনে, লইল সোণার সূচ। লই চলি যায়, বেতন না দেয়, পসারী ধরিল কুচ॥ ফেরা ফেরি করে, কুচ নাহি ছাড়ে, কহে মূল্য দেহ মোর॥ সঘন বদন, করয়ে চুম্বন, এমতি কাজ যে তোর॥ কাড়াকাড়ি ঘন, না মানে বারণ, অরাজক হলো পারা। যাহার যে ধন, কাটে সেই জন, রক্ষক হইবে কারা। রজকী সঙ্গতি, চণ্ডীদাস গতি, রচিল আনন্দ বটে। দোকান দোকান, হলো সমাধান, সকল গেল যে লুটে॥ ৪৪

ধানশী।

ধরি নাপিতিনী বেশ, মহলেতে পরবেশ, যেখানেতে বসিয়াছে রাই। হাতে দিয়া দরপণী, খোলে নখ-রঞ্জনী, বোলে বৈস, দেই কামাই॥ বসিলা যে রসবতী নারী। খুলিল কনক বাটী, আনিয়া জলের ঘটী, ঢালিলেক সুবাসিত বারি॥ করে নখ-রঞ্জনী চাঁছয়ে নখের কণি, শোভিত করিল

যেন চাঁদে। আলসে অবশ-প্রায়, ঘুম লাগে আধ গায়, হাত দিলা নাপিতিনী কাঁধে॥ নাপিতিনী একে শ্যামা, ননীর পুতলী, ঝামা বুলাইতে মনের আনন্দে। ঘসি ঘসি রাঙ্গা পায়, আলতা লাগায় তায়, রচয়ে মনের হরষেতে॥ রচয়ে বিচিত্র করি, চরণ হৃদয়ে ধরি, তলে লিখে আপনার নাম। কত রস পরকাশি, হাসয়ে ঈষৎ হাসি, নিরখি নিরখি অবিরাম॥ নাপিতিনী বলে ধনি, দেখহ চরণ খানি, ভাল মন্দ করহ বিচার। দেখি সুবদনী কহে, কি নাম লিখিলা উহে, পরিচয় দেও আপনার॥ নাপিতিনী কহে ধনি, শ্যাম নাম ধরি আমি, বসতি যে তোমার নগরে। দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়, এই নাপিতিনী নয়, কামাইলা যাও নিজ ঘরে॥ ৪৫

সুহিনী।

নাপিতিনী কহে শুন লো সই। অনাথী জনের বেতন কই? কহ তুমি যাই রাইয়ের কাছে। বেতন লাগিয়া বসিয়া আছে। যদি কহে তবে নিকটে যাই। যে ধন দেন তা সাক্ষাতে পাই॥ শুনি সখী কহে রাইয়ের কাছে। নাপিতিনী বসি আছয়ে নাছে॥ রাই কহে তবে আনহ তায়। কতেক বেতন আমায় চায়। সখী যাই তবে ডাকয়ে আইস। আসিয়া রাইয়ের নিকটে বৈস॥ বসিল দুঃখিনী নাপিতিনী শ্যামা। কহয়ে বেতন দেহ যে রামা॥ রাই কহে কিবা হইবে তোর। সে কহে বেতন নাহিক ওর॥ হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী রাই। হেন নাপিতিনী দেখি যে নাই॥ এমতে ধন যে করেছ কত। সে কহে ভুবনে আছয় যত॥ এক ধন আছে তোমার ঠাঁই॥ সে ধন পাইলে ঘরকে যাই॥ হৃদয়ে কনক কলস আছে। মণিময় হার তাহার কাছে॥ তাহার পরশ রতন দেহ। দরিদ্র জনারে কিনিয়া লহ॥ হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী। ভাল নাপিতিনী পরাণ চুরি॥ পরশ রতন পাইবা বনে। এখানে চলহ নিজ ভবনে॥ চণ্ডীদাস কহে না কর লাজ। নাপিতিনী নহে রসিকরাজ॥ ৪৬

সুহিনী।

এক দিন মনে রভস কাজ। মালিনী হইল রসিকরাজ॥ ফুলমালা গাঁথি ঝুলায়ে হাতে। কে নিবে, কে নিবে, ফুকারে পথে॥ তুরিতে আইলা ভানুর বাড়ী। রাই কহে কত লইবে কড়ি॥ মালিনী লইয়া নিভৃতে বসি। মালা মূল করে ঈষৎ হাসি॥ মালিনী কহয়ে সাজাই আগে। পাছে দিবা কড়ি যতেক লাগে॥ এত কহি মালা পরায় গলে। বদন চুম্বন করিল ছলে॥ বুঝিয়া নাগরী ধরিলা করে। এত টাটপনা আসিয়া ঘরে॥ নাগর কহয়ে নহি যে পর। চণ্ডীদাস কহে কি কর ডর॥ ৪৭

ভাটিয়ারী।

গোকুল নগরে, ফিরি ঘরে ঘরে, বেড়াই চিকিৎসা করি। যে রোগ যাহার, দেখি একবার ভাল যে করিতে পারি॥ শিরে শিরশূল, পিরীতির জ্বর, হয়ে থাকে যে রোগীর। বচন না চলে, আঁখি নাহি মেলে, তাহারে পিয়াই নীর॥ কেবল একান্ত ধন্বন্তরি। নাহি জানে বিধি, এমন ঔষধি, পিয়াইলে যায় জ্বরি॥ ঔষধ খেয়ে, ভাল যে হয়ে, বট দিও তবে পাছে। একজন তথা, শুনিয়া সে কথা, কহিল রাধার কাছে॥ পরের মুখে, শুনিয়া সুখে, হরষিতে হলো মন। বলে যে যাইয়া, আনহ ডাকিয়া, দেখি সে কেমন জন॥ এ কথা শুনিয়া, বাহির হইয়া, কহে এক সখী ধাই। মোদের ঘরে, রোগী আছে জ্বরে, দেখ একবার যাই॥ এই বাড়ী হইতে, আসিছি ত্বরিতে, কহে হেথা থাক বসি। সাজ সাজাইতে, চলিল নিভৃতে, চণ্ডীদাস কহে হাসি॥ ৪৮

ভাটিয়ারী।

আপন বসন, ঘুচায়ে তখন, লেপয়ে কেশেতে মাটী। তবল্লক ছাঁদে, বসন পিঁধে, সঙ্গে চলয়ে হাঁটি॥ মনোহর ঝুলি কাঁধে। তাহার ভিতর, শিকড় নিকর, যতন করিয়া বাঁধে॥ ঘুচাইয়া সাজে, চিকিচ্ছার কাজে, বসিলা রোগীর কাছে। ঘুচায়ে বসন, নিরখে বদন, (বলে) রোগ যে ইহার আছে॥ বাম হাত ধরি, অঙ্গুলি মোড়ি দেখে ধাতু কিবা বয়। পিরীতের জ্বর, জ্বরেছে ইহারে, পরাণ রহে কি না রয়॥ হাসিয়া নাগরী, উঠি অঙ্গ মোড়ি, ভাল যে কহিলা বটে। বল কি খাইলে, হইবে সবলে, বেয়াধি কেমনে ছুটে॥ ঔষধে যে হয়, মনে করি ভয়, এখনি খাওয়ায়ে যেতেম। ভাল যে হইত, জ্বর যে যাইত, যদি সে সময় পেতেম॥ তখন নাগরী, বুঝিলা চাতুরী, টীট নাগররাজ। বাশুলী নিকটে, চণ্ডীদাস রটে, এমন কাহার কাজ॥ ৪৯

বরাড়ী।

দেয়াশিনী বেশ সাজি বিনোদ রায়। ধীরি ধীরি করি চলে হরষ অন্তর॥ গোকুল নগরে এই শব্দ উঠিল। এক জন দেয়াশিনী ব্রজেতে আইল॥ তাহারে দেখিবার তরে লোকের গমন। সব ব্রজবাসী চলে হরষিত মন॥ প্রণমিল দেয়াশিনীর চরণ কমলে। বয়ান ভাসিল প্রেমে নয়নের জলে॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসের মনে আনন্দ বাড়িল। কোথা হইতে আইলা তুমি এব্রজ মণ্ডল॥ ৫০

শ্রীরাগ।

মথুরা পুরেতে ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম, আইলাম এই বৃন্দাবনে। মম মনে বাঞ্ছা এই, সকল তোমারে কই, শুন শুন বলি তোমা স্থানে॥ দেবী আরাধনা করি, ভিক্ষার লাগিয়া ফিরি, আর করি তীর্থেতে ভ্রমণ। হই আমি তীর্থবাসী, সদাই আনন্দে

ভাসি, এই সত্য বলিহে বচন ॥ জিজ্ঞাসা করিলা যেই, তাহাতে তোমারে কই, ব্রজ-মাঝে রব কিছুকাল। ইহা বলি দেয়াশিনী চলে পুন একাকিনী, ঘন ঘন বা বাইয়া গাল ॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে, আনন্দিত হয়ে মনে, জিজ্ঞাসিল কোথা ভানুপুর। দেখিব তাহার ধাম, কপটে বলয়ে শ্যাম, রস লাগি রসিক চতুর ॥ ৫১

সিন্ধুড়া।

দেয়াশিনী বেশে, মহলে প্রবেশে, রাধিকা দেখিবার তরে। সুরক্ত চন্দন, কপালে লেপন, কুণ্ডল কাণেতে পরে ॥ নাগর সাজী বাম করে ধরে ॥ পিঁধিয়া বিভূতি, সাজল মুরতি, রুদ্রাক্ষ জপয়ে করে ॥ কহে জয় দেবি, ব্রজপুর সেবি, গোকুল রক্ষক নিতি। গোপ গোয়ালিনী, সুভাগ্য-দায়িনী, পূজ দেবী ভগবতী ॥ আশীর্ব্বাদ শুনি, গোপের রমণী, আইলা দেয়াশিনী কাছে। জিজ্ঞাসা করয়ে, যত মনে লয়ে, বোলে গোপ ভাল আছে ॥ সবাকার জয়, শত্রু হবে ক্ষয়, মনে ভয় না ভাবিবে। তোমাদের পতি, সুন্দর সুমতি, সবাকার ভাল হবে ॥ সঙ্গেতে কুটিলা, আসিয়া জটিলা, পড়য়ে চরণে ধরি। আমার বধুর, পতির মঙ্গল, বর দেহ কৃপা করি ॥ শুনি দেয়াশিনী, লরবিত বাণী, জটিলা সমুখে কয়। বর যে লইবে, ভালই হইবে, নিকটে আনিতে হয় ॥ জটিলা যাইয়া, আনিল ধরিয়া, আপন বধুর হাতে। বসিলা হরষে, দেয়াশিনী পাশে, ঘুচায়া বসন মাথে ॥ দেখি দেয়াশিনী, বলে শুভ বাণী, সব সুলক্ষণযুতা। গন্ধর্ব্ব পাবনী যশোদা নন্দিনী, রাধা নাম ভানুসুতা ॥ ধরি সখীর হাতে, মনের আকুতে, নিরখে বদন তার। দেখিতে দেখিতে, আনন্দিত চিতে, মদন কৈল বিকার ॥ সাজিটি খুলিয়া, ফুলটি তুলিয়া, বাঁধেন নাগরী চুলে। আনন্দে থাকিবে, সকলি পাইবে, কলঙ্ক নহিবে কুলে ॥ শুনিয়া সুন্দরী, কহে ধীরি ধীরি, এ কথা কহবি মোয়। আমার হিয়ার, ব্যথাটি ঘুচয়ে, তবে সে জানি যে তোয় ॥ একটি শপথি, রাখহ যুবতী, কহিতে বাস যে ভয়। পর-পতি সনে, বেঁধেছ পরাণে, ইহাই দেবতা কয় ॥ হাসিয়া নাগরী, চাহে ফিরি ফিরি, দেয়াশিনী ঘর কোথা। আমার ঘর, হয় যে নগর, কহিব বিরল কথা ॥ সঙ্কেত বুঝিয়া, নয়ান ফিরিয়া, তাক করে এক দিঠে। নিরখি বদন, চিহ্নল নয়ন, শ্যাম নাগর টীটে। ধীরি ধীরি করি, বদন সম্বরি, মন্দিরে চলিলা লাজে। চণ্ডীদাস কয়, সুবুদ্ধি যে হয়, যেকত করয়ে কাজে ॥ ৫২

সিন্ধুড়া।

নাগর আপনি, হৈলা বণিকিনী, কৌতুক করিয়া মনে। চুয়া যে চন্দন, আমলকী-বর্ত্তন, যতন করিয়া আনে ॥ কেশর যাবক, কস্তূরী, দ্রাবক, আনিল বেণার জড়। সোন্ধা সুকুঙ্কুম, কর্পূর চন্দন, আনিল মুথা-শিকড় ॥

থালিতে করিয়া আনিল ভরিয়া, উপরে বসন দিয়া। মিছামিছি করি, ফিরে বাড়ী বাড়ী, ভানুর দুয়ারে গিয়া॥ চুবক লইয়ে, ফুকরি কহয়ে, আইল দাসী যে তবে। মোদের মহলে, আসি দেহ বোলে, অনেক নিতে যে হবে॥ থালিতে ধরিয়া, আনিল লইয়া, যে খানে নাগরী বসি। চুয়া সুচন্দন, করহ রচন, বেণ্যানী মনেতে খুসি॥ চন্দন চুবক, লইবে কতেক, জানিতে চাহি যে আমি। সকলি লইব, বেতন সে দিব, যতেক আনহ তুমি॥ আমলকী হাতে, দিল যে মাথে, ঘসিতে লাগিল কেশ। ঘসিতে ঘসিতে, শ্রম যে হইল, নাগরী পাইল ক্লেশ॥ সুমধুর বাণী, কহে সে বেণ্যানী, চুয়া মাখিবার তরে। চুল যে ঝাড়িয়া, হাত নামাইয়া, মাথায় হৃদয়পরে॥ পরশে নাগরী, হইলা আগরী, পড়িয়া বেণ্যানী কোরে। নিন্দ সে আইল, অতি সুখ হইল, সব শ্রম গেল দূরে॥ বেণ্যানী বলে, গেল সে বেলে, যাইতে চাহি যে ঘরে। উঠিলা নাগরী, বসন সম্বরি, কহে কি লাগিবে মোরে। বট আনিবারে, কহিলা সখীরে, শুনিয়া নাগর রাজে। কহে না লইব, আর ধন নিব, না কহি তোমারে লাজে॥ কহ না কেনে, কি আছে মনে, শুনিতে চাহি যে আমি। থাকিলে পাইবে, নতুবা যাইবে, থির হইয়া কহ তুমি॥ বেণ্যানী কহয়ে, হিয়ার ভিতরে, বড় ধন আছে সেহ। কৃপা যে করিয়া, বাস উঘারিয়া, সে ধন আমারে দেহ॥ তখনে নাগরী বুঝিলা চাতুরী, হাসিয়া আপন মনে। গন্ধের বেতন, হইল এমন, জীবন যৌবন টানে॥ কর সমাধান, বুঝিলাম কান, আর না বলিহ মোরে। এতেক গুণে, মারহ পরাণে, কেবা শিখাইল তোরে॥ পরের নারী, আশয়ে করি, মরয়ে আপন মনে। কোথা বা হৈয়াছে, কেবা বা পেয়েছে, না দেখি যে কোন স্থানে॥ চণ্ডীদাস কয়, কত ঠাঁই হয়, যাহাতে যাহাতে বনে। যৌবন ধনে, কিবা বা মানে, সুখে সে প্রাণে প্রাণে॥ ৫৩

ধানশী।

শুনিয়া মালার কথা রসিক সুজন। গ্রহবিপ্র বেশে যান ভানুর ভবন॥ পাঁজি লয়ে কক্ষে করি ফিরি দ্বারে দ্বারে। উপনীত রাই পাশে ভানু রাজপুরে॥ বিশাখা দেখিয়া তবে নিবাস জিজ্ঞাসে। শ্যামল সুন্দর লহু লহু করি হাসে॥ বিপ্র কহে ঘর মোর হস্তীনা নগর। বিদেশে বেড়ায়ে যাই শুন হে উত্তর॥ প্রশ্ন দেখাবার তরে যে ডাকে আমারে। তাহার বাড়ীতে যাই হরষ অন্তরে॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে এই গ্রহাচার্য্য। প্রশ্নেতে পারগ বড় গণনাতে আর্য্য॥ তোমাদের মনেতে যে আছে যে বলিবে। ইহারে জড়ায়ে ধর উত্তর পাইবে॥

তুড়ী।

একদিন বর নাগর শেখর, কদম্ব তরুর তলে। বৃষভানু-সুতে, সখীগণ সাথে, যাইতে যমুনাজলে॥ রসের শেখর, নাগর

চতুর, উপনীত সেই পথে। শির পরশিয়া, বচনের ছলে, সঙ্কেত করল তাতে॥ গোধন চালায়ে, শিশুগণ লয়ে,গমন করিলা ব্রজে। নীর ভরি কুম্ভে, সখীগণ সঙ্গে, রাই আইলা গৃহমাঝে॥ কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, শুন লো রাজার ঝিয়ে। তোমা অনুগত, বঁধুর সঙ্কেত, না ছাড় আপন হিয়ে

ধানশী।

যাইতে জলে, কদম্বতলে, ছলিতে গোপের নারী। কালিয়া বরণ, হিরণ পিঁধন, বাঁকিয়া রহিল ঠারি॥ মোহন মুরলী হাতে। যে পথে যাইবে, গোপের বালা, দাঁড়াইল সেই পথে॥ যাও আন বাটে, গেলে এ ঘাটে, বড়ই বাধিবে লেঠা। সখী কহে নীতি, এ পথে যাই, আজি ঠেকাইবে কেটা॥ হয় বোলা বুলি, করে ঠেলাঠেলি, হৈল অরাজক পারা। চণ্ডীদাস কহে, কালিয়া নাগর ছি ছি লাজে মরি মোরা॥ ৫৬

প্রেম-বৈচিত্র্য।

সুহিনী।

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, ভুবনে আনিল কে। মধুর বলিয়া, ছানিয়া খাইনু, তিতায় তিতিল দে॥ সই এ কথা কহন নহে। হিয়ার ভিতর, বসতি করিয়া, কখন কি জানি কহে॥ পিয়ার পিরীতি, প্রথম আরতি, তাহার নাহিক শেষ। পুন নিদারুণ, শমন সমান, দয়ার নাহিক লেশ॥ কপট পিরীতি, আরতি বাঢ়ায়া মরণ অধিক কাজে। লোক চরচায়, কুলে রক্ষা দায়, জগত ভরিল লাজে॥ হইতে হইতে, অধিক হইল,সহিতে সহিতে মনু। কহিতে কহিতে, তনু জর জর,পাগলী হইয়া গেনু॥ এমতি পিরীতি, না জানি এ রীতি, পরিণামে কিবা হয়। পিরীতি পরম, দুখময় হয়, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ৫৭

শ্রীরাগ।

আপনা খাইনু, সোণা যে কিনিনু, ভূষণে ভূষিত দেহ। সোণা যে নহিল, পিতল হইল, এমতি কানুর লেহ॥ সই মদন সোণারে না চিনে সোণা। সোণা যে বলিয়া, পিতল আনিয়া, গড়ি দিল যে গহনা॥ প্রতি অঙ্গুলিতে, ঝলক দেখিতে, হাসয়ে সকল লোকে। ধন যে গেল, কাজ না হইল, শেল রহি গেল বুকে॥ যেন মোর মতি, তেমনি এ গতি, ভাবিয়া দেখিনু চিতে। খলের কথায়, পাথারে সাঁতারি, উঠিতে নারিনু ভিতে॥ অভাগিয়া জনে, ভাগ্য নাহি জানে, না পুরয়ে সব সাধ। খাইতে নাহিক ঘরে, সাধ বহু করে, বিহি করে অনুবাদ॥ চণ্ডীদাসে কহে, বাশুলী কৃপায়ে,আর নিবেদিব কায়। তবুত পিরীতি, নাহি পায় যদি, পরাণে মরিয়া যায়॥ ৫৮

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়। ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে, দহন দ্বিগুণ হয়॥ সই কে বলে পিরীতি ভাল। হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া, কাঁদিতে জনম গেল॥ কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া, যে ধনী পিরীতি করে। তুষের অনল, যেন সাজাইয়া, এমতি পুড়িয়া মরে॥ হাম অভাগিনী, দাগা দিয়া গেল, কাঁদিয়া তাহার তরে। না জানি কি জানি, কি বুঝাব আমি, গুণিয়া না পাই ভরে॥

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, চন্দনের রীতি, ঘষিতে সৌরভময়। ঘষিয়া আনিয়া, হিয়ায় লইতে, দহন দ্বিগুণ হয়॥ সই কে বলে পিরীতি ভাল। সোণায় জড়িয়া হিয়ায় করিতে, দুখ উপজিলা ফিরা॥ পরশ পাথর, বড়ই শীতল, কহয়ে সকল লোকে। মুঞি অভাগিনী, লাগিল আগুনি, পাইনু এতেক দুখে॥ সব কুলবতী, করয়ে পিরীতি, এমত না হয় কারে। এ পাড়া পড়সী, ডাকিনী সদৃশী, এমত না খায় তারে॥ গৃহের গৃহিণী, আর ননদিনী, বোলয়ে বচন যত। কহিলে কি যায়, কি করি উপায়, পরাণে সহিবে কত॥ নান্নুরের মাঠে, গ্রামের হাটে, বাশুলী আছয়ে যথা। তাহার আদেশে, কহে চণ্ডীদাস, সুখ যে পাইব কোথা॥ ৫৯

শ্রীরাগ।

কানুর পিরীতি, মরমে বেয়াধি, হইল এতেক দিনে। মৈলে কি ছাড়িবে, সঙ্গে না যাইবে, কিনা কবিব বিধানে॥ সই জীয়ন্তে এমন জ্বালা। জাতি কুলশীল, সকল ডুবিল, ছাড়িলে না ছাড়ে কালা॥ শয়নে স্বপনে, না করিয়া মনে, ধরম গণিয়ে থাকি। আসিয়া মদন, দেয় কদর্থন, অন্তরে জ্বালায় উকি॥ সরোবর মাঝে, মীন যে থাকয়ে উঠে অগ্নি দেখিবারে। ধীবর কাল, হাতে লই জাল, তুরিতে ঝাঁপয়ে তারে॥ কানুর পিরীতি, কালের বসতি, যাহার হিয়ায় থাকে। খলের খলনে, জারে সেই জনে, কলঙ্ক ঘোষয়ে লোকে॥ চণ্ডীদাস মন, বাশুলী চরণ, আদেশে বুঝহ নারী। সহিতে সহিতে, কিছু না ভাবিবে, রহিবে একান্ত করি॥ ৬০

পিরীতি সুখের, সাগর দেখিয়া, নাহিতে নামিলাম তায়। নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুঃখের বায়॥ কেবা নিরমিল, প্রেম সরোবর, নিরমল তার জল। দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥ গুরুজন জ্বালা, জলের শিহালা, পড়সী জীয়ল মাছে। কুল পানীফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে॥ কলঙ্ক পানায়, সদা লাগে গায়, ছাঁকিয়া খাইল যদি। অন্তর বাহিরে, কুটু কুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি॥ কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি, সুখ দুখ দুটী ভাই। সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীতি, দুখ যায় তার ঠাঞি॥ ৬১

শ্রীরাগ।

পিরীতি বলিয়া, একটী কমল, রসের সাগর মাঝে। প্রেম পরিমল, লুবধ ভ্রমর, ধায়ল আপন কাজে॥ ভ্রমরা জানয়ে, কমল মাধুরী, তেঁহ সে তাহার বশ। রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী, আনে কহে অপযশ॥ সই এ কথা বুঝিবে কে। যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে কেমনে ধরিবে দে॥ ধরম করম, লোক চরচাতে, এ কথা বুঝিতে নারে। এ তিন আখর, যাহার

মরমে, সেই সে বলিতে পারে॥ চণ্ডীদাসে কহে, শুনল সুন্দরি, পিরীতি রসের সার। পিরীতি রসের, রসিক নহিলে, কি ছার পরাণ তার॥ ৬২

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি, হৃদয়ে লাগল সে। পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে, পিরীতি গঢ়ল কে॥ পিরীতি বলিয়া, এ তিন আঁখর, না জানি আছিল কোথা। পিরীতি কণ্টক, হিয়ায় ফুটিল, পরাণ পুত্তলী যথা॥ পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল। বিষম অনল, নিবাইল নহে, হিয়ায় রহিল শেল॥ চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি, পিরীতি না কহে কথা। পিরীত লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি মিলায় তথা॥ ৬৩

ধানশী।

সুখের লাগিয়া, পিরীতি করিনু, শ্যাম বন্ধুয়ার সনে। পরিণামে এত, দুখ হবে বলে, কোন্ অভাগিনী জানে॥ সই পিরীতি বিষম মানি। এত সুখে এত, দুখ হবে বলে, স্বপনে নাহিক জানি॥ সে হেন কালিয়া নিঠুর হইল, কি শেল লাগিল যেন। দরশন আশে, যেজন ফিরয়ে, সে এত নিঠুর কেন॥ বলনা কি বুদ্ধি করিব এখন, ভাবনা বিষম হৈল। হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, কি দিলে হইবে ভাল॥ চণ্ডীদাস কহে, শুন বিনোদিনি, মনে না ভাবিহ আন। তুমি সে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোমার প্রাণ॥ ৬৪

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, রন্ধন করিনু, জ্বালাতে জ্বলিল সে। স্বাদু নহিল, জাতি সে গেল, ব্যঞ্জন খাইবে কে॥ সই ভোজন বিস্বাদ হৈল। কানুর পিরীতি, হেন রসবতী, স্বাদ গন্ধ দূরে গেল॥ পিরীতি রসের, নাগর দেখিয়া, আরতি বাঢ়াইনু তাতে। তবে সে সজনি, দিবস রজনী, অনল উঠিল চিতে॥ উঠিতে উঠিতে, অধিক উঠিল, পিরীতে ডুবিল দেহ। নিমে সুধা দিয়া একত্র করিয়া, ঐছন কানুর লেহ॥ চণ্ডীদাস কয়, হিয়ায় সহয়, সকলি গরল হৈল। কিছু কিছু সুধা, বিষগুণা আধা, চিরঞ্জীবী দেহ কৈল॥ ৬৫

ধানশী।

আমরা সরল পিরীতি গরল, লাগিল অমিয়াময়। মহানন্দ রতি বিছুরিনু পতি, কলঙ্ক সবাই কয়॥ সই দৈবে হৈল হেন মতি। অন্তর জ্বলিল পরাণ পুড়িল, ঐছন পিরীত রীতি॥ মাটি খেদাইয়া খাল বানাইয়া, উপরে দেওল চাপ। আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া, এমন করয়ে পাপ॥ নৌকাতে চড়াএ, দরিয়াতে লৈএ, ছাড়য়ে অগাধ জলে। ডুবু ডুবু করি, ডুবিয়া না মরি, উঠিতে নারি যে কূলে॥ এমতি

করিয়া, পরাণে মারিয়া, চলিল আপন ঘরে। চণ্ডীদাস কয়, এমতি সে নয়, তুমি সে ভাবহ তারে ॥ ৬৬

সুহিনী।

শুন সহচরি, নাগর চাতুরী, সহজে দেহ উত্তর। কি জাতি মূরতি, কানুর পিরীতি, কোথাই তাহার ঘর ॥ চলে কি বাহনে, ঠিকে কোন স্থানে, সৈন্যগণ কেবা সঙ্গে। কোন অস্ত্র ধরে, পারাবার করে, কেমনে প্রবেশে অঙ্গে ॥ পাইয়া সন্ধান, হব সাবধান, না লব তাহার বা। নয়নে শ্রবণে, বচনে তেজিব, সোঙরি তাহার পা ॥ সখী কহে সার, দেখি নরাকার, স্বরূপ কহিবে কে। অনুরাগ ছুরী, বৈসে মনোপরি, আভির বাহির সে ॥ মন তার বাহন, রক্ষক মদন, ভাবগণ তার সঙ্গে। সুজন পাইলে, না দেয় ছাড়িয়ে, পিরীতি অদ্ভুত রঙ্গে ॥ কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, ছাড়িতে কি কর আশ। পিরীতি নগরে, বসতি করেছ পরেছ পিরীত বাস ॥ ৬৭

আগুণ হইল ফুল ॥ ফুলের উপর, চন্দন লাগল, সংযোগ হইল ভাল। দুই এক হৈয়া, পোড়াইল হিয়া, পাঁজর ধসিয়া গেল ॥ ধসিতে ধসিতে, সকলি ধসিল, নিশ্চল হইল দেহ। চণ্ডীদাসে কয়, কহিলে না হয়, ঐছন কানুর লেহ ॥ ৬৮

শ্রীরাগ।

ভুবন ছানিয়া, যতন করিয়া, আনিনু প্রেমের বীজ। রোপণ করিতে, গাছ সে হইল, সাধল মরণ নিজ ॥ সই প্রেম তরু কেন হৈল। হায় অভাগিনী, দিবস রজনী, সিঁচিতে জনম গেল ॥ পিরীতি করিয়া, সুখ যে পাইব, শুনিনু সবার মুখে। অমিয়া বলিয়া, গরল কিনিয়, খাইনু আপন সুখে ॥ অমিয়া হইত, স্বাদু লাগিত, হইল গরল ফলে। কানুর পিরীতি, শেষে হেন রীতি জানিনু পুণ্যের বলে ॥ যত মনে ছিল, সকলি পূরিল, আর না চাহিব লেহা। চণ্ডীদাস কহে, পরশন বিনে, কেমনে ধরিব দেহা ॥ ৬৯

বিবিধ কুসুম, যতনে আনিয়া, গাঁথিনু পিরীতি মালা। শীতল নহিল, পরিমল গেল, জ্বালাতে জ্বলিল গলা ॥ সেই মালী কেন হেন হৈল। মালায় করিয়া, বিষ মিশাইয়া, হিয়ার মাঝারে দিল ॥ জ্বালায় জ্বলিয়া, উঠিল যে হিয়া, আপাদ মস্তক চুল। না শুনি না দেখি, কি করিব সখি,

সই পিরীতি আখর তিন। জনম, অবধি, ভাবি নিরবধি, না জানিয়ে রাতি দিন ॥ পিরীতি পিরীতি, সব জনা কহে, পিরীতি কেমন রীত। রসের স্বরূপ, পিরীতি মূরতি, কেবা করে পরতীত ॥ পিরীতি মন্তর, জপে যেই জন, নাহিক তাহার মূল। বন্ধুর পিরীতি, আপনা বেচিনু, নিছি দিনু

জাতি কুল॥ সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল, সে গুণে বাহিল হিয়া। সে সব চরিতে, ডুবল যে চিতে, নিবারিব কিনা দিয়া॥ খাইতে খেয়েছি, শুইতে শুয়েছি, আছিতে আছিরে ঘরে। চণ্ডীদাস কহে, ইঙ্গিত পাইলে, অনল দিয়ে ছুয়ারে॥ ৭০

সম্ভোগ মিলন।

ধানশী।

শারদ পূর্ণিমা, নিরমল রাতি, উজর সকল বন। মল্লিকা মালতী, বিকশিত তথি, মাতল ভ্রমরাগণ! তরুকুল ডাল, ফুল ভরি ভাল, সৌরভে পূরিল তায়। দেখিয়া সে শোভা, জগমনোলোভা, ভুলিল নাগর রায়॥ নিধুবনে আছে, রতন দেবিকা মণি মাণিক্যেতে বাঁধা। ফটিকের তরু, শোভিয়াছে চারু, তাহাতে হীরার ছাঁদা॥ চারিপাশে সাজে, প্রবাল মুকুতা, গাঁথনি ঝাটনি কত। তাহাতে বেড়িয়া, কুঞ্জ-কুটীর, নিরমাণ শত শত॥ লেতের পতাকা, উড়িছে উপরে, কি তার কহিব শোভা। অতি রম্য স্থল, দেব অগোচর, কি কহিব তার আভা॥ মাণিকের ঘটা, কিরণের ছটা, এমতি মণ্ডপ ঘর। চণ্ডীদাস বলে, অতি অপরূপ, নাহিক তাহার পর॥ ৭১

কামোদ।

রমণীমোহন, বিলসিতে মন, হইল যম পুনি। গিয়া বৃন্দাবনে, বসিলা যতনে, রমিতে বরজধনী॥ মধুর মুরলী, পুরে বনমালী, রাধা রাধা বলি গান। একাকী গভীর, বনের ভিতর, বাজায় কতেক তান॥ অমিয়া নিছনি, বাজিছে সঘন, মধুর মুরলী গীত। অবিচল কুল, রমণী সকল, শুনিয়া হরল চিত॥ শ্রবণে যাইয়া, রহল পশিয়া, বেকতে বাজিছে বাঁশী। আইস আইস বলি, ডাকয়ে মুরলী, যেন ভেল সুখ রাশি॥ আনন্দ অবশ, পুলক মানস, সুকুমারী ধনী রাধে। গৃহ কর্ম্ম যত, হৈল বিসরিত, সকল করিল বাধে॥ রাইয়ের অগ্রেতে, যতেক রমণী, কহয়ে মধুর বাণী। ওই ওই শুন, কিবা বাজে তান, কেমন করিছে প্রাণী॥ সহিতে না পারি, মুরলীর ধ্বনি, পশিল হিয়ার মাঝে। বরজ তরুণী হইল বাউরী, হরিল কুলের লাজে॥ কেহ পতি সনে, আছিল শয়নে, ত্যজিয়া তাহার রঙ্গ। কেহ বা আছিল, সখীর সহিত কহিতে রভস রঙ্গ॥ কেহ বা আছিল দুগ্ধ আবর্ত্তনে চুলাতে রাখি বেসালি। ত্যজি আবর্ত্তন, দুই আগুয়ান ঐছন সে গেল চলি॥ কেহ শিশু লয়ে, কোলেতে করিয়া, দুগ্ধ করায় পান। শিশু ফেলি ভূয়ে, চলি গেল ভ্রমে, শুনি মুরলীর গান॥ কেহ বা আছিল, শয়ন করিয়া, নয়নে আছয়ে নীদ। যেমন চোরাই, হরণ করিল, মানসে কাটিল সঁীদ॥ কেহ বা আছিল, রন্ধন করিতে, তেমনি চলিয়া গেল। কৃষ্ণ-মুখী হৈয়া, মুরলী শুনিয়া, সব বিস্মরিত

ভেল॥ সকল রমণী, ধাইল অমনি, কেহ কাহা নাহি মানে। যমুনার কূলে, কদম্বের মূলে, মিলল শ্যামের সনে॥ ব্রজ নারীগণে, দেখিয়া তখন, হাসিয়া নাগর রায়। রাস বিলসন, করল রচন, দ্বিজ চণ্ডীদাস গায়॥

সুহই।

কদম্বের বন হৈতে, কিবা শব্দ আচম্বিতে, আসিয়া পশিল মোর কাণে। অমৃত নিছিয়া ফেলি, কি মাধুর্য্য পদাবলী কি জানি কেমন করে মনে॥ সখিরে নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে, হাহা কুলাঙ্গনাগণ, গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ, যাহে হেন দশা হৈল মোরে॥ শুনিয়া ললিতা কহে, অন্ত কোন শব্দ নহে, মোহন মুরলী ধ্বনি এহ। সে শব্দ শুনিয়া কেনে, হৈলা তুমি বিমোহনে, রহ নিজ চিতে ধরি থেহ॥ রাই কহে কেবা হেন, মুরলী বাজায় যেন, বিষামৃতে একত্র করিয়া। জল নহে হিমে জনু, কাঁপাইছে সব তনু, শীতল করিয়া মোর হিয়া॥ অস্ত্র নহে মন ফুটে, কাটারিতে যেন কাটে, ছেদন না করে হিয়া মোর। তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি, চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর॥ ৭৩

বেহাগ।

আজু কে গো মুরলী বাজায়। এত কভু নহে শ্যাম রায়॥ ইহার গৌর বরণে করে আলো। চূড়াটী বাঁধিয়া কেবা দিল॥ তাহার ইন্দ্রনীল কান্তি তনু। এত নহে নন্দসুত কানু॥ ইহার রূপ দেখি নবীন আকৃতি নটবর বেশ পাইল কথি॥ বনমালা গলে দোলে ভাল। এ না বেশ কোন্ দেশে ছিল॥ কে বনাইল হেন রূপ খানি। ইহার বামে দেখি চিকণ বরণী। নীল উজলি নীলমণি॥ হবে বুঝি ইহার সুন্দরী। সখীগণ করে ঠারা ঠারি॥ কুঞ্জে ছিল কানু কমলিনী। কোথায় গেল কিছুই না জানি॥ আজু কেন দেখি বিপরীত। হবে বুঝি দোঁহার চরিত॥ চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে। এরূপ হইবে কোন্ দেশে॥ ৭৪

ললিত।

আজুক শয়নে, ননদিনী সনে, শুতিয়া আছিনু, সই। যে ছিল মরমে, বঁধুর ভরমে, মরম তাহারে কই॥ নিদের আলসে, বঁধুর ধাধসে, তাহারে করিনু কোরে। ননদী উঠিয়া, রুষিয়া চলিছে, বঁধুয়া পাইলি কারে॥ এত টীটপনা, জানে কোন্ জনা, বুঝিনু তোহারি রীতি। কুলবতী হৈয়া, পরপতি লৈয়া, এমতি করহ নিতি॥ যে শুনি শ্রবণে, পরের বদনে, নয়ানে দেখিনু তাই। দাদা ঘরে এলে, করিব গোচর, ক্ষণেক বিরাজ রাই॥ নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণ, মরিয়া রহিনু লাজে। ফিরাইয়া আঁখি পরবেতে থাকি, সঘনে আমারে যজে॥ এক হাতে সখা, কচালিয়া আঁখি, নয়ানে দেখি যে আর। চণ্ডীদাস কয়, কিবা কুল ভয়, কানুর পিরীতি যায়॥ ৭৫

এক দিন যাইতে ননদিনী সনে। শ্যাম বন্ধুর কথা পড়ি গেল মনে॥ ভাবে ভরল মন চলিতে না পারি। অবশ হইল তনু, কাঁপে থর থরি॥ কি করিব সখি সে হইল বড় দায়। ঠেকিনু বিপাকে আর না দেখি উপায়॥ ননদী বোলয়ে হেঁলো কিনা তোর হইল। চণ্ডীদাস বলে উহার কপালে যা ছিল॥ ৭৬

ললিত।

আর এক দিন সখি শুতিয়া আছিনু। বঁধুয়ার ভরমে ননদী কোরে নিনু॥ বঁধু নাম শুনি সেই উঠিল রুষিয়া। কহে তোর বঁধু কোথা গেল পলাইয়া॥ সতী কুলবতী কুলে জ্বালি দিলি আগি। আছিল আমার ভালে তোর বধভাগী॥ শুনিয়া বচন তার অথির পরাণি। কাঁপয়ে শরীর, দেখি আঁখির তাজনি॥ কেমনে এড়াব সখি তাপিনীর হাতে। বনের হরিণী থাকে কিরাতের সাতে॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি। যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি॥ ৭৭

বিভাস।

পরাণ বঁধুকে, স্বপনে দেখিনু, বসিয়া শিয়র পাশে। নাসার বেশর, পরশ করিয়া, ঈষৎ মধুর হাসে॥ পিঙ্গল বরণ, বসন খানি, মুখখানি আমার মুছে। শিথান হইতে, মাথাটী বাহুতে, রাখিয়া শুতল কাছে॥ মুখে মুখ দিয়া, সমান হইয়া বঁধুয়া করল কোলে। চরণ উপরে, চরণ পসারি, পরাণ পাইনু বোলে॥ অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন, কুঙ্কুম কস্তুরী পারা। পরশ করিতে, রস উপজিল, জাগিয়া হইনু হারা॥ কপোত পাখীরে, চকিতে বাঁটুল, বাজিলে যেমন হয়। চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে, আর কি পরাণ রয়॥ ৭৮

গান্ধার।

সাত পাঁচ সখী সঙ্গে, বসিয়া ছিলাম রঙ্গে, হেন কালে পাপ ননদিনী। দেখিয়া আমাকে, তার কাছে ডাকে, আইসহ শ্যাম-সোহাগিনী॥ রাধা বিনোদিনি তোমারে বলিতে কি। চাই দুই তিন কথা, যে কথা তোমার, বড়ই শুনিয়াছি॥ তুমি কোন দিনে, যমুনা সিনানে, গিয়াছিলা নাকি একা। শ্যামের সহিতে, কদম্ব তলাতে, হেয়াছিল নাকি দেখা॥ সেই দিন হৈতে, সেই ত পথেতে, করে নাকি আনাগোনা। রাধা রাধা বলি, বাজায় মুরলী, তাহে হৈল জানা শুনা॥ যে দিন দেখিব, আপন নয়নে, তা সঞে কহিতে কথা। কেশ ছিঁড়ি বেশ, দূরে তেয়াগিব, ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা॥ একি পরমাদ, দেয় পরিবাদ, এছার পাড়ার লোকে। পর চরচায়, যে থাকে সদায়, সাপে খাক্ তার বুকে॥ গোকুল নগরে, গোপের মাঝারে, এত দিন বসি মোরা। কভু না জানিনু, কভু না শুনিনু, শ্যাম কাল কি গোরা॥ বঁধুয়ার ঝিয়ারী,

বড় নাম ধরি, তাহে বড়ুয়ার বৌ। নির মল কুলে, এ কথা যে তোলে, সেই নারী গরল খাউ॥ চিত দড় করি, থাকলে সুন্দরি, যেন কভু নাহি টলে। কাহার কথায়, কার কিবা হয়, বড়ু চণ্ডীদাস বলে॥

আমার পিয়ার কথা কি কহিব সই যে হয়, তাহার চিতে স্বতন্তরী নই॥ তাহার গলার, ফুলের মালা, আমার গলায় দিল। তার মত, মোরে করি, সে মোর মত হৈল॥ তুমি সে আমার, প্রাণের অধিক, তেঞি সে তোমারে কহি। এ যে কাজ, কহিতে লাজ, আপন মনেই রহি॥ তাহার প্রেমের, বশ হৈয়া, যে কহে তাহাই করি। চণ্ডীদাস কহয়ে ভাষ, বালাই লইয়া মরি॥ ৮০

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি। নিমিখে মানয়ে যুগ, কোরে দূর মানি॥ সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা। মুখ ফিরাইলে তার ভয়ে কাঁপে গা॥ এক তনু হৈয়া মোরা রজনী গোঙাই। সুখের সাগরে ডুবি, অবধি না পাই॥ রজনী প্রভাত হৈলে কাতর হিয়ায়। দেহ ছাড়ি যেন মোর প্রাণ চলি যায়॥ সে কথা কহিতে সই বিদরে পরাণ। চণ্ডীদাস কহে ধনি সব পরমাণ॥ ৮১

বিভাস।

শ্যামলা বিমলা, মঙ্গলা অবলা, আইল রাইয়ের পাশে। যদি স্বতন্তরে, তথাপি রাধারে, পরাণ অধিক বাসে॥ দেখি সুবদনী, উঠিলা অমনি, মিলিল গলায় ধরি। কত না যতনে, রতন আসনে, বসায় আদর করি॥ রাই মুখ দেখি, হৈয়া মহাসুখী, কহয়ে কৌতুক কথা। রজনী বিলাস, শুনিতে উল্লাস, অমিয়া অধিক গাথা॥ হাস পরিহাসে, রসের আবেশে মগন হইলা রাধা। চণ্ডীদাস বাণী, নিশির কাহিনী, শুনিতে লাগয়ে সাধা॥ ৮২

সিন্ধুড়া।

আমি যাই যাই বলি বোলে তিন বোল। কত না চুম্বন দেই, কত দেই কোল॥ পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া। বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া॥ করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে॥ নিগূঢ় পিরীতি— পিয়ার আরতি বহু। চণ্ডীদাস কহে হিয়ার মাঝারে রহু॥ ৮৩

মল্লার

এ ঘোর রজনী মেঘের ছটা, কেমনে আইল বাটে। আঙ্গিনার মাঝে, বঁধুয়া ভিজিছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥ সই কি আর বলিব তোরে। বহু পুণ্য ফলে, সে হেন বঁধুয়া, আসিয়া মিলল মোরে॥ ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, বিলম্বে বাহির হৈনু।

আহা মরি মরি, সঙ্কেত করিয়া, কত না যাতনা দিনু॥ বঁধুর পিরীতি, আরতি দেখিয়া মোর মনে হেন করে। কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, আনল ভেজাই ঘরে॥ আপনার দুঃখ সুখ করি মানে, আমার দুখের দুখা। চণ্ডীদাস কহে, বঁধুর পিরীতি, শুনিয়া জগৎ সুখা॥ ৮৪

বিভাস।

একলি মন্দিরে, আছিলা সুন্দরী, কোরহি শ্যামর চন্দ। তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল, এ বড়ি মরম ধন্দ॥ সজনী পাওল পিরীতি ওর। শ্যাম সুন্দর, পিরীতি শেখর, কঠিন হৃদয় তোর॥ কস্তূরী চন্দন, অঙ্গের ভূষণ, দেখিতে অধিক জোরি। বিবিধ কুসুমে, বাঁধিল কবরী, শিথিল না ভেল তোরি॥ এমন কমল, বিমল মধুর, না ভেল পুলক সাজ। হেরইতে বলি, কবরী হেরলী, বুঝি না করলি কাজ॥ কিয়ে ঋতুপতি, বসতি বিষয়, তেজিয়া দেয়লি ভঙ্গ। চণ্ডীদাস কহে, এ দোষ কাহার, দৈবে সে না ভেল সঙ্গ॥ ৮৫

সিন্ধুড়া।

এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি। পরাণে পরাণ বাঁধা আপনি আপনি॥ দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া। আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া॥ জল বিনু মীন জনু কবহুঁ না জীয়ে। মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিয়ে॥ ভানু কমল বলি, সেহ হেন নহে। হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে॥ চাতক জলদ কহি, সে নহে তুলনা। সময় নহিলে সে না দেয় এক কণা॥ কুসুমে মধুপ কহি, সে নহে তুল। না আইলে ভ্রমর, আপনি না যায় ফুল॥ কি ছার চকোর চাঁদ, দুহুঁ সম নহে। ত্রিভুবনে হেন নাহি চণ্ডীদাস কহে॥ ৮৬

সওয়ারি।

নিতই নূতন, পিরীতি দুজন, তিলে তিলে বাড়ি যায়। ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়, পরিণামে নাহি খায়॥ সখি হে অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম। এত দিন ঠাঞি, অবধি না পাই, ইথে কি কষিল হেম॥ উপমার গণ, সব কৈল আন, দেখিতে শুনিতে ধন্দ। একি অপরূপ, তাহার স্বরূপ, সবারে করিল অন্ধ॥ চণ্ডীদাস কহে, দুহুঁ সম নহে, এখানে সে বিপরীত। এ তিনভুবনে, হেন কোন জনে, শুনি না দরবে চিত॥ ৮৭

সুহই।

একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা। ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা। অকথন বেয়াধি এ, কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম, ধরে তার পায়॥ পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলি যেন ভূমেতে লোটায়॥ পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি। কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥ চণ্ডীদাস

কহে কাঁদ কিসের লাগিয়া। সে কালা আছয়ে তোর হৃদয়ে জাগিয়া॥ ৮৮

ধানশী।

প্রভাতকালের কাক, কোকিল ডাকিল, দেখিয়া রজনী শেষ। উঠিয়া নাগর, তুরিত গেল যে, বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥ সই তোরে সে বলিয়ে কথা। সে বঁধু কালিয়া, না গেল বলিয়া, মরমে রহল ব্যথা॥ রহিয়া আলিসে, ঠেসনা বালিসে, ঢুলু ঢুলু দুটী আঁখি। বসনে বসনে, বদল হৈয়াছে, এখন উঠিয়া দেখি॥ ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী, মিছা করে পরিবাদ। ইহাতে এমন করিব কেমন, কি হইল পরমাদ॥ চণ্ডীদাস কহে, মনের আহ্লাদে, শুনহে রসিক জন। সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার, মিলয়ে পিরীতি ধন॥ ৮৯

কামোদ।

পদ্দউধ কাক,কোকিলের ডাক, জানাইল রজনী শেষ। তুরিতে নাগরী, গেলা নিজ ঘরে, বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥ অবশ আলিসে, ঠেসনা বালিসে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি। বসন ভূষণ, হৈয়াছে বদল, তখন উঠিয়া দেখি। ঘরে মোর বাদী, শাশুড়ী ননদী, মিছা তোলে পরিবাদ। জানিলে এখন, হইবে কেমন, বড় দেখি পরমাদ॥ চণ্ডীদাস কহে, শুনলো সুন্দরি, তুমি সে বড়ুয়ার বহু। শ্যামের মোহন, গুণের কারণ, লখিতে নারিবে কেহু॥ ৯০

সিন্ধুড়া।

আজুকার নিশি, নিকুঞ্জে আসি, করিল বিবিধ রাস। রসের সাগরে, ডুবাইল মোরে, বিহানে চলিল বাস॥ শুনহে সুবল সখা। সে হেন সুন্দরী, গুণের আগরি, পুন কি পাইব দেখা॥ মদনে আগুলি, গলে গলে মিলি, চুম্বন করল যত। কেশ বেশ যদি, শিথার হইল, তাহা বা কহিব কত॥ অশেষ বিশেষ, বচন কহিয়া, আবেশে লইয়া কোরে। অঙ্গের পরশে, হিয়া ডুবাইল, কেমনে পাসরি তারে॥ চণ্ডীদাস কহে, শুনহে নাগর, এ বড় লাগল ধন্দ। সে রাধা রমণী, রস শিরোমণি, তোমারে করল বন্ধ॥ ৯১

রসোদ্গার।

ধানশী।

রজনী বিলাস কহয়ে রাই। সব সখীগণ-বদন চাই॥ আঁখি ঢুলু ঢুলু অলস ভরে। ঢুলিয়ে পড়িল সখীর কোরে॥ নয়নের জলে ভাসয়ে মুখ। দেখি সখী কহে কহনা দুঃখ॥ ফুঁ পায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা। কহে চণ্ডীদাস নাগর ধান্দা॥ ৯২

সিন্ধুড়া।

রাই, আজু কেন হেন দেখি। আঁখি ঢুলু ঢুলু ঘুমেতে আকুল, জাগিয়াছ বুঝি নিশি॥ রসের ভরেতে, অঙ্গে নাহি ধরে, বসন পড়িছে খসি। স্বরূপ করিয়া, কহনা

আমারে, মনের মরম সখি॥ এক কহিতে, আন কহিতেছে, বচন হইয়া হারা। রসিয়ার সনে, কিবা রস রঙ্গে, সঙ্গ হয়েছে পারা॥ ঘন ঘন তুমি, মুড়িতেছ অঙ্গ, সঘনে নিশ্বাস ছাড়। স্বরূপ করিয়া কহনা কহসি, কপট কেন বা কর॥ ভালের সিন্দুর, আধেক আছয়ে, নয়নে আধ কাজর। চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, এমন করিয়া, কেবা নিল এ সকল॥ চণ্ডীদাসে কয়, যেবা সেই হয়, ভালে ভুলাইলে কাজ। সঙ্গের সঙ্গিনী, বঞ্চিতে নারিবে কিবা কর আর লাজ॥ ৯৩

ধানশী।

ঐছন শুনইতে, মুগধ রমণী। সখাগণ ইঙ্গিতে, অবনত বয়নী॥ লাজে বচন নাহি করে পরকাশ। সখীগণে কহইতে, প্রিয়তম ভাষ॥ কহইতে না কহসি, ব্রজ নীকো কাজ। আমার শপথি তোয়ে যদি কর লাজ॥ পহিল সমাগমে, হইল যত সুখ। পুনহি মিলনে পাওব কত সুখ॥ ঐছন বচন শুনি, কহে মৃদু ভাষি। চণ্ডীদাস ইহ রস পরকাশী॥ ৯৪

সুহই।

কহে সুবদনী, শুন গো সজনি, দুঃখ কি বলিব আর। কি করি এখন, জুড়াই জীবন, বদন দেখিব তার॥ তাহার আরতি, কিবা দিবা রাতি, ভুলিতে নাহিক পারি। মনে হলে মুখ, ফাটে মোর বুক, গুমরে গুমরে মরি॥ সহেনাক আর, করি অভিসার, আজি হই বলরাম। যশোদা-মন্দিরে, যাইব সত্বরে, ভেটিব নাগর কান॥ শুনিয়া ললিতা, হাসি কহে কথা, বলাই সাজিলে পরে। চণ্ডীদাস ভণে, যশোদা যতনে, সঁপিবে তোমার করে॥ ৯৫

বিভাস।

প্রথম পহর নিশি, সুস্বপন রাশি। সব কথা কহিয়ে তোমারে। বসিয়া কদম্ব-তলে, সে কানু করিছে কোলে, চুম্ব দিছে বদনকমলে॥ অঙ্গে দেই চন্দন, বলে মধুর বচন, আরে বাঁশী বায় সুমধুরে। চাহিলেন সুরতি, না দিনু যে পাপমতি, দেখিনু কানু দোসর পহরে॥ তৃতীয় পহর নিশি, শ্যামের কোলেতে বসি, নেহারনু সে চাঁদ বদনে। ঈষৎ হাসন করি, প্রাণ মোর নিল হরি, বেয়াকুলি হইনু মদনে॥ চতুর্থ পহরে কান, করিল অধর পান, মোরে ভেল রতি অশোয়াসে। দারুণ কোকিল-নাদে ভাঙ্গিল মোহর নিদে, রহ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥ ৯৬

অনুরাগ।—নায়ক সম্বোধনে।

পঠমঞ্জরী।

তোমার প্রেমে বন্দী হৈলাম শুন বিনোদ রায়। তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥ শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি। ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥ গুরুজন মাঝে

যদি থাকিয়ে বসিয়া। পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া॥ পুলকে পুরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল। তাহা নেহারিয়ে আমি হইয়ে বিকল॥ নিশি নিশি বন্ধু তোমায় পাসরিতে নারি। চণ্ডীদাস কহে হিয়ায় রাখ স্থির করি॥ ৯৭

ধানশী।

ভাদরে দেখিনু নটচাঁদে। সেই হৈতে উঠে মোর কানু পরিবাদে॥ এতেক যুবতীগণ আছয়ে গোকুলে। কলঙ্ক কেবল লেখা মোর সে কপালে॥ স্বামী ছায়াতে মারে বাড়ী। তার আগে কুকথা কয় দারুণ শাশুড়ী॥ ননদিনী দেখয়ে চোকের বালী। শ্যাম নাগর! তোমায় পাড়ে গালি॥ এ দুঃখে পাঁজর হৈল কাল। ভাবিয়া দেখিনু এবে মরণ সে ভাল॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে পুনঃ কয়। পরের বচনে কি আপন পর হয়॥ ৯৮

সিন্ধুড়া।

যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা, আপনি করিতা মোর বেশ। আঁখির আড় নাহি কর, হিয়ার উপরে ধর, এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ॥ একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী ঘর হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ। এত পরমাদে প্রাণ, যায় তবুত আন, আর কত কহিব বিশেষ॥ ননদী বিষের কাঁটা, বিষ মাখা দেয় খোঁটা, তাহে তুমি এত নিদারুণ। কবি চণ্ডীদাস কয়, কিবা তুমি কর ভয়, বন্ধু তোর নহে অকরুণ॥ ৯৯

সুহই।

হেদে হে বিনোদ রায়। ভাল হৈল ঘুচাইলা পিরীতের দায়॥ ভাবিতে গণিতে তনু হৈল অতি ক্ষীণ। জগ ভরি কলঙ্ক রহিল চির দিন॥ তোমার সনে প্রেম করি কি কাজ করিনু। মৈলাম লাজে মিছা কাজে দগদগি হৈনু॥ না জানি অন্তরে মোর হৈল কিবা ব্যথা। একে মরি নানা দুঃখে আর নানা কথা॥ শয়নে স্বপনে বন্ধু সদা করি ভয়। কাহার অধীন যেন তোমার প্রেম নয়॥ ঘায়ে না মরিয়ে বন্ধু মরি মিছা দায়। চণ্ডীদাস কহে কার কথায় কিবা যায়॥ ১০০

ধানশী।

যখন নাগর, পিরীতি করিলা সুখের না ছিল ওর। সোতের সেঁওলা, ভাসাইয়া কালা, কাটিলা প্রেমের ডোর॥ মুগ্ধিত অবলা, অখলা হৃদয়; ভাল মন্দ নাহি জানি। বিরলে বসিয়া, চিত্রেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখালে আনি॥ পিরীতি মূরতি, কোথা তার স্থিতি, বিবরণ কহ মোরে। পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর, এত পরমাদ করে॥ পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর, ভুবনে আনিল কে। অমৃত বলিয়া, গরল ভখিনু, বিষেতে জারিল দে॥ নদীর উপরে, জলের বসতি, তাহার উপরে

ঢেউ। তাহার উপর, রসিকের বসতি, পিরীতি না জানে কেউ॥ চণ্ডীদাস কয়, দুই এক হয়, ভাবে সে পিরীতি রয়। (নতু) খলের পিরীতি, তুষের আনল, ধিকি ধিকি যেন বয়॥ ১০১

সুহই।

কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান। অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥ রাতি কৈনু দিবস, দিবস কৈনু রাতি। বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পিরীতি॥ ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর। পর কৈনু আপন, আপন কৈনু পর॥ কোন বিধি সিরজিল সোতের সেঁওলি। এমন ব্যথিত নাই ডাকি বন্ধু বলি॥ বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও। মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥ বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়। পরের লাগিয়ে কি আপন পর হয়॥ ১০২

তুড়ী।

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই। ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই॥ অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে। নিচয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে॥ এ ছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ। মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদ মুখ॥ খাইতে সোয়াস্তি নাই নাহি টুটে ভুক। কে মোর ব্যথিত আছে কারে কব দুখ॥ পরের বোলে কেবা প্রাণ ছাড়িবার চায়। চণ্ডীদাস কহে রাই ইহা না যুয়ায়॥ ১০৩

ভাটিয়ারি।

তুমি ত নাগর, রসের সাগর, যেমত ভ্রমর রীত। আমি ত দুঃখিনী, কুল-কলঙ্কিনী, হইনু করিয়া প্রীত॥ গুরু জন ঘরে, গঞ্জয়ে আমারে, তোমারে কহিব কত। বিষম বেদন, কহিলে কি যায়, পরাণ সহিছে যত॥ অনেক সাধের, পিরীতি বন্ধু হে, কি জানি বিচ্ছেদ হয়। বিচ্ছেদ হইলে, পরাণে মরিব, এমনি সে মনে লয়॥ চণ্ডীদাস কহে, পিরীতি বিষম শুনহ বড়ুয়ার বহু। পিরীতি বিষদ, হইলে, বিপদ, এমত না হউ কেহ॥ ১০৪

শ্রীরাগ।

সকলি আমার দোষ, হে বন্ধু, সকলি আমার দোষ। না জানিয়া যদি, কৈরাছি পিরীতি, কাহারে করিব রোষ॥ সুধার সমুদ্র, সমুখে দেখিয়া, আইনু আপন সুখে। কে জানে খাইলে, গরল হইবে, পাইব এতেক দুখে॥ সো যদি জানিতাম: অরুণ ইঙ্গিতে, তবে কি এমন করি। জাতি কুল শীল, মজিল সকল, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥ অনেক আশার, ভরসা মরুক, দেখিতে করয়ে সাধ। প্রথম পিরীতি তাহার নাহিক, বিভাগের আধের আধ॥ যাহার লাগিয়া, যে জন মরয়ে, সেই যদি করে আনে।

চণ্ডীদাস কহে, এমনি পিরীতি, করয়ে সুজন সনে॥ ১০৫

কামোদ।

বন্ধু কহিলে বাসিবে মনে দুখ। যতেক রমণী ধনী, বৈঠয়ে জগত মাঝে, না জানি দেখয়ে তুয়া মুখ॥ লোক মুখে জানিনু, কভি আগে না দেখিনু, আমারে কুমতি দিল বিধি। না বুঝিয়া করে কাজ, তার মুণ্ডে পড়ে বাজ, দুঃখ রহে জনম অবধি॥ কেন হেন বেশ ধর, পরের পরাণ হর, স্ত্রী বধেতে ভয় নাহি কর। গগন ইন্দু আনিয়া, করে করে দর্শাইয়া, এবে কেন এমতি আচর॥ পিরীতি পরশে যার, হিয়া নাহি দরবয়ে, সে কেনে পিরীতি করে সাধ। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, মোর মনে হেন লয়, ভাঙ্গিলে গড়িতে পরমাদ॥ ১০৬

অনুরাগ—সখী সম্বোধনে।

তুড়ী।

কানড় কুসুম জিনি, কালিয়া বরণ খানি তিলেক নয়নে যদি লাগে। ছাড়িয়া সকল কাজ, জাতি কুল শীল লাজ, মরিবে কালিয়া অনুরাগে॥ সই আমার বচন যদি রাখ। ফিরিয়া নয়ন কোণে, না চাহিও তার পানে, কালিয়া বরণ যার দেখ॥ পিরীতি আরতি মনে, যে করে কালিয়া সনে, কখন তাহার নহে ভাল। কালিয়া ভূষণ কালা, মনেতে গাঁথিয়া মালা, জপিয়া জপিয়া প্রাণ গেল॥ নিশি দিশি অনুক্ষণ, প্রাণ করে উচাটন, বিরহ অনলে জ্বলে তনু। ছাড়িলো ছাড়ন নয়, পরিণামে কিবা হয়, কি মোহিনী জানে কালা কানু॥ দারুণ মুরলী স্বর, না মানে আপন পর॥ মরমে ভেদিয়া যায় থাকে। দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, তনু মন তার নয়, যোগিনী হইবে সেই পাকে॥ ১০৭

শ্রীরাগ।

সজনি লো সই। ক্ষণেক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥ শ্যামের বাঁশিটী, দুপুরে ডাকাতি, সরবস হরি লৈল। হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, কেন বা এমতি কৈল॥ খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, বধির করিল বাঁশী। সব পরিহরি, করিল বাউরী, মানয়ে যেমন দাসী॥ কুলের করম, ধৈরয ধরম, সরম মরম ফাঁসী। চণ্ডীদাসে ভণে, এই সে কারণে, কানুর সরবস বাঁশী॥ ১০৮

তুড়ী।

শুন কমলিনি, চল কুল রাখি, আর না করিও নাম। সে যে, কালিয়া মুরতি, কালিয়া প্রকৃতি, কালা খল নাম শ্যাম॥ জনক জননী, তেজিয়া আপনি, অন্যের হইয়া মজে। রাম অবতারে, জানকী সীতারে, বিনি অপরাধে ত্যজে॥ উহার চরিত, আছয়ে বিদিত, বালি বধিবার কালে। বলিকে ছলিয়া, পাতালে লইল, কি দোষ উহার পেলে॥ উহার চরিত, আছয়ে

নিন্দিত; হৃদয় পাষাণ ময়। উহার শরণে, যে মত রাবণে, যোই সে শরণ লয়॥ চণ্ডীদাস ভণে, মরুক সে জনে, যেবা পর চরচায় থাকে। পিরীতি লাগিয়া, মরে সে বুঝিয়া, কুলেতে কি করে তাকে॥ ১০৯

সুহই।

বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়। ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয়॥ কেশে ধরি লৈয়া যায় শ্যামের নিকটে। পিয়াসে হরিণ যেন পড়য়ে শঙ্কটে॥ হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান। গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥ সতী ভুলে নিজপতি মুনি ভুলে মৌন। শুনি পুলকিত হয় তরুলতাগণ॥ কি হবে অবলা জাতি সহজে সরলা। কহে চণ্ডীদাস সব নাটের গুরু কালা॥ ১১০

ধানশী।

কুলের বৈরী, হইল মুরলী, করিল সকল নাশে। মদন কিরাতি, মধুর যুবতী, ধরিতে আইল দেশে॥ সই জীবন মন নেয় বাঁশী। পিরীতি আটা, ননদী কাঁটা, পড়সি হইল ফাঁসি॥ বৃন্দাবন মাঝে, বেড়ায় সাজে, ধরিতে যুবতী জনা। যমুনার কূলে, গাছের তলে, বসিয়া করিল থানা॥ এক পাশ হৈয়া থাকি লুকাইয়া, দেখি যে বসিল পাখী। ধীরে ধীরে যাই, তাহা পানে চাই, আড়ালা চালায় দেখি॥ গাছের ডালে, বসিয়া ভালে, তাক করে এক দিঠে। অনুরাগ আটা; লাগায় কাঁটা, লাগিল পাখীর পীঠে॥ পড়িয়া ভূমেতে, ধর-ফড়াইতে, কিরাতে ধরিল পাখে। পাখে পাখা দিয়া, বাঁধিল টানিয়া, ঝুলিতে ভরিয়া রাখে॥ চণ্ডীদাস কয়, মহাজন হয়, কিনিয়া লয় সে পাখী। ছাড়িয়া দেয়, পাখায় ধোয়ায়; তবে সে এড়ান দেখি॥ ১১১

তুড়ী।

মুরলীর স্বরে, রহিবে কি ঘরে, গোকুল যুবতীগণে। আকুল হইয়া, বাহির হইবে, না চাবে কুলের পানে॥ কি রঙ্গ লীলা, মিলায় শিলা, শুনিলে সে ধ্বনি কাণে। যমুনা পবন, স্থগিত গমন ভুবন মোহিত গানে॥ আনন্দ উদয়, শুধু সুধাময়, ভেদিয়া অন্তর টানে। মরমের জ্বালা, জীয়ে কি অবলা, হানয়ে মদন বাণে॥ কুলবতী কুল, করে নিরমূল, নিষেধ নাহিক মানে। চণ্ডীদাস ভণে, রাখিও মরমে কি মোহিনী কালা জানে॥ ১১২

ধানশী।

কালা গরলের জ্বালা, আর তাহে অবলা, তাহে মুঞি কুলের বৌহারী। অন্তরে মরম ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, গুপতে গুমরি মরি মরি॥ সখি হে বংশী দংশিল মোর কাণে। ডাকিয়া চেতন হরে, পরাণ না রহে ধড়ে তন্ত্র মন্ত্র কিছুই না মানে॥ মুরলী সরল হয়ে, বাঁকার মুখেতে রয়ে, শিখিয়াছে বাঁকার স্বভাব। দ্বিজ চণ্ডী-

দাসে কয়, সঙ্গদোষে কিনা হয়, রাহুমুখে শশী মসি লাভ ॥ ১১৩

ধানশী।

মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ-কাজে। নিশি দিশি কাঁদি, কিন্তু হাসি লোকলাজে॥ কালার লাগিয়া হাম হব বনবাসী। কালা নিল জাতি কুল, প্রাণ নিল বাঁশী॥ হাঁরে সখি কি দারুণ বাঁশী। যাচিয়া যৌবন দিয়া হনু শ্যামের দাসী॥ তরল বাঁশের বাঁশী নামে বেড়া জাল। সবার সুলভ বাঁশী রাধার হৈল কাল॥ অন্তরে অসার বাঁশী বাহিরে সরল। পিবয়ে অধর সুধা উগারে গরল॥ যে ঝাড়ের তরল বাঁশী তারি লাগি পাও। ডালে মূলে উপাড়িয়া সাগরে ভাসাও॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে বংশী কি করিবে। সকলের মূল কালা তারে না পারিবে॥

সিন্ধুড়া।

তোমরা মোরে ডাকিয়া সুধাও না, প্রাণ আন চান বাসি। কেবা নাহি, করে প্রেম, আমি হইলাম দোষী॥ গোকুল নগরে, কেবা কি না করে, তাহে কি নিষেধ বাধা। সতী কুলবতী সে সব যুবতী, কানু কলঙ্কিনী রাধা॥ বাহির হইতে, লোক চরচায়, বিষ মিশাইল ঘরে। পিরীতি করিয়া, জগতের বৈরী, আপনা বলিব কারে॥ তোমরা পরাণের ব্যথিত আছিলা, জীবন মরণে সঙ্গ। অনেক দোষের, দোষিণী হইলে, কে ছাড়ে আপন সঙ্গ॥ নন্দের নন্দন, গোকুল কানাই, সবাই আপনা বলে। সোপুন ইছিয়া, নিছিয়া লইনু, অনাদি জনম কালে॥ রাধা বলি আর, ডাকি না সুধাও, এখনি এখানে মেলে। চণ্ডীদাস কহে, সকলি পাইবা, বঁধুয়া আপন হৈলে॥ ১১৫

সিন্ধুড়া।

দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে। এ জনার মুখ আর দেখিতে না হবে॥ ফিরি ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া। দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া॥ কাল মাণিকের মালা গাঁথি নিব গলে। কানু গুণ যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে॥ কানু-অনুরাগ রাঙ্গা বসন পরিব। কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে লেপিব॥ চণ্ডীদাস কহে কেন হইলা উদাস। মরণের সাথি যেই, সে কি ছাড়ে পাশ॥ ১১৬

তুড়ী।

আগুনি জ্বালিয়া, মরিব পুড়িয়া, কত নিবারিব মন। গরল ভখিয়া, মো পুনি মরিব, নতুবা লউক সমন॥ সই জ্বালহ অনল চিতা। সীমন্তিনী লইয়া, কেশ সাজাইয়া, সিন্দুর দেহ যে সাঁথায়॥ তনু তেয়াগিয়া, সিদ্ধ যে হইব, সাধিব মনের যত। মরিলে সে পতি, জানিবে সংহতি, আমারে সেবিবে কত॥ তখন জানিবে,

বিরহ বেদনা, পরের লাগিয়া যত। তাপিত হইলে, তাপ যে জানয়ে, তাপ হয়, যে কত॥ বিরহ বেদন, না জানে আপন, দরদের দরদী নয়। চণ্ডীদাস ভণে পর দরদের, দরদী হইলে হয়॥ ১১৭

ধানশী।

সই না কহ ও সব কথা। কালার পিরীতি, যাহার লাগিল, জনম হইতে ব্যথা॥ কালিন্দীর জল, নয়ানে না হেরি, বয়ানে না বলি কালা। তথাপি সে কালা, অন্তরে জাগয়ে, কালা হৈল জপমালা॥ বঁধুর লাগিয়া, যোগিনী হইব, কুণ্ডল পরিব কাণে। সবার আগে, বিদায় হইয়া, যাইব গহন বনে॥ গুরু পরিজন, বলে কুবচন, না যাব লোকের পাড়া। চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, জাতি কুলশীল ছাড়া॥১১৮

সুহই।

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে। নিরবধি দেখি কালা শয়ন স্বপনে॥ কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি। কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥ আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান। বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥ মনের দুখের কথা মনে সে রহিল। ফুটিল সে শ্যাম শেল বাহির নহিল॥ চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান। নাহি বাহিরায় শেষ দগধে পরাণ॥ ১১৯

বরাড়ি।

কাল কুসুম করে, পরশ না করি ডরে, এবড় মনের মনোব্যথা। যেখানে সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাঁই, কাণাকাণি শুনি এই কথা॥ সই লোকে বলে কালা পরিবাদ। কালার ভরমে হাম, জলদে না হেরি গো, ত্যেজিয়াছি কাজরের সাধ॥ যমুনা সিনানে যাই, আঁখি মেলি নাহি চাই, তরুয়া কদম্ব তলা পানে। যথা তথা বসে থাকি, বাঁশীটী শুনিয়ে যদি, দুটী হাত দিয়া থাকি কাণে॥ চণ্ডীদাস ইথে কহে, সদাই অন্তর দহে, পাসরিলে না যায় পাসরা। দেখিতে দেখিতে হরে, তনু মন চুরি করে, না চিনি যে কালা কিংবা গোরা॥ ১২০

শ্রীরাগ।

কানু পরিবাদ, মনে ছিল সাধ, সফল করিল বিধি। কুজন বচনে, ছাড়িতে নারিব, সে হেন গুণের নিধি॥ বঁধুর পিরীতি, শেলের ঘা, পহিলে সহিল বুকে। দেখিতে দেখিতে, ব্যথাটী বাড়িল, এ দুখ কহিব কাকে॥ অঙ্গ ব্যথা নয়, বোধে শোধে যায়, হিয়ার মাঝারে থুয়া। কোন কুলবতী কুল মজাইয়া, কেমনে রৈয়াছে শুয়া? সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে, কি তার আপন পর। চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, কেবল দুঃখের ঘর॥ ১২১

ধানশী।

সখিরে মনের বেদনা, কাহারে কহিব, কেবা যাবে পরতীত। কানুর পিরীতে, ঝুরি দিবা রাতে, সদাই চমকে চিত॥ কুল তেয়াগিনু, ভরম ছাড়িনু, লইনু কলঙ্কের ডালা। যে জন যে বল, আমারে বল, ছাড়িতে নারিব কালা॥ সে ডালি মাথায় করি, দেশে দেশে ফিরি, মাগিয়া খাইব যবে। সতী চরাচর, কুলের বিচার, তবে সে আমার যাবে॥ চণ্ডীদাস কয়, কলঙ্কে কি ভয়, যে জন পিরীতি করে। পিরীতি লাগিয়া, মরে সে ঝুরিয়া, কি তার আপন পরে॥ ১২২

ধানশী।

আগো সই কে জানে এমন রীত। শ্যাম বঁধুর সনে, পিরীতি করিয়া, কেবা যাবে পরতীত॥ খাইতে পিরীতি, শুইতে পিরীতি, পিরীতি স্বপনে দেখি। পিরীতি লহরে, আকুল হইয়া, পরাণ পিরীতি সাক্ষী॥ পিরীতি আখর, জপি নিরন্তর, এক পণ তার মূল। শ্যাম বন্ধুর সনে, পিরীতি করিয়া, নিছিয়া দিলাম কুল॥ চণ্ডীদাস কয়, অসীম পিরীতি, কহিতে কহিব কত। আদর করিয়া, যতেক রাখিবে, পিরীতি পাইবা তত॥ ১২৩

তুড়ী।

আমার মনের কথা শুন গো সজনি। শ্যাম বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥ কিবা গুণে কিবা রূপে মোর মন বান্ধে। মুখেতে না স্বরে বাণী দুটী আঁখি কান্দে॥ চিতের অনল কত চিতে নিবারিব। না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥ চণ্ডীদাস বলে প্রেম কুটিলতা রীত। কুল ধর্ম্ম লোক লজ্জা নাহি মানে চিত॥ ১২৪

ধানশী।

জাতি জীবন ধন কালা। তোমরা আমারে যে বল সে বল, কালিয়া গলার মালা॥ সই ছাড়িতে যদি বল তারে। অন্তর সহিত, সে প্রেম জড়িত, কে তারে ছাড়িতে পারে॥ যেদিন যেখানে, যে সব পিরীতি লীলা করয়ে কানু। সঙ্গের সঙ্গিনী হৈয়া রহিনু, শুনিতাম মধুর বেণু॥ এত রূপে নহে, হিয়া পরতীত, যাইতাম কদম্বের তলা। চণ্ডীদাস কহে, এত প্রাণে সহে বচন বিষের জ্বালা॥ ১২৫

তুড়ী।

সুজন কুজন, যে জন না জানে, তাহারে বলিব কি। অন্তর বেদনা, যে জন জানয়ে, পরাণ কাটিয়া দি॥ সই কহিতে যে বাসি ডর। যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, সে কেন বাসয়ে পর॥ কানুর পিরীতি, বলিতে বলিতে, পাঁজর ফাটিয়া উঠে। শঙ্খ বণিকের, করাত যেমতি, আসিতে যাইতে কাটে॥ সোণার গাগরি, যেন বিষভরি, দুধেতে পুরিয়া মুখ। বিচার করিয়া, যে জন না খায়, পরিণামে পায় দুখ॥ চণ্ডীদাসে

কয়, শুনহ সুন্দরি, এ কথা বুঝিবে পাছে। শ্যাম বন্ধু সনে, করিয়া পিরীতি, কেবা কোথা ভাল আছে ॥ ১২৬

দাস পাড়িয়া।

দূর দূর কলঙ্কিনী বলে, সব লোকে গো। না জানি কাহার ধন, নিলাম আমি গো॥ কার সনে না কহি কথা, থাকি ভয় করি গো। তবুত দারুণ লোকে কহে সেই কথা গো॥ তার সনে মোর দেখা নাই, রটে মিছা কথা গো। দেখা হইলে কইত যদি তার বোলে সইত গো॥ মিছা কথা কহিয়া পরের মন ভারি করে গো। পর কুচ্ছা অধর্ম্ম বিনা কেমন করে রহে গো॥ চণ্ডীদাস কয় লোকে মিছা কথা কয় গো। হয় কি ন হয় মনে আপনি বুঝে দেখ গো॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে বসতি নৈল যাব কোন্ দেশে। যার লাগি প্রাণ কাঁদে তারে পাব কিসে॥ বল না উপায় সই বল না উপায়। জনম অবধি দুখ রহল হিয়ায়॥ তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে। কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥ বিষ খায়া দেহ যাবে রব রবে দেশে। বাশুলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১২৮

সিন্ধুড়া।

সই একি সহে পরাণে। কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী, শুনিলা আপন কাণে॥ পরের কথায়, এত কথা কহে, ইহাতে করিব কি। কানু পরিবাদে, ভুবন ভরিল, বৃথায় জীবনে জী॥ কানুরে পাইত, এ সব কহিত, তবে বা সে বোলে ভাল। মিছা পরিবাদে, বাদিনী হইয়া, জর জর প্রাণ হৈল॥ কে আছে বুঝায়া, শ্যামেরে কহিয়া, এ দুখে করিবে পার। চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ, কিবা করিবে কার॥১২৯

শ্রীরাগ।

পর পুরুষে, যৌবন সঁপিলে, আশা না পুরয়ে তায়। আপন পতি, বিছুরিলে কতি, দ্বিগুণ দুখ সে পায়॥ সই বিধি করিল এমত রীতি। কুলবতী হইয়া, পতি তেয়াগিয়া, পর পতি সনে প্রীতি॥ পড়সী সকল, এবে সে জানিল, দুকূল ভাসিল জলে। পিরীতি করিতে, আসিবে চটাই, দুই কূল ফাক্ হলে॥ দুদিকে ভাসিতে উঠু ডুবু করিতে, কিনারা হইল দেখি। মহাজন ঘরে, চোরে চুরি করে, পড়সী দেয় সে সাখী॥ তলাস করিয়া, বেড়ায় ফিরিয়া, ধনের না পায় লেশ। মনে যে বুঝিয়া, দেখিনু ভাবিয়া, তাহারি কপাল দোষ॥ এমন ডাকতি, কানুর পিরীতি, হরি নিল মোর মন। আপন পর যে, দুষিল সব, তেজিল গৃহ গুরু জন॥ রাথ চিহ্ন পায়, চণ্ডীদাস হিয়ায়, দোসর বোধিক জনা। সকলি পাইবে, কুশলে রহিবে, আসিবে নন্দনন্দনা॥ ১৩০

সিন্ধুড়া।

গোকুল নগরে, আমার বন্ধুরে, সবাই ভাল বাসে। হায় অভাগিনী, আপন বলিলে, দারুণ লোকেতে হাসে॥ সই কি জানি কি হইল মোরে। আপন বলিয়া, দুকূল চাহিয়া, না দেখি দোসর পরে॥ কুলের কামিনী, হয় অভাগিনী, নহিল দোসর জনা। রসিক নাগর, গুরু জনা বৈরী, এ বড় মুরখপণা॥ বিধির বিধান, এমন করল, বুঝিনু করম দোষে। আগে পাছে বুঝি, না কৈলে সমঝি, কহে চণ্ডীদাসে॥ ১৩১

——

পঠমঞ্জরী।

নিশ্বাস ছাড়িতে না দেয় ঘরের গৃহিণী। বাহিরে বাতাসে ফাঁদ পাতে ননদিনী॥ বিনি ছলে ছলয়ে, সদাই ধরে চুলি। হেন মনে করে জলে প্রবেশিয়া মরি॥ সতী সাথে দাঁড়াই যদি সখীগণ সঙ্গে। পুলকে পূরয়ে তনু শ্যাম পরসঙ্গে॥ পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার। নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার॥ পোড়া লোক না জানে পিরীতি বোলে কারে। তুমি যদি বল, সমাধান দেই ঘরে॥ চণ্ডীদাস বলে শুন আমার যুকতি। অধিক জ্বালা যার তার অধিক পিরীতি॥ ১৩২

——

শ্রীরাগ।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণধন, এ দুটী নয়ান-তারা। হিয়ার মাঝারে, পরাণ পুতলি, নিমিখে নিমিখ হারা॥ তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, যার মনে যেবা লয়। ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বঁধু বিনে, আর কেহ মোর নয়॥ কি আর বুঝাও, ধরম করম, মন স্বতন্তরী নয়। কুলবতী হইয়া, পিরীতি আরতি, আর কার জানি হয়॥ যে মোর করম, কপালে আছিলা, বিধি, মিলাওল তায়। তোরা কুলবতী, ভজ নিজ পতি, থাক ঘরে কুল লই॥ গুরু দুরজন, বলে কুবচন, সে মোর চন্দন চুয়া। শ্যাম অনুরাগে, এ তনু বেচিনু, তিল তুলসী দিয়া॥ পড়সি দুর্জ্জন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া। চণ্ডীদাসে কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৩৩

ধানশী।

সই কেমনে ধরিব হিয়া। আমার বঁধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া॥ সে বঁধু কালিয়া, না চায় ফিরিয়া, এমতি করিল কে। আমার অন্তর, যেমন করিছে, তেমতি হউক সে॥ যাহার লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, লোকে অপযশ কয়। সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরীতি আর জানি কার হয়॥ আপনা আপনি, মন বুঝাইতে, পরতীত নাহি হয়। পরের পরাণ, হরণ করিলে, কাহার পরাণে সয়॥ যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাড়াইয়া, এমতি করিল কে আমার পরাণ, যে মতি করিছে, সে মতি হউক সে॥ কহে চণ্ডীদাস, করহ বিশ্বাস, যে শুনি

উত্তম্ মুখে। কেবা কোথা ভাল, আছয়ে সুন্দরী, দিয়া পরমনে দুখে॥ ১৩৪

পাহাড়।

দেখিব যে দিনে, আপন নয়নে, কহিতে তা সনে কথা। বেশ দূর করিব, কেশ ঘুচাইব, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥ সই কেমনে ধরিব হিয়া। এত সাধের, বন্ধুয়া আমার, দেখিলে না চায় ফিরিয়া॥ সে হেন কালিয়া, যা বিনেক হিয়া, এমতি করিলে কে। হৃদি সীদতি, আমার যে ক্ষতি, তেমতি পুড়ুক সে॥ কহে চণ্ডীদাস কেন কর ত্রাস, সে ধন তোমারি বটে। তার মুখে ছাই, দিয়া সে কানাই, আসিবে তোমা নিকটে॥ ১৩৫

ধানশী।

সই তাহারে বলিব কি। যেমতি করিয়া, শপাথ করিল, বৃথায় জীবন জী॥ ধরম শুণে, ভয় না মানে, এমন ডাকাতি সেহ। বুঝিলাম মনে, ডাকাতিয়া সনে, ঘুচিল ভাল যে দেহ॥ বিনি যে পরখি, রূপ যে দরখি, ভুলিনু পরের বোলে। পিরীতি করিয়া, কলঙ্ক হইল, ডুবিনু অগাধ জলে॥ গুরুর গঞ্জন, সহি সদাতন, না জানিনু সেই রসে। অমিঞা হইয়া, গরল হইল, এমতি বুঝিলাম শেষে॥ আগে যদি জানিতুঁ, সতর্কে থাকিতুঁ, এমত না করিতুঁ মনে। সে হেন পিরীতি, হবে বিপরীতি, এমন মনে কে জানে॥ চণ্ডীদাস কহ, ধৈর্য্য ধরি রহ, কাহারে না কহ কথা। কথা যে কহিবে, যথা সে যাইবে, মনেতে পাইবে ব্যথা॥১৩৬

ধানশী।

পিরীতি পসার, লইয়া ব্যভার, দেখি যে জগৎময়। যতেক নাগরী, কুলের কুমারী, কলঙ্কী আমারে কয়॥ সই জানি কি হইবে মোর। সে শ্যাম নাগর, গুণের সাগর, কেমনে বাসিব পর। সে গুণ সোঙরিতে, যাহা করে চিতে, তাহা বা কহিব কত। গুরু জনা কুলে ডুবাইয়া মূলে, তাহাতে হইব রত॥ থাকিলে যে দেশে, আমারে হাসে, কহিতে না পারি কথা। অযোগ্য লোকে, ওত দেয় শোকে, সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥ কহে চণ্ডীদাস, বাশুলীর পাশ, এমন যদি হয় মনোরীত। যার সনে হয়, পিরীতি করয়, কহিলে সে হয় পরতীত॥ ১৩৭

শ্রীরাগ।

সই মরম কহিএ তোকে। পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, কভু না আনিব মুখে॥ পিরীতি মূরতি, কভু না হেরিব, এ দুটী নয়ান কোণে। পিরীতি বলিয়া, নাম শুনইতে, মুদিয়া রহিব কাণে॥ পিরীতি নগরে, বসতি তেজিয়া থাকিব গহন বনে। পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর, যেন না পড়য়ে মনে॥ পিরীতি পাবক, পরশ করিয়া, পুড়িছি এ নিশি দিবা। পিরীতি বিচ্ছেদ, সহনে না যায়, কহে চণ্ডীদাস কিবা॥ ১৩৮

ধানশী।

শুন শুন সই কহি তোরে। পিরীতি করিয়া কি হৈল মো রে॥পিরীতি পাবক কে জানে এত। সদাই পুড়িছে সহিব কত॥ পিরীতি দুরন্ত কে বলে ভাল। ভাবিতে পাঁজর হইল কাল॥ অবিরত বহে নয়ানে নীর। নিলাজ পরাণে না বান্ধে থির॥ দোসর ধাতা পিরীতি হইল। সেই বিধি মোরে এতেক কৈল॥ চণ্ডীদাস কহে সে ভাল বিধি। এই অনুরাগে সকল বিধি॥

শ্রীরাগ।

ও সই আর না বলিহ মোরে। পিরীতি বলিয়া, দারুণ আখর, বলিতে নয়ন ঝুরে॥ পিরীতি আরতি, কভু না স্মরিব, শয়ন স্বপন মনে। পিরীতি নগর, বসতি তেজিব, রহিব গহন বনে॥ পিরীতি অবশ, পরাণ লাগিয়া, তেজিব নিকুঞ্জ বাস। পিরীতি বেয়াধি, ছাড়িলে না ছাড়ে, ভাল জানে চণ্ডীদাস॥ ১৪০

কি বুকে দারুণ ব্যথা। সে দেশে যাইব, যে দেশে না শুনি, পাপ পিরীতির কথা॥ সই কে বলে পিরীতি ভাল। হাসিতে, হাসিতে, পিরীতি করিয়া, কাঁদিতে জনম গেল॥ কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া, যে ধনী পিরীতি করে। তুষের অনল, যেন সাজাইয়া, এমতি পুড়িয়া মরে॥ হাম অভাগিনী, এ দুখে দুখিনী, প্রেমে ছল ছল আঁখি। চণ্ডীদাস কহে, যেমতি হইল, পরাণে সংশয় দেখি॥

সিন্ধুড়া।

এ দেশে না রব সই দূর দেশে যাব। এ পাপ পিরীতির কথা শুনিতে না পাব॥ না দেখিব নয়নে পিরীতি করে যে। এমতি বিষম চিতা জ্বালি দিবে সে॥ পিরীতি আখর তিন না দেখি নয়ানে। যে কহে তাহারে আর না হেরি বয়ানে॥ পিরীতি বিষম দায়ে ঠেকিয়াছি আমি। চণ্ডীদাসে কহে রামি, ইহার গুরু তুমি॥ ১৪২

শ্রীরাগ।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিনু, আগুনে পুড়িয়া গেল। অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল॥ সখি কি মোর কপালে লেখি। শীতল বলিয়া, চাঁদ সেবিনু, ভানুর কিরণ দেখি॥ উচল বলিয়া, অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে। লছমী চাহিতে, দারিদ্র বেঢ়ল, মাণিক হারানু হেলে॥ নগর বসালেম, সাগর বাঁধিলেম, মাণিক পাবার আশে সাগর শুকাল, মাণিক লুকাল, অভাগীর করম দোষে॥ পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু, বজর পড়িয়া গেল। কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পিরীত, মরমে রহল শেল॥ ১৪৩

শ্রীরাগ।

যবত জনমে, কি হৈল মরমে, পিরীতি ইহল কাল। অন্তরে বাহিরে, পশিয়া রহিল, কেমতে হইবে ভাল॥ সই বল না উপায় মোরে। গঞ্জনা সহিতে নারি আর চিতে, মরম কহিনু তোরে॥ ননদী বচনে, জ্বলিছে পরাণে, আপাদ মস্তক চুল। কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, পাথারে ভাসাব কুল॥ ভাসিয়া যায়, ঘুচয়ে দায়, এ বোল এ ছার লোকে। চণ্ডীদাস কহে, এমতি হইলে, মরিবে তাহার শোকে॥ ১৪৪

সুহই।

পাপ পরাণে কত সহিবেক জ্বালা। শিশুকালে মরি গেলে হইত যে ভালা॥ এ জ্বালা জঞ্জাল সই তবে সে পরিহরি। ছেদন করিয়া দেও পিরীতের ডরি॥ তেমতি নহিলে, যার এমতি ব্যভার। কলঙ্ক কলসী লৈয়া ভাসিব পাথার॥ চণ্ডীদাস কহে ইহা বাশুলী কৃপায়। পিরীতি লাগিয়া কেন ভাসিবে দরিয়ায়॥ ১৪৫

শুন গো মরম সই। যখন আমার, জনম হইল, নয়ন মুদিয়া রই॥ দিতে ক্ষীর সর, জননী আমার, নয়ন মুদিত দেখি। জননী আমার, করে হাহাকার, কহিল সকলে ডাকি॥ শুনি সেই কথা, জননী যশোদা, বঁধুরে লইয়া কোরে। আমারে দেখিতে, আইল তুরিতে, সূতিকা মন্দির ঘরে॥ দেখিয়া জননী, কহিছেন বাণী, এই কি ছিল কপালে। করিয়া সাধনা, পেলেম অন্ধকন্যা, বিধি এত দুখ দিলে॥ উঠ উঠ বলি, করে ধরি তুলি, বসান যতন করে। হেনই সময়ে, মায়ে তেয়াগিয়ে, বন্ধু পরশিল মোরে॥ গায়ে দিতে হাত, মোর প্রাণনাথ, অন্তরে বাড়ল সুখ। হাসিয়া কান্দিয়া, আঁখি প্রকাশিয়া, দেখিনু বঁধুর মুখ॥ ঘুচিল অন্ধ, বাড়িল আনন্দ, জননী যশোদার মনে। আমার কল্যাণে, আনন্দিত মনে, করিল বিবিধ দানে॥ সুজন যে জন, জানে সেই জন, কুজন নাহিক জানে। অনুরাগে মন, সদাই মগন, দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥ ১৪৬

শ্রীরাগ।

পরের রমণী, ঘুচিবে কখনি, এমতি করিবে ধাতা। গোকুল নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, না শুনি পিরীতি কথা॥ সই যে বোল সে বোল মোরে॥ শপতি করিয়া, বসি দাঁড়াইয়া, না রব এ পাপ ঘরে॥ গুরুর গঞ্জন, মেঘের গর্জ্জন; কত না সহিব প্রাণে। ঘর তেয়াগিয়া, যাইব চলিয়া রহিব গহন বনে॥ বনে যে থাকিব, শুনিতে না পাব, এ পাপ জনের কথা। গঞ্জন ঘুচিবে, হিয়া জুড়াইবে, ঘুচিবে মনের ব্যথা॥ চণ্ডীদাস কয়, স্বতন্তরী হয়, তবে সে এমন বটে। যে সব কহিলে, করিতে পারিলে, তবে সে এ পাপ ছুটে॥ ১৪৭

শ্রীরাগ।

আপনা আপনি, দিবস রজনী, ভাবিয়ে কতেক দুঃখ। যদি পাখা পাই, পাখী হয়ে যাই, না দেখাই পাপ মুখ॥ সই বিধি দিল মোরে শোকে। পিরীতি করিয়া, আশা না পূরল, কলঙ্ক ঘোষিল লোকে॥ হাম অভাগিনী, তাতে একাকিনী, নহিল দোসর জনা। অভাগিয়া লোকে, যত বোলে মোকে, তাহা যে না যায় শুনা॥ বিধি যদি শুনিত, মরণ হইত, ঘুচিত সকল দুখ। চণ্ডীদাসে কয়, এমতি হইলে, পিরীতির কিবা সুখ॥ ১৪৮

সুহই।

না জানে পিরীতি যারা নাহি পায় তাপ। পরশে পিরীতি আঁধার ঘরে সাপ॥ সই পিরীতি বড়ই বিষম। না পাই মরমি জনা কহিতে মরম॥ গৃহে গুরু গঞ্জন কুবচন জ্বালা। কত না সহিবে দুখ পরাধিনী বালা॥ পিরীতি বেয়াধি যদি অন্তরে শামাইল। ঔষধ খাইতে তবে পরাণ জারি গেল॥ চণ্ডীদাস কহে প্রেম বড়ই বিষম। জীয়ন্তে এমন করে, লউক শমন॥ ১৪৯

সিন্ধুড়া।

সখি কেমনে জীব গো আর। বুকে খেয়েছি, শ্যামের শেল, পীঠে হেল পার॥ মনু মনু মৈলাম গো সখি, কালিয়া বাঁশী গানে। সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিনু, এমতি হবে কে জানে॥ সকল গোকুল, হইল আকুল, শুনিয়া বাঁশীর কথা। খলের সহিতে, পিরীতি করিয়া, কি হৈল অন্তরে ব্যথা॥ স্থির হৈতে নারি, প্রাণের সখি গো, বুকে খেয়েছি ঘা। আঁখির জলে, পথ নাহি দেখি, মুখে না নিঃসরে রা॥ পিরীতি রতন, করিব যতন, পিরীতি গলার হার। শ্যাম বঁধুয়ার নিদারুণ বাঁশী, পরাণ বধে আমার॥ কে জানে কেমন, পিরীতি এমন, পিরীতে কৈল সব নাশ। গঞ্জে গুরু জনে, আনন্দিত মনে, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ১৫০

ধানশী।

যতন করিয়া, বেসালি ধুইয়া, সাঁজে সাজাইনু দুধ। দধি সে নহিল, জল সে হইল, পাইনু বড়ই দুঃখ। সই দধি কেন ছিঁড়ি গেল। কানুর পিরীতি, কুলের কয়াতি, পরাণ টানিয়া নিল॥ পিরীতি ঘুচিল আরতি না পুরিল, না ঘুচিল কলঙ্ক জ্বালা। তবু অভাগিনী, না ঘুচায় কাহিনী, পরিবাদ হৈল কালা॥ বুঝিলাম যতনে, প্রবোধিনু পরাণে, ছাড়িনু তাহার আশ। চিতে আর কত, ভাবি অবিরত, দৈবে করিল নৈরাশ॥ আর কেহ বলে, ঝাঁপ দিব জলে, তেজিব এ পাপ দেহ। চণ্ডীদাস কহে, ছাড়িলে ছাড়ন নহে, শুধু সুধাময় লেহ॥ ১৫১

ধানশী।

না বল না বল সখি না বল এমনে। পরাণ বান্ধিয়া আছি সে বন্ধুর সনে॥

ত্যজিলে কুল শীল এ লোক লাজ। কি গুরু গৌরব গৃহের কাজ॥ ত্যজিয়া সব লেহা পিরীতি কৈনু। যে হইবে বিরতি ভাবে ত্যজিয়া মৈনু॥ যে চিতে দাঁড়াওাছি সই সে হয়। ক্ষেপিল বাণ যে রাখিল নয়॥ ঠেকিল প্রেম ফাঁদে সকলি নাশ। ভালে সে চণ্ডীদাস না করে আশ॥ ১৫২

মল্লার।

দিবস রজনী, গুণ গণি গণি, কি হৈল অন্তরে ব্যথা। খলের বচনে, পাতিয়া শ্রবণে, খাইনু আপন মাথা॥ কে বলে পিরীতি ভাল গো সখি, কে বলে পিরীতি ভাল? সে ছার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে, সোণার বরণ কাল॥ সোণার গাগরী বিষ জল ভরি, কেবা আনি দিল আগে। করিনু আহার, না করি বিচার, এ বধ কাহারে লাগে॥ নীর লোভে মৃগী, পিয়াসে খাইতে, ব্যাধ শর দিল বুকে। জলের সফরী, আহার করিতে, বড়শী লাগিল মুখে॥ নবঘন হেরি, পিয়াসে চাতকী, চঞ্চু পসারল আশে। বারিক কারণ, বহল পবন, কুলিশ মিলল শেষে॥ লাখ হেম পায়া, যতনে বাঁধিতে, পড়ল অগাধ জলে। হেন অনুচিত, করে পাপ বিধি, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ১৫৩

অনুরাগ-আত্মপ্রতি।

শ্রীরাগ।

কালিয়া কালিয়া, বলিয়া বলিয়া, জনম বিফল পাইনু। হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নি, মনের অনলে মৈনু॥ মরিনু মরিনু, মরিয়া গেনু, ঠেকিনু পিরীতি রসে। আর কেহ জানি, এ রসে ভুলে না, ঠেকিলে জানিবে শেষে॥ এ ঘর কারণ, বিহি নিদারুণ, বসতি পরের বশে। মাগো এই বর, মরণ সফল, কি আর এ সব আশে॥ অনেক যতনে, পেয়েছি সে ধনে, তাহা জানে চণ্ডীদাসে। এখনি জানিলে, আর কি জানিবে, জানিবে পিরীতি শেষে॥ ১৫৪

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে, যতনে রাখিব, বিরল মনের কথা। মরম না জানে, ধরম বাখানে, সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥ যারে না দেখি, জনম স্বপনে, না দেখি নয়ন কোণে। অবুধ সে জনি, দিবস রজনী, সদাই পড়িছে মনে॥ হায় অভাগিনী, পরের অধীনী, সকলি পরের বশে। সদাই এখনি, পরাণ পোড়নি, ঠেকিনু পিরীতি রসে॥ অনুক্ষণ মন, করে উচাটন, মুখে না নিঃসরে কথা। চণ্ডীদাসের মন, অরুণ নয়ন, ভাবিতে অন্তরে ব্যথা॥ ১৫৫

গান্ধার।

কেন বা পিরীতি কৈনু কালা কানুর সনে। ভাবিতে রসের তনু জারিলেক ঘুণে॥

কত ঘর বাহির হইব দিবা রাতি। বিষম হইল কালা কানুর পিরীতি॥ না রুচে ভোজন পান কি মোর শয়নে। বিষ মিশাইল মোর এ ঘর করণে॥ ঘরে গুরু দুরজন ননদিনী আগি। দু আঁখি মুদিলে বলে কাঁদে শ্যাম লাগি॥ আকাশ যুড়িয়া ফাঁদ যাইতে পথ নাই। কহে বড়ু চণ্ডীদাস মিলিবে হেথাই॥ ১৫৬

ধানশী।

সেই হইতে মোর মন, নাহি হয় সম্বরণ, নিরন্তর ঝুরে দুটী আঁখি। একলা মন্দিরে থাকি, কভু তারে নাহি দেখি, সে কভু না দেখে আমারে। আমি কুলবতী বামা, সে কেমনে জানে আমা, কোন ধনী কহি দিল তারে॥ না দেখিয়া ছিনু ভাল, দেখিয়া অকাজ হলো, না দেখিলে প্রাণ কেন কান্দে। চণ্ডীদাস কহে ধনি, কানু সে পরশমণি, ঠেকে গেলা মোহনিয়া ফাঁন্দে॥ ১৫৭

ধানশী।

কাহারে কহিব, মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত। হিয়ার মাঝারে, মরম বেদনা, সদাই চমকে চিত॥ গুরু জন আগে, দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল ছল আঁখি। পুলকে আকুল, দিক নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি॥ সখীর সহিতে, জলেতে যাইতে, সে কথা কহিবার নয়। যমুনার জল, করে ঝল মল, তাহে কি পরাণ রয়॥ কুলের ধরম, রাখিতে নারিনু, কহিলাম সবার আগে। কহে চণ্ডীদাস, শ্যাম সুনাগর, সদাই হিয়ায় জাগে॥ ১৫৮

সুহই।

আনিয়া অমিয়া পানা দুধে মিশাইয়া। লাগিল গরল যেন মীঠ তেয়াগিয়া॥ তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন। জ্বলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥ বাহিরে অনল জ্বলে দেখে সর্ব্ব লোকে। অন্তর জ্বলিয়া উঠে তাপ লাগে বুকে॥ পাপ দেহের তাপ মোর ঘুচিবেক কিসে, কানুর পরশে যাবে কহে চণ্ডীদাসে॥ ১৫৯

পঠমঞ্জরী।

একে কাল হৈল মোর নয়লি যৌবন। আর কাল হৈল মোর বাস বৃন্দাবন॥ আর কাল হৈল মোর কদম্বের তল। আর কাল হৈল মোর যমুনার জল॥ আর কাল হৈল মোর রতন ভূষণ। আর কাল হৈল মোর গিরি গোবর্দ্ধন॥ এত কাল সনে আমি থাকি একাকিনী। এমন ব্যথিত নাই শুনয়ে কাহিনী॥ দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে না কহ এমন। কার কোন দোষ নাই সব এক জন॥

সুহই।

কেন বা কানুর সনে পিরীতি করিনু। না ঘুচে দারুণ লেহা ঝুরিয়া মরিনু॥ আর জ্বালা সৈতে নারি কত উঠে তাপ। বচন

নিঃসৃত মহে বুকে খেলে সাপ॥ জন্ম হইতে কুল গেল ধর্ম্ম গেল দূরে। নিশি দিশি প্রাণ মোর কানুগুণে ঝুরে॥ নিষেধিলে নাহি মানে ধরম বিচার। বুঝিনু পিরীতির হয় স্বতন্ত্র আচার॥ করমের দোষে এ জনমে কিবা করে। কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলীর বরে॥ ১৬১

শ্রীরাগ।

যাহার সহিত, যাহার পিরীতি, সেই সে মরম জানে। লোক চরচায়, ফিরিয়া না চাই, সদাই অন্তরে টানে॥ গৃহ কর্ম্মে থাকি, সদাই চমকি, গুমরে গুমরে মরি। নাহি হেন জন, করে নিবারণ, যেমত চোরের নারী॥ ঘরে গুরুজনা, গঞ্জয়ে নানা, তাহা বা কহিব কি। মরণ সমান, করে অপমান, বন্ধুর কারণ সে॥ কাহারে কহিব, কেবা নিবারিবে, কে জানে মরম দুখ। চণ্ডীদাস কহে, করহ ঘোষণা, তবে সে পাইবে সুখ। ১৬২

গান্ধার।

ধিক রহুঁ জীবনে যে পরাধীন জীয়ে। তাহার অধিক ধিক্ পরবশ হয়ে॥ এ পাপ কপালে বিধি এমতি লিখিল। সুধার সাগরে মোর গরল হইল॥ অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিনু তায়। গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায়॥ শীতল বলিয়া যদি পাষাণ কৈনু কোলে। এ দেহ অনল তাপে পাষাণ সে গলে॥ ছায়া দেখি যাই যদি তরুলতা বনে। জ্বলিয়া উঠু লতা পাতা সনে॥ যমুনার জলে যদি দিয়ে হাম ঝাঁপ। পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ॥ অতএব সে এ ছার পরাণ যাবে কিসে। নিচয়ে ভখিমু মুই এ গরল বিষে॥ চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জানে। দারুণ পিরীতি মোর বধিল পরাণে॥ ১৬৩

সুহই।

পিরীতি লাগিয়া দিনু পরাণ নিছনি। কানু বিনু দোসর দুকাণে নাহি শুনি॥ মনোদুখে হৃদয়ে সদাই সোঙরিয়ে। কানু পরসঙ্গ বিনু তিলেক না জীয়ে॥ যাহার লাগিয়া আমি কাঁদি দিবা রাতি। নিছিয়া লৈয়াছি তারে কুলশীল জাতি॥ আর যত অভিমান দিনু বঁধুর পায়। বড়ু চণ্ডীদাস কহে যেবা যাে ভায়॥ ১৬৪

গান্ধার।

যদি বা পিরীতি সুজনের হয়। নয়ানে নয়ন, হইল মিলন, তবে কেন প্রেম ফিরিয়া না লয়॥ যে মোর পরাণে, মরম ব্যথিত, তারে বা কিসের ভয়। অতি দুরন্তর, বিষম পিরীতি, সকলি পরাণে সয়॥ অবলা হইয়া, বিরলে রহিয়া, না ছিল দোসর জনা।। হাসিতে হাসিতে, পিরীতি করিয়া, পরাণ উপরে হানা॥ যেন মলয়জ, ঘসিতে শীতল অধিক সৌরভময়। শ্যাম বঁধুয়ার, পিরীতি ঐছন, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১৬৫

ধানশী।

শিশুকাল হৈতে, শ্রবণে শুনিনু, সহজে পিরীতি কথা। সেই হইতে মোর, তনু জর জর, ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥ দৈবের ঘটিতে, বন্ধুর সহিতে, মিলন হইবে যবে। মান অভিমান, বেদের বিধান, ধৈরয ভাঙ্গিবে তবে॥ জাতি কুল, বলি, দিলাম তিলাঞ্জলি, ছাড়িনু পতির আশ। ধরম, করম, সরম, ভরম, সকলি করিনু নাশ॥ কুলে কলঙ্কিনী, বলি দেয় গালি, গুরু পরিজন মেলি। কাতর হইয়ে, আদর করিয়ে, লইনু কলঙ্কের ডালি॥ চোরের মা যেন, পোয়ের লাগিয়া, ফুকরি কান্দিতে নারে। কুলবতী হয়ে, পিরীতি করিলে, এমতি ঘটিবে তারে॥ মুঞি অভাগিনী, কেবল দুখিনী, সকলি পরের আশে। আপনা খাইয়া, পিরীতি করিনু, লোকে শুনি কেন হাসে॥ চণ্ডীদাস বলে, পিরীতি লক্ষণ, শুন গো বরজ নারী। পিরীতি ঝুলিটী, কান্ধেতে করিয়া, পিরীতি নগরে ফিরি॥১৬৬

সিন্ধুড়া।

যে জন না জানে, পিরীতি মরম, সে কেন পিরীতি করে। আপনি না বুঝে, পরকে মজায়, পিরীতি রাখিতে নারে॥ যে দেশে না শুনি, পিরীতি মরম, সেই দেশে হায় যাব। মনের সহিত, করিয়া যতন, মনকে প্রবোধ দিব॥ পিরীতি রতন, করিয়া যতন, পিরীতি করিব তায়। দুই মন এক, করিতে পারিলে, তবে সে পিরীতি রয়॥ কহে চণ্ডীদাসে, মনের উল্লাসে, এমতি হইবে যে॥ সহজ ভজন, পাইবে সে জন, সহজ মানুষ সে॥ ১৬৭

কালার পিরীতি, গরল সমান, না খাইলে থাকে সুখে। পিরীতি অনলে পুড়িয়া মরে যে, জনম যায় তার দুখে॥ আর বিষ খেলে, তখনি মরণ, এ বিষে জীবন শেষ। সদা ছটফট, ঘুরুণি নিপট, লট পট তার বেশ॥ নয়নের কোণে, চাহে যাহা পানে, সে ছাড়ে জীবনের আশ। পরশ পাথর, ঠেকিয়া রহিল, কহে বড়ু চণ্ডীদাস॥ ১৬৮

সিন্ধুড়া।

পিরীতি বিষম কাল। পরাণে পরাণ, মিলাইতে জানে, তবে সে পিরীতি ভাল॥ ভ্রমরা সমান, আছে কত জন, মধু লোভে করে প্রীত। মধু ফুরাইলে, উড়ি যায় চলি, এমতি তাদের রীত॥ হেন ভ্রমরার, সাধ নহে কভু, সে মধু করিতে পান। অজ্ঞানী পাইতে, পারয়ে কি কভু, রসিক জ্ঞানীর সন্ধান॥ মনের সহিত, যে করে পিরীতি, তারে প্রেম কৃপা হয়। সেই সে রসিক, অটল রূপের, ভাগ্যে দরশন পায়॥ মনের সহিতে, করিয়া পিরীতি, থাকিব স্বরূপ আশে। স্বরূপ হইলে, তদ্রূপ পাইব, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৬৯

বরাড়ী

কেনে কৈনু পিরীতের সাধ। পিরীতি অঙ্কুর হৈতে, যত দুখ পাইনু চিতে, শুনিলে গণিবে পরমাদ॥ মুঞি যদি জানিতুঁ এত, তবে কেন হব রত, না করিতু হেন সব কাজ। ভুলিনু পরের বোলে, কুলটা হইনু কুলে, জগৎ ভরিয়া রইল লাজ॥ যখন পিরীতি কৈল, আনি চাঁদ হাতে দিল, পুন হাতে না পাই দেখিতে। কি করিতে কি না করি, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি, অবশেষে প্রাণ চায় নিতে॥ পিরীতি আখর তিন, যাহার হৃদয়ে চিন, কিবা তার লাজ কুল ভয়। কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস, যে করে পিরীতি আশ তার বুঝি এই সব হয়॥ ১৭০

পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, এ তিন ভুবন সার। এই মোর মনে, হয় রাতি দিনে, ইহা বই নাহি আর॥ বিহি এক চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, নিরমাণ কৈল 'পি'। রসের সাগর, মন্থন করিতে, তাহে উপজিল 'রী'॥ পুনঃ যে মথিয়া, অমিয়া হইল, তাহে ভিজাইল 'তি'। সকল সুখের এ তিন আখর, তুলনা দিব যে কি॥ যাহার মরমে, পশিল যতনে, এ তিন আখর সার। ধরম করম, সরম ভরম, কিবা জাতি কুল তার॥ এ হেন পিরীতি, না জানি কি রীতি, পরিণামে কিবা হয়। পিরীতি বন্ধন বড়ই বিষম, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ১৭১

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, মধুর পিরীতি, এ তিন ভুবনে কয়। পিরীতি করিয়ে, দেখিলাম ভাবিয়ে, কেবল গরল ময়॥ পিরীতেরি কথা, শুনিব হে যেথা, তথাতে নাহিক যাব। মনের সহিত, করিয়া পিরীত, স্বরূপে চাহিয়া র'ব॥ এমতি করিয়া, সুমতি হইয়া রহিব স্বরূপ অংশে। স্বরূপ প্রভাবে, সে রূপ মিলিবে, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৭২

শ্রীরাগ।

শ্যামের পিরীতি, মূরতি হইলে, তবে কি পরাণ ফলে। পরাণ পিরীতি, সমান করিলে, কে তারে জীয়ন্ত বলে॥ যদি হাম শ্যাম, বঁধু লাগি পাউ, তবে সে এ দুখ টুটে। আন যত গুণি, মানের আগুণি, ঝলকে ঝলকে উঠে॥ পরাণ রতন, পিরীতি পরশ, জুকিনু হৃদয় তুলে। পিরীতি রতন, অধিক হইল, পরাণ উঠিল চুলে॥ জাতি কুল বলি, দিনু জলাঞ্জলি, আর সতী চরচাতে। তনু ধন জন, জীবন যৌবন, নিছিনু কালা পিরীতে॥ হিয়ার রাখিব, কারে না কহিব, পরাণে পরাণ যোড়া। কি জানি কি ক্ষণে, কি দিয়া কি হৈল, মরিলে না যায় ছাড়া॥ তিলেকে মরিয়ে, যদি না দেখিয়ে, শয়নে স্বপনে বন্ধু। কহে চণ্ডীদাস, মরমে রহল, পিরীতি অমিয়া সিন্ধু॥ ১৭৩

তিওট, বিহাগড়া।

বিধির বিধানে হায় আমল ভেজাই। যদি সে পরাণ বঁধু তার লাগি পাই॥ গুরু দুরজন যত বঁধুর দ্বেষ করে। সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যামুনি তার বুকে পড়ে॥ আপন দোষ না দেখিয়া পরের দোষ গায়। কাল সাপিনী যেন তার বুকে খায়॥ আমার বন্ধুকে যে করিতে চাহে পর। দিবস দুপরে যেন পুড়ে তার ঘর॥ এতেক যুবতী আছে গোকুল নগরে। কে না বঁধুরে দেখে বুক ফেটে মরে॥ বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে। তোমার বঁধু তোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে॥ ১৭৪

শ্রীরাগ।

পিরীতি পিরীতি, সব জন কহে, পিরীতি সহজ কথা। বিরিখের ফল নহেত পিরীতি, নাহি মিলে যথা তথা॥ পিরীতি অন্তরে, পিরীতি মন্তরে, পিরীতি সাধিল যে। পিরীতি রতন লভিল যে জন, বড় ভাগ্যবান্ সে॥ পিরীতি লাগিয়া, আপনা ভুলিয়া, পরেতে মিশিতে পারে। পরকে আপন, করিতে পারিলে, পিরীতি মিলয়ে তারে॥ পিরীতি সাধন, বড়ই কঠিন, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস। দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও, থাকিলে পিরীতি আশ॥ ১৭৫

শ্রীরাগ।

বলিয়া, এ তিন আখর, বিদিত ভুবন মাঝে। তাহে যে পশিল, সেই সে জানিল, কি তার কুল ভয় লাজে॥ বেদ বিধি পর, সব অগোচর, ইহা কি জানে আনে। রসে পর পর, রসের অন্তর, সেই সে মরম জানে॥ দুহুঁক অধর, সুধারস বাণী, তাহে উপজিল পি : হিয়ায় হিয়ায়, পরশ করিতে, তাহার তুলনা কি॥ কহে চণ্ডীদাস, শুন বিনোদিনি, পিরীতি রসেতে ভোর। পিরীতি করিয়া, ছাড়িতে নারিবে, আপনি হইবে চোর॥ ১৭৬

সুহিনী।

পিরীতি পিরীতি, কি রীতি মুরতি, হৃদয়ে লাগল সে। পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি না ছাড়ে, পিরীতি গড়ল কে॥ পিরীতি বলিয়া, এ তিন আখর, না জানি আছিল কোথা। পিরীতি কণ্টক হিয়ায় ফুটল, পরাণ পুতলী যথা॥ পিরীতি পিরীতি, পিরীতি অনল, দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল। বিষম অনল, নিবাইলে নহে, হিয়ায় রহল শেল॥ চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি, পিরীতি না কহে কথা। পিরীতি লাগিয়া, পরাণ ছাড়িলে, পিরীতি মিলয়ে তথা॥ ১৭৭

শ্রীরাগ।

পিরীতি নগরে, বসতি করিব, পিরীতে বাঁধিব ঘর। পিরীতি দেখিয়া পড়শী করিব, তা বিনু সকল পর॥ পিরীতি দ্বারের, কবাট করিব, পিরীতে বাঁধিব চাল। পিরীতি আসকে, সদাই থাকিব, পিরীতে গোঙাব কাল॥ পিরীতি পালঙ্কে, শয়ন করিব, পিরীতি শিথান মাথে। পিরীতি বালিসে, আলিস ত্যজিব, থাকিব পিরীতি সাথে॥ পিরীতি সরসে, সিনান করিব, পিরীতি অঞ্জন লব। পিরীতি ধরম, পিরীতি করম পিরীতে পরাণ দিব॥ পিরীতি নাসার, বেশর করিব, দুলিবে নয়ন কোণে। পিরীতি অঞ্জন, লোচনে পরিব, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ১৭৮

বাসক-সজ্জা।

গান্ধার।

রাধিকা আদেশে, মনের হরষে কুসুম রচনা করে। মল্লিকা মালতী, আর জাতী যুথি, সাজাইছে থরে থরে॥ আজ রচয়ে বাসক শেজ। মুনিগণ চিত, হেরি মুরছিত, কন্দর্পের ঘুচে তেজ॥ ফুলের আচির, ফুলের প্রাচীর, ফুলেতে ছাইল ঘর। ফুলের বালিস, আলিস কারণ, প্রতি ফুলে ফুলশর॥ শুক পিক দ্বারী মদন প্রহরী, ভ্রমর ঝঙ্কারে তায়। ছয় ঋতু মত্ত, সহিত বসন্ত, মলয় পবন বায়॥ উজোরল রাতি, মণিময় বাতি, কপূর তাম্বূল বারি। চণ্ডীদাস ভণে, রাখি স্থানে স্থানে, শয়ন করয়ে গোরি॥ ১৭৯

বিপ্রলব্ধা।

ধানশী।

বন্ধুর লাগিয়া, শেজ বিছাইনু, গাঁথিনু ফুলের মালা। তাম্বূল সাজনু, দীপ উজারিনু, মন্দির হইল আলা॥ সই পাছে এ সব হবে আন। সে হেন নাগর, গুণের সাগর কাহে না মিলল কান॥ শাশুড়ী ননদে, বঞ্চনা করিয়া, আইনু গহন বনে। বড় সাধ মনে, এ রূপ যৌবনে, মিলিব বন্ধুর সনে॥ পথ পানে চাহি, কত না রহিব, কত প্রবোধিব মনে। রসশিরোমণি, আসিবে এখনি, বড়ু চণ্ডীদাস ভণে॥ ১৮০

ধানশী।

দুকাণ পাতিয়া, ছিল এতক্ষণ, বঁধু পথ পানে চাই। পরভাত নিশি, দেখিয়া অমনি, চমকি উঠিল রাই॥ পাতায় পাতায়, পড়িছে শিশির, সখারে কহিছে ধনী। বাহির হইয়া, দেখলো সজনি, বঁধুর শবদ শুনি॥ পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু, মরমে রহল ব্যথা। কি বুদ্ধি করিব, পাষাণে ধরিয়া, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥ ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা, শেজ বিছাইনু ফুলে। সব হৈল বাসি, আর কেন সই, ভাসাগে যমুনাজলে॥ কুঙ্কুম কস্তূরী, চূবক চন্দন, লাগিছে গরল হেন। তাম্বূল

বিরল, ফুলহার ফণী, দংশিছে হৃদয়ে যেন ॥ সকল লইয়া, যমুনায় ডার, আর ত না যায় দেখা। ললাটের সিন্দুর, মুছি কর দূর, নয়ানের কাজর রেখা ॥ আর না রাখিব, এছার পরাণ, না যাব লোকের মাঝে। ধির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস, আনিতে নিঠুর রাজে ॥ ১৮১

শ্রীরাগ।

দ্বারের আগে, ফুলের বাগ, কি সুখ লাগিয়া রুইনু। মধু খাইতে খাইতে, ভ্রমর মাতল বিরহ জ্বালাতে মৈনু ॥ জাতী রুইনু যূথী রুইনু, রুইনু গন্ধ মালতী। ফুলের বাসে, নিদ্ নাহি আসে, পুরুষ নিঠুর জাতি ॥ কুসুম তুলিয়া, বোঁটা ভেয়াগিয়া, শেজ বিছাইনু কেনে। যদি শুই তাই; কাঁটা ভুকে গায়, রসিক নাগর বিনে ॥ রতন মন্দিরে, সখার সহিতে, তা সনে করিনু প্রেম। চণ্ডীদাস কহে, কানুর পিরীতি, যেন দরিদ্রের হেম ॥ ১৮২

সুহিনী।

সে যে বৃষভানু সুতা। মরমে পাইয়া ব্যথা ॥ সজল নয়ান হৈয়া। রহে পথ-পানে চাইয়া ॥ ফুল শেজ বিছাইয়া। রহবে ধেয়ানী হৈয়া ॥ উজর চাঁদনি রাতি। মন্দিরে রতন বাতি ॥ কহে সব ভেল আন। কাহে না মিলল কান ॥ সকল বিফল হৈল। আধ রজনী গেল ॥ শ্যাম বঁধুয়ার পাশ। চলু বড়ু চণ্ডীদাস ॥ ১৮৩

খণ্ডিতা।

সিন্ধুড়া।

বঁধু কহনা রসের কথা শুনি। কেমনে কামিনী সঙ্গে, যাপিলা যামিনী রঙ্গে, কত সুখে পোহালা রজনী ॥ নীল নলিনী শোভা, কে নিলে অঙ্গের শোভা, কাজরে মলিন অঙ্গ খানি। চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিলে বরিহা ফাঁদ, আজি কেন পিঠে দোলে বেণী ॥ ধন্য সে বরজ বধূ, যে পিয়ে অধর মধু, পাষাণে নিশান তার সাখী। রক্ত উৎপল ফুলে, যৈছে ভ্রমর বুলে, ঐছন ফিরয়ে দুন আঁখি ॥ রচিয়া সিন্দূরের বিন্দু, কে নিল অমিয়া সিন্ধু, নাসার ছলে নাকের মুকুতা দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়, এ কথা অন্যথা নয়, ভালে জাগে বৃষভানু সুতা ॥ ১৮৪

কামোদ।

এই পথে নিতি, কর গতায়তি, নূপুরের ধ্বনি শুনি। রাধা সঙ্গে বাস, আমারে নৈরাশ, আমি বঞ্চি একাকিনী ॥ বন্ধু হে ছাড়িয়া নাহিক দিব। হিয়ার মাঝারে রাখিব তোমারে, সদাই দেখিতে পাব ॥ শুন সখীগণ, করিয়া যতন, লয়ে চল নিকেতনে। আজকার নিশি, রাধিকা রূপসী, বঞ্চক নাগর বিনে ॥ এতেক শুনিয়া করেতে ধরিয়া, লইয়া চলিল বাস। রাধা ভয়ে হরি, কাঁপে থরহরি, ভণে দ্বিজ চণ্ডী-দাস ॥ ১৮৫

শ্রীরাগ।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।)

চন্দ্রাবলী আজি ছাড়ি দেহ মোরে। শ্রীদাম ডাকিছে, যাব তার কাছে, এই নিবেদন তোরে॥ কাল আসি হাম, পুরাইব কাম, ইথে নাহি কর রোষ। চন্দ্রাবলী নাথ, ভুবনে বিদিত, জগতে ঘোষয়ে দোষ॥ তুমি যে আমার, আমি যে তোমার, বিবাদে কি ফল আছে। লোক জানাজানি, কেন কর ধ্বনি, পিরীতি ভাঙ্গিবে পাছে॥ দাদা বলরাম, করে অন্বেষণ, ভ্রময়ে নগর মাঝে। চণ্ডীদাসে কয়, সে যদি জানয়, সবাই পড়িবে লাজে॥ ১৮৬

বিহাগড়া।

(চন্দ্রাবলীর উক্তি।)

কে বলে আমার, তুমি সে রাধার, তাহার দুখের দুখী। করিয়া চাতুরী, যাবে বুঝি হরি, রাধারে করিতে সুখী॥ বঁধু হে তুমিত রাধার নাথ। তব ভারিভুরি, ভাঙ্গিব মুরারি, রাখিব আপন সাথ॥ এতেক বলিয়া করেতে ধরিয়া, চুম্বয়ে বদন চাঁদে। রসিক নাগর, হইয়া কাঁফর, পড়িল বিষম ফাঁদে॥ হেথা সুবদনী সখি সঙ্গে যাণী, কহয়ে কাতর ভাবে। নিশি পোহাইল, পিয়া না আইল, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ১৮৭

ধানশী।

চন্দ্রাবলী সনে, কুসুম শয়নে, সুখেতে ছিলেন শ্যাম। প্রভাতে উঠিয়া, ভয়ে ভীত হৈয়া, আসিলা রাধার ঠাম॥ গলে পীতবাস, করিয়া সাহস, দাঁড়াইল রাইয়ের আগে। দেখে ফুলমালা, তাম্বুলের ডালা, ফেলিয়াছে রাই রাগে॥ নাগরে দেখিয়া, মানিনী না চান, আছেন আপন কোপে। ভয়ে যে কুক্কুর, ভঙ্গিম দেখিয়া,নাগর তরাসে কাঁপে॥ রোষেতে নাগরী, থাকিতে না পারি, নাগরেরে পাড়ে গালি। চণ্ডীদাস ভণে, লম্পটের সনে, কথা কৈলে তবু ডালি॥১৮৮

ললিত।

ভাল হৈলে আরে বঁধু আসিলা সকালে। প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালে॥ বঁধু তোমায় বলিহারি যাই। ফিরিয়া দাঁড়াও তোমার চাঁদ মুখ চাই॥ আই আই পড়েছে মুখে কাজরের শোভা। ভালে সে সিন্দূর তোমার মুনির মনোলোভা॥ খর নখ দশনে অঙ্গ জর জর। ভালে সে কঙ্কণ দাগ হিয়ার উপর॥ নীল পাটের শাটী কোচার বলনী। রমণী রমণ হৈয়া বঞ্চিলা রজনী॥ সুরঙ্গ যাবক রঙ্গ উরে ভাল সাজে। এখন কহ মনের কথা আইলা কিবা কাযে॥ চারি দিকে চায় নাগর আঁচলে মুখ মুছে। চণ্ডীদাস কহে লাজ ধুইলে না ঘুচে॥ ১৮৯

বিভাস।

হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস। বিহানে পরের বাড়ী কোন্ লাজে আস॥ বুক মাঝে দেখি তোমার কঙ্কণের দাগ

কোন কলাবতী আজি পেয়েছিল লাগ॥ নখ পদ বিরাজিত রুধিরে পুরিত। আহা মরি কিবা শোভায় করিল ভূষিত॥ কপালে সিন্দুর-রেখা অধরে কাজল। সে ধনী বিহনে তোমার আঁখি ছলছল॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন বিনোদিনি। না ছুঁইও আমি ইহার সব রঙ্গ জানি॥ ১১০

—

রামকেলী।

এস এস বন্ধু, করুণার সিন্ধু, রজনী পোহালে ভালে। রসিকা রমণী, পেয়ে গুণ-মণি, ভালত সুখেতে ছিলে॥ নয়নে কাজর, কপালে সিন্দুর, ক্ষত বিক্ষত হে হিয়া। আঁখি ঢর ঢর, পরি নীলাম্বর, হরি এলে হর সাজিয়া॥ ধিক্ ধিক্ নারী, পর আশা-ধারী, কি বলিব বিধি তোয়। এমত কপট, ধৃষ্ট, লম্পট, শঠ, হাতেতে সোঁপিলি মোয়॥ কাঁদিয়া যামিনী পোহালাম আমি, তুমিত সুখেতে ছিলে। রতি চিহ্ন সব, লইয়া মাধব, প্রভাতে দেখাতে এলে॥ এই মিনতি রাখ, ঐ খানেতে থাক, আঙ্গি-নাতে না আইস। ছুঁইলে তোমারে, ধরমে আমারে, না করিবে পরশ॥ লোক মুখে কত, শুনিতাম যত, প্রতীত আজি হ'ল সর্ব। চণ্ডীদাস কয়,নাগর দয়াময়, এত দয়ার স্বভাব॥ ১১১

—

ললিত।

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর। অধরে কাজর দিল কপালে সিন্দুর॥ দশন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত। পায়ের নখর ঘায় হিয়া বিদারিত॥ না এস না এস বঁধু আঙ্গিনার কাছে। তোমারে দেখিলে মোর ধরম যাবে পাছে॥ শুনিয়া পরের মুখে নহে পরতীত। এবে সে দেখিনু তোমার এই সব রীত॥ সাধিলা মনের সাধ যে ছিল তোমারি। দূরে রহ দূরে রহু, প্রণাম হামারি॥ চণ্ডীদাস কহে ইহা বলিলা কেমনে। চোর ধরিলেও এত না কহে বচনে॥ ১১২

—

ললিত।

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ। কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ॥ কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি। কে করিল হেন কাজ কেমন গোঁয়ারী॥ দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে॥ কেমন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি। কে কোথা শিখাল তারে এ হেন পিরীতি॥ ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই। কাছে ব'স আঁচলেতে মুখানি মুছাই॥ বড় কষ্ট পাইয়াছ রজনী জাগিয়া। চণ্ডীদাস কহে শোও হিয়ায় আসিয়া॥ ১১৩

—

রামকেলী।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর।) শুন শুন সুনয়নি আমার যে রীত। কহিতে প্রতীত নহে জগতে বিদিত॥ তুমি না মানিবে তাহা আমি ভাল জানি। এতেক না কহ ধনি

অসম্ভব বাণী॥ সঙ্গত হইলে ভাল শুনি পাই সুখ। অসঙ্গত হইলে পাইব বড় দুখ॥ মিছা কথায় কত পাপ জানহ আপনি। জানিয়া না মানে যে সেইত পাপিনী॥ পরে পরিবাদ দিলে ধরমে সবে কেমে। তাহার এমত বাদ হইবে তখনে॥ চণ্ডীদাস বলে যেবা মিছা কথা কবে। সেই সে ঠেকিবে পাপে তোমার কি যাবে॥

রামকেলী।

(শ্রীরাধিকার উত্তর।) ভাল ভাল, কালিয়া নাগর, শুনালে ধরম কথা॥ পরের রমণী, মজালে যখন, ধরম আছিল কোথা। চোরার মুখেতে, ধরম কাহিনী, শুনিয়া পায় যে হাসি। পাপ পুণ্য জ্ঞান, তোমার যতেক, জানয়ে বরজবাসী॥ চলিবার তরে, দেও উপদেশ, পাতর চাপিয়া পিঠে। বুকেতে মারিয়া, চাকুর ঘা, তাহাতে লুণের ছিটে॥ আর না দেখিব, ওকাল মুখ, এখানে রহিলে কেনে। যাও চলি যথা, মনের মানুষ, যেখানে মন যে টানে॥ কেন দাঁড়াইয়া, পাপিনীর কাছে, পাপেতে ডুবিয়া পাছে। কহে চণ্ডীদাস, যাও চলি যথা, ধরমের থলী আছে॥ ১৯৫

ধানশী।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি।) না কর না কর ধনি এত অপমান। তরুণী হইয়া কেন একে দেখ আন॥ বংশী পরশি আমি শপথ করিয়ে। তোমা বিনু দিবানিশি কিছু না জানিয়ে॥ ফাগু বিন্দু দেখি সিন্দুর বিন্দু কহ। কণ্টকে কঙ্কণ দাগ মিছাই ভাবহ॥ এত কহি বিনোদ নাগর চলি যায় ঘর। চণ্ডীদাস কহে রাই কাঁপে থর থর॥ ১৯৬

রামকেলী।

ছুঁইওনা ছুঁইওনা বন্ধু ঐখানে থাক। মুকুর লইয়া চাঁদ মুখ খানি দেখ॥ নয়ানের কাজর, বয়ানে লেগেছে, কালর উপরে কাল। প্রভাতে উঠিয়া, ওমুখ দেখিলাম, দিন যাবে আজ ভাল॥ অধরের তাম্বুল, বয়ানে লেগেছে, ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি। আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও, নয়ন ভরিয়া দেখি॥ চাঁচর কেশের, চিকণ চূড়া, সে কেন বুকের মাঝে। সিন্দুরের দাগ, আছে সর্ব্ব গায়, মোরা হলে মরি লাজে॥ নীলকমল, ঝামরু হইয়াছে, মলিন হইয়াছে দেহ। কো'ন্ রসবতী, পেয়ে সুধানিধি, নিঙড়ে লয়েছে সেহ॥ কুটিল নয়ানে, কহিছে সুন্দরী, অধিক করিয়া ত্বরা। কহে চণ্ডীদাস, আপন স্বভাব ছাড়িতে না পারে চোরা॥ ১৯৭

মান।

বসন্ত।

এ ধনি মানিনি মান নিবার। আবীরে অরুণ, শ্যাম অঙ্গ মুকুর পর, নিজ প্রতিবিম্ব নেহার॥ তুহুঁ এক রমণী, শিরোমণি রসবতী, কোন্ ঐছে জগমাহ। তোহারি

সম্মুখে, শ্যাম সহ বিলসব, কৈছন রস নিরবাহ ॥ ঐছন সহচরী, বচন হৃদয়ে ধরি, সরমে ভরমে মুখ ফেরি। ঈষৎ হাসি সনে, মান তেয়াগল, উলসিত দুহেঁ দোঁহা হেরি॥ পুন সব জন মেলি, করয়ে বিনোদ কেলি, পিচকারি করি হাতে। দ্বিজ চণ্ডীদাস, আবীর যোগাওত, সকল সখীগণ সাথে ॥১৯৮

সুহই।

শুনলো রাজার ঝি। লোকেমা বলিবে কি॥ মিছই করসি মান। তোবিনু জাগল কান॥ আনত সঙ্কেত করি। তাহা জাগাইলা হরি॥ উলটি করসি মান। বড়ু চণ্ডীদাস গান॥ ১৯৯

ভাটিয়ারি।

রামা হে কি আর বলিব আন. তোহারি চরণে শরণ সো হরি, অবহুঁ না মিটে মান॥ গোবর্দ্ধন গিরি, বাম করে ধরি, যে কৈল গোকুল পার। বিরহে সে ক্ষীণ করের কঙ্কণ. মানয়ে গুরুয়া ভার॥ কালীয় দমন, করল যেমন, চরণ যুগল বরে। এবেসে ভুজঙ্গ, ভরমে ভুলল, হৃদয়ে না ধরে হারে॥ সহজে চাতক না ছাড়য়ে প্রীত, না বৈসে নদীর তীরে। নব জলধর, বরিখন, বিনু, না পিয়ে তাহার নীরে॥ যদি দৈব দোষে, অধিক পিয়াসে, পিবয়ে হেরিয়ে খোর। তবহুঁ তাহারি নাম সোঙরিয়া, গজয়ে শতগুণ লোর॥ চণ্ডীদাস বাণী, শুন বিনোদিনি, কি আর করহ মান। তুয়া অনুগত, শ্যাম মরকত, তো বিনু ভাবে না আন॥ ২০০

ধানশী।

রাইক ঐছন সকরুণ ভাষ। শুনি সখী আয়ল কানুক পাশ॥ কহইতে সকল সম্বাদ। গদ গদ করই বিষাদ॥ চল চল নাগর রস-শিরোমণি। তুয়া বিনু রাধিকা অধিক তাপিনী॥ চণ্ডীদাস কহে বিনোদ রায়। ঝাট চল রাইক মাঝ হৃদয়॥ ২০১

শ্রীরাগ।

আসি সহচরী, কহে ধিরি ধিরি, শুনহ নাগর রায়। অনেক যতনে, ঘুচাইলাম মানে, ধরিয়া রাইয়ের পায়॥ তবে যদি আর, মান থাকে তার, মানবি আপন দোষ। তোমার বদন, মলিন দেখিলে, ঘুচিবে এখনি রোস॥ ত্বরিত গমনে, এস আমা সনে, গলেতে ধরিয়া বাস। সো হেন নাগর, হইয়া কাতর, দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ॥ রাই কমলিনী, হেরি গুণমণি, বঁধুয়া লইল কোলে। দুহুঁক হৃদয়ে, আনন্দ বাড়িল, দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে॥ ২০২

ধানশী।

ললিতার বাণী, শুনি বিনোদিনী, প্রসন্ন বদনে কয়। আমিত কেবল, তোদের অধীন, যা বল শুনিতে হয়॥ সখি তোয়া মোর কয় এহি হিতে। আর যেন কখন, না করে

এমন, পুছ উহায় ভাল মতে॥ পুন যদি আর, এমত ব্যাভার, করয়ে এ ব্রজ ভূমে। উহার প্রণতি, শ্রবণ গোচরে, না করিব এ জনমে॥ এত শুনি হরি, গলে বাস ধরি, কহয়ে কাতর বাণী। শুন বিনোদিনি, জনমে জনমে, আমি আছি প্রেমে ঋণী॥ এত শুনি গোরি, দু বাহু পসারি, বঁধুয়া করিল কোলে। এই খানে হয়, রসামৃত ময়, চণ্ডীদাসে ইহা বলে॥ ২০৩

ধানশী।

ছিছি মানের লাগি, শ্যাম বঁধুরে, হারাইয়া ছিলাম। শ্যামল সুন্দর, মধুর মুরতি, পরশে শীতল হৈলাম॥ শ্রীমধু-মঙ্গলে, আন কুতুহলে, ভুঞ্জাও ওদন দধি। হারাধন যেন, পুনহি মিলল, সদয় হইল বিধি॥ নিজ সুখরসে, পাপিনী পরশে, না জানে পিয়াক সুখ। কহে চণ্ডীদাসে, এ লাগি আমার, মনেতে উঠয়ে দুখ॥ ২০৪

সুহই।

ছিছি দারুণ, মানের লাগিয়া, বন্ধুরে হারাইয়া ছিলাম। শ্যাম সুন্দর, রূপ মনোহর, দেখিয়া পরাণ পেলাম॥ সই জুড়াইল মোর হিয়া। শ্যাম অঙ্গের শীতল পবন, তাহার পরশ পাইয়া॥ তোরা সঙ্গিগণ, করাহ সিনান, আনিয়া যমুনা নীরে। আমার বন্ধুর, যত অমঙ্গল, সকল যাউক দূরে॥ শ্রীমধুমঙ্গলে, আনহ সকলে, ভুঞ্জাহ পায়স দধি। বন্ধুর কল্যাণে, দেহ নানা দানে, আমারে সদয় বিধি॥ কহে চণ্ডীদাস, শুনহ নাগর, এমত উচিত নয়। না দেখিলে যুগ, শতেক মানয়ে, ইথে কি পরাণ রয়॥ ২০৫

রাইয়ের বচন, শুনি সখীগণ, আনল যমুনা বারি। নাগর সুন্দর, সিনান করল, উলসিত ভেল গোরি॥ ললিতা আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, পরায়ল পীত বাস। পরিয়া বসন, হরষিত মন, বসিলা রাইক পাশ॥ রাই বিনোদিনী, তেরছ চাহনি, হানল বন্ধুর চিতে। নাগর সুন্দর, প্রেমে গর গর, অঙ্গ চাহে পরশিতে॥ মনে আছে ভয়, মানের সঞ্চয়, সাহস নাহিক হয়। অতি সে লালসে, না পায় সাহসে, দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ২০৬

কলহান্তরিতা।

ধানশী।

আসিয়া নাগর, সমুখে দাঁড়াইল, গলে পীতবাস লৈয়া। সোচান্দ বদনে, ফিরি না চাহলি, তো বড়ি নিঠুর মায়া॥ সো শ্যাম নাগর, জগত দুর্লভ, কিসের অভাব তার। তোমা হেন কত, কুলবতী সতী, দাসী হইয়াছে যা'র॥ তার চূড়া মেনে, সুখেতে থাকুক, তাহে ময়ূরের পাখা। তোমা হেন কত, কুলবতী সতী, দুয়ারে পাইবে দেখা॥ অভিমানী হৈয়া, মোরে

না কহিয়া, তেজলি আপন সুখে। আপনার শেল, যতনে আপনি, হানিলি আপন বুকে॥ মনের আগুণে, মরহ পুড়িয়া, নিভাইবা আর কিসে। শ্যাম জলধর, আর না মিলিবে, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥ ২০৭

বিভাস।

উহাঁর নাম করো না নামে মোর নাহি কাজ। উনি করেছেন ধর্ম্ম নষ্ট ভুবন ভরি লাজ॥ উনি নাটের গুরু সই উনি নাটের গুরু। উনি করেছেন কুলের বাহির নাচাইয়া ভুরু॥ এনে চন্দ্র হাতে দিল যখন ছিল উহাঁর কাজ। এখন উহাঁর অনেক হলো আমরা পেলাম লাজ॥ কহে বড়ু চণ্ডীদাস বাশুলী আদেশে। উহাঁর সনে লেহ, করে তনু হইল শেষে॥

প্রবাস।

ধানশী।

'সখিরে মথুরা মণ্ডলে পিয়া। আসি আসি বলি, পুন না আসিল, কুলিশ-পাষাণ হিয়া॥ আসিবার আশে, লিখিনু দিবসে, খোয়াইনু নখের ছন্দ। উঠিতে বসিতে, পথ নিরখিতে, দু'আঁখি হইল অন্ধ॥ এ ব্রজ মণ্ডলে, কেহ কি না বলে, আসিবে কি নন্দলাল। মিছা পরিহার, ত্যজিয়ে বিহার, রহিব কতেক কাল॥ চণ্ডীদাস কহে, মিছা আসা আশে, থাকিব কতেক দিন। যে থাকে কপালে, করি একেকালে, মিটাইব আধর তিন॥ ২০৯

সুহই।

কানু অঙ্গ পরশে শীতল হ'বে কবে। মদন-দহন জ্বালা কবে সে ঘুচিবে॥ বয়ানে বয়ান হরি কবে সে ধরিবে। বয়ানে বয়ান দিলে হিয়া জুড়াইবে॥ করে ধরি পয়োধর কবে সে চাপিবে। দুখ দশা ঘুচি তবে সুখ উপজিবে॥ বাশুলী এমন দশা কবে সে করিবে। চণ্ডীদাসের মনোদুঃখ তবে সে ঘুচিবে॥ ২১০

তুড়ী।

অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায়। যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥ পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়। সোণার পুতলি যেন ধূলায় লুটায়॥ পুছয়ে পিয়ার কথা ছল ছল আঁখি। তুমি কি দেখেছ কালা কহনারে সখি॥ চণ্ডীদাস কহে কান্দ কিসের লাগিয়া। সে কালা রহেছে তোমার হৃদয়ে লাগিয়া॥ ২১১

ধানশী।

ললিতার কথা শুনি, হাসি হাসি বিনো-দিনী কহিতে লাগিল ধনী রাই "আমারে ছাড়িয়া শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন, এ কথা ত কভু শুনি নাই॥ হিয়ার মাঝারে মোর, এ ঘর মন্দিরে গো, রতন পালঙ্ক বিছা আছে। অনুরাগের তুলিকায় বিছান হয়েছে

তায়, শ্যাম চাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥ তোমরা যে বল শ্যাম, মধুপুরে যাইবেন, কোন পথে বন্ধু পলাইবে। এ বুক চিরিয়া যবে, বাহির করিয়া দিব, তবে ত শ্যাম মধুপুরে যাবে।" শুনিয়া রাইয়ের কথা, ললিতা চম্পকলতা, মনে মনে ভাবিল বিস্ময়। চণ্ডীদাসের মনে, হরষ হইল গো, ঘুচে গেল মাথুরের ভয়॥

ধানশী।

কালি বলি কালা, গেল মধুপুরে, সে কালের কত বাকি। যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা, তাহারে কেমনে রাখি॥ জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন, গেলে না ফিরিবে আর। জীবন থাকিলে বঁধুরে পাইব, যৌবন মিলন ভার॥ যৌবনের গাছে, না ফুটিতে ফুল, ভ্রমরা উড়িয়া গেল। এ ভরা যৌবন, বিফলে গোঙানু, বঁধু ফিরে নাহি এল॥ যাও সহচরি, জানিয়া আসহ, বঁধুয়া আসে না আসে। নিঠুরের পাশ, আমি যাই চলি, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে॥২১৩

সিন্ধুড়া।

সখিরে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল, ফুটল মাধবী লতা। কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে, গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা॥ আমার মাথার কেশ, সুচারু অঙ্গের বেশ, পিয়া যদি মথুরা রহিল। ইহ নব যৌবন, পরশ রতন ধন, কাচের সমান ভেল। কোন্ সে নগরে, নাগর রহল, নাগরী পাইয়া ভোর। কোন গুণবতী, গুণেতে বেঁধেছে, লুবধ ভ্রমর মোর॥ যাও সহচরি, মথুরা মণ্ডলে, বলিও আমার কথা। পিয়া এই দেশে, আসে বা না আসে, জানিয়া আইস হেথা॥ বিধুমুখী বোলে, সহচরী চলে, নিদয় নিঠুর পাশ। সহচরী সনে, ভণয়ে ভং সয়ে কবি বড়ু চণ্ডীদাস॥ ২১৪

কানাড়া।

সখি কহবি কানুর পায়। যে সুখ সায়র, দৈবে শুকায়ল, তিয়াসে পরাণ যায়॥ সখি, ধরবি কানুর কর। আপনা বলিয়া, বোল না তেজবি, মাগিয়া লইবি বর॥ সখি, যতেক মনের সাধ। শয়নে স্বপনে, করিনু ভাবনে, বিহি সে করল বাদ॥ সখি, হাম সে অবলা তায়। বিরহ আগুণ, হৃদয়ে দ্বিগুণ, সহন নাহিক যায়॥ সখি, বুঝিয়া কানুর মন। যেমন করিলে, আইসে, করিবে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥২১৫

মাথুর।

ধানশী।

সই জানি কু-দিন সু-দিন ভেল। মাধব মন্দিরে, তুরিতে আওব, কপাল কহিয়া গেল॥ চিকুর ফুরিছে বসন খসিছে, পুলক যৌবন ভার। বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার॥ প্রভাত সময়ে, কাক কোলাকুলি, আহার বাঁটিয়া খায়। পিয়া আসিবার, নাম সুধাইতে, উড়িয়া বসিল তায়॥ মুখের

তাম্বুল, খসিয়া পড়িছে, দেবের মাথার ফুল। চণ্ডীদাস কহে, সব সুলক্ষণ, বিহি ভেল অনুকূল ॥ ২১৬

ধানশী।

শ্যাম শুকপাখী, সুন্দর নিরখি, রাই ধরিল নয়ান ফান্দে। হৃদয় পিঞ্জরে, রাখিল সাদরে, মনোহি শিকলে বান্ধি ॥ তারে প্রেম সুধা নিধি দিয়ে। তারে পুষি পালি, ধরাইল বুলি, ডাকিত রাধা বলিয়ে ॥ এখন হয়ে অবিশ্বাসী, কাটিয়া আকুসি পলায়ে এসেচে পুরে। সন্ধান করিতে পাইনু শুনিতে, কুবুজা রেখেছে ধরে ॥ আপনার ধন, করিতে প্রার্থন, রাই পাঠাইল মোরে। চণ্ডীদাস দ্বিজে, তব শুভবিজে, পেতে পারে কিনা পারে ॥ ২১৭

শ্রীরাগ।

বিরহ কাতরা, বিনোদিনী রাই, পরাণে বাঁচে না বাঁচে। নিদান দেখিয়া, আসিনু হেথায়, কহিনু তোহারি কাছে ॥ যদি দেখিবে তোমার প্যারী। চল এই ক্ষণে, রাধার শপথ, আর না করিও দেরি ॥ কালিন্দী পুলিনে, কমলের শেজে, রাখিয়া রাইয়ের দেহ। কোন সখী অঙ্গে, লিখে, শ্যাম নাম, নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥ কেহ কহে তোর, বঁধুয়া আসিল, সে কথা শুনিয়া কাণে। মেলিয়া নয়ন, চৌদিশ নেহারে, দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥ যখন হইনু, যমুনা পার, দেখিনু সখীরা মেলি। যমুনার জলে, রাখে অন্তর্জলে, রাই দেহ হরি বলি ॥ দেখিতে যদ্যপি, সাধ থাকে তব, ঝাট চল ব্রজে যাই। বলে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে, আর না দেখিবে রাই ॥ ২১৮

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্, তোরে রে কালিয়া, কে তোরে কুবুদ্ধি দিল। কেবা সেধে ছিল, পিরীতি করিতে, মনে যদি এত ছিল। ধিক্ ধিক্ বঁধু, লাজ নাহি বাস, না জান লেহের লেশ। এক দেশে এলি, অনল জ্বালায়ে, জ্বালাইতে আর দেশ ॥ অগাধ জলের, মকর যেমন, না জানে মিঠ কি তীত। সুরস পায়স, চিনি পরিহরি চিটাতে আদর এত ॥ চণ্ডীদাস ভণে, মনের বেদনে, কহিতে পরাণ ফাটে। তোমার সোণার প্রতিমা, ধুলায় গড়াগড়ি কুবুজা বসিল খাটে ॥ ২১৯

শ্রীরাগ।

ধিক্ ধিক্ ধিক্ নিঠুর কালিয়া, তোরে যে এ বুদ্ধি দিল। কেবা সেধে ছিল, পিরীতি করিতে, মনে যদি এত ছিল ॥ ধিক্ ধিক্ ধিক্, নিঠুর কালিয়া লাজের নাহিক লেশ। একদেশে এলি, অনল জ্বালায়ে, জ্বালাইতে আর দেশ ॥ জনম অবধি, কালিয়া বদন, না ধুলি লাজের ঘাটে হে। ব্রজ গোপীদে হ'তে মথুরা নাগরী, কত রূপে গুণে বটে হে ॥ কিংবা কুবুজা, নামে কুবুজিনী, তেঞি সে লেগেছে

মনে। আপনি যেমন, ত্রিভঙ্গ মুরারি বিহি মিলায়েছে জেনে॥ কিংবা কুবুজা, গুণে গুণবতী, গুণেতে করেছে বশ। পিরীতি সুখের, কি জানে মজিতে, কিবা সে রেখেছে যশ॥ যতেক তোমারে, পিরীতি করুক, তেমন পিরীতি হবে না। রাধা-নাথ বিনে, কুবুজার নাথ, কেহ ত তোমারে কবে না॥ কি আর কহিব, মনের বেদনা, কহিতে যে দুখ পাই। চণ্ডীদাস কহে, কহিতে বেদনা, পরাণ ফাটিয়া যায়॥ ২২০

সুহিনী।

হে কুবুজার বন্ধু! পাসরেছ রাই মুখ-ইন্দু॥ হে পাগধারি! পাসরেছ নবীন কিশোরী॥ রাই পাঠাল মোরে। দাসখত দেখাবার তরে॥ যাতে মোরা আছি সাথী। পদতলে নাম দিলে লেখি॥ তুমি ব্রজে যাবে যবে। করতালি বাজাইব সবে॥ দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে। গালি দিব যত আছে মনে॥ ২২১

বেলাবলী।

রাইর দশা সখীর মুখে। শুনিয়া নাগর মনের দুখে॥ নয়নের জলে বহয়ে নদী। চাহিতে চাহিতে হরল সুধী॥ অব যতনে ধৈরয ধরি। বরজ গমন ইচ্ছিল হরি॥ আগে আগুয়ান করিয়া তার। সখী পাঠাওল কহিয়া সার॥ এখনি আসিছি মথুরা হৈতে। ইথে আন ভাব না ভাব চিতে॥ অধিক উল্লাসে সখিনী ধায়। বড়ু চণ্ডীদাস তাহাই গায়॥ ২২২

ভাব-সম্মিলন।

সুহই।

শতেক বরষ পরে, বঁধুয়া মিলল ঘরে, রাধিকার অন্তরে উল্লাস। হারানিধি পাইনু বলি, লইয়া হৃদয়ে তুলি, রাখিতে না সহে অবকাশ॥ মিলল দুহুঁ তনু কিবা অপরূপ। চকোর পাইল চাঁদ, পাতিয়া পিরীতি ফাঁদ, কমলিনী পাওল মধুপ॥ রস ভরে দুহুঁ তনু, থর থর কাঁপই, ঝাঁপই দুহুঁ দোঁহা আবেশে ভোর। দুহুঁক মিলনে আজি, নিভাওল আনল, পাওল বিরহক ওর॥ রতন পালঙ্ক পর, বৈঠল দুহুঁ জন, দুহুঁ মুখ হেরই দুহুঁ আনন্দে। হরষ সলিল ভরে, হেরই না পারই, অনিমিখে রহল ধন্দে॥ আজি মলয়ানিল, মৃদু মৃদু বহত, নিরমল চাঁদ প্রকাশ। ভাব ভরে গদগদ, চামর ঢুলায়ত, পাশে রহি চণ্ডীদাস॥ ২২৩

বেলাবলী।

নন্দের নন্দন চতুর কান। মিলিল আসিয়া হৃদয়ে জান॥ যাহার যেমত পিরীতি গাঢ়া। তাহারে তেমতি করিলা বাঢ়া॥ মথুরা হৈতে এখনি হরি। আইল বলিয়া শবদ করি॥ আপন ঘরে আপনি গেলা। পিতা মাতা জনু পরাণ পাইলা॥ কালেতে করিয়া মধান জলে। সেচন

করিয়া কাঁদিয়া বলে॥ আর দূর দেশে না যায়ে তুমি। বাহির আর না করিব আমি॥ এত বলি কত দেওল চুম্ব। বারে বারে দেখে মুখারবিন্দ॥ ঐছন মিলল সকল সখা। আর কত জন কে করু লেখা॥ খাওয়াইয়া পিয়াইয়া শোয়াল ঘরে॥ ঘুমাক বলিয়া যতন করে॥ তখন বুঝিয়া সময় পুন। আওল যমুনা তীরক বন॥ রাইয়ের নিকটে পাঠাইলা দূতী। বড়ু চণ্ডীদাস কহয়ে সতি॥ ২২৪

সুহই।

শুন শুন হে রসিক রায়। তোমারে ছাড়িয়া, যে সুখে আছিনু, নিবেদি যে তুয়া পায়॥ না জানি কি ক্ষণে, কুমতি হইল, গৌরবে ভরিয়া গেনু। তোমা হেন বঁধু হেলায়ে হারায়ে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥ জনম অবধি, মায়ের সোহাগে, সোহাগিনী বড় আমি। প্রিয় সখীগণ, দেখে প্রাণসম, পরাণ বঁধুয়া তুমি॥ সখীগণে কহে, শ্যাম সোহাগিনী, গরবে ভরয়ে দে। হামারি গৌরব, তুহুঁ বাঢ়ায়লি, অব টুটায়ব কে। তোহারি, গরবিনী হাম, গরবে ভরল বুক। চণ্ডীদাস কহে, এমতি নহিলে, পিরীতি কিসের সুখ॥ ২২৫

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি। জনমে জনমে, জীবনে মরণে, প্রাণ বন্ধু হইও তুমি॥ অনেক পুণ্যফলে, গৌরী আরাধিয়ে, পেয়েছি কামনা করি। না জানি কি ক্ষণে, দেখা তব সনে, তেঞি সে পরাণে মরি॥ বড় শুভ ক্ষণে, তোমা হেন ধনে, বিধি মিলাওল আনি। পরাণ হইতে, শত শত গুণে, অধিক করিয়া মানি॥ গুরু গরবেতে, তারা বলে কত, সে সব গরল বাসি। তোমার কারণে, গোকুল নগরে, দুকুল হইল হাসি॥ চণ্ডীদাস বলে, শুনহ নাগর, রাধার মিনতি রাখ। পিরীতি রসের, চূড়ামণি হয়ে, সদাই অন্তরে থাক॥ ২২৬

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি! মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥ তোমার চরণে, আমার পরাণে, বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি। সব সমর্পিয়া, এক মন হৈয়া, নিশ্চয় হইলাম দাসী॥ ভাবিয়াছিলাম, এ তিন ভুবনে, আর মোর কেহ আছে। রাধা বলি কেহ, সুধাইতে নাই, দাঁড়াব কাহার কাছে॥ একুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে, আপনা বলিব কায়। শীতল বলিয়া, শরণ লইনু, ও দুটী কমল পায়॥ না ঠেলহ ছলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর। ভাবিয়া দেখিনু, প্রাণনাথ বিনে, গতি যে নাহিক মোর॥ আঁখির নিমিখে, যদি নাহি দেখি, তবে সে পরাণে মরি। চণ্ডীদাস কহে, পরশ রতন, গলায় গাঁথিয়া পরি॥ ২২৭

সুহই।

শুনহে চিকণ কালা! বলিব কি আর, চরণে তোমার, অবলার যত জ্বালা॥ চরণ থাকিতে, না পারি চলিতে, সদাই পরের বশ। যদি কোন ছলে, তব কাছে এলে, লোকে করে অপযশ॥ বদন থাকিতে, না পারি বলিতে, তেঞিসে অবলা নাম। নয়ন থাকিতে, সদা দরশন, না পেলেম নবীন শ্যাম॥ অবলার যত দুঃখ, প্রাণনাথ! সব থাকে, মনে মনে। চণ্ডীদাস কয়, রসিক যে হয়, সেই সে বেদনা জানে॥ ২২৮

সুহই।

বঁধু কি আর বলিব আমি! যে মোর ভরম, ধরম করম, সকলি জানহে তুমি! যে তোর করুণা, না জানি আপনা, আনন্দে ভাসি যে নিতি। তোমার আদরে, সবে স্নেহ করে, বুঝিতে না পারি রীতি॥ মায়ের যেমন, বাপার তেমন, তেমতি বরজপুরে। সখার আদরে, পরাণ বিদরে, সে সব গোচর তোরে॥ সতী বা অসতী, তোহে মোর মতি, তোহারি আনন্দে ভাসি। তোমারি বচন, সালঙ্কার মোর, ভূষণে ভূষণ বাসি॥ চণ্ডীদাসে বলে, শুনহ সকলে, বিনয় বচন সার। বিনয় করিয়া বচন কহিলে, তুলনা নাহিক তার॥ ২২৯

সুহই

বঁধু কি আর বলিব তোরে। অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া, রহিতে না দিলি ঘরে॥ কামনা করিয়া, সাগরে মরিব, সাধিব মনেরি সাধা। মরিয়া হইব, শ্রীনন্দের নন্দন, তোমারে করিব রাধা॥ পিরীতি করিয়া, ছাড়িয়া যাইব, রহিব কদম্বতলে। ত্রিভঙ্গ হইয়া, মুরলী বাজাব যখন যাইবে জলে॥ মুরলী শুনিয়া, মোহিত হইবা, সহজ কুলের বালা। চণ্ডীদাস কয়, তখনি জানিবে, পিরীতি কেমন জ্বালা॥ ২৩০

ধানশী।

নিবেদন শুন শুন বিনোদ নাগর। তোমারে ভজিয়া মোর কলঙ্ক অপার॥ পর্ব্বত সমান কুল শীল তেয়াগিয়া। ঘরের বাহির হইলাম তোমার লাগিয়া॥ নব রে নব রে নব নব ঘনশ্যাম। তোমার পিরীতি খানি অতি অনুপাম॥ কি দিব কি দিব বঁধু মনে করি আমি। যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি॥ তুমি আমার প্রাণবঁধু আমি হে তোমার। তোমার ধন তোমারে দিতে ক্ষতি কি আমার॥ দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে শুন শ্যাম ধন। কৃপা করি এ দাসীরে দেহ শ্রীচরণ॥

সুহই।

শুন সুনাগর, করি যোড় কর, এক নিবেদিয়ে বাণী। এই কর মেনে, ভাঙ্গে নাহি জেনে, নবীন পিরীতি খানি॥ কুল শীল জাতি, ছাড়ি নিজ পতি, কালি দিয়ে দুই কুলে। এ নব যৌবন, পরশ রতন, সঁপেছি চরণতলে॥ তিনহি আখর, করিয়ে

আদর, শিরেতে লয়েছি আমি। অবলার আশ না কর নৈরাশ, সদাই পুরিবে তুমি॥ তুমি রসরাজ, রসের সমাজ, কি আর বলিব আমি। চণ্ডীদাস কহে, জনমে জনমে, বিমুখ না হোয় তুমি॥ ২৩২

সুহই।

বঁধু তুমি সে পরশ মণি হে, বঁধু তুমি সে পরশ মণি। ও অঙ্গ পরশে, এ অঙ্গ আমার, সোণার বরণ খানি॥ তুমি রস-শিরোমণি হে। বঁধু তুমি রস-শিরোমণি। মোরা অবলা অখলা, আহিরিণী বালা, তো, সেবা নাহি জানি॥ তোঁহার লাগিয়া, ধাই বনে বনে, আমি সুবল বেশ ধরি হে। এক তিলে শত যুগ, দরশনে মানি, ছেড়ে কি রইতে পারি হে॥ অঙ্গের বরণ, কস্তুরী চন্দন, আমি হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি। ও দুটী চরণ, পরাণে ধরিয়া, নয়ান মুদিয়া থাকি॥ চণ্ডীদাস কহে, শুন রসপতি, তুহুঁ সে পিরীতি জান হে। বঁধু সে তোমার, এক কলেবর, তুহুঁ সে এক প্রাণ হে॥ ২৩৩

সুহই।

• বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ। দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান॥ অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন। গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা, না জানি ভজন পূজন॥ পিরীতি রসেতে, ঢালি তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়। তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি, মন নাহি আন তায়॥ কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ। তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার, গলায় পরিতে সুখ॥ সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি। কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম, তোহারি চরণ দুখানি॥ ২৩৪

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উত্তর)। রাই তুমি সে আমার গতি। তোমার কারণে, রসতত্ত্ব লাগি, গোকুলে আমার স্থিতি॥ নিশি দিশি সদা, বাস আলাপনে, মুরলী লইয়া করে। যমুনা সিনানে, তোমার কারণে, বসি থাকি তার তীরে॥ তোমার রূপের, মাধুরী দেখিতে, কদম্বতলাতে থাকি। শুনহ কিশোরি, চারি দিক হেরি, যেমত চাতক পাখী॥ তবরূপ গুণ, মধুর মাধুরী, সদাই ভাবনা মোর। করি অনুমান, সদা করি গান, তব প্রেমে হৈয়া ভোর॥ চণ্ডীদাস কয়, ঐছন পিরীতি, জগতে আর কি হয়? এমত পিরীতি, না দেখি কখন, কখন হবার নয়॥ ২৩৫

সুহই।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)।

অনেক সাধের, পরাণ বঁধুয়া, নয়ানে লুকায়ে থোব। প্রেম চিন্তামণির, শোভা গাঁথিয়া, হিয়ার মাঝারে লব॥ তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন, কিনেছি বিশাখা জানে। বিনা ধনে আর, অধিকার কার, এ বড়

গৌরব মনে॥ বাড়িতে বাড়িতে, কল না বাড়িতে, গগনে চড়ালে মোরে। গগনে হইতে, ভূমে না ফেলাও, এই নিবেদন তোরে॥ এই নিবেদন, গলায় বসন, দিয়া কহি শ্যাম পায়। চণ্ডীদাস কয়, জীবনে মরণে, না ঠেলিবে রাঙ্গাপায়॥ ২৩৬

সুহই।

বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব। প্রেম-চিন্তামণি, রসেতে গাঁথিয়া হৃদয়ে তুলিয়া লব॥ শিশু কাল হৈতে, আন নাহি চিতে, ও পদ করেছি সার। ধন জন মন, জীবন যৌবন, তুমি সে গলার হার॥ শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে, কভু না পাসরি তোমা। অবলার ত্রুটি, হয় শত কোটি, সকলি করিবে ক্ষমা॥ না ঠেলিও বলে, অবলা অখলে, যে হয় উচিত তোর। ভাবিয়া দেখিলাম, তোমা বঁধু বিনে, আর কেহ নাহি মোর॥ তিলে আঁখি আড়, করিতে না পারি, তবে যে মরি আমি। চণ্ডীদাস ভণে, অনুগত জনে, দয়া না ছাড়িও তুমি॥ ২৩৭

সুহই।

(শ্রীকৃষ্ণের উক্তি)

আর এক বাণী, শুন বিনোদিনি, দয়া না ছাড়িও মোরে। ভজন সাধন, কিছুই না জানি, সদাই ভাবিহে তোরে॥ ভজন সাধন, করে যেই জন, তাহারে সদয় বিধি। আমার ভজন, তোমার চরণ, তুমি রসময়ী নিধি॥ ধাওত পিরীতি, মদন বেয়াধি, তনু মন হলো তোর। সকল ছাড়িয়া, তোমারে ভজিয়া, এই দশা হইল মোর॥ নব সন্নিপাতি, দারুণ বেয়াধি, পরাণে মরিলাম আমি। রসের সায়রে, ডুবায়ে আমারে, অমর করহ তুমি॥ যেবা কিছু আমি, সব জান তুমি, তোমার আদেশ সার। তোমারে ভজিয়া, নায়ে কড়ি দিয়া, ডুবে কি হইব পার॥ বিপদ পাথার, না জানি সাঁতার, সম্পত্তি নাহিক মোর। বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, যে হয় উচিত তোর॥ ২৩৮

ভূপালী।

(শ্রীরাধিকার উক্তি)।

বহু দিন পরে বঁধুয়া এলে। দেখা না হইত পরাণ গেলে॥ এতেক সহিল অবলা বলে। ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে॥ দুখিনীর দিন দুঃখেতে গেল। মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল॥ এ সব দুঃখ কিছু না গণি। তোমার কুশলে কুশল মানি॥ এ সব দুঃখ গেল হে দূরে। হারাণ রতন পাইলাম কোরে॥ এখন কোকিল আসিয়া করুক গান। ভ্রমরা ধরুক তাহার তান॥ মলয় পবন বহুক মন্দ। গগনে উদয় হউক চন্দ॥ বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে। দুঃখ দূরে গেল সুখ বিলাসে॥ ২৩৯

রাগাত্মিক পদ।

এই সে রস নিগূঢ় ধন্দ। ব্রজ বিনা ইহা না জানে অন্য॥ দুই রসিক হইলে জানে। সেই ধন সদা যতনে আনে॥ নয়নে নয়নে রাখিবে পিরীতি। রাগের উদয় এই সে রীতি॥ রাগের উদয় বসতি কোথা। মদন মাদন শোষণ যথা॥ মদন বৈসে বাম নয়নে। মাদন বৈসে দক্ষিণ কোণে॥ শোষণ বাণেতে উপানে চাই। মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥ স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি। চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥ ২৪০

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে, কেহত রসিক নয়। ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া দেখিলে, কোটিতে গোটিক হয়॥ সখি হে রসিক বলিব কারে। বিবিধ মশলা, রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তারে॥ রস পরিপাটী, সুবর্ণের ঘটী, সম্মুখে পুরিয়া রাখে,। খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে, তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥ সেই রস পান, রজনী দিবসে, অঞ্জলি পুরিয়া খায়। খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে, উছলিয়া বহি যায়॥ চণ্ডীদাসে কহে, শুন রসবতি তুমি সে রসের কূপ। রসিক জনা, রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥ ২৪১

নিত্যের আদেশে, বাশুলী চলিল, সহজ জানাবার তরে। ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে, প্রবেশ যাইয়া করে॥ বাশুলী আসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডীদাসে কিছু কয়। সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥ ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে যাহা কহি আমি, তাহা শুন তুমি, শুনহ চৌষট্টি সনে॥ বস্তুতে গ্রহেতে, করিয়া একত্রে, ভজহ তাহারে নিতি। বাণের সহিতে, সদাই যুজিতে, সহজের এই রীতি॥ দক্ষিণ দেশেতে, না যাবে কদাচিতে, যাইলে প্রমাদ হবে। এই কথা মনে, ভাব রাত্রি দিনে, আনন্দে থাকিবে তবে॥ রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া, সেই সে আরোপ সার॥ ভজন তোমারি, রজক ঝিয়ারি, রামিণী নাম যাহার॥ বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, শুনহ দ্বিজের সুত। একথা ল'বে না, না জানে যে জনা, সেই সে করিল ভূত॥ ২৪২

কাম আর মদন দুই প্রকৃতি পুরুষ। তাহার পিতার পিতা সহজ মানুষ॥ তাহা দেখ দূর নহে আছয়ে নিকটে। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে তেঁহ রহে চিত্রপটে॥ সর্পের মস্তকে যদি রহে পদ্মমণি। কীটের স্বভাব দোষে তাহে নহে ধ্বনি॥ গোরোচনা জন্মে দেখ গাভীর ভাণ্ডারে। তাহার যতেক মূল্য সে জানিতে নারে॥ সুন্দর শরীরে হয় কৈতবের বিন্দু। কৈতব হইলে হয় গরলের সিন্ধু॥ অকৈতবের বৃক্ষ যদি রহে এক ঠাঁই। নাড়িলে বৃক্ষের মূল ফল নাহি পাই॥

নিদ্রার আবেশে দেখ কপাল পানে চেয়ে। চিত্রপটে নৃত্য করে তার নাম মেয়ে॥ নিশি যোগে শুক সারী যেই কথা কয়। চণ্ডী-দাস কহে কিছু বাশুলী কৃপায়॥

প্রেমের আকৃতি, দেখিয়া মূরতি, মন যদি তাতে ধায়। তবে ত সে জন, রসিক কেমন, বুঝিতে বিষম তায়॥ আপন মাধুরী দেখিতে না পাই, সদাই অন্তর জ্বলে। আপনা আপনি, করয়ে ভাবনি, কি হৈল কি হৈল বলে॥ মানুষ অভাবে, মন মরি-চিয়া, তরাসে আছাড় খায়। আছাড় খাইয়া, করে ছট ফট, জীয়ন্তে মরিয়া যায়॥ তাহার মরণ, জানে কোন জন, কেমন মরণ সেই। যে জনা জানয়ে, সেই সে জীয়বে, মরণ বাঁটিয়া লেই॥ বাঁটিলে মরণ, জীয়ে দুই জন, লোকে তাহা নাহি জানে। প্রেমের আকৃতি, করে ছট ফটি, চণ্ডীদাসে ইহা ভণে॥ ২৪৪

শুন রজকিনি রামি। ও দুটী চরণ, শীতল জানিয়া, শরণ লইনু আমি॥ তুমি বেদ বাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা। তোমার ভজনে, ত্রিসন্ধ্যা যাজনে, তুমি সে গলার হারা॥ রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়। রজ-কিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বডু চণ্ডীদাসে গায়॥ ২৪৫

এক নিবেদন, করি পুনঃ পুনঃ শুন রজ-কিনি রামি। যুগল চরণ, শীতল দেখিয়া, শরণ লইলাম আমি॥ রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কাম গন্ধ নাহি তায়। না দেখিলে মন, করে উচাটন, দেখিলে পরাণ জুড়ায়॥ তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃ পিতৃ। ত্রিসন্ধ্যা যাজন, তোমারি ভজন, তুমি বেদমাতা গায়ত্রী॥ তুমি বাগ্বাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে গলার হারা। তুমি স্বর্গ মর্ত্ত, পাতাল পর্ব্বত, তুমি সে নয়নের তারা॥ ওরূপ মাধুরী,, পাসরিতে নারি, কি দিয়ে করিব বশ। তুমি সে তন্ত্র, তুমি সে মন্ত্র, তুমি উপাসনা রস॥ ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে, কে আছে আমার আর। বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে, ধোপানী চরণ সার॥ ২৪৬

পুন আর বার, আসি তরাতর, রামিণী জগতমাতা। ধরিয়া রামিণী, কহিছেন বাণী, শুনহ আমার কথা॥ যাহা কহি বাণী, শুনহ রামিণি, এ কথা ভুবন পার। পরকিয়া রতি, করহ আরতি, সেই সে ভজন সার॥ চণ্ডীদাস নামে, আছে এক জন, তাহারে আরোপ কর। অবশ্য করিলে, নিত্যধাম পাবে, আমার বচন ধর॥ নেত্রে বেদ দিয়া, সদাই ভজিবা, আনন্দে থাকিবা তবে। সমুদ্র ছাড়িয়া, নরকে যাইবা, ভজন নাহিক হবে॥ আর তিন দিয়া, বেদে মিশাইয়া, সতত তাহাই যজ। নিত্য

এক মনে, ভাব রাত্রি দিনে, মম পদ সদা ভজ ॥ ব্যভিচারী হইলে, প্রাপ্তি নাহি মিলে, নরকে যাইবে তবে। রতি স্থির মনে, ভাব রাত্রি দিনে, সহজ পাইবে তবে॥ আর একবাণী, শুনহ রাখিনি, এ কথা রাখিও মনে। বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে এ কথা পাছে কেহ শুনে॥২৪৭

কহিছে রজকিনী রামী, শুন চণ্ডীদাস তুমি, নিশ্চয় মরম কহি জানে। বাশুলী কহিছে যাহা, সত্য করি মান তাহা, বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥ আমিত আশ্রয় হই, বিষয় তোমারে কই, রমণ কালেতে গুরু তুমি। আমার স্বভাব মন, তোমার রতি ধ্যান, তেঞি সে তোমায় গুরু করি মানি। সহজ মানুষ হব, রসিক নগরে যাব, থাকিব প্রণয় রস ঘরে। শ্রীরাধিকা হবে রাজা, হইব তাহার প্রজা, ডুবিব রসের সরোবরে॥ সেই সরোবরে গিয়া, মন পদ্ম প্রকাশিয়া, হংস প্রায় হইয়া রহিব। শ্রীরাধা মাধব সঙ্গে, আনন্দ কৌতুক রঙ্গে, জনমে মরণে তুয়া পাব॥ শুন চণ্ডীদাস প্রভু, ভজন না হয় কভু, মনের বিকার ধর্ম্ম জনে। সাধন শৃঙ্গার রস, ইহাতে হইবে বশ, বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে॥২৪৮

চণ্ডীদাসে কহে তুমি সে গুরু। তুমি সে আমার কল্পতরু। যে প্রেম রতন কহিলে মোরে। কি ধন রতনে তুষিব তোরে॥ ধন জন দারা সোঁপিনু তোরে। দয়া না ছাড়িও কখন মোরে॥ ধরম করম কিছু না জানি। কেবল তোমার চরণ মানি॥ এক নিবেদন তোমারে কব। মরিয়া দোঁহেতে কি রূপ হব॥ বাশুলী কহিছে কহিব কি। মরিয়া হইবে রজক ঝি॥ পুরুষ ছাড়িয়া প্রকৃতি হবে। এক দেহ হয়ে নিত্যতে যাবে॥ চণ্ডীদাস প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা। বাশুলী চলিয়া নিত্যতে গেলা॥ ২৪৯

চণ্ডীদাস কহে শুনহ মাতা। কহিলে আমারে সাধন কথা॥ সাতালী উপরে তিনের স্থিতি। সে তিন রহয়ে কাহার গতি॥ এ তিন দুয়ারে কি বীজ হয়। কি বীজ সাধিয়া সাধক কয়॥ রতির আকৃতি বলিয়ে যারে। রসের প্রকার কহিব মোরে॥ কি বীজ সাধিলে সাধিব রতি। কি বীজ ভজিলে রসের গতি॥ সামান্ত রতিতে বিশেষ সাধে। সামান্ত সাধিতে বিশেষ বাধে॥ সামান্ত বিশেষ একতা রতি। এ কথা শুনিয়া সন্দেহ মতি॥ সামান্ত রতিতে কি বীজ হয়। বিশেষ রতিতে কি বীজ কয়॥ সামান্ত রসকে কি রস ধজে। কি বীজ প্রকারে বিশেষ মজে॥ তিনটী দুয়ারে থাকয়ে যে। সেই তিন জন নিত্যের কে॥ চণ্ডীদাস কহে কহবে মোরে। বাশুলী কহিছে কহিব তোরে॥ ২৫০

এ দেহে সে দেহে একই রূপ। তবে সে জানিবে রসেরই কূপ॥ এ বীজে সে বীজে একতা হবে। তবে সে প্রেমের সন্ধান

পাবে॥ সে বীজ খজিয়ে এ বীজ ভজে। সেই সে প্রেমের সাগরে মজে॥ রতিতে রসেতে একতা করি। সাধিবে সাধক বিচার করি॥ বিশুদ্ধ রতিতে বিশুদ্ধ রস। তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥ বিশুদ্ধ রতিতে করণ কি। সাধহ সতত রজক ঝি॥ সাতাশী উপরে তাহার ঘর। তিনটী দুয়ার তাহার পর॥ বীজে মিশাইয়া রাগিণী যজ। রসিক মণ্ডলে সতত ভজ॥ বিশুদ্ধ রতিতে বিকার পাবে। সাধিতে নারিলে নরকে যাবে॥ বাশুলী কহয়ে এই সে হয়। চণ্ডীদাস কহে অন্যথা নয়॥ ২৫১

বাশুলী কহিছে শুনহ দ্বিজ। কহিব তোমারে সাধন বীজ॥ প্রথম দুয়ারে মদের গতি। দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥ তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়। কন্দর্প রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥ আসক রূপেতে শ্রীরাধা কই। মদরূপ ধরি আমি সে হই॥ সাতাশী আখরে সাধিবে তিনে। একত্র করিয়া আপন মনে॥ রতির আকৃতি আসকে রয়। রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥ তিনটী আখরে রতিকে যজি। পঞ্চম আখরে বাণকে ভজি॥ দ্বিতীয় আসকে সামন্ত রতি। তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥ চতুর্থ আখর সামান্ত রস। তাহাতে কিশোরা কিশোরী বশ॥ বাশুলী কহয়ে এই সে সার। এ রস সমুদ্র বেদান্ত পার॥ ২৫২

স্বরূপে আরোপ যার, রসিক নাগর তার, প্রাপ্তি হবে মদনমোহন। গ্রাম্য দেব বাশুলীরে, জিজ্ঞাসসে কর যোড়ে, রামী কহে শৃঙ্গার সাধন॥ চণ্ডীদাস কর যোড়ে, বাশুলীর পায় ধরে, মিনতি করিয়া পুছে বাণী। শুন মাতা ধর্ম্মমতি, বাউল হইনু অতি, কেমনে সুবুদ্ধি হবে প্রাণী॥ হাসিয়ে বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়, আমি থাকি রসিক নগরে। সে গ্রাম দেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী, জিজ্ঞাসসে যতনে তাহারে॥ সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারিণী, রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ। তুমি ত রমণের গুরু, সেহ রসের কল্পতরু, তার সনে দাস অভিমান॥ চণ্ডীদাস কহে মাতা কহিলে সাধন কথা, রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল। নিশ্চয় সাধন গুরু, সেই রসের কল্পতরু, তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥ ২৫৩

শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে। সব রস সার শৃঙ্গার এ॥ শৃঙ্গার রসের মরম বুঝে। মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥ রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা। সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥ কিশোরা কিশোরী দুইটী জন। শৃঙ্গার রসের মুরতি হন॥ গুরু বস্তু এবে বলিব কায়। বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়। কিশোরা কিশোরী যাহাকে ভজে। গুরু বস্তু সেই সদা যজে॥ চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ। যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥ ২৫৪

রসিকা নাগরী রসের মরা। রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥ অবলা মূরতি রসের বাণ। রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥ রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে। দরশ বাড়ায়া পরশ মাগে॥ দরশে পরশে রস প্রকাশ। চণ্ডীদাস কহে রস বিলাস॥ ২৫৫

রসের কারণ, রসিকা রসিক, কায়টি ঘটনে রস। রসিক কারণ, রসিকা হোয়ত, যাহাতে প্রেম বিলাস॥ স্থলত পুরুষে কাম সূক্ষ্ম গতি, স্থলত প্রকৃতি রতি। দুহুঁক ঘটনে, যে রস হোয়ত, এবে তাহে নাহি গতি॥ দুহুঁক যোটন, বিনহি কখন, না হয় পুরুষ নারী। প্রকৃতি পুরুষে, যো কছু হোয়ত, রতি প্রেম পরচারি॥ পুরুষ অবশ, প্রকৃতি সবশ, অধিক রস যে পিয়ে। রতি সুখ কালে, অধিক সুখহি, তা নাকি পুরুষে পায়ে॥ দুহুঁক নয়নে, নিকষয়ে বাণ, বাণ যে কামের হয়। রতির যে বাণ, নাহিক কখন, তবে কৈছে নিকষয়॥ কাম দাবানল, রতি সে শীতল, সলিল প্রণয় পাত্র। কুল কাঠ খড়, প্রেম যে আধেয়, পচনে পিরীতি মাত্র॥ পচনে পচনে, লোত উপজিয়া, যবে তেল দ্রব ময়। সেই বস্ত এবে, বিলাসে উপজে, তাহারে রস যে কয়॥ বাশুলী আদেশে, চণ্ডীদাস ভণি, রূপনারায়ণ সঙ্গে। দুহুঁ আলিঙ্গন, করল তখন, ভাসল প্রেম তরঙ্গে॥ ২৫৬

প্রেমের যাজন, শুন সর্ব্বজন, অতি সে নিগূঢ় রস। যখন সাধন, করিয়া তখন, এড়ায় টানিবা শ্বাস॥ তাহা হইলে, মন বায়ু সে, আপনি হইবে বশ। তা হইলে কখন, না হইবে পতন, জগৎ ঘোষিবে যশ॥ বেদ বিধি পার, এমন আচার, যাজন করিবে যে। ব্রজের নিত্য ধন, পায় সেই জন, তাহার উপর কে॥ সদানন্দ হৃদয়ে, নয়নে দেখয়ে, যুগল কিশোর রূপ। প্রেমের আচার, নয়নগোচর, জানয়ে রসের কূপ॥ চণ্ডীদাস কয়, নিত্য বিলাসময়, হৃদয়ে আনন্দ ভোরা। নয়নে নয়নে, থাকে দুই জনে, যেন জীয়ন্তে মরা॥ ২৫৭

শুন শুন দিদি, প্রেম সুধা নিধি, কেমন তাহার জল। কেমন তাহার, গভীর গম্ভীর, উপরে শেহালা দল॥ কেমন ডুবারু, ডুবেছে তাহাতে, না জানি কি লাগি ডুবে। ডুবিয়ে রতন, চিনিতে নারিলাম, পড়িয়া রহিলাম ভবে॥ আমি মনে করি, আছে কত ভারি, না জানি কি ধন আছে। নন্দের নন্দন, কিশোরা কিশোরী, চমকি চমকি হাসে॥ সখীগণ মেলি, দেয় করতালি, স্বরূপে মিশায়ে রয়। স্বরূপ জানিয়ে, রূপে মিশাইয়ে, ভাবিয়ে দেখিলে হয়॥ ভাবের ভাবনা, আশ্রয় যে জনা, ডুবিয়ে রহিল সে। আপনি তরিয়ে, জগত তরায়, তাহাকে তরাবে কে॥ চণ্ডীদাস বলে, লাখে এক মিলে, জীবের

লাগয়ে ধান্ধা। শ্রীরূপ করুণা, যাহারে হইয়াছে, সেই সে সহজ বান্ধা॥ ২৫৮

আপনা বুঝিয়া, সুজন দেখিয়া, পিরীতি করিব তায়। পিরীতি রতন, করিব যতন, যদি সমানে সমানে হয়॥ সখী হে পিরীতি বিষম বড়। যদি পরাণে পরাণে, মিশাইতে পারে, তবে সে পিরীতি দড়॥ ভ্রমরা সমান, আছে কত জন, মধু লোভে করে প্রীত। মধু পান করি, উড়িয়ে পলায়, এমতি তাহার রীত॥ বিধুর সহিত, কুমুদ পিরীতি, বসতি অনেক দূরে। সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে, এমনি পরাণ ঝুরে॥ সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে, সদাই দুখের ঘর। আপন সুখেতে, যে করে পিরীতি, তাহারে বাসিব পর॥ সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি, শুনিতে বাড়ে যে আশ। তাহার চরণে, নিছনি লৈয়া, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২৫৯

সুজনের সনে, আনের পিরীতি, কহিতে পরাণ ফাটে। জিহ্বার সহিত, দন্তের পিরীতি, সময় পাইলে কাটে॥ সখা হে কেমন পিরীতি লেহা। আনের সহিত, করিয়া পিরীতি, গরলে ভরিল দেহা॥ বিষম চাতুরী, বিষের গাগরী, সদাই পরাধীন। আত্ম সমর্পণ, জীবন যৌবন, উধাচ ভাবয়ে ভিন॥ সকাম লাগিয়া, ফেরয়ে ঘুরিয়া, পর অন্তে নাহি চায়। করিয়া চাতুরী, মধু পান করি, শেষে উড়িয়া পলায়॥ সখী না কর সে পিরীতি আশ। ঝাটিয়া পিরীতি কেবল কুরীতি, কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥ ২৬০

শুন গো সজনি আমারি বাত। পিরীতি করিব সুজন সাত॥ সুজন পিরীতি পাষাণ রেখ। পরিণামে কভূ না হবে টোট॥ ঘষিতে ঘষিতে চন্দন সার। দ্বিগুণ সৌরভ উঠয়ে তার॥ চণ্ডীদাস কহে পিরীতি রীতি। বুঝিয়া সজনি করহ প্রীতি॥ ২৬১

নিজ দেহ দিয়া ভজিতে পারে। সহজ পিরীতি বলিব তারে॥ সহজে রসিক করয়ে প্রীত। রাগের ভজন এমন রীত॥ এখানে সেখানে এক হইলে। সহজ পিরীতি না ছাড়ে মৈলে॥ সহজ বুঝিয়ে যে হয় রত। তাহার মহিমা কহিব কত॥ চণ্ডীদাস কহে সহজ রীত। বুঝিয়ে নাগরী করহ প্রীত॥ ২৬২

পিরীতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে। সাধনা অঙ্গ না পায় সে॥ প্রেমের পিরীতি মাধুরীময়। নন্দের নন্দন কতেক কয়॥ রাগ সাধনের এমতি রীত। সে পথি জনার তেমতি চিত॥ সকল ছাড়িল যাহার তরে। তাহারে ছাড়িতে সাহস করে॥ আদি চণ্ডীদাসে চারি সুবুঝান। দাউ উঠাইল যেমন মান॥ ২৬৩

প্রেমের পিরীতি, কিসে উপজিল, প্রেমা-ধরে নিব কারে। কেবা কোথা হইল, কেবা সে দেখিল, এ কথা কহিব কারে॥ পাতের ফুলে, ফুলের কিরণ, তাহার মাঝারে যেই। তাহারে অনেক, যতনে নিঙ্গাড়ে,চতুর রসিক সেই॥ প্রেমের চাতুরি, চতুর হইয়া, তিনের কাছেতে থাকে। চারিটী আখর, হরিলে পূরিলে, তাহে যেবা বাকি থাকে॥ তাহার বাকিতে, প্রেমের আখর, পিরীতি আখর অড়। সকল আখর, এক করি দেখ, প্রেমের কথাটী দড়॥ ছয়টী আখর, মূল করি দেখ, তাহার ঘুচাই দুই। চণ্ডীদাস কহে, এ কথা বুঝয়, রসিক হইবে যেই॥২৬৪

পিরীতি উপরে, পিরীতি বৈসয়ে, তাহার উপরে ভাব। ভাবের উপরে, ভাবের বসতি, তাহার উপর লাভ॥ প্রেমের মাঝারে পুলকের স্থান, পুলক উপরে ধারা। ধারার উপরে, ধারার বসতি, এ সুখ বুঝয়ে কারা॥ ফুলের উপরে, ফুলের বসতি, তাহার উপরে গন্ধ। গন্ধ উপরে, এ তিন আখর, এ বড় বুঝিতে ধন্দ॥ ফুলের উপরে ফুলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ। ঢেউর উপরে, ঢেউর বসতি, ইহা জানে কেহ কেহ॥ দুখের উপরে, দুখের বসতি, কেহ কিছু ইহা জানে। তাহার উপরে, পিরীতি বৈসয়ে, দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥ ২৬৫

সতের সঙ্গে পিরীতি করিলে, সতের বরণ হয়। অসতের বাতাস, অঙ্গেতে লাগিলে, সকলি পলায়ে যায়॥ সোণার ভিতরে, তাহার বসতি, যেমন বরণ দেখি। কাগের ঘরেতে, বৈদিক থাকিলে, রসিক নাহিক লেখি॥ রসিকের প্রাণ, যেমতি করয়ে, এমতি কহিব কারে। টলিয়া না টলে, এমতি বুঝায়া, মরম কহিব তারে॥ এমতি করণ, যাহার দেখিব, তাহার নিকটে বসি। চণ্ডীদাস কয়, জনমে জনমে, হয়ে রব তার দাসী॥ ২৬৬

সহজ আচার, সহজ বিচার, সহজ বলি যে কায়। কেমন বরণ, কিসের গঠন, বিবরিয়া কহ তায়॥ শুনি নন্দসুত, কহিতে লাগিল, শুন বৃকভানু ঝি। সহজ পিরীতি, কোথা তার স্থিতি, আমি না জেনেছি শুনেছি॥ আনন্দের আলয়, ক্ষীরোদ সায়র, প্রেম বিন্দু উপজিল। গদ্য পদ্য হয়ে, কামের সহিতে, বেগেতে ধাইয়া গেল॥ বিজুরী জিনিয়া, বরণ যাহার, কুটিল স্বভাব যার। যাহার হৃদয়ে, করয়ে উদয়, সে অঙ্গ করয়ে ভার॥ এমতি আচার, ভজন যে করে, শুনহ রসিক ভাই। চণ্ডীদাস কহে, ইহার উপরে, আর দেখ কিছু নাই॥ ২৬৭

সহজ সহজ, সবাই কহয়ে, সহজ জানিবে কে। তিমির অন্ধকার যে হইয়াছে পার, সহজ জেনেছে সে॥ চান্দের কাছে, অবলা আছে, সেই সে পিরীতি সার। বিষে অমৃতেতে, মিলন একত্রে, কে বুঝিবে মরম তার॥ বাহিরে তাহার, একটী দুয়ার

ভিতরে তিনটী আছে। চতুর হইয়া, দুইকে ছাড়িয়া, থাকিবে একের কাছে॥ যেন আম্র ফল, অতি সে রসাল, বাহিরে কুশী ছাল কষা। ইহার আস্বাদন, বুঝে যেই জন, করহ তাহার আশা॥ রূপ করুণাতে, পারিবে মিলিতে, ঘুচিবে মনের ধান্দা। কহে চণ্ডীদাস, পুরিবেক আশ, তবে ত খাইবে সুধা॥ ২৬৮

সই সহজ মানুষ নিত্যের দেশে। মনের ভিতরে কেমনে আইসে। ব্যাসের আচার করিবে যেই। বিরজা উপরে যাইবে সেই॥ রাগতত্ত্ব লইয়া যে জন ভজে। সেই সে তাহার সন্ধান খুঁজে॥ সহজ ভজন বিষম হয়। অনুগত বিনা কেহ না পায়॥ চণ্ডীদাস বলে এ সারকথা, বুঝিলে পাইবে মনের ব্যথা॥ ২৬৯

ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া, আছয়ে যে জন,কেহ না দেখয়ে তারে। প্রেমের পিরীতি যে জন জানয়ে, সেই সে পাইতে পারে॥ পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর, জানিবে ভজন সার। রাগমার্গে যেই, ভজন করয়ে, প্রাপ্তি হইবে তার। মৃত্তিকার উপরে, জলের বসতি, তাহার উপরে ঢেউ। তাহার উপরে, পিরীতি বসতি, তাহা কি জানয়ে কেউ॥ রসের পিরীতি, রসিক জানয়ে, রস উদ্গারিল কে। সকল ত্যজিয়া যুগল হইয়া, গোলোকে রহিল সে॥ পুত্র পরিজন, সংসার আপন, সকল ত্যজিয়া দেখ। পিরীতি করিলে, তাহারে পাইবে, মনেতে ভাবিয়া দেখ॥ পিরীতি পিরীতি, তিনটী আখর, পিরীতি ত্রিবিধ মত। ভজিতে ভজিতে, নিগূঢ় হইলে, হইবে একই মত॥ পরকীয়া ধন, সকল প্রধান, যতন করিয়া লই। নৈষ্ঠিক হইয়া, ভজন করিলে, পদ্ধতি সাধক হই॥ পদ্ধতি হইয়া, রস আস্বাদিয়া, নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়। তাহার চরণ, হৃদয়ে ধরিয়া, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ২৭০

সাধন শরণ, এ বড় কঠিন, বড়ই বিষম দায়। নব সাধু সঙ্গ, যদি হয় ভঙ্গ, জীবের জনম তায়॥ অনর্থ নিবৃত্তি, সভে দুরগতি, ভজন ক্রিয়াতে রতি। প্রেম গাঢ় রতি, হয় দিবা রাতি, হয় যে যাহাতে প্রীতি॥ আসক উকত, সবে দুরগত, সদ্গুরু আশ্রয়ে হবে। রতি আস্বাদন, করহ যতন, সখীর সঙ্গিনী হবে॥ দেহ রতি ক্ষয়, কুপত রতি হয়, সাধক সাধন পাকে। চণ্ডীদাসে কয়, বিনা দুঃখে নয়, কিশোরী চরণ দেখে॥২৭১

কাতরা অধিকা, দেখিয়া রাধিকা, বিশাখা কহিল তায়। চিতে এত ধনি, ব্যাকুল হইলে, ধরম সরম যায়। ধনি কহব তোমার ঠাঞি। পরকিয়া রস, করিতে হে বশ, অধিক চাতুরী চাঞি॥ যাইবি দক্ষিণে, থাকিবি পশ্চিমে, বলিবি পুরব মুখে। গোপন পিরীতি, গোপনে রাখিবি, থাকিবি মনের সুখে॥ গোপন পিরীতি,

গোপনে রাখিবি, সাধিবি মনের কাজ। সাপের মুখেতে, ভেকেরে নাচাবি, তবেত রসিক রাজ ॥ যে জন চতুর, সুমের শিখর, সূতায় গাঁথিতে পারে। মাকসার জালে, মাতঙ্গ বাঁধিলে, এ রস মিলয়ে তারে॥ পিরীতি যা সনে, আদর সে ধনে, সতত না লবি ঘর। অন্তরে পরাণ, বাঁটিয়া দেওবি, বাহিরে বাচিবি পর॥ বেদ বেদান্তর, না করিবি বিচার,না লৈবি বেদে বিরস। হইবি সতী, না হবি অসতী, না হইবি কাহার বশ॥ হইবি কুলটা, কুল ত্যাগিবি, ভাবিতে ভাবিতে দেহা। হেরি পরপতি, হেমকান্তি রতি, সপতি ভাবিবি লেহা॥ কলঙ্ক-সাগরে, সিনান করিবি, এলাইয়া মাথার কেশ। নীরে না ভিজিবি, জল না ছুঁইবি, সম দুঃখ সুখ ক্লেশ॥ কহে চণ্ডীদাসে, বাশুলী আদেশে, বাশুলী চরণে পড়ি। হইবি গিন্নি, ব্যঞ্জন বাঁটিবি, না ছুঁইবি হাঁড়ী॥ ২৭২

মরম কহিতে, ধরম না রয়, নাহি বেদ বিধি রস। সতী যে হইবে আপুনি থাইবে, না হবে অন্যের বশ॥ যে জন যুবতী, কুলবতী সতী, সুশীল সুমতি‹ ঃ র। হৃদয়-মাঝারে, নায়ক লুকায়ে, ভব নদী হয় পার॥ কুলটা হইবে, কুল না ছাড়িবে, কলঙ্কে ভাসিবে নিতি। পাইয়া কামরতি, হবে অন্য পতি, তাহাতে বলাব সতী॥ স্নান না করিব, জল না ছুঁইব, আলাইয়া মাথার কেশ। সমুদ্রে পশিব, নীরে না ভিতিব, নাহি সুখ দুঃখ ক্লেশ॥ রজনী দিবসে, হব পরবশে, স্বপনে রাখিব লেহা। একত্র থাকিব, নাহি পরশিব, ভাবিনী ভাবের দেহা॥ অঙ্গের পরশে, সিনান করিব, তবে সে রীতি সাজে। কহে চণ্ডীদাস, এ বড় উল্লাস, থাকিব যুবতী মাঝে॥২৭৩

হইলে সুজাতি, পুরুষেরি রীতি, যে জাতি নায়িকা হয়। আশ্রয় লইলে, সিদ্ধ রতি মিলে, কখন বিফল নয়॥ তেমতি নায়িকা, হইলে রসিকা, হীন জাতি পুরু-ষেরে। স্বভাব লওয়ায়, স্বজাতি ধরায়, যেমত কাচপোকা করে॥ সহজ করণ, রতি নিরূপণ, যে জন পরীক্ষা জানে। সেই ত রসিক, হয় ব্যবসিক, দ্বিজ চণ্ডীদাসে ভণে॥

মিলা অমিলা দুই রসের লক্ষণ। নায়ক নায়িকা নাম লক্ষণ কথন॥ পূর্ব্বরাগ হইতে সীমা সমৃদ্ধিমান আদি। রসের ভঙ্গিত ক্রমে যতেক অবধি॥ পতি উপপতি ভাবে দ্বাদশ যে রস। পুন যে দ্বিগুণ হইয়া করয়ে প্রকাশ॥ কন্যার বিবাহ আর অন্যের উপ-পতি। ভাব ভেদে এই হয় চব্বিশ রস রীতি॥ পুন চারি গুণ করি হয় ছেয়ানই। অনুকূল দক্ষিণ ধৃষ্ট আর শঠ তাই॥ এই সব নাম ভেদে নায়কের ভেদ। পুন হয় তাহার লক্ষণ বিভেদ॥ এই সব গুণ কৃষ্ণ চন্দ্রে একা বর্ত্তে। চণ্ডীদাস কহে রস ভেদ এক পাত্রে॥ ২৭৫

প্রবর্ত্ত দেহের সাধনা করিলে, কোন্ বরণ হব। কোন্ কর্ম্মযাজন করিলে, কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥ নব বৃন্দাবনে নব নাম হয়, সকল আনন্দময়। কোন্ বৃন্দাবনে ঈশ্বর মানুষে মিলিত হইয়া রয়॥ কোন্ বৃন্দাবনে বিরজা বিলাসে, তরুলতা চারি পাশে। কোন্ বৃন্দাবনে কিশোর কিশোরী, শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥ কোন্ বৃন্দাবনে রস উপজয়ে, সুধার জনম তায়। কোন্ বৃন্দাবনে বিকশিত পদ্ম, ভ্রমরা পশিছে তায়॥ গোপতের পথ, না হয় বেকত, রসিক জনার সনে। উপাসনা ভেদ যাহার হয়েছে, সেই সে মরম জানে॥ দ্বিজ চণ্ডীদাস না জানিয়ে তত্ত্ব, কেমনে হইবে পার। উত্তম কুলেতে লভিয়ে জনম, ছি নীচ সহ ব্যবহার॥ ২৭৬

নায়িকা সাধন, শুনহ লক্ষণ, যেরূপে সাধিতে হয়। শুষ্ক কাষ্ঠের সম, আপনার দেহ করিতে হয়॥ সে কালে রমণ, অতি নিত্য করণ, তাহাতে যে সাধন হবে। মেঘের বরণ, রতির গঠন, তখন দেখিতে পাবে॥ সে রতি সাধন, করেন যে জন, সেই সে রসিক সার। ভ্রমর হইয়া, সন্ধান পূরিয়া, মরম বুঝয়ে তার॥ তাহার উপর, জলদ বরণ, রতির বরণ হয়। সাধিতে সে রতি, কাহার শকতি, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥

সজনি শুনগো মানুষের কাজ। এ তিন ভুবনে, সে সব বচনে, কহিতে বাসিবেক লাজ॥ কমল উপরে, জলের বসতি, তাহাতে বসিল তারা। তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ, পরাণে হানিছে হারা॥ সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল, ভ্রমর ধরি ফুল। তাহাদের তাহাদের, রসিক মানুষ, হারায়েছে জাতি কুল॥ হরিণ দেখিয়া, বেয়াধ পলায়, কমলে গেল সে ভৃঙ্গ। ঘরের ভিতরে, আলসের বসতি, রাহুতে গিলিছে চন্দ্র॥ সুমেরু উপরে, ভ্রমর পশিল, এ কথা বুঝিবে কে। চণ্ডীদাস কহে, রসিক হইলে, বুঝিতে পারিবে সে॥ ২৭৮

সে কেমন যুবতী, কুলবতী সতী, সুন্দর সুমতি সার। হিয়ার মাঝারে, নায়কে লুকাইয়া, ভব নদী হয় পার॥ ব্যভিচারী নারী, না হবে কাণ্ডারী, নায়কে বাচিয়া লবে। তার অবস্থায়, পরশ করিলে, পুরুষ-ধরম যাবে॥ সে কেমন পুরুষ, পরশ রতন সেবা কোন্ গুণে হয়। সাতের বাড়ীতে, পাষাণ পড়িলে, পরশ পাষাণময়॥ সাতের বাড়ীতে, ক্ষীরোদ নদী, নারায়ণ শুভযোগ। সেই যোগেতে, স্থাপন করিলে, হয় রজনী মনহ যোগ॥ রমণ ও রমণী, তারা দুই জন, কাঁচা পাকা দুটী থাকে। এক রজ্জু, খসিয়া পড়িলে, রসিক মিলয়ে তারে॥ মনের আগুন, উঠিতে দ্বিগুণ, তোলা পাড়া হবে সার। চণ্ডীদাস কহে, ধন্য সে নারী, তাহাটে নাহিক আর॥ ২৭৯

নারীর সৃজন, অতি সে কঠিন, কেবা সে জানিবে তায়। জানিতে অবধি, নারি-

লেচ বিধি, বিষামৃতে একত্রে রয়। যেমত দীপিকা, উজরে অধিকা, ভিতরে অনল-শিখা। পতঙ্গ দেখিয়া, পড়য়ে ঘুরিয়া, পুড়িয়া মরয়ে পাখ॥ জগত ঘুরিয়া, তেমতি পড়িয়া, কামানলে পুড়ি মরে। রসজ্ঞ যে জন, সে করয়ে পান, বিষ ছাড়ি অমৃতেরে॥ হংস চক্রবাক, ছাড়িয়া উদক, মৃণাল দুগ্ধ সদা খায়। তেমতি নাহিলে, কোথা প্রেম মিলে,দ্বিজ চণ্ডীদাস কয়॥ ২৮০

প্রবর্ত্ত সাধিতে বস্তু অনায়াসে উঠে। নামাইতে বস্তু সাধকবিষম সঙ্কটে॥ নামান আনন্দ মন কহিয়ে নির্দ্ধারি। পৌষ মাঘ মাসের শিশির কুম্ভে ভরি॥ সেই পূর্ণ কুম্ভ যৈছে সেবে পাতে ঢালি। সর্ব্বাঙ্গে মস্তকে পাদ করয়ে শীতলি॥ তৈছে সাধকের সেই সন্ধানের কার্য্য॥ তারুণ্যামৃত ধারা তার নাম কৈল ধার্য্য। লাবণ্যামৃত ধারা কহি সিদ্ধে সঙ্কেতে। কারুণ্যামৃত স্নান কহি প্রবর্ত্ত দশাতে॥ সংক্ষেপে কহিল তিন স্নানের বিধান। সম্যক্ কহিতে নারি বিদরে পরাণ॥ অটল পরেতে এই পদ গুরু মর্ম্ম। চণ্ডীদাস লেখে ব্যক্ত আপনার মর্ম্ম॥ ২৮১

রতির করণ, রবির কিরণ,যেমত জলেতে লাগে। অন্তরে অন্তরে শুষ্ক করে তারে, আকর্ষয়ে উর্দ্ধভাগে॥ পুরুষ প্রকৃতি, দোঁহে এক রীতি, সে রতি সাধিতে হয়। পুরুষেরি যুতে, নায়িকার রীতে,যেমতে সংযোগ পায়॥ পুরুষ সিংহেতে, পদ্মিনী নারীতে, সে সাধন উপজয়। স্বজাতি অনুগা,সোণাতে সোহাগা, পাইলে লগিয়া যায়। যে জাতি যুবতী, সাধিতে সে রতি, কুজাতি পুরুষে ধরে। কণ্টকে যেমত, পুষ্প হয় ক্ষত, হৃদয় ফাটিয়া মরে॥ পুরুষ তেমতি, নারী হীন জাতি, রতির আশ্রয় লয়। ভূতে ধরে তারে, মরে ঘুরে ফিরে, দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥ ২৮২

আমার পরাণ, পুতলী লইয়া, নাগর করে পূজা। নাগর পরাণ, পুতলী আমার, হৃদয় মাঝারে রাজা॥ আনের পরাণ, আনে করে চুরি, তিন আনে নাহি জানে। আগম নিগম, দুর্গম সুগম, শ্রবণ নয়ন মনে॥ এই সাত নদী, অনন্ত অবধি, এ সাত যে দেশে নাই। সে দেশে তাহার, বসতি নগর, এ দেশে কি মতে পাই॥ এ সব করণ, করে যেই জন, সে জন মাথার মণি। মরিলে সে জন, জীয়াতে পারে, অমৃত রস আনি॥ হ্রীং সে অক্ষর, তাহার উপর, নাচে এক বাজীকর। এক কুমুদিনী, দুন্দুভি বাজায়, বাঁশী যিনি তার স্বর॥ দুন্দুভি বাঁশীটী, যখন বাজিবে, তা শুনে মরিবে যে। রসিক ভকত, ভুবনে ব্যক্ত, সখীর সঙ্গিনী সে॥ এ সব ব্যবহার, দেখিব যাহার; তাহার চরণ সার। মন-সূতা দিয়া, তাহার চরণ, গাঁথিয়া পরিব হার॥ বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে, কাঁচা পাকা দুই ফল। যে ফল লইবে, সে ফল পাইবে, তেমতি তাহা বিরল॥ ২৮৩

সদা বল তত্ত্ব তত্ত্ব কত তত্ত্ব শুন। চাল্লিশ তত্ত্বে হয় দেহের গঠন॥ পঞ্চভূত ক্ষেত্র তেজ মরুৎ ব্যোম আপ। ষড় রিপু কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য দম্ভ॥ দশ ইন্দ্র ক্ষত তারা হয়ত পৃথক্। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বিবিধ নামাত্মক। জ্ঞানেন্দ্রিয় জীহ্বা কর্ণ নাসা ত্বক্ চক্ষু। কর্ম্মেন্দ্রিয় হস্ত পদ গুহ্য লিঙ্গ বপু॥ মহভূত অহঙ্কার আর হয় জ্ঞান। এইত হয় চব্বিশ তত্ত্ব নিরূপণ॥ কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি। তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি॥ সহস্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল। তার তলে মণিপুর পরম শিবের স্থল॥ নাসামূলে দ্বিদল পদ্ম খঞ্জনাক্ষী। কণ্ঠে গাঁথি ষোড়শ দল পদ্ম দিল রাখি॥ হৃদ-পদ্ম নির্ম্মিত আছে শত দলে। কুলকুণ্ডলিনী দশ দল হয় নাভি মূলে॥ নাভির নিম্নভাগে প্রেম সরোবর। অষ্টদল পদ্ম হয় তাহার ভিতর॥ তস্য পরে নাড়ী ধরে সার্দ্ধ তিন কোটি। স্থূল সূক্ষ্ম বত্রিশ তারা কিবা পরিপাটী॥ লিঙ্গ মূলে ষড়্দলাম্বুজ নিযোজিত। গুহ্য মূলে চতুর্দ্দল পদ্ম বিরাজিত॥ এই অষ্ট পদ্ম দেহ মধ্যেতে আছয়। মতান্তরে হৃদপদ্ম দ্বাদশ দল কয়॥ সহস্র দল অষ্টদল দেহ মধ্যে নয়। এই দুই পদ্ম নিত্য বস্তুর আধার হয়॥ ষট্ চক্রের মূল মৃণাল হয় মেরুদণ্ড। শিরসি পর্য্যন্ত সে ভেদ করি অণ্ড॥ দণ্ড দুই পার্শ্বেতে ঈড়া পিঙ্গলা রহে। মধ্যে স্থিত সুষম্না সদা প্রবল বহে॥ মূল চক্র হয় হংস যোগের আধার। অষ্টদল চক্রে লীলার সঞ্চার॥ দ্বিদল চক্রেতে হয় অমৃত নির্ভর। আর পঞ্চ চক্রে পঞ্চ বায়ুর সঞ্চার॥ প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান। কণ্ঠাম্বুজাবধি চতুর্দ্দলে অবস্থান॥ কণ্ঠ পরে উদান হৃদিতে রহে প্রাণ। নাভির ভিতরে সমান করে সমাধান॥ চতুর্দ্দলে অপান সর্ব্বভূতেতে ব্যান। মুখ্য অনুলোম বিলোম সকল প্রধান॥ অজপা নামেতে তারা কুম্ভক রেচক। অনুলোম উর্দ্ধরেতা বিলোম প্রবর্ত্তক॥ প্রবর্ত্ত সাধক হৃদ-নাভি পদ্মের আশ্রয়। সিদ্ধার্থ সহস্রারে আছয়ে নিশ্চয়॥ রতি স্থির প্রেম সরোবর অষ্টদলে। সাধনের মূল এই চণ্ডীদাসে বলে॥ ২৮৪

মতান্তরে যে কহয়ে শুনহ নিশ্চয়। মস্তক উপরে সহস্র দল পদ্ম কয়॥ ভ্রূ-মধ্যে দ্বিদল কণ্ঠে ষোলদল। হৃদি মধ্যে দ্বাদশ নাভিমূলে দশদল॥ লিঙ্গমূলে ষড়্দল চতুর্দ্দশ গুহ্যমূলে। বস্তু ভেদ আছে তার চণ্ডীদাস বলে॥ সাধন তত্ত্বে তার যোগ নাহি হয়। বৈধিযোগ এই তত্ত্বে হয়ত নিশ্চয়॥ ২৮৫

চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন। সপ্ত আখর তাহার চিন॥ দুইটী আখরে সদা পিরীতি। তিনটী পরশে উপজে রতি॥ নির্জ্জন কাননে আছয়ে ঘর। দুইটী আখর পাঁচের পর॥ কনক আসন আছয়ে তাতে। মনসিজ রাজা বৈসয়ে যাতে॥ কর্পূর চন্দন শীতল জলে। যেমন আনন্দ লেপন কালে॥

তাপিত জনে সে আনন্দ পায়। শীত ভীত জন ভয়ে পলায়॥ পঞ্চ রস আদি একত্রে মেলি। যে যার স্বভাব আনন্দে কেলি॥ অষ্ট আধর একত্র যবে। কনক আসন জানিবে তবে॥ পঞ্চ রস অনুবাদ যে হয়। আদি চণ্ডীদাস বিধেয় কয়॥ ২৮৬

জ্ঞানদাস।

জ্ঞানদাস।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি কাঁদরা গ্রামে জ্ঞানদাসের জন্ম। জ্ঞানদাসের মঠ এখনও কাঁদরা গ্রামে আছে। মনোহরদাস ১৬০০ শকে প্রাদুর্ভূত হন। জ্ঞান দাস, মনোহরদাসের বন্ধু; সর্ব্বদা উভয়ে একত্র থাকিতেন। সুতরাং জ্ঞানদাসেরও আবির্ভাব-কাল ১৬০০ শক।

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

গান্ধার।

সহজে ননীক পুতলি গৌরী। জারল বিরহ আনলে তোরি॥ বরণ কাঞ্চন এ দশ বাণ। শ্যামরি সোঙরি তোঁহারি নাম॥ শুনহ মাধব কহনু তোয়। শমতি না দেই দিন রজনী রোয়॥ অরুণ অধর বান্ধুলি ফুল। পাণ্ডুর ভৈ গেল ধুতুর তুল॥ কুসুম কবরী উরহি লোল। সুমেরু উপরে চামর ডোল॥ গলায় এ গজ মোতিম হার। বসন বহিতে গুরুয়া ভার॥ অঙ্গুল অঙ্গুরী বলয়া ভেল। জ্ঞান কহে দুঃখ মদন দেল॥ ১

সুহই।

অপরূপ তুয়া মুরলী ধ্বনি। লালসা বাড়ল শবদ শুনি॥ কি রূপে এ রূপে দেখিয়া সেহ। উদ্বেগে ধণী না ধরে দেহ॥ জাগিয়া হইল শরীর ক্ষীণ। অসিত চান্দের উদয় দিন॥ জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ। অতি বেয়াকুল করত খেদ॥ পাণ্ডুর বরণ বেয়াধি রাধা। মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা॥ অব যদি তুহুঁ মিলয় তাহ। গোকুল মঙ্গল সভাই গায়। জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম। জীবন সুখদ তোঁহারি নাম॥ ২

সুহই।

রাই কেনে বা এমন হৈলা। কি রূপ দেখিয়া আইলা॥ মরম কহ না মোয়। বেয়াধি ঘুচাব তোয়॥ না পারি বুঝিতে রীত। সব দেখি বিপরীত॥ সোণার বরণ তনু। কাজর ভৈ গেল জনু॥ নয়ানে বহয়ে ধারা। কহিতে বচন হারা॥ জ্ঞানদাস মনে আপ। কহিলে বুচিবে তাপ॥ ৩

শ্রীরাগ।

নিতি নিতি যায় রাই যমুনা সিনানে। না দেখি না শুনি তার পদ কোন দিনে॥ এবে দিন দুই তিন দেখিয়ে আন ছান্দে। ডাকিলে শমতি না দেয় আঁখি মেলি কান্দে॥ সই বড়ি পরমাদ হৈল। না জানি কি দেবতা দানবে তারে পাইল॥ ক্ষণে ধনী চমকএ ক্ষণে উঠে কাঁপ। কর পরশিল নহে এত অঙ্গ তাপ॥ মনের যুকতি কেহ লখিতে না পারে। মৃগমদ লেপই কাঞ্চন কলেবরে॥ সবে এক দেখিয়া করিয়ে পরতীত। কালা নাম শুনিয়া থকিত হয় চিত॥ কালা কালা বরণ দেখিয়া ভালবাসে। জ্ঞানদাসে বলে কালা কানুরাবে আছে॥ ৪

বিভাস।

চলিতে না পারে রসের ভরে। আলস নয়ানে অলস ঝরে॥ ঘন ঘন তুমি বাহিরে যাও। আন ছলে কত কথা বুঝাও॥ না জানিএ কিবা অন্তর সুখে। আচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে॥ মরমে পিরীতি বেকত অঙ্গ। তিলেক সোয়াথ না দেয় অনঙ্গ॥ কালর বদন চমকি চাও। ভাবে বেয়াকুল ওর না প'ও॥ কপোলে পুলক বেকত দেখি। প্রেম কলে'র ততহিঁ সাখি॥ জ্ঞানদাস ভাবিয়া গায়। রসের বেভার লুকা না যায়॥ ৫

কহইতে সো ধনী বচন না শুন। পহিল সম্ভাষে পুছই নাহি পুনঃ। আন পরথাই যাই যব পাশে। আন সম্ভাষি আন পরিহাসে। শুন শুন মাধব তুহুঁ সুচতুর। কিয়ে বিধি পরসন্ন কিয়ে প্রতিকূল॥ লাজ লাজাই কহনু এক বেরি। যতনেহি নয়ন কোণে নাহি হেরি॥ মুকুলিত কমল কুসুম নাহি ভেল। হেরি হেরি ভ্রমর নিরাশ ভে গেল॥ কুবলয়কর চীর চিকুর চিয়াব। কিয়ে পরকিত কিয়ে ভাব বুঝাব॥ অপরসে আন সঞে প্রিয় সখী সঙ্গে। জ্ঞানদাস কহে বুঝল অনঙ্গে॥ ৬

তুড়ি।

কেনে গেলাঙ জল ভরিবারে। যাইতে যমুনার ঘাটে, সেখানে ভুলিনু বাটে, তিমিরে গরাসিল মোরে॥ রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর, আর তাহে নটবর বেশ। চূড়ার টালনী বামে, ময়ূর চন্দ্রিকা ঠামে, ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥ ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা' ভাতি, তার মাঝে পূর্ণমিক চান্দ। অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ, কামিনী জনের মন ফাঁদ॥ লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়, নীলমণি মুকুতার পাঁতি। চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা, ভুবন-মোহন রূপ ভাতি॥ সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল, অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে। শ্রীজ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়, সে কি সতি বোলইতে পারে॥ ৭

ভাটিয়ারী।

আলো মুঞি জানিলে যাইতাঙনা। কদম্বের তলে। চিত্ত হরিয়া নিলে ছলিয়া নাগর ছলে॥ রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল। যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥ ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অগেয়ান। অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥ চন্দন চান্দের মাঝে মৃগমদে ধান্দা। তার মাঝে হিয়ায় পুতলি রইল বান্ধা॥ কটি পীত বসন রসনা তাহে জড়া। বিধি নিরমিল কুল কলঙ্কের কোড়া॥ জাতি কুল শীল মোর হেন বুঝি গেল। ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥ কুলবতী সতী হইয়া দুকুলে দিনু দুখ। জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি থাক বুক॥ ৮

তুড়ী।

মনের মরম কথা, তোমারে কহিয়ে এথা, শুন শুন পরাণের সই। স্বপনে দেখিনু যে, শ্যামল বরণ দে, তাহা বিনু আর কার নাই॥ রজনী শাঙন, ঘন দেয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে। পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে, নিন্দ যাই মনের হরিষে॥ শিখরে শিখণ্ড রোল, মত্ত দাদুরি বোল, কোকিল কুহরে কতুহলে। ঝি ঝাঁ ঝিনিকি বাজে, ডাহুকি সে গরজে, স্বপন দেখিনু হেন কালে॥ মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল লেহ, শ্রবণে ভরল সেই বাণী। দেখিয়া তাহার রীত, যে করে দারুণ চিত, ধিক্ রহু কুলের কামিনী॥ রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখ ছটা যেন ইন্দু, মালতীর মালা গলে দোলে। বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দেয় ছলে, আমা কিন বিকাইনু বোলে॥ কিবা ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণে ভূষিত অঙ্গ, কাম মোহে নয়ানের কোণে। হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়, ভোলাইতে কত রঙ্গ জানে॥ রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিঃসরে বোল, অধরে অধর পরশিল। অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ ভয় মান গেল, জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল॥ ৯

তিরোতা—ধানশী।

যত রূপ তত বেশ, ভাবিতে পাঞ্জর শেষ, পাপ চিতে নিবারিতে নারি। কিয়ে যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস, তিল আধ পাশরিতে নারি॥ মাথায় করি কুলডালা, ঘুচাব কুলের জ্বালা, তবহুঁ পুরব মন সাধে। প্রসন্ন হইবে বিধি, সাধিব মনের সিদ্ধি, যবে হবে কানু পরিবাদে॥ কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজ পতি, সে যদি নয়ানের কোণে চায়। স্বরূপে দড়াইনু মন, জাতি যৌবন ধন, নিছিয়া ফেলিব শ্যাম পায়॥ মনেতে করিয়া সাধ, যদি হয় পরিবাদ, যৌবন সফল করি মানি। জ্ঞানদাসে কয়, এমত যাহার হয়, ত্রিভুবনে তাহার নিছনি॥ ১০

কিশোর বয়স, মণি কাঞ্চনে আভরণ, ভালে চূড়া চিকণ বনান। হেরইতে রূপ, সায়রে মন ডুবল, বহু ভাগ্যে রহল পরাণ॥ সখিহে পেখনু পন্থকি মাঝ। হাম নারী অবলা, একলা পথে যাইতে, বিছুরল সব নিজ কাজ॥ নয়ান সন্ধান বাণে, তনু জর জর, কাতর বিনি অবলম্বে। বসন খসয়ে ঘন, পুলকে পূরল তনু, পানি না পূরলু কুম্ভে॥ ঘর নহে ঘোর যেন, জাগিয়ে স্বপন হেন, আরতি কহনে না যায়। জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে, বাস করব নীপ ছায়॥ ১১

সোহিনী।

চিকণ কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়াছে, ধরণে না যায় মোর হিয়া, কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিয়াছে, না জানি তায় কত সুধা দিয়া॥ অধরের দুটী কূল, জিনিয়া বান্ধুলি ফুল, হাসি খানি মুখেতে মিশায়। নবীন মেঘের কোরে, বিজুরী প্রকাশ করে, জাতি কুল মজাইল তায়॥ ভুরু যুগ সন্ধান. কামের কামান বাণ, হিঙ্গুলে মণ্ডিত দুটী আঁখি। অরুণ নয়ান কোণে, চাএাছিল আমা পানে. সেই হৈতে শ্যামরূপ দেখি॥ যমুনার ঘাট হইতে, উঠিয়া আসিতে পথে, সখি, কিবা অপরূপ তনু। জ্ঞানদাসেতে কয়, সুধই যে সুধাময়, গোকুলে নন্দের বালা কানু॥ ১২

শ্রীরাগ।

দেইখা আইলাম তারে সই দেইখা আইলাম তারে। এক অঙ্গে এত রূপ নয়ানে না ধরে॥ বান্ধ্যাছে বিনোদ চূড়া নব গুঞ্জা দিয়া। উপরে ময়ূরের পাখা বামে হেলাইয়া॥ কালিয়া বরণ খানি চন্দনেতে মাখা। আমা হৈতে জাতি কুল নাহি গেল রাখা॥ মোহন মুরলী হাতে কদম্ব হিলন। দেখিয়া শ্যামের রূপ হৈলাম অচেতন॥ গৃহ কর্ম্ম করিতে আল্যায় সব দেহ। জ্ঞানদাস কহে বিষম শ্যামের লেহ॥ ১৩

বরাড়ী।

নিতি নিতি আসি যাই; এমন কভু দেখি নাই, কি খেনে বাড়াইনু পা জলে। গুরুয়া গরব কুল, নাশরিতে কুলবতী, কলঙ্ক আগে আগে চলে॥ বড়ি মাই কি দেখিনু যমুনার ধারে। কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো, বিকাইনু তার আঁখি ঠারে॥ শ্যাম চিকণিয়া দে, রসে নিরমিল কে, প্রতি অঙ্গে ঝলকে দাপুনি। ভুবন বিচিত্ত ঠাম, দেখিয়া কাঁপয়ে কাম, কান্দে কত কুলের রমণী॥ না জানি না শুনি তায়, সেবা কোন দেবতায়, ভেঞি সে তাহার হেন রীত। জ্ঞানদাসেতে কয়, না করিলে পরিচয়, কে জানিবে তাহার চরিত॥ ১৪

সখি হে কি পেখনু নীপ মূলে দ্বন্দ। একে সে বরণ কালা, বিবিধ বিনোদমালা,

লাবণ্যে ঝুরয়ে মকরন্দ॥ ভবজ অনুজ রথ, তা তলে বিনতা সুত, কোরে কুমুদবন্ধু সাজে। হরি অরি সন্নিধানে, অলি রস পুরে বাণে,রমণী মুনির মন বান্ধে॥ খগেন্দ্র নিকটে বসি, রসেন্দ্র বাজায় বাঁশী, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়। কুন্তির নন্দন মূলে, ফণ্ডপনন্দন দোলে, মনমথ মনমথ তায়॥ জলধি সুত:-পতি, তা তলে যার স্থিতি, সে কেন যমুনার জলে ভাসে। শচিপতি রিপু সুতা, বাহন বিজুরী লতা, রূপ নিরখয়ে জ্ঞানদাসে॥ ১৫

তরু মূলে কি রূপ দেখিনু সই, স্বরূপে তোমারে কই, জল ভরিতে বিসরিনু॥ একে সে কালিন্দী কূল, ত্রিভঙ্গীম তরু মূল, সজল জলদ শ্যাম তনু। জল ভরিয়া যাই, ফিরিয়া ফিরিয়া চাই, হাসি হাসি পূরে মন্দ বেণু॥ জল ফেলিয়া যাই, লোক লাজে ভয় পাই, কি করিব কিবা নয় মন। জ্ঞানদাসেতে কয়, মোর মনে হেন লয়, ভজি গিয়া ও রাঙ্গা চরণ॥ ১৬

শ্রীরাগ।

রাজিত চিকুর, উপরে নব মালতী, অলিকুল অলকার পাশে। মলয়জ মাঝে, সাজে মৃদু মৃগমদ, তরুণী নয়ন বিলাসে॥ সজনি কি পেখনু শ্যামর চান্দে। তপন-তনয়া-তীরে, তরু অবলম্বনে, তরুণ ত্রিভ-ঙ্গীম ছান্দে॥ ও মুখ-মণ্ডল, ও মণিকুণ্ডল, গণ্ড উজোর তেজ কিরণে। ইন্দ্র নীলমণি, মুকুর উপরে জনি, করু অবলম্বন অরুণে॥ তরুণ তারাবলী, অনিবার ঝলমলি, উরে গজ মোতিম হারে। জ্ঞানদাস কহত, ধটি অঞ্চল, বিজুরী ঘন আন্ধিয়ারে॥ ১৭

মল্লার।

সই কি আর কথার বাদে। মো পুনি ঠেকিয়া গেনু ও নয়ন কান্দে॥ কুন্দে কুন্দা-ইল দেহ বিদগ্ধ বিধি। বাছিয়া থুইল নাম শ্যাম গুণনিধি॥ চূড়ায় চন্দ্রক দিয়া কুন্দ মল্লিকা। চান্দের আধক মুখ চান্দের চন্দ্রিকা। আবেশে অবশ গা চলে বা না চলে। পাষাণ মিলিয়া যায় ও মধুর বোলে॥ নীলমণি হেম গায় মুকুতা সিচনি। আই আই মরিয়া যাই রূপের নিছনি॥ কালা পাট গলে দোলে কটিতে প্রবাল। তমাল শ্যাম সূতে নব গুঞ্জা মাল॥ নাসা দুলে দোলে কত মূলের মুকুতা। জ্ঞান কহে ভালে ঝুরে বৃকভানু সুতা॥ ১৮

শ্রীরাগ।

শ্যাম রূপ দেখিয়া, আকুল হইয়া, দুকূল ঠেলিলাম হাতে। ভুবন ভরিয়া, অপযশ ঘোষণা, নিছিয়া লইনু মাথে॥ সজনি কি আর লোকের ভয়। ও চাঁদ বয়ানে, নয়ান ভুলল, আর মনে নাহি লয়॥ অপযশ ঘোষণা, যাক দেশে দেশে, সে মোর চন্দন চুয়া। শ্যামের রাঙ্গা পায়, এ তনু সঁপেছি, তিল তুলসী দল দিয়া॥ কি মোর সরম, ঘর ব্যবহার, তিলেক না সহে গায়।

জ্ঞানদাস কহে, এ তনু নিছিনু, শ্যামের ও রাঙ্গা পায় ॥ ১৯

ইমন।

কি মোহন নন্দকিশোর। হেরইতে রূপ মদন মন ভোর ॥ অঙ্গহি অঙ্গ তরঙ্গ বিথার। জলদ-পটল বরিখত রসধার ॥ মুখে হাসি মিশা বাঁশী বায়। রামিয়া অমিয়া বিধু জগত মাতায় ॥ গলে গজ মোতিম মাল। করিবর কর কিয়ে বাহু বিশাল ॥ কুলবতী পরশ না পাই। অনুখন চঞ্চল থির নাহি তাই ॥ শুনিতে বচন সুধা খানি। জ্ঞানদাস আশ করত সেই বাণী ॥ ২০

ইমন।

শ্যাম রূপ হিয়ার মাঝে জাগে। কত অনুরাগিণী ঝুরে অনুরাগে ॥ কিয়ে রূপ মনোহর রায়। যাচিয়া যৌবন দিতে কুলবতী ধায় ॥ ঐ রূপে আছে কি মাধুরী ॥ মদন মুগধি কত মরে ঝুরি ঝুরি ॥ তাহে আর ধরে নানা বেশ। কি করিবে যুবতী মজিল সব দেশ ॥ রূপে আছে ঔষধ মোহিনী। পরাণে পরাণসহ করে উমতিনী ॥ তাহে হাসি কয় কথা খানি। অমিয়া রমিয়া বিধুর পড়িল অবনী ॥ জ্ঞানদাস কহে শুন ধনি। কুলের ঘুচাইল মুগ্ধ ভজ রসিকমণি ॥২১

গান্ধার।

সজনি মুরতি পিরীতি বরদাতা। প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ, সুখ সায়ব নায়র, নিরমিল ধাতা। রূপ দেখি আঁখি, না পালটি গো, মন অনুগত নিজ লাভে। অপরশ দেহ, পর সুখ সম্পদ, শ্যামর সহজ স্বভাবে ॥ লীলা লাবণি, অবনী অলঙ্কুরু, কি মধুর মন্থর গমনে। লহু অবলোকনে, কত কুলকামিনী, শুতল মনসিজ শয়নে ॥ অলখিতে হৃদয়ক, অন্তর অপহর, পাশরিণ না হয় স্বপনে। জ্ঞানদাস কহে, তবহুঁ কৈছন হয়ে, তনু তনু যব হয় মিলনে ॥ ২২

ধানশী।

হাম যাইতে পথে ভেটিল গোরি। তুয়া পরথাব কয়ল কছু থোরি ॥ সজল নয়নে ধনী মঝু মুখ হেরি। আরতি রহল কহব পুন বেরি ॥ শুন শুন মাধব নিজ পুণ ভাগ। রাই কমলিনী তোহে এত অনুরাগ ॥ পুলকি রহল তনু পুন পরসঙ্গ। নীপ নিকরে কিয়ে পুজন অনঙ্গ ॥ অধর শুখায়া দীঘল নিশাস। জনু অনুরোধে ঝাপল নিজ বাস ॥ কত কত ভাব পেখনু হাম তাই। ধনি ধনি তুহু ধনি রসবতী রাই ॥ ধাতা বিদগধ ঐছন সাজ। জ্ঞানদাস কহ সমুচিত কাজ ॥ ২৩

গান্ধার।

মন্দির মাঝে, বৈঠল বর সুন্দরী, দিনকর তুপর ঠানে। যব হাম পুছল, পিরীতি

সম্ভাষণ, প্রেম জলে ভরল নয়ানে॥ মাধব তুয়া অনুরাগিণী রাধা। তুয়া পরসঙ্গে, অঙ্গ সব পুলকিত, না মানয়ে গুরুজন বাধা॥ ভাবে ভরল তনু পুনঃ পুনঃ কম্পিত, পুনঃ পুনঃ শ্যামরি গোরী। পুন পুছত, পুন দিগ নেহারত ভূমে শুতয়ে পুনঃ বেরি॥ ফুয়ল কবরী, উরহি লোটায়ত, কোরে করত তুয়া ভানে। জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ ভালে সমঝত, কোন করব চিতে আনে॥২৪

শিরোমণি, নব পরিচয় অনুবন্ধ॥ সহচরী পাশে হাসি হরি পুছত, স্বরূপে কহবি বর রামা। রমণী সমাজে, গজবর গামিনী, এ ধনী কে অনুপামা। সরস সম্বাদ, সম্বোধই সহচরে, কনক দাম রুচি গোরী। মাঝহি মাঝ, বিরাজই ও ধনী বৃকভানু কিশোরী॥ শুনইতে নাম, প্রেমে পরিপূরল, মাধব অমিয়া সিনান। জ্ঞানদাস কহে, আর কি বিছুরয়ে, নিশি দিশি ধরণ ধেয়ান॥ ২৬

শ্রীরাগ।

হাসি রহল করে বয়ন ঝাপাই। মধুর সম্ভাষণ মধুরিম চাই॥ আন দিন শ্রবণে না দেই পরথাব। আজু আপনে ধনি কহিলি সুধাব॥ শুন শুন মাধব উলসিত অঙ্গ। কমলিনী কয়ল তুয়া পরসঙ্গ॥ শুনইতে তৈখনে যো করুচিত। কাহে কহব কে যাবে পরতীত॥ এত দিনে জানলু সিদ্ধি ভেল কাজ। দূরে গেল দুঃসহ দ্বিগুণ মঝুলাজ॥ লোচন লোর লুকায়লি গোরী। পুলক প্রচুর কয়লি ধনী চোরি॥ শুভ ভেল অশুভ গেল সব দূর। জ্ঞানদাস কহুঁ মনোরথ পুর॥ ২৫

ধানশী॥

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥ পাশ উদাসল পালটি নেহারি। তাহি চলল মন বাহু পসারি॥ আজু পেখনু মুঞি বিদগধ নারী। মদন বাণ কত গেলি উভারি॥ কেশ বিথারল পিঠহি লোল। মাথ আধপর রহল নিচোল। পহিরণ পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ। তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥ চাতুরী কতএ কয়ল মঝু আগে। জীউ রহল আজু বড় পুণভাগে॥ কহইতে কি কহব কহয়ে না পারি। জ্ঞান কহ এ বড়ি বিদগধ নারী॥২৭

নায়কের পুর্ব্বরাগ।

ধানশী।

সরস সিনান সমাপয়ি সুন্দরী, মন্দিরে হলু সখা সাথ। নিরজন জানি, কান তহি উপনীত সহচর সুবল সাঙ্গাত॥ দেখবি মোহন গোকুল চন্দ। রাধা রসবতী, রসিকা

বরাড়ী।

এ সখি এ সখি বুঝই না পারি। কিয়ে ধনী বালা কিয়ে বরনারী॥ রস পরসঙ্গ শুনই সুখ পায়। রসবতী সঙ্গ ছোড়ি নাহি যায়॥ আধ আধ চাহি যাই পদ আধা। রস পরসঙ্গে শুনই বহু সাধা॥ হামরা তুহুঁ জন

পথে একু মেলি। সুজান জন সঙ্গে করু আন কেলি॥ যব কছু পুছয়ে উত্তর না পাব। অধরক পাশ হাস পশি যাব॥ ঐছন রমণী দৈবে দেল সঙ্গ। বিহি উদসীম চাহি দিল অঙ্গ॥ উহসে লাজ যশ হামার ত লাজ। জ্ঞানদাস কহ দূরে রহু কাজ॥

ধানশী।

খেলত না খেলত লোক দেখি লাজ। হেরত না হেরত সহচরী মাঝ॥ বোলইতে বচন অলপ অবগাই। হাসত না হাসত মুখ মুচুকাই॥ এ সাখি এ সখি দেখলু নারী। হেরইতে হরখে হরল যুগ চারি॥ উলটি উলটি চলু পদ দুই চারি। কলসে কলসে জনু অমিয়া উঝারি॥ মনমথ মন্ত্রি আগোরল বাট। চকিত চরিত পঁহু বহু রসহাট॥ কিয়ে ধনী ধাতা মিরমিল তাই। জগমাহ উপমা কবহুঁ না পাই॥ পরসে পুছলু হাম তারক নাম। জ্ঞান দাস কহব রসিক সুজান॥ ২৯

গোষ্ঠ।

তুড়ী।

গোপাল যাবে কিনা যাবে আজি গোঠে। এক বোল বলিলে, আমরা চলিয়া যাই, গোধন চলিয়া গেল মাঠে॥ উচ্চণ্ড দেখিয়া বেলা, ডাকিতে আইনু মোরা, যতেক গোকুলের রাখ জান। একেলা মন্দির মাঝে, আছ তুমি কোন্ কাজে, এ তোমার কোন্ ঠাকুরাণী॥ যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, যাইতে কেমতে প্রাণ ধরি॥ না জানি কি গুণ জান, সদাই অন্তরে টান, তিল আধ না দেখিলে মরি, মাথেতে ছিদন দড়ি, হাথেতে কনক নড়ি, বার হইলা বিহারের বেশে। সকল বালক লৈয়া, যমুনার তীরে যাইয়া, জ্ঞান দাস ছিল তার পাছে॥ ৩০

ভাটিয়ারী।

সাজ সাজ বলিয়া পড়িয়া গেল সাড়া। বলরামের শিঙ্গাতে সাজিল গোয়ালপাড়া॥ হাম্বা হাম্বা রব যে উঠিল ঘরে ঘারে। সাজিয়া কাচিয়া সভে হইলা বাহিরে॥ আজি বড় গোকুলের রঙ্গ রাজপথে। গোধন লইয়া সবে চলিলা এক সাথে॥ চারিদিকে সব শিশু মধ্যে রাম কানু। কাঁচনি পাঁচনি কার হাতে শিঙ্গা বেণু॥ সবার সমান বেশ বয়েস এক ছান্দ। তারাগণ বেড়িয়া চলিলা শ্যাম চান্দ॥ ধাইয়া যাইয়া কেহ ধেনু বাহুড়ায়। জ্ঞানদাস এক ভিতে দাঁড়াইয়া চায়॥ ৩১

মঙ্গল।

বাঁকুয়া পাঁচনি হাতে, রঙ্গিয়া রাখাল সাথে, বাহির হৈলা রোহিণীনন্দন। শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে, উত করি দিল ফুকে, শিঙ্গা রবে ভেদিল গগন॥ পরিধান নীল ধটি, গলে শোভে হেম কাঁঠি, কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন। আকর্ণ শোভত ঠাম, আঁখি যুগ

ঘূর্ণ্যমান, শোভে কত রতন ভূষণ॥ এককাণে কোকনদ,দেখিতে লাগয়ে সাধ, আর কাণে মকর কুণ্ডল॥ জিনি মদ মত্ত হাতী, গমন মন্থর গতি, ধরণী করয়ে টলমল॥ বাহির হৈলা বলরাম, না দেখিয়া ঘনশ্যাম, প্রেমে ছল ছল দুনয়ান। জ্ঞানদাসেতে কয়, মিলিয়া রাখালময়, মাঝে করি নন্দের নন্দন॥ ৩২

মঙ্গল।

যমুনা তীরে ধীরে চলু মাধব, মন্দ মধুর বেণু বায়। ইন্দু বরণ, ব্রজ-বধূ কামিনী, স্বজন তেজিয়া বনে ধায়॥ অসিত অম্বর, অসিত সরসীরুহ, অতসি কুসুম হিমকর। ইন্দ্র নিলমণি, উদরে মরকত, শিখি চূড়া অহিবর॥ গোধূলি ধূসর, বিশাল বক্ষঃস্থল, গো-ছাঁদ রজ্জু করে। দেখি অপরূপ, রূপ মনোহর, জ্ঞানদাসের জ্ঞান হরে॥ ৩৩

মঙ্গল।

নবীন মেঘের ছটা, জিনিয়া বরণ ঘটা, ভালে কোটি চন্দনের চাঁদ। শিরে শিখি শ্রীখণ্ড, ঝলমল করে গণ্ড, মুখমণ্ডল মোহন ফাঁদ॥ রাম কানু দোঁহে, ভুবনমোহন বেশে, বনে যায় গোধন লইয়া। শিঙ্গা বেণু লাখে লাখে, বাজায় ব্রজ বালকে, ডাকে সভে সাঙলি বলিয়া॥ সোণার নূপুর তাড় বালা, আপাদ লম্বিত বনমালা, রঙ্গে সব সঙ্গে শিশু ধায়। ধড়ার অঞ্চলা চলে, ঘটার ঘন রোলে; ভাব-ভরে কেহ নাচে গায়॥ ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রহি যায় ভিন্ন ভিন্ন, তাহে অলি বসি করে গান। জ্ঞান-দাসেতে বলে, কি আনন্দ যমুনাকূলে, হেরি দুই ভাইয়ের বয়ান॥ ৩৪

তুড়ী।

গিরিধর লাল, গিরিপর খেলল, তরু হেলন পদপঙ্কজ দোলনীয়া। অতি বল সুবল, মহাবল বালক, কান্ধে ছান্দ করে ভাণ্ড দোহানিয়া॥ গিরিবর নিকট, খেলত শ্যামসুন্দর, ঘূর্ণিত নয়ন বিশাল। নৌতুন তৃণ, হেরিয়া যমুনা-তট,চঞ্চল ধায় গোপাল॥ সখাগণ সঙ্গে, রঙ্গে নন্দ-নন্দন, উপনীত যমুনা-তীর। পাঁচনি বেত্র, বাম কক্ষে দাবই, অঞ্জলি ভরি পিয়ে নীর॥ প্রিয় শ্রীদাম, সুদাম, মধুমঙ্গল, তীরে রহি হেরত রঙ্গ। শ্যামল সুন্দর, মুরতি মনোহর, হেরি যমুনা অতি বাঢ়ল তরঙ্গ॥ জ্ঞানদাস কহু, পরিমল সুন্দর, কুসুম ষট্‌পদ জোর। যমুনাক তীর, রমণ অতি সুঘড়, সুরস রসের ওর॥ ৩৫

হিয়ায় কণ্টক দাগ, বয়ানে বঙ্কিম লাগ, মলিন হইয়াছে মুখশশী। আমা সভে তেয়াগিয়া, কোন বনে ছিলা গিয়া, তোমা ভিন্ন সব শূন্য বাসি॥ নব ঘনশ্যাম তনু, ঝামর হইয়াছে জনু, পাষাণ বেজেছে রাঙ্গা পায়। বনে আসিবার কালে, হাতে হাতে সুঁপি দিলে, ঘরকে গেলে কি বলিব

যায়॥ খেলায় এলিয়া বনে, আইলাম তোমার সনে, বসিয়া তরু-ছায়। বনে বনে উকটিয়া, তোর লাগি না পাইয়া, আমা সভা প্রাণ ফাটি যায়॥ জ্ঞানদাস কহে বাণী, শুন ভাই নীলমণি, এ কোন চরিত তোর বল। আমাদের ফেলে বনে, যাও তুমি অন্য স্থানে, তুমি মোদের এক যে সম্বল॥ ৩৬

তুড়ী।

ধেনু সঙ্গে আওত নন্দদুলাল। গোধূলি ধূসর, শ্যাম কলেবর, আজানুলম্বিত বনমাল॥ ঘন ঘন শিঙ্গা, বেণু রব শুনইতে, ব্রজবাসিগণ ধায়। মঙ্গল থারি, দীপ করে বধূগণ, মন্দির দ্বারে দাঁড়ায়॥ পীতাম্বর ধর, মুখ জিনি বিধুবর, নব মঞ্জরী অবতংস। চূড়া ময়ূর, শিখণ্ড মণ্ডিত, বাইরি মোহন বংশ॥ ব্রজবাসিগণ, বাল বৃদ্ধ জন, অনিমিখে মুখশশী হেরি। ভুলিল চকোর, চাঁদ জনু মণ্ডল, মন্দিরে নাচয়ে ফেরি॥ গোগণ নহুঁ গোঠে পরবেশল, মন্দিরে চলু নন্দলাল। আকুল পন্থে, যশোমতী আওত, জ্ঞান ভণিত রসাল॥ ৩৭

গোপালের রূপ।

বরাড়ী

তরু অবলম্বন কে। হৃদয় নিহিত মণি মাল বিরাজিত, সুন্দর শ্যামর দে॥ নবকুবলয় দল, কিয়ে অতসী ফুল, নীল মুকুর মণি কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নব ঘন, বরণে না পায়হ শোভা॥ কুসুমিত চিকুর বলিত বর বরিহা, চাঁদ বিরাজিত ভালে। আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক, চাঁদ উয়ল ঘন মাঝে॥ কোটিইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর, অধরে মুরলী রসাল। জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত, ভাবিতে যাউ মোর কাল॥ ৩৮

সুহই।

সইলো ও বড় বিনোদিয়া কান। কুটিল কটাক্ষে, লাখে লাখে কুলবতী, ছাড়ল কুল অভিমান॥ কুঞ্চিত অলকা উপরে, অলি মণ্ডল, কাম কামান ভুরু-ভঙ্গী। মলয়জ তিলক, ভালে অতি বিলখন, যা দেখি চাঁদ কলঙ্কী॥ পীত অঙ্গ সম, ভূষণ ঝলমল, উরে দোলত বনমাল। জ্ঞানদাস কহ অপরূপ দেখহ, বিজুরী তরুণ তমাল॥ ৩৯

ধানশী।

আরক্ত সুন্দর কান্তি শ্রীদাম গোপাল। বন ফুল মালে কুন্তল বাঁধে ভাল॥ অরুণ বরণ ধটি কটির বাঁধনি। যষ্টি বিশাল বেত্র মুরলী কাচনি॥ প্রবাল মুকুতা গুঞ্জে গলে ঝলমল। হেলায় দুলিছে কাণে মকরকুণ্ডল॥ সর্ব্ব অঙ্গ ভূষিত গোক্ষুরের ধূলা। উরু পর দুলিছে বন ফুল মালা॥ নানা আভরণ অঙ্গে কটিতে কিঙ্কিণী। চরণে মঞ্জীর বাজে রুণু ঝুনু শুনি॥ ৪০

ধানশী।

আরক্ত গৌর কান্তি গোপাল সুদাম। পূর্ণিমার শশী জিনি মুখ অনুপাম॥ বিলোল নয়ন যেন পঙ্কজের পত্র। সুললিত লসিত সুন্দর সর্ব্ব গাত্র॥ কৃষ্ণ ক্রীড়া কৌতুক রসে মাতুয়ার। দিগবিদিগ নাহি আনন্দ অপার॥ কুন্তলে গুঞ্জার শোভা বকুলের দাম। গোরোচনা তিলক চন্দন অনুপাম॥ রাঙ্গা ধটি পরিধান কটিতে কিঙ্কিণী। নানা আভরণ অঙ্গে হীরা হেম মণি॥ শ্রবণে সোণার কুঁড়ি ফুলের মঞ্জরী। গলে বনমালা অতি ভ্রমিছে গুঞ্জরী॥ বাম করে মুরলী নূপুর বাজে পায়। অগুরু চন্দন ফুল শোভে তার গায়॥ ৪১

ধানশী।

স্তোক কৃষ্ণ গোপালজী শ্যামল বরণ। হরিত বরণ তার পিন্ধন বসন॥ দ্বিরদ শাবক গতি বিক্রমে বিশাল। গীম দোলনে দোলে গলে বনমাল॥ কৃষ্ণ ক্রীড়া আমোদে তনু উলসিত। অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত॥ নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল। অঙ্গে দোলে বনফুল শ্রবণে কুণ্ডল॥ ৪২

ধানশী।

কলধৌত বরণ যে সুবল গোপাল। কমল জিনিয়ে অতি নয়ন বিশাল॥ কনক বরণ ধটি কটির শোভন। ক্ষুদ্র ঘণ্ট সারি তাহে বাজে রুণুরুণ॥ চাঁচর চিকুর চূড়া টালনী কপালে। বেড়িয়া টালনী তাহে গুঞ্জা মাজে॥ সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে নানা অলঙ্কার। মস্ত করিবর জিনি গমন সঞ্চার॥ উরু পর দোলে দোলা তুলসীর দাম। ভুবনমোহন রূপ কান্তি অনুপাম॥ করেতে মুরলী ধরে কনক রচিত। দেখিতে দেখিতে আঁখি আনন্দে পূরিত॥ ৪৩

ধানশী।

অতি অপরূপ শ্যাম কান্তি চিকনিয়া। অসিত অম্বুজ কিয়ে নীলমণি জিনিয়া॥ বরণ অরুণ কান্তি গোপাল অংশুমান। কজ্জল বরণ তার বস্ত্র পরিধান॥ সুনীল জলদ তার দীঘল নয়ন। নাটুয়ার দোলা অঙ্গে নানা আভরণ॥ উচ্চ করি বাঁধে কেশ চম্পকের দাম। হার রূপ দেখি মুরছে কত কাম॥ মৃগমদ তিলক কপালে মনোহর। কুমকুম ভূষিত তার কপাল সুন্দর॥ বাম করে মুরলী ডাহিনে পাঁচনি। বিনোদ চলনে যায় বিনোদ চাহনি॥ উর পরে দোলে কিবা নব গুঞ্জা মাল। কণ্ঠতটে হার চারু মুকুতা প্রবাল॥ হাসি হাসি কথা কহে বড়ই মধুর। রুণু রুণু বাজে পায় সোণার নূপুর॥ ৪৪

ধানশী।

তপত কাঞ্চন জিনি গোপ বসুদাম। অরুণ বসন পরে গলে ফুল দাম॥ ডাহিনে টালনী বাঁধে লটপট পাগ। চম্পকের মালা তাহে নানা ফুল রাগ॥ উপরে ঢুলিছে ফুল অঙ্গে ফুল ডাল। মৃগমদ চন্দনেতে

রঞ্জিত কপাল ॥ নানা আভরণ অঙ্গে মাণিক্য রতন। সর্ব্বাঙ্গে ভূষিত শোভে অগুরু চন্দন ॥ সুধাময় তনুখানি নাটুয়ার ছাঁদ। অঙ্গ নিরখিয়ে মুগ্ধ পুর্ণিমার চাঁদ ॥ ঘন ঘন মুরলী বাজায় মনোহর। হাসির হিল্লোলে তায় দোলে কলেবর ॥ ৪৫

ধানশী।

নীলপদ্ম কান্তি জিনি কিশোর গোপাল। পরিধান পিতল বসন দেখি ভাল ॥ ডাহিনে টালনী ভালে কুটিল কুন্তল। বেড়িয়া মালতী জাথি যূঁথি থরে থর ॥ গোরোচনা তিলক অলকা পাঁতি কোলে। রতন কুণ্ডল দুটি ঝলকে কপালে ॥ সপত্র কদম্ব ফুল দোলে বাম অংশে। পক্ক বিম্ব অধরে গাইছে মৃদু বংশে ॥ নানা আভরণ অঙ্গ করে টলমল। উরু পরে দোলে মাল নব ফুল্ল ফুল ॥ ৪৬

ধানশী।

অতসী সম আভা অর্জুন গোপাল। পঙ্কজ পলাশ জিনি নয়ন বিশাল ॥ ধূসর বরণ বস্ত্র করে পরিধান। কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণু ঝুনু গান ॥ বীণা বেণু আর হাতে কাচনি পাঁচান। নানা আভরণ অঙ্গে বিনোদ সাজনি ॥ অনুক্ষণ করিতেছে নটন বিহার। নবনীতে অধিক প্রীত যে তাঁহার ॥ ৪৭

ধানশী।

দেবদত্ত গোপাল যে দূর্ব্বাদল শ্যাম। অরুণ বসন পরে অতি অনুপাম ॥ রঙ্গিম পাগড়ি পেঁচ উড়িছে পবনে। নব কিশলয় তার দুলিছে শ্রবণে ॥ গলায় দুলিছে হার মুকুতা প্রবাল। মৃগমদ চন্দন তিলক শোভে ভাল ॥ কেয়ূর শোভিত ভুজ সঘনে দোলায়। রুণু রুণু সঘনে নূপুর বাজে পায় ॥ ধড়ায় মুরলী করে কনক পাঁচনি। বন ফুল মালায় ধূসর তনু খানি ॥ ৪৮

ধানশী।

সুন্দর বরণ দেখি সুনন্দ গোপাল। সুন্দর আকৃতি তাঁর গলে বনমাল ॥ কনক বরণ ধটি কটিয় আঁটনি। দোলয়ে সুন্দর তাহে পাটের থোপনি ॥ বিনোদ পাগড়ি মাথে তাহে ফুল আভা। উড়িছে ভ্রমর তাহে মকরন্দ লোভা ॥ সুগন্ধি ছটার ফোঁটা কপালে উজ্জ্বল। রতন কুণ্ডল দুটী কাণে ঝলমল ॥ শুদ্ধ সুবর্ণের হার বিচিত্র অলঙ্কার গলায় দুলিছে গজ মুকুতার হার ॥ অনুক্ষণ গাইছেন মনোহর গীত। পরম পবিত্র সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত ॥ বিনোদ বাঁকুয়া হাতে ধড়ায় মুরলী। সর্ব্ব অঙ্গে বিভাসিত গোক্ষুরের ধূলি ॥ ৪৯

ধানশী।

বরুথপ গোপাল যে অতি সে মনোহর। সিন্দূর বরণ অতি স্নিগ্ধ কলেবর ॥ ধবল বসন পরে গলে বনমাল। অরুণ বরণ দুটী নয়ন

বিশাল॥ ভুবনমোহন রূপ অপরূপ ছাঁদ। হেরিতে মলিন কত পূর্ণিমার চাঁদ॥ বিনোদ পাগড়ি প্যাঁচ পিঠে ঝলমল। ঝিকি ঝিকি করে দুটী শ্রবণে কুণ্ডল॥ হাত দোলাইয়া যায় বাম করে বাঁশী। আধ আধ বচন কহিছে মৃদু হাসি॥ ৫০

ধানশী।

নন্দক গোপাল যেন দর্ব্বাদলশ্যাম। রাতুল বসন পরে অতি অনুপাম॥ মিঠুর মধুর হাসি কোমল প্রকাশে। সদাই আনন্দ লীলা কৌতুক প্রকাশে॥ বিনোদ চূড়াটী তাহে নাগেশ্বর গাঁথা। চন্দন তিলক তাহে মৃগমদ লতা॥ নানা আভরণ অঙ্গে শোভে ফুল মালা। উরু পর দুলিছে বনজ ফুল মালা॥ কাঁচনি মুরলী করে কনক পাঁচনি। চলিতে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি॥ ৫১

ধানশী।

দেখ দেখ গোবিন্দের সঙ্গে। অনিরুদ্ধ যায় কত লাবণ্য নিজ অঙ্গে॥ বিশাল বিষয়ে দোঁহে সমান বয়েস। সুরঙ্গ সুন্দর বর্ণ সুললিত কেশ॥ নীল রক্ত বর্ণ ধটি কটির আঁটনি। চলিতে নূপুর বাজে রুণু ঝনু রুণী॥ দোঁহার মাথায় পাগ দোঁহে নটপটি। গলায় দোসতিহার শোভে পরিপাটী॥ সুবর্ণ পাটের খোপ পিঠে ঝলমল। ঈষৎ দুলিছে কাণে রতন কুণ্ডল॥ সোণার শিকলি শিঙ্গা শোভে দুই কাঁধে। দোঁহে এক মেলে যায় নটবর ছাঁদে॥ ৫২

সুহই।

দিনমণি বল্লভ, দুহুঁ কর পল্লব, সুবলিত অঙ্গুলী সুছাঁদ। অমৃত অঙ্গুলীমাঝে, রতন অঙ্গুরী সাজে, মুখের লাবণি সদ্য চাঁদ॥ সরুয়া সুন্দর কটি, মেঘবরণ ধটি, অঞ্চল চঞ্চল পদ আগে। কনয়া কিঙ্কিণী জাল, ঝনু রুণু বাজে ভাল, অঙ্গদ ভূষিত ধৌত রাগে॥ রাতা উৎপল জিনি, শ্রীরাঙ্গা চরণ খানি, রতন মঞ্জীর বাম পায়। বলরাম বড় রঙ্গে, বাম করে ধরি শিঙ্গে, রোহি রোহি গভীর বাজায়॥ যার গুণ শ্রুতি মাত্র, পুলকে পুরয়ে গাত্র, তার রূপ কে কহিতে পারে। জ্ঞানদাসেতে ভণে, এতেক রাখাল সনে, বিহরয়ে যমুনার তীরে॥ ৫৩

শ্রীরাধিকার রূপ।

কল্যাণ।

ঢল ঢল কসিত কাঞ্চন তনু গোরী। ধরণী পড়িছে নব যৌবন হিলোলি॥ সয়ন শরদ সুধানিধি নিষ্কলঙ্ক। মনমথ মথন অলপ দিঠি বঙ্ক॥ রাই কি বলিব আর রাই কি বলিব আর। ভুবনে কি দিয়ে হেন উপমা তোমার॥ কুটিল কবরী বেড়ী কুসুমক জাদ। সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে অতি পরমাদ॥ নাসিকার আগে গজ মুকুতা হিলোলে। পরাণ নিছিয়ে তোমার নয়ান কাজরে॥ উর্দ্ধ উরজ কিবা কনক মহেশ। মুঠিয়ে ধরিলে হয় কোটি মাঝ দেশ॥ উলট কদলী উরু গুরুয়া নিতম্ব। জ্ঞানদাসের পহুঁ জিয়ে তুই অবলম্ব॥ ৫৪

মল্লার।

কমল বয়ান কনক কাঁতি। মুকুতা নিকর দশন পাঁতি॥ নাসা তিল মৃদু কুসুম তুল। কাজরে মাজল দিঠি দুকূল॥ চললি হরিণ নয়নী রাই। ত্রিভুবন জিনি উপমা নাই॥ অরুণ অধরে হসন ইন্দু। চিবুকে মধুর শ্যামর বিন্দু॥ উচ কুচ যুগ কনক গিরি। হিয়ার মাঝারে মাণিক ছিরি॥ পবন তরল বসন মেলি। দামিনী বেড়লি চাঁদনি বেলি॥ বিভ্রম সারিম সময় সাজ। রবিশিশা যত তটিনী মাঝ॥ রোমলতাবলী ভুজগী ভাণ। নাভি সরোবরে করু পয়ান॥ কেশরী সোসরি মাঝারি অঙ্গ। ত্রিবলি যৌবন জনি তরঙ্গ॥ মদন বিমান চারু নিতম্ব। উলট কদলী উরু আরম্ভ॥ নীবী যে বান্ধল বেড়ল যাদ। উলট কমল ফুটল আধ॥ কটির উপরে কিঙ্কিণী নাদ। রতন মঞ্জীর কর বিবাদ॥ চরণ কমল শীতল ছায়। জ্ঞানদাস মন জুড়াও তায়॥ ৫৫

শ্রীরাধিকার বাল্য লীলা।

তুড়ী।

প্রাণ নন্দিনী, রাধা বিনোদিনী, কোথা গিয়াছিলা তুমি। এ গোপ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিয়া ব্যাকুল আমি॥ বিহান হইতে, কাহার বাটীতে কোথা গিয়াছিলা বল। এ ক্ষীর মোদক, চিনীক দলক, কে তোর আঁচরে দেল॥ অগোর চন্দন, কস্তুরী কুঙ্কুম, কে রচিল তোর ভালে। কে বান্ধিল হেন, বিনোদ লোটন, নব মল্লিকার মালে॥ অলকা তিলক, ললাটে ফলক, কে দিল চম্পক দাম। জ্ঞানদাস কহে, সব বিবরণ, কহ জননীর ঠাম॥ ৫৬

(শ্রীরাধিকার উক্তি।)

ধানশী।

মা গো গেনু খেলাবার তরে। পথে লাগি পেয়ে, এক গোয়ালিনী, লৈয়া গেল মোরে ঘরে॥ গোপ-রাজরাণী নন্দের গৃহিণী, যশোদা তাঁহার নাম। তাঁহার বেটার, রূপের ছটায়, জুড়ায়ল মোর প্রাণ॥ কি হেন আকুতে, তাঁর বাম ভিতে, লৈয়া বসায়ল মোরে। এক দিঠে রহি, তাঁহার আমার রূপ নিরীক্ষণ করে॥ বিজুরী উজোর, মোর অঙ্গ খানি, সেহ নব জলধর। স্নেহেল দেখিয়া, দিবাকর ঠাঞি, কি হেতু মাগল বর॥ তবে মোর গোরা গা খানি মাজিয়া, নাস বেশ বনাইয়া। হরষিত মোরে, পাঠাইয়া দেল, এ সব আঁচরে দিয়া॥ ঝিয়ের কাহিনী, শুনি গোয়ালিনী, মুচকি মুচকি হাসে। কত সুধারস, হিয়ায় বরিখে, কহে কবি জ্ঞানদাসে॥ ৫৭

মিলন

ধানশী।

দূতী প্রতি কমলিনী, বোলয়ে মধুর বাণী, মোরে মিলাইয়া দেহ শ্যাম। তুমি মোর প্রিয় সখি, দেখাও সে নীরজাখি,

শূন্যময় হেরি ব্রজধাম। শুন শুন প্রাণ সখি, মন্ত্রণা বলহ দেখি, কিসে পাই শ্রীনন্দ-কুমার। দূতী কহে শুন ধনি, মোর নিবেদন বাণী, পুনঃ দেখা না পাইবা তার॥ শ্যাম নাগর ইহা বলি, কুঞ্জ ত্যজি গেল চলি, প্রাণ দিব রাধাকুণ্ড জলে। তাহা শুনি রাই ধনী, মৃদু মৃদু বলে বাণী, শ্যাম যদি আমারে ত্যজিলে॥ আমি শ্যাম কুণ্ড নীরে, শ্যাম নাম হৃদে ধরে, বঁধু লাগি এ প্রাণ ত্যজিব। জ্ঞানদাস বলে শুন, হেন কহ কি কারণ, শ্যাম অন্বেষণে চল যাব ৫৮

প্রেম বৈচিত্র্য।

সিন্ধুড়া।

সই কি না সে বন্ধুর প্রেম। আঁখি পালটিতে, নহে পরতীত, যেন দরিদ্রের হেম॥ হিয়ায় হিয়ায়, লাগিব লাগিয়া, চন্দন না মাখে অঙ্গে। গায়ের ছায়া, রাইয়ের দোসর, সদাই ফিরয়ে সঙ্গে॥ তিলে কত বেরি, মুখ নেহারয়ে, আঁচরে মোছয়ে ঘাম। কোরে থাকিতে কত, দূর হেন মানয়ে, ফেঁপিে সদা লয়ে নাম॥ জাগিতে ঘুমাইতে, আন নাহি চিতে, রসের পসরা কাছে। জ্ঞানদাস কহে, এমন পিরীতি, আর কি জগতে আছে॥ ৫৯

সিন্ধুড়া।

নিজ পর সঙ্গ, স্বপনে না করে, আনে না পাতয়ে কাণ। দিঠে দিঠে রহে, নিমিখ না বহে, নিরখে মুখ বয়ান॥ সই কিবা সে বন্ধুর, পিরীতি কি রীতি, কহিতে কহিব কি। সো সব চরিতে, কত উঠে চিতে, পরাণ নিছনি দি। ক্ষণে ক্ষণে তনু, পুলকে আকুল, তিলেক না ছাড়ে সঙ্গ। হাসির মিশালে, রসের আলাপ, অমিয়া সিনায় অঙ্গ॥ এত করি মোরে, কোরে আগোরয়, রচয়ে বেশ বিশেষ। জ্ঞানদাস কহে, ধনি ধনি সেহ, যাহে এ পিরীতি লেশ॥ ৬০

ধানশী।

শিশু কাল হৈতে, বন্ধুর সহিতে, পরাণে পরাণ লেহা। না জানি কি লাগি, কো বিহি গঢ়ল, ভিন ভিন করি দেহা॥ সই কিবা সে পিরীতি তার। আলস করিয়া, নারে পাসরিতে, কি দিয়া সুধিব ধার॥ আমার অঙ্গের, বরণ লাগিয়া, পীত বাস পরে শ্যাম। প্রাণের অধিক, করের মুরলী, লইতে আমার নাম॥ আমার অঙ্গের, বরণ সৌরভ, যখনে যে দিকে পায়। বাহু পসারিয়া, বাউল হইয়া, তখনে সে দিকে ধায়॥ লাখ কামিনী, ভাবে রাতি দিনি, যে পদ সেবিতে চায়। জ্ঞান-দাস কহে, আহীর নাগরী, পিরীতে বান্ধল তায়॥ ৬১

সিন্ধুড়া।

যব দেখ দেখি হয়ে, হেম তার মনে লয়ে, নয়ানে নয়ানে মোরে প্রিয়ে। পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি, আমি

তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥ আহা মরি মরি মুঞি কি করিব আরতি কি দিয়া সুধিব শ্যাম বন্ধুর পিরীতি॥ রসিক নাগর যে, নিতুই দুয়ারে সে, বিনা কাজে কত আইসে যায়। জ্ঞানদাস তবে কয়, তোমার চরিতে যেবা লয়, তাহা কহিবা তুমি কায়॥

ধানশী।

হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া, মধুর কথাটী কয়। ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে পথের নিকটে রয়॥ আলো সই সে জন মানুষ নয়। তাহার সঙ্গেতে, পিরীতি করয়ে, কি জানি কি তার হয়॥ সহজে রসের, আকার সে যে ভাবের অঙ্কুর তায়। বাতাসে বসন, উড়িতে আপন, অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥ চমকু চলনি, ওগিম দোলনী, রমণী মানস চোর। জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরীতি, মরমে পশিল তোর॥ ৬৩

তিরোতা—ধানশী।

(কৃষ্ণের উক্তি।) সুন্দরি আমারে কহিছ কি। তোমার পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে, বিভোর হইয়াছি॥ থির নহে মন, সদা উচাটন, সোয়াথ নাহিক পাই। গগণে ভুবনে, দশ দিশ গণে, তোমারে দেখিতে পাই॥ তোমার লাগিয়া, বেড়াই ভ্রমিয়া, গিরি নদী বনে বনে। খাইতে শুইতে, আন নাহি চিতে, সদাই জাগয়ে মনে॥ শুন বিনোদিনি, প্রেমের কাহিনী, পরাণ রৈয়াছে বান্ধা। একই পরাণ, দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্দা॥ ৬৪

সম্ভোগ মিলন।

কেদার।

অবনত বয়নে না কহে কিছু বাণী। পরশিতে বিহসি ঠেলই পহুঁ পাণি॥ সুচতুর নাহ করয়ে অনুরোধ। অভিনব নায়রী না মানয়ে বোধ॥ পিরীতি বচন পুনঃ কহল বিশেষ। রাইক হৃদয়ে দেখয়ে নবলেশ॥ পহিরণ বসন ধয়ল যব হাতে। তব ধনী দিব দেই নিজ মাথে॥ রস পরসঙ্গে কয়ল কত রঙ্গ। নিজ পরথাব নায়ে দেই ভঙ্গ॥ নাহক আদর অধিক বাঢ়য়। জ্ঞানদাস কহে এহ না জুয়ায়॥ ৬৫

কেদার।

গলে গলে লাগল হিয়ে হিয়ে এক। বয়ানে বয়ান আরতি অনেক॥ মনে মনে মনসিজ শুতল শেজে। নাহি পরকাশ থোরহি লাজে॥ মণিময় দীপ উজোরল গেহ। সুকুসুম শেজহি ঝলমল দেহ॥ কোকিল কুহরত ভ্রমর ঝঙ্কার। সারী শুক করু কপোত ফুকার॥ মলয় পবন বহ গন্ধ সুগন্ধ। দ্বিজকুল শব্দ গীত অনুবন্ধ॥ সুখময় মন্দির কালিন্দী তীর। শুতল দুহুঁ জন কুঞ্জ কুটীর॥ সখীগণ হেরই ঝরকহি ঝাঁপি। আরতি অধিক তিরপিত নহে আঁখি কোই কোই

সেহই শেজক পাশ। জ্ঞানদাস কহ পূরল আশ ॥ ৬৬

- - - - -

ভৈরবী।

কুসুম শেজ পর কিশোরী কিশোর। শ্যামল দুহুঁ জন হিয়ে হিয়ে জোর ॥ অধরে অধর ধরি ভুজে ভুজে বন্ধ। উরু উরু চরণ চরণ এক ছন্দ ॥ কুন্দন কনক জড়িত নীলমণি। নব মেঘে জড়ায়ল যেন সৌদামিনী ॥ চাঁদে চাঁদে কমলে কমলে এক মেলি। চকোর ভ্রমরে এক ঠাঞি করে কেলি ॥ শিখি কোরে ভুজগিনী নাহি দুঃখ শোক। যমুনার জলে কিয়ে ডুবল কোক ॥ অরুণে তিমিরে এক কোই না ভাগ। কাম কামিনী এক ঠাঞি নাহি ভাগ ॥ কলহ করল দুহু রসনা রসনা। বিহি মিলায়ল দুহুঁ হইল মগনা ॥ শূর হেরি কুমুদ মুদিত নাহি ভেল। জ্ঞানদাস কহে অদভুত কেল ॥ ৬৭

ধানশী

নিমগন দুহুঁ জন রতি রণ রঙ্গে। থির দামিনী নব জলধর সঙ্গে ॥ কুসুম শেজপর রাধা কান। দুহুঁ মন পেশল মনসিজ জান ॥ ঘন ঘন চুম্বই চকিত নয়ান। কুচ যুগ পর খরতর নখ দান ॥ কুঞ্জহিঁ দুহুঁ জন কেলি। জ্ঞানদাস চিতে আনন্দ ভেলি ॥ ৬৮

ধানশী।

দুহুঁ দুহুঁ নিরখই নয়ানের কোণে। দুহুঁ হিয়া জর জর মনমথ বাণে ॥ দুহুঁ তনু পুলকিত ঘন ঘন কম্প। দুহুঁ কত মদন সায়রে ভেল ঝাম্প ॥ দুহুঁ দুহুঁ আরতি পিরীতি নাহি টুটে। দরশে পরশে কতেক সুখ উঠে ॥ দুহুঁক অধর রস দুহুঁ করু পান। দুহুঁ দুহুঁ চুম্বই বয়ানে বয়ান ॥ দুহুঁ আলিঙ্গই ভুজে ভুজে বন্ধ। জ্ঞানদাস মনে বাঢ়ল আনন্দ ॥ ৬৯

কেদার।

বিগলিত কুন্তল, মণিময় কুণ্ডল, ঝুণু ঝুনু আভরণ বাজ। ঘামহিঁ অলকা তিলক বহি যাওত, ঘন দোলত মণিরাজ ॥ দেখ দেখ দুহুঁ জন কেলি। দুহুঁ দুহুঁ অধর, সুধারস পিবি পিবি, দুহুঁ কিয়ে উনমত ভেলি ॥ গীমহি ভুজযুগ, উপর শশধর, কনক ধরাধর মাঝ। অপরূপ পবনে সঘন তনু দোলত, গগন সহিত দ্বিজরাজ ॥ চঞ্চল চরণ, কমল মণি নপুর, শবদ মঙ্গল পুর ॥ মনমথ কোটি, মথন করু ঐছন, জ্ঞানদাস চিতে ফুর ॥ ৭০

পঠমঞ্জরী।

শ্যাম মনোহর সুন্দরী সঙ্গ। দুহেঁ দুহুঁ হেরি হেরি করু কত রঙ্গ ॥ নব মধুমাসে নিধুবনে সাজ। দুহুঁ মুখ মন্থর কুঞ্জ বিরাজ ॥ রাধা মাধব রতি রস কেলি। বিদগধ নাগর নাগর বৈদগধি মেলি ॥ দৃঢ় পরিরম্ভণ পুলক

ভুজ দণ্ড। চুম্বনে লুবধল দুহুঁ জন গণ্ড॥ দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ জন পিব। উৎপলে পুজত হেমক শিব॥ অদ্ভুত নাম্বরী অদ্ভুত কান। অতি রসে ভেল অবশ পাঁচ বাণ॥ দুহুঁ গুণ রূপ কলা রস সীমা। জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক মহিমা॥ ৭১

ভূপালী।

বিদগধ নাগরী নাগর বসিয়া। মধুকর মধু পিয়ে কমলিনী পশিয়া॥ বাঢ়ল রসসিন্ধু দুহেঁ এক হিয়া। কালা মেঘে ঝাপল কুমুদ বন্ধুয়া॥ রাই কানু নিধুবনে মধুর বিলাস। দুহুঁ দুহাঁ মুখ হেরি বাঢ়য়ে উল্লাস॥ পূণিম চাঁদ মুখে স্বেদ বিন্দু বিন্দু। অনঙ্গ লাবণ্য ফুলে পুজল ইন্দু॥ বিগলিত কেশ বেশ বিগলিত বাস। রতি রস শ্রমে বহে দীর্ঘ নিশ্বাস॥ আলসে মুদিত আঁখি বয়ানে বয়ান। জ্ঞান কহে চাঁদে কিয়ে চাঁদের মিলান॥ ৭২

ভূপালী।

রাধা বদন হেরি কানু আনন্দা। জলনিধি উছলই হেরইতে চন্দা॥ কতহুঁ মনোরথ কৌশল করি। কুসুম শরে রাই কানু অসম্বরি॥ পুলকে পূরিল তনু হৃদয়ে উল্লাস। নয়ান ঢুলাঢুলি আধ আধ হাস॥ দুহুঁ অতি বিদগধ অতুলন লেহা। রসের আবেশে বিছুরল নিজ দেহা॥ হার টুটল পরিরম্ভণ কেলি। মৃগমদ চন্দন সব দূরে গেলি॥ খসল কুসুম কেশ দুহুঁ অতি ভোর নীলমণি কাঞ্চন জড়িত উজোর॥ দুহুঁ দোহাঁ চুম্বনে বয়ানে বয়ান। জ্ঞানদাস হেরি দুহুঁ গুণগান॥ ৭৩

শঙ্করাভরণ।

কুসুমিত মধুবন মধুকর মেলি। পিককুল গাওত মনমথ কেলি॥ নিধুবনে মুগধল নাগরী কান। এক কলেবর দুহুঁ একুই পরাণ॥ চান্দ চন্দন মলয়জ বাতে। অতি রসে বাদর নহে পরভাতে॥ রাধা মাধব মধুর বিলাস। নহি অবলোকনে মৃদু মৃদু হাস॥ রূপ কলাগুণ দুহুঁ সমতুল। প্রেম পরশ রস আরতি অমূল॥ নিবিড় আলিঙ্গন করল অপার। চুম্বনে বদনে রচয়ে সিতকার॥ পূরল মনোরথ বিগলিত স্বেদ। দুহুঁ তনু একই নহত নব ভেদ॥ বিগলিত কেশ বসন ভেল আন। জ্ঞানদাস কহ একই পরাণ॥ ৭৪

ললিত।

রাধা কানু বিলসই নিকুঞ্জ ভবনে। নয়ানে নয়ানে দুহুঁ বয়ানে বয়ানে॥ দুখ সঙে সুখ ভেল দুহুঁ অতি ভোর। হের দেখ এ সখি শ্যাম কিশোর॥ জ্ঞানদাস কহে সুরস সার। যুগল মিলন রসের সার॥ ৭৫

ললিত।

রাধা মাধব অতি মনোহর। উঠিয়া বসিলা পুষ্প শয্যার উপর॥ রতির অলসে দুহেঁ আঁখি মেলিতে নারে। দুহুঁ ঢুলি ঢুলি

পড়ে দোঁহার উপরে॥ কর্পূর তাম্বুল চুয়া সুগন্ধি চন্দন। মঙ্গল আরতি সখী করয়ে সেবন॥ শুনি চমকিত মন কোকিলের রায়। জ্ঞানদাস দুহুঁ রসালস গায়॥ ৭৬

শ্রীরাগ।

পহিলহি পিরীতি নাহিক পরকাশ। দোতী শুতায়ল উনহিক পাশ॥ ননদী নিন্দহ আপন ঘরে ভোর। তৈখনে লই গেও বসনহি চোর॥ কি কহব রে সখি কেলি বিলাস। মদন মণি মন্দিরে কয়লু নিবাস॥ পহিলহি নিবিড় আলিঙ্গন দেল। দুহুঁ তনু পুলকিত দ্বিগুণ ভৈ গেল॥ প্রেম কয়ল কত বিদগধ রাজ। দশনে দশনে দুহুঁ ঘন ঘন বাজ॥ দুহুঁ তনু লাগল ভালহি ভাল। চন্দনে লাগল সিন্দুর জাল॥ বসন বসন দুহুঁ আনহি ভেল। জ্ঞানদাস কহ পুন কিয়ে কেল॥ ৭৭

শ্রীরাগ।

না পুছ না পুছ সখি পিয়াক পিরীতি। পরাণ নিছনি দিলে না হয় উচিত॥ হিয়ার উপর হৈতে শেজে না শোওয়ায়। বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়। নিদ্রের আলসে যদি পাশ মোড়া দিয়ে। কি ভেল কি ভেল বলি চমকি উঠয়ে॥ হিয়ায় হিয়ায় এক নয়ানে নয়ান। নাসিকায় নাসিকায় এক নয়ানে নয়ান॥ ইথে যদি মুঞি তেজিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে। আকুল হইয়া পিয়া উঠয়ে তরাসে॥ এমতি বঞ্চিয়ে নিশি দুহেঁ এক মেলি। জ্ঞানদাস কহে ঐছে নিতি নিতি কেলি॥ ৭৮

গান্ধার।

পাসরিতে নারি কালা কানুর পিরীতি। সোঙরিতে প্রাণ কান্দে করিব কি রীতি॥ হিয়ায় হইতে পিয়া শেজে না শোয়ায়। বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়॥ তনু তনু পরশ লাগি আভরণ তেজে। চরণে যাবক রচে দেখি পাই লাজে॥ নিশি অবসান জানি কাতর হইয়া। দৃঢ় করি বান্ধে মোরে ভুজলতা দিয়া॥ অরুণ উদয় দেখি পড়ি প্রেম ফান্দে। মুখে মুখ দিয়া পিয়া কত জানি কান্দে॥ ঘরে আসিবার কালে পরে প্রেম ফাঁস। তেঞি সে এমন দেখি কান্দে জ্ঞানদাস॥ ৭৯

ভূপালী।

বন্ধুর রসের কথা কি কহব তোয়। মনের উল্লাস যত কহিল না হোয়॥ এক দুই গণনাতে অন্ত নাহি পাই। রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই॥ দণ্ডে প্রহরে দিনে মাসেক বরিখে। যুগ মন্বন্তরে কত কলপে না দেখে॥ দেখিলে মানয়ে যেন কভু দেখি নাই। পদ্ম শঙ্খ আদি কত মহানিধি পাই॥ জ্ঞানদাস বলে ভাল রসের প্রাক। এড়াইতে নারিলা ঠেকিল বিপাক॥ ৮০

পঠমঞ্জরী।

যব কানু আওল মন্দির মাঝে। আঁচরে বদন ঝাঁপলু লাজে॥ করে কর ধরি কুয়ল চীর মোর। পিয়া বড় টিট কর রাখল আগোর॥ কি কহব রে সখি কানুক লেহা। ও সুখে মুগধ মুগধ মঝু দেহা॥ প্রেম পরশ রস কয়ল অপার। কত পরথাপল পিরীতি পসার॥ চুম্বনে চুম্বল অধরক দাগ। কি কহব সে সব সময় সোহাগ॥ নিবিড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্বেদ। লুবধ মনোভব নহ পরিচ্ছেদ॥ উপজিল আরতি কহন না যায়। জ্ঞানদাস কহ সীম কো পায়॥ ৮১

শ্রীরাগ।

রূপ হেরি লোচন তিরপিত ভেল। গুণ শুনি শ্রবণ সফল ভৈ গেল॥ মনক মনোরথ মনমথ দেল। চন্দন চাঁদ চিত রহি গেল॥ এ সখি এ সখি আজুক রঙ্গ। সুধুই সুধারসি চকিত ভেল অঙ্গ॥ আরতি গুরুয়া পিরীতি নহ থোর। লাখ মুখে কহিতে না পারিয়ে ওর॥ পরশে অবশ তনু বেশ নিরুকম্প। যাবল সো তনু উপজল কম্প॥ সরস সম্ভাষণ হাস পরিপাটী। তাম্বূল অধরে অধরে লই বাটি॥ করে কত ভাতি কয়ল কত রঙ্গ। জ্ঞান কহে দুহুঁ তনু আধ আধ অঙ্গ॥ ৮২

সুহই

সজনি ও কথা কখন নয়। শ্যাম সুনাগর, গুণের সাগর, পড়িনু কোরে ঘুমায়॥ কত পরকারে, চেতন করয়ে, চেতন না ভেল মোর। অভিমান করি, পাশ মোড়ি রহি, দুঃখেতে চলল ভোর॥ উঠিনু জাগিয়া দেখি নাই পিয়া, হৃদয়ে বাজয়ে শেল। আহা মরি মরি, মদন বাণেতে, জর জর ভৈ গেল॥ সে সব সোঙরি, চিত বেয়াকুল, কেমনে আছয়ে পিয়া। জ্ঞানদাস কহে, এ কথা শুনিতে, বিদরয়ে মোর হিয়া॥ ৮৩

সিন্ধুড়া।

প্রভাত সময়ে কাক কুকরিয়া, আহার বাটিয়া খায়। পিয়া আসিবার, বচন কহিতে, সহি আন পথে যায়॥ সখি এ কথা কহিয়ে তোরে। চির দিন পরে, কোন বিধাতা, সদয় হইলে মোরে॥ নিশি অবশেষে, কান্দিতে কান্দিতে, নিদ আওল আঁখে। বুকে দুটী হাত, অতি ভীত পিয়া, আসিয়া দাঁড়াইল সমুখে॥ চমকি উঠিয়া, কোরে আগুয়িতে, চেতনা হইল মোর। মূরছি পড়িতে, নিকটে বিশাখা, আমারে করিল কোর॥ হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়য়ে, তাহি সন্তোষ হয়। জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি, বন্ধুয়া মিলব তোয়॥ ৮৪

সিন্ধুড়া।

স্বপনে দেখিনু মোর প্রাণনাথ। সমুখে দাড়াঞা আছে যোড় করি হাত॥ পুন না দেখিয়া প্রাণ ধরিতে না পারি। কি করিব কোথা যাব কি উপায় করি॥ পাইয়া পরাণ নাথ পুন হারাইনু আপন করম দোষে আপনি মরিনু॥ যে দেশে পরাণ বন্ধু সেই দেশে যাব। পরিয়া অরুণ বাস যোগিনী হইব॥ জ্ঞানদাস কহে রাই থির কর হিয়া। আসিবে তোমার বন্ধু সময় বুঝিয়া॥ ৮৫

সুহই।

পিয়ার পিরীতে, জাগি ঘুমায়লু, না জানি বিহান নিশি। কানুর সঙ্গের, অঙ্গের সৌরভ, ননদী পাওল আসি॥ ননদী বলে গা তোল বড়ুয়ার ঝি। সে হেন অঙ্গের, এমন বিতথা লোকে না বলিবে কি॥ কেনে তোর তনু, হেন বিবরণ, মলিন চাঁদের কলা, মত্ত করীবরে, মথিয়া থুঞাছে, শিরীষ কুসুম মালা॥ কে দিল হের, রঙ্গের নূপুর, কে দিল এমন হার। তড়িত জিনিয়া, বরণ বসন, গুপতে আনিলি কার॥ আপাদ মস্তক, নাহি পরকাশ, কে দিলে চন্দন চুয়া। সুরঙ্গ অধরে, রঙ্গ ধরাইতে, কে দিল তাম্বূল গুয়া॥ নাসার বেশর, ভালে সে তিলক, কে দিল এমন ছান্দে। খঞ্জন নয়ানে, অঞ্জন রঞ্জিত, জ্ঞান পড়িল ধান্দে॥ ৮৬

সুহই।

ননদি গো রহিতে নারিনু ঘরে। না দেখি না শুনি, এমন দেবতা, যুবতী দেখিয়া ভুলে॥ নিশির স্বপনে, চাঁদ উপরাগ, হেরিয়ে মন্দিরে বসি। হেনই সময়ে, সে বন দেবতা, মোরে গরাসিল আসি॥ গরাস তরাসে, আকুল হইয়া, মুরছি পড়িনু ভুমে। তোর নাম ধরি কত না ডাকিনু, শুনিয়া না শুনিলি কাণে॥ এ মোর বিতথা, সে বন দেবতা, শুনি চমকএ চিতে। যুবতী দেখিয়া, ফিরিয়া হেরিয়া, এমতি তাহারি রীতে॥ যে জন হেরয়ে, সে বন দেবতা, হরয়ে তাহার চিতে। এ বোল শুনিয়া, ননদী চমকি, ভ্রমিয়া বোলয়ে ভীতে॥ গোকুল পতির, মতি ভুলাইলা, ঈষৎ আঁখির ঠারে। জ্ঞানদাস কহে, ননদী ভুলাইতে, কিবা পরমাদ তারে॥ ৮৭

সিন্ধুড়া।

অবহুঁ রভস রস, কয়লহুঁ ধাধস, ঝামর দুপর বেলি। উলটল কবরী, সম্বরে নাহি অম্বরে, কহ কেবা পারী বা দেলি॥ সখি হে কোন এতহুঁ দুখ দেল। বিকচ কমল ফুল, লোচন ছল ছল, অব কাহে মুদিত ভেল॥ তাম্বূল অধরে, মধুর হাসি কাহে, কিরদ দংশন কিবা দেল। কুচ ছিরিফল পর, বিহগ কিয়ে বৈঠল, তাহে অরুণ রেখ ভেল॥ কাজর কপোল, লোল অমিয় ফল সিন্দূর সুন্দর বয়ানে। জ্ঞানদাস কহ, চলহ চলহ সখি, রাইক মিলাহ সিনানে॥ ৮৮

ধানশী।

সখি রাই কলাবতী জানে। এ দুহুঁ হনোভব, মনহি বুঝাওল, কিয়ে দুহুঁ আপন সুজানে॥ দুহুঁ দিঠি চঞ্চল, বচন সমাপল, চৌদিশে কত আছে আনে। দুহুঁ জন বুঝল, কেহ নাহি সমুঝল, ঐছন দুহুঁ যে সিনানে॥ ভুজে ভুজে বান্ধি, উরহি দরশায়ল, রমণী সমুঝল কাজে। আনন সরোরুহ, করে পরশাওল, সময় বুঝায়ল সাঁঝে॥ কর-কমলে মুখ-কমল লুকায়ল, আন সমুঝায়ল নাহ। জ্ঞানদাস কহ, তরুণী তুল নহ, ঐছে কয়ল নিরবাহ॥ ৮৯

বরাড়ী।

ছলে ওর। অমনি নেহারি হেরল মোহে থোর॥ বিহসি দশন আধ দরশন দেল। ভুজে ভুজে বান্ধি অলপ চলি গেল॥ কি কহব রে সখি নারী সুজান। হরখে বরখে কত মনমথ বাণ॥ হরি কত দরসে পালটি নেহারি। থোড়ল কানড় কুসুম উঘারি॥ বসনক ওর ঝাপল তব গোরী। নীলকমলে মুখ রোপল থোরি॥ বৈদগধি বিবিধ পসারল যেহ। কানু মুগধ তাহে ধরু নিজ দেহ॥ ধনি ধনি তাক থাক ইহ নারী। জ্ঞানদাস কহ গনি জনা চারি॥ ৯০

সুহই।

সখি বড় অপরূপ ভেলি। রাই যমুনা সিনানে গেল॥ কানু দরশন ভেল॥ কিয়ে দুহুঁ ইঙ্গিত কেল॥ বুঝিয়া সে সব রীত। সবে গেল আন ভিত॥ যব হোত নিরজনে। পৈশলি নিকুঞ্জ বনে॥ কি দুহুঁ এমলি লেহ। জ্ঞানদাস তব খেহ॥ ৯১

ভূপালী।

কি কহব রাইক চরিত অপার। ঐছে কথিহুঁ না হেরিয়ে আর॥ গুরুজন সনে আজি চলইতে বাট। অন্তরে উপজল কানুক নাট॥ পুলকে পুরল তনু ঝরঝর ঘাম। অবশ হইয়া কহে কানু শ্যাম॥ ননদী কহয়ে তহি কানু কাঁহা হেরি। ভানু ভানু করিয়া কহয়ে পুনবেরি॥ অতিশয় তাপে তনুতে বহে ঘাম। তাহে পুনঃ পুনঃ সে কহলু ভানু নাম॥ গুরুজন শুনি তব নিশবদ ভেল। জ্ঞানদাস চাতুরী উপদেশ কেল॥ ৯২

ধানশী।

যাইতে যমুনা সিনানে। সঙ্গহি কাল সমানে॥ অলখিতে আওল কান। হাম তব বঙ্ক বয়ান॥ ননদিনী আগে আগে যায়। তহিঁ কিছু কহিতে না পায়॥ এ বর বিদগধ নাহ। ইথে যে করল নিরবাহ॥ পুন পিছে পিছে গেও সেহ। উলটি হেরিয়ে শ্যাম দেহ॥ অলখিতে চুম্বন কেল। ভাবে অবশ তনু ভেল। বিহি দিল কণ্টক হাতে। চললিহুঁ অধমক সাথে॥ কয়লহুঁ যমুনা সিনান। জ্ঞান কহে সহে কি পরাণ॥

ভূপালী।

একসখি যাইতে যমুনা তীর। অল-খিতে আওল শ্যাম শরীর॥ অম্বরে ছিল মোর অঙ্গ উদাস। কত বেরি হেরি হেরি মৃদু মৃদু হাস॥ এ সখি এ সখি অপরূপ কাজে। দিঠহি দিঠ পড়ল রহি লাজে॥ আগে আগে অনুসরি ফিরি ফিরি চায়। বিহসি বয়ানে ক্ষণে নয়ান লাগায়॥ আন-ছলে কতয়ে করয়ে পরিহাস। হেন বুঝি কত কুলজা কুল নাশ॥ শুনইতে মধুর মুরলী রব থোর। ধসয়ে কাঁপের কুন্ত নীবি নিচোর॥ কি দেখিনু কি শুনিনু কহনে না যায়। জ্ঞানদাস কহে পিরীতি যাহায়॥ ৯৪

ভূপালী।

করুণক দেশ রঙ্গিণী চলি গেল। অরুণ অতি সুরপথ দিগ ভেল॥ ঐছন সময়ে নিজ কেলি নিবাসে। বেশ কয়লি পিয়া বহু প্রীতি আশে॥ আধা আধ তাহে না পুরল আশ। হেরি বিখিনি কত ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ নাহক চিতহি অতিশয় খেদ। জ্ঞানদাস কহ বিহিক সম্ভেদ॥ ৯৫

ধানশী।

একলি মন্দিরে, শুতলি সুন্দরী, কোরহি শ্যামর চন্দ। তবহুঁ তাহার, পরশ না ভেল, এ বড়ি মরমে ধন্দ॥ সজনি পাওলি পিরাতি ওর। শ্যাম সুনাগর শৈশব কিবা, কঠিন হৃদয় তোর॥ কস্তুরী চন্দন, অঙ্গে বিলেপন, দেখিয়ে অধিক উজোর। বিবিধ কুসুমে, বান্ধল কবরী, শিথিল না ভেল তোর॥ অমল বদন, কমল মাধুরী, না ভেল স্বরূপ সাত। পুছইতে ধনী, ধরণী হেরলি হাসি না কহলি বাত॥ কিয়া রতি-পতি বসতি বিষয়ে, দোখিয়া দেওলি ভঙ্গ। জ্ঞানদাস কহ, এ দোষ কাহার, দো না ভেল সঙ্গ॥

শ্রীরাগ।

মাধব বোধ না মানয়ে রাই। নিকুঞ্জ গৃহে, ধনী নিবসহ, তুরিতে গমন করু তাই॥ এত শুনি নাগরী বেশ ধরি সখী সঞে, চলু বনমালী। যোই নিকুঞ্জে, আছয়ে বর মানিনী, তাঁহা যাই উপনীত ভেলি॥ জ্ঞান-দাস কহে পুরুষ প্রকৃতি। দুহুঁ রস উজ্জ্বল পরিপাটী অতি॥ ৯৭

ধানশী।

দূতীক বচন শুনি নাগর রাজ। অন্তরে পায়ল বহুতর লাজ॥ ইঙ্গিতে বুঝল সো আশোয়াস। মনো মাহা হয়ল বহুত উল্লাস॥ তবহি সফল করি জীবন মান। তাকয় সঞে হরি কয়ল পয়ান॥ পথহি কত কত ভাবে বিভোর। ঐছনে পাওল কুঞ্জক ওর॥ জ্ঞানদাস কহে অপরূপ রূপ। যুগল মিলন সুধা রস কূপ॥

ভূপালী।

সখীক বচন শুনি হিয়া উতরোল। কহই না পারই গদ গদ বোল॥ নয়ানে

বহই ঘন আনন্দ লোর। পদ আধ চলে রাই সখী করি কোর॥ আবেশে সখীর অঙ্গে হেলাইয়া অঙ্গ। চলে যা না চলে শ্যাতি রসের তরঙ্গ॥ জ্ঞানদাস কহে চল রাই কুঞ্জে যাই। প্রেম ধন দিয়া তুমি কিনহ কাহনাই॥ ৯৯

শ্রীরাগ।

একলি কুঞ্জহি কান। অথ হেরি আকুল পরাণ॥ মনমথে জর জর ভেল। তৈখনে সুন্দরী গেল॥ হেরইতে নাগর কান। হোয়ল অমিয়া সিনান॥ নব অনুরাগিণী নারী। কি কহব কহই না পারি॥ নাহ দরশন ভেল ভোর। কো কহই আরতি ওর॥ সহচরীগণ পিছে গেল। হেরি দুহুঁ আনন্দ ভেল॥ পুরল মন অভিলাষ। জ্ঞান কহই সখী পাশ॥ ১০০

ভৈরোভিয়া।

উরজ উঠল জনু বদরী। করে জনি ঝাপহ সাগরি॥ পরবোধি পরশি রহ খোরে। কমলিনী পড়ু যৈছে করীবর কোরে॥ মাধব তুয়া পায়ে সোপনু গোরী। তুহুঁ বিদগধবর এহ রস থোরি॥ সাচল নবনীক পুতলী। অরুণ কিরণে জনু গুতলি॥ সরসে না হয় ভরমে। চান্দ আরোপল জনু জলধর ঠামে॥ সহজে সহজে রাখি যদি রাখয়ে ধরমে॥ বৈদগধি দোতী বিচারে। জ্ঞান কহ এহ রস সারে॥ ১০১

ধানশী।

তুহুঁ বিদগধবর তরুণী পরাণ। আজু শুনলো মুঞি মনসিজ নাম॥ অকল পরশিতে অন্তর কাঁপ। রমণী সময়ে কিয়ে এত এ আলাপ॥ এ হরি এ হরি অতএ আমার। হায় কিছু না বুঝিয়ে ও রস বিচার॥ আরতি অধিক নাহিক কিছু লাভ। দারিদ ঘর যাচক নাহি যাব॥ জল বিনু জলচর না করয়ে কেলি। কলিকা কমলে ভ্রমর নহে মেলি॥ দেখইতে শুনইতে লাগু তরাস। আজু পুছব মুঞি প্রিয়সখী পাশ॥ সো যব জানয়ে এ সব সুধি। জ্ঞানদাস কহ ভাল কহ বুধি॥ ১০২

ধানশী।

দেখিতে দেখিয়ে আনহি ছান্দে। কিবা লাগায়াছে মদন ফান্দে॥ সহজ কানুর চরিত যে। তা দেখি জগতে না ভুলে কে॥ সই বলিব কি। প্রেম পরসঙ্গ দেখিয়াছি॥ পিরীতি আহারে না পড়ে কে। দোতী পাইয়াছে পরতেক দে। নহিলে এমন চরিত নয়। আনছলে এত কথা কি কয়॥ হাসির মিশালে চাহনি আন। তা দেখি কাহার না হয় ভান॥ জ্ঞানদাস অনুভাবিয়া গায়। রসের বেভার কায় না যায়॥ ১০৩

ললিত।

উঠিয়া নাগররাজ নিদের আবেশে। দুটী আঁখি মুদি রহে বিনোদিনী পাশে॥

ভুজলতা বেড়ি রাই নাগর কৈল কোরে। অনিমিখ হইয়া চাঁদ বদন নেহারে॥ সুবাসিত জলে চাঁদ বদন পাখালে। মুছায়ল বদন চাঁদ আপন অঞ্চলে॥ জ্ঞানদাসেতে বলে বলিহারী যাই: এমন দোঁহার প্রেম কভু দেখি নাই॥ ১০৪

বিভাস।

প্রাণনাথ কি বলিব তোরে। জাগিল গোকুলের লোক কেমনে যাব ঘরে। তোমার পীত ধটি আমারে দেহ পরি। উভ করি বান্ধ চূড়া আউলাইয়া কবরী॥ কানের কুণ্ডল দেহ হাতের মুরলী। শ্যাম বরণ মোর অঙ্গের উড়নী॥ জ্ঞানদাস কহ কাহ্নাই পাশরি কর দূর। চরণে পরাও তুমি কনয় নূপুর॥ ১০৫

রসোদ্গার।

ধানশী।

নিতি নিতি দেখিয়ে না কহি লাজে। অনুভবে জানলু অদভুত কাযে॥ তুহুঁ বরনারী চতুর বরকান। মরকতে মিলল কনক দশবাণ॥ এ ধনি এ ধনি সহু পরিহাস। নিজ জন জানি না কহ বেভার॥ খণে খণে অলসে মুদসি দুটী আঁখি। নিজ তনু ছাহে চাহি করি সাখী॥ জলধর হেরি ভেলি চমকিত। শ্যামর চান্দে চোরায়ল চিত॥ খণে পুলকিত তনু বহসি সাভারি। মৃগমদ উরজে যতনে চীরে বারি। কুন্তল কবরী উরহি লোটায়। জ্ঞানদাস কহে কাহে লুকায়॥ ১০৬

বরাড়ী।

হাসি হাসি বয়ান লুকায়সি রাই। শ্যাম সুনাগর রস অবগাই॥ অন্তরে অন্তরে পিরীতি নিরবন্ধ। লাজ কপাট কয়ল মুখ বন্ধ॥ এ সখি এ সখি মানহ মোয়। পরতেক জানি পুছলু হাম তোয়॥ তিলে তিলে প্রতি অঙ্গ পরতেক হোই। দুপ দিনু দুহুঁ দিঠি বহু লহু রোই॥ নিতি নিতি সমুঝিত সমুঝিয়ে অঙ্গ। আজু আন রীতি দেখিয়ে আর রঙ্গ॥ কহইতে না কহসি মোড়সি অঙ্গ। বহু পরসাদে তোঁহে কয়ল অঙ্গ॥ মন পরিতোষ দোষ নাহি দেহ। জ্ঞানদাস কহ নব নব লেহ॥ ১০৭

কামোদ।

রূপ কলাগুণ, সব সম্পূরণ, ঐছন কানু বরনাহ। আছিল আমার চিতে, তুয়াসহ মিলাইতে, ভালে ভেল বিহি নিরবাহ॥ সখি হে কাহে তুহুঁ মানসি লাজে॥ বিহি পরসাদে, সাধ সব পূরল, বুঝল মো অপরূপ কাজে॥ যাকর কাহিনী, ছাড়ি তুহুঁ আন দিন, আন না শুনসি কাণে। বচন রচন করি, সব উলটায়সি আজু দেখি আন সন্ধানে॥ সব আন রীত, চিত তুয়া অন্তর, বয়ন ঝাঁপসি এক হাতে। জ্ঞানদাস কহ, বচন আন নহ, কো পাতিয়ায়ব ইথে॥

গান্ধার।

কাহে কানু ঘন ঘন, আওত যাওত, ফিরি ফিরি বয়ান নেহারি। হাসি হাসি মুখশশী, উগারে অমিয়া রাশি, তোহে কিহে কয়ল পুছারি॥ সুন্দরি কহ কিছু বচন বিশেষ। হেন অনুমানি না জানি কাহার ভাতে, আয়ল পিরীতি নবলেশ॥ সহজে রসিকরাজ, অলখিতে সব কাজ, অনুভবি ওর না পাই। যাহার নয়ন শরে, জাতি কুল শীল হরে, ভাগ্যে ভাগ্যে আমরা এড়াই॥ এহেন নাগর বেশে কখন এদিগে আইসে, দেখি শুনি কাঁপয়ে পরাণ। জ্ঞান-দাস শুনি বলে, কহ কহ দেখি কোন ছলে, করিতে না পারি অনুমান॥ ১০৯

ধানশী।

এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে। অবলা এতেক তপ করিয়াছে কবে॥ পুরুষ পরশ হৈয়া নন্দের কুমার। কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার॥ কাহারে কহিব সখি মরমের কথা। নাগর হইয়া দেয় মোর চরণে আলতা॥ আপনি চূড়ার বেশ বনায়ে আমারে। রমণী হৈয়া যেন রহে মোর কোরে॥ কহিতে সরম সই কহিতে সরম। আমারে আচরে সই পুরুষ ধরম॥ জ্ঞানদাস কহে শুন শুন বিনোদিনি। জাতে কি পাসরা যায় কানু গুণমণি॥ ১১০

ধানশী।

আজি কেন তোমায় এমন দেখি। সঘন আলসে ঝাঁপি আঁখি॥ অঙ্গ মোড়া দিয়া কহিছ কথা। না জানি হিয়ায় কি আছে বেথা॥ কিবা বা মনে লাগিয়াছে। দোষ দিঠে কেবা দেখিয়াছে॥ বসন সঘন না রহে গায়। রসের অঙ্কুর উপজে তায়॥ যদি বা বোলহ লাজের কাযে। মরম লোকের মরমে বাজে॥ কালা কানুর পথে যে জনা যায়। বাতাসে মানুষ চমক পায়॥ তার ভাবে যদি এমন জান। জ্ঞানদাস বোলে কেন না মান॥ ১১১

ভূপালী।

অঞ্জন রঞ্জই দিটে অরবিন্দে। ভুলল মধুকর অতি মকরন্দে॥ হেম মুকুট দর করএ ললাট। সিঁথার সিন্দূর মনমথ পাট॥ সহজই সুন্দরী অতি রস ভার। বিদগধ নাগর করয়ে শিঙ্গার॥ ইন্দু কোটি জিনি চন্দন বিন্দু। হেরইতে নাগর পড়ু রসসিন্ধু॥ চিবুক বনায়ল কাল ভুজঙ্গ। হেরি হরষে পুলক পহুঁ অঙ্গ॥ চন্দনে রাজিত করু কুচ কুম্ভ। দুধে সিনায়ল কাঞ্চন শম্ভু॥ বেশ বনাইতে না পাই ওর। জ্ঞানদাস কহ ভয়ে নহ ভোর॥ ১১২

মুরলী শিক্ষা।

কানড়া।

মুরলী করাও উপদেশ। যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥ কোন্ রন্ধ্রে

বাজে বাঁশী অতি অনুপাম। কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম॥ কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি। কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ূরিণী॥ কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত। কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ॥ কোন্ রন্ধ্রে ষড়্ঋতু হয় এক কালে। কোন্ রন্ধ্রে নিধুবন হয় ফুল ফলে॥ কোন্ রন্ধ্রে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায়। একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যামরায়॥ জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥

(কৃষ্ণের উত্তর)

কামোদ।

আইস আইস মোর বিনোদিনী রাধা। তোমা দরশনে গেল মনসিজ বাধা॥ তুমি মোর সরবস নয়নের তারা। তোমা বিনে দশ দিগ হেরি আন্ধিয়ারা॥ তুমি মোর জপ তপ তুমি মোর ধ্যান। তুমি মোর তন্ত্র মন্ত্র তুমি হরিনাম॥ তোহার লাগিয়া বৃন্দাবন করিলাম। গাইতে তোমার গুণ মুরলী শিখিলাম। চৌরাশী ক্রোশ এহি বৃন্দাবন সীমা। যত কিছু লীলা খেলা তোমার মহিমা॥ জানে সব ব্রজ জন জানে ব্রজাঙ্গনা। সবে জানে তব মন্ত্রে আমি করি উপাসনা॥ নিজ পীতবাসে শ্যাম চরণ ধূলি ঝাড়ে। ললিতা মুচকি হাসে কুন্দলতার আড়ে॥ শ্যাম কোরে মিলল রসের মঞ্জরী। জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা চরণ মাধুরী॥ ১১৪

১/ (রাধার উক্তি।)

ধানশী।

ঘর হৈতে আইলাম বাঁশী শিখিবার তরে। নিজ দাসী বলি বাঁশী শিখাহ আমারে॥ কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন্ তান। কোন্ রন্ধ্রের গানে বহে যমুনা উজান॥ কোন্ রন্ধ্রেতে শ্যাম গাও কোন গীত। কোন্ রন্ধ্রের গানে রাধার হরি লহে চিত॥ কোন্ রন্ধ্রের গানেতে কদম্ব ফুল ফুটে। কোন্ রন্ধ্রের গানেতে রাধার প্রেম লুটে॥ ভাল হইল আইলা রাই মুরলী শিখাব। জ্ঞানদাসের মনে বড় আনন্দ হইব॥ ১১৫

(কৃষ্ণের উত্তর।)

বিহাগড়া।

ধরবা ধরবা ধর, মোর পীতবাস পর, গৌর অঙ্গে মাখহ কস্তূরী। শ্রবণে কুণ্ডল দিব, বনমালা পরাইব, চূড়া বান্ধ আউলায়্যা কবরী॥ গৌর অঙ্গুলি তোর সোণা বান্ধা বাঁশী মোর, ধর দেখি রন্ধ্রে মাঝে মাঝে। চরণ চরণ রাখ, কদম্ব হেলনে থাক, তবে সে বিনোদ বাঁশী বাজে॥ মুরলী অধরে লেহ, এই রন্ধ্রে ফুঁক দেহ, অঙ্গুলি লোলায়্যা দিব আমি। জ্ঞানদাস এই রটে, যা বলিলা তাই বটে, ত্রিভঙ্গ হইতে পার তুমি॥ ১১৬

বসন্ত-লীলা।

ভূপালী।

নব মধু মাস কুসুমময় গন্ধ। রজনী উজোরল গগনহি চন্দ॥ মলয় পবন বহে সৌরভ মেলি। কোকিল রাব ভ্রমর করু কেলি॥ ঐছে রজনী হেরি রসবতী রাই। সহচরী সহ নিজ বেশ বনাই॥ তবহিঁ চললি ধনী কালিন্দী তীর। অপরূপ শোভন ধীর সমীর॥ সখাগণ সহ তহি মিলল কান। দুহুঁ জন হেরিই দুহুঁক বয়ান॥ দুহুঁ মুখ হেরইতে মৃদু মৃদু হাস। জ্ঞানদাস কহ দুহুঁক বিলাস॥ ১১৭

বসন্ত।

আওয়রে ঋতুরাজ বসন্ত। খেলত রাই কানু গুণবন্ত॥ তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব। মদন মধূৎসব পিক কুল রাব॥ দিনে দিনে দিনকর ভেল কিশোর। শীত ভীত রহু শিখর কোর॥ মলয়জ পবন সহিতে ভেল মিত। নিরখি নিশাকর যুবজন হিত॥ সরোবর সরসিজ শ্যাম লেহা। জ্ঞানদাস কহে রস নিরবাহা॥ ১১৮

বরাড়ী।

যত নারী কুল, বিরহে আকুল, ধৈরয ধরিতে নারে। রসিক নাগর, বুঝিয়া অন্তর দাঁড়াইল যমুনা ধারে॥ কদম্বের তলে, বাস কোন ছলে, মৃদু মৃদু বায়ে বাঁশী। শুনিতে শ্রবণে, ব্রজ বধূগণে, তাহাই মিলল আসি॥ মরণ শরীরে, পরাণ পাওল, ঐছন সবহুঁ ভেলি। বন দাবানলে, পুড়িয়া যেমন, অমিয়া সায়রে কেলি॥ চাতকিনীগণ, হেরি নবঘন, মনের আনন্দে ভাসে। জিনি জলধর, মদন সুন্দর, চকোরিণী চারি পাশে॥ বিরহে তাপিত, ভেল ভিরপিত, বরিখে অমিয়া রাশি। জ্ঞানদাস ভণে, শ্যামের বদনে, আধ ঈষৎ হাসি॥ ১১৯

কামোদ।

সাজল শ্যাম, সুরত রণ পণ্ডিত, করে করি কুসুম কামান। সৌরভে ভ্রময়ে, কতহুঁ কত মধুকর, জিতল মনমথ বাণ॥ ধনি ধনি অপরূপ ছান্দে। বেশ বিলাস, রসময় মাধুরী, কামিনী লোচন ফান্দে॥ চুয়াচন্দন, অগোর বিলেপন, সংযোগ বিবিধ বিচিত্রে। সমর সমিত কেশ, কেশ করু বন্ধন, বরিহা চারু চরিত্রে॥ কঙ্কণ কিঙ্কিণী, ঝন ঝন রণ রণি, রতিরণ বাজন বাজে। জ্ঞানদাস কহ, রসিক শিরোমণি, সাজল রমণী সমাজে॥ ১২০

বসন্ত।

বিহরই নিধু বনে যুগল কিশোর। ফাগু রঙ্গে আজি সভে হৈয়াছে বিভোর॥ চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি। শ্যাম নাগর অঙ্গে দেওত ডারি॥ ললিতা বিশাখা আদি সখীগণ মেলি। রাইক নিয়ড়ে ফাগু দেই গেলি॥ সব সখী ডারত নাগর অঙ্গে। নাগর খেলই রাইক সঙ্গে॥ বীণ রবাব মুরজ পিনাস।

বিবিধ যন্ত্র লেই করয়ে বিলাস॥ কোই কোই গাওত নব নব তান। জ্ঞানদাস হেরি জুড়ায় নয়ান॥ ১২১

বসন্ত।

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে। ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম অঙ্গে॥ কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী অঙ্গে। মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥ ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌদিকে বেরিয়া। শ্যাম অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি ভরিয়া॥ ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে। বৃন্দাবন তরুলতা রাতুল বরণে॥ রাঙ্গা ময়ূর নাচে, কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়॥ রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি। গগন ভুবন দিগ বিদিগ না জানি॥ রতি জয় জয় দ্বিজ কুলে গায়। জ্ঞানদাস চিত্ত নয়ন জুড়ায়॥ ১২২

বসন্ত।

দোলত রাধা মাধব সঙ্গে দোলায়ত সব সখীগণ বহু রঙ্গে॥ ডারত ফাগু দুহুঁ জন অঙ্গে। হেরইতে দুহুঁ রূপ মুরছে অনঙ্গে॥ বাজত কত কত যন্ত্র সুতান। কত কত রাগ মান করু গান॥ চন্দন কুঙ্কুম ভরি পিচকারি দুহুঁ অঙ্গে কোই কোই দেওত ডারি॥ বিগলিত অরুণ বসন দুহুঁ গায়। শ্রম জল বিন্দু বিন্দু শোভে তায়॥ হেম মরকতে জনু জড়িত পঙার। তাহে বেড়ল গজ মোতিম হার॥ দোলাপরি দুহুঁ নিবিড় বিলাস জ্ঞানদাস হেরি পুরয়ে আশ॥ ১২৩

ধানশী।

মধুর যামিনী, কাম কামিনী, বিহরে কালিন্দী তীর। কোকিলা কুহরত, ভ্রমরা ঝঙ্কৃত, বহত কি রসধার॥ রাধা মাধব সঙ্গ। সঙ্গে সহচরী, নাচয়ে ফিরি ফিরি, গাওয়ে রস পরসঙ্গ॥ করহি বন্ধন, ঝমকে কঙ্কণ, চরণে মঞ্জীর বোল। কটিতে কিঙ্কিণী, বাজায় কিনি কিনি, গণ্ডে কুণ্ডল দোল॥ রাই নাচত কতহুঁ অদ্ভুত, কানু কত কত গায়ই। সাতহুঁ সখী মেলি, রচয়ে মণ্ডলী, জ্ঞানদাস মতি ভায়ই॥ ১২৪

বসন্ত।

মলয়জ পবন, পরশে, পিক কুহরই, শুনি উলসিত ব্রজনারী। উলসিত পুলকিত, সাতহুঁ লতা তরু, মদন ভেল অধিকারী॥ মুকুলিত চূত, দোলত ভেল ষট্‌পদ, শবদহি দেখল নাগাই। সভু বসন্ত পুজায়ল ঘরে ঘরে, জগ জনে আনন্দ বাঢ়াই॥ চাতক পায়ে কপোত শিখণ্ডক, দুহুঁ জন লিখন বুঝাই। দ্বিজবরে বসন্ত বিহঙ্গ শুক মুখ, পঞ্চম বেদ পঢ়াই॥ কুঞ্জলতা পর, সাজল ঋতুপতি, নবনিধি বিচিত্র বিধানে। কুসুম বিকাশল, রাতুল কমল, কানু শুনল নিজ কাণে॥ মাধবী মধুমতী, বিমল চন্দ্র-মুখী, সভাকারে কহবি বুঝাই। রস পরধান, নারী যাঁহা বৈঠয়ে, সুন্দরী রসবতী রাই॥

ইহ মৃদু বচন, শুনিয়া রস দায়িনী, দোতী চললি উল্লাসে। গুরুয়া গমন তব, চলিতে না দেখে পথ, সবহুঁ কহল ধনী পাশে॥ শুনহ বচন মোর, কানু পাঠাওল মোহে, কহলি নিজ কাছে। শ্যাম সুবড়, নাগর রসশেখর, রাস করব বন মাঝে॥ দোতীক বোলে, দোলে মন অন্তর, আনন্দে ঝোরে দুই আঁখি। রাধা সুধামুখী, সফল তনু মানই, পুনঃ পুনঃ কহ চল দেখি॥ যতনহুঁ আননে, আন নাহি বোলয়ে, স্বপনে নাহি আন ভান। রাতি দিবসে ধনী, আন না ভাবই, নয়ানে না হেরই আন॥ কুঙ্কুম কস্তুরী, চন্দন কেশর ভরি, কুচযুগে শোভিত হারে। বেশ বনাওল, যো যাহাঁ সাজল, ঐছনে চলল বিহারে॥ রঙ্গিণী সঙ্গে, চললি ধনী সুন্দরী, সঙ্গীত সঞ্চরু নাই। নব অনুরাগে, জাগি রূপ অন্তরে, সভে মেলি শ্যামর গাই॥ সব নব নাগরী, বর রসে আগরী, রস ভরে চলই না পারি। গুরুয়া নিতম্বভরে, অঙ্গ করে টলমলে, হেরইতে কত মনোহারি॥ দুহুঁক তুলই দুহুঁ, দরশনে পহিলহি, আধ নয়ন অরবিন্দ। দুহুঁ তনু পুলকিত, ঈষদবলোকিত, বাঢ়ল কণ্ঠয়ে আনন্দ॥ পহিলহি হাস, সম্ভাষ মধুর দিঠে, পরশিতে প্রেম তরঙ্গ। কেলি কলা কত, দুহুঁ রসে উনমত, ভাবে ভরল দুহুঁ অঙ্গ॥ নয়ানে নয়ান, ঢুলাঢুলি উরে উরে, অধরে অমিয়া রস নেল। রাস বিলাস, শ্বাস বহ ঘন ঘন, ঘামে তিলক বহি গেল॥ বিগলিত কেশ, কুসুম শিখি চন্দ্রক, বেশ ভূষণ ভেল আন। দুহুঁক মনোরথ, পরিপূরিত ভেল, দুহুঁ ভেল অভেদ পরাণ॥ ধনি বৃন্দাবন, ধনি রঙ্গিণীগণ, ধনি রাস-রসময় কান। ধনি ধনি সরস, কলারস ঋতুপতি, জ্ঞানদাস গুণ গান॥ ১২৫

রাসোৎসব।

বিহাগড়া।

দেখবি সখি, শ্যাম চান্দ, ইন্দুবদনী রাধিকা। বিবিধ যন্ত্র, যুবতীবৃন্দ, গাওয়ে রাগ মালিকা॥ মন্দ পবন, কুঞ্জ ভবন, কুসুম গন্ধ মাধুরী। মদন রাজ, নব সমাজ, ভ্রমর ভ্রমণ চাতুরী॥ তরল তাল, গতি দুলাল, নাচে নটিনী নটন সুর। প্রাণনাথ, করত হাত, রাই তাহে অধিক পুর॥ অঙ্গে অঙ্গে, পরশে ভোর, কেহু রহত কাহুক কোর। জ্ঞানদাস, কহত রাস, যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥ ১২৬

কামোদ।

চন্দন চান্দ, কুসুম নব কিশলয়, মন্দ পবন পিক রাব। বরিহা কপোত, যোড়ে যোড়ে নাচত, চিতক নিজ পরথাব॥ ভালিয়ে ভালি অভিনব মদন সমাজে। রাধা রসবতী, অতি রসে আরতি, কানু রসিকবররাজে॥ কুসুমিত কুঞ্জহি, রঞ্জন মনসিজ, নব নব রঙ্গিণী মেলি। রসময় ভৃঙ্গ, কতহুঁ রস মধুকরি, ভ্রমি ভ্রমি করু রস কেলি॥ ধনিরে ধনিরে ধনি, দুহুঁ রূপ লাবণী, ধনি বৈদগধি কত ভাঁতি। আর কে কত

কত, দুহুঁ রসে উনমত, জ্ঞান কহে নাহি দিন রাতি॥ ১২৭

কামোদ।

মনমথ যন্ত্র, সুধীর সুনায়রী, শ্যাম সুন্দর রস সীম। সব বৈচিত্র্য, কলারস চাতুরী, নাগরী গুণ গরিম॥ বিলসই রাসে রসিক বরকান। রাই বিনোদিনী শোভই বাম॥ নয়নক অঞ্জন, কানু রেখাইং, রাই তাহি ভেল ভোর। প্রেম পরশ রস, লীলা রস লহরী, দুহুঁ তনু ভাবে উজোর॥ চঞ্চল চারু, চিকুরে শিখি চন্দ্রক, সুন্দর সিন্দুর দাগ। দুহুঁক হৃদয়ে, উদয় সুখ সম্পদ, জ্ঞান কহে ধনি অনুরাগ॥ ১২৮

বেলোয়ার।

রাস বিলাসে, রসিক বর নাগর, বিলসই রসবতী মাঝে। দুহুঁ বনি বেশ, বয়েস বৈদগধি অবধি করিয়া ধনী সাজে॥ এক অপরূপ রস, এই ক্ষিতি মণ্ডলে, মধুময় কুসুমিত কুঞ্জে। রাধা রাতি দিবস, রস আরতি, শ্যামর ঘন রস পুঞ্জে॥ ১২৯

অলিকুল বর শুক রাব। কোকিল কুলকুল পঞ্চম গাব॥ ফিরত মনোহর ময়ূরক পাঁতি। মদনে হাট পড়য়ে দিন রাতি॥ বাজত বিবিধ যন্ত্র এক তান। নিজ সব সঙ্গে রঙ্গে রস গান॥ নারী পুরুষ দুহুঁ ভাবে বিভোর। জ্ঞানদাস কহ কি কহব ওর॥ ১৩০

কামোদ।

ফুটল কুসুম অলিকুল মেলি। কুহরে কোকিল বরিহা কেলি॥ কপোত নাচত আপন রঙ্গে। রাই নাচত শ্যাম সঙ্গে॥ দেখবি সখি কুঞ্জ মাঝ। শ্যাম নাগর নাগরী সাজ॥ বিবিধ যন্ত্র একই তান। পণ্ডিত বাজত অখণ্ড মান॥ তো তা দ্রিমি দ্রিমি মৃদঙ্গ। সরস পরশ অঙ্গ অঙ্গ॥ সঙ্গে শ্যাম ললিত অঙ্গ। তাহে কতহুঁ নয়ন ভঙ্গ॥ নয়নে নয়নে মধুর দিঠি। অমিয়া অধিক বোলয়ে মিঠি॥ হিয়ে হারিহার আলস লোল। চরণে মঞ্জীর ঘুঙ্গুর বোল॥ অধরে মধুর মৃদুল হাস। জ্ঞানদাস চিত বিলাস॥

মায়ুর।

একে সে মোহন যমুনার কূল, আর সে কেলি কদম্বের মূল, আর সে বিবিধ ফুটল ফুল, আর সে শারদ যামিনী। ভ্রমরা ভ্রমরী করত রব, পিক কুহু কুহু করত রাব, সঙ্গিনী রঙ্গিণী মধুর বোলনি, বিবিধ রাগ গায়নী॥ বয়স কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মুরছি পতত কাম, সজল জলদ শ্যাম ধাম, পিঙল বসন দামিনী। শ্যামল ধবল কালিম গোরী, বিবিধ বসন বোলি কিশোরী, নাচত গায়ত বলে বিজোরি, সবহুঁ ব্রজ কামিনী॥ বিশাল পিনাক তাল, সপ্তসুর বাজত তাল, এসব রস মণ্ডল. মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ পাখিনী॥ নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল, ঝন ঝন টন লোল, হাসি হাসি কেহ করত কোল, ভালি ভালি বোলনী। জ্ঞান-

দাস পড়ত তাল, গায়ত মধুর অতি রসাল, গুণত ভুলত জগত উমত, হৃদয় পুতলী দোলনী॥ ১৩২

বেলোয়ারী।

বিনোদিনী রাধা নব নাগর কান। নটন বিলাস, উলাস পুলক তনু, এক শকতি দুহুঁ একই পরাণ॥ এক নব কুঞ্জ, কুসুম অতি মনোহর, ভ্রমরা ভ্রমরীগণ গাওয়ে রসাল। রতনক দীপ, নীপ পর হিমকর, মদন দেব মোহন নটরাজ॥ বাজত বলয় নূপুর মণি কিঙ্কিণী, শ্যাম বামে রহু গোরী কিশোরী। ভুজ দুহুঁ দুহুঁক, কান্ধ পর শোভই, নব বারিদে জনু বিনোদ বিজুরী॥ মৃদু মধুর স্মিত, মিলিত দৃগঞ্চল, আনন্দে হেরি দুহুঁ দুহুঁক বয়ান। অখিল ভুবন সুখ সাগরে ভুতল, জ্ঞানদাস চিতে ঐছন ভান॥ ১৩৩

মঙ্গল।

ব্রজ রমণীগণ, হেরি হরষিত মন, নাগর নটবর রাজ। নটন বিলাস, উলাসহি নিমগন, চৌদিগে রমণী সমাজ॥ যূথে যূথে মেলি, করে কর ধরাধরি, মণ্ডলী রচিয়া সুঠান। বাজত বীণ, উপাঙ্গ পাখোয়াজ, মাঝহি রাধা কান॥ শরদ সুধাকর, গগন নিরমল, কাননে কুসুম বিকাশ। কোকিল ভ্রমর, গাওয়ে অতি সুন্দর, অমল কমল পরকাশ॥ হেরি হেরি ফিরি ফিরি, বাহু ধরাধরি, নাচত রঙ্গিণী মেলি। জ্ঞান-দাস কহ, নাগর রসময়, করু কত কৌতুক কেলি॥ ১৩৪

কানড়া।

বনার নিকুঞ্জে নওল কিশোর রাধা বদন সুধাকর চন্দ্রাবলী মুখচন্দ্র চকোর॥ ধ্রু খেনে ত্রিভঙ্গ, অঙ্গ নিজ হেরত, খেনে রমণীগণ, অঙ্গহি অঙ্গ। খেনে চুম্বত, খেনে চলত, মনোহর উপজায়ত, কত অনঙ্গ তরঙ্গ॥ শ্যাম নটেন্দ্র কোটি ইন্দু শীতল, ব্রজরমণীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়। ঈষৎ হাস, সত্যাবই ঘন ঘন, লীলা লহু লহু গীম দোলায়॥ উহ রসময়ী, ইহ রসিক শিরো-মণি, নয়নে নয়নে কত করত আনন্দ। জ্ঞানদাস কহে, দুহুঁ তনু ভিন নহে, ঐছন পিরীতি নিবন্ধ॥ ১৩৫

কেদার।

কুঞ্জ কুটীর, কুসুম নব পল্লব, ভ্রমরা ভ্রমরী কত রঙ্গে॥ সারী নারী, শুক পুরুখ যোড়ে যোড়ে, ময়ূর ময়ূরীক সঙ্গে॥ ভুবনে অনুপ রাস, রস অতি মোহন, ষড়ঋতু নব নিতি নিতি। রাই কানু তাহে, নিতি নব নিরবাহে, খেনে খেনে নবীন পিরীতি॥ নয়নে নয়নে রস, পরশিতে গুণ দশ, বিহ-সিতে শত গুণ রঙ্গ। খেনে খেনে হৃদয়ে, হৃদয় পরশাইতে ভাবে ভরয়ে দুহুঁ অঙ্গ॥ নাচত গাওত, কোই কোই বাওত, বিল-সিতে বিগলিত বেশ। জ্ঞানদাস কহ,

আবেশে অবশ তনু, তাহে কত কেলি বিশেষ ॥ ১৩৬

সুহই।

নাগরী নাগর শ্যামরাজে। রঙ্গে মিলল দুহুঁ মণ্ডলী মাঝে ॥ অতি রসে পুলকিত অঙ্গ। উপজল কত কত মদন তরঙ্গ ॥ বিগলিত কেশ বেশ ভেল ভঙ্গ। রতি রসে আবেশে পড়ল দুহুঁ অঙ্গ ॥ রাসে রসিকবর বিলাসই রাধা। গৌর আধ তনু শ্যামর আধা ॥ দুহুঁ সুখে আপনে নাহি রস ওর। হেম মরকত জনু লাগল জোর ॥ ভুজে ভুজে বেঢ়ি অধর রস নেল। দুহুঁ মুখ চান্দে দুহুঁ চুম্বন দেল ॥ দুহুঁক মরম দুহুঁ জানল ভাল। জ্ঞানদাস কহে মদন দালাল ॥ ১৩৭

কেদার।

শ্যামর সকল কলারস সীমা। গোরী নাগরী কত গুণহি গরিমা ॥ দুহুঁ বনি বেশ বয়স একছান্দ। রাঙ্গিম কুঙ্কুম মুখ মুখ চাঁদ ॥ বিলসই রাসে রসিকবর নাহ। নয়নে নয়নে কত রস নিরবাহ ॥ দুহুঁ বৈদগধি দুহুঁ হিয়ে হিয়ে লাগ। দুহুঁক মরমে পৈঠে দুহুঁক সোহাগ ॥ দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ ভেল ভোর। গোলহুঁতে বয়নে উপরে নাহি বোল ॥ পূরল দুহুঁক মনোরথ সিন্ধু। উছলিত ভেল তহি স্বেদ বিন্দু বিন্দু ॥ দুহুঁক পরশ রসে দুহুঁ উমতায় ॥ জ্ঞানদাস কহ মদন সহায় ॥ ১৩৮

মঙ্গল।

সহজে শ্যাম মনোহর ছান্দ। লীলা রভস মনোহর ফান্দ ॥ তাহে কত বেশ বিশেষ পরিপাটি। হেমমণি রমণীক জামক সাটি ॥ ধনী বনি আওল মোহন রায়। ব্রজ বনিতা বনি সঙ্গীত গায় ॥ ভালে বিলসিত চন্দ্রক চূড়। কত কত মধুকর উনমত উড় ॥ হিয়ে হীর হারক চমক জ্যোতি। জনু আকিয়ার তলে গজ মোতি ॥ কটি কিঙ্কিণী ধটি উপরে কাছ। জনু ঘন সৌদামিনী থির আছ ॥ চরণকমলে মণি-মঞ্জীর রোল। জ্ঞানদাস আনন্দে উতরোল ॥

মল্লার।

রাস জাগরণে, নিকুঞ্জ ভবনে, আলুঞা আলস ভরে। শুতল কিশোরী, আপনা পাসরি, প্রাণনাথের কোরে ॥ সখি হের দেখসিয়া বা। নিন্দ যায় ধনী, ও চাঁদ-বদনী, শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥ নাগরের বাহু, করিয়া সিথান, বিথান বসন ভূষা। নিশ্বাসে দুলিছে, রতন বেশর, হাসি খান তাহে মিশা ॥ পরিহাস করি, নিতে চাহে হরি, সাহস না হয় মনে। ধিরি করি বোল, না করিহ রোল, জ্ঞানদাস রস ভণে ॥ ১৪০

ভূপালী।

বিহরিত রাসে রসিক বলরাম। রূপ হেরি মূরছিত কত শত কাম ॥ শত শত নব নাগরী অনুপাম। অবিরত সেবই পুরু মন কাম ॥ শীত কলেবর মনোহর ধাম।

জগমন রমইতে যাকর নাম॥ তাই রস আবেশে ভঙ্গী ভঙ্গী সুঠাম। কি কহব জ্ঞান পহুঁক গুণগ্রাম॥ ১৪১

——

নৌকা-বিহার।

মল্লার।

সকল সখীগণ চলু ঘর যাই। নব নব রঙ্গিণী রসবতী রাই॥ মানস সুরধুনী দুকূল পাথার। কৈছনে সহচরী হোয়ব পার॥ প্রাবৃট্ সময়ে গরজে ঘন ঘোর। খরতর পবন বহই তহি জোর॥ দূরহিঁ নেহারত নাগর শ্যাম। তরণী লেই মিলল সোই ঠাম॥ হাসি হাসি কহয়ে নাবিক বরকান। চড় সবে পার উতারব হাম॥ শুনি সুর-দিনী ধনী হরষিত ভেল। চড়ল তরণী পর সহচরী মেল॥ নৌতুন নাবিক কছু নাহি জান। বেগেতে তরণী লেই করল পয়ান॥ টুটিল তরণী হেরি ভেল তরাস। সিঞ্চয়ে পানি কবি জ্ঞানদাস॥ ১৪২

——

কামোদ।

দধি ঘৃত পসরা, লেই সব রঙ্গিণী, আওল কালিন্দীর তীরে। যমুনা তরঙ্গ, রঙ্গ হেরি আকুল, পরশ না পায়ই নীরে॥ প্রাবৃট সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘর্ষন, গরজন দুকূল পাথার। ঐছন হেরি, কহই সব কামিনী, কৈছনে হোয়ব পার॥ মুখরা সঞে ধনী, রমণী শিরোমণি, বদন পানী তলে নাই। হেরি নাগর বর, হরষিত অন্তর, তরণী লই চলু যাই॥ কর্ণধারবর, চড়িয়া তরণী পর, আওল রাইক পাশ। "চড় সভে পারে উতারব এ ধনি, কছু নাহি ভাব তরাস॥" এত কহি সবহুঁ পাণি ধরি নাবিক, তরণা উপরে সব নেল। জ্ঞানদাস ভণ, সেই রমণীগণ, গহন পানী যাহা গেল॥ ১৪৩

মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল, দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ। গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ, তরণী রাখিতে নারে কেউ॥ দেখ সখি নবীন কাণ্ডারী শ্যাম রায়। কখন না জানে কান, বাহিবার সন্ধান, জানিয়া চড়িনু কেনে নায়॥ নায়্যার নাহিক ভয়, হাসিয়া কথাটী কয়, কুটিল নয়নে চাহে মোরে। ভয়েতে কাঁপিছে দে, এ জ্বালা সহিবে কে, কাণ্ডারী ধরিয়া করে কোরে॥ অকাজে দিবস গেল, নৌকা নাহি পার হৈল, পরাণ হৈল পরমাদ। জ্ঞানদাস কহে সখি, স্থির হৈয়া থাক দেখি, এখনি না ভাবিহ বিষাদ॥ ১৪৪

——

মল্লার।

একি দায় দেখ দেখ ওগো বড়ি মা। জীরণ শীরণ আয়স ভিন্ন, অতি পুরাতন না॥ অথির নীর, গভীর ধীর, অগাধ নাহিক থা। বিধির ঘটন, আসিয়া পবন, উপজিল বহু বা॥ পাইয়া আশ্রয়, দিয়া জয় জয়, যমুনা কাড়িছে রা। কল কল কল, হিল্লোল

কল্লোল, দেখিয়া হাসিছে গা॥ হেলিছে ঢুলিছে তুলিয়া ফেলিছে, চলবল স্রোতসা। জ্ঞানদাসের, কেবল ভরসা, ও রাঙ্গা নি পা॥ ১৪৫

বরাড়ী।

করে তুলি ফেণা বারি, ডুবিল ডুবিল তরী, ফের হাল খসি পইল জলে। পবনে পাতিল ঝড়, বুঝি আজ কি আছে কপালে॥ এ কূল ওকূল, দুকূল নিরাকুল, তরঙ্গে তরণী স্থির নয়। আমি কি করিব বল, উথলে যমুনা জল, কাণ্ডার করেতে নাহি রয়॥ এত দিন নাহি জানি, লোক মুখে নাহি শুনি, যুবতীর যৌবন এত ভারি। নিজ অঙ্গ বাস ছাড়, যৌবন পাতল কর, তবে ত বাহিয়া যাইতে পারি॥ খাওয়াইয়া ক্ষীর সরে, কি গুণ করিলা মোরে, আঁখি আর পালটিতে নারি। আঁখি রৈল মুখ চাই, জল না দেখিতে পাই, তোমরা হইলা প্রাণের বৈরি॥ কেমনে বাহিয়া যাব, কিনারা কেমনে পাব, ভাবিয়া গণিয়া পাছে মরি। জ্ঞানদাসেতে কয়, কি হোল বিষম দায়, মধ্য তরঙ্গে ডুবে তরী॥ ১৪৬

মল্লার।

কহ সখি কি করি উপায়। নায়ের নাবিক হৈয়া এ যৌবন চায়॥ পরমাদ হৈল সই পরমাদ হৈল। নায়্যার গলার মালা মোর গলে দিল॥ যে ছিল কপালে সই যে ছিল কপালে। নাবিক হইয়া মোরে পরশিল বলে॥ কলঙ্ক হইল সই কলঙ্ক হইল। ব[illegible] নায়্যা মোরে কোলে করি নিল॥ জ্ঞানদাস কহে ধনি না ভাব বিষাদ। নন্দের নন্দন লয়ে কিসের পরমাদ॥ ১৪৭

জয়জয়ন্তী।

নায়্যা হে এখন লইয়া চল পার। পুরিল তোমার আশা কি আর বিচার॥ অকলঙ্ক কুলে মোর কলঙ্ক রাখিলে। এখন কিবা মনে আছে না বোলহ ছলে॥ নেয়ে হৈয়া চূড়া বান্ধ ময়ুরের পাখে। ইথে কি গরব কর কুলবধূ সাথে॥ পার না অদ্ভুত নায়্যা না কর বেয়াজ। জ্ঞানদাস কহে নেয়ে বড় রসরাজ॥

গান্ধার।

ওহে নাবিক কে জানে তোমার মহিমা। নাম নৌকায় নিরবধি, পার কর ভবনদী, তব আগে কি ছার যমুনা॥ চরণ তরণী যার, যে করে তোমারে সার, কিবা তার পারের ভাবনা। পাইয়া, চরণরেণু, পাষাণ মানবী তনু, কাষ্ঠ নৌকা পদে হইল সোণা॥ অজামিল পাপী ছিল, সেহত তরিয়া গেল, চরণ করিয়া আরাধনা। হেন পদ অনুভবে, যাহার পরাণ যাবে, নাহি তার যমের যন্ত্রণা॥ আমরা আহীর নারী, কুল শীল পরিহরি, হাসি হাসি করিয়া কামনা। জ্ঞানদাসের বাণী, শুন ওহে গুণমণি, কত না করহ প্রবঞ্চনা॥১৪৯

দান

ধানশী

চলইতে গজপতি বেচনে যাহ। কনক মুকুর কত মুখ নিরবাহ॥ অধর অরুণ ছবি মাণিকের কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি॥ এ ধনি কমলিনি কি বলিব আন সভে তোহে ছোড়ব গোরস দান॥ উরপর বিরাজিত কনক মহেশ। চামর ধাম স্থাসিত কেশ॥ সিন্দুর বিন্দু ভাল পর শোভ। দানী নাহি ছোড়য়ে বিক্রম লোভ॥ নয়নক অঞ্জন কণ্ঠক হার। ইথে জনি আছয়ে কতয়ে বেভার॥ সখী সনে যুকতি করয়ে আন ঠামে। জ্ঞানদাস কহব পরিণামে॥১৫০

ধানশী।

সুন্দরি শুনিয়া না শুন মোর বাণী। না জান কানাই এ পথের দানী॥ সিঁথায় সিন্দুর তোমার নয়ানে কাজর। দুই লক্ষ দান তার মাগে গিরিধর॥ হৃদয়ে কাঁচলি গলে গজমতি হার। চারি লক্ষ দান মাগে করিয়া বিচার॥ করের কঙ্কণ আর কটিতে কিঙ্কিণী। ছয় লক্ষ দান তার মাগে মহাদানী॥ রঙ্গিণ আলতা পায়ে রতন নূপুর। আট লক্ষ দান মাগে দানীর ঠাকুর॥ এই সব দান বুঝি দেহ দানীরাজে। আমি নিব দান তোমার সঙ্গিনী মাঝে॥ জ্ঞানদাস কহে তুমি ছাড় টিটপনা। তুমি মহাদানী তোমার ঠাকুর কোন জনা॥ ১৫১

নিতি নিতি যাও রাই মথুরা নগরে। ঘৃত দধি দুগ্ধ ঘোলে সাজাঞা পসারে॥ আমি পথে মহাদানী বিদিত সংসারে। কার বোলে কোন ছলে যাও অবিচারে॥ দেহ মহাদান রাই বসিয়া নিকটে। একপণ অধিক কাহন প্রতি ঘটে॥ সমুখ আছয়ে দান সমুখে আমারি। অঙ্গে বহুমূলধন আর নীল শাড়ী॥ সীঁথার সিন্দুর দান কহনে না যায়। নয়ন কাজর দেখে ধরণী বিকায়॥ কি বলিতে বল রাই না সহে বেয়াজ। তুমি ধনি আমি দানী ইথে কিবা লাজ॥ ঈষৎ চাহনি হাসি আধ আধ কথা। জ্ঞানদাস কহে দানী বিষম বিধাতা॥ ১৫২

সৌরাষ্টি।।

কহ গোপ লও, জটিলার বহু, তোমারে সভাই জানে। কহিতে কহিতে, অনেক কহিছ, এতনা গরব কেনে॥ পসরা লইয়া, যাইছ চলিয়া, দানীরে না কর ভয়। রাজ কাজ করি দান সাধি ফিরি, এখা কিবা পরিচয়॥ এ নব যৌবনে, নানা আভরণে, যাইছ মথুরা বিকে। বুঝি দান নিব, তবে যাইতে দিব, আমি ডরাইব কাকে॥ অমূল্য রতন, করিয়া গোপন, রেখেছ হিয়ার মাঝে। নিজ ভাল চাহ, খসাই দেখাহ, ইথে কি আমার লাজে॥ এত কহি হরি, দুবাহু পসারি, রহে পথ আগুলিয়া। জ্ঞানদাস কয়, কিবা কর ভয়, যাহ হাত ঠেলা দিয়া॥

বরাড়ী।

বান্ধিয়া চিকণ চূড়া, নবফুল তাহে বেড়া, গুঞ্জামালা তাহে বন সোণা। গোঠে থাক ধেনু রাখ, আপন নাহিক দেখ, বড় হেন বাসহ আপনা॥ ওহে কানাই বিষয় পাইয়া হৈলে ভোলা। আঁখি মটকিয়া হাস, আপনা কেমন বাস, আন হেন নাহি যে আমরা॥ গায়ের গরবে তুমি, চলিতে না পার জানি, রাজপথে কর পরিহাস। রাজভয় নাহি মান, কংস দরবার জান, দেখি কেনে নহ এক পাশ॥ চতুর চাতুরী কত, আর কহ অবিরত, কাঁচা কাঞ্চনের সমান। জ্ঞানদাস কহে, হিয়ায় কষিয়া লহ, কাঁচা নহে কোষ্টি পাষাণ॥ ১৫৪

ভাটিয়ারী॥

মাধব দূরে কর উলট নয়ান। সোই চাতুরীপনা, জগমাহা জানিয়ে, যৈ রাখয়ে নিজ মান। ভাল নহে তোহারি ব্যভার। লোকলাজ ভয়, এক না মানসি, ও কূলে কংস দরবার॥ নহ কুলট হাম, বর কুল কামিনী, নিকটে তাত ঘর মোর। তুহুঁ বনচারী, চোর মতি চঞ্চল, তাহে সাহস এত তোর॥ শ্রুতি সম্বর নহ, ইহ সব কুবচন, যে সব কহসি মঝু আগে। জ্ঞানদাস কহ, ঐছে কহসি কাহে, আওলি নব অনুরাগে॥ ১৫৫

পঠমঞ্জরী।

আজি কেনে নাহি বাজাও বাঁশী। অপাঙ্গ ইঙ্গিত ঈষৎ হাসি॥ কিবা ভরসায় আইস কাছে। না জানি মরমে কি ভাব আছে॥ পশরা ছুঁইতে করহ সাধ। বরাকের দানী সোণায় সাধ॥ মুখের সুখে কহিতে চাও। বিপরীত ইথে করিলে পাও॥ কালা হৈয়া এত রসের ভোরা। খঞ্জন কমলে দেখিলা পারা॥ কি গুণ দেখাএ্য সঘনে চাও হাতে কি চাঁদের পরশ পাও॥ জ্ঞানদাস কহে গোপ ঝিয়ারি। বলিতে পারিলে কি এতেক বলি॥ ১৫৬

শ্রীরাগ।

সহজেই তনু তিরিভঙ্গ। এমন হইয়া এমত রঙ্গ॥ যবে তুমি সুন্দর হৈতা। তবে নাকি কাহারে থুইতা॥ আপনা চতুর হেন বাস। কি দেখিয়া কি বুঝিয়া হাস॥ চাহিতে সঘনে আঁখি চাপ। পর নারী দেখিয়া না কাঁপ॥ যে দেখি মরমে এই ভাব। তেঁই সে বাতাস রসে ডুব॥ জ্ঞানদাস কহে শুন শ্যাম। আপনা না ভাব অনুপাম॥ ১৫৭

(কৃষ্ণের উক্তি।)

ধানশী।

কি লাগিয়া আইলা দূর দেশে। তোমার সহজরূপ, কাম হেরি কান্দে হে, ভুবন ভুলিল ওনা বেশে॥ আইস বৈস মোর কাছে, রৌদ্র মিলয় পাছে, বসনে করিয়ে

মন্দ বায়। এ দুখানি রাঙ্গা পায়, কেমনে হাটিছ তায়, দেখিয়া হালিছে গোর গায়॥ কেমনে তোমার গুরুজন, কি সাধে সাধিল মন, কেনে বিকে পাঠাইল তোমা। তোর নিজ পতি যে, কেমনে বাঁচিবে সে, পাঠাইয়া চিতে দিয়া ক্ষমা॥ হাসি হাসি মোড় মুখ, বসনে ঝাঁপিয়া বুক, দেখিয়া হইনু বড় দুঃখী। জ্ঞানদাস কয়, পসারি যে জন হয়, রসাল বচনে করে বিকি॥ ১৫৮

বরাড়ী।

এহি মনে বলে, দানী হৈয়াছ কাহ্নাই, ছুঁইতে রাধার অঙ্গ। রাখাল হইয়া, রাজ-কুমারী সনে, না জানিস কিসের রঙ্গ॥ গিরি গিয়া যদি, আরাধনা কর, সেবহ শঙ্কর দেবে। সতত অরণ্যে, শরণ শৈলজা, পুজা কর এক ভাবে॥ জলধি জাহ্নবী সঙ্গম নিকটে, শঙ্কটে কামনা কর। তবে বৃকভানু, নন্দিনী নিচোল, অঞ্চল ছুঁইতে পার॥ অলপে অলপে, সঘনে সঘনে, বচন রচহ মিঠে। সব আভরণ, থাকিতে হিয়ার হারে, বাড়য়াছ দিঠে॥ মদনে আকুল, আপনে ছুকূল, কি লাগি কলঙ্ক কর। জ্ঞানদাস কহে, ইঙ্গিত নহিলে, কি লাগি বাহু পসার॥ ১৫৯

সিন্ধুড়া।

বড়ি মাই ভাল বিকি কিনি শিখাইলি। ভুলায়ে আনিলি মোরে, রঙ্গ দেখিবার তরে, মেয়েরে আনিয়া দিলি ডালি॥ মুঞি কুলবতী মেয়ে, যদি কিছু বলে নেয়ে, ঝাঁপ দিব যমুনার জলে। যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ, ঘুঁচাব মনের তাপ, এড়াইব সকল জঞ্জালে॥ আমি রাজনন্দিনী, ভাল মন্দ নাহি জানি, নেয়ে কেনে মোরে পরশিল। মনে ছিল অনুবাদ, পুরালে মনের সাধ, অকলঙ্ক কুলে কালি দিল॥ আপনার মাথা খেয়ে, ঘরের বাহির হোয়ে, আইলাম বড়ায়ের সাথে। জ্ঞানদাসেতে বলে, তার পাইলে ফলে, নাবিকে দেহ না কিছু খেতে॥ ১৬০

নায়ক সম্বোধন।

ধানশী।

কুঞ্জহি ভেটল নাগর শ্যাম। ধনী অনুরাগিণী সহজই বাম॥ গদ গদ কহে কথা নাগর পাশ। তুহুঁ কাহে মাধব ভেলি উদাস॥ পহিলাহিঁ যত তুহুঁ আরতি কেলি। সো অব দূরাহিঁ রহি গেলি॥ হাম তুয়া দরশন লাগি বিভোর। তুহুঁ কাহে বচন না শুনসি মোর॥ তুয়া লাগি কুল শীল তেজিনু হাম। না জানি কি অবহুঁ আছয়ে পরিণাম॥ জ্ঞানদাস কহ নহে চতুরাই। ধনী অতি সরল কহয়ে পুন তাই॥ ১৬১

ধানশী।

বন্ধু কানাই কহিলে বাসিবা দুখ। আর যত কুলবতী, কুলের ধরম রাখি, সে জানি হেরয়ে তুয়া মুখ॥ সহজে বরণ কাল, তিমির পুঞ্জ ভেল, অন্তর বাহির সমতুল।

মরুক তোমার বোলে, কলসি বাঁধিয়া গলে, সে ধনী মজাক জাতি কুল॥ যখনে তোমার সনে, পরিচয় নাহি ছিল, আন-ছলে দেখিয়া বেড়াও। বারে বারে ডাকি আমি, শুনিয়া না শুন তুমি, আঁখি তুলি সরমে না চাও॥ যখন পিরীতি কৈলা, আনি চাঁদ হাতে দিলা, আপনি বনাইলে মোর বেশ। আঁখি আড় নাহি কর, হৃদয় উপরে ধর, এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ একে হাম পরাধিনী, তাহে কুলকামিনী, ঘরে হৈতে আঙ্গিনা বিদেশ। যথা তথা থাকি আমি, তোমা বই নাহি জানি, সকলি কহলি সবিশেষ॥ বড় বৃক্ষ ছায়া দেখি, ভরসা করিনু মনে, ফুল ফলে একই না গন্ধ। সাধিলা আপন কাজ, আমারে সে দিলা লাজ, জ্ঞানদাস পড়ি রহু ধন্দ॥ ১৬২

সিন্ধুড়া।

ওহে কানাই বুঝিনু তোমার চিত। আগে আহার দিয়া, মারয়ে বান্ধিয়া, এমতি তোমার রীত॥ যখন আমাকে, সদয় আছিলা, পিরীতি করিলা বড়। এখন কি লাগি, হইলা বিরাগী, নিদয় হইলা দড়॥ বুঝিনু মরমে, যে ছিল করমে, সেই সে হইতে চায়। নহিলে কে জানে খলের বচনে, পরাণ সোঁপিনু তায়॥ তোমার পিরীতি, দেখিতে শুনিতে, যে দুঃখ উঠেছে চিতে। সে নারী মরুক, যে করে ভরসা, তোমার পিরীতি রীতে॥ দেখিতে শুনিতে, মানুষ আকার, আছিতে আছিয়ে ঘরে। হিয়ার ভিতরে, যেমন পুড়িছে, সে দুঃখ কহিব কারে॥ পুরুবে জানিতাঙ, হইবে এমতি, পাইব এতেক লাজে। জ্ঞানদাস কহে, ধৈরয ধরি রহ, আপন সুখের কাজে॥ ১৬৩

শ্রীরাগ।

ভাল হইল বন্ধু, আপনা রাখিলে, কি আর ও সব কথা। তোমার পিরীতি, বুঝিতে না পারি, ভাবিতে অন্তর ব্যথা॥ সহজে অবলা, অথলা হৃদয়, ভুলিনু পরের বোলে। অনেক পিরীতির, অনেক দোষ, যেন দুপুরে আন্ধার বেলে॥ বাদিয়ার বাজি যেন, তোমার পিরীতি হেন, না বুঝি এ কোই রীতি। সমুখে সরস, অন্তরে নীরস, বুঝিনু কাজের গতি॥ সকল ফুলে, ভ্রমরা বুলে, কি তার আপন পর। জ্ঞান-দাস কহে, পিরীতি করিলে, কেবল ঘর॥ ১৬৪

করুণ-বরাড়ী।

আরে মোর বন্ধুরে কানাই। তোমা বিনে তিলেক রহিতে ঠাঁই নাই॥ এ ঘর বসতি মোর আনলের খনি। তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি পরাণী॥ মাঝ পাথার জলে তৃণ হেন ভাসি। উচিত কহিতে নাই এ পাড়া পড়সি॥ তুমি যদি না ছাড় বন্ধু দুখে মোর সুখ। জ্ঞানদাস কহে তিলে লাখ যুগ॥ ১৬৫

সুহই।

পরাণ কান্দে বন্ধু তোমা না দেখিয়া অন্তরে দগধে প্রাণ বিদরয়ে হিয়া॥ বারেক তোমার দেখা নাই সকল দিনে। কেমনে বা রবে প্রাণ দরশন বিনে॥ এ দুখ কাহারে কব কে আছে এমন। তুমি সে পরাণ বন্ধু জান মোর মন॥ ছটফট করে প্রাণ রহিতে না পারি। ক্ষণে ক্ষণে জীয়ে প্রাণ ক্ষণে ক্ষণে মরি॥ কুল গেল শীল গেল না রহিল জাতি। জ্ঞানদাস কহে এ বিষম পিরীতি॥ ১৬৬

তুড়ী।

কান্দিতে না পাই বন্ধু কান্দিতে না পাই। নিশ্চয় মরিব তোমার চাঁদ মুখ চাই॥ শাশুড়ী ননদীর কথা সহিতে না পারি। তোমার নিঠুরপনা সোঙরিয়া মরি॥ চোরের রমণী যেন ফুকরিতে নারে। এমতি রহিয়ে পাড়া পড়সীর ডরে॥ তাহে আর তুমি যে হইলে নিদারুণ। জ্ঞানদাস কহে তবে না রহে জীবন॥ ১৬৭

গুরু জন জ্বালায় প্রাণ করয়ে বিকলি। দ্বিগুণ আগুণ দিল শ্যামের মুরলী। উভ হাতে তোমায় মিনতি করি আমি॥ মোর নাম লইয়া আর না বাজিহ তুমি॥ তোর স্বরে গেল মোর জাতি কুল ধন। কত না সহিব পাপ লোকের গঞ্জন॥ তোরে কহি বাঁশিয়া লাগিয়া সতী কুল। তোর স্বরে মুঞি অতি হৈয়াছি আকুল॥ আমার মিনতি শত না বাজিহ আর। জ্ঞানদাস কহে উহার ঐ সে বেভার॥ ১৬৮

ধানশী।

ইহ গুরু জন বোল। শুনইতে জীউ উতরোল॥ কত সহ এ পাপ পরাণ। বুঝি কিয়ে হয় সমাধান॥ মিছা ছলে তোলে পরিবাদ। কি কার করিনু অপরাধ। ননদী নয়ন জালে বসি। তাহে কাল এ পাড়া পড়সী॥ জ্ঞানদাস কহে ধনি রাই। পরিবাদে আর ভয় নাই॥ ১৬৯

সখী-সম্বোধন।

ধানশী।

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর। প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর। হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ সই কি আর বলিব। যে পণি করিয়াছি মনে সেই সে করিব। রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে। বল কি বলিতে পারি যত মন উঠে॥ দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা। দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা॥ হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধার। লহু লহু হাসে পহুঁ পিরীতির সার॥ গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে। পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম পর সঙ্গে॥ পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার। নয়নের ধারা

মোর ঘরে অনিবার॥ ঘরের যতেক সং করে কাণাকাণি। জ্ঞান কহে লাজ ঘরে ভেজাইলাম আগুনি॥ ১৭০

তুড়ী।

একে কুলবতী, চিতের আরতি, বিধি বিড়ম্বিত কাজে। শ্যাম সুনাগর, পিরীতি কণ্টক, ফুটিল হিয়ার মাঝে॥ শুন শুন সই, মরম তোমারে কই, পড়িনু বিষম ফাঁদে। অমূল রতন, বেড়ী ফণীগণ, দেখিয়া পরাণ কাঁদে॥ গুরু গরবিত, বোলে অবিরত, এ বড়ি বিষম বাধা। এ কুল ও কুল, দুকুলে চাহিতে, সংশয় পড়িল রাধা॥ ছাড়িলে ছাড়ল, এলোক সে লোক, পরাণ অধিক বড়। জ্ঞানদাস কহে, এমন সম্পদ, কাহার ডরে বা এড়॥ ১৭১

ভাটিয়ারী।

একে দেখি অতি, চিতের আরতি, পহিলে না ছিল এত। ঘরে গুরুজন, গঞ্জনা না মানে, নিতি নিবারিব কত॥ সই ঠেকিনু বিষম ফাঁদে। কানুর পিরীতি তিলেক বিরতি, তিলেক পরাণ কাঁদে॥ সহজে মধুর, শ্যামের মূরতি, পিরীতি বুঝিবা কে। সে সব আদর, ভাদর বাদর, কেমনে ধরিব দে॥ চিতের বিচার, উচিত করিতে, জগত ভরিয়া লাজ। জ্ঞানদাস কহে, ইহার অধিক, রসিক গোপত কাজ॥ ১৭২

সুহই।

যম হেন নহে মোর ঘরের বসতি। বিষ হেন লাগে মোর পতির পিরীতি॥ বিরলে ননদী মোর যতেক বুঝায়। কানুর পিরীতি বিনে আন নাহি ভায়॥ সখি মোর নব অনুরাগে। পরশ জীউ না রবে পুন ভাগে॥ আঁখে রৈয়া আঁখে নহে সদা রহে চিতে সে রস নীরস নহে জাগিতে ঘুমিতে॥ এক কথা লাখ হেন মনে বাসি ধাঁদি! তিলে কতবার দেখি স্বপন সমাধি॥ জ্ঞানদাস কহে ভাল ভাবে পড়িয়াছ। মনের মরম কথা কারে জানি পুছ॥ ১৭৩

সিন্ধুড়া।

গৃহে গুরুজন, স্বামী তরজন, যা লাগি না দিনু কাণে। এখন কি লাগি, সে জন আমারে, না চাহে নয়ন কোণে॥ সই পরখে বুঝিনু কাজে। বিনি অপরাধে, সাধিল বাদ, জগত ভরিল লাজে॥ সে সব পিরীতি, আদর আরতি, সদাই পড়িছে মনে। প্রেম পরাভব, এমন জানিয়া এখন যায় পরাণে॥ সহজে অবলা, আগু অনুসরে, না জানি কি হয় পাছে। জ্ঞানদাস কহে, সময় বুঝিতে, কে জান এমন আছে॥ ১৭৪

ভাটিয়ারী।

শুন শুন পরাণের সই। তুমি সে দুখের দুঃখী তেঞি তোরে কই॥ সদা চিত উচাটন বন্ধুর লাগিয়া। সদাই সোঙরে

প্রাণ গরগর হিয়া॥ সদাই পুলক গায়ে আঁখি ঝরে জল। আধ তিল না দেখিলে পরাণ বিকল॥ কি করিব কোথা যাব স্থির নহে মন। তাহে আর ননদী বলয়ে কুবচন॥ ততোধিক দুঃখ দেয় এ পাড়া পড়সি। বন্ধুর লাগিয়া মুঞি হব বনবাসী॥ হিয়ার মাঝারে প্রেম অঙ্কুর পশিল। দিনে দিনে বাঢ়ি সেই বিরিখি হইল॥ ফল ফুল কালে এবে বাড়িল বিপতি। জ্ঞানদাস কহে ধনি সামালিবা কতি॥ ১৭৫

সুহই।

সজনি না জানিয়ে এত পরমাদ। একে মোর অন্তর, পোড়য়ে নিরন্তর, তিল এক নাহি অবসাদ॥ পহিল বয়েস একে, আরে নব আরতি, আর তাহে কানুক সোহাগ। এত রস আদর, বাদ করল বিধি, কুলবতী কেমন অভাগ॥ গৃহে গুরু দুরজন, ও ভয়ে সভয় মন, তাহাতে অধিক শ্যাম লেহা। নহিয়ে স্বতন্তর, কানুর বিচ্ছেদ ডর, সে তাপে তাপিত তুন দেহা॥ কিবা করি কিবা হয়, আপনা বুঝিল নয়, নিরবধি উড়ু উড়ু চিত। জ্ঞানদাস কহে, মনে অনুমানিয়ে, বিষাধিক বিষম পিরীত॥ ১৭৬

ধানশী।

কি গুরু গরবিত, না লয়ে পাপচিত, আন না শুনে কাণ বিন্ধে। সে নব নাগর, আগর সব গুণে, তারে সে পরাণ কাঁন্দে॥ না জানি কিবা হইল, কি খেনে পরশিল, সে রস পরশমণি। জাতি কুল শীল, আপন ইচ্ছায়ে, তাঁহারে করিনু নিছনি॥ সজনি ও বোল না বোল জনি আর। কি যশ অপযশ, না ভায় গৃহবাস, হইলোঁ কুলের খাঁখার॥ হিয়ার দগদগি, মনের পোড়নি, কহিলোঁ না রহিমোঁ ঘরে। এবে সে জানলু, প্রেমের এই ফল, ভাল সে জ্ঞানদাস বুঝেরে॥ ১৭৭

সিন্ধুড়া।

কি মোর ঘর, দুয়ারের কাজ, লাজ করিবারে নারি। তিলেক বিচ্ছেদে, লাখ পরমাদ, হিয়া বিদরিয়া মরি॥ শুন শুন তোরে, মরম কহিও, মোর পরাণনাথে। ও রস পরশে, উলস গা, দুকূল দিলু হাতে॥ গুরু গরবিত, বোলে অবিরত, সে মোর চন্দন চুয়া। সে রাঙ্গা চরণে, আপনা বেচিলু, তিল তুলসী দিয়া॥ আপন ইচ্ছায় বাছিয়া লইলু, যে মোর করমে ছিল। এ বোল বলিতে, যে জন বিমুখ, তারে তিলাঞ্জলি দিল॥ সো মুখ না দেখিয়া পরাণ বিদরে, রহিতে নারি যে বাসে। এমত পিরীতি, জগতে নাহিক, কহই এ জ্ঞানদাসে॥ ১৭৮

সুহই।

তুমি কি না জান সই, কানুর পিরীতি, তোমারে বলিব কি। সব পরিহরি, এ জাতি জীবন, তাঁহারে সঁপিয়াছি॥ প্রাণ সই কি আর কুল বিচারে। প্রাণ বন্ধুয়া বিনু

তিলেক না জীউ, কি মোর সোদর পরে॥ সে রূপ সাগরে নয়ান ডুবিল, সে গুণে বান্ধল হিয়া। সে সব চরিতে, ডুবল মন, আনিব কি আর দিয়া॥ খাইতে খাইয়ে, শুইতে শুইয়ে আছিতে আছিয়ে ঘরে জ্ঞানদাসে কহে, ইঙ্গিত পাইলে, আগুন দিয়ে দুয়ারে॥ ১৭৯

সোহিনী।

গুরু দুরজন, দূরে তেয়াগিনু, পতি ক্ষুর ধার তায়। কানুর পিরীতি, কি রীতি করিনু কলঙ্ক এ লোকে গায়॥ সই গো মরম কহিনু তোরে। কানুর পিরীতি, শপতি করিতে, যে বলু সে বলু মোরে॥ ধরম বচন, মনেতে না ধর, করমে আছিল যে সে সব আদর, ভাদর বাদর, কেমনে ধরিব দে॥ হিয়ার পিরীতি, কহিলে না হয়, চিতে অবিরত জাগে। জ্ঞানদাস কহে, নব অনুরাগে, অমিয়া অধিক লাগে॥ ১৮০

সুহই।

কহ কহ এ সখি কি করি উপায়। দরশন বিনু চিত ধরণে না যায়॥ তুমি কি না জান সই যত পরমাদ। কি ঘর বাহির লোকে বলে পরিবাদ॥ তবু সে বন্ধুরে আমি পাসরিতে নারি। কি বিধি বেয়াধি দিলে কি বুধি বা করি॥ কি খেনে দেখিনু সখি বিদগধ রায়। পাষাণের রেখ যেন মিটন না যায়॥ গুরুজনে যত বলে শ্রবণে না শুনি। কি করিতে কি না হয় কিছুই না জানি। দেখিয়া যতেক লোক করে উপহাস। চান্দের উদয়ে যেন তিমির বিলাস॥ পতির আরতি যেন জ্বলন্ত আগুনি। বন্ধুর পিরীতি যেন বহিছে ত্রিবেণী॥ সোঙরি সেরূপ গুণ পরাণ জুড়ায়। ভাণে জ্ঞানদাস চিতে সোয়াথ না পায়॥ ১৮১

তুড়ী।

জিমু না গো মুঞি, জিমু না, কালা বন্ধুর পিরীতির পাকে। আপনার দুটী আঁখি, নিবারিতে নারি গো, কালা বিনু আন নাহি দেখে॥ একদিন আয়ান আইল ঘরে, কালিয়া দেখিনু তারে, বন্ধু বলি তাহারে সম্ভাষি। আমার আরতি, দেখিয়া আয়ান, মুখে কাপড় দিয়া হাসি॥ বন্ধুয়ার ভরমে, আয়ানের সনে, মনের কথাটী কই। হাসিয়া হাসিয়া, আয়ান বলে, মুঞি তোমার বন্ধুয়া নই॥ কালিয়া কালিয়া বলি, কালা বসন পরি, কালা বিনে আন নাহি শুনি। জ্ঞানদাস কহে, পিরীতি এমনি হয়ে, তারে কি দেখিলে জীয়ে প্রাণি॥ ১৮২

ধানশী।

কানু সে জীবন ধন মোর। তোমরা যতেক সখী, ঘরে যাই কুল রাখি, শ্যাম রসে হইয়াছি বিভোর॥ গুরু গরবিত ঘরে, যে বলু সে বলু মোরে, ছাড়ে ছাড়ুক গৃহ-পতি। সকল ছাড়িয়া মুঞি, শরণ লইনু গো, কি করিব ঘরের বসতি॥ যত ছিল অভিমান, সতী কুলবতী নাম, সব হরি

নিল শ্যাম রায়। কহত পরাণ সখি, অঙ্গেতে অঞ্জন মাখি, আন রঙ্গ লাগে নাহি তায়॥ রূপ গুণ যৌবন, এ তিন অমূল্য ধন, সাজাইয়া রতন পসার। জ্ঞানদাস কহে, যে ধনী এমনি হয়ে, ধনি ধনি সোহাগ তাহার॥১৮৩

সুহই।

কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন, এ দুটী আঁখির তারা। পরাণ অধিক, হিয়ার পুতলী, নিমিখে নিমিখে হারা॥ তোরা কুলবতী, ভজ নিজপতি, যার যেবা মনে লয়। ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বন্ধু বিনু, আর কেহ মোর নয়॥ কি আর বুঝাও, কুলের ধরম, মন স্বতন্তর নয়। কুলবতী হৈয়া, রসের পরাণ, আর কার জানি হয়॥ যে মোর করমে, লিখন আছিল, বিধি ঘটাওল মোরে। তোমরা কুলবতী, দেখিনু চুকতি, কুল লৈয়া থাক ঘরে॥ গুরু দুরজন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া। জ্ঞানদাস কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া॥ ১৮৪

সুহই।

সহজে নারীর, অধিক জীবন, তাহে পরীতির লেশ। ইথে কি জগতে, কেহ ভাল বলে, যাইতে কি হেন দেশ॥ সখি গো তোমারে কহিতে কি। এ রস লালস, সব সন্তাপনা, এ নাকি নহিলে জী॥ হিয়ার অভিলাষ, যতেক বিলাস, সে পুন পাইয়ে হাতে। বিধির লিখনে, কালা বন্ধুর সনে, বান্ধিল করম সূতে॥ রাতি দিনে মুঞি, সম্বিত না পারি, দেখি বড় পরমাদে। জ্ঞানদাস বলে, ও মুখ দেখিতে, কাহার না যায় সাধে॥ ১৮৫

সুহই।

কিয়ে মধুরূপ, কলারস চাতুরী, সব ভেল চুরে। গুরু জন বৈরী, দ্বিগুণ ভেল ধাতা, ডর সঞে কুয়ল বিদূরে॥ সজনি হাম জীয়ব কতি লাগি। একে মধু অন্তর, দগধ নিরন্তর, নাহ অধিক অনুরাগী। বৈদগধি বিধি, সকল লুকায়ল, দুহুঁ ভেল পন্থক চোর। যবহুঁ দৈব দোষে, দরশ করায়ল, কেহ না কহে এক বোল॥ অবিরত চিতে কত, কাঁদি গোঙায়ব, থাহে করব বিশোয়াসে। জ্ঞানদাস কহ, অন্তর দহ দহ, পরবশ পিরীতিক আশে॥ ১৮৬

সুহই।

দুহুঁ কুল গরিম, অসীম দুখ অন্তর, বাহিরে পরিজন গঞ্জে। ও নব লেহ, দেহ অবলম্বন, সোঙরি সঘন মন রঞ্জে॥ সজনি বুঝয়ে না পারিয়ে চিত। অবিরত অভিমত, আদর যত যত, দগ দগ করয়ে পিরীত॥ সব গুণ সীম, অসীম রূপ লাবণী, ও নব কৈশোর দেহা। গুরু জন বচন, তাপ নিবারণ, শীতল সুখময় গেহা॥ পরবশ প্রেম, পূরয়ে নাহি আরতি, অনুখন অন্তর দাহ। জ্ঞানদাস কহে, মিলে বড় সুখ হয়ে, হেরইতে শ্যামর নাহ॥ ১৮৭

সুহই।

অবিরত বহে, নয়নক বারি, যেন বরিখয়ে জল ধারা। ও দুখ মরমে, সেই সে জানয়ে, এমন পিরীতি যারা॥ পিরীতি রতন, করিয়া যতন, গলায় হার পরিমু। জাতি কুল শীল, দূরে তেয়াগিয়া, পরাণ নিছিয়া দিমু॥ সই লো পিরীতি দোসর ধাতা। বিধির বিধান, সব করে আন, না শুনে ধরম কথা॥ জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি, হইল যাকর সঙ্গ। জ্ঞানদাস কহে, দোসর পিরীতি, নিতই নূতন রঙ্গ॥ ১৮৮

ভাটিয়ারী।

তেজিলু নিজকুল এ লোকলাজ। এ গুরু গৌরব এ গৃহ কাজ॥ সে সব নব লেহার নিছনি কৈলোঁ। যে যোরে বোলে তারে জীয়ন্তে মৈলোঁ॥ না বোল সজনি আর কিছু না লয় মনে। সে বন্ধু বান্ধি-এাছোঁ পরাণ সনে॥ বন্ধুর আরতি হিয়ার মালা। পতির পিরীতি বিষের জ্বালা॥ যে চিতে দঢ়াইলুঁ সেই সে হয়। ক্ষেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥ খাইতে শুইতে আনহি নাহি। জ্ঞানদাস কহে বুঝিএ তাহি॥ ১৮৯

ধানশী।

শুনিয়া দেখিনু, দেখিয়া ভুলিনু, ভুলিয়া পিরীতি কৈনু। পিরীতি বিচ্ছেদে, না রহে পরাণে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু॥ সই কে বলে পিরীতি ভাল। শ্যাম বন্ধু সনে, পিরীতি করিয়া, পাঁজর ধরিয়া গেল॥ পিরীতি মিরিতি, তুলে তৌলাইয়া, পিরীতি গুরুয়া ভার। পিরীতি বেয়াধি, যার উপজয়ে, সে নাকি জীয়য়ে আর॥ সবাই কহয়ে, পিরীতি কাহিনী, কে বলে পিরীতি ভাল। কানুর পিরীতি, ভাবিতে ভাবিতে পাঁজর ধসিয়া গেল॥ জীবনে মরণে, পিরীতি বেয়াধি, হইল যাহার অঙ্গ। জ্ঞানদাস কহে, কানুর পিরীতি, নিতি নৌতুন রঙ্গ। ১৯০

তুড়ী।

কি ঘর বাহির লোকে বলে একি রীতি। জীতে পাসরিতে নহে বন্ধুর পিরীতি॥ অন্তর বাহির চিতে অবিরত জাগ। না জানি কি লাগি তাহে এত অনুরাগ॥ সই বড়ি পরমাদ। শয়নে স্বপনে সঙ্গ মনে নাহি অবসাদ॥ দেখিতে না দেখে আঁখি শ্যাম বিনে আন। ভরমে আনের কথা না কহে বয়ান॥ শুনিতে শুনিয়ে হাম সেই পর-সঙ্গ। সোঙরি সঘনে মোর পুলকিত অঙ্গ॥ হিয়ার আরতি কহিতে নাহি দেশ। মরমে ধরম কথা না করে প্রবেশ॥ গৃহ কাজ করিতে আউলয়ে সব দেহ। জ্ঞানদাস কহে বড়ি বিষম শ্যাম লেহ॥ ১৯১

ধানশী।

কানু অনুরাগে ঘরে রহিতে না পারি। কেমনে দেখিব তারে কহনা বিচারি॥ গুরুজন নয়ন পাপগণ বারি। কেমনে মিলিব সখি নিশি উজিয়ারি॥ কানুর পিরীতি হাম ছাড়িতে নারিব। রহিতে

না পারি ঘরে কেমনে যাইব॥ শুনি কহে সব সখী শুন মো সবার বোল। সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥ যৈছনে যামিনী কামিনী ঘোর। তৈছনে বেশ বনায়ব তোর॥ এতাহুঁ কহই করু বেশ রসাল॥ ধনী অনুরাগিণী জ্ঞানদাস ভাণ॥ ১৯২

——

শ্রীরাগ।

মরম কথা শুনলো সজনি। শ্যাম বন্ধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥ চিতের আগুনি কত চিতে নিবারিব। না যায় কঠিন প্রাণ কারে কি বলিব॥ কোন বিধি সিরজিল কুলবতী বালা। কেবা নাহি করে প্রেম কার এত জ্বালা॥ ঘর হইতে বাহির বাহির হইতে ঘর। দেখিবারে করি সাধ নহি স্বতন্তর॥ কিবা সে মোহন রূপ মন মোর বাঁধে। মুখেতে না সরে বাণী দুটী আঁখি কাঁদে॥ জ্ঞানদাস কহে সখি এই যে করিব। কানুর পিরীতি লাগি যমুনা পশিব॥ ১৯৩

——

সুহই।

সহজই কুলবতী বালা। সে কি সহই প্রেম জ্বালা॥ তাহে গুরু-গঞ্জন বোল। অহর্নিশি অন্তরে রোল॥ তাহে নিতি প্রেম তরঙ্গ। জোরি কবহুঁ নহ ভঙ্গ॥ দুরজন সঙ্গ সঞ্চারি। ব্যাধ মন্দিরে অনুসারি॥ সকল কহব কানু ঠাম। ইথে কি কহয়ে পরিণাম॥ জ্ঞানদাস কহে তায়। পরিণামে বড়ই সে দায়॥ ১৯৪

কৌরাগিণী।

অরুণ উদয় কালে, ব্রজশিশু আসি মিলে, বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ। এক দিঠি গুরুজনে, আর দিঠি পথ পানে, চাহিয়ে পরাণ করি হাত॥ সজনি না জানি কি হয় প্রেম লাগি। দারুণ পিরীতি, পরবোধ না মানই, কত চিতে নিবারিব আগি॥ একে কুলকামিনী, তাহে নব যৌবনী, আর তাহে পরের অধীন। পিরীতি বিষম শরে, রহিতে না পরি ঘরে, ভাবিতে ভাবিতে তনু ক্ষীণ॥ নিশি দিশি অথিরত, জাগিতে ঘুমিতে কত, প্রাণনাথ সোঙরি সদাই। জ্ঞানদাস বলে, আকুল নয়ানের জলে, তিল আধ থির নাহি পাই॥ ১৯৫

——

ধানশী।

বলনা সখি যাহার মনেতে যে। কানুরে সঁপিয়াছি আপনার দে॥ চাঁদ জিনিয়া মুখের বলনি। জর জর কৈল মোর হিয়ার পুতলি॥ এমন পামর দেশে বৈসে কোন জনা। যা বিনে না রহে প্রাণ তারে করে মানা॥ জ্ঞানদাস কহে বুঝিনু সকলি। জাতি কুল শীল দিনু কানুর পায়ে ডালি॥

——

একতালি।

যতেক আছিল মোর মনের বাসনা। ভুবনে রহল সভে অযশ ঘোষণা॥ সই কহিনু নিদান। প্রেমের পরাণ সহে এতেক অপমান॥ যারে দিনু তনু মন কুল শীল জাতি। অঙ্গের ভূষণ কৈনু বড় অখেয়াতি॥

সে জন কি লাগি এবে করে ভিন পর ঝাঁপল কূপে পড়ল নব চোর॥ গুরুয় পিয়াসে ঝাঁপল সিন্ধু জলে। অধিক পুড়িল অঙ্গ বাড়বা অনলে॥ না জানি পিরীতি বিরিখে হেন ফল। জ্ঞানদাস শুনিয়া হারাইল বুধি বল॥ ১৯৭

শ্রীরাগ।

বন্ধুর লাগিয়া, সব তেয়াগিনু, লোকে অপযশ কয়। এখন আমার, লয় অন্য জনা, ইহা কি পরাণে সয়॥ সই কত না রাখিব হিয়া। আমার বন্ধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া॥ যে দিন দেখিব, আপন নয়নে, আন জন সঞে কথা কেশ ছিঁড়ি ফেলি, বেশ দূরে করি, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥ বন্ধুর হিয়া, এমন করিলে, না জানি সে জন কে। আমার পরাণ, করিছে যেমন, এমন হউক সে॥ জ্ঞানদাস কহে, শুন হে সুন্দরি, মনে না ভাবিহ আন। তুহুঁ সে শ্যামের, সরবস ধন, শ্যাম সে তোহারি প্রাণ॥ ১৯৮

সুহই।

একে নব পিরীতি, আরতি অতি দুর-গম, সোঙরি সোঙরি ক্ষীণ দেহ। তাহে গুরু-গঞ্জন, হৃদয় বিদারণ, জীবইতে ভেল সন্দেহ॥ সজনি দূরে কর ও পরথাব। প্রেম নাম যাঁহা, শুনই না পায়ব, সোই নগরে হাম যাব॥ যা বিনু স্বপনে, আন নাহি হেরিয়ে, অবমোহে কিছুরল সোই। হাম অতি দুখিনী, সহজে একাকিনী, আপন বলিতে নাহি কোই॥ দুহুঁ কুল চাহিতে, আকুল অন্তর, পাঁতরে পড়ি রহু হেম। জ্ঞানদাসে কহে, ধিক্ ধিক্ জীবনে, যাকর পরবশ প্রেম॥ ১৯৯

সুহই।

ভালই আছিনু আন মনে। প্রমাদ পড়িল সেই ক্ষণে॥ কেনে শুনাইলি তার গুণ। উথলিল আগুনের খুন॥ নিশি দিশি যার গুণ গাই। সে কেনে এতেক নিঠুরাই॥ যার লাগি তেয়াগিনু ঘর। সে কেনে ভাবয়ে ভিন পর॥ যার লাগি কুলে দিনু ছাই। তারে কেনে দেখিতে না পাই॥ সতীর সমাজে হইনু মন্দ। জ্ঞানদাস শুনি রহু ধন্দ॥ ২০০

ধানশী।

এ সখি হাম সে কুলবতী রামা। অনেক যতন করি, প্রেম ছায়া পায়লু, বেকত কয়ল ওই শ্যামা॥ আছিনু মালতী বিহি কৈল বিপরীত, ভৈ গেল কেতকী ফুলে। কণ্টক লাগি, ভ্রমর নাহি আওত, দূরে রহি দুহুঁ মন ঝুরে॥ যব দুহুঁ দরশন, দৈবে মিলায়ল, কোন না কহে কত বোল। অন্তরে বৈদগধি, মাণিক ছাপায়াল, দুহুঁ ভেল পস্তক চোর॥ দক্ষিণ নয়ন করি, রঞ্জন কিয়ে হরি, বাম নয়ন করি আধা। গোপত পিরীতি খানি, কোন টুটায়ল, মঝু মনে লাগল ধাঁদা॥ কান্দিব রে কত, কান্দ

গোঙায়ব, কাহাকে করিব বিশয়াস। জ্ঞান-দাস কহ, ধিক্ রহু জীবনে, যে করে পর আশ॥ ২০১

শ্রীরাগ।

যাহার লাগিয়া কৈনু কুলের লাঞ্ছনা। কত না সহিব দেহে গুরু-গঞ্জনা॥ যার লাগি ছাড়িনু গৃহের যত সুখ। না জানি কি লাগি এবে সে জনা বিমুখ॥ সজনি নিবেদন তোরে। কলঙ্ক রহিল সব গোকুল নগরে॥ তিলেকে সে তেয়াগিনু পতি খুরধার। শ্রবণে না শুনলু ধরম বিচার॥ অবলা অখলা জাতি ভুলে পরবোলে। অনেক সাধের দীপ নিভাইল সাঁজ বেলে॥ দুখের উপরে দুখ পরিজন বোল। সতীর সমাজে দাঁড়াইতে হৈনু চোর॥ জ্ঞানদাস কহে ইথে কেমন উপায়। প্রেম পরাভব সুখ সহনে না যায়॥ ২০১

অভিসার।

ভূপালী।

সখীগণ বচনে বনাওল বেশ। বিরচিল কবরী আঁচরি নিজ কেশ॥ ভালহি দেওল সিন্দুর বিন্দু। চন্দন রেখ শোভয়ে আধ ইন্দু॥ কত কত আভরণ সাজায়ল অঙ্গে। হেরইতে মূরছে কতহুঁ অনঙ্গে॥ নীল বসনে তনু ঝাঁপিল গোরী। চললি নিকুঞ্জে শ্যাম রসে ভোরি॥ মদনমোহন মনোমোহিনী নারী। জ্ঞানদাস কহ যাও বলিহারী॥ ২০৩

কামোদ।

মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার। ঐছে সময়ে ধনী করু অভিসার॥ ঝলকত দামিনী দশ দিশ আপি। নীল বসনে ধনী সব তনু ঝাঁপি॥ দুই চারি সহচরী সঙ্গহি মেল। নব অনুরাগভরে চলি গেল॥ বরিখত ঝর ঝর খরতর-মেহ। পাওল সুবদনী সঙ্কেতে গেহ॥ না হেরিয়া নাহ নিকুঞ্জক মাঝ। জ্ঞানদাস চলু যাঁহা নাগর-রাজ॥ ২০৪

ধানশী।

কানু অনুরাগ, হৃদয় ভেল কাতর, রহই না পরই গেহ। গুরু দুরজন ভয়ে, কছু নাহি মানয়ে, চীর নাহি সম্বরু দেহ॥ দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত। ঘন আন্ধিয়ার, ভুজগ ভয় কত শত, তমু নহুঁ মানয়ে ভীত॥ সখীগণ তেজি, চলু একেশরী, হেরি সহচরীগণ যায়। অদ্ভুত প্রেম, তরঙ্গে তরঙ্গিত, তওহুঁ সঙ্গ নাহি পায়॥ চলিল কলাবতী, অতিশয় রসভরে, পন্থ বিপথ নাহি মান। জ্ঞানদাস কহ, এই অপরূপ নহ, মনহি উজোরল কান॥২০৫

ধানশী।

সময় জানিয়া ভানুর বালা। নিকসে যেমন চাঁদের মালা॥ পরিধান নীল পট্ট শাড়ী। অঞ্চলে বাঁধয়ে নবকস্তূরী॥ চাঁচর চিকুরে বাঁধে কবরী। শশী করে আলা চৌদিকে ঘেরি॥ সীঁথাতে শোভিত সোণার

সীঁথি। তাহাতে দুলিছে কনকমোতি॥ দুপাশে সিন্দুর চন্দন-বিন্দু। উদয় হইল মরুক ইন্দু॥ নাসায় শোভিত সুন্দর বেশর। মৃগমদ বিন্দু চিবুক উপর॥ কর্ণে শোভিত সোণার ফুলে। মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে॥ কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে ঘেরি। নীলমণি হার কাঁচলী পরি॥ বাহু বন্ধ তাহে সোণার ঝাঁপা। কি শোভা হয়েছে দেখ বিশাখা॥ নীলমণি চূড়ী ভুজের আগে। রতন কাঞ্চন তাহার যুগে॥ রতন পহুঁচে তাহার পরে। মাণিক অঙ্গুরি অঙ্গুলি পরে॥ ক্ষীণ কটি মাঝে রতন কিঙ্কিণী। রাম রম্ভা জিনি উরুর বলনি॥ পদতলে কত চাঁদের ধটি। তাহার উপরে সোণার পাটি॥ সোণার শিকলি তাহার পরে। মরাল নূপুর বাজিছে জোরে॥ তাহার উপরে ঘুঙ্গুর ঘন। রতন চুটকি হইল জ্ঞান॥ ২০৬

কেদার।

বৃষভানু-নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ। চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণ-নাথের দরশনে, রসভরে ডগমগ অঙ্গ॥ রাই রূপ লাবণ্যের সীমা। না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি, ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥ নীলমণি চূড়ী হাতে, কনয়া কঙ্কণ তাতে, নীল বসন শোভে গায়। নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে, হংস গমনে চলি যায়॥ জিনি প্রভ কোটি শশী, মুখে মন্দ মৃদু হাসি, পিঠে দোলে চাঁচর কেশের বেণী। বেণী আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনক চাঁপা, গোবিন্দের হৃদয় মোহিনী॥ ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়া তাতে, বৃন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা। রাই অঙ্গ কান্তি মালা, দশ দিগ কৈল আলা, জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিলা। ২০৭

কেদার।

ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল, নিভৃত নিকুঞ্জে, দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ ভোরি। নয়ান নয়ান বাণে, ব্যাকুল দুহুঁ তনু, ধনী লেই কোলে আগোরি॥ দেখ সখি রাধা মাধব প্রেম। অধরে অধর মেলি, ঘন ঘন চুম্বই, যৈছন দারিদ হেম॥ কুচ কর পরশনে, আকুল মাধব, ভুজে ভুজে বন্ধন কেল। থির বিজুরী তনু, জলদে ঝাপি রহু, ঐছন অপরূপ ভেল॥ নারী পুরুখ দুহুঁ, লখই না পারই, হেরইতে লোচন ভুল। জ্ঞানদাস কহ, অপরূপ দুহুঁ জন, দুহুঁক প্রেম নাহি তুল॥

মান।

তিরোতা ধানশী।

সজনি না কর কানু পরসঙ্গ। পানি না সেঁচহ দগধল অঙ্গ॥ ভালে হাম কলাবতী ভালে দুহুঁ দোতী। ভালে মনমথ ভালে কানুক পিরীতি॥ ভাল জন বচন কয়লু হাম আন। সো ফল ভুঞ্জহ ইহ পরিণাম॥ পহিলহি কি কহব আরতি রাশি। দুকপট প্রেমে সব পরিজনে হাসি॥ ভেল ভেল অলপে কয়ল সমাধান। পুরবক পুণ্য.

ফলে পায়লু পরাণ॥ চন্দন তরু যদি বিখ-তরু ভেল। যতয়ে মনোরথ সব দূরে গেল॥ মরম না জানি কয়লু অনুরাগ। জ্ঞানদাস কহ গুরুয়া অভাগ॥ ২০৯

তিরোতা ধানশী।

পহিলহি চাঁদ করে দিল আনি। ঝাঁপল শৈল শিখরে এক পাণি॥ অব বিপরীত ভেল সব কাল। বাসি কুসুমে কিয়ে গাঁথই মাল॥ না বোলহ সজনি না বোল আন। কি ফল আছয়ে ভেটব কান॥ অন্তর বাহির সম নহ রীত। পানি তৈল নহ গাঢ় পিরীত॥ হিয়া সম কুলিশ বচন মধুধার। বিষঘট উপরে দুধ উপহার॥ চাতুরী বেচহ গাহক ঠাম। গোপত প্রেম সুখ ইহ পরিণাম॥ তুহুঁ কিয়ে শঠিনি কপটে কহ মোয়। জ্ঞানদাস কহ সমুচিত হোয়॥ ২১০

কেদার।

ঐছন মানে বিমুখ ভৈ রাই। করে ধরি দোতী মানায়ই তাই॥ রোখে চলই যব করে কর বারি। চরণে পড়ল তব বাহু পসারি॥ তহিঁ মলিনমুখী সুমুখী না ভেল। হোই নৈরাশ তব সখী চলি গেল॥ একলি বনমাহা যাহাঁ বরকান। আওল সখী তাঁহা বিরস বয়ান॥ কি কহব মাধব মানিনী মান। জ্ঞানদাস তাহা কি কহিতে জান॥ ২১১

কেদার।

সজনি তুহুঁ সে কহসি মঝু হিত। হিত অহিত, সবহুঁ হাম বুঝিয়ে, আনে হোয়ত বিপরীত॥ লঘু উপকার, করয়ে যব সুজনক, মানয়ে শৈল সমান। অচল হিত, করয়ে মুরুখ জনে, মানয়ে সরিষ প্রমাণ॥ কানুক রীত, ভীত মঝু চিতহিঁ না জানি কি হয়ে পরিণামে। ঐছন পিরীতিক, রস নাহি হোয়ত, যৈছন কি রস মানে॥ কি কহব রে সখি, কহি কহি দেখনু, অতএ চাহি সমাধান। যাকর যো গুণ, কবহুঁ না যাওত, জ্ঞানদাস পরমাণ॥ ২১২

কেদার।

না মিলল সুন্দরী শুনি ভৈ ক্ষীণ। রোয়ত মাধব অব নিশি দিন॥ দোতীক কর ধরি করু পরিহার। কহইতে নয়নে গলে জল ধার॥ বাউরী সম কত করু পরলাপ। শত গুণাধিক মনসিজ তাপ॥ রাধা রাধা ধরি আখর এক। গদ গদ কণ্ঠ না হয় পরতেক॥ মানিনী মান মানায়ব হাম। কহি এত ধাবয়ে মানিনী ঠাম। পুন ফেরি আওত সহচরী সাথ। ঐছে গতাগতি নাহিক সোয়াথ॥ কত পরবোধি কয়ল সখী থির। জ্ঞানদাস হেরি ভেল ॥ ২১৩

সুহই।

সহজহি শ্যাম, সুকোমল শীতল, দিনকর কিরণে মিলায়। সো তনু পরশ, পবন

নব পরশিতে, মলয়জ পঙ্ক শুকায়॥ সজনি কতয়ে বুঝায়ব নীতি। কানু কঠিন পথ করল আরোহণ, গুণি গুণি তোহারি পিরীতি॥ অনুখন দুনয়নে, নীর নাহি তেজই, বিরহ অনলে দিগ জারি। পাবক পরশে, সরস দারু যৈছে, এক দিশে নিকসই বারি॥ সজল নলিনী দলে শেজ বিছায়ই, শুতল অতি অবসাদে। জ্ঞানদাস কহে, চামর ঢুলাইতে, অধিক উপজি পরমাদে॥ ২১৪

সুহই।

করে কর যোড়ি, মিনতি করু মো সঞে চরণ কমল প্রণিপাত। কোপে কমলমুখী নয়নে না হেরসি, অভিমানে অবনত মাথ॥ সুন্দরি ইথে কি মনোরথ পুর। যাচিত রতন, তেজি পুনঃ মগন, সো মিলন অতি দূর॥ কোকিল নাদ শ্রবণে যব শুনবি, তব কাঁহা রাখবি মান। কোটি কুসুম শর, হিয়া পর বরিখব, তব কৈছে ধরবি পরাণ॥ মঝু এতে বচনে, তুয়া নহি আরতি, হিত কহিতে কহ আন। দারুণ দক্ষিণ, পবন যব পরশব, তবহিঁ ত দূর মান॥ শুণ শুন ছোড় দোষ এক সোঙরসি, নিকটহি কই না যাব দারুণ নয়ানে, আরতি তব ধাওল, অব জ্ঞানদাস দুখ লাভ॥ ২১৫

সুহই।

মানিনি হাম কহিয়ে তুয়া লাগি নাহ নিকট পাই, যো গুন বরণয়ে, তাকর বড়ই অভাগি॥ দিনকর বন্ধু, কমল সবে জানয়ে, জল তোহি জীবন হোয়। পঙ্ক বিহীন তনু ভানু শুখায়ত, জলহি পচায়ত সোয়॥ নাহ সমীপে, সুখদ যত বৈভব, অনুকূল হোয়ত যোই। তা কর বিরহে সকল সুখ সম্পদ, ক্ষেণে দগধই সোই॥ তুহুঁ ধনি গুণবতী, বুঝি করহ রীতি, পরিহর ঐছন ভাষ। শুনইতে রাই, হৃদয়ে ভেল গদগদ, অনুমত করল প্রকাশ। জ্ঞানদাস কহে, সুন্দরী সুন্দর, মিলহি কুঞ্জক মাঝ। হের নয়ন মোর, সফল করতুঁ, যুগল পরমহি সাজ॥ ২১৬

সুহই।

না বুঝলু অন্তর, কোপ নিরন্তর, বচন না সঞ্চরে বয়ানে। সহজই কমলিনী, ভেল মলিন অতি, ধারা শত শত নয়নে॥ মাধব রাধা বোধি না ভেল। কত সমুঝাই, চরণে ধরি বোললু, তবহুঁ উতর নাহি দেল॥ সঘন নিশ্বাস, উদসল কুন্তল, আকুল অতিশয় গোরী। কনক মুকুর নিয়ড়ে তনু মরকতে, ঐছন ভেলি কত বেরি॥ তোহারি কেশ কুসুম, জল, তাম্বুল, ধরল যো রাইক আগে। কোপে কমল মুখী, পালটি না হেরল, মোহে হেরি রহল বিমুখে॥ এক কর মুঠি বান্ধি, মুখ মূদল মোহে কলহ পরিণামে। জ্ঞানদাস কহ, তুহুঁ ভালে সমুঝহ নীসে না ভেল বয়ানে॥ ২১৭

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি আর কত সাধবি মান। তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি, কানু ভেল বহুত নিদান॥ কি রসে ভুলা- য়লি, ভুলল নাগর, নিরবধি তোহারি ধেয়ান। রাধা নাম কহই যদি পন্থিক, শুনইতে আকুল পরাণ॥ যো হরি হরি করি, তরিয়ে ভবার্ণব, গোপসুত পদ অভি- লাষে। সো হরি সতত, তুয়া নাম জপই, দারুণ মদন তরাসে॥ পুরুষ বধের হেতু, তুহারি অভিলাষ, কে না শিখায়লি নীত। জ্ঞানদাস কহে, তোহারি পিরীতি, ভাবিতে আকুল কানুক চিত॥ ২১৮

সুহই।

শুন শুন সুন্দরী রাধে। কানু সঙে প্রেম করসি কাহে বাধে॥ অনুক্ষণ যো জন তুয়া গুণে ভোর। তুহুঁ কৈছে তেজবি তা কর কোর॥ নিশি দিশি বয়ানে না বোলই আন। আন জন বচনে না পাতয়ে কাণ॥ তুহুঁ লাগি তেজল গুরুজন আশ। কাহে লাগি তুহুঁ তাহে ভেলি উদাস॥ ঐছন পুরুখ কতহুঁ নাহি দেখি। আপন দিব তোহে হরি নাম উপেখি॥ এ সব বচনে যদি রাখহ মান। না জানিয়া কৈছে কঠিন তুয়া প্রাণ॥ জ্ঞানদাস কহ হিত উপদেশ। ঐছন নায়কে না কর আবেশ॥

বরাড়ী।

চলইতে চাহি, চরণ নাহি ধাবয়ে, রহিতে নাহিক প্রীতি আশে। আশ নৈরাশ কছুই নাহি সমুঝিয়ে, অন্তরে উপজে তরাসে॥ সজনি বচন না বোলসি আধা। তুহুঁ রসবতি, উহ রসিক শিরোমণি, হঠ রস না করহ বাধা॥ প্রেম রতন জনু, কনক কলস পুন, ভাগ্যে যো হোয় নিরমান। মোহিম হার, বার শত টুটয়ে গাঁথিয়ে পুন অনুপাম॥ হর-কোপানলে, মদন দহন ভেল, তুয়া উরে যুগল মহেশ। পরিহর মান, কানু মুখ হেরহ, জ্ঞান কহয়ে সবিশেষ॥ ২২০

কামোদ।

কত কত ভুবনে, আছয়ে, কত নাগরী, কে না করয়ে অভিলাষে। যো পুরুখ রতন, যতনে নাহি পাইয়ে, সো তুয়া দাসক আশে॥ সুন্দরী কহ কৈছে সাধবি মান। রসময় রসিক, মুকুট বর নাগর, চরণেহি সাধয়ে কান॥ কি তোর কঠিন মন, বুঝই না পারিয়ে, গুরুতর কৌশল মোর। লাখ লছমি যৈছে, চরণে লোটায়ই, তাহে এত বিরকতি তোর॥ জীবন যৌবন, সফল না মানসি, কানু হেন বিদগধ নাহ। জ্ঞান- দাস কহে, কতিহুঁ না শুনিয়ে, পিরীতি কহই নিরবাহ॥ ২২১

কামোদ।

গগনক চাঁদ হাতে ধরি দেয়লু, কত সমুঝায়লু রীত। যত কিছু কহিনু, সবহুঁ

ঐছন ভেল, চিত পুতলী সম রীত। মাধব বোধ না মানই রাই। বুঝাইতে অবুঝ অবুঝ করি মানই, কতয়ে বুঝায়ব তাই॥ তোহারি মধুর গুণ, কত পরখাপলু, সবহুঁ আন করি মানে। যৈছন তুহিন, বরিখে রজনীকর, কমলিনী না সহে পরাণে॥ যতনহি বহু, চরণ ধরি সাধলু, রোখে চঞ্চল সখী পাশ। সরস বিরস কিয়ে, তা কর সহচরী, সো না বুঝল জ্ঞানদাস॥ ২২২

ভূপালী।

সখীগণ মেলি বহু বচন কেল। মানিনী শুনি কছু উতর না দেল॥ কোপে কহয়ে শুন নাগর কান। এতহুঁ করায়সি কাহে অপমান॥ কাহে তুহুঁ পুনঃ পুনঃ দগধসি মোয়। যাহ চলি তুহুঁ যাহাঁ নিবসই সোয়॥ জ্ঞানদাস কহে শুন বিনোদিনি। তুয়া লাগি মুগধ শ্যাম চিন্তামণি॥ ২২৩

ভূপালী।

রাইয়ের হৃদয় বুঝিয়া রীতি। কহিতে আওলু যে বিপরীতি॥ কত পরকারে মিনতি করি। সদয় নহিল চলহ হরি॥ তোমা আগে করি কহিব যে। আপন কাণেতে শুনিবে সে॥ শুনিয়া গমন করল তাই। জ্ঞান সঞে হরি মিললি রাই॥ ২২৪

ভাটিয়ারী।

সহচরী বচনহি, বিদগধ নাগর, আকুল অথির পরাণ। তুরিতহি গমন, কয়ল যাহাঁ মানিনী, ঢল ঢল সজল নয়ান॥ কহ সখি কৈছে মিটায়ব মান। মোহে পরিবাদ করয়ে যত রঙ্গিণী, হাম যৈছে উহ পরমাণ॥ তাহে বিনু নিশিদিশি আন নাহি হেরিয়ে, ও মুখ সতত ধেয়ান। যো মধুর বোল, শ্রবণে মঝু লাগি রহু, সো গুণ অহর্নিশি গান॥ এত কহি মাধব, মিলল রাই পাশে, ঠারি রহল তাহাঁ যাই। অবনত বয়নে, রহল অভিমানিনী, জ্ঞানদাস মুখ চাই॥ ২২৫

বালাধানশী।

শুন সখী বচন মনহি অনুমান। নাগরী বেশ বনাওল কান॥ আগু পদ বাম, বাম গতি চাহনি, বাধে কুণ্ডল অনুপাম। বাম ভুজে বসন, ঢুলায়ত ঘন ঘন, যৈছন পেখনু শ্যাম॥ পট-অম্বর পরি, অভিনব নাগরী, ঐছনে কয়ল পয়ান। চারু সীঁথোপরি, কাম সিন্দুর পরি, লখই না পারই আন॥ এমন চতুর বর, কবহুঁ না পেখনু, এ মহীমণ্ডল মাঝ। মণিময় কঙ্কণ, দুহুঁ ভুজে সাজল, শঙ্খ শোভয়ে তছু মাঝ॥ পদতলে অরুণ, কিরণ মণি পেখনু, তেঞি হোয়ত অনুমান। জ্ঞানদাস কহে, রাইক মন্দিরে, নাগর করল পয়ান॥ ২২৬

ভূপালী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি। পরিচয় দুলহ দূরে রহু কেলি॥ অনুনয় করইতে অবনত বয়নী। চকিত বিলোকি নখ লেখই

ধরণী॥ অঞ্চলে পরশিতে চঞ্চল কাম। রাই কমল পদ আধ পয়ান॥ রস নবলেশ দেখায়লি গোরী। পায়লি রতন পুনঃ লেয়লি ঝোড়ি॥ বিদগধ মাধব অনুভব জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি॥ হাসি দরশই মুখ কাঁপই গোই। বাদরে শশী জনু সেকত না হোই॥ করে কর বারিতে উপজল প্রেম। দারিদ ঘটভরি পায়ল হেম॥ নব অনুরাগ বাঢ়উ প্রীতি আশ। জ্ঞানদাস কহে গুরুয়া পিয়াস॥ ২২৭

সুহই।

অনুনয় করইতে, অব গতি না কর, না বুঝিয়ে অন্তর তোর। কুটিল নেহারি, গারী যব দেয়বি, তবহিঁ ইন্দ্রপদ মোর॥ মানিনি অব কি করব দুরদিনে। মনমথ গরল, গুরুয়া হিয়ে বাঢ়ল, তোহারি পরশ রস বিনে॥ অনুগত জানি, পাণি পসারয়ে, বিপদে বুঝিয়ে উপকার। তব হাম জনম, সফল করি মানিয়ে, জগতে বহয়ে যশোভার॥ সময় জানি অব, কোপ নিবারহ, বেরি এক কর অবধানে। জ্ঞানদাস কহ, নিজ জন জানিয়া, অতএ করবি সমাধানে॥ ২২৮

তিরোতা ধানশী।

সুন্দরি উলটি নেহারহ নাহ। চাঁদ অমিয়া বিনু, চকোর না জীয়য়ে, জানি করহ নিরবাহ॥ কতয়ে কলাবতী, পশুপতি পদযুগ, সেবই যাকর আশে॥ সো বল্লভ, তোহারি পরশ বিনু, দগধল মদন হুতাশে॥ শ্যাম সুধাকর, নিকটহিঁ রোওত, কুরুচিত কুমুদ বিকাশ। অঞ্চল অন্তর, মান তিমির রহু, লোচন পড়ল উপাস॥ সো সুখ সম্পদ, তুহুঁ বিনু সুন্দরি, হাসি হাসি আপনে বোলাই। জ্ঞানদাস কহ, অলপভাগি নহ, দূতীক পরশ না পাই॥২২৯

ধানশী।

এ ধনি মানিনি কি বোলব তোয়। তোহারি পিরীতি মোর জীবন রহয়॥ বিবিধ কেলি তুয়া তনু পরকাশ। তহি লাগি কেলিকদম্বে করি বাস॥ রজনী দিবস করি তুয়া গুণ গান। তুয়া বিনে মনে মোর নাহি লয়ে আন॥ শয়ন করিয়ে যদি তোমা না পাইয়া। স্বপনে থাকিয়ে তোমা তনু আলিঙ্গিয়া॥ তোমার অধর রস পানে মোর আশ। করজ লিখিয়া লহ মুই তুই দাস॥ মনমথ কোটি মথন তুয়া মুখ। তোমার বচন শুনি উঠে কত সুখ॥ জ্ঞানদাস কহ ধনি তোমার মুখ চাও। সরস পরশ দেই কানুরে জীয়াও॥ ২৩০

ভাটিয়ারী।

রাধা হে ক্ষেম অপরাধ মোর। মদন বেদন, না যায় সহন, শরণ লইনু তোর॥ ও চাঁদ মুখের, মধুর হাসনি, সদাই মরমে জাগে মুখতুলি যদি, ফিরিয়া না চাহ, আমার শপথি লাগে॥ তোমার অঙ্গের পরশে আমার, চিরজীবি হউ তনু। রূপ

তপ তুহুঁ, সকলি আমার, কয়ের মোহন ( )॥ দেহ গেহ সার, সকলি আমার, তুমি সে নয়ানের তারা। আধ তিল আমি, তোমা না দেখিলে, সব বাসি আন্ধিয়ারা॥ এত পরিহারে, কহিয়ে তোমারে, মনে না ভাবিহ আন। করজ লিখিয়া, লেহয়ে আমার, দাস করি অভিমান॥ জ্ঞানদাস কহে, শুনহ সুন্দরি, এ কোন ভাব যুকতি। কানু সে কাতর, সদয় হইয়া, কেনে না করহ প্রীতি॥ ২৩১

হাসিয়া নেহার রাই হাসিয়া নেহার। অনুগত জনেরে পরাণে কেন মার॥ যে চাঁদের সুধা দানে জগত জুড়াও। সে চাঁদ বদনে কেনে আমারে পোড়াও॥ অবনীর ধূলি তুয়া চরণ পরশে। সোনা শতগুণ হৈয়া কাহে না তোষে॥ সে চরণ ধূলি পরশিতে করি সাধ। জ্ঞানদাস কহে যদি করে পরসাদ॥ ২৩২

কেদার।

যামিনি যামিনী ভেল অবসানে। তুয়া পদ কমল, বিমল বরদাতা, কি দেখি না হয়ে পরসাদে॥ জনমে জনমে হাম, তুয়া আরাধন বিনু, আন নাহিক অভিলাষে। তুহুঁ মনে জানহ, হাম তুয়া কিঙ্কর, তবহুঁ তেজ সহবাসে॥ রূপগুণ বিহি তুয়া নির-মাপল, আন কি কহব তুয়া আগে। নয়নক ওর, থোর না হেরসি, এ মোহে কেমন অভাগে॥ অনুনয় বোলইতে, শ্রবণে না শুনসি, লগইতে লাগু তরাস। জ্ঞানদাস কহ, কৈছে বিছুরহ, পুরব পিরীতিরস আশ॥ ১৩৩

তুড়ী।

রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে অনুপাম। স্বপনে জপন মোর তোহারি ও নাম॥ শুন বিনোদিনি রসময়ী ধনী রাধা। কবহুঁ করহ জনি ইহরস বাধা॥ অঙ্গুল আগ পরশ যব পাই। সুখের সাগরে রহি ওর না যাই॥ লোচন ইঙ্গিত করু মোহে দান। জ্ঞানদাস কহ অকারণ মান॥ ২৩৪

।

চাহ মুখ তুলি রাই চাহ মুখ তুলি। নয়ান না চলে নাচে হিয়ার পুতলী॥ পীত-বন্ধন মোর তুয়া অভিলাষে। পরাণ চমকে যদি ছাড়হ নিশ্বাসে॥ রাই কত পরখসি আর। তুয়া আরাধনে মোর বিদিত সংসার॥ লেহ লেহ লেহ রাই সাধের মুরলী। পরশিতে চাহি তোমার চরণের ধূলি॥ তুয়া মুখ নিরখিতে আঁখি ভেল ভোর। নয়ন অঞ্জন তুয়া পরচিত চোর॥ রূপে গুণে যৌবনে ভুবনে আগুলি। বিহি নিরমিল তুয়া পিরীতি পুতলী॥ এত ধনে ধনী যেই সে কেনে কৃপণ। জ্ঞানদাস কহে কেবা জানিবে মরম॥ ২৩৫

(রাধিকার উক্তি।)

বরাড়ী।

শুন শুন মাধব না গোলহ আর। কি ফল আছয়ে এত পরিহার॥ পাওল তুয়া সঙ্গে প্রেমক মূল। খোয়লু সরবস নিরমল কুল॥ পুন কিয়ে আছয়ে তুয়া অভিলাষ। দূরে কর কৈতব ভ্রমরতি আশ॥ অলপে বুঝলু হাম তুয়াক চরিত। মাধাহি যৈছে অনন্তর সেই রীত॥ কাহে দেয়সি তুহুঁ আপন দিব। আছয়ে জীবন সেহ কিয়ে নিব॥ জ্ঞানদাস কহে কর অবধান। তুয়া নিজজন কাহে এত অপমান॥ ২৩৬

কেদার।

কতহুঁ মিনতি করু কান। মানিনী তেজল মান॥ ছল ছল লোচন লোর। কানু কয়ল ধনী কোর॥ বুঝল হিয়া অভিলাষ॥ নিধুবন রচই বিলাস॥ চুম্বন করইতে কান। বঙ্কিম ঈষৎ বয়ান॥ কঞ্চুকে যব কর দেল। মুকুল হৃদয়ে তব ভেল॥ নীবি পরশিতে কর কাঁপ। নীরস কমলে অলি ঝাঁপ॥ ঐছে না পুরয়ে আশ। নাগর গদ গদ ভাষ॥ ধনীক কথাইতে চিত। সরস করয়ে প্রকটিত॥ পেশল মনহি অনঙ্গ। জ্ঞান কহই ইহ রঙ্গ॥ ২৩৭

প্রবাস।

সুহই।

আজু পরভাতে দেখিনু কার মুখ। কোন নিদারুণ বিধি দিলে এত দুঃখ॥ কোন্ দুরাচার হেন যে যশা ঘুষিল। কেমন বজর হিয়া পিয়া লইতে আইল॥ কাম পূর্ণ ঘট মুঞি ভাঙ্গিনু বাম পায়। পদাঘাত কৈনু কোন্ ভুজঙ্গ মাথায়॥ না জানিয়া মুঞি কোন্ দেবের নিন্দিল। কো মোর হিয়ার ধন লইতে আইল॥ এত কহি সুবদনী ভেল মুরছিত। জ্ঞানদাস কহে সখি করয়ে সম্বিত॥ ২৩৮

বরাড়ী।

বন্ধুরে কহিও মোর কথা। অনলে পশিব যদি না আইসে এথা॥ মরণ অধিক ভেল এ ছার জীবন। তো বিনু দগধে যেন দাবানলে বন॥ নহেত কহয়ে যেন এ দুঃখ এড়াই। সোঙরিয়া চাঁদ মুখ তবে মরি যাই॥ জ্ঞান কহে এত দুঃখ না কর ভাবন। নিচয়ে মিলব জান তোমার প্রাণধন॥ ২৩৯

বরাড়ী।

আজি কালি করি কত গোঙাইব কাল। কা ও বন্ধুরে মোর এত পরমাদ॥ এক তি যাহা বিনু যুগ শত মানি। তাহে এতহুঁ দিন সহয়ে পরাণি॥ যদি না আইসে বন্ধু নিশ্চয় জানিয়। মরিব অনলে পুড়ি

তাহারে কহিয় ॥ দিবস গণিতে আর নাহিক শকতি। জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥ এছার জীবন আর ধরিতে নারিব। এবার না আইসে পিয়া নিচয়ে মরিব ॥ শুনিয়া রাধার এত বিরহ হুতাশ। চলিলা ধাইয়া মধুপুরে জ্ঞানদাস ॥

গান্ধার।

পুন নাহি হেরব সো চান্দ বয়ান। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ॥ আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া। জীবন সংশয় হইল পিয়া না দেখিয়া॥ উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি। জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি॥ সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল। পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল॥ আর না যাইব সেই যমুনার জলে। আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে॥ নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া। জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া॥ ২৪১

গান্ধার।

কানু রহল পরদেশ। জলদ সময় পর-বেশ॥ দামিনী দশ দিশ ধাব। নিকরুণ কান্ত না আব॥ সজনি কাহে কহব দিন বঙ্ক। জীবইতে ভেল অশঙ্ক॥ গগনে গরজে ঘন ঘোর। শুনি উনমত চিত মোর॥ যব নিশি বাহিরে পয়ান। শিকরে নিকসে পরাণ॥ দিনকর দিবস উপেখি। অলিকুল কমলে না দেখি॥ চাতক পিউ পিউ নাদ। জ্ঞানদাস কহে ইহ পরমাদ॥

গান্ধার।

সখিহে বিরাট-তনয় দেহ দান। বায়স অজ রবে, তনু মোর জর জর, কিয়ে ভেল পাপ পরাণ॥ বক্র যার তিন দুন, তাহার বাহন পুনঃ তাহার ভক্ষের ভক্ষের নিজ সুতে। বাণ দুন শির যার, পুরী নষ্ট কৈল তার, হেন দুঃখ পিয়া গেল মোকে॥ সুরভি তনয় প্রভু, তাহার ভূষণ রিপু, তাহার প্রভুর নিজ সুতে। তাহার কটাক্ষ শরে, দহে মম কলেবরে, বল সখি বাঁচিব কিমতে॥ মুনি তিন গুণ করি, বেদে মিশাইয়া পুরি দেখ সখি একত্র করিয়া। আমি কুলবতী রামা, বিধি মোরে হল বামা, গয়াসিব বাণ ঘুচাইয়া॥ জ্ঞানদাসেতে কয়, পিয়া মোর বশ নয়, দেখ সখি আছে কোন দেশে। যাহ দূতি ত্বরা করি, আন পিয়া শ্রীহরি, চাতকিনী রহিল সেই আশে॥ ২৪৩

গান্ধার।

পাঁচ পঞ্চ গুণ, সিন্ধু বিন্দু তাহে, তিথি তথি হরণই কেল। এতেক বচন বলি, মাধব গেয়ল, পুন তিঠতি নাহি ভেল॥ সখি গো যদি বিছুরল মোহে। ব্রজপতি বন্ধু নন্দন, নন্দন তা সুত, তা সুত হৃদয় মম দাহে॥ ব্যাস সুত যেই জন, তা সুত বগুলী, পরিহর গজজ বিন্দ। জ্ঞানদাস

কহে, সো মধু ভখিব, যদি নাহি আওয়ে গোবিন্দ ॥ ২৪৪

গান্ধার।

মুড়াব মাথার কেশ, ধরিব যোগিনী বেশ, যদি সোই পিয়া নাহি আইল। এ হেন যৌবন, পরশ রতন, কাচের সমান ভেল ॥ গেরুয়া বসন, অঙ্গেতে পরিব, শঙ্খের কুণ্ডল পরি। যোগিনীর বেশে, যাব সেই দেশে, যেখানে নিঠুর হরি ॥ মথুরা নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে, খুঁজিব যোগিনী হঞা। যদি কারু ঘরে, মিলে গুণনিধি, বান্ধিব বসন দিয়া ॥ আপন বন্ধুয়া, আনিব বান্ধিয়া, কেবা রাখিবারে পারে। যদি রাখে কেউ, তেজিব এ জীউ, নারী বধ দিব তারে॥ পুন ভাবি মনে বান্ধিব কেমনে, সে শ্যাম বন্ধুয়া হাতে। বান্ধিয়া কেমনে, ধরিব পরাণে, তাই ভাবিতেছি চিতে ॥ জ্ঞানদাসে কহে, বিনয় বচনে, শুন বিনোদিনি রাধা। মথুরা নগরে, যেতে মানা কার, দারুণ কুলের বাধা ॥ ২৪৫

সুহই।

ফুটল কুসুম, নব কুঞ্জ কুটীর বন, কোকিল পঞ্চম গাবইরে। মলয়ানিল, হিম শিখরে সিধারল, পিয়া নিজ দেশ না আইব রে ॥ অনিমিখ নিকট, নাহ মুখ নিরখিতে, তিরপিত নহি এ নয়ান। এ সব সময়, সহয়ে এত সঙ্কট, অবলা কঠিন পরাণ ॥ চন্দন চাঁদ, অধিক উতপাতই, উপবন অলি উতরোল। সময় বসন্ত, কান্ত দূর দেশ, জানলু বিহি প্রতিকূল ॥ দিনে দিনে খিন তনু, হিমে কমলিনী জনু, না জানি কি হয় পরজন্ত। জ্ঞানদাস কহ, কো সমুঝায়ব, শ্যামর নিকরুণ অন্ত ॥ ২৪৬

ধানশী।

পিয়া পরদেশে বেশ গেল দূর। হাস রভস সংহুঁ ভেল চূর ॥ মৃগমদ চন্দন লেপন বিখ। মন্দ পবন জনু আনল শিখ ॥ এ সখি এ সখি দুরদিন লাগি। হাত রতন খসে কোন অভাগী ॥ হিমকর উগ হতে দিনকর তেজ। নলিনী বিছায়ত কণ্টক শেজ ॥ সা বিপরীত ইহ সময় বসন্ত। মনমথ পিশুন কয়ল জীউ অন্ত ॥ রতন হার ভেল গুরুতর ভার। দিনে দিনে দেহ লেহ অনুসার ॥ বিহি সে করল মোরে হাহা সার। জ্ঞানদাস কহে অতি অবিচার ॥ ২৪৭

ধানশী।

কানুক ঐছে দশা, শুনি বিরহিণী বাঢ়ল অতি উনমাদ। কানু কানু করি, ক্ষিতিতলে মুরুছলি, সখীগণ দ্বিগুণ বিষাদ ॥ এক সখী তুরিতহিঁ, কোরে আগোরল, কহর্ত হঁ আগোরত কান। শুনইতে ঐছন, বচন রসায়ন, পাওল জীবন দান ॥ চেতন পাই হেরই, পুন দশদিশ, অতি উৎকণ্ঠিত হোই। কাঁহা মধু প্রাণনাথ, কহি ফুকারয়ে, অবহুঁ না আওল সোই ॥ রোয়ত হসত, খসত মণি যোজত, পন্থহি নয়ন পসারি।

সহই না পারি, জ্ঞান পুন তৈখনে, মথুরা নগর সিধারি ॥ ২৪৮

তিরোতা।

শৈশব সময় পহুঁ গেলা। যৌবন জনম অব ভেলা॥ আর নাহি করল উদেশ। কি কহব কাহিনী বিশেষ॥ সজনি ছুরগহ করু অবগাহে। বিছুরত গোকুল নাহে॥ বাঢ়ল বিরহ বেয়াধি। মনমথ পরম বিরোধী॥ মন্দিরে একলা পরাণে। কত চিন্ত করি অনুমানে॥ দিনে দিনে তনু অবরোধে। কা দেই করব সম্বাদে॥ জ্ঞানদাস চিতে অনুমান। সোতী অব করব পয়ান॥ ২৪৯

শ্রীগান্ধার।

গগন ভরল, নব বারিদহে, বরখা নব নব ভেল। বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকি সব, শবদে পরাণ হরি নেল॥ চাতক চকিত, নিকট ঘন ডাকই, মদন বিজয়ী পিকরাব। মাস আষাঢ়, গাঢ় বড় বিরহ, বরখা কেমনে গোঙাব॥ সরসিজ বিনু সে. শোভ না পাবই, ভ্রমর বিনু শূন দেহা। হায় কমলিনী, কান্ত দেশান্তর, কত না সহব দুখ দেহা॥ সকুসু সঘন, সোদামিনী, বিরহিণী বিন্ধিল জান। মাস শাঙনে, আশ নাহি জীবনে, বরিখয়ে জল অনিবার॥ নিশি আন্ধিয়ার, অপার ঘোরতর, ডাহুকি কল কল তাথ। বিরহিণী হৃদয়, বিদারণ, ঘন ঘন, শিখরে শিখণ্ডিনী ডাক॥ উনমতি শকতি, আরোপয়ে নিতি নিতি, মনমথ সাধন লাগি। ভাদর দর দর দেহ দোলন, মন্দিরে একলি অভাগী॥ উলসিত কুন্দ, কুমুদ পরকাশিত, নিরমল শশধর কাঁতি। ঘরে ঘরে নগরে, নগরে সব রঙ্গিণী, নাহি জানে ইহ দিন রাতি॥ চিরপরবাসি, যতহুঁ পরদেশী, সব পুন নিজ ঘরে গেল। মাস আশ্বিন, খিন ভেল দেহা, জ্ঞান কহে দুঃখ কোনহি দেল॥ ২৫০

গান্ধার।

কানু কুশলে পরদেশ সিধায়ল, লাগল মনমথ বাদে। নয়নক লোরে, লহরি দিঠি বাদর, কি কহব হৃদয় বিষাদে॥ সখিহে পরাণ ভেল উপহাস। আশা পাশ, পাপ মন বান্ধল, জীবন মরণক আশ। এত দিনে অমিয়া, সরোবরে আছিনু, চিন্তামণি ছিল অঙ্কে। চন্দন পবন, হুতাশন হিমকর, বিষধর বিলসে কলঙ্কে॥ কেশ কুসুমে ধরি, সম্বরি না বান্ধই, না করব সুন্দর শিঙ্গার। নাহ বিহিনী সব দাহক মানিয়ে, জ্ঞানদাস কহল উপচার॥ ২৫১

শ্রীরাগ

হিম শিশিরে রিপু মদন দুরন্ত। দ্বিগুণ তাপায়ল ঋতু বসন্ত॥ শিরস দিবসপতি কিরণ বিথার। ঝামর ভেল তনু গল অনিবার॥ শত গুণ ভেল ইথে কেবল নিদান। ঐছন বরিখায় রহল পরাণ॥ হেরি সহচরী কছু ভেল আশোয়াস। শরদ

চাঁদ হেরি ভেল নৈরাশ॥ রোয়ত সখীগণ কিয়ে দিন রাতি। জ্ঞানদাস হেরি বিদরয়ে ছাতি॥ ২৫২

আড়ানি।

সোণার বরণ দেহ। পাণ্ডুর ভৈ গেল সেহ॥ গলয়ে সঘনে লোর। মুরছে সখীক কোর॥ দারুণ বিরহ জ্বরে সো ধনী গেয়ান হরে॥ জীবনে নাহিক আশ। কহয়ে জ্ঞান-দাস॥ ২৫৩

সুহই।

ওরে কালা ভ্রমরা তোমার মুখে নাহি লাজ। যাও তুমি মধুপুরী, যথা নিদারুণ হরি, আমার মন্দিরে কিবা কাজ॥ ব্রজ-বাসিগণ দেখি, নিবারিতে নারি আঁখি, তাহে তুমি দেখা দিলে অলি। বিরহ অনল একে, তনু ক্ষীণ শ্যামশোকে, নিভান আগুনি দিলা জ্বালি॥ মথুরায় কর বাস, থাকহ শ্যামের পাশ, চূড়ার ফুলের মধু খাও। সেথা ছাড়ি এথা কেনে, দুঃখ দিতে মোর প্রাণে, মন্দির ছাড়িয়া ঝাট যাও॥ সে সুখ সম্পদ মোর, তুমি জান মধুকর, এবে সে আমার দুঃখ দেখ। কহিও কানুর ঠাম, ইহ বিরহিণী নাম, জ্ঞানদাস কহে না উপেখ॥ ২৫৪

মাথুর।

ধানশী।

শুন শুন নিরদয় কান, তুহুঁ অতি হৃদয় পাষাণ॥ সো ধনী বিরহ বিষাদে। খোয়ল কুল মরিযাদে॥ জীবন তনু ছিল শেষ। সোই রহত অবশেষ॥ তাকর নাহিক আশ। অতয়ে আয়লু তুয়া পাশ॥ খেনে মুরছিত খেনে হাস। খেনে তনি গদগদ ভাষ॥ উঠিতে শকতি নাহি তায়। জীবন মানয়ে ভার॥ চৌদশী চাঁদ সমান। মলি-নতা ধরল বয়ান॥ ভূতলে শুতলি তায়। সহচরী করু কি উপায়॥ জ্ঞানদাস কহ রোয় তিরি বধ লাগব তোয়॥ ২৫৫

সুহই। সুহনী।

শুনহে বিকরুণ কান। তুয়া রাই ভেল নিদান॥ যব পরশে সরসিজ শেষ। তব চমকে জনু জীউ তেজ॥ তোহে শরদ যামিনী কান্ত। হেরি জীবন তেজব নিভান্ত॥ যব রোয়ত সহচরী মেলি। তব রচিয়া পুরবক কেলি॥ যব হেট করি রহ শির। তব সংহুঁ স্তবধ শরীর॥ যব তাপ উপজয়ে অঙ্গ। তব যৈছে দহন তরঙ্গ॥ যব সঘন কাঁপয়ে দেহ। তব ধরিতে নারয়ে কেহ॥ যব তেজই দীঘল নিশ্বাস। তব দূরে রহু জ্ঞানদাস॥ ২৫৬

গান্ধার।

আঘন মাসে, আশ বড় আছিল, মিলব করি অনুমানি। সো সব মনোরথ দূরহি দূরে রহু, জীবইতে সংশয় জানি॥ শুন শুন নিরদয় কান। ইহ দুখ শুনি তুয়া, চিত না দরবয়ে, কৈছন হৃদয় পাষাণ॥ পৌর রমণীগণ, বহু গুণ জানত, তাহে বুঝি বারণ চিত। রসময় সদয়, হৃদয় গুণ বিছুরলি, ভুললি মোহন পিরীত॥ আগমন সময়ে, যতেক আশোয়াসলি, সো কছু আছয়ে চিত। শুনইতে তোহারি, নিঠুরপণ গুণগণ, জ্ঞানদাস চিত ভীত॥ ২৫৭

ধানশী।

মাধব কৈছন বচন তোহার। আজি কালি করি, দিবস গোঙাইতে, জীবন ভেল অতি ভার॥ পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধাওল, দিবস লিখিতে নখ গেল। দিবস দিবস করি, মাস বরিখ গেল, বরিখে বরিখ কত ভেল॥ আওব করি করি, কত পরবোধব, অব জীউ ধরই না পার! জীবন মরণ, অচেতন চেতন, নিতি নিতি ভেল তনু ভার॥ চপল চরিত তুয়া, চপল বচনে আর, কতই করব বিশোয়াস। ঐছে বিরহে যব, জনম গোঙায়ব, তব কি করব জ্ঞানদাস॥ ২৫৮

বরাড়ী।

রূপে গুণে কৌশলে কুলবতী নারী। কাঞ্চন কাঁতি বরণ ভেল কারি॥ বুঝয়ে না পারিয়ে বয়নক বোল। কণ্ঠ গতাগতি জীবন হিল্লোল॥ এ হরি এ হরি জগ ভরি লাজ। তোহে না বুঝিয়ে ঐছন কাজ॥ কেহ কেহ রাইক কোরে আগোর। কেহু জল দেই কেহু চামর ডোর॥ কত পরবোধব মরম না জানি। লিখন লিখয়ে যৈছে পানিক পানী॥ আর কত কত ধনী অবিরত রোই। অনুগত বিরত ধরম নাহি হোই॥ যব তনু তেজব তুয়া গুণ লাগি। জ্ঞানদাস কহ তুহুঁ বধ ভাগী॥ ২৫৯

সুহই।

আজু পরভাতে, কাক কলকলি, আহার বাটিয়া খায়। বন্ধুর আসিবার, নাম সুধাইতে, উড়িয়া বৈসয়ে তায়॥ সখি হে কুদিন সুদিন ভেল। ত্বরিতে মাধব, মন্দির আওব, কপালে কহিয়া গেল॥ সুচারু বদন, দেখিনু স্বপন, গিরির উপরে শশী। মালতীর মালা, দধির ডালা, নিকটে মিলিল আসি॥ গণক আনিয়া, পুনঃ গুণাইনু, সুদশা কহিল মোরে। অন্তরে বাহিরে, যতেক গণিল, সুখের নাহিক ওরে॥ মোরে একাদশ, গৃহে বৈসে পাঁচ, সপ্তমে বৈসয়ে গুরু ভৃগু ভানুসুত, দ্বিতীয়ে বৈসয়ে, প্রভাতে শিখি বিচারু॥ দেয়াসিনী আনি, দেব আরাধিনু, পড়িল মাথার ফুল। বন্ধুর নামেতে, আগ তুলাইনু, কোলে মিলাওল কূল॥ কুল-পুরোহিত, আশীস করিল, সুপতি মিলিবে পাশে। তোর দুরদিন, সব দূরে গেল, কহই সে জ্ঞানদাসে॥ ২৬০

ধানশী।

আজু অবধি দিন ভেলা। কাক নিকটে কহি গেলা॥ আজুক প্রাত সময়ে। বাম বাহু নয়ান কাঁপয়ে॥ খঞ্জন কমলিনী সঙ্গ। পুলকে পূরয়ে সব অঙ্গ॥ অনুখন হৃদয় উলাস। পূরল পথিক পরবাস॥ বাম নয়ন করু ফন্দ। সঘনে খসয়ে নীবিবন্ধ॥ এ লখন বিফল না যাব। মাধব নিজ গৃহে আব॥ মনোরথ কহে শুক সারী। জ্ঞানদাস সুবিচারি॥ ২৬১

সুহই।

অচিরে পুরব আশ। বন্ধুয়া মিলব পাশ॥ হিয়া জুড়াইবে মোর। করিবে আপন কোর॥ অধর অমৃত দিয়া। প্রাণদান দিবে পিয়া॥ পুলকে পুরব অঙ্গ। পাইয়া তাহার সঙ্গ॥ ছল ছল দুনয়ানে। চাহিব বদন পানে॥ কিছু গদ গদ স্বরে। এ দুঃখ কহিব তারে॥ শুনিয়া দুঃখের কথা। মরমে পাইবে বেথা॥ করিবে পিরীতি যত। জ্ঞান তা কহিবে কত॥ ২৬২

ধানশী।

বন্ধুয়া আসিয়া, হাসিয়া হাসিয়া মিলব আমার পাশে। তুরিতে দেখিয়া, চকিত উঠিয়া, বদন ঝাঁপিব বাসে॥ তা দেখি নাগর, রসের সাগর, আঁচরে ধরিবে মোর। করে কর ধরি, গদ গদ করি, কহিবে বচন থোর॥ তবহি মিলন, দেখিয়া বদন, হইয়া নাগর ভোরে। আঁখি ছলে ছলে, গর গর বোলে, কত না সাধিবে মোরে॥ সময় জানিয়া থির মানিয়া, পুরাব মনের আশ। এ সকল বাণী, ফলিবে এখনি, কহে কবি জ্ঞানদাস॥ ২৬৩

ভাব সম্মিলন।

তুড়ী।

পহিলহি অঞ্চল পরশিতে কান। রাই করল পদ আধ পয়ান॥ রস নব দেশ দেখায়লি গোরী। পায়ল রতন করল ধনী চোরি॥ অনুনয় বোলইতে অবনত বয়নী। চাতক চমকিত নখে লিখে ধরণী॥ বিদগধ মাধব অনুভব জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি॥ করে করে বারিতে উপজল প্রেম। দারিদ ঘরে বিহি বরিখয়ে হেম॥ রাইক অঙ্গুলি পহিলহি মেলি। পরিচয় দূলহ দূরে রহু কেলি॥ মনমথ ভয়মে বাঢ়ল প্রীতি আশ। জ্ঞানদাস কহে অধিক প্রশংস॥ ২৬৪

কামোদ।

হেদে হে কিশোরী গোরি, তাহে পরিহার করি, শুনি কিছু কর অবধান। ও চাঁদ মুখের হাসি, হৃদয়ে রহল পশি, বৈদগধি বধহ পরাণ॥ রাই তোমার বৈদগতা, কি কহব তার কথা, কহিতে উথলে হিয়া মোর। না দেখিয়া তোমারে, পরাণ কেমন করে, তোমার গুণের নাহি ওর॥ যে জন প্রণত হয়, তাহারে তেজিতে নয়, মনে বিচারহ এই কথা। তুমি যে কহাও বাণী,

তাহাই কহিয়ে আমি, নিশ্চয় জানিয়া সর্ব্বথা ॥ যে পণ করহ তুমি, সেই পণ দিব আমি, তুমি মোরে দয়া না ছাড়িহ। জ্ঞানদাস কয়, দুহুঁ তনু এক হয়, পরাণে পরাণে বান্ধা থুইহ ॥ ২৬৫

শ্রীরাগ।

শুন শুন ওহে পরাণ পিয়া। চির দিন পরে, পাইয়াছি লাগ, আর না দিব ছাড়িয়া ॥ তোমায় আমায়, একই পরাণ, ভালে সে জানিয়ে আমি। হিয়ায় হৈতে, বাহির হইয়া, কিরূপে আছিলা তুমি ॥ যে ছিল আমার, মরমের দুখ, সকল করিনু ভোগ। আর না করিব, আঁখির আড়, রহিব একই যোগ ॥ খাইতে শুইতে, তিলেক পলকে, আর না যাইব ঘর। কলঙ্কিনী করি, খেয়াতি হৈয়াছে, আর কি কাহাকে ডর ॥ এতহুঁ কহিতে, বিভোর হইয়া, পড়িল শ্যামের কোরে। জ্ঞানদাস কহে, রসিক নাগর, ভাসিল নয়ান লোরে ॥ ২৬৬

ধানশী।

বঁধুহে আর কি ছাড়িয়া দিব। এ বুক চিরিয়া, যেখানে পরাণ, সেখানে তোমারে থোব ॥ ও চাঁদ বদন, সদা নিরখিব, সুখ না চাহিব আর। তোমা হেন নিধি, মিলাওল বিধি, পূরিল মনের সাধ ॥ প্রেম ডোর দিয়া, রাখিব বান্ধিয়া, দুখানি চরণারবিন্দ। কেবা নিতে পারে, কাহার শকতি পাঁজরে কাটিয়া সিঁধ ॥ হিয়ার মাঝারে, সাধ যে করি, রাখিতে নাহিক ঠাঞি। অবলা পরাণে, হারাও হারাও বাসি, খুজিয়া পাইতে নাই ॥ অনেক যতনে, পাইলাম রতন, রাখিতে নারিলাম কোলে। তাহে পাপ চিত, বিধি বিড়ম্বিল, জ্ঞানদাস ইহা বলে ॥

সুহই।

বঁধু তোমার গরবে, গরবিণী আমি, রূপসী তোমার রূপে। হেন মনে করি, ও দুটী চরণ, সদা লইয়া রাখি বুকে ॥ অন্যের আছয়ে, অনেক জনা, আমার কেবল তুমি। পরাণ হইতে, শত শত গুণে, প্রিয়তম করি মানি ॥ নয়নের অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, তুমি সে কালিয়া চান্দা। জ্ঞানদাসে কয় তোমারি পিরীতি, অন্তরে অন্তরে বান্ধা ॥ ২৬৮

কেদার।

ওহে নাথ কি দিব তোমারে। কি দিব কি দিব করি, মনে করে আমি ॥ যে ধন তোমারে দিব সেই ধন তুমি। তুমি সে আমার নাথ আমি সে তোমার ॥ তোমার তোমাকে দিব কি যাবে আমার। যতেক বাসনা মোর তুমি তার নিধি। তোমা হেন প্রাণনাথ মোরে দিল বিধি ॥ ধন জন দেহ গেহ সকলি তোমার। জ্ঞানদাস কহ ধনি এই সবে সার ॥ ২৬৯

ধানশী।

তুয়া অনুরাগে হাম নিমগন হইলাম
তুয়া অনুরাগে হাম গোলোক ছাড়িলাম ॥

তুয়া অনুরাগে হাম কাননে ধাই। তুয়া অনুরাগে হাম ধবলী চরাই॥ তুয়া অনুরাগে হাম পরি নীল শাড়ী। তুয়া অনুরাগে হাম পীতাম্বর ধারী॥ তুয়া অনুরাগে হাম হইনু কলঙ্কিনী। তুয়া অনুরাগে নন্দের বাধা বৈনু আমি॥ তুয়া অনুরাগে হাম তুয়াময় দেখি। তুয়া অনুরাগে মোর বাঁকা হইল আঁখি॥ তুয়া অনুরাগে হাম কিছু নাহি জান। চন্দ্রাবলী ভজ জ্ঞানদাসের গান॥ ২৭০

যুগলরূপ।

সখি হে দেখ আসিয়া। ধরণী উপরে, এ চারু পঙ্কজ, নয়নে দেখ চাহিয়া॥ পঙ্কজ উপরে, বিংশ শশধর, চাঁদের উপরে গজ। এ চারু গজের, উপরে শোভিত যুগল কেশরী রাজ॥ কেশরী উপরে, এই দুই উদর, উদর উপরে গিরি। গিরির উপরে, এ দুই তমাল, চারি শাখা আছে ধরি॥ তাহে আছে সখি, একটী তমাল, নব ঘন সম দেখি। একটী তমাল, সোণার বরণ, শুনলো মরম সখি॥ তাহে ফলিয়াছে, অরুণ বরণ, এ চারি উত্তম ফল। ফলের ভিতর, ফুল ফুটিয়াছে, নাহি তার শাখা-দল॥ তা পর এ দুই, কীরের বসতি, তাপর চকোর চারি। তাপর এ দুই, চাঁদের বসতি, পিবইতে ইহ বারি॥ তাপর দেখহ, বিধু সে অরুণ, তাপর ময়ূর অহি। জ্ঞানদাস কহে মরমক বাত এ কথা জানে না কহি॥ ২৭১

গোবিন্দদাস।

গোবিন্দ দাস।

১৫০৭ খৃষ্টাব্দে,—কেহ কেহ বলেন, ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দদাসের জন্ম। জন্মস্থান বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কাটোয়ার সন্নিহিত,—শ্রীখণ্ড গ্রামে। পদাবলী ব্যতীত তিনি সংস্কৃতে সঙ্গীত-মাধব-নামক নাটক এবং কর্ণামৃত-নামক কাব্য রচনা করেন। প্রায় ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

একাম্ন পদ।

বিভাস।

নিশি অবশেষে জাগি সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই। রতিরস আলসে শুতি রহু দুহুঁ জন, তুরি তঁহি দেহ জাগাই॥ তুরি তঁহি করহ পয়ান। রাই জাগাই লেহ নিজ মন্দিরে, নিকটহি হোয়ত বিহান॥ শারী শুক পিক সকল পক্ষিগণ, তুঁহু সব দেহ জাগাই। জটিলাগমন সবহুঁ মেলি

জাগই, শুনইতে জাগই রাই॥ বৃন্দাগোৗ সব সখীগণে জনে, জনে, মধুর মধুর কহু ভাষ। মন্দির নিকটহি ঝারি লই ঠাড়ই, হেরওহি গোবিন্দ দাস॥ ১

—

বিভাস বা ললিত।

সময় জানি সখী মিলল আই। আনন্দে মগন দুহুঁ দুহুঁ মুখ চাই॥ দুহুঁ জন সেবন সখীগণ কেল। চৌদিকে চাঁদ হেরি রহি গেল॥ নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কনকের মাল। গোরি মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥ বানরী রব দেই, ককৃখটী নাদ। গোবিন্দদাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥ ২

বিভাস বা রামকিরি।

নিশি অবশেষে কোকিল ঘন কুহরই, জাগলি রসবতী রাই। বানরী নাদে চমকি উঠি বৈঠল, তুরি তঁহি শ্যাম জাগাই॥ শুন বর নাগর কান। তুরি তঁহি বেশ বনাহ যতন করি, যামিনী ভেল অবসান॥ শারী শুক পিক কপোত ঘন কুহরত, ময়ূর ময়ূরী করু নাদ। নগরক লোক যব জাগি বৈঠব তবহি পড়ব পরমাদ॥ গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন তুহুঁ কিনা জানসি রীত। গোবিন্দদাস কহে উঠি চলু সুন্দরী, বিঘটন কানুক পিরীত॥ ৩

—

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মুছই, কুঙ্কুমে তনু পুন মাজি। অলকা তিলক দেই সীঁথি বনায়ই, চিকুরে কবরী পুন সাজি॥ মাধব সিন্দুর দেয়ল সীঁথে। কতহুঁ যতন করি উর পর লেখই, মৃগমদ চিত্রক পাঁতে॥ মণিময় নূপুর চরণে পরায়ল উর, পর দেয়লি হার। তাম্বুল সাজি বদন ভরি দেয়ল, নিছই তনু আপনার॥ নয়নহি অঞ্জন করল সুরঞ্জন, চিবুকহি মৃগমদ বিন্দ। চরণকমল তলে যাবক লেখই, কি কহব দাসগোবিন্দ॥ ৪

—

বিভাস।

বেশ বনাই বদন পুন হেরইতে, পড়ু-বারে বার। ঢর ঢর লোর ঢরকি বহে লোচনে, নিজ তনু নহে আপনার॥ বিনোদিনী কোরে আগোরল কান। দেহ বিদায় মন্দিরে হম যাওব, দিনকর করল পয়ান॥ কানুক চিত থির করি সুন্দরী কুঞ্জসৌঁ গমনহি কেল। বসনহি বারি ঝাঁপি মণিমঞ্জীর, নিজ মন্দিরে চলি গেল॥ রতন শেজোপর বৈঠলি সুন্দরী, সখীগণ ফুকরই চাই। রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল, গোবিন্দদাস বলি যাই॥ ৫

গুরুজন জাগল ভৈ গেল বিহান। গৃহ নিজ কায সমাপল জান॥ কো সখী দধি মন্থন করু যাই। ঘন ঘন গরজন উপমা নাই॥ কোই সখী গুরুজন সেবন কেলি। কনক কুম্ভ লই কোই চলি গেলি॥ কুসুম তোড়ি কোই গাঁথই হার। কোই ঘর বাহির করত বিহার॥ নিতি নিতি করতঁহি

ঐছন রীত। গোবিন্দদাস কহে অনুপ চরিত ॥ ৬

রামকিরি বা রামকেলি।

রামক নীল বসন কাহে পিন্ধ। অরুণ উদয় ভেল, না ভাঙ্গল নিন্দ ॥ ব্রজকুল চান্দ নিছনি যাও তোর। অঙ্গ বিভঙ্গ কতহুঁ তনু মোড় ॥ ফাগু ভরল কিয়ে লোচন জোর। কাঁহা লাগল হিয়া কণ্টক আঁচড় ॥ ঝামরু ভেল নীল উতপল দেহ। না জানি পাপ দিঠি দেয়ল কেহ ॥ মঙ্গল সিনান করাব আজু গেহ। তবহুঁ ভুঞ্জাব দধি ওদন এহ ॥ এতাহুঁ শুনল যব যশোমতী ভাষ। আঁচরে বারি নিবারল হাস ॥ গোবিন্দদাস কহে ব্রজ অধিদেবী। পুনহি নিরাপদ গৌরিক সেবী ॥ ৭

রামকিরি বা সুহই।

নিজ গৃহে শয়ন করল যব কান। জননী জাগায়ল ভৈগেল বিহান ॥ আলস ত্যজি উঠ যদুরায়। আওত ভানু রজনী চলি যায় ॥ শয়ন উপেখি চলল বরকান। নূপুরের নাদে জাগল পাঁচবাণ ॥ প্রাতহি দোহন করত যদুচাঁদ। তুরিতহিঁ দেয়ল দোহন ছাঁদ ॥ নিকটহি গোঠ মিলল যব আয়। গোবিন্দদাস মুটকি লই ধায় ॥ ৮

গোঠ মাঝহি করল পয়ান। গোধন দোহন করতহিঁ কান ॥ ঘন ঘন হাম্বা রব বৎসক রাব। হু হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব ॥ সুন্দর অপরূপ শ্যামরু চন্দ। দোহত হেতু করত কত ছন্দ ॥ গোধন গরজত বড়ই গভীর। ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর ॥ গোরস ধীর বিরাজিত অঙ্গ। তমালে বিথারল মোহিত রঙ্গ ॥ মুটকি মুটকি ভরি রাখত চারি। গোবিন্দদাস পহুঁ করত নেহারি ॥ ৯

বিভাস।

রজনী প্রভাতে চলল বররঙ্গিণী, নদী অবগাহন রঙ্গে। সুবাসিত তৈল হলদি লই আমলকী প্রিয় সহচরী সঙ্গে ॥ গজবর গতি জিনি গমন সুমন্থর, চাঁদ জিনিয়া মুখ-জ্যোতিঃ। কবরী বিরাজিত মণিময় সুরচিত, সীঁথে উজারল মোতি ॥ নীলরতন মণি বলয়া বিরাজিত, উচকুচ কঞ্চুক ভার। শ্রবণহি টাকট মণিময় হাটক, কণ্ঠে বিরাজিত হার ॥ চরণ কমলতল আতুল রাতুল, রুণুঝুনু নূপুর বাজে। গোবিন্দদাস কহে ওরূপ হেরইতে, ভুলল বিদগধ রাজে ॥ ১০

কর্ণাট বা পূরবী।

রাধা বদন চাঁদ হেরি ভুলল শ্যামরু—নয়ন চকোর। ছন্দ বন্দ বিনা ধবলী দোহত বাছিয়া কোরহি কোর ॥ শুনহি দেহত মুগধ মুরারি। ঝুটহি অঙ্গুলি করত গতাগতি, হেরি হসত ব্রজনারী ॥ লাজহি লাজ, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, পুন লেই ছান্দন ডোর। ধবলী শুরমে ধরল পদ ছান্দই, গোবিন্দদাসে মনোভোর ॥ ১১

ভাটিয়ারি।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলল রে। গোধন দোহন তেজল রে॥ চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে। রাই প্রেমজলে ভাসল রে॥ মুরছি অবনীতলে পড়ল রে। অরুণিম লোচন ঢর ঢর রে॥ অঙ্গ পুলকে অতি পুরল রে। গোবিন্দদাস মনোমোহন রে॥ ১২

—

দুহুঁ জন মিলল উপজল প্রেম। মরকতে যৈছন বেঢ়ল হেম॥ কনক লতাবলি তরুণ তমাল। নবজলধরে জনু বিজুরী রসাল॥ কমলে মধুপ যেন পায়ল সঙ্গ। দোঁহ তনু পুলকে মদন তরঙ্গ॥ দোঁহ অধরামৃত দোঁহে করু পান। গোবিন্দদাস কহে দোঁহ সে সুজান॥ ১৩

—

বিপিনহি কেলি করত দোঁহ মেলি জল মাহা পৈঠি করত জলকেলি॥ নাহি উঠল দোঁহে মুছত অঙ্গ। দোঁহ মুখ হেরইতে মুরছে অনঙ্গ॥ অঙ্গে করল দোঁহ নব নব বেশ। কবরী বনায়ল বাঁধল কেশ॥ নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান। গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণ গান॥ ১৪

—

ভাটিয়ারি।

যশোমতি যতনহি সখীগণে কহতহি তুরিতে গমন করু তাই। হামারি সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে আনবি রসবতী রাই॥ সুন্দর থারি ভরিপুর। বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর পিষ্টক বড়ই মধুর॥ কর্পূর তাম্বুল হার মনোহর বাসিত চন্দন কটোর। সহচরী থারি চীর দেই ঝাঁপই গোবিন্দদাস মনোভোর॥ ১৫

—

ধানশী।

শিরোপর থারি যতন করি সহচরী রাইক মন্দিরে গেল॥ যশোমতি বচন কহল সব গুরুজনে সো সব অনুমতি দেল॥ সুন্দরী সখী সঞে করল পয়ান। রঙ্গ পটাম্বরে ঝাঁপল সব তনু কাজরে উজর নয়ান॥ দশনক জ্যোতিঃ মতি নহি সমতুল, হসইতে খসই মণি জানি। কাঁচা কাঞ্চন বরণ নহে সমতুল, বচন জিনিয়া পিকবাণী॥ পদতল থল-কমল সুকোমল রুণু ঝনু মঞ্জীর বাজে। গোবিন্দদাস কহে অপরূপ সুন্দরী জিতল মনমথ রাজে॥ ১৬

—

নিজ মন্দির তেজি চলিল বররঙ্গিণী নন্দ মহল গেহ মাহ। ঝলকত অঙ্গহি মণিগণ ভূষণ বদন কিরণ তঁহি ছাহ॥ যশোমতি নিরখি আনন্দ। কত কত চান্দ চরণে পড়ি কান্দই মনমথে লাগল ধন্দ॥ সুবাসিত অন্ন ব্যঞ্জন মনোহর পাক করল তাঁহি গোই। নিতি নিতি ঐছন করত পতাপতি লখই না পারই কোই॥ চন্দন ঘোরি কুঙ্কুম তহি ডারল কর্পূর তাম্বুল মুখ বাস। সুবাসিত বারি ঝারি ভরি রাখল কহতহি গোবিন্দদাস॥ ১৭

শ্রীরাগ বা সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন ভোজন কর দোন ভাই। রোহিণীদেবী করত পরিবেশন রসবতী দেওত বাঢ়াই॥ কনক থারি ভরি পুর। বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি শাকর দেয়ল করিয়া প্রচুর॥ অন্ন ব্যঞ্জন সুমধুর ভোজন কি কহব আনন্দ ওর। ভোজন সারি শয়ন পুনঃ পল এক সুখময় নন্দ কিশোর॥ যো কিছু শেষ রহল থারি পর ভোজন করলহি গোরী। গোবিন্দদাস ঝারি লই ঠাড়হি পবন চুলায়ত থোরি॥ ১৮

ভূপালী।

বিবিধ মিঠাই আঁখর ভরি দেল। অলখিতে আওল অলখিতে গেল॥ নগরক লোক লখই না পারি। ঐছন গতাগতি করত সুকুমারী॥ বেশ বিনাগ্নি কানু-বলবীর। গোধন লই চলু যমুনাক তীর॥ গোপ গোয়াল সঙ্গে কত ধাব। বেণু বিশাল ঘন ঘন রাব॥ সুবল সখা সঙ্গে করত বিলাস। এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥

করুণশ্রী বা সুহই।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে সব ধায়ত আর কত কুলবতী নারী। জয় জয়-কার করত নব-বধুগণ কনক কুম্ভ ভরি বারি॥ আনন্দ কো কহু ওর। রসবতী ঠাড়ে অট্টালিকা উপরি হেরইতে দুহুঁ দিঠি লুবধ চকোর॥ নয়নে নয়নে কত প্রেমরস উপজত দুহুঁ মন ভৈ গেল ভোর। প্রেম রতন ধন দোঁহে দুহুঁা পিয়াওল দুহুঁ চিত দুহুঁ করু চোর॥ চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন শিথিল পীতপট-বাস নিজ নিজ মন্দিরে আওত নিজ জন কহতহি গোবিন্দদাস॥ ২০

সারঙ্গ।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন বিহরত যমুনাক তীর। প্রিয় দাম শ্রীদাম সুবল মহাবল গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥ বাজত ঘন ঘন বেণু। হৈ হৈ রাব হাম্বারব গরজন আনন্দে চরত সব ধেনু॥ সম বয় বেশ কেশ পরিমণ্ডল চূড়ে শিখণ্ডক কুসুম উজোর। মণিময় হার গুঞ্জা নব মঞ্জুল হেরইতে জগমনোভোর॥ বলয়া বিশাল কনক কটি কিঙ্কিণী নূপুর রুণু ঝুনু বাজে। গোবিন্দদাস পহুঁ নিতি নিত ঐছন বিহরত বিদগধ রাজে॥ ২১

শ্রীরাগ।

আনহি ছল করি, সুবল করে ধরি, গমন করল বন মাহ। তরু সব হেরি, কুসুম তহিঁ তোড়ল, যতনহি হার বনাহ॥ মাধব কুণ্ডকতীর। সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি, কাতরে মনো নহে থির॥ নব নব পল্লব, শেজ বিছায়ল নব, কিশলয় তঁহি রাখি। কুসুম তোড়ি, চিত ভেল আকুল, হেরইতে অথির ভেল আঁখি॥ সেখনে মদন বিগুণ, তনু দগধল, জর জর শ্যামরু অঙ্গ। গোবিন্দদাস পঁহু, সুবল কোরে রত, চর চর নয়ন তরঙ্গ॥ ২২

বরাড়ি বা সুহই।

নিজ মন্দিরে ধনী, বৈঠল বিরহিণী, প্রিয় সহচরী মুখ চাই। যাঁহা যদুনন্দন, করত গোচারণ, তুরিতে গমন করু তাই। সুন্দরী খানিক বিলম্ব জানি। সহচরী হাত, মাথে ধরি সুন্দরী, বোলত মধুরিম বাণী॥ বংশীবট তট, কদম্ব নিকট, মণিকর্ণিক ধীর সমীর। সঙ্কেত কেলি কদম্ব, কুসুম বন, সুশীতল কুণ্ডক তীর॥ কালিন্দী-পুলিন, বৃন্দাবন ঘন, নিধুবন কেলি বিলাস। কুঞ্জ নিকুঞ্জ বন, গোবর্দ্ধন কানন, সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস॥ ২৩

ধানশ্রী।

প্রিয় সখী গমন, করল প্রতি বনে বন, প্রবেশল কুণ্ডক তীর। সুশীতল বারি কুঞ্জ, অতি শোহন, মলয় পবন বহে ধীর। সুবল সখা করু কোর। সহচরী পথ হেরি অন্তর, গর গর, ঢর ঢর, নয়নকো লোর॥ সচকিত নয়নে নেহারই, সহচরী আকুল শ্যামরু চন্দ। রঙ্গ পটাম্বর মুখ রুচি মোহই, বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ কর্পূর তাম্বুল বদনহি পূরল, সচকিত ভেল পীতবাস॥ সুন্দরী গমন করল অব নিকটহি, কহতহি গোবিন্দ-দাস॥ ২৪

করুণা বা ভূপালী।

কানুক দরশন ভেল। সহচরী তুরি-তহি গেল॥ কানুর গুণ শুনি ভোরি। বেশ বনায়ত গোরী॥ প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে। বসন ভূষণ করু অঙ্গে॥ নব নব নাগরী বালা। যৈছন চান্দ কি মালা॥ গাওত কত কত তান। কত রস করতহি গান॥ রসিক রমণী রস ভাষ। শুনতহি গোবিন্দ-দাস॥ ২৫

ধানশ্রী বা বরাড়ী।

সখীগণ সঙ্গে চলিলি বর-রঙ্গিণী, ভানু আরাধন লাগি। বহু উপকার কর্পূর তাম্বুল, লেয়ল গুরুজনে মাগি॥ সুন্দরী সুগন্ধি চন্দন লেল। চিনি কদলী সর হার মনোহর, সখীগণ মিলি চলি গেল॥ জয় জয় কার করত তলাহুলি শঙ্খ শবদ ঘন ঘোর। কেলি করত কোকিলগণ কুহরত নৃত্যতি ময়ূরক যোড়॥ কুণ্ডক তীরে মিলল বর-নাগরী, দুহুঁ মুখ হেরি দুহু হাস। গোবিন্দদাস পঁহু রসময় নাগর কত কত রস পরকাশ॥ ২৬

গান্ধার।

নব নব কুসুম তোড়ি সব সখীগণ সরস সময় করু তাই। মাবুত বদন নেহারি কুসুম-শর, মোহত সব সখী মাই॥ কো কহু মরমক কেলি। নূতন কিশোর নূতন নাগরী, ললিতাদিক সখী মেলি॥ মণিময় ভূষণ তনু অতি শোহন, রুণু ঝুনু নপুর বাজে। গোবিন্দদাস কহে রমণী শিরোমণি, জিতল বিদগধ রাজে॥ ২৭

করুণশ্রী বা মল্লার।

নব ঘন কানন শোহন কুঞ্জ। বিকশিত কুসুমে শোভিত পুঞ্জ॥ নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। শারী শুক পিক বোলত রসাল॥ তঁহি বনি অপরূপ রতন হিন্দোল। তঁহি পর বৈঠল কিশোরি-কিশোর। ব্রজ-রমণীগণ দেওত ঝঙ্কার। ভীত জানি ধনী করলহি কোর॥ কত কত উপজল রস পরসঙ্গ। গোবিন্দদাস তঁহি দেখত কত রঙ্গ॥ ২৮

স্নান ছলে আন পথে গমন করল দোঁহে, সখীগণ বৈঠল কুঞ্জে। সরস রসাল নূতন সব মুঞ্জরী, বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে॥ দুহুঁ জন মিলন ভেল। রসময় রসিক রমণ রসে নাগর বহুবিধ কৌতুক কেল॥ মদন মহোদধি নিগমন দুহুঁ জন, ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ। তরুণী তমালে কনক লতা-বলি, নব জলধর কিয়ে ঝাঁপল চন্দ॥ দৃঢ় পরিরম্ভণে নিগমন দুহু জন, স্বেদ বিন্দু মুখ জ্যোতিঃ। গোবিন্দদাস পহুঁ রতিরণ-পণ্ডিত, যৈছন জলদে বিথারিল মোতি॥ ২৯

গান্ধার।

শ্রম জলে ভিগেল দুহুঁক শরীর। তনু তনু লাগল পাতল চীর॥ পুরল মনোরথ বৈঠল তাই। বসন ঢুলায়ত বিনোদিনী রাই॥ রসময় নাগর রসময় গোরী। দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি॥ শুতল বিদগধ নাগর রায়। রতিরসে অবশ শুতি নিন্দ যায়॥ সব সখীগণ মেলি বিনোদিনী রাই। কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই॥ পল এক জাগি বৈঠল পীতবাস। জলসেচন করু গোবিন্দদাস॥ ৩০

গান্ধার।

সখীগণে পুছত কানু বারে বার। কৌন চোরায়ল মুরলী হামার॥ মধুর মধুর কহে বিনোদিনী রাই। কাহাঁ পর ছোড়ি কাহাঁ হামে চাই॥ অবতুহুঁ কৈছন করবি উপায়। সরবস ধন তুয়া কৌন চোরায়॥ কাতর নয়নে নেহারই কান। সখীগণ মোহে মুরলী দেহ দান॥ করগহি মুরলী গৃহ মাঝ। গোবিন্দদাস তহি রমণী সমাজ॥ ৩১

বরাড়ী।

সখীগণ মেলি দোঁহে করল পয়ান। কৌতুকে কেলি কুণ্ড অবগান॥ জল মাহা পৈঠল সখীগণ মেলি। দুহুঁ জন সমর করত জলকেলি॥ বিথারল কুন্তল জর জর অঙ্গ। গহন সমরে দেই নাগর ভঙ্গ॥ সখীগণ বেড়ল নাগর চন্দ। গোবিন্দদাস হেরি রহু ধন্দ॥ ৩২

ধানশ্রী বা বরাড়ী।

নাহি উঠল তীরে সব সখী সমরে রসবতী নাগর রায়। বসন নিচোরি মুছই সব সখী তনু নব নব বেশ বনায়॥ বিনো-দিনী বেশ করত বরকান। চিকুর সাওরি

কবরী পুনঃ বান্ধই অলক তিলক নিরমাণ॥ সীঁথি বনাই তা পর লেখই মৃগমদ চিত্র নিশান। রতি জয় রেখা চরণ যুগে লেখই আর কত বেশ বনান॥ কতহি খণ্ডন করি বেশ বনায়ই নূপুর পরায়ল অঙ্গে। গোবিন্দদাস কহে দুহুঁ রূপ হেরইতে মুরছত কতেক অনঙ্গে॥ ৩৩

ধরাড়ী।

রতন থারি ভরি চিনি কদলী সব আনলি রসবতী রাই। শীতল বিপিন স্থল গন্ধ সুপরিমল বৈঠল দুহুঁ জন যাই॥ ভোজন করত ব্রজরায়। সুশীতল জল কর্পূর তাম্বূল সখীগণ দেই বাঢ়ায়॥ গন্ধ সুচন্দন সব অঙ্গে বিলেপন বীজই কুসুমক বায়। সখীগণ সঙ্গে বিহরই দুহুঁ জন গোবিন্দদাস বলি যায়॥ ৩৪

ভাটিয়ারি।

তঁহি সুগমন করল বর-রঙ্গিণী সখীগণ সঙ্গহি মেলি। তহি জয় শঙ্খ হুলাহুলি ঘন ঘন ভানুক সেবন কেলি॥ দ্বিজবর বিদগধ রাজ। সুবাসিত কুঙ্কুম সুগন্ধি চন্দন কর্পূর খর্পর করু সাজ॥ বহু উপভোগ কর্পূর তাম্বূল, চিনি কদলী উপহার। সুশীতল নীর ক্ষীর দধি শাকর সেবন বহু পরকার॥ কুসুম অঞ্জলি দেয়ত সখী মেলি কো কহু আনন্দ ওর। গিরিধর কনক লতাবলি বেড়ল গোবিন্দদাস মনোভোর॥ ৩৫

পাহাড়িয়া বা ভাটিয়ারি।

সখীগণ মেলি করল জয়কার। শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুল হার॥ নিজ মন্দিরে ধনী করল পয়ান। ঘন বনে রহল সুনাগর কান॥ সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গোরী। মণিময় ভূষণে অঙ্গ উজোরি॥ শঙ্খশব্দ ঘন জয় জয় কার। সুন্দর বদনে কবরী কেশ ভার॥ হেরি মদন কত পরাভব পায়। গোবিন্দদাস পঁহু এহ রস গায়॥ ৩৬

আশোয়ারি বা পুরবী।

নিজ মন্দির যাই বৈঠল রসবতী গুরু জন নিরখি আনন্দ। শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল ঢর ঢর ও মুখ চন্দ॥ নিতি ঐছন করতহি রীতি। রসবতী রসিক মনোহর নাগর, অপরূপ দুহুঁক চরিত॥ বিবিধ মিঠাই থারি ভরি ভোজন করতহি গোরী। কর্পূর তাম্বূল বদন ভরি পূরল কুঙ্কুম চন্দন বোরি॥ গৃহ নিজ কাজ সমাপল সখীগণ গুরুজন সেবন কেলি। গোবিন্দদাস পহু দাপ সায়াহ্ন বেলি অবসান ভৈ গেলি॥ ৩৭

গৌরীনট বা গৌরী।

গোখুর ধূলী উছলি ভরু অম্বর ঘন ঘন হাম্বা রব হৈ হৈ রাব। বেণু বিশাল নিশান সমাকুল সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব॥ বন সঞে গিরিধরলাল ঘর আওয়ে। জলদ হেরি জনু হরখিত চাতকী ব্রজরমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে॥ কুটিল অলকাকুল গো-রজ

মণ্ডিত বরিহা মুকুট মনোহর ভাঁতি। বিপিন বিহার ছরমে ঘরমাইতে ঝামরু নীলউৎপল দলকাঁতি॥ কিশলয় বলিত ললিত মণিকুণ্ডল, গণ্ড মুকুর উজিয়ার। গোবিন্দদাস পহু নটবর শেখর হেরইতে জগভরি মদন বিথার॥ ৩৮

গৌরী বা টৌরি।

গেহে প্রবেশ করল সব ধেনুগণ সখা-সব মন্দিরে গেলি। বৎসক বান্ধি ছান্দি সব ধেনুগণ ঘন ঘন দোহন কেলি। সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ। রঙ্গ পটাম্বর হার মনোহর গোধূলী ধূসর অঙ্গ॥ নব নব পল্লব গুচ্ছ সুমণ্ডিত চূড়ে শিখণ্ডক বেড়ল দাম। মকরা-কৃতি মণিকুণ্ডল দোলনি হেরইতে চমকি পড়য়ে কত কাম॥ বন-ফুল-মাল বিরাজিত উরপর কিঙ্কণী রণরণি নূপুর পায়। গোবিন্দদাস পহু জগমনোমোহন ব্রজরমণী-গণ হরষিত তায়॥ ৩৯

গৌরী॥

সাঁঝ সময়ে গৃহে আওত যদুপতি যশোমতী আনন্দ চিত। দীপহি জ্বালি থারি পর ধরতঁহি, আরতি করতঁহি, গায়ত গীত॥ ঝলকত ও মুখ চন্দ। ব্রজরমণীগণ চৌদিকে বেড়ল হেরইতে রতিপতি পড়লহি ধন্দ॥ ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ বাজত সখীগণ ঘন ঘন জয় জয়কার। বরিখত কুসুম রমণীগণ হরখিত জগজন আনন্দ নগর বাজার॥ শ্যামরু অঙ্গ মনোহর সুরচিত নবনমাল বিরাজ। গোবিন্দদাস কহে ও রূপ হেরইতে সংশয় যৌবনরাজ॥ ৪০

গৌরী।

বদন নিছাই মুছি মুখমণ্ডল বোলত মধুরিম বাণী। কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী মন্দিরে বসায়ল আনি॥ সুবাসিত তৈল সুশীতল জল দেই মজাই যতনহি অঙ্গ। কুন্তল ঝাড়ি আড়ি পুনঃ বাঁধল চূড়হি কুসুম সুরঙ্গ॥ মৃগমদ চন্দন অঙ্গে সুলেপন যতনে পিন্ধাওলি বাস। সুবাসিত কুসুম হার উরে লম্বিত কহতঁহি গোবিন্দ-দাস॥ ৪১

ধানশ্রী।

কতহি যতন করি রসবতী নাগরী করলহি বহু উপহার। কনক থারি ভরি চিনি কদলী সর চন্দন মনোহর মাল॥ প্রিয় সহচরী হাতে দেল তুরিত নন্দগৃহে মিলল সহচরী যশোমতী আগে লই গেল॥ বিবিধ মিঠাই যতন করি দেয়ল চিনি কদলী উপহার। ক্ষীর সর নবনী ছেনা দধি শাকর দেয়ল সব রস সার॥ ভোজন করায়ল বহু সুখ পায়ল কর্পূর তাম্বুল দেল। অবশেষে যো কিছু রহল থারি পর গোবিন্দদাস লই গেল॥ ৪২

সুহই বা সিন্ধুড়া।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর তাহি সাজায় অনুপাম। বিচিত্র সিংহাসন পাট

পটাম্বর লম্বিত মুকুতাদাম॥ শোভাবলি অপরূপ। গোপ গোয়াল সভাজন মণ্ডল বৈঠল ব্রজ কি ভূপ॥ কোই গায়ত কোই বাজায়ত কোই নাচত ধরতহি তাল। কোই সখাগণ পাখা লেই বীজত কোই জ্বালত প্রদীপ রসাল॥ কনক সম্পুট পর কর্পূর তাম্বূল চন্দ্র চন্দ্রাতপ সাজ॥ গোবিন্দদাস ভণ অপরূপ শোহন উপনীত নাগর রাজ॥

সুহই।

অপরূপ মোহন শ্যাম। কিশোর বয়স বেশ অতি অনুপাম॥ সভাজন মাঝে বৈঠল দুন ভাই। সভাজন চিত লেয়ল চোরাই॥ হেরইতে অধিক অধিক পরকাশ। চাঁদ বদনে কত মধুরিম হাস॥ নয়ান যুগল নীল কমল সমান। হেরইতে যুবতী জন অথির পরাণ॥ তিলক বিরাজিত ভাঙ বিভঙ্গ। ফুলধনু করে করি মুরছে অনঙ্গ॥ নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস। এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস॥ ৪৪

কল্যাণশ্রী বা ভূপালী।

নিজ গৃহে শয়ন করল যদুরায়। সভাজন নিজ নিজ গৃহে চলি যায়॥ নন্দরাজ তবু ভোজন কেল। নিজ নিজ মন্দিরে সব চলি গেল॥ নগরক লোক সব নিশবদ ভেল। চরাচর সব যো যাঁহা চলি গেল॥ ময়ূর ময়ূরীগণে ঘন দেই নাদ। গোবিন্দদাস পহুঁ শুনি পরমাদ॥ ৪৫

ধানশী।

কাননে কুসুম ভেল পরকাশ। শারী শুক পিক মধুরিম ভাষ॥ গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল। মধু লোভে মাতি আনন্দে বিভোল॥ তাঁহি সুগমন করু বিদগধ রাজ॥ রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ॥ ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে। শেজ বিছায়ল কিশলয় পুঞ্জে॥ পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ। অবহু না সুন্দরী করল পয়ান॥ অন্তরে মদন করল পরকাশ। চৌদিগ নেহারত গোবিন্দদাস॥ ৪৬

ধানশ্রী বা কেদার।

গুরুজন পরিজন ঘুমায়ল জান। সময় জানি ধনি করল পয়ান॥ নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকান। দারুণ মদন পায়ল সমাধান॥ দুহুঁ দুহুঁ অধরে করয়ে মধুপান। চাঁদ চকোর জনু মিলায়ল আন॥ তনু তনু মিলল পরাণে পরাণ। গোবিন্দদাস নিগূঢ় রস গান॥ ৪৭

কেদার।

সখীগণ মেলি করত কত রঙ্গ। কত কত গায়ত মদনতরঙ্গ॥ কোই বাজায়ত যন্ত্র রসাল। কোই কোই নাচত কোই ধরে তাল। নাগর নাগরী দুহুঁ ভেল ভোর। হরখি হরখি পুনঃ পুনঃ করু কোর॥ বাঢ়ল প্রেম সহজ সখী জানি। সুবাসিত কুসুমে শেজ বিছায়লি আনি॥ নিতি নিতি

ঐছন রস পরকাশ। চরণ সেবন করু গোবিন্দদাস ॥ ৪৮

শ্রীরাগ বা গান্ধার।

রাধামাধব দুহুঁ তনু মিলন, উপজল আনন্দ কন্দ। কনক লতাবলি তমালে বেড়ল জনু, রাহু ধরলিহ চন্দ ॥ জনু কমলে ভ্রমরা রহু মাতি। জলদ কোরে কিয়ে তড়িত লতাবলী রতিপতি বিদরয়ে ছাতি ॥ নীলরতন কিয়ে কাঞ্চনে যোড়ল ঝামরু ভেল মুখজ্যোতিঃ। শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত, যৈছন জলদে বিথারল মোতি ॥ নারী পুরুষ দুহুঁ লখই না পারই অপরূপ দুহুঁ জন রঙ্গ। গোবিন্দদাস কহে নিতি নিতি ঐছন উপজয়ে রস পরসঙ্গ ॥ ৪৯

কামোদ বা কেদার।

বাঢ়ল রতি রস বৈঠল দুহুঁ জন মোছই আনন চন্দ। দুহুঁ জন বদনে তাম্বূল দুহুঁ দেয়ল বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥ দুহুঁ মুখ দুহুঁ রহু চাই। আহা মরি মরি বলি বদন পুন চুম্বই, দোঁহে দোঁহে তনু নিরছাই ॥ নীল পীত বসন দুহুঁ তনু মোহন মণিময় আভরণ সাজ। যৈছন রমণী রসিক বর নাগরি, তৈছন বিদগধ রাজ ॥ কতহু যতন করি বিহি নিরমায়লি দুহুঁ তনু একই পরাণ। বিকশিত কুসুম শোভিত, নব গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ৫০

ভূপালী বা কেদার।

রতি-রসে অবশ অলস অতি ঘূর্ণিত শুতলি নিভৃত নিকুঞ্জে। মধু মদে ভ্রমর ভ্রমরী ঘন ঝঙ্করু বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥ বিনোদিনী রাধা মাধব কোর। তমালে বেড়ল জনু কনক লতাবলি দুহু রূপ অধিক উজোর ॥ ভুজে ভুজে ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী শ্যামরু কোরে ঘুমায়। রতি রসে অবশ দুহুঁ জন জর জর প্রিয় সখী চামর ঢুলায় ॥ সুবাসিত নীর ঝারি ভরি সহচরী রাখত দুহুঁ জন পাশ। মন্দির নিকটে পদতলে শুতল সহচরী গোবিন্দদাস ॥ ৫১

গৌরচন্দ্রিকা।

গৌরী।

জয়নন্দ-নন্দন, গোপীজন বল্লভ, রাধা নায়ক নাগর শ্যাম। সো শচীনন্দন, নদীয়া-পুরন্দর, সুরমণীগণ মনোমোহন ধাম। জয় নিজ কান্তা, কান্তি কলেবর, জয় জয় প্রেয়সী-ভাব-বিনোদ। জয় ব্রজ-সহচরী-লোচন-মঙ্গল, জয় নদীয়া বধূ নয়ন-আমোদ ॥ জয় জয় শ্রীদাম, সুদাম, সুবলার্জ্জুন, প্রেম প্রবর্দ্ধন নবঘন রূপ। জয় রামাদি সুন্দর, প্রিয় সহচর, জয় জগমোহন গৌর অনুপ ॥ জয় অতি বল, বলরাম-প্রিয়ানুজ, জয় জয় শ্রীনিত্যানন্দ আনন্দ। জয় জয় সজ্জনগণ ভয়-ভঞ্জন, গোবিন্দদাস-আশ-অনুবন্ধ ॥ ৫২

সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম। কলিমদ-মন্থন নিত্যানন্দ রাম॥ অপরূপ হেম কলপতরু জোর। প্রেম রতন-ফল ধরল উজোর॥ অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি। ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥ যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় আঁধ। কাঁদিতে অখিল ভুবন জন কাঁদ॥ তেই অনুমানিয়ে দুহুঁ পরমেশ। প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥ ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস মলিন মুকুরে নাহি বিন্দু বিকাশ॥ গোবিন্দদাস কহে তাহে কি বিচার। কোটি কলপে তার নাহিক নিস্তার॥ ৫৩

সারঙ্গ।

চম্পক, শোণকুসুম, কনকাচল, জিতল গৌরতনু লাবণীরে। উন্নত গীম, সীম নাহি অনুভব জগমনোমোহন ভাঙনিরে॥ জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন। কলিযুগ কাল-ভুজগ-ভয়খণ্ডন॥ বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর, গর গর অন্তর প্রেম ভরে। লহু লহু হাসনি, গদ গদ ভাষণি, কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥ নিজ রসে নাচত, নয়ন ঢুলায়ত, গায়ত কত কত ভকত মেলি। যো রসে ভাসি, অবশ মহীমণ্ডল, গোবিন্দ-দাস তঁহি পরশ না ভেলি॥ ৫৪

কামোদ।

গৌর বরণ তনু, শোহন মোহন, সুন্দর মধুর সুঠান। অনুপম অরুণ-কিরণ জিনি অম্বর, সুন্দর চারু বয়ান॥ পেখনু গৌরাঙ্গ চন্দ্র বিভোর। কলিযুগ কলুষ, তিমির ঘোর নাশক, নবদ্বীপ চাঁদ উজোর॥ ভাবহি ভোর, ঘোর দুহুঁ লোচন, মোচন ভবনন্দ বন্ধ। নব নব প্রেম ভর, বরতনু সুন্দর, উয়ল ভকত সঙ্গ॥ লহু লহু হাস, ভাষ মৃদু বোলত, শোহত গতি অতি মন্দ। দীন জনে নিজ, বীজ দেই তারল, বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥ ৫৫

বিভাস।

পুলকে বলিত অতি, ললিত হেমতনু, অনুখণ নটন বিভোর। কত অনুভাবি, অবধি নাহি পাইয়ে, প্রেমসিন্ধু সহ নয়নহি লোর॥ জয় জয় ভুবন মঙ্গল অবতার। কলিযুগ বারণ, মদ বিনিবারণ, হরিধ্বনি জগত বিথার॥ নিজ রসে ভাসি, হাসি ক্ষণে রোয়ই, আকুল গদ গদ বোল। প্রেমভরে গর গর, না চিনে আপন পর, পতিত জনেরে দেই কোল॥ ইহ সুধা সায়রে, মগন সুরাসুর, দিন রজনী নাহি জানি। গোবিন্দদাস বিন্দু লাগি রোয়ই, শ্রী-মত পরমাণ॥ ৫৬

সিন্ধুড়া বা বসন্ত।

পদতলে ভকত, কলতরু সঞ্চরু, সিঞ্চিত প্রেমমকরন্দ। যাকর ছায়, সুরাসুর নরবর,

পরমানন্দ নিরধন্দ॥ পেখনু গৌরচন্দ্র নটরাজ। জঙ্গমহেমধরাধর উয়ল কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ॥ নব নীরদ জিনি, কত মন্দাকিনী, ত্রিভুবন ভরল তরঙ্গে। নিত্যানন্দ চন্দ, অভিরাম দিনমণি, ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥ যাকর চরণ, সমাধয়ে শঙ্কর, চতুরানন করু আশ। সো পহুঁ পণ্ডিত, কোরে ধরি কাঁদই, কি কহব গোবিন্দদাস॥ ৫৭

ধানশী।

তপত কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, উন্নত ভাঙর ভঙ্গী। করিবর-কর জিনি, বাহুর সুবলনী বিহি সে গড়ল বহুরঙ্গী॥ গোরারূপ জগমনোহারী। আপন বৈদগধি, বিধাতা প্রকাশল, বধিতে কুলবতী নারী॥ আপাদ মস্তক, পূর্ণ পুলকিত, প্রেম ছল ছল আঁখি। আপন গুণ শুনি, আপহি রোয়ত, হেরি কাঁদয়ে পশুপাখী॥ চন্দ্র চন্দ্রিকা, কুমুদ মল্লিকা, জিনিয়া মধুর মৃদু হাস। মধুর বচনে, অমিঞা সিঞ্চনে, নিছান গোবিন্দদাস॥ ৫৮

টোড়ী।

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র, হেরল ভকত নখত বৃন্দ, অখিল ভুবন উজোর কারী কুন্দকনক কাঁতিয়া॥ অগতি পতিত কুমুদ বন্ধু, হেরি উছল রসকি সিন্ধু, হৃদয় কুর তিমির হারী, উদিত দিনহুঁ রাতিয়া॥ সহজে সুন্দর মধুর দেহ, আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ, ঢুলি ঢুলি চলত খলত, মত্ত করিবর ভাতিয়া॥ নটন ঘটন ভৈগেল ভোর, মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল, রোয়ত হসত ধরণী খসত, শোহত পুলক পাঁতিয়া॥ মহিম মহিমা কো কহু ওর, নিজ পর ধরি করই কোর, প্রেম অমিঞা হরখি বরখি, ভরখিত মহী মাতিয়া॥ যোরসে উত্তম অধম ভাষ, বঞ্চিত একলি গোবিন্দদাস, কো জানে কি গুণে কোন, গঢ়ল কাঠ কঠিন ছাতিয়া॥ ৫৯

সুরট সারঙ্গ।

সুরধুনী-তীরে, তীরমাহা বিলসই, সমবয় বালক সঙ্গ। করতল-তাল, বলিত হরি হরিধ্বনি, নাচত নটবর ভঙ্গ॥ জয় শচীনন্দন, ত্রিভুবন বন্দন, পূর্ণ পূর্ণ অবতার। জগ অনুরঞ্জন, ভবভয় ভঞ্জন, সংকীর্ত্তন পরচার॥ চম্পক গৌর, প্রেমভরে কম্পই, ঝম্পই সহচর কোর। অঙ্গহি অঙ্গ, পুলক কুল আকুল, কঞ্জ নয়নে ঝরু লোর॥ ধনি ধনি ভাবিনা, চতুর শিরোমণি, বিদগধ জীবন জীব। গোবিন্দদাস, এ হেন রসে বঞ্চিত, অবহু শ্রবণে নাহি পীব॥ ৬০

কানাড়া।

নিরুপম হেম জ্যোতিঃ জিনি বরণ। সঙ্গীতে রঙ্গিত রঙ্গিত চরণ॥ নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া। চৌদিকে হরি হরি ধ্বনি ধ্বনি ধ্বনিয়া॥ শরদ ইন্দু নিন্দ সুন্দর বয়না। অহর্নিশি প্রেম নিঝরে ঝরু নয়না॥ বিপুল পুলক পরিপূরিত দেহা। নিজ রসে

ভাসি না পায়ই থেহা॥ জগভরি পূরল এ হেন আনন্দ। মহী যাহা বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥ ৬১

সুহই।

অপরূপ হেম মণি ভাস। অখিল ভুবনে পরকাশ॥ চৌদিকে পারিষদতারা। দূরে করু কলি আঁধিয়ারা॥ অভিনব গোরা দ্বিজ-রাজ। উয়ল নবদ্বীপ মাঝ॥ পুলকিত স্থিত চর জাতি। প্রেম অমিঞা রসে মাতি॥ কেহ কেহ ভকত চকোর। নারী পুরুখে সেই কোর॥ গোবিন্দদাস চকোর। রুচি নব লাগি বিভোর॥ ৬২

সুহই।

সহজই কাঞ্চন গোরা। মদন মনোহর বয়সে কিশোরা॥ তাহে ধরু নটবর বেশ। প্রতি অঙ্গে তরঙ্গিত ভাব আবেশ॥ নাচত নবদ্বীপচন্দ্র। জগমন নিমগন প্রেম আনন্দ॥ বিপুল পুলক আলম্বে। বিকশিত ভেল তঁহি ভাব কদম্বে॥ নয়নে গলয়ে ঘন লোর। খণে হাসে খণে কাঁদে ভকতহি কোর॥ রসভরে গদগদ বোল। চরণ পরশে মহী আনন্দ হিল্লোল॥ পূরল জগ মনো আশ। বঞ্চিত ভেল তঁহি গোবিন্দদাস॥ ৬৩

টোড়ি।

চিত চোর গৌর অঙ্গ, রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ, মদনমোহন ছান্দুয়া। হেমবরণ হরণ দেহ, পুলক অরুণ তরুণ সেহ, তপত জগত বন্ধুয়া॥ ভাবে অবশ দিবস রাতি, নীপ কুসুম পুলক পাঁতি, বদন শরদ ইন্দুয়া। খনে রোদন খনে হাস, আনহি বরণ বিরস ভাষ, নিবিড় প্রেম সিন্ধুয়া॥ অমিয়া জিতল মধুর বোল, অরুণ চরণে মঞ্জীর রোল, চলত মন্দ মন্দুয়া। অখিল ভুবন প্রেমে ভাস, আশ করত গোবিন্দদাস, প্রেম সিন্ধু বন্ধুয়া॥ ৬৪

সিন্ধুড়া।

গোরা করুণা সিন্ধু অবতার। নিজগুণে গাঁথিয়া, নাম চিন্তামণি, জগতে পরাওল হার॥ কলি-তিমিরাকুল, অখিল লোক হেরি, বদন চাঁদ পরকাশ। লোচন প্রেম, সুধারস বরিষণে, জগজন তাপ বিনাশ॥ ভকত কলপতরু, অন্তরে অন্তরু, রোপল ঠামহি ঠাম। তছু পদতলে, অবলম্বন পন্থিক, পূরল নিজ নিজ কাম॥ ভাব গজেন্দ্রে, চঢ়াওল অকিঞ্চনে, ঐছন পহুঁক বিলাস। সংসার কালকূট, বিষে তনু দগধল, একলি গোবিন্দদাস॥ ৬৫

বেলোয়ার।

মাখবান কনক, কষিত কলেবর, মোহন সুমেরু জিনিয়া সুঠাম। গদ গদ নীর, থির নাহি পায়ই, ভুবনমোহন কিয়ে নয়ান সন্ধান॥ দেখ রে মাই সুন্দর শচী-নন্দনা। আজানুলম্বিত ভুজ বাহু সুবলনা। মদমত্ত হাতী ভাতি গতি চলনা॥ কিয়ে রে মাল-তীর মালা গোরা অঙ্গে দোলনা॥ শরদ

ইন্দু জিনি সুন্দর বয়না। প্রেম আনন্দে পরিপুরিত হয় না॥ পদ দুই চারি চলত ডগমগিয়া। থির নাহি বাঁধে পড়ত পহুঁ ঢলিয়া॥ গোবিন্দদাস কহে গোরা বড় রঙ্গিয়া। বলিহারি যাও মুঞি সঙ্গের অনু-সঙ্গিয়া॥ ৬৬

ভাটিয়ারি।

গৌরাঙ্গ পতিত-পাবন অবতারি। কলি ভুজঙ্গম দেখি, হরি নামে জীব রাখি, আপনি হইলা ধন্বন্তরি॥ কলিযুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য, পতিত-পাবন যার বানা। পুরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে, নিজ রূপ ধরি কাঁচা সোণা॥ গদাধর আদি যত, মহামায় ভাগবত, তারা সব গোরা গুণ গায়। অখিল ভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি, হরি বলি অবনী লোটায়॥ সোঙরি পুরব গুণ, মুরছয়ে পুনঃ পুনঃ পরশে ধরণী উলসিত। চরণকমল কিবা, নখর উজর শোভা, গোবিন্দদাস বঞ্চিত॥ ৬৭

মল্লার।

হের দেখ অপরূপ, গৌরাঙ্গ চাঁদের চরিত, কে তাহে উপমা দিবে। প্রেমে ছল ছল, নয়ান যুগল, ভকতি যাচএ সব জীবে॥ সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ, গমন মাতঙ্গ, রূপ জিনি কত কোটি কাম। নাজানি কি ভাবে, আপাদ মস্তক, পুলকে জপয়ে শ্যামশ্যাম॥ গৌরবরণ সুধাময় তনু, কিরণ ঠামাহ ঠাম। ভকত হেরি হেরি, সমান দয়া করি, যাচত মধুর হরি নাম॥ গোবিন্দ-দাসক চিত উনমত, দেখিয়া ও মুখচাঁদে। মায়ের স্তন ছাড়ি, দুধের বালক, গোরা গোরা বলি কাঁদে॥ ৬৮

সুহই।

পতিত হেরিয়া কাঁদে, স্থির নাহি বাঁধে, করুণ নয়নে চায়। নিরুপম হেম জিনি, উজোর গোরা তনু, অবনী যন পড়ি যায়॥ গৌরাঙ্গের নিছনি লইয়া মরি। ওরূপ মাধুরী, পিরীতি চাতুরী, তিল আধ পাস-রিতে নারি॥ বরণ, আশ্রম, কিঞ্চন, অকি-ঞ্চন, কার কোন দোষ নাহি মানে। কমলা-শিব-বিহি-দুলহ-প্রেমধন, দান করয়ে জগ-জনে॥ ঐছন সদয়, হৃদয় রসময়, গৌর ভেল পরকাশ। প্রেমধনের ধনী, কয়ল অবনী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥ ৬৯

সুহই।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি। প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি॥ প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়। কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥ দেখ দেখ গোরা গুণমণি। করুণাময় কো বিহি মিলায়ল আনি॥ জপি জপায় মধুর নিজ নাম। গাইয়া গাওয়ায় আপন গুণগান॥ নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ। কতিহুঁ না পেখনু ঐছন পর-বন্ধ॥ আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর। নিজ পর নাহি, সবারে দেই কোর॥ ভাসল

প্রেমে অখিল নর নারী। গোবিন্দদাস কহে যাও বলিহারি ॥ ৭০

গান্ধার।

জাম্বূনদ তনু, বদন অম্বুজ, সঘনে হরি হরি বোল। নয়ান অম্বুজে, বহই সুরধুনী কম্বু কন্দরে দোল ॥ দেখ দেখ গৌরবর দ্বিজরাজ। সঙ্গ সহচর, সুঘড় শেখর, উয়ল নবদ্বীপ মাঝ ॥ তরুণ প্রেমভরে, দিন রজনী নাচত, অরুণ চরণ অথির। করুণ দিঠি জলে, এ মহী ভাসল, নীলয় বরণ গভীর ॥ কবহুঁ নাচত, কবহুঁ গাওত, কবহুঁ গদ গদ ভাষ। অখিল জগজ্জনে প্রেমে পূরল, বঞ্চিত গোবিন্দদাস ॥ ৭১

সারঙ্গ।

কাঞ্চন কমল-কান্তি কলেবর, বিহরই সুরধুনী তীর। তরুণ তরুণ তরু, তরু হেরি তোড়ই, কুন্দ কুসুম করবীর ॥ সমবয়ো সকল, সখাগণ সঙ্গহি, সরস রভস রসে ভোর। গজবর গমন, গঞ্জি গতি মন্থর, গোপতে গদাধর কোর ॥ অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ। পূরব প্রেম, পরমানন্দে পূরিত, পুলক পটল ময় অঙ্গ ॥ নিরুপম নদীয়া নগর, পুর নিতি নিতি, নব নব করত বিলাস। দীনে দয়া করু, দুরতি দুঃখ হরু, কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ৭২

কেদার।

অপরূপ গোরা নটরাজ। প্রকট প্রেম, বিনোদ নব নাগর, বিহরই নবদ্বীপ মাঝ ॥ কুটিল কুন্তল, বন্ধ পরিমল, চন্দন তিলক ললাট। হেরি কুলবতী, লাজ মন্দির, দুয়ারে দেওল কপাট ॥ অধর বাঁধুলি, বন্ধু বন্ধুর, মধুর বচন রসাল। কুন্দ হাস, পরকাশ সুন্দর, ইন্দু মুখ উজিয়াল ॥ করি-কর জিনি, বাহু সুবলনী; দোসরি গজ-মতি হার,—সুমেরু শিখর, উপরে যৈছে, বহই সুরধুনী ধার ॥ রাতুল যুগল চরণ পেখনু, নখর বিধুমণি জোর। সৌরভে আকুল, মত্ত অলিকুল, গোবিন্দদাস মন ভোর ॥ ৭৩

শ্রীরাগ।

শচীর কোঙর গৌরাঙ্গ সুন্দর দেখিনু আঁখির কোণে। অলখিতে চিত, হরিয়া লইল, অরুণ নয়ান বাণে ॥ সোই মরম কহিনু তোরে। এতেক দিবসে, নদীয়া নগরে। নাগরী না রবে ঘরে ॥ রমণী দেখিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, রসময় কথা কয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন দৃঢ়াইনু, পরাণ রহিবার নয় ॥ কোন পুণ্যবতী যুবতী ইঁহার, বুঝয়ে রস বিলাস। তাহার চরণে, হৃদয়ে ধরিয়া, কহয়ে গোবিন্দদাস ॥ ৭৪

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়ানে, নবঘন সিঞ্চনে, পূরল মুকুল অবলম্ব। স্বেদ মকরন্দ, বিন্দু বিন্দু

চুয়ত, বিকসিত ভাব কদম্ব ॥ কি পেখনু নটবর গৌর কিশোর। অভিনব হেম, কলপতরু সঞ্চরু, সুরধুনী তীরে উজোর ॥ চঞ্চল চরণ, তলে ঝঙ্করু, ভকত ভ্রমরগণ ভোর। পরিমলে লুবধ, সুরাসুর ধায়ই, অহর্নিশি রহত আগোর ॥ অবিরত প্রেম, রতন ফল বিতরণে, অখিল মনোরথ পুর। তা কর চরণে, দীনহীন বঞ্চিত, গোবিন্দদাস রহু দূর ॥ ৭৫

গান্ধার।

ভাবে ভরল হেমতনু, অনুপম রে, অহর্নিশি নিজরসে ভোর। নয়ান যুগলে, প্রেমজল ঝর ঝর রে, ভুজ তুলি হরিহরি-বোল ॥ নাচত গৌর কিশোর। অভিনব নবদ্বীপচাঁদ পহু মোর ॥ জিতল নীপফুল, পুলক মুকুল রে, প্রতি-অঙ্গে ভাব বিথারি। রসভরে গর গর, চলই নখই রে, গোবিন্দ-দাস বলিহারি ॥ ৭৬

সুহই।

নাখবান কাঞ্চন জিনি। রসে ঢর ঢর গোরা মু যাঙ নিছনি ॥ কি কাজ শরদ কোটি শশী। জগত করিল আলো গোরা মুখের হাসি ॥ দেখিয়া রঙ্গিমাধুর কাঁতি। মনু মনু অনুরাগে এ বর যুবতী ॥ সুদর্শন শিখর মুরতি। মরমে ভরমে জাগে পীরিতি আরতি ॥ ভাঙ গঞ্জে মদন ধানকী। কুল-বতী উনমতি কৈল চুটী আঁখি ॥ অলকা তিলক ভালে শোভে। রঙ্গিণীর মনে রঙ্গ বাড়ে ঐ লোভে ॥ চাঁচর চিকুর কবরী। নানাফুল সাজে তাহে হেরি হেরি মরি ॥ চন্দন কেশর মাখা তনু। রঙ্গিণীর প্রাণ বাঁটি লেপিয়াছে জনু ॥ মদন বিজয়ী দোলে মালা। ইথে কি পরাণে জীয়ে কামিনী অবলা ॥ রাঙ্গা প্রান্ত পীত পট্ট বাস। পহিরল নিতম্বিনী রস অভিলাষ ॥ অরুণ চরণে নখচাঁদ। পামরি গোবিন্দদাসে রচিত বাঁধা ফাঁদ ॥ ৭৭

ধানশী।

মো মেনে মনু মো মেনে মনু। কি খেণে গৌরাঙ্গ দেখিয়া আইনু ॥ সাত পাঁচ সখী যাইতে ঘাটে। শচীর দুলাল দেখি আনু বাটে ॥ হাসিয়া রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সঙ্গে ॥ কৈল ঠারা ঠুরি কি রস রঙ্গে ॥ থির বিজুরি করিয়া একে। সে নহে গৌরাঙ্গ অঙ্গের রেখে ॥ আঁখির নাচনি ভাঙর দোলা। মোর হিয়া মাঝে করিছে খেলা ॥ চাঁদ ঝল মলি বদন ছাঁদে। দেখিয়া যুবতী ঝুরিয়া কাঁদে ॥ চাঁচর কেশে ফুলের ঝুটা। যুবতী উমতি কুলের খোঁটা ॥ তাহে তনু-সুখ বসন পরে। গোবিন্দদাস তেঞি সে ঝুরে ॥ ৭৮

পাহাড়ি।

কাহে পুন গৌর কিশোর। অবনত মাথে, লিখত মহীমণ্ডল, নয়নে গলয়ে ঘন লোর ॥ কনক বরণ তনু, ঝামর ভেল জনু, জাগয়ে নিদ নাহি তায়। যেই পরশে

পুনঃ, তাকর বদন ঘন, ছল ছল লোচনে চায়॥ খেণে বদন, পাণিতলে ধারই, ছোড়ই দীর্ঘ নিশ্বাস। ঐছন চরিতে, তারল সব নরনারী, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥৭৯

পাহিড়া।

হরি হরি কি কহব গৌর চরিত। অক্রুর অক্রুর বলি, পুন পুন ধাবই, ভাবহি পূরব পিরীত॥ কাঁহা মধু প্রাণনাথ, লেই যাওই, ডারই শোককি কূপে। কো পুন বচন, বলবহি ঐছন, সবজন রহল নিচুপে॥ রোই ভকত সনে, বোলই পুন পুন, তুহুঁ সব না কহসি ভাব। ঐছন হেরি, ভকত রোয়ত, না বুঝল গোবিন্দদাস॥৮০

ধানশ্রী।

যামিনী জাগি জাগি, জগজীবন, জপ-তুঁহি বহুপতি নাম। যাম যাম যুগ, তৈছন জানত, জর জর জীবন যান॥ ঝুরত গৌর-কিশোর। ঝাকত ঝিকয়ে ঝর ঝর লোচন, বুঝি পূরব রসে ভোর॥ চম্পক গৌরচাঁদ, হেরি চমকই, চতুর ভকতগণ চাহ। চলইতে চরণে, চলই নাহি পারই, চকিতুঁহি চেতন চোরাহ॥ ছল ছল নয়ন, ছাপি করযুগল, ছোড়ল রজনীক নিদ। ছোড়ব নাহি, কবহুঁ জগজীবন, ছন্দ না কহতুঁহি দাস-গোবিন্দ॥৮১

মল্লার।

নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা ঘন, ঘন বোলে হরি। খেণে বৃন্দাবন, করয়ে স্মরণ, খেণে খেণে প্রাণেশ্বরী॥ যাবক বরণ, কটীর বসন, শোভা করে গোরা গায়। কখন কখন, যমুনা বলিয়া, সুরধুনী তীরে ধায়॥ তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন কর-তাল। নয়ান অম্বুজে হে সুরধুনী, গলে দোলে বনমাল॥ আনন্দ কন্দ, গৌরচন্দ, অকিঞ্চনে বড় দয়া। গোবিন্দদাস, করত আশ, ওপদ-পঙ্কজ ছায়া॥৮২

কামোদ।

সবহু নাচত, সবহু গাওত, সবহু আনন্দে বাঁধিয়া। ভাবে কম্পিত, ভূতলে লুঠত, বেকত গৌরাঙ্গ কাঁদিয়া॥ মধুর মঙ্গল মৃদঙ্গ বাওত, চলত কত কত ভাঁতিয়া। বচন গদ গদ, মধুর হাসত, খসত মোতিম পাঁতিয়া। পণ্ডিত কোলে ধরি, বোলত হরি হরি, দেওত পুন প্রেম যাচিয়া। অরুণ লোচনে, বরুণ ঝরতহি, এ তিন ভুবন ভাসিয়া। ও সুখ সায়রে, লুবধ জগ-জন, মুগধ ইহ দিন রাতিয়া॥ দাস গোবিন্দ রোয়ত অনুখণ, বিন্দু কণ আধ লাগিয়া॥৮৩

সুহই।

পুলকে পুরল তনু নিজগুণ শুনি প্রেমে অঙ্গ গর গর লোটায় ধরণী॥ খেণে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া॥ খেণে মালসাট

মারে খেণে বোলে হরি। রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি ॥ ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস। ধৈরয ধরিতে নারে গোবিন্দদাস ॥ ৮৪

ভৈরবী।

আজু শচীনন্দন নব অভিষেক। আনন্দ-কন্দ নয়নভরি দেখ ॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত মিলি রঙ্গে। গাওত উনমত ভকতঁহি সঙ্গে ॥ হেরইত নিরুপম কাঞ্চন দেহা। বরিখয় সবহুঁ নয়নে ঘন মেহা ॥ পুন পুন নিরখিতে গোরা মুখ ইন্দু। উছলল প্রেম-সুধারস-সিন্ধু ॥ জগ ভরি পুরল প্রেম-তরঙ্গে। বঞ্চিত গোবিন্দদাস পরসঙ্গে ॥ ৮৫

ধানশী।

সুরধুনী বারি, ঝারি ভরি ঢারত, পুন ভরি পুন ভরি ঢারি। কো জানে কাহে লাগি, আধ সিঞ্চই; লীলা বুঝই না পারি ॥ হেরই মধুবনে লাগি রহ, সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ ॥ নব নব তুলসী মঞ্জুল, মঞ্জরী, তাহি দেই হাসি হাসি। কবহু গৌর সিত, শ্যামর লোহিত, কো জানে কতহু মুরতি পরকাশি ॥ ডাহিনে রহ, পুরুষোত্তম পণ্ডিত, বামদেব রহু বাম। অপরূপ চরিত, হেরি সব চকিত, গোবিন্দদাস গুণ গান ॥৮৬

বরাড়ী দশাক।

বসিলা গৌরাঙ্গচাঁদ রত্নসিংহাসনে। শ্রীবাস পণ্ডিত অঙ্গে লেপয়ে চন্দনে ॥ গদাধর দিল গলে মালতির মালা। রূপের ছটায় দশদিক হৈল আলা ॥ বহু উপহার যত মিষ্টান্ন পক্কান্ন। নিত্যানন্দ সহ বসি করিলা ভোজন ॥ তাম্বুল ভক্ষণ করি বসিলা সিংহাসনে। শচীদেবী আইলেন মালিনীর সনে ॥ পঞ্চদীপ জালি তেঁহ আরতি করিলা। নিরাজন করি শিরে ধান্য দূর্ব্বা দিলা ॥ ভক্তগণ করে সবে পুষ্প বরিষণ। অদ্বৈত আচার্য্য দেই তুলসী চন্দন ॥ দেখিতে আইসে দেব নরে এক সঙ্গে। নিত্যানন্দ ডাহিনে বসিয়া দেখে রঙ্গে ॥ গোরা অভিষেক এই অপরূপ লীলা। গোবিন্দমাধব বাসু প্রেমেতে ভাসিলা ॥ ৮৭

গান্ধার।

নাচে শচীনন্দন দেখে রূপ সনাতন গান করে স্বরূপ দামোদর। গায় রায় রামানন্দ, মুকুন্দ মাধবানন্দ, বাসু ঘোষ গোবিন্দ শঙ্কর ॥ প্রভুর দক্ষিণ পাশে, নাচে নরহরি দাসে, বামে নাচে প্রিয় গদাধর। নাচিতে নাচিতে প্রভু, আলাঞা পড়য়ে কভু, ভাবাবেশে ধরে দোঁহার কর ॥ নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বলে প্রভু হরি হরি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাকে উচ্চৈঃস্বরে। সোঙরি শ্রীবৃন্দাবন, প্রাণ করে উচাটন, পরশ করয়ে রায়ের করে ॥ শ্রীনিবাস হরিদাস, নাচে গায় প্রেমোল্লাস, প্রভুর সাত্ত্বিক ভাবাবেশ। ইহ রস প্রেমধন, পাওল জগজন, গোবিন্দ মাগয়ে এক লেশ ॥ ৮৭

ভূপালী।

শ্রীপদকমল-সুধারস পানে। শ্রীবিগ্রহ গুণগণ করি গানে॥ শ্রীমুখ-বচন সুধারস সঙ্গী। অনুভবি কত ভেল ভারত রঙ্গী॥ রে মন কাহে করসি অনুতাপে। পহুক প্রতাপ মন্ত্র করু জাপে॥ যে কিছু বিচারি মনোরথে চড়বি। পহুক চরণ যুগ সারথি করবি॥ রথ বাহন করু প্রাণ তুরঙ্গ। আশাপাশ জোরি নহ ভঙ্গ॥ নীলা জলধি-তীরে চলি যাই। প্রেম তরঙ্গে অঙ্গ অবগাই॥ রঙ্গ তরঙ্গী সঙ্গী হরিদাস। রতিমণি দেই পুরব অভিলাষ॥ সোরস-জলধি-মাঝে মণি গেহ। তঁহি রহুঁ গোবিন্দ সুশ্যামর দেহ॥ সারথি মেলি মিলায়ব তায়। গোবিন্দদাস গৌরগুণ গায়॥ ৮৯

ধানশী।

সরুয়া কাঁকলি ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহে তনু-সুখ বসন পরে॥ কোঁচার শোভায় মদন ভোলে। যুবতী-জীবন ঘুরিয়া বুলে॥ শচীর দুলার গৌরাঙ্গ চাঁদে। বান্ধল রঙ্গিণী ভুরুর ফাঁদে॥ আঁখির হিলোল মুচকি হাসি। কুলবতী ব্রত নাশিল বাসি॥ নবচুলাল চাঁপার ফুলে। কি দিয়া বাঁধিল কুন্তল মূলে॥ চাচর কেশের লোটন দেখি। কোন ধনী নিজ ধৈরয রাখি॥ কপালে চন্দন ফোঁটার ছটা। বসিয়া যুবতী কুলের কাঁটা॥ নিতম্ব মণ্ডলে কাম রহি। ঐছিয়া নিছিয়া পরাণ দি॥ গোবিন্দদাসের মরমে জাগে। তাহে কোন ছার যৌবন লাগে॥ ৯০

ভাটিয়ারি।

রসিয়া রমণীয়ে। মদনমোহন, গৌরাঙ্গ বদন, দেখিয়া জীয়ে কিয়ে॥ যে ধনী রঙ্গিণী হয়। ও ভাঙ ধনুয়া, মদনবাণে, তার কি পরাণে রয়॥ যে জানে পিরীতি ব্যথা। সেহ কি ধৈরয, ধরিতে পারে, শুনিয়া ধৈরয কথা॥ বিলাসিনীর মনে দুখ। আজানু লম্বিত বাহু হেরি কাঁদে, পরিসর গোরাবুক॥ কত কামিনী কামনা করে। শুরুয়া নিতম্ব, বিলাস বসন, পরশ পাবার তরে॥ গোবিন্দদাসের চিতে। গৌরাঙ্গ-চাঁদের চরণ নখর, তাহার মাধুরী পীতে॥

বিহাগড়া।

নাখবাণ কাঁচা, কাঞ্চন আনিয়া, মিলিয়া বিনোদিনী সমূহে। বিহি অতি বিদগধ, অমিঞার সাঁচে ভরি নিরমিল গৌর সুদেহে॥ সজনি হই অপরূপ রাজে। রসময় জলনিধি, মাঝে নিতি মাজল, সাজল লাবণি সাজে॥ কোটি কোটি কিয়ে শরদ সুধাকর নিরমঞ্ছন মুখ চাঁদ। জগমন মথন, সঘন রতি নায়ক, নাগর হেরি হেরি কাঁদে॥ ঝলমল অঙ্গ, কিরণ মণি দরপণ, দীপ দীপতি করু শোভা। অতএ সে নিতি নিতি গোবিন্দদাস মনে লাগল লোচন লোভা॥

ধানশী।

গৌর রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে। নিরবধি থুঞা বুকে, সে রস ধাধস সুখে, অনিমিখে দেখহ নয়ানে॥ পরিয়া পাটের

যোড়, বাঁধিয়া চিকুর ওর, তাহে নানা ফুলের সাজনি। পরিসর হিয়া ঘন, লেপিয়াছে চন্দন, দেখি জীউ করিনু নিছনি॥ মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম, সাজিয়া কি দিল ভালে ফোঁটা। অ ছুক আনের কাজ, মদন মুগধ না পালটে, রহল যুবতী কুলের খোঁটা॥ প্রাণ সরবস দেহ, অংশ সকল ভেল মোর বাঁখি পাপ। হিয়ায় গৌরাঙ্গ রূপ, কেশর লেপিয়া গো ঘুচাইব যত মনের তাপ॥ কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া, কাম সায়রে মরি। গোবিন্দদাসে কহয়ে তবে সে দুখের সাগরে তরি॥ ১৩

ধানশী।

দেখ দেখ নাগর, গৌর সুধাকর, জগত-আহ্লাদন-কারী। নদীয়া পুরবর, রমণী-মণ্ডল মণ্ডন, গুনমণি ধারী॥ সহজই রস-ময়, সহচর উডুগণ, মাঝে বিরাজিত নাগর রাজ। মদন পরাভব, বদন হাস দেখি, বিলসই রঙ্গিণীগণ ভয়লাজ॥ ভকতবৃন্দ চিত, কৈরব ফুল্লিত, নিশিদিশি উদিত হিয়ায় বিলাসে। রসিয়া রমণী চিত, রোহিণী নায়ক, অনুখণ পুরল না রহ হ্রসে॥ ঐছে বিলাস প্রকাশ বিনোদিনী বিলসই, উলসই ভাবিনী ভাব। পদপঙ্কজ পর, গোবিন্দদাস চিত, ভ্রমরী কি পাওব মাধুরী লাভ॥ ১৪

ও তনু সুন্দর গোরাকিশোর। হেরইতে নয়ানে বহয়ে প্রেমলোর॥ জানু লম্বিত-ভুজ তাহে বনমাল। তঁহি অলি গুঞ্জই শরদ রসাল॥ লোল বিলোকনে নয়ানহি রোল। রসবতী হৃদয়ে বাঁধল প্রেম-ডোর॥ পুলক পটল বলয়িত শ্রীঅঙ্গ। প্রেমবতী আলিঙ্গিতে লহরী তরঙ্গ॥ গোবিন্দদাস আশ করু তায়। গৌর চরণ নখ কিরণ ঘটায়॥ ১৫

কল্যাণী।

শারদ কোটি চাঁদ, সঞে সুন্দর, সুখময় গৌরকিশোর বিরাজ। হেরইতে যুবতী, পিরীতি রসে মাতল, ভাগল গুরুজন গৌরব লাজ॥ সজনি কিয়ে আজু পেখনু গোরা॥ মনমথ-মথন অরুণ নয়নাঞ্চল চাহনি, ভে গেনু ভোরা॥ মৃদু মৃদু মধুর মধুর স্মিত শোভিত, লোহিত অধর বিনোদ। কত কুলকামিনী, বাসর যামিনী, ভেল অনু-রাগিণী পরশ আমোদ॥ কেশরী-শাবক জিনি, ভঙ্গুরা মাজা খানি, তাহে বিলাসে মনোমোহন বাস। হেরি কুলবতীগণ, নিধু-বন গতমন, মুগধে মাতল কত করু অভি-লাষ॥ কুটিল সুকেশ, কুসুম লোটন, লোটন রসবতী রস পরিণাম। গোবিন্দদাস কহে, ঐছে বর রসিয়া, নাগর হেরি কহয়ে গুণ গান॥ ১৬

ধানশী।

যদি খণে গোরারূপ আয়নু হেরি। মাজন-মুকুর আনল তহি বেরি॥ সখি হে সব সই আনন অনুপ। ইথে লাগি মুকুরে

হেরল নিজ মুখ॥ তৈখনে হেরইতে ভেল হাম ধন্দ। উয়ল দরপণে গোরা মুখচন্দ॥ মঝু মুখ সোমুখ যব ভেল সঙ্গ। কিয়ে কিয়ে বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গ॥ উপজল কম্প নয়ানে বহে লোর। পুলকিত চমকি চমকি ভেল ভোর॥ করইতে আলিঙ্গন বাহু পসারি। অবশে আরশি করে খসল হামারি॥ বহুত পরশ রস অদরশ কেলি। গোবিন্দদাস শুনি মুরছিল ভেলি॥ ৯৭

ধানশী।

বিহির কি রীতি, পিরীতি আরতি, গে রাঙ্গপে উপজিল। যাহার এ পতি, সেই পুণ্যবতী, আনে সে বুঝিয়া নৈল॥ সজনি কাহারে কহিব কথা। নিরবধি গোরা, বদন দেখিয়া, ঘুচাব মনের ব্যথা॥ সে গোরা গায়, শ্যাম কিরণে, নিন্দয়ে কতেক চাঁদে। গলায় রঙ্গণ, কলিকা মালা, নারী-মন বাঁধা ফাঁদে॥ বাহুর বলনী, অঙ্গের হেলনি, মন্থর চলনি ছাঁদে। আছুক আনের কাজ, বদন বিনিয়া বিনিয়া কাঁদে॥ শ্রবণে সোণার মকর কুণ্ডল, রঙ্গিণী পরাণ গিলে। গোবিন্দ-দাস, কহই নাগর, হারাই হাগাই তিলে॥৯৮

সুহই।

শুন শুন সই গৌরাঙ্গচাঁদের কথা। না কহিলে মরি, কহিলে খাঁকারি এ বড় মরমে ব্যথা॥ সুরধুনী তীরে, গৌরাঙ্গ সুন্দর, সিনান করয়ে নিতি। কুলবধূগণ, নিমগন মন, ডুবিল সতীর মতি॥ ঢল ঢল কাঁচা, সোণার বরণ, লাবণি জলেতে ভাসে। যুবতী উমতি, আউদড় কেশে, রহই পরশ আশে॥ আধ কুন্তল, লোটন পীঠে, সোণার কুণ্ডল কাণে। মুখ মনোহর, বুক পরিসর, কে না কৈল নিরমাণে॥ সবল বসন; নিতম্ব লম্বন, আই কি হেরিনু যে। কামের পাট, রতির বিলাস, কহি মুরছিল সে॥ সিংহের শাবক, জিনিয়া মাঝা, উলটি কদলী উরু। গোবিন্দদাস, কহই বিষম, কামের কামান ভুরু॥ ৯৯

কেদার।

প্রেম ঢল ঢল, নয়ন কলেবর, নটবররসে ভেল ভোর॥ এদিন যামিনী, আবেশে অবশ, প্রিয় গদাধর কোর॥ গোরা পহুঁ করুণাময় অবতার। যো গুণ কীর্ত্তনে, পতিত দুর্গত সবে, পাইল নিস্তার॥ হরি হরি বলি, ভুজ যুগ তুলি, পুলকে পূরল তনু। অরুণ দিঠি জলে, অবনী ভাসল, সুরধুনী ধারা বহে জনু॥ গুপত প্রেমধন, জগভরি, বিলাওল, পূরল সবহুঁক আশ। সো প্রেম-সিন্ধু, বিন্দু নাহি পাওল, পামরি গোবিন্দদাস॥ ১০০

ধানশী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বলরাম নিত্যানন্দ, পারিষদ সঙ্গে অবতার। গোলোকের প্রেম-ধন সবারে যাচিয়া দিল না লইনু মুঞি দুরাচার॥ আরে পামর মন, বড় শেল রহল মরমে হেন সঙ্কীর্ত্তন রসে, ত্রিভুবন

মাতল, বঞ্চিত মো হেন অধমে॥ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ কল্পতরু ছায়া পাঞা, সব জীব-তাপ পাসরিল। মুঞা অভাগিয়া বিষ-বিষয়ে মাতিয়া রহিনু হেন যুগে নিস্তার নহিল॥ আগুণে পুড়িয়া মরোঁ জলে পর-বেশ করোঁ বিষ খাঞা মরোঁ মো পাপিয়া। এমত করি যদি, মরণ না করে বিধি, প্রাণ রহে কি সুখ লাগিয়া॥ এহেন গৌরাঙ্গ-গুণ, না করিলাম শ্রবণ, হায় হায় করি রে হুতাশ। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র মুখ ভরি না লইলাম জীবনমৃত গোবিন্দদাস॥ ১০১

পঠমঞ্জরী।

গোলোক ছাড়িয়া পহুঁ কেন বা অবনী। কালরূপ কেন হৈল গোরা বরণ খানি॥ হাসি বিলাস ছাড়ি কেন পহু কাঁদে। নাজানি ঠেকিল গোরা কাম প্রেম ফাঁদে॥ ক্ষণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কাঁপে ঘন ঘন। ক্ষণে সখি সখি বলি করয়ে রোদন॥ মথুরা মথুরা বলি করয়ে বিলাপ। ক্ষণে বা অক্রূর বলি করে অনুতাপ॥ ক্ষণে বলে ছিয়ে ছিয়ে চাঁদ চন্দন। ধূলায় লোটায়ে কাঁদে যত নিজগণ॥ গদাধর কাঁদে প্রাণ-নাথ লয়ে কোলে। রায় রামানন্দ কাঁদে প্রবোধ বিকলে॥ স্বরূপ শ্রীরূপ কাঁদে সোঙরি বিলাস। না বুঝিয়া কাঁদি মরু গোবিন্দ-দাস॥ ১০২

পঠমঞ্জরী।

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গোরা শচীর দুলাল। এই সে পূরবে ছিল গোকুলের গোপাল॥ কেহ বলে জানকীবল্লভ ছিল রাম। কেহ বলে নন্দলাল নবঘন শ্যাম॥ পূরবে কালিয়া ছিল গোপী প্রেমে ভোরা। ভাবিয়া রাধার প্রেম এবে হৈল গোরা॥ ছল ছল অরুণ নয়ান অনুরাগী। না পাইয়া ভাবের ওর হইল বৈরাগী॥ সন্ন্যাসী বৈরাগী হৈয়া ভ্রমিলা দেশে দেশে। তবু না পাইল রাধা প্রেমের উদ্দেশে॥ গোবিন্দদাসিয়া কয় কিশোরীকিশোরা। স্বরূপ রামের সনে সেই রসে ভোরা॥ ১০৩

সুহই।

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহুঁ চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায়। বিচ্ছেদে ভকতগণ, হইয়া বিষন্ন মন, পদচিহ্ন অনু-সারে ধায়॥ নিতাইর বিরহে নয়ান ভেল অন্ধ। আঠার নালাতে, কাঁদি কাঁদি যায় পথে, নিত্যানন্দ অবধূত চন্দ॥ সিংহদ্বারে গিয়া, মরম বেদনা পাঞা, দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়। সবে অতি অনুরাগী, উদ্দেশ পাবার লাগি, নীলাচল বাসিয়া সুধায়॥ জাম্বুনদ স্বর্ণ জিনি গৌর বরণ খানি অরুণ চরণ পীতবাস। অনুক্ষণ লোচনে, প্রেমবারি ঝর ঝর, ধরণী বহত দোপাশ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, সঘনেই বোলত, নূতন কিশোর বয়েস। গোবিন্দ-

দাস কহে, হামু সে দেখনু, সার্ব্বভৌমের মন্দিরে প্রবেশ॥ ১০৪

বসন্ত।

লীলাচলে কনকাচল গোরা। গোবিন্দ ফাগুরঙ্গে ভেল ভোরা॥ দেবকুমারী নারীগণ সঙ্গে। পুলকে কদম্ব কদম্বিত অঙ্গে॥ ফাগুয়া খেলেত গৌরতনু। প্রেম সুধাসিন্ধু মুরতি জনু॥ ফাগু অরুণ তনু অরুণহি চীর। অরুণ নয়নে ঝরে অরুণহি নীর॥ কণ্ঠেহি লোলিত অরুণিত মাল। অরুণ ভকতগণ গায় রসাল॥ কত কত ভাবে বিথারল অঙ্গ। নয়নে ঢুলাঢুলি প্রেম-তরঙ্গ॥ হেরি গদাধর লহু লহু হাস। সো নাহি সমুঝল গোবিন্দদাস॥ ১০৫

শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র।

বেলোয়ার।

জয় জগতারণ কারণ ধাম। আনন্দ-কন্দ নিত্যানন্দ নাম॥ জগমগ লোচন-কমল ঢুলায়ত, সহজে অথির গতি জিতি মাতোয়ার। ভাইয়া অভিরাম বলি, ঘন-ঘন ডাকত. গৌর প্রেমভরে চলই না পার॥ গদ গদ আধ, মধুর বচনামৃত, লহু লহু হাস বিকাশিত গণ্ড। পাষণ্ড খণ্ডন, শ্রীভুজ মণ্ডন, কনয় খচিত অবলম্বন দণ্ড॥ কলি-যুগ কাল, ভুজঙ্গমদংশল, দগধগ স্থাবর জঙ্গম দেখি। প্রেম সুধারস, জগভরি বরিখল, দাস গোবিন্দ কাহে উপেখি॥ ১০৬

ধানশী।

নিতাইর নিছনি লইয়া মরি। ছাড়ি বৃন্দাবন, নিকুঞ্জ ভবন, অতি দুরাচার তারি॥ বসুধা জাহ্নবী, সঙ্গেত লইয়া, শীতল চরণ রাজে। হেলায় তারিলা, এ গতি গোবিন্দ, এতিন লোকের মাঝে॥ ১০৭

ধানশী।

নাচে নিত্যানন্দ, ভুবন-আনন্দ, বৃন্দাবন-গুণ শুনিয়া রে। বাহুযুগ তুলি বোলে হরি হরি, চলন মন্থন ভাঁতিয়া রে। কিবা সে মাধুরী,বচন চাতুরী, গদাধর সুখ হেরিয়া রে। মাধব গোবিন্দ, শ্রীবাস মুকুন্দ, গাওত ওরস ভাবিয়া রে॥ নাচে নিত্যানন্দ চাঁদ রে। কহে গদ গদ, চলে পদ আধ, পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ রে। ও চাঁদ বদনে, হাস সঘনে, অরুণ লোচন ভঙ্গিয়া রে॥ কুসুম-হার, হিয়ার উপর, সুঘড় রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া রে॥ রাতুল চরণে, রতন নূপুর, রঙ্গের নাহিক ওর রে। মনের আনন্দে, শ্রীনিবাস সুত, গতি গোবিন্দ চিত ভোর রে॥ ১০৮

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।

শ্রীরাগ।

সুরধুনী বারি ঝারি ভরি ডারই, পুন পুন অভিচারি। কো জানে কাহে লাগি, কাহে অকি সিঞ্চই, লীলা কোই বুঝই না পারি॥ সীতাপতি অদ্বৈত পহুঁ। হের-ইতে মঝু মন লাগি রহুঁ॥ নব নব তুলসিক,

মঞ্জরী তহি পুন, দেই দেই হাসি। কবহুঁ গৌর সিত, শ্যামর লোহিত, কো জানে কতহুঁ মূরতি পরকাশি॥ ডাহিনে রহুঁ পুরু-ষোত্তম, নামদেব রহুঁ বাম। অপরূপ চরিত, হেরি সব চমকিত, গোবিন্দদাস কি কহব গুণধাম॥ ১০৯

শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু।

সুহই।

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম। দীন হীন তারল, প্রেম রসায়ন, ঐছন মধুরিম নাম॥ কাঞ্চন বরণ, হরণ তনু সুললিত, কৌষিক বসন বিরাজে। প্রেম নাম কহি, কহত ভাগবতে, ঐছে ধরণ তনু সাজে॥ নিজ নিজ ভকত, পারিষদ সঙ্গহি, প্রকটহি চরণারবিন্দে। নিরবধি বদনে, নাম বিরাজিত, রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে॥ যুগল ভজন, গুণ, লীলা আস্বাদন, আত্ম কল্পতরু হাতে। তুয়া বিনে অধমে, শরণ কো দেয়ব, গোবিন্দদাস অনাথে॥ ১১০

বন্দনা।

(শ্রীরামচন্দ্র)

ধানশী।

জয় জয় শ্রীল, রাম রঘুনন্দন, জনক-সুতা-রতিকান্ত। সুর নর বানর, খচর নিশাকর, যছু গুণ গায় অনন্ত॥ দূর্ব্বাদল নব, শ্যামল সুন্দর, কঞ্জ নয়ন রণবীর। বামে ধনুর্দ্ধর, ডাহিনে নিশিত শর, জলধি কোটি গম্ভীর॥ শ্রীপদ পাদুক, ধরু ভরতাঃনুজ, চামর ছত্র নিছোড়ি। শিব চতুরানন, সনক সনাতন,শতমুখ রহুঁ কর যোড়ি॥ ভকত আনন্দ, মারুতনন্দন, চরণকমল করু সেবা। গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধান, হরিনারায়ণ দেবা॥ ১১১

শ্রীশ্যামসুন্দর।

শ্রীরাগ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপঙ্কজ কলিতম্। ব্রজ-বনিতাকুচকুঙ্কুমললিতম্॥ বন্দে গিরিবর-ধরপদকমলম্। কমলাকর কমলাঞ্চিত-মমলম্॥ মঞ্জুলমণিনূপুররমণীয়ম্। অচপল কুলরমণীকমনীয়ম্॥ অলি লোহিত মতি রোহিত ভাষম্। মধু মধুপীকৃত গোবিন্দ-দাসম্॥ ১১২

পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনদিগের পদবন্দন।

শ্রীনরোত্তমদাস ঠাকুর।

ভাটিয়ারি।

জয় জয় রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম, প্রেম ভকতি মহারাজ। যাকর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর, রামচন্দ্র কবিরাজ॥ প্রেম মুকুট মণি, ভূষণ ভাবাবলী, অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ॥ নৃপ আসন, খেতুড় মাহা বৈঠত, সঙ্গহি ভকত সমাজ॥ সনাতন রূপকৃত, গ্রন্থ ভাগবত, অনুদিন করত বিচার। রাধা

মাধব, যুগল উজল রস, পরমানন্দ সুখ সার॥ শ্রীসংকীর্ত্তন, বিষয়-রসে উনমত, ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান। যোগ দানব্রত আদি ভয়ে ভাগত, রোয়ত করম গেয়ান॥ ভাগবত শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতি ধন, তাক গৌরব করু আপ। সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত, কম্পিত দেখি পরতাপ। অভকত চোর, দূরহি ভাগি রহুঁ, নিয়ড়ে নাহি পরকাশ। দীন হীন জনে, দেয়ল ভকতি ধনে, বঞ্চিত গোবিন্দদাস॥ ১১৩

শ্রীবিদ্যাপতি ঠাকুর।

মঙ্গল।

বিদ্যাপতি পদ-যুগল সরোরুহ, নিঃস্যন্দিত মকরন্দে। তছু মঝু মানস, মাতল মধুকর, পীবইতে করু অনুবন্ধে॥ হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়। রসিক-শিরোমণি, নাগর নাগরী, লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ জনু বাঙন করে ধরব সুধাকরে, পঙ্গু চঢ়ব গিরি শিখরে। অন্ধ ধাই কিয়ে, দশদিক খোঁজব, মিলব কল্পতরু নিকরে॥ শুনত অন্ধ, করত অনুবন্ধহি, ভকত নখর মণি ইন্দু। কিরণ ঘটায়, উদিত ভেল দশদিশ, হাম কি না পায়ব বিন্দু॥ সেই বিন্দু হাম যোখনে পাওব, তৈখনে উদিত নয়ান। গোবিন্দদাস, অতএ অবধারণ, ভকত কৃপা-বলবান॥ ১১৪

মায়ুর।

কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে। বাক গীতে, জগত চিত চোরায়ল, গোবিন্দ গৌরী সরস রস গানে॥ ভুবনে আছয়ে যত ভারতী বাণী। তাকর সার, সার পদ সঞ্চরি, বাঁধল গীত কত্তুঁ পরমাণি॥ যো সুখ সম্পদে শঙ্কর ধনিয়া। সো সুখ সার, হার সব রসি কহি, কাঠহি কণ্ঠে পরায়ল বনিয়া॥ আনন্দে নারদ না ধরয়ে মেহ। সো আনন্দ রস, জগভরি বরিখল, বিদ্যাপতি রস থেহা॥ যত যত রস-পদ করলহি বন্ধে। কোটি হি কোটি, শ্রবণ পর পাইয়ে, শুনইতে আনন্দে লাগই ধন্দে॥ সো রস শুনি নাগরী বর নারী। কিয়ে কিয়ে করে চিত, চমকয়ে ঐছন, রসময় চম্পু বিথারি॥ গোবিন্দদাস মতি মন্দে। এত সুখ সম্পদ, রহইতে আলসল, যৈছন বামন ধরবহি চন্দে॥ ১১৫

চণ্ডীদাস ঠাকুর।

ভাটিয়ারি।

চণ্ডীদাস চরণ, চিন্তামণি গণ, শিরে করি ভূষা। শরণাগত জনে, হীন অকিঞ্চনে, করুণা করি পূরব আশা॥ হরি হরি তব মঝু অকুশল যাব। রসিক মুকুট মণি, প্রেম-ধনেহি ধনী, কৃপা নিরখিল যব পাব॥ হৃদয় শুধি মোহে, ঐছে প্রবোধিব যৈছে ঘুচয়ে আঁধিয়ার। শ্যামর গৌরী, বিলাস রস কিঞ্চিত, মঝু চিতে করু পরচার॥ দুহুঁক

চরিত, বদন ভরি গাওব, রসিক ভকতগণ পাশ। কম অপরাধ, সাধ মঝু পূরহ, কহ দীন গোবিন্দদাস॥ ১১৬

শ্রীজয়দেব।

টোড়ী।

শ্রীজয়দেব, কবীশ্বর সুরতরু, যছু পদ পল্লব ছাহে। তাপ তাপিত, মঝু হৃদয় বিয়াকুল, জুড়াইতে করু অবগাহে॥ জয় জয় পদ্মাবতী রতি-সেব। রাধারমণ চরিত রস বর্ণনে, কবিকুল গুরু দ্বিজ দেব॥ যদ্যপি সুনীচ কদাচার বাসিত চিতে, কছু কয় যব কোই। দুর্ঘট ঘটিত, সুহীন অধিকার, মহত করু বলে হোই॥ তৃণধরি দশনে, চরণপর নিবেদিয়ে, মঝু মানস কর পুর। গোবিন্দদাস, কোই অধমাধম, রাই কানু অনু যুর॥ ১১৭

বাল্য-লীলা।

প্রাতঃলীলা।—টোড়ী।

অরুণ উদয় বেলা, সব শিশু হঞা মেলা, সবে গেলা নন্দের দুয়ার। শিঙ্গা বেণু বাঁশীরব, করয়ে রাখাল সব, গোঠে আইস নন্দের কুমার॥ গোপাল তুমি যাবে কিনা যাবে আজি মাঠে। এক বোল বলিলে, আমরা চলি যাই, ধবলী শ্যামলী গেল গোঠে॥ তোমার বিলম্ব দেখি, বলরাম পথে থাকি, পাঠাইল তোমা আনিবারে যাবে কিনা যাবে তথা, দৃঢ় করি কবে কথা, বলরামের দোহাই তোমারে॥ যদি বা এড়িয়া যাই, অন্তরেতে ব্যথা পাই, চিত নিবারিতে মোরা নারি। কিবা গুণ জ্ঞান জান, সদাই অন্তরে টান, এক তিল না দেখিলে মরি॥ শুনিয়া শিশুর বাণী, হাসে দেব চূড়ামণি, মুদিত নয়ান পরকাশে। গোবিন্দদাসের পহু, হাসিয়া হাসিয়া রহুঁ, চলিলেন বিহারের রসে॥ ১১৮

কামোদ।

গোঠেরে সাজিল বিনোদিয়া। আভীর বালকগণ, গায় রামকৃষ্ণ গুণ, গোপী রৈল চাঁদ মুখ চাঞা॥ আনন্দিত নন্দরাণী, সাজাইয়া যদুমণি, নানা আভরণ পীতবাস। রূপ হেরি ব্রজনারী, আঁখির নিমিখ ছাড়ি, পীয়ে রূপ না যায় পিয়াস॥ সে পদ পল্লব, বিরিঞ্চির দুর্লভ, যোগীর ধ্যানে অতি দূর। ভাগ্যবতী নন্দরাণী, পাইয়া পরশমণি, পায় ধরি পরায় নূপুর॥ গোঠে যায় শ্রীহরি, চূড়া বাঁধে মন্ত্র পড়ি পীঠে দিল পাটকি ডোর। ধড়ার আঁচল ভরি, খাইতে দিল ক্ষীর ননী, কাঁদে রাণী হইয়া বিভোর॥ আহীর বালক সঙ্গী, কত জন কত রঙ্গী, তার মাঝে শ্যাম নটরায়। ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন, রোহি চলে ভিন্ন ভিন্ন, গোবিন্দদাস তাঁহা চায়॥ ১১৯

ময়ূর।

আজু বিপিনে আওল কান, মুরতি মূরত কুসুম বাণ, জনু জলধর রুচির অঙ্গ,

ভঙ্গী নটবর মোহিনী। ঈষৎ হসিত বদন চন্দ, তরুণী নয়ন নয়ম কন্দ, বিম্ব অধরে মুরলি খুরলি, ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥ কুসুম মিলিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরীগুঞ্জ, পুচ্ছ নিচয় রচিত মুকুট, মকর-কুণ্ডল দোলনী। চঞ্চল নয়ন খঞ্জন যোড়, সঘনে ধাওত শ্রবণ ওর, গীম শোহন রতন রাজ, মোতিমহার দোলনী॥ কটি পীত পট কিঙ্কিণী বাজ, মদগতি অতি কুঞ্জররাজ, জানু লম্বিত কদম্বমাল, মত্ত-মধুকর-ভোরণী। অরুণ বরণ চরণ কুঞ্জ, তরুণ অরুণ কিরণ গঞ্জ, মঞ্জু মঞ্জীর বোলনী॥ ১২০

সুহই।

গোঠে বিজয়ী ব্রজরাজ কিশোর। জননী বিরচিত বেশ উজোর॥ আগে অগণিত কত গোধন চলিয়া। পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ বলিয়া॥ সমবয় বেশ সংহঁ করে ছাঁদ। রাম বামে চলু শ্যামর চাঁদ॥ ময়ূর শিখণ্ড চূড়ে ঝলমলিয়া। মণিময় কুণ্ডল গণ্ডে টলমলিয়া॥ শির পর ছাঁদ অধর পর মুরলী। চলইতে পন্থে করই কত খুরলি॥ কটি তটে পীত পটাম্বর বনিয়া। মন্থর গতি চলু গজবর জিনিয়া॥ মণি মঞ্জীর বাজত রুণু ঝুনিয়া। গোবিন্দদাস কহই ধনি ধনিয়া॥ ১২১

মল্লার।

গোঠে গোচর গূঢ় গোপাল। গাওত গমকে, গীতকারি গুর্জ্জরী, গৌরী গোপ গোপী গান্ধার॥ গোপ, গরিম গুণ গোপক, গোকুল গাম বিহারী॥ গুঞ্জা গৈরিক, গোরস গরভিত, গোরোচনা রুচির ধারী॥ গহন গুহাগত, গোচারণ রত, গোদোহন রতি-কারী। গোগি রিধারী, গূঢ় গরবান্বিত, গুরু গৌরব পরচারি॥ গজগতি গামী, গান গুণ গুম্ফিত, গগনে চলয়ে সুরবৃন্দ। গোরস গাহি, গিরীশ্বর নন্দন, গাওত দাস গোবিন্দ॥ ১২২

কৈশোর লীলা।

প্রাতর্লীলা।—বেলোয়ার।

আওত রে মধুমঙ্গল ভালি। হেরি সখাগণ দেই করতালি॥ চলইতে চরণ পড়ই তিন বঙ্ক। ভাবে কলঙ্কিত কালিন্দী পঙ্ক॥ কহই বদনে ঝরত কত ভঙ্গ। নাচত সঘনে বাজাওত অঙ্গ॥ ভোজন সরবস সব অনুবন্ধ। অবিরত প্রাতে লাগাওত দ্বন্দ্ব॥ মধু গুড় লোভিত বাউল চিত। বন্ধক দেওই যজ্ঞোপবীত॥ কতিহুঁ না পেখিয়ে ঐছন চালি। করইতে প্রীত দেই দশ গালি॥ গোবিন্দদাস শুনি আছু গুণ গান। দ্বিজ পায়ে করনু লাখ পরণাম॥ ১২৩

শ্রীরাগ।

কানুক গোঠ-গমন-বিরহাতুরা, ধৈরজ ধরই না পারি। ব্রজগত যত জন, সঙ্গহি ধায়ল, আর যত কুলবতী নারী॥ সজনি দেখ দেখ ব্রজ জন লেহা। নয়নে নয়নে জলে, অঙ্গ পুলকাকুল, ভাবে আবশ ভেল

দেহা॥ তিল এক বিরহ, কলপ করি মানই, চিত পুতলি সম হেরি। ব্রজকুল নন্দন, কহত যতনে পুন, যরহি পাঠাওল ফেরি॥ কাতর অন্তরে, নিজ নিজ মন্দিরে, সব জন করল পয়ান। সহচরী রাই, লেই চলু মন্দিরে, গোবিন্দদাস পিছে যান॥ ১২৪

গান্ধার।

যতনহি রাই, লই চলু মন্দিরে, সখীগণ ধৈরয নাই। রস পর থাব, কহই করি চাতুরী কানুক হৃদয় জানাই॥ সুন্দরী তিরোহিতে রহি শুন বাত। অদ্ভুত উনহিক, প্রেমবর মাধুরী, কতিহুঁ কহই না যাত॥ রাইক বিরহ অধিক করি মানই, উনহিক সুখ নিজ মান। কেবল দেহ ভেদ, পুন বুঝয়ে নহে, পুন এক পরাণ॥ আনন্দ বাত উঠায়ত পুন পুন, পুছত রজনী বিলাস গহন মদন দুখ, সবহুঁ মিটায়ল, অনুকহ গোবিন্দদাস॥ ১২৫

মধ্যাহ্ন-লীলা।

জল বিহার।—ধানশী।

নাহি উঠল দুঁহে কুণ্ডক তীর। তনু তনু লাগল পাতল চীর॥ অঙ্গে বনাওল নব নব বেশ। কুঞ্জক মাঝে করল পরবেশ॥ বিবিধ মিঠাই কতহুঁ উপহার। ভোজন করত তহি কতহুঁ পরকার॥ রাইক যতনে সোই শ্যামর রায়। বহুবিধ ভুঞ্জল হরিষ হিয়ায় যো কছু শেষ রহল পুন থারি। সখী সঙ্গে ভোজন করল বরনারী॥ তাম্বুল খাই শয়ন দুহুঁ কেল। আলসে আকুল দোঁহে নিদ গেল॥ সখীগণ তঁহি শয়ন করু কুঞ্জে। কুসুম শেজ রচিত রস-পুঞ্জে॥ নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস। ব্যজন করতহি গোবিন্দদাস॥ ১২৬

বনবিহার।

সারঙ্গ।

বনমাহা কুসুম, তোড়ি সব সখীগণ, সরস সমর করু তাহি। মারত বদন নেহারি, কুসুম-শর, শোহত সমরক মাহি॥ কো কহুঁ সমরক কেলি নওল কিশোর, নবীন নব নাগরী, ললিতা বিশাখা সখী মেলি॥ মণিময় ভূষণ, তনু তনু শোহন, রুণু ঝুনু নূপুর বাজে। গোবিন্দদাস কহ, রমণী শিরোমণি, জিতল বিদগধ রাজে॥

নৌকা-বিহার।

যব লহ লহ হাসি, মরমে রহল পশি, নায়ে চড়াওল ওই। তৈখনে মঝু মন, ভেলই আনছান বেকত ধয়ল রূপ সোই॥ এ সখি হরি সঙ্গে মানহ কুঞ্জবিনোদ। ইহ নাবিক অতি চঞ্চল চপল মতি, উপজেই তেই পরশোধ॥ গগনহি সঘন, বিজুরী ঘন ঝলকহি, দিনহি ভেল আঁধিয়ার। তরঙ্গের পবনে, তরণী হন ঘুরত,

পৈঠত জল অনিবার॥ গুরুজন জানি, পড়ল জীউ সঙ্কটে, ইথে জনি করহুঁ বিচার। তুয়া ইঙ্গিতে অব, সব সখী জীবউ, গোবিন্দদাস কহ সার॥ ১২৮

ধানশী।

এ নব নাবিক শ্যামর চন্দ। কৈছন তোহারি হৃদয় অনুবন্ধ॥ তুয়া বোলে গোরস যমুনাহি ঢার। হারনু কাঁচলি ভারনু হার॥ কর অবসর নাহি সিঞ্চইতে নীর। এতক্ষণ অবহু না পাওল তীর॥ হাম নীরস তুহুঁ হাসি উতরোল। কেহ জীউ তেজহি কেহ হরিবোল॥ এত দিনে কুলবতী কুলে পড়ু বাজ চড়ি ইহ নায়ে দূরে গেও লাজ॥ উতরিলে পারে যো তুহুঁ মাগ। কাহুঁ সঞে মাগি ধরব তুয়া আগ॥ গোবিন্দদাস কহ সময়ক কাজ। নাবিক হেতন নায়ক মাঝ॥ ১২৯

দান-লীলা।

টোরী।

গোঠে গেল বিনোদিয়া, সকালে গোধন লইয়া দিয়া শিঙ্গা বেণুর নিশান। গুরুজন আগিলাতে, না পারিনু বাহির হৈতে, না হেরিনু সে চাঁদ বয়ান॥ কোন পথে গেল শ্যাম রায়। যে মোর করিছে মন, প্রাণ করে উচাটন, চাঁদ মুখ দেখিলে জুড়ায়॥ যশোমতী নন্দ ঘোষ, কাহারে কি দিব দোষ, গোকুলে গোধন হৈল কাল। আমা সবার প্রাণ ধন, গোকুলের জীবন, গোঠে গেল মদনগোপাল॥ চল যাই সেই পথে, পসরা লইয়া মাথে, যেখানে আছয়ে শ্যাম রায়। আহা মরি ননী জিনি, সুকোমল তনু খানি, গোবিন্দদাস বলিহারি যায়॥১৩০

ভাটিয়ারি।

চলিলা রাজপথে, রাই সুনাগরী, শ্যাম বেশ করি অঙ্গে। ঘৃত দধি দুগ্ধে, সাজাঞা পসরা, প্রিয় সহচরী করি সঙ্গে॥ বেকম পাটের জাদে, বাঁধিয়া কবরী, বেড়িয়া মালতি মালে। সীঁথায় সিন্দূর, লোচনে কাজর, অলকা তিলকা চারু ভালে॥ চরণ-কমলে, রাতুল আলতা, বাজন নূপুর বাজে। গোবিন্দদাস ভণে, ওরূপ যৌবনে, জিতল নিকুঞ্জরাজে॥ ১৩১

সুহই।

ত্রিভুবন বিজয়ী মদনরাজ॥ বৈঠল বৃন্দাবন নিকুঞ্জ মাঝ॥ গোরস আনল রসবতী ঠাম। সৃজিল বিপিন পথে সরবস দান॥ তুহুঁ গজগামিনী হরি জিনি মাঝ। নব যৌবন মদে নাহি দেহ রাজ॥ মোহে গিরিধর বলি সোপল কাজ। আপনি আপন কথা কহিতেছ লাজ॥ কেবল গোরস দানে কেনে দেহ ছন্দ। বিচারে চাহি যে দান প্রতি অঙ্গে অঙ্গ॥ এসব দানের কথা জানয়ে বড়াই। গোবিন্দদাস কহে চপল কানাই॥ ১৩২

বরাড়ী।

এইত বৃন্দাবন পথে। নিতি নিতি করি যাতায়াতে॥ যদি হাতে করি লই যাই সোণা। তুমি কে না কহে এ কজনা॥ তুমি দেখি পুছই বড়াই। কিসের দান চাহেন কানাই॥ সঙ্গে সবে দধির পসরা। তাহে কেন এতেক ঝকড়া॥ তাহে আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি। ইহাতেই পাবে কোন নিধি॥ তুমিত বরজ যুবরাজ। তুমি কেনে করিবে অকাজ॥ দূর কর হাস পরিহাস। কহতঁহি গোবিন্দদাস॥ ১৩৩

ভাটিয়ারি।

ছুঁওনা ছুঁওনা, নিলজ কানাই, আমরা পরের নারী। পর পুরুষের, পবন পরশে, সচেলে সিনান করি॥ গিরি গিয়া যদি, গৌরী আরাধহ, পান কর কনক ধূমে। কাম সাগরে, কামনা করহ, বেণী বদরিকাশ্রমে॥ সুরয উপরাগে, সহস্র সুন্দরী, ব্রাহ্মণে করহ সাথ। তবু হয় নহে, তোমার শকতি, রাই অঙ্গে দিতে হাত॥ গোবিন্দ দাসের, বচন মানহ, না কর এমন ঢঙ্গ। যোই নাগরী, ওরসে আগোরি, করহ তাকর সঙ্গ॥ ১৩৪

ধানশী।

তোহারি হৃদয়ে, বেণী বদরিকাশ্রম, উন্নত কুচগিরি কোর। সুন্দর বদন ছবি, কনক ধূম পীবি, ততহি তপত জীউ মোর॥ সুন্দরি তোহারি চরণ যুগ ছোড়ি। গৌরী আরাধনে, কাঁহা চলি যাওব, তুহুঁসে তীরথময় গোরী॥ সিন্দূর সুন্দর, মৃগমদে পরশল, এই সুরয গ্রহ জানি। তুয়া পদ নখ, দ্বিজরাজহি সোপিনু, সুন্দরী সহস্র পরাণি॥ কামসাগরে হাম, সহজেই নিমগন, কাম পুরবি তুহুঁ রাই। শ্যামর বলি অব, চরণে না ঠেলব, গোবিন্দদাস মুখ চাই॥ ১৩৫

সুহই।

কি করব গোরস দান। আপনি দিল সমাধান॥ অধরে অমিঞে রস তোর। যৌবনে বুঝি আগোর॥ তোহে কি কহি সুন্দরি যাথে। হরি সঞে না কর বাদে॥ কুচ কনকাচল পারে। শোভে তথি মোতিম হারে॥ কুণ্ডল চক্র বিকাশ। বেণী ভুজঙ্গিনী পাশ॥ ভাঙ ধনুয়া জনু ভঙ্গ। খর শর নয়ন-তরঙ্গ॥ অতএ বুঝিয়ে রণ আশ। কহতহি গোবিন্দদাস॥ ১৩৬

শ্রীরাগ।

শুন শুন সুজন কানাই তুমি সে নূতন দানী। বিকি কিনির দান, গোরস মানি যে বেশর দান নাহি শুনি॥ সীঁথার সিন্দুর নয়নে কাজর, রঙ্গণ আলতা পায়। একি বিকির ধন, নারীর বেশন, তাহে কাহার কিবা দায়॥ মণি আভরণ, সুরঙ্গ শাড়ী, আন কেবা নাহি পরে। যদি দানের এমন গতি, তুমি সে গোকুলপতি, দান সাধহ ঘরে ঘরে॥ আমরা চলিতে, না জানি কহিতে,না জানি তোমার রাজে। গোবিন্দ-

দাস কহে, কেমনে জানিবা, পরের মনের কাজে ॥ ১৩৭

—

বরাড়ী।

এ গজগামিনী তু বড়ি সেয়ান। বল ছলে বাঁচবি গিরিধর দান ॥ চিকুরে চোরা-য়সি চামর কাঁতি। দশনে চোরায়সি মোতিম পাঁতি ॥ চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার। অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার ॥ মনক কলস যো রস ভরি তাই। হৃদয়ে চোরায়সি আঁচরে ঝাপাই ॥ গতি অতি মন্থর চলন সুচার। কোন ছোড়বি তুয়ে বিনহি বিচার ॥ সুবল লেহ তুহুঁ গোরস দান। রাই করহ অব কুঞ্জে পয়ান ॥ যাঁহা বৈঠত মনমথ মহারাজ। গোবিন্দদাস কহ পড়ল অকাজ ॥ ১৩৮

ভূপালী বা গৌরী।

রাধামাধব নীপমূলে। কেলি কলারস দান ছলে ॥ দূরে গেও সখীগণ সহিত বড়াই। নিভৃত নীপমূলে লুটই রাই ॥ ভুজে ভুজে বেঢ়ি দোঁহার বয়ানে বয়ান। কমলে মধুপ যেন হৈল মিলন ॥ দোঁহার অধরমধু দোঁহে করু পান। নিজ অঙ্গে দিল রাই ঘন রস দান ॥ মিলল দুহুঁ জন পূরল আশ। আনন্দে সেবই গোবিন্দদাস ॥ ১৩৯

রাস-লীলা

বেলোয়ার।

কাঞ্চন মণিগণ, জনু নিরমাওল, রমণী মণ্ডল সাজ। মাঝহি মাঝ, মহামরকত সম, শ্যামর নটরাজ ॥ ধনি ধনি অপরূপ রাস বিহার। থির বিজুরী সঙ্গে, চঞ্চল জলধর, রস বরিখয়ে অনিবার ॥ কত কত চাঁদ, তিমির পর বিলসই, তিমিরহি কত কত চাঁদ। কনক লতায়, তমালহুঁ কত কত, দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ ॥ কত কত পদুমিনী, পঞ্চম গাওত, মধুকর ধরু শ্রুতিভাষ। মধুকর যেলি কত, পদুমিনী গাওত, মুগধল গোবিন্দদাস ॥ ১৪০

বেলোয়ার।

বাজত ডমরু, রবাব পাখোয়াজ, তাল তরল এক মেলি। চলত চিত্রগতি, সকল কলাবতী, কার কার নয়নে নয়নে করু কেলি ॥ নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজনারী। জলদ পুঞ্জ জনু, তড়িত লতাবলী, অঙ্গ ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি ॥ নটন হিলোলে, দোল মণি কুণ্ডল, শ্রমজল ঢল ঢল বদনহু চন্দ। রস-ভরে গলিত, ললিত কুচ কঞ্চুক, নীবি খসত অরু কবরীক বন্ধ ॥ দুহুঁ দুহুঁ সরস, পরশ রস-লালসে, আলসে রহত সুনাই। গোবিন্দ-দাস পহুঁ, মূরতি মনোভব, কত যুবতী রতি আরতি বাঢ়াই ॥ ১৪১

কেদার।

কালিন্দী-তীর, সুধীর সমীরণ, কুন্দ কুমুদ, অরবিন্দ বিকাশ। নাচত মোর, ভোর মত্ত মধুকর, শারী শুক পিক পঞ্চম ভাষ॥ মধুর নিধুবনে মুগধ মুরারি। মুগধ গোপবধূ, অধিক লাখ সঞে, রঙ্গে বিহরয়ে বৃকভানু-কুমারী॥ নাচত নটিনী, গায় নট-শেখর, গাওত নটিনী, নাচ নটরাজ। শ্যামর গৌর, গৌরী সঞে শ্যামর, নবজলধরে জনু বিজুরী বিরাজ॥ হেরি হেরি অপরূপ, রাস কলারস, মন্মথে লাগল মন্মথ ধন্দ। উয়ল গগনে, সগণে রজনীকর, চৌদিকে ফিরত দীপ ধরি চন্দ॥ তারাগণ সঞে তারাপতি হেরি, লাজে লুকালে দিনমণি কাঁতি। গোবিন্দদাস পহুঁ জগমনমোহন, বিহরই, ভৈল কলপ সম রাতি॥ ১৪২

কেদার।

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ॥ ও বর মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশবাণ॥ রাধা মাধব মেলি। মূরতি মদন রস কেলি॥ ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম যূথী রসাল॥ ও নব পদুমিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ॥ ও মুখ চাঁদ উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর॥ অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ। গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ॥ ১৪৩

বিহাগড়া।

নন্দ-নন্দন, সঙ্গে মোহন, নওল গোকুল-কামিনী। তপন-নন্দিনী, তীরে তালবনি, ভুবনমোহন লাবণী॥ তা থৈয়া তা থৈয়া, বাজে পাখোয়াজ, মুখর কঙ্কণ কিঙ্কিণী। বিলাসে গোবিন্দ, প্রেম-আনন্দ, সঙ্গে নব নব রঙ্গিণী॥ চারু বিচিত্র, দুহুঁক অম্বর, পবনে অঞ্চল দোলনি। দুহুঁ কলেবর, ভয়ল শ্রমজল, মতি মরকত হেম মণি॥ উরু বিলোলী, বাজত কিঙ্কিণী, নূপুর ধ্বনি সঙ্গিয়া। গীম দোলনি, নয়ন নাচনি, সঙ্গে রসবতী রঙ্গিয়া॥ রাসে মাধব, বিবিধ বিলসই, সঙ্গে রঙ্গিণী মাতিয়া। নীল দরপণ, শ্যাম মুরতি, হেরত গোবিন্দ হাসিয়া॥ ১৪৪

নাটিকা।

শ্যামের রঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গিম, ললিত ত্রিভঙ্গিমধারী। ভাঙ বিভঙ্গিম, রঙ্গিম চাহনি, রঙ্গিম নয়ন নেহারি॥ রসবতী সঙ্গে রসিকবর রায়। অপরূপ রাস, কলা-রসে, কত মনমথ মুরছায়॥ কুসুমিত কেলি, কদম্ব কদম্বক, সুরভিত শীতল ছায়। বান্ধুলী বন্ধুর, মধুর অধরে ধরি, মোহন মুরলী বাজায়॥ কামিনী কোটি, নয়ন নীল উতপল, পরিপুরিত মুখ চন্দ। গোবিন্দ-দাস কহ ও পুনরূপ নহে, জগমানস শশ-ফন্দ॥ ১৪৫

কল্যাণী।

নীরদ নীল নয়ন, নীরজ নিন্দিত, বঙ্ক নেহারনি ছন্দ। নিরখিতে নিয়ড়ে, শিত-স্বনী নিচোল, নিকশত নীবি নীবিবন্ধ॥ নাচত নন্দ-নন্দন নটরাজ। নাগরী নারী,

নগরী নবনাগরী, নিরুপম নাটিনী সমাজ॥ নাগরী-মাহমন্দিনী-নদী নিকট, নীপ নিকুঞ্জ নিবাসী। নিতি তব যৌবনী, নিধুবনালঙ্কৃত, নিভৃত নিনাদন বাঁশী॥ নামহি নারী নিকেতনে নারহুঁ নৌতুন লেহ বিলাস। নিন্দহি নিজ জন নাহ না হেরয়ে, নিরমিত গোবিন্দদাস॥ ১৪৬

কেদার॥

বহন বারিদ, বরণ বন্ধুর, বিজুরী বিলাসিত। বিকচ বান্ধুলী, বলিত বারিজ, বদন বিম্ব বিকাশ॥ বিহরিত বৃন্দাবনে বনমালী। বেঢ়ল ব্রজবধূবৃন্দ বিমোহিত বোলত বলি বলিহারি॥ বকুল রঞ্জন বল্লী বলয়িত, বিলোল বর্হাবতংস। বিমল ভূষণ বেশ বাসিত বেকত, বাওত বংশ॥ বিষদ বারণ, বাহু বৈভব, বলয় বন্ধ নিবন্ধ। বিবিধ বৈদগধি বচন বিরচন, বিবশ দাস গোবিন্দ॥

সারঙ্গ।

কুসুমিত কুঞ্জ, কলপতরু কানন, মণিময় মন্দির মাঝ। রাসবিলাস কলা উৎকণ্ঠিত, মনোমোহন নটরাজ॥ গিরিবরকন্দরে সুন্দর শ্যাম। মোতিম হার বিরাজিত কণ্ঠপর, কুঞ্জরগতি অনুপাম॥ বহুবিধ বৈদগধি, বিনোদ বিশারদ, বেণু বোলায়ত মন্দ। কুঞ্জর-গমনী, রমণী ধাওত বিগলিত নীবি নীবিবন্ধ॥ কামিনীকর কিশলয় বলয়াঙ্কিত রাতুল পদ-অরবিন্দ। রায় বসন্ত, মধুপ অমিসঞ্চিত, নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥ ১৪৮

অক্ষক্রীড়া।

বরাড়ী।

বৃকভানু-নন্দিনী, নন্দ নন্দন, রতন মন্দির মাঝ রে। কেলি কুঞ্জ তীরে শোভিত কানন, কল্পদ্রুম ছাহ রে॥ নীপ তরুবরে, পল্লব ফুলভরে, পরশবহাবনীচ রে। যূথি মালতী, কমল মাধবীক, বহই মন্দ সমীর রে॥ মাতল অলিকুল, শারী শুক পিক, নাচত অনুক্ষণ মোর রে। রাই কানু দুহুঁ, দ্যূত খেলত, হারি রাখত হার রে॥ চৌদিকে বেঢ়ল, ললিতা সখীগণ, বসন ভূষণ সাজ রে। যৈছন জলধরে, উদিত সুধাকরে, শোভিত উড়ুগণ মাঝ রে॥ রাই যব ধরি, জিতই লাগল, দশ বা পঞ্চ বলি ডাকই রে। কতহুঁ রতিপতি, উদিত ভৈ গেল, হেরি আকুল কান রে॥ শ্যাম চঞ্চল, করই চুম্বন, করহি কারত গোরী রে। রোখ লোচন, কমল মানুমন, ভঙ্গীক জলচরী রে। রাই জিতল, হঠল মাধব, ধরল রামাঙ্গি হার রে। রোখে রাই পুন, হার ধরি রহুঁ, ছিঁড়ে দুহুঁক মাল রে॥ মদন কলহে দুহুঁ কত ভঙ্গী করতহি, হেরি সখীগণ হাস রে। পুনহি খেলত, হার ধরি রহুঁ, বদত গোবিন্দদাস রে॥ ১৪৯

বাসন্তী-লীলা।

বসন্ত।

শিশিরক অন্তরে আও রে বসন্ত। ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥ শ্রীবৃন্দাবন পুলিনক রঙ্গ। ভোরল মধুকর কুসুমক সঙ্গ॥ নব নব পল্লবে শোভিত ডাল। শারী শুক পিক গাওয়ে রসাল॥ তঁহি সব রঙ্গিণী মিলি এক সঙ্গে॥ ভেটল নাগরী নাগর রঙ্গে॥ বিহরই কাননে যুগলকিশোর। নাচত গাওত রঙ্গিণী জোড়॥ বাজত গাওত কত কত তান। গোবিন্দদাস অবধি নাহি পান॥ ১৫০

বসন্ত।

ঋতুপতি বিহরই নাগর শ্যাম॥ রাধা রঙ্গিণী সঙ্গিনী বাম॥ চুয়া চন্দন পরিমল কুঙ্কুম, ফাগুরঙ্গে সব অঙ্গ ভরি। মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ, যুবতীযূথ শত গাওত ঝুমরি॥ কেহু অম্বর ধর, কেহু ধরু হার, কেহু তনু পরশিয়া রহিলহি ভোরি। কেহু লেই মুরলী, কেহু লেই মৃদঙ্গ, দূরেহি দূরে গেও গাওত হোরি॥ ডম্বক রবাব, উপাঙ্গ পাখোয়াজ, করতল তাল সুমেলি করি। গোবিন্দদাস পহু, নটবর শেখর, নাচত গাওত তাল ধরি॥১৫১

বসন্ত।

খেলত ফাগু বৃন্দাবনচাঁদ। ঋতুপতি মনমথ মনমথ ছাদ॥ সুন্দরীগণ কর মণ্ডলী মাঝ। রঙ্গিণী প্রেমতরঙ্গিণী সাজ॥ আগু ফাগু দেই নাগরী নয়ানে। অবসরে নাগর চুম্বই বয়ানে॥ চকিতে চন্দ্রমুখী সহচরী গহনে। ধাই ধরল গিরিধারীক বসনে॥ তরল-নয়ানী তুরিতে এক যাই। কর সঞে কাড়ি মুরলী লই ধাই॥ ঘন করতালি ভালি ভালি বোল। হো হো হরি তুমুল উতরোল॥ অরুণ তরুণ তরু, অরুণহি ধরণী। স্থল জলচর সব ভেল এক বরণী॥ অরুণহি নীরে অরুণ অরবিন্দ। অরুণ হৃদয়ে ভেল দাস গোবিন্দ॥ ১৫২

বসন্ত।

নটবর ভঙ্গী, ফাগু রঙ্গী, নাগর অভিনব নাগরী সঙ্গ। ঋতু ঋতুপতি গীতি, চিত উমতায়ল, হেরি বৃন্দাবন বৃন্দাবন-রঙ্গ॥ ফাগুয়া খেলত নওলকিশোর। রাধারমণ রমণীমনোচর॥ সুন্দরীবৃন্দ, করে করমণ্ডিত, মণ্ডলি মণ্ডলি মাঝহি মাঝ। নাচত নারীগণ, ঘন পরিরম্ভণ, চুম্বল লুবধল নটবর রাজ॥ কানু পরশ রসে, অবশ রমণীগণ, অঙ্গে অঙ্গ মিলি কাঁপি রহুঁ। পূরল সবহু মনোরথ মনোভব, মোহন গোবিন্দদাস পহুঁ॥ ১৫৩

বসন্ত।

ফাগু খেলত নব নাগর রায়। রাধারঙ্গিণী বহুবিধ গায়॥ হাসি হাসি সুন্দরী মন্মথরঙ্গে। ফাগু লেই ডারিয়ে নাগর

অঙ্গে॥ রসে ধস ধস তনু আধ আধ হেরি। চুয়া চন্দন দেই বেরি বেরি॥ চপল নাগর কুচ পরশল থোরি। চমকি চমকি মুখ রহলিহুঁ গোরী॥ ফাগু দেওল হরি লোচনে জোড়। মুদল ধনী দুহুঁ লোচন চকোর॥ অধরহি চুম্বন করু কত কান। গোবিন্দদাস দুহুঁক গুণগান॥ ১৫৪

বসন্ত।

তরু তরু নব কিশলয় বন লাগি। কুসুম ভরে কত অবনত শাখী॥ তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল। কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করু রোল॥ অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ। ষড়ু ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥ বিকশিত কুবলয় কমল কাদম্ব। মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব॥ কাঁহা কাঁহা সারস হংসী নিশান। কাঁহা কাঁহা দাতুরি উনমত গান॥ কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ ফুর। কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে চকোর॥ গোবিন্দদাস কহ অপরূপ ভাঁতি। চৌদিকে বেড়ল কুসুমক পাঁতি॥ ১৫৫

শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপ।

জয়জয়ন্তী।

মুদির মরকত, মধুর মুরতি, মুগধ মোহন ছাঁদে। মল্লিকা মালতী, মালে মধুকর, মত্ত মনমথ কাঁদে॥ শ্যামসুন্দর, সুখড় শেখর, শরদ শশধর হাস। সঙ্গে সবরস, সুবেশ সমবয়, সতত সুখময় ভাষ॥ চিকণ চাঁচর, চিকুর চুম্বিত, চারু চন্দ্রক পাঁতি। চপলা চমকিত, চকিত চাহনী, চিত চোরক ভাঁতি॥ গৌর গৈরিক, গোরজ গোরোচণ, গোরস গরবিত বাস। গোপ গোপন, গরিম গুণগণ, গাওত গোবিন্দদাস॥ ১৫৬

সুহই।

জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ। ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ॥ উজল জলধর শ্যামর অঙ্গ। হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥ মুরতি মদন ধনু ভাঙ বিভঙ্গ। বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ॥ চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড। টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥ সুখই সুধাময় মুরলী বিলাস। জগজন মোহন মধুরিম হাস॥ অবনী বিলম্বিত বনে বনমালা। মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল॥ তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ১৫২

শ্রীরাগ।

সুরপতি ধনু কি শিখণ্ডস চূড়ে। মালতী ঝুরই বলাকিনী উড়ে॥ ভালকি ঝাঁপল বিধু আধ খণ্ড। করিবর কর কিয়ে ও ভুজ দণ্ড॥ ও কি শ্যাম নটরাজ। জলদ কলপতরু তরুণী সমাজ॥ কর কিশলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ। মুরলী খুরলী কিয়ে চাতক ভাষ॥ হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ। হার কি তারক দ্যোতিক ছন্দ॥ পদতলে থলকি কমল ঘন রাগ। তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥ গোবিন্দদাস

কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত ॥ ১৫৮

শ্রীরাগ।

অভিনব নীল জলদ তনু ঢর ঢর, পুচ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে। কাঞ্চন বসন, রতন ময় আভরণ, নূপুর রুণু ঝুনু বাজনি রে॥ জয় জয় জগজন লোচন ফাঁদ। রাধারমণ বৃন্দাবন চাঁদ॥ ইন্দীবর যুগ, লোচন সুভগ, চঞ্চল অঞ্চল কুসুম শরে। অবিচলকুল, রমণীগণ মানস, জর জর অন্তর প্রেমভরে॥ বনি বনমালা, আজানু-লম্বিত, পরিমলে অলিকুল মাতি রহুঁ। বিম্বাধর পর, মোহন মুরলী, গায়ত গোবিন্দ-দাস পহুঁ॥ ১৫৯

বেলোয়ার।

অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জির, আধপদ চলনি রসাল। কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন বলিত ললিত বনমাল॥ ধনি ধনি মদন মোহনিয়া। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম, রঙ্গিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া॥ মাঝহি ক্ষীণ পীনউর অম্বর প্রান্তর অরুণ-কিরণ মণিরাজ। কুঞ্জর করভ, করহি কর বন্ধন, মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥ অধর সুরঙ্গিনী, মুরলী তরঙ্গিণী, বিগলিত রঙ্গিণী হৃদয় দুকূল। মাতল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি, উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল মূল॥ গোরোচন তিলক চূড়ে, বালচন্দ্র বেঢ়ল রমণীমন মধুকর মাল। গোবিন্দ দাসের, চিতে নিতি বিহর, নাগরবর তরুণ তমাল॥

বেলোয়ার।

কুবলয় নীলরতন, দলিতাঞ্জন, মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ। কুঞ্চিত কেশ, খচিত শিখী চন্দ্রক, অলকা তিলকা, ললিতানন চাঁদ॥ আয়ত রে নব নাগর কান। ভাবিনী ভাব, বিভাবিত অন্তর, দিন রজনী নাহি জানত আন॥ মধুরাধরপর, হাসি অতি মনোহর, তঁহি অতি সুমধুর মুরলী বিরাজে। ভাঙ বিভঙ্গিম, কুটিল নেহারই, কুলবতী উমতি দূরে রহুঁ লাজে॥ গজপতি ভাতি, গমন অতি মন্থর, মণি মঞ্জীর রাজত রুণু ঝুণিয়া। হেরইতে কতহি, মনোমথ, মুরছই, গোবিন্দদাস কহে ধনি ধনিয়া॥ ১৬১

বেলোয়ার।

অঞ্জন গঞ্জন, জগজন রঞ্জন, জলদপুঞ্জ জিনি বরণ। তরুণারুণ, থল কমল দলারুণ, মঞ্জীর রঞ্জিত চরণ॥ দেখি সখি নাগর-রাজ বিরাজে। সুধই সুধারস হাস বিক-শিত, হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে॥ ইন্দীবরক গরববিমোচন, লোচন মনমথ ফাঁদে। ভাঙ ভুজগ পাশে, বাঁধল কুলবতী, কুলদেবতা মন কাঁদে॥ ভ্রমর করম্বিত, আজানুলম্বিত, কেলি কদম্বক মাল। গোবিন্দদাসচিতে, নিতি নিতি বিহরত, ঐছন মুরতি রসাল॥ ১৬২

সারঙ্গ।

মরকত মঞ্জু মুকুর, মুখমণ্ডল, মুখরিত মুরলী সুতান। শুনি পশু পাখী, শাখিকুল পুলকিত, কালিন্দী বহয়ে উজান॥ কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ। কামিনী মনহি, মুরতি-ময় মনসিজ, জগজন নয়ন আনন্দ॥ তনু অনুলেপন, ঘন সার চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক। অলিকুল চুম্বিত, অবনী বিলম্বিত, বনি বনমাল বিটঙ্ক॥ অতি কোমল, চরণ-তল শীতল, জীতল শরদরবিন্দ। কত কত ভকত, মধুপ আনন্দিত, বঞ্চিত দাস-গোবিন্দ॥ ১৬৩

মায়ুর।

কুবলয় কন্দর, কুসুম কলেবর, কালিম কান্তি কলোল। কোমল কেলি, কদম্ব কর্ম্বিত, কুণ্ডল কান্তি কপোল॥ জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ। কালিয় কেশী, কংস করী কর্ষণ, কেশর কুঞ্চিত কেশ॥ কুল বনিত-কুচ কুঙ্কুমাঙ্কিত, কুসুমিত কুন্তল বন্ধ। কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়, কৌতুক কন্দন কন্দ॥ কমলা কেলি, কলপতরু কামদ, কমনীয় কটি করীন্দ্র। কৃপণ কৃপাকর, কলিকলুষাঙ্কুশ, কহ কবি দাসগোবিন্দ॥ ১৬৪

মল্লার।

কুটিল কুন্তল, কুসুম কাহনি, কান্তি কুবলয় ভাস রে। কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী, কুন্দ কোরক হাস রে॥ কালিন্দী কূল, কদম্ব কাননে, কুঞ্জে কুঞ্জ রাজ রে। কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঙ্কিত, কাম কোটি বিরাজ রে॥ কনক কিঙ্কিণী, কঙ্কণাঙ্গদ, কুণ্ডলাকৃতি অংস রে। কেকী কোকিল, কণ্ঠ কণ্ঠক, কাকলী কৃত বংশ রে॥ কেশরী কটি, কম্বু কণ্ঠক কুন্দ কেশর দান রে। কলিকাল কালিয়, কাল কম্পিত, দাস গোবিন্দ নাম রে॥ ১৬৫

সুহই।

অভিনব জলধর অঙ্গ। হেলন কলপ-তরু ললিত ত্রিভঙ্গ॥ চূড়ার উপরে শোভে ময়ূর শিখণ্ড। ঝলমল কুণ্ডল টলটল গণ্ড॥ কামের কামান জিনি ভাঙ বিভঙ্গ। বিষম কুসুম শর নয়ন তরঙ্গ॥ তরুণ অরুণ জিনি চরণারবিন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ১৬৬

মায়ুর।

কুন্দন কুসুম সুকোমল কাঁতি। মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি। আকুল অলিকুল বকুল কি মাল। চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥ মদনমোহন মুরতি কান। হেরি উনমতি যুবতী পরাণ॥ ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর। নাসা উন্নত মোতিম জোড়॥ বঙ্কিম গীম অমিয় মিঠ বোল। কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥ মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ। পীত নিচোল তাহি পর সাজ॥ অরুণ চরণে বাণ মঞ্জীর

বাওয়ে। গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥ ১৭

নট নারায়ণ।

নব নীরদ তনু, তড়িত লতা অনু, পীত পতনি বনি ভাল। মালতী বকুল, বলিত অতি আকুল, যোজি মিলিত বনমাল॥ পেখনু কালিন্দী-কুল-বিলাসী। হেরি কলপতরু, তরুণীমোহন, বাওয়ে বিনোদিয়া বাঁশী॥ মণিময় আভরণ, নূপুর রণঝন, মদন মন্থর গতি ভাঁতি। গীম বিভঙ্গিম, নয়ন তরঙ্গিম, কত কুলবতী মতি মাতি॥ কমল নীত, চরণ কমল মধু, পাওয়ে সোই সুজান। রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ, গোবিন্দদাস অনুমান॥ ১৬৮

কামোদ।

নন্দ-নন্দন, চন্দ চন্দনগন্ধ নিন্দিত অঙ্গ। জলদ সুন্দর, কম্বু কন্দর নিন্দিত সুন্দর ভঙ্গ॥ প্রেম আকুল, গোপ গোকুল, কুল-কামিনী কন্ত। কুসুম রঞ্জন, মঞ্জুল গঞ্জন, কুঞ্জ মন্দির সন্ত॥ গণ্ডমণ্ডল, বলিত কুণ্ডল, উড়ে চূড়ে শিখণ্ড। কেলি তাণ্ডব-তাল পণ্ডিত, বহু দণ্ডিত দণ্ড॥ কঞ্জ লোচন, কলুষ মোচন, শ্রবণ রোচন ভাষ অমল কোমল, চরণ কিশলয়, নিলয় গোবিন্দদাস॥ ১৬৯

শ্রীরাগ।

তনু ঘন মঞ্জন, জনু দলিতাঞ্জন, কুঞ্জ নয়নী নয়ন দলিতাঞ্জন। নন্দ সুনন্দন ভুবন আনন্দন, নাগরী নারী হৃদয় ঘন চন্দন॥ লোচন খঞ্জন, অপজন রঞ্জন, কুল-বতী যুবতী করত ভয় ভঞ্জন। গোবিন্দদাস ভণ, রসিক রসায়ন, রসময় ভূপতি রূপ নারায়ণ॥ ১৭০

সিন্ধুড়া।

চাঁচর চিকুরে চূড়ে মণি চন্দ্রক, গুঞ্জ মঞ্জুলমাল। পল্লিমলে মিলিত ভ্রমরীকুল আকুল, সুন্দর বকুল গুলাল॥ নিকে বনি আওয়ে হো নন্দদুলাল। মন্মথ মনন, ভাও যুগ ভঙ্গিম, কুবলয় নয়ন বিশাল॥ বিম্বাধর পরি, মোহন মুরলী, পঞ্চম রসহুঁ রসাল। গোবিন্দদাস পঁহু, নটবর শেখর, শ্যাম তরুণ তমাল॥ ১৭১

মায়ুর।

মুখরিত মুরলী, মিলিত মুখ মোদমে, মরকত মুকুর দৈলান। মানিনী মান, মথন মুচুকায়লি, মুনিমানস মুরছান॥ মারি মোহন মূরতি মুরারি। মনইতে মরমে, মনোরথ মাধুরী, মনমথ মনমথ মারি॥ মুকু-লিত মল্লী মধুর মধু মাধুরী মালতী মঞ্জুল মাল। মন্দ মকরন্দ, মুদিত মত্ত মধুকর, মণ্ডিত মৌকলি মন্দার॥ মাধহি মোড়, মদ মন্থর, মণিমণ্ডল মন মাম। মঞ্জু

মঞ্জীর, মহিমা মহিমাময়, দাস গোবিন্দ গুণ গান॥ ১৭২

সারঙ্গ।

কুন্দন কনক কলিত কর কঙ্কণ, কালিন্দীকূল বিহারী। কুঞ্চিত কেশ, কনচ কুসুমাকুল, কুলকামিনী করধারী। জয় জয় জগজীবন যদুবীর। জলধর জ্যোতিঃ, জিতি যছু যৌবন, যুবতীযূথ অথির॥ পদ্মিনী পানি, পরশে পুলকান্বিত, পরিজন প্রেম পসারি। পহিরণ পীত, পতনি পতিতাকুল, পদপঙ্কজ পরচারি॥ রমণীরমণ, রতন রুচিরানন, রতি রঞ্জিত রস বাস। রসনা রোচন, রসিক রসায়ন, রচয়তি গোবিন্দ-দাস॥ ১৭৩

তুড়ী।

শ্যাম সুধাকর ভুবনমনোহর। রঙ্গিণী মোহন ভঙ্গী নটবর॥ সজল জলদ তনু ঘন রসময় জনু। রূপে জীতল কত কোটি কুসুম ধনু॥ থল-কমলদল অরুণ চরণ তল। নখমণি রঞ্জিত মঞ্জু মঞ্জীর কল॥ প্রেমভরে অন্তর গতি অতি মন্থর। অধরে মুরলী ধ্বনি মন্মথ মন্থর॥ অভিনব মাধব গুণমণি সাগর। গোবিন্দদাস চিতে নিতি নিতি জাগর॥ ১৭৪

রাধারমণ, রমণীমোহন, বৃন্দাবন বন-দেব। অভিনব রাস, রসিক বর নাগর, নাগরীগণ সেব॥ ব্রজপতি দম্পতী, হৃদয় আনন্দন, নন্দন নব ঘন শ্যাম। নন্দীশ্বর পুর, পুরট পটাম্বর, রামানুজ গুণধাম॥ গোবর্দ্ধন ধর, ধরণী সুধাকর, মুখরিত মোহন বংশ। দাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর, চন্দন চারু অবতংস॥ কালিয়দমন, গমন জিতি কুঞ্জর, কুঞ্জর শিতি রতি রঙ্গ। গোবিন্দ-দাসের, হৃদয় মণিমন্দির, অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ॥ ১৭৫

কামোদ।

মুখমণ্ডল জিতি, শরদ সুধাকর, তনু রুচি তরুণ তমাল। চূড়া চারু, শিখণ্ডক মণ্ডিত, মালতী মধুকর মাল॥ ধনি ধনি বনি নব নগর কান। রহই ত্রিভঙ্গ, ভুবন-মনোমোহন, মধুর মুরলী করু গান॥ টল মল অলক, তিলক ঝল ঝলকৈ, ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান। কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন, বিষম কুসুম-শর বাণ॥ বান্ধুলি বন্ধু অধরে মধু মাখল, মধুর মধুর মৃদু হাস। যছু আমোদ, মদন মদ মন্থর, ভণ-তহি গোবিন্দদাস॥ ১৭৬

শ্রীমতী কিশোরীর রূপ।

গৌরী।

সুন্দরী রাধা আও রে বনি। ব্রজ-রমণীগণ মুকুটমণি॥ কুঞ্জরগামিনী মোতিম-দামিনী, শ্যামনিহারিণী চমকানি রে। আভরণ ভারিণী, নব অনুরাগিণী, রস

আবেশিনী তরঙ্গিণী রে॥ অঙ্গ তরঙ্গিণী, অধর সুরঙ্গিণী, সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে। কুঞ্চিত কেশিনী, নিরুপম বেশিনী, রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে॥ নব অনুরাগিণী, নিখিল সোহাগিনী, পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে। রাসবিহারিণী, হাসবিকাশিনী, গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে॥ ১৭৭

কামোদ।

ইন্দু অমিঞা, বয়ান আগোরল, ভাঙ তিমির ঘন ঘোর। কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর, ধাবই নয়ান চকোর॥ নাসা শিখর, উপরে পুন উদিত, সিন্দুর ভাঙ উজোর। অহর্নিশ বদনকমল, তেঞি বিকশিত, শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥ অরুণ কিরণ পুনঃ, অধর হেরি হেরি, হারত রঙ্গিণী কুলে। কুচ যুগ কোক, শোক নাহি জানত, গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥ ১৭৮

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

মুরতি শিঙ্গারিণী, রাসবিহারিণী, মণিময় ভূষণ ভূষিতা অঙ্গী। মধুরিম হাসনি, রসময় ভাষণী, দশন কিরণমণি মোতিম রঙ্গী॥ জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরি। গোরোচন রুচি চোরণ গোরী॥ চকিত খঞ্জন, গতি জিনি লোচন, মনমথ মনোহত ভাঁতি। নাচত রঙ্গিণী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী, কলিয় দমন মদন মদে মাতি॥ শ্যাম মনোহর, মনমথ কুঞ্জর, কুচ কনকাচল বিহ-রত দেখি। নীল নিচোল, ঝাঁপি তাহা বাঁধল, গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি॥ ১৭৯

সিন্ধুড়া।

শরদ সুধাকর, মণ্ডন মণ্ডন, খণ্ডন বদন বিকাশ। অধরে মিলায়ত, শ্যামমনোহর, চিত চোরায়লি হাস॥ আজু বনি শ্যাম-বিনোদিনী রাই। তনু তনু অতনু, ধৃত শত সেবিত, লাবনী রমণী না যাই॥ কবরী বকুল ফুল, আকুল অলিকুল, মধু পীবি পীবি উতরোল। সকল অলঙ্কৃত, কনক ঝঙ্কৃত, কিঙ্কিণী রণরণি বোল॥ পদ পঙ্কজ'পরি মণিময় নূপুর রণঝন খঞ্জন ভায। মদন মুকুর জনু নখমনি দরপণ, নিছনি গোবিন্দদাস॥ ১৮০

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন, রুচির কলেবর, লাবণী অবনী বরণী না হোই। নিরমল বদন, হাস রস পরিমল, মলিন সুধাকর অম্বরে রোই॥ আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই। সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই॥ লোল অলকা তিলকাবলী রঞ্জিত, সীঁথ কাঞ্চন কমল উজোর। লোচন মধুকরী চল তঁহি ফিরি ফিরি, শ্রুতিকুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর॥ শ্যামর চিত-চোর কুচ কোরক, নীল নিচোল কোরে করু বাদ। যাবক রঞ্জিত, অরুণ চরণতলে, জিউ নিরমঞ্ছল গোবিন্দদাস॥ ১৮১

জয়তি জয়, বৃষভানু-নন্দিনি, শ্যাম-মোহিনি রাধিকে। কনয়া শতবাণ, কান্তি কলেবর, কিরণে জিত কমলাধিকে॥ সহজই ভঙ্গী, বিজুরি কত জিনি, কাম কত শত মোহিতে। জিনিয়া ফণী, বনি বেণী লম্বিত, কবরী মালতী সহিতে॥ অঞ্জন গঞ্জন, নয়ন রঞ্জন, বদন কত ইন্দু নিন্দিতে। মন্দ আধ হাসি, কুন্দ পরকাশি, বিজুরী কত শত ঝলকিতে॥ রতন মন্দির, মাঝে সুন্দরী, বসনে আধ মুখ ঝাঁপিয়া। দাস গোবিন্দ, প্রেম-সাগরে, সোই চরণ সমাধিয়া॥ ১৮২

তুড়ী।

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী। মন মালতী মাল তাহি উপরি॥ দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী। কত উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী॥ ধনী সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনি। অলকা ঝলকো তঁহি নীলমণি॥ তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ পাতা। ভ্রূভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা॥ নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরাটা। তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা॥ তিল পুষ্প সম নাসা ললিতা। কনকাঁতি ভাঁতি ঝলকে মুকুতা॥ ধনী সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী। মধুরাধর পল্লব বিম্বু নখী॥ গলে মতিমহার সুরঙ্গ মালা। কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা॥ নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া। তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া॥ ক্ষীণ উপর পাশে শোভে ত্রিবলী। কটি কিঙ্কিণী, জানু হেম কদলী॥ পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা। মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা॥ নখচন্দ্রছটা ঝলকে অনুপম। হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম॥ ১৮৩

বেলোয়ার।

ধনি ধনি রাধা, আওয়ে বনি, ব্রজরঙ্গিণী-গণ মুকুটমণি। অধর সুরঙ্গিণী, রসিক-তরঙ্গিণী, রমণী-মুকুট-মণি বর তরুণী॥ ফুলধনু-সারিণী, পীনকুচ ভারিণী, কাঁচলী পর নীল-মণি-হারিণী। কনক সুদীপ মণি, বরণ বিজুরী জিনি, অতিশয় মাজা ক্ষীণী বসনা কিঙ্কিণী মণিমধুর ধ্বনি॥ গুরুয়া নিতম্বিনী, বিলোলিত-বরবেণী, উরু যুগ সুবলি, ছবি লাবণী। মরাল-গমনী ধনী, বৃষভানু-নৃপ-তনী, গোবিন্দদাস পহুঁ মনোমোহিনী॥১৮৪

নায়িকার পূর্ব্বরাগ।

বরাড়ী।

নিশসি নহারসি ফুটল কদম্ব। করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥ ক্ষণে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ। অবিরল পুলক মুকুল ভরু অঙ্গ॥ এ ধনি মোহে না কহ অরু ছন্দ। জানল ভেটলি শ্যামর চন্দ॥ ভাব কি গোপসি গোপত না রহই। মরমক বেদন বদনে সব কহই॥ যতনে নিবারসি নয়নক লোর। গদ গদ শবদে কহসি আধ বোল॥ আন ছলে অঙ্গ নয়ান ছলে পঙ্ক। সঘনে গতাগতি করসি একান্ত॥ দূরে রহু

গুরুজন গৌরব লাজ। গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ॥ ১৮৫

বিভাস।

চৌদিকে চকিত, নয়ানে যব হেরসি, ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ। বচনক ভাঁতি, বুঝই নাহি পারিয়ে, কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥ সুন্দরি কি কেল পরিচ্ছনে বাঁচি। শ্যাম সুনাগর, গুপত প্রেমধন, আনন্দ হিয়া মাহা সাচি॥ এ তুয়া হাস, মরমক পরকাশই, প্রতি অঙ্গ ভঙ্গিম সাখি। গা ঠিক হেম, বদন মাহা ঝলকই, এতদিনে পেখনু আঁখি॥ গহন মনোরথে, পন্থ নেহারসি, জিতলি মনমথ-রাজ। গোবিন্দদাস. কহই ধনি বিরমহ, মৌনহি বুঝনু কাজ॥১৮৬

বরাড়ী।

মধুর মধুর তুয়া রূপ। জগজন লোচনে অমিয়া স্বরূপ॥ রূপ চাহি গুণ নহ ঊন সো তনু তেজবি কাহে মহী করি শূন॥ সুন্দরি মোহে না কর আন ছন্দ। হাম বলি জাও তুয়া মুখচন্দ। তবহুঁ সফল দিন মোর। রাই শুতব যব কানুক কোর। হাম পৈঠব কালিন্দী বারি। তবহি পুর মনোরথ তোহারি॥ যতন করব হাম সোই কানু যৈছে তুয়া বশ হোই। গোবিন্দ দাস ভালে জান। কানুক জলত পরাণ॥

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল, জলদ তনু শোহন, মোহত অভয় চরণ সাজ। অরুণ নয়ন গতি বিজুরী চমক জিতি, দগধল কুলবতী লাজ॥ সজনি যাইতে পেখনু কান। তব-ধরি জগভরি, ভরল কুসুম-শর, নয়নে না হেরিয়ে আন॥ মধু মুখ দরশি, বিহসি তনু মোড়ই, বিগলিত মোহন বংশ। না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল, কিশলয় দলে করু দংশ॥ অতএ সে মধু মন, জল-তঁহি অনুখণ, দোলত চপল পরাণ। গোবিন্দদাস, মিলই আশোয়াসনু, অবহু না মিলল কান॥ ১৮৮

ধানশী।

চূড়ক চূড়, ময়ুর শিখণ্ডক, মণ্ডিত মালতী মালে। সৌরভে উনমত, ভ্রমরা ভ্রমরী কত, চৌদিশে করত ঝঙ্কারে॥ সজনি কো কহে কাম অনঙ্গ। কেলি কদম্বতলে, সো রতিনায়ক, পেখনু নটবর ভঙ্গ॥ কংহুঁ বিষম শর, নয়ন তূণভর, সঙ্করু ভাঙ কামানে। নাগরী নারী, মরম মাহা হানই, লখই না পারই আনে॥ শ্রুতিমূলে চঞ্চল, মণিময় কুণ্ডল, দোলত মকর আকার। গোবিন্দদাস, অতএ অনুমানল, মদন-মোহন অবতার॥ ১৮৯

ধানশী।

সজনি মরণ মানিয়ে বহুভাগি। কুল-বতী পরপুরুখে, ভেল আরতি, জীবনে

কিয়ে মুখলাগি॥ পহিলে শুনমু হাম, শ্যাম দুই আখর, তৈখনে মন চুরি কেল না জানিয়ে কো ঐছে, মুরলী আলাপই চমকই শ্রুতি হরি নেল॥ না জানিয়ে কো অছু, পটে দরশাওলি, নব জলধর জিনি কাঁতি। চকিত হইয়া হাম, যাঁহা যাঁহা যাইয়ে, তাঁহা তাঁহা বোধয়ে মাতি॥ গোবিন্দদাস, কহয়ে শুন সুন্দরি, অতএ করহ বিশোয়াস। যাকর নাম, মুরলীরব তাকর, পটে ভেল সো পরকাশ॥ ১৯০

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়। ঈষৎ হাসির, তরঙ্গহিল্লোলে মদন মুরছা পায়॥ কিবা সে নাগর, কি খণে দেখিনু, ধৈরয রহল দূরে। নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল, কেন বা সদাই ঝুরে॥ হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়। নয়ানকটাক্ষে, বিষম বিশিখে, পরাণ বাঁধিতে ধায়॥ মালতী ফুলের, মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥ কপালে চন্দন, ফোঁটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে। না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাধল, না কহি লোকের লাজে॥ এমন কঠিন, নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়॥ না জানি কি জানি, হয় পরিণাম. দাস গোবিন্দ কয়॥

গান্ধার।

মরকত দরপণ বরণ উজোর। হেরইতে প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ আগোর॥ না বুঝল কি কয়ল অরুণ নয়ান। অতএ হানল কুসুম-শর বাণ॥ এসখি কাহে ভেটমু নন্দ-নন্দন। মন্দির গহন দহন ভেল চন্দ॥ ... দক্ষিণ পবন ভেল বাম। সহই না পারিয়ে হিমকর নাম॥ সহচরি শেজ কমল দল-পাতি। কুলবতী যুবতী লেউ নিজ সাথি॥ তাঁহি রহল লোচন মন লাগি। ধৈরয লাজ দুহুঁ গেল ভাগি॥ কি ফল এখন বিকল পরাণ। গোবিন্দদাস কহে মিলব কান॥ ১৯২

ধানশী।

সজল জলধর, অঙ্গ মনোহর, ইটায় চাহিল নহে। ঈষৎ হাসিয়া, মনের আকুতে অরুণ নয়নে চাহে॥ কি আজ পেখনু, বর বিনোদ নাগর, কেলি কদম্বের তলে। রূপ নিরখিতে, আঁখির লাজ, ভাসল আনন্দ জলে॥ বকুল মালা দিয়া, কুন্তল টানিয়া, ময়ূর পুচ্ছের ছাঁদে। রঙ্গিণী লোচন, খঞ্জন বাঁধিতে, পাতিল বিষম ফাঁদে॥ মকর কুণ্ডল সঙ্গে, অনঙ্গ দোলে গণ্ডে, দরপণ ভাণে। ভালে সে মদন, দেখি তাহে প্রতিবিম্বিত, গোবিন্দদাস অনুমানে॥ ১৯৩

শ্রীরাগ।

নীলরতন কিয়ে নবঘন ঘটা। লখিলে লখিল নহে সে না অঙ্গের ছটা॥ কদম্বের

তলে সোই শ্যাম চিকণিয়া। রূপ দেখি আইনু জাতি কুল মজাইয়া॥ চূড়ার উপরে নও ময়ূরের পাখা। মদন মহেন্দ্র ধনু কিবা দিল দেখা॥ বদনকমল কিয়ে পূর্ণমিক চাঁদ। অধর বাঁধুলি কিয়ে কিশলয় ছাঁদ॥ তাহে অতি সুমধুর মুরলী গানে। ভুলল আঁখির লাজ সমাইল কাণে॥ নয়ান যুগল কিয়ে মত্ত অলিরাজ। অলখিতে দংশয়ে যুবতী হিয়া মাঝ॥ গোবিন্দদাস কহে সেন দিঠি বিষে। না পীলে অধরসুধা কেবা জীয়ে আশে॥১৯৪

নায়ক—পূর্ব্বরাগ।

গান্ধার বা ধানশী।

নিরমল বদন, কমলবর মাধুরী, হেরইতে ভৈ গেনু ভোর। অলখিতে রঙ্গিণী, শাও ভুজঙ্গিনী, মরমহি দংশল মোর॥ সজনি যব-ধরি পেখনু রাই। মদন-মহোদধি, নিমগন মঝু মন, আকুল না পাই॥ বাঙ্কিম হাসি, বিলোকন অঞ্চলে, মঝু পর যো দিঠি দেল কিয়ে অনুরাগিণী, কিয়ে বিরাগিণী, বুঝইতে সংশয় ভেল॥ মরমক বেদন, মরমহি জানত, সদয় হৃদয় তহি যাই। গোবিন্দদাস কহ, নিতি নিতি নৌতুন, নাগর রসবতী রাই॥১৯৫

গান্ধার বা ধানশী।

কালিয়দমন দিন মাহ। কালিন্দীকূল কদম্বক ছাহ॥ কত শত ব্রজ নব বালা। পেখণু জনু থির বিজুরীমালা॥ তোঁহে কহু সুবল সাঙ্গাতি। তবধরি হাম না জানু দিবা রাতি॥ তহি ধনী মণি দুই চারি। তঁহি মনোমোহিনী এক নারী॥ সো রহ মঝু মনে পৈঠি। মনসিজ ধূমে ঘুম নাহি দিঠি। অনুখণ তঁহিক সমাধি। কো জানে কৈছন বিরহ বেয়াধি॥ দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা। গোবিন্দদাস কহ ঐছে নব লেহা॥

সুহই।

রতন মন্দির মাঝা, বৈঠল সুন্দরী, সখীসহ রস পরচার। হসইতে খসয়ে, কত যে মণি মোতিম, দশনকিরণ অবছায়॥ শুন সজনি কহইতে না রহে লাজ। সো বর নারী, হামারি মন-বারণ, বাঁধল কুচগিরি মাঝ॥ মঝু মুখ হেরি, ভরম ভরে সুন্দরী ঝাঁপই ঝাঁপল দেহা। কুটিল কটাক্ষ, বিশিখে তনু জর জর, জীবনে না বাঁধাই থেহা॥ করে কর যোড়ি, মোড়ি তনু সুন্দরী, মোহে হেরি সখী করু কোর। গোবিন্দদাস ভণ, ঐছে নন্দ নন্দন, দোলত মদন-হিলোর॥

বালাধানশী।

হেরইতে হেরি না হেরি। পুছইতে কহই না কহ পুন বেরি॥ চতুর সখী সঞে বসই। রস পরিহাসে হসই না হসই॥ পেখণু ব্রজ নব নারী। তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥ হৃদয় নয়ন গতি রীতে। সো কিয়ে আন নহত পরতীতে॥ ঐছন

হেরইতে গোরী। হঠ সঞে পৈঠল মন-মাহা মোরি॥ গোবিন্দদাস চিতে জাগ। চাঁদক লাগি সূরয উপরাগ ১৯৮

বালাধানশী।

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি। তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হোতি॥ যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই। তাঁহা তাঁহা থলকমলদল খলই॥ দেখ সখি কো ধনী সহচরী মেলি। আমারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥ যাঁহা যাঁহা ভাঙুর ভাঙ হিলোল। তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল॥ যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই। তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই॥ যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস। তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥ গোবিন্দ-দাস কহ মুগধল কান চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥ ১৯৯

ধানশী।

রতন মঞ্জীর ধনী, লাবনী সায়র, অধরহি বাঁধুলি রঙ্গ। দশন-কিরণ কত, দামিনী ঝলকত, হসইতে অমিঞা তরঙ্গ॥ সজনি যাইতে পেখনু রাই। মোহে হেরি সুন্দরী, ভরমহি চঞ্চল, চকিত চমকি চলি-যাই॥ পদ দুই চারি, চলই বর-নায়রী, রহিল নিমিখ শর জোড়ি। কুটিল কটাক্ষ কুসুম শর বরিখণে, সরবস লেয়ল মোড়ি॥ মঝু মন যশো গুণ, সুধী মতি ধাধস, লেই চলল সব বালা। গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব, জপতঁহি তুয়া গুণ মালা॥ ২০০

বরাড়ী।

সহচরী মেলি, চলল বর রঙ্গিণী, কালিন্দী করই সিনান। কাঞ্চন শিরীষ-কুসুম জিনি তনুরুচি, দিনকর কিরণে মৈলান॥ সজনি সো ধনী চিত চকোর। চোরিক পন্থ, ভোরি দরশাল, চঞ্চল নয়নক ওর॥ কোমল চরণ, চলত অতি মন্থর, উতপত বালুক বেল। হেরইতে হামারি, সজল দিঠি পঙ্কজে, দুহুঁ পাদুক করি নেল॥ চিত নয়ন মঝু, এ দুহুঁ চোরায়লি, শূন হৃদয়ে অবমান। মনমথ পাপ, দহনে তনু জারত, গোবিন্দদাস ভালে জান॥ ২০১

কামোদা।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল, ঐছন বদন সঞ্চারি। সরবস লেই, পালটি পুন বিছলি, রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥ হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা। নয়নক সাধ, আধ না পূরল, পালটি না হেরিনু রাধা॥ ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল, ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি। জনু মঝু মন হরি, কমলা কুম্ভ ভরি, রতহরি রাখত কত বেরি॥ যব মন বাঁধল, ইন্দ্রিয় কাঁপর, তঁহি মিলল আন আন। কাঠক মুরতি, ঐছে মুরছায়ত, গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ২০২

মায়ুর।

আজু মুঞি পেখণু রাই। দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল, বিরস না ভেল মুখচাই॥ গৌরবরণ তনু, নীল পট উড়ন, কুচযুগ কনয় কটোর। উরপর কুচক, হার বিরাজিত, যুবজন চিত চকোর॥ বিপুল নিতম্ব, জঘন অতি সুন্দর, কেশরী জিনি কটিদেশ। কমল চরণ যুগ, যাবক রঞ্জিত, জগজনমোহন বেশ॥ পিঠশ্রী পরে বেণী বিরাজিত জনু ফণী, চলতহি মণিধরিপাশে। বিদগধ নাগরী মঝু মন আকুল, মুরছল গোবিন্দদাসে॥ ২০৩

ধানশী।

যমুনা যাইতে পথে রসবতী রাই। দেখিয়া বিদরে হিয়া সোয়াস্তি না পাই॥ কিবা ক্ষণে আলো সখি দেখিনু তাহারে। সেরূপ লাবণ্য নয়ান উপরে॥ মেলিয়া দীঘল কেশ ফেলিয়া নিতম্বে। চলে বা না চলে ধনী রস অবলম্বে॥ তাহে মুখ মনোহর ঝলমল করে। কাম চামর করে পূর্ণ শশধরে॥ তহি শ্রমে বিরাজই ঘাম বিন্দু বিন্দু। মুকুতা ভূষিত জনু পুণমিক ইন্দু॥ ফুয়ল নীলিম বাস রহে আধ উরে। হেম গিরি মাঝে জনু নব জলধরে॥ উর আধপর দোলে মুকুতার হার। সুমেরু-শিখরে জনু সুরধুনী ধার॥ মঝু মন রহত কি করত সিনান। গোবিন্দদাস কহত পরমাণ॥ ২০৪

রূপোল্লাস।

(শ্রীরাধা উক্তি)

শ্রীরাগ।

চিকণ কালা, গলায় মালা, বাজন নূপুর পায়। চূড়ার ফুলে, ভ্রমর বুলে, তেরছ নয়ানে চায়॥ কালিন্দীর কূলে, কি পেখনু সই, ছলিয়া নাগর কান। ঘরকু চাইতে, নারিনু সই, আকুল করিল প্রাণ॥ চাঁদ ঝলমলি, ময়ূরের পাখ, চূড়ায় উড়য়ে যায়। ঈষৎ হাসিয়, মোহন বাঁশী, মধুর মধুর বায়॥ রসের ভরে, অঙ্গ না ধরে, কেলি কদম্বের হেলা। কুলবতী, সতী, যুবতী জনার, পরাণ লইয়া খেলা॥ শ্রীচরণে চঞ্চল, মকর কুণ্ডল পীধন পীয়ল বাস। রাঙা উতপল, চরণ যুগল, নিছনি গোবিন্দ-দাস॥ ২০৫

শ্রীরাগ।

ভালে সে চন্দন চাঁদ, কামিনীমোহন ফাঁদ, আঁধারে করিয়া আছে আলা। মেঘের উপরে কিবা সদাই উদয় করে নিশি দিশি শশী ষোল কলা॥ সোই কিবা সে নয়ান চাহনি। হাসির হিল্লোলে মোর পরাণ পুতলি দোলে দিতে চাই যৌবন নিছনি॥ কিবা সে চূড়ার ঠাট দশনখ চাঁদ নাট, অপরূপ বাঁশী বাজাইতে। হেরইতে সেই মুখ, মনে হয় যত সুখ, জীতে কি পারিয়ে পাসরিতে॥ কুল শীল যত ছিল, মনে লেগে সব গেল, দেখিয়া বারেক

সেইরূপ। গোবিন্দদাসের চিতে ঐছন লাগয়েগো নব অনুরাগের স্বরূপ॥ ২০৬

পঠমঞ্জরী।

কালিন্দীর কিনারে নাগর রায়। আমা পানে চাহিয়া বনাএগ বংশীবায়॥ ক্ষণে ক্ষণে ছিদামের কাঁধে অবলম্ব। ক্ষণে ক্ষণে বাজায় বাঁশী হইয়া ত্রিভঙ্গ॥ ক্ষণে ক্ষণে মন্দ গমন অতি শোভা। সুর-মুনি-দেবতা গণের মনোলোভা॥ ছিদাম সুদাম আদি চৌদিকে সাজে। চাঁদের উদয় যেন তারাগণ মাঝে॥ সেরূপ নেহারি মোর হরল গেয়ান। গোবিন্দদাস কহে সব পরমাণ

(রূপোল্লাস। সখ্যুক্তি

জলদহি জলদ, বিজুরী দিঠি তাপক, মরকত কনয় কটোর। এতহুঁ তনুমন, নয়ন রসায়ন, নিরুপম নওলকিশোর॥ রাধামাধব ভাতি। কো বিহি নিরমিল, কোন ঘটাওল, শ্যামর গোরী সাঙ্গাতি॥ যব তুহু দুহুঁ হেরি, নয়ন অঙ্গুলি ভরি, আন আনি পীবইতে চাহ। তনু তনু পৈঠত, সঘনে আলিঙ্গিত, কৈছে হোয়ত নিরবাহ॥ আরতি অধর, সুধারস পীবি, পীবি দুহুঁক পিরীতি উনমাদ। গোবিন্দদাস কহে, অধিক রস আবেশে, কিয়ে নায়ক পরমাদ॥ ২০৮

কাম কন্দর্প।

ধনি ধনি কো বিহি বৈদগধি সাধে। মদন সুধারসে, যো নিরমাওল, তুয়া মুখমণ্ডল রাধে॥ ভাল আধ ইন্দু অমিএগ আগোরল ভাঙ তিমির ঘন ঘোর। কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পরি ধাবই নয়ন চকোর॥ নাসা শিখর, সমুখে উদিত পুন, সিন্দুর ভানু উজোর। অহর্নিশি বদন, কমল তেজি বিকশিত, শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোর॥ অরুণ-কিরণ পুন, অধরে হেরি হেরি, হার তরঙ্গিণী-তীরে॥ কুচ যুগ কোক, শোক নাহি জানত, গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥ ২০৯

শ্রীরাগ।

এ ধনীক রূপ না সহে নয়ান। এতহুঁ নেহারি, মুগধ মধুসূদন, দিন রজনী নাহি জান॥ সিন্দুর তরুণ অরুণ রুচি রঞ্জিত ভালে সুধাকর কাঁতি। সো ঘন চিকুর, তিমির ঘন চুম্বিত, ইহ অতি অপরূপ ভাতি॥ লোচন যুগল, কোমল কিয়ে কুবলয় খঞ্জন চারু চকোর। কাজর জালে, পড়ত কিয়ে সংশয়, তঁহি ভ্রময়ে অলি জোর॥ তবহি যো হাসি, অধর দরশায়সি, অরুণিম কৌমুদী কাঁতি। মোহিত জন, কি ফল পুন মোহন, গোবিন্দদাস নাহি ভাঁতি॥ ২১০

বিহাগড়া।

এধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও। লুবধল মধুপ, চকোর বিধুন্তুদ, অনত অনত চলি

যাও। মুখমণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরুহ, ভালহি অটমিক চন্দ। মধুরিপু মরম ভরম যাহা ঐছন, তাহে কি গণিয়ে মতি মন্দ॥ অনি কহ গরবে, পাণিতলে বারব, ও থল কমল উজোর। তঁহি নখচাঁদ, ভরম ভরে ঐছন, তওহি পড়ত জানি ভোর॥ ভাঙ ধনুয়া কিয়ে, সুতনু ধুনায়সি, যছু শরে গিরিধর কাঁপ॥ সো কিয়ে অতনু পতগ শিবে ডারসি গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥ ২১১

শ্রীমতীর আপ্তদূতী।

বরাড়ী।

শুনইতে চমকই গৃহপতি রাব। তুয়া মঞ্জীর রবে উনমতি ধাব॥ নাহ না চিহ্নই কাল কি গৌর। জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥ কাহু তুহুঁ গৌরী আরাধিল কান। জাননু রাই তোহে মন মান॥ স্বামীক শয়নমন্দিরে নাহি উঠই। একলি গহন কুঞ্জ যাহা লুঠই॥ পতি কর পরশে মানই জঞ্জাল। বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥ মুরলী নিশান শ্রবণ ভরি পীবই। গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই॥ ঐছন থরম যতহুঁ অভিলাষ। কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দ-দাস॥ ২১২

পঠমঞ্জরী।

লোচন শ্যামরু, বচনহি শ্যামরু, শ্যামরু চারু নিচোল। শ্যামর হার, হৃদয় মণি শ্যামর, শ্যামর সখী করু কোল॥ ধবব ইথে জানি বোলবি আন। অচপল কুলবতী মতি উমতায়লি, কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥ মরমহি শ্যামর পরিজন পামর, ঝামর মুখ অরবিন্দ। ঝর ঝর লোরহি, লোহিত কাতর, বিগলিত লোচন নিন্দ॥ মনমথ সাগর, রজনী উজাগর নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর। গোবিন্দদাস, কতহুঁ আশয়াসব, মিলবহুঁ নওকিশোর॥ ২১৩

কড়খা।

তুয়া অপরূপ রূপ, হেরি দূর সঞে, লোচন মন তুহুঁ ধাব। পরশক লাগি, আগি জনু অন্তর, জীবন রহ কিয়ে যাব॥ মাধব তোহে কি কহিব কবি ভঙ্গী প্রেম হুগে স্নান, দহনে ধনী পৈঠলি, জনু তনু দহত পতঙ্গী॥ কহত সমবাদ, কহই না পারই, কৈছে হিলোয়াসব বালা। অনুখণ ধরণী, শয়নে কত মেটব, সুতনু অতনু শর জ্বালা॥ কালিন্দীকূল, কদম্ব কানন নাম, নয়ানে ঝরু বারি। গোবিন্দদাস, কহই অব মাধব, কৈছে জীয়ব বর নারী॥ ২১৪

বরাড়ী।

মাধব ধৈরয না কর গমনে। তোহারি বিরহে ধনী, অন্তর জর জর, মানস মিলল শমনে॥ ধূলি ধূসর ধনী, ধৈরয না রহে, ধরণী শুতল ভরমে। মুকত কবরী ভার, হার তেয়াগল, তাপিত ভূষিত পরাণে॥ বিগলিত অম্বর, সম্বর নহে ধনী, সুরসুতা

শ্রবে নয়নে কমলয় কমলেই কমলজ ঝাঁপল, সোই নয়নবর বয়নে॥ যা বোলই ধনী, ধরণী তলে মুরছই, প্রাণ প্রবোধ না মানে। কহই চতুরা ধনী, আর কিয়ে হোয় জনি, গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ২১৫

ধানশী, সুহই।

কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবনে, খেলই সহচরী মেলি। তুয়া দিঠি মিঠি, গরলে তনু জারল, তৈখনে শ্যামরী ভেলি॥ মাধব সো অবিচল কুল রামা। মরমহি গোই, রোই দিন যামিনী, গুণি গুণি তুয়া গুণ গামা॥ গুরুজন অবুধ, মুগধ মতি পরিজন, স্বলখিত বিষম বেয়াধি। কি করব ধনি, মণিমন্ত্র মহৌষধি, লোচনে লাগল সমাধি॥ ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ, তনু মোড়ই, কহত ভরম মম বাণী। শ্যামর নামে, চমকি তনু ঝাঁপই, গোবিন্দদাস কিয়ে জানি॥ ২১৬

সুহই।

আঁচরে মুখ শশী গোয়। বার বার লোচনে রোয়॥ কারণ বিনু ক্ষণে হাসই। উতপত দীঘ নিশসই॥ শুন শুন সুন্দর শ্যামি। প্রেমক ইহ পরিণাম॥ তাতল তনু নাহি টুটই। সতত মহীতলে লুটই॥ কাহুক কছু নাহি কহই। কো অছু বেদন সহই॥ জগভরি কুলবতী বাদ। কা দেই করই সম্বাদ॥ গোবিন্দদাস আশোয়াসে। জীবই তুয়া অভিলাষে॥ ২১৭

ধানশী।

রঙ্গিণী সঙ্গে, তুঙ্গ মণিমন্দিরে, দশ দিশ হেরইতে রামা। কো জানে কিক্ষণে তুয়া দিঠি লাগল মুরছি পড়ল সোই ঠামা॥ মাধব কি তুয়া নয়ান-সন্ধান। কুল গিরি-রাজ, লাজ ঘন কণ্টক, ভেদি মরম পর হান॥ বিরহ বিষানলে, জলত কলেবর, ঘন লুঠই মহীপঙ্কা। তুহুঁ পুরুষমণি, তোহে চঢ়ই জানি, তিরীবধ বিপুল কলঙ্কা॥ সব সখী মেলি, কতহুঁ আশোয়াসব, বেদন কোই না জানে। গোবিন্দদাস ভণ, তোহারি দরশন নহ কৈছে রহত পরাণে॥ ২১৮

শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর নাগররাজ। সো ধনী বৈঠয়ে গুরুজন মাঝ॥ মুগধ গোরী কবহুঁ নাহি সঙ্গ। শুনইতে রোখব ঐছন রঙ্গ॥ বিপরীত বাণী কহসি তুহুঁ মোয়। কৈছনে ঐছন সঙ্গতি হোয়॥ ইথে এক অনুভব আছয়ে তায়। বিধি যদি তাহে কছু করয়ে সহায়॥ মাধবী কুঞ্জে কুসুম অনুপাম। তাহা তুহুঁ যাই অব করহ বিশ্রাম॥ হাম অব যাইয়ে রাইক ঠাম। গোবিন্দদাস কহত পরিণাম॥ ২১৯

ধানশী।

সুন্দরী তুহুঁ বড়ি হৃদয় পাষাণ। তুয়া লাগি মদন-শরানলে পীড়িত, জীবইতে

সংশয় কান ॥ বৈঠলি তরুতলে, পন্থ নেহারই, নয়ানে গলয়ে ঘন লোর। রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি, তুয়া ভাবে তরু দেই কোর ॥ শীতল নলিনীদল, তাহে মলয়ানিল, আগোরে লেপই অঙ্গ। চমকি চমকি হরি, উঠত কত বেরি, হানত মদন-তরঙ্গ ॥ চলহ বিপিনে ধনী, রমণী শিরোমণি, ঝাট করি ভেটহ কান। গোবিন্দদাসের বাণী, তুরিত চলহ ধনী, কানু ভেল বহুত নিদান ॥ ২২০

সহনক বিরহক লাগি। রজনী পোহায়ই জাগি ॥ করতহি তোহারি ধেয়ান। নিঝর ঝরে দুনয়ান ॥ এ ধনি জানি কহ শ্যাম। তো বিনু আকুল কান ॥ শীতল পীত নিচোল। তোহারি ভরমে ধৃক কোল ॥ সো রস পরশ না পাই। মুরছিত ধরণী লোটাই ॥ মন মাহা মদন-তরঙ্গ। ঘন ঘন মোড়ই অঙ্গ ॥ এ ধনি চল তাহি পাশ। সো কানু রই তোবি আশ ॥ কহতহি গদ গদ ভাষ। না বুঝল গোবিন্দদাস ॥ ২২১

শ্রীগান্ধার।

কাঞ্চন জ্যোতিঃ কুসুমময় গৌরী। নিরমিত মুরতি যতন করি তোরি ॥ তুয়া অনুভবে আলিঙ্গই তাই। সো তনুতাপে ভসম ভই যাই ॥ শুন শুন শুন বৃক-ভানু কুমারি। তুয়া বিরহানলে জ্বলত মুরারি ॥ ঝামর নীল উতপলদল অঙ্গ। লোরে না হেরই নয়নতরঙ্গ ॥ বিগলিত মুরলী খুরলি বহু দূর। অনুখণ মদনদহন পরিপূর ॥ বিছুরিল পিঞ্ছ মুকুট পরিপাটী। সহচর মেলি মরত জীউ ফাটি। জীউ রহত অব তুয়া রস আশে। তোহারি চরণে কহুঁ গোবিন্দদাসে ॥ ২২২

বরাড়ী বা ধানশী।

কত যে কলাবতী, যুবতী সুমূরতি, নিবসতি গোকুল মাহ। হরি উপহাসে, রভস রসে, কুটিল নয়ানে নাহি চাহ। সুন্দরী অতএ করিয়ে অনুমান। শুভক্ষণে স্বামী, বরত তুহুঁ ছোড়লি, নারী বরত নিল কান ॥ তুয়া নিজ নাম, গান যব গাবই, সো এক আখর রঙ্ক। শুনইতে রীতি, রতন রতি রাতুল, চমকই তোহারি আতঙ্ক ॥ তুয়া গুণ গান, নাম যব গাবই, আর কত মুরলী নিশান। সহচরী কোরে, ভোরি তোহে ডাকই, গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ২২৩

সুহই।

চম্পক দাম হেরি, চিত অতি কম্পিত, লোচনে বহে অনুরাগ। তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর, ধনি ধনি তোহারি সোহাগ ॥ বৃষভানু-নন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি, ভরমে না বোলায় আন। লাখ লাখ ধনী, বোলয়ে মধুরবাণী, স্বপনে না পাতয়ে কাণ ॥ যা কহি যা পহুঁ, কহই না পারিয়ে, ধারা ধরি বহে লোর। সোই পুরুখ মণি, লোটায় ধরণী, পুনি কোহে আরতি ওর ॥

গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদল, কানুক ঐছে সম্বাদ। নিচয়ে জানহ, তছু দুখ খণ্ডায়, কেবল তুয়া পরসাদ॥ ২২৪

কেদার বা সুহই।

মঞ্জুল রঞ্জন, নিকুঞ্জ মন্দিরে, সোঙরি সো গুণগাম। মরম অন্তরে, জপয়ে মন্তর, একলি তোহারি নাম॥ রামা হে তেজহ কপট ছন্দ। মদন-হিলোলে, তো বিনু দোলত, নন্দ-নন্দন চন্দ॥ হিম হিমকর সলিল শীকর, নিন্দই কালিন্দী তীর॥ সরস চন্দন, পরশে মুরছই, সজল জলদ চীর॥ কবহুঁ উঠত, কবহুঁ বৈঠত, পন্থ হেরত তোর। অমল কমল, নয়ন যুগল, সঘনে গলয়ে লোর॥ এতহুঁ যতনে, পুরুষ রতনে, চিতে নাহি আশোয়াস। গহন বিরহ, দহনে দাহই, কহই গোবিন্দদাস॥ ২২৫

শ্রীরাগ।

চাঁদ নেহারি, চন্দনে তনু লেপল, তাপ সহই না পার। ধবল নিচোল, বহই না পারই কৈছে করব অভিসার॥ সুন্দরী তুয়া লাগি সম্বাদল কান। বিরহে ক্ষীণ তনু, অনুখণ জরজর, অবহিঁথে বিহি ভেল বাম॥ যতনহি মেঘ, মল্লার আলাপই, তিমির পয়ান গতি আশে। আওত জলদ, তঁহি উড়ি যাওত, উতপত দীঘ নিশ্বাসে॥ তুয়া গুণ গান, নাম জপি জীবই, বহু পুলকায়িত দেহা। গোবিন্দদাস কহ, ইহ অপরূপ নহ, যাহা ইহ নব নব লেহা॥ ২২৬

সুহই।

কিয়ে হিমকরকর, কিয়ে নিরঝর ঝর, কিয়ে কুসুমিত পরিযঙ্ক। কিয়ে কিশলয়, কিয়ে মলয় সমীরণ, জলতঁহি চন্দন পঙ্ক॥ সুন্দরী কানু জীয়ে তুয়া পরসঙ্গে। নাগরী কোরে,সোঙরি তোহে মুরছই, নয়ন-হিলোর তরঙ্গে॥ জনু নব জলধর ধরণী লোটায়ত আকুল চিকুর বিথারি। রাধা নামে নয়ন, ঘন বরিখয়ে, আরতি কহই না পারি॥ ধনি ধনি তুহুঁ ধনী, রমণী শিরোমণি, কানু সে তোহারি একান্ত। তুয়া পদপঙ্কজ ভালে, নাহি ছোড়ত, গোবিন্দদাস মতি-মন্ত॥ ২২৭

ধানশী।

রসবতী সরস পরশ সুখ রঙ্গে। কি করব ইন্দু চন্দন ঘন পঙ্কে॥ সুতনু কর কিশলয় যাহা আখি। কি ফল তাহা তরু কিশলয় ভাখি॥ শুন শুন রমণী শিরো-মণি রাধে। তো বিনু কানুক সবহুঁ ভেল বাদে॥ কমলিনী কোরে যো তাপ নাহি তেজ। বিফল তাহি কমলদল শেজ॥ বিধুমুখী চুম্বনে জাহি না শোহাই। কি করব বিধুকিরণ বিগাই॥ এতদিনে দূর গেল সব দূর ভাল। জানলো অব জনু বরণ হুঁ কাল॥ এত এসে নাগরী জানি কহ আন। গোবিন্দদাস তোহারি গুণ গান॥ ২২৮

সুহই।

রাধা নাম আধ, শুনি চমকই, ধরই না পারই অঙ্গ। লোচনলোর, লহরী ভরি আকুল, কো কহু মরকত রঙ্গ॥ সুন্দরি দূরে কর হৃদয়ের বাধা। রাধা, মাধব তুয়া অবধারনু মাধবক তুঁহু রাধা॥ তোহারি সম্বাদ সুধারসে উনমত, হাসি হাসি ঘন তনু মোর। লেখত পাঁতি, দেখত নাহি কাগর, গদ গদ রোধস বোল॥ গীমক ভঙ্গী, পদ দরশায়স, তুহুঁ দিঠি পঙ্ক মুদি। গোবিন্দদাস, কহই ধনি ধনি, তুহুঁ বুঝনি ইঙ্গিত সুধি॥ ২২৯

নায়ক আপ্তদূতী।

কামোদা।

করতল মধ্যমে, সো মুখ মাণ্ডল, অলক তিলক লেখি ভোর। সজল বিলোকনে, ঘন ঘন হেরইতে, ভাখই গদ গদ বোল॥ ধনি ধনি রমণী-শিরোমণি রাই। লোচন ওত করত নাহি মাধব, নিশি দিশি রস অবগাই॥ লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই, নব কুবলয় শ্রুতিমূলে। অতসী কুসুম স্মরি, ললিত হৃদয়ে ধরি, কৃপণ হেম সমতুলে॥ যাবক চিত্র, চরণোপরি লেখই, মদন পরাজয় পাত। গোবিন্দদাস, কহই ভেল কানুক, লেখইতে আর কত হাত॥ ২৩০

শ্রীমতীর স্বয়ং দৌত্য।

ধানশী।

মুরলী মিলিত, অধর নব পল্লব, গায়ত কত কত রাগ। কুলবতী হোই, মন্দির ছোড়ি আয়নু, সহই না পারি বিরাগ॥ মাধব তোহে কি শিখায়ব গান। গৌরী আলাপি, শ্যাম নট সঙ্কর, তব তুহুঁ বিদগধ জান॥ মুরলী ছোড়ি অছু, মধুর আলাপবি তে সব জন নাহি আন। কণ্ঠহি কণ্ঠ মেলি, অবহি সমুঝিয়ে, যতি খণে হোত সুঠান॥ নিরঞ্জন আনি, হৃদয়ে অবধারবি, ঐছন গুণবতী ভাষ। শুনি জন লাজ, ঐছে নাহি হোয়ত, কহতঁহি গোবিন্দদাস॥ ২৩১

ভূপালী।

পতি অতি দুরমতি, কুলবতী নারী। স্বামী বরত পুনঃ ছোড়ি না পারি॥ তেরূপ যৌবন এক নহে উন। বিদগধ নাহ না হোয়বি পুন॥ এ হরি অতএ দেখায়বি পন্থ। পুজব পশুপতি গোরী একান্ত॥ সহজে পথুক্ষন গতি মতি হীন। ঘর সঙ্গে বাহির পন্থ না চিন॥ না মিলিল কোই বনহি বন আন অনুসরি মুরলী আয়নু এই ঠাম॥ আয়ল দূর পুর বণিজ সাধে। একলি বলি করহ জনি বাদে॥ তুহুঁ যৈছে গোরী আরাধলি কান। গোবিন্দদাস তাহে পরমাণ॥ ২৩২

ইমন কল্যাণ।

মঝু মুখ কমল, বিমল রস পরিমলে, জাননু তুহুঁ অতি ভোর। শ্যামীক নিয়ড়ে কতহুঁ কর কলরব না জানি কৈছে দিন তোর॥ দূরে রহ শ্যাম ভ্রমর বর রায় শ্যামীক সেবন, করইতে ঐছন, আনি কর অন্তরায়॥ এতহুঁ তিয়াসে, হোত যব আকুল কি ফল মন্দিরে গুঞ্জ। তাহি চলহ যাঁহা কুসুম বিথারল, মঞ্জুর মাধবী কুঞ্জ॥ এতহুঁ সঙ্কেত, কয়লু বব কামিনী, কানু চলল সোই ঠাম। গোপ গোঙার, ভ্রমর বন খোজত, গোবিন্দদাস রস গান॥ ২৩৩

বরাড়ী।

পাপ চকোর, চাঁদ বলি ধায়ত, মধুকর কমলিনী ভাণে। আঁচরে ঝাঁপি, বদনে তেঁই পুছত, তাহে পরপুরুখ ঠানে॥ মাধব মঝু মনে এ বড় সন্দেহ। কি ফল অগমন, মনমত বেধয়ে, কাঁহা পুন তা কর গেহ॥ বেধল মঝু মন, কি করয়ে সো পুন, কৈছে কুসুমশর জ্বালা। কৈছে জুড়ায়ত, একই না জানিয়ে, জনি কহ মুগধিনী বালা॥ সহচরী মেলি, হাসি মুখ মোড়ই, উত্তর না দেবই কোই। গোবিন্দদাস কহে, মোহে উপদেশল, অতএ পুছল তোই॥ ২৩৪

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্য।

বরাড়ী।

মনমথ মকর, ভরহি ডর কাতর, মঝু মানস ঝস কাঁপ। তুয়া হিয়ে হার, তটিনী তট কুচ ঘট, উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ॥ দুরী সঘর কুটিল কটাক্ষ। কলসীক মীন, বড়শী কি লাগসি, এ অতি কঠিন বিপাক॥ পুন দেই ঝাঁপ পড়ল যব আকুল, নাভি সরোবর মাহ। পাঁতি রোমাবলী ভুজগী সঙ্গ ভায় ত্রিবলী বেণী অগাহ॥ তাহি ফিরত কত, কতহুঁ মনোরথ, দৈবক গতি নাহি জান। কিঙ্কিণী জালে, পড়ল ভেল সংশয়, গোবিন্দ দাস রস গান॥ ২৩৫

শ্রীরাগ।

মদন কিরাত, কুসুম শর দারুণ, বৃন্দাবন বন মাঝ। তাহি আকুল হরি, তোহারি শরণ করি, পরিহরি পৌরুষ লাজ। সুন্দরী তুয়া দিঠি অথির সন্ধানে। মনমথ মারিতে জোড়ি নয়ন শর, হানলি হামারি পরাণে॥ দুহুঁ শরে জরজর, জীবন অন্তর, কিয়ে করব নাহি জান। নিজ যশ চাই, রাই অব দেয়বি, অধর সুধারস পান॥ মণিময় হার তরঙ্গিণী তীরহি, কুচ কনকাচল ছায়। ঐছে তপত জনে, শুপতে রাখবি, গোবিন্দ দাস গুণ গায়॥ ২৩৬

শ্রীরাগ।

কমক লতা কিয়ে কিশলয় পল্লবিনী কিয়ে মহী বিজুরী উজোর॥ কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে, উয়ল হিমকর, হেরইতে ভৈগেলু ভোর॥ সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে। কাজর গরলহি, ভরল নয়ন শর, হানলি অন্তর চিতে॥ তব অগেয়ান, কয়লি তুহুঁ

ঐছন, অব সুপুরুখ এব জান। উচ কুচ পাথর, সরস পরশ দেই, উদঘাটই দিঠি বাণ॥ আশা পাশ হাস দরশায়লি, অতি-খাণে ধরবি পরাণ॥ বিঘটন সময়, পালটি নাহি আয়ত, গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ২৩৭

ধানশী।

কাননে কুসুম তোড়সি কাহে গোরী। কুসুমহি সব তনু নিরমিত তোরি॥ আনন হেম সরোরুহ ভাষ। সৌরভে শ্যাম ভ্রমর মিলু পাশ॥ নয়নযুগল নীল উতপল জোড়। সহজ শোহায়ন শ্রবণক ওর॥ অপরূপ তিল ফুল সুললিত নাস। পরিমলে জিতল অমরতরু বাস॥ বাঁধুলি মিলিত অধর যাঁহা হাস। দশনাই কুন্দ কুসুম পরকাশ॥ সব তনু ফুটত চম্পক সম গোরা। পাণিকতল থল কমল উজোরা॥ গোবিন্দদাস অতএ অনুমান। পুজহ পশুপতি নিজ তনু দান॥ ২৩৮

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি তুমিনী পড়ল অকাজ। জনি ভেদই হয়ি কুঞ্জক মাঝ॥ তুঁই গজগামিনী মতি গতি তোর॥ উচ কুচ কুম্ভ গরবে নাহি ওর॥ যৌবন গরবে না হেরসি পন্থ। পরিমলে বাসিত করসি দিগন্ত॥ যব ভোহে করব অরুণ দিঠি ভঙ্গ। নিয়ড়ে না হেরবি সহচরী সঙ্গ॥ যো খর নখর পরশ যব হোতি। এ কুচ কুম্ভে না রাখবি মোতি॥ গণ্ডে করব যব দশনক ঘাত। মুরছি পড়বি তঁহি ধরণী নিপাত॥ গোবিন্দদাস যবহুঁ সোঙরাব। অধরসুধা দেই তবহি জীয়াব॥ ২৩৯

ভাটিয়ারি॥

কীর কমুখে শুনি, জরতী আগমন, চলু সবে রবিক মন্দিরে। গন্ধ মাল্যবর, ষোড়শ উপচার, আর কত কত উপহারে॥ দেখ বিপ্র বেশ ধর শ্যাম। জরতীক আগে যাই কহই শুন, বিশ্বশর্ম্ম মঝু নাম॥ সো শ্যাম বচন, মুরতি হেরি দৈখলে, পরণাম করি কহে সোই। ধৈরয পদ্ধতি, দেখি চিতে লাগল, অতএ বরণ করু তোয়॥ নিতি নিতি আসি, পুজায়বি সুরদেব, দেয়বি শুভবর যোই। গোধন রতন, পুরণ মঝু সুতক, বধুক সতীপণ হোই॥ শ্যাম কহত তব, ঐছন হোয়ব, পুজবি পশুপতি সুর। রজনী দিন মাহা, নিতি পুজায়ব, তবঁহি মনোরথ পুর॥ পুনহি কহত উহ, ঐছন হোয়ব তেজিয়ান তুহুঁ ব্রহ্মচারী। শুনি এত বচন, হাসয়ে ব্রজনারী॥ নানাবিধ বরণ, পুজন করি কতক্ষণ, আর কত কৃত বড় রঙ্গ। কোই করত সোই, প্রেমক সঙ্গতি অইঁয়ে নহত তছু ভঙ্গ॥ বেলি অবসান, হেরি সবে আকুল, গমন করল নিজ গেহ। গোবিন্দদাস কহ, আপন বশ নহ, বিরহে অবশ সব দেহ॥ ২৪০

শ্রীমতীর অভিসার

আরাগ।

কুঞ্চিত কেশিণী, নিরুপম বেশিনী, রস আবেশিনী ভঙ্গিনী রে। অধর সুরঙ্গিণী, অঙ্গ তুরঙ্গিণী, সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিণী রে॥ সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি। ব্রজরমণীগণ মুকুটমণি॥ কুঞ্জরগামিনী মোতিম দামিনী, দামিনী-চমক নেহারিণী রে। আভরণ ধারিণা, অখিল সোহাগিনী, পঞ্চম রাগিণী মোহিনী রে॥ রাস বিলাসিনী, হাস-বিকাশিনী, গোবিন্দদাস চিতমোহিনী রে॥

কামোদা।

সবহুঁ বঁধু জন, চলু বৃন্দাবন, গোরী আরাধন লাগি। ঐছন মুগধ, বচন রচন করি, গুরুজন অনুমতি মাগি॥ হরি হরি কাহে শিখলি পরকার। গুরুজনে বঞ্চি, মিছই বনামৃতে, দিনহি করল অভিসার॥ বেশ বনাওত, ননদী শুনায়ত, চতুর সখী সঞে যাত। গোরি আরাধি, মনোরথ পূরব, পশুপতি-নন্দন সাত। বাসিত কুসুম, কপূরিত তাম্বুল, ভরি লেই চন্দন কটোর। গোবিন্দদাস, পথ দরশায়, যাহা নাহি কণ্টক আঁচোর॥ ২৪২

সুহিনী।

হরি অভিসারে চলল ব্রজনারী। গুরু-জন গৌরব দূরহি ভারি॥ সখী সঞে পুছত প্রেমক বাত। পুরুষক কর কভু না লাগয়ে গাত॥ সহচরী কহওহি শুন বর নারী। হামু কহব তোহে সো সব বিচারি॥ নয়নে নয়নে কভু না করবি মেলি। করে কর পরশিতে দেয়বি ঠেলি॥ পহিল মিলনে রহুঁ অবনত মাথ। গোবিন্দদাস কহে করি লহ সাথ॥ ২৪৩

বরাড়ী।

দিনমণি-কিরণে, মলিন মুখমণ্ডল, ঘামে তিলক বহি গেলা। কোমল চরণ, তপত পথ বালুক, আতপ দহন সম ভেলা॥ হেরইতে শ্যামর চন্দ। কোরে আগোরি, গোরী মুখ মুছত, বসন ঢুলায়ত মন্দ॥ কর্পূর তাম্বুল, অধরহি দেয়ল, চন্দন লেপই অঙ্গে। শ্যামর অঙ্গ, পরশে নব নাগরী, বাঢ়ল প্রেম-তরঙ্গে॥ কুঞ্জ কুটীর ঘর, শেজ মনোহর, মধুকর শ্রুতিধর ভাষ। গোরী শ্যাম দুহু, করল কুতূহল, কহতঁহি গোবিন্দ-দাস॥ ২৪৪

ভাটিয়ারি।

মাথহি তপন, তপত পথ বালুক, আতপে বদন বিথার। ননীক পুতলি তনু, চরণ কমল জনু, তবহি চলল অভিসার॥ হরি হরি প্রেমকি গতি অনিবার। কানু পরশ রসে, অবশ রসময়ী, বিছুরল সবহু বিচার॥ গুরুজন নয়ন, পাপগণ বারত, মারত মণ্ডল ধূলি। তাহিক মেলি চলল ব্রজরঙ্গিণী পতি গেহ নীতহি ভুলি॥ যত যত বিঘিনি, জিতল অনুরাগিণী, সাধলি

মনসিজ মন্ত্র। গোবিন্দদাস, কহই অব সমুঝহ, হরি সঞে রসময় তন্ত্র ॥ ২৪৫

ধানশী।

কি শুনি সুধা মুরলী রব। না সম্বরে অম্বর ধায় গোপী সব॥ করে তুলি পরে কেহ পদ আভরণ। কেহ পরে আধ নয়নে অঞ্জন॥ সদন ছাড়িয়া কেহ কাননে ধায়। পয়পানে শিশু ছাড়ি সেও গোপী যায়॥ এক গোপীর পতি ধরিয়া রাখিল। শ্যাম অনুরাগে সেহ তনু তেয়াগিল॥ সকল গোপীর আগে পাইল সেই রামা। গোবিন্দ-দাস কহে কি দিব উপমা॥ ২৪৬

ভূপালী।

পোখলী রজনী পবন বহে মন্দ। চৌদিশে হিমকর হিম করু বন্দ॥ মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ। জগজন শয়নে নয়ন করু ঝাঁপ॥ এ সখি হেরি চমক মোহে নাই। ঐছে সময়ে অভিসারল রাই॥ পরিহরি ঐছন সুখময় শেজ। উচ কুচ কঞ্চুক ভরমহি তেজ॥ ধবলিম এক বসনে তনু গোই। চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥ কোমল চরণ তুহিনে নাহি দলই। কণ্টক বাটে কতিহুঁ নাহি টলই॥ গোবিন্দ-দাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিঘন যাহা নবীন সুলেহ॥ ২৪৭

কেদার।

হিম ঋতু যামিনী যামুনতীর। হেরল লতাকুল কুঞ্জ কুটীর॥ তঁহি তনু থির নহে তুহিন সমীর ইথে কৈছে বঞ্চসি শ্যাম শরীর॥ ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া লেহ। ধনি ধনি সো ধনি পরিহরি গেহ॥ কুলবতী গৌরব, কঠিন কবাট। গুরুজন নয়ন সকণ্টক বাট॥ কা জানে এতহুঁ বিঘিন অবগাই। ঐছন সময়ে মিলব ধনী রাই॥ ইথে যো পুরল তুহুঁ মন কাম। তা কর চরণে হামারি পরণাম॥ গোবিন্দদাস তবহুঁ কিয়ে জাগ। তুহুঁ জনি তেজহ নব অনু-রাগ॥ ২৪৮

কানড়া।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ। বাহিরে তিমির না হেরি নিজ দেহ॥ অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছল মনহি মনোভব সিন্ধু॥ অব জানি সজনি করহ বিচার। শুভক্ষণে ভেল বাদল অভিসার॥ মৃগমদে তনু অনু-লেপহ মোর। তঁহি পহিরায়হ নীল নিচোল॥ কি ফল উচ কুচ কঞ্চুক ভার। দূর কর সোতিনী মোতিম হার॥ তুহুঁ সখী দেখল দেহলি লাগি। চলইতে দিগ ভরম জনি হোয়। গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥

ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥ তহি অতি দূরতর বাদল দোল। বারি কি বারই নীল নিচোল।

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার। হরি রহ মানস সুরধুনী পার॥ ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত॥ দশ দিশ দামিনী দহই বিথার। হেরইতে উচকই লোচন ভার॥ ইথে যদি সুন্দরী তেজবি গেহ। প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ॥ গোবিন্দদাস কহে ইথে কি বিচার। ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার॥

ধানশী।

কুলবতী কঠিন, কপাট উদঘাটলুঁ, তাহে কি কাঠকি বাধা। নিজ মরিযাদ, সিন্ধু সঞে ডারনু, তাহে কি তটিনী অগাধা॥ সজনি মঝু পরিখণ করু দূর। কৈছে হৃদয় করি পন্থ হেরত হরি, সোঙরি সোঙরি মন ঝুর॥ কোটি কুসুম শর, বরিখয়ে যছু পর তাহে কি জলদ জল লাগি। প্রেম দহন দহ, যাক হৃদয় সহ, তাহে কি বজরকি আগি॥ যছু পদতলে হাম, জীবন সোঁপলু, তাহে কি তনু অনুরোধ। গোবিন্দদাস কহই, ধনি অভিসার, সহচরী পাওল বোধ॥ ২৫১

কামোদা।

নীলিম মৃগমদে, তনু অনুলেপন, নীলিম হার উজোর। নীল বলয়াগণে, ভুজযুগ মণ্ডিত, পহিরণ নীল নিচোল॥ সুন্দরী হরি অভিসারক লাগি। নব অনুরাগে, গোরী ভেল শ্যামরী, কুহু যামিনী ভয় ভাগি॥ নীল অলকাকুল, অলিকহি লোলিত, নীল তিমিরে চলু গোই। নীল নলিনী জনু, শ্যাম সিন্ধু রসে, লখই না পারই কোই॥ নীল ভ্রমরাগণ, পরিমলে ধাবই, চৌদিকে করত ঝঙ্কার। গোবিন্দদাস, অতএ অনুমানল, রাই চললি অভিসার॥

কেদার।

গুরুজন নয়ন বিধুন্তুদ মন্দ। নীল নিচোলে ঝাঁপলি মুখ চন্দ। কুহুঁ যামিনী ঘন তিমির দুরন্ত। মদন দীপ দরশায়ল পন্থ॥ চললি নিতম্বিনী হরি অভিসার। গতি অতি মন্থর আরতি বিথার॥ রস ধাবসে চলু পদ দুই চারি। নীল কমল ভেজল বর নারী॥ পরিহরি মৌলিক মালতি মাল। ভেজল মণিময় গীমক হার॥ নব অনুরাগ ভরমে ভেল ভোরি। নিন্দয়ে পীন পয়োধর জোড়ি॥ বেশ শেষ রহুঁ নীলিম বাস। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥

পঠমঞ্জরী।

অম্বর ভরি নব নীরদ ঝাঁপ। কত শত কোটি শবদ, জাউ কাঁপ॥ তঁহি দিঠি জারত বিজরীক জ্বালা। ইথে জানি ছোড়বি মন্দির বালা॥ ঐছন কুঞ্জে একলা বনমালী। অন্তর জরজর পন্থ নেহারি॥ ভ্রমর ভুজঙ্গ মণিনি আঁধিয়ার। তঁহি বরিখত অবিরত জলধার॥ পাঁতর মাঝেজ আঁতর বারি। কৈছে পৌয়ারব সা সুকুমারী॥ গুণি গুণি আকুল চলল মুরারি। মিলল আধ পন্থে বরনারী॥ গোবিন্দদাস

কহই পুন ধন্দ। প্রেম পরিখত মনমথ মন্দ ॥ ২৫৪

জয়জয়ন্তী।

মেঘ যামিনী, চলল কামিনী, পরিহরি নীল নিচোল রে। সঙ্গে নায়ক, কুসুমসায়ক, ছোড়ি মঞ্জীর বোল রে॥ গুরুয়া কুচভরে, চল উলট পদ, পীন জঘনক ভার রে। হেরিয়া যামিনী, ফটিক তরু জানি, চমকি ধনীর ধার রে॥ দেখি ফণি মণি, দীপ জনু আনি, হাস করে দেই ঝাঁপি রে॥ জানল যুবতী এই ফণি-পতি, সঘনে তনু উঠে কাঁপি রে॥ প্রাণবল্লভ, ভেটল দুল্লভ, পূরল দুহুঁ মন আশ রে॥ ঐছনে পাই গেহ, সফল করু দেহ, বদতি গোবিন্দ-দাসরে ॥ ২৫৫

মঙ্গল।

গগনহি নিমগন দিন-মণি কাঁতি। লখই না পারিয়ে দিন কি রাতি॥ ঐছন জলদে করল আঁধিয়ার। নিয়ড়ে কোই লখই নাহি পার॥ চলু গজগামিনী হরি-অভিসার। গমন নিরঙ্কুশ মদন বিথার॥ অগভরি শীকর নিকর হিলোল। চৌদিকে অথির-পথ করু দোল॥ চলইতে চৌকি নগর পুর বাট। মন্দিরে মন্দিরে লাগল কবাট॥ যা কর পুণ-ফল গুণবতী সোই। দুহুজন যাকর শুভদিন হোই॥ যব ধনী কুঞ্জে মিলল হরি পাশ। দূরেহু দূরে রহুঁ গোবিন্দদাস ॥ ২৫৬

কেদার।

মণিময় মঞ্জীর, যতনে আনি ধনী, সোপলি বনি দুই হাত। কিঙ্কিণী গীম, হার বনি পহিরহি, হার সাজায়লি মাথ॥ সুন্দরী অপরূপ দেখলি আজ। হরি অভি-সারে, ভরম ভেলি সুন্দরী, বিছুরল সাজ বিসাজ। ঘন আঁধিয়ারে, রজনী জনি কাজর, গরজত বরখত মেহ। বিষধরে ভরল, দুতর পথ্ঁ তাঁতর, একলি চলি ভেজি গেহ॥ চড়ল মনোরথ, দোসর মনমথ, পন্থ বিপথ নাহি মান। গোবিন্দদাস, কহই ব্রজ সুন্দরী, ঐছনে ভেটল কান॥ ২৫৭

ভাটিয়ারি।

সুন্দরী অভিসারে করল পয়ান। রঙ্গ পটাম্বরে, ঝাঁপল সব তনু, কাজরে উজোর নয়ান॥ দশনক জ্যোতি, মোতি নহ সম-তুল, হসইতে খসে মণি জানি। কাঞ্চন কিরণ, বরণ নহ সমতুল, বচন কহয়ে পিক বাণী॥ কর পদ থল কমল-দলারুণ, মঞ্জীর রুণুঝুনু বাজ। গোবিন্দদাস কহ, রমণী-শিরোমণি, জীতল মনোরথ-রাজ॥ ২৫৮

ভূপালী।

চলু গজগামিনী হরি অভিসার। গমন নিরঙ্কুশ আরতি বিথার॥ পঙ্ক পিছল পথ, গুরুয়া নিতম্ব, পড়ু কত বেরি নাহি অব-লম্ব॥ বিজুরি জ্যোতি দরশায়লি দেহ।

উঠইতে চাহে জল ধারক এহ॥ ঐছনে মিলল নাগর পাশ। গোবিন্দদাস কহে পূরল আশ॥ ২৫৯

সুহই।

আজ কৈছে সুন্দরি তেজলি গেহ। কো জানে কৈছন তোহারি সুলেহ॥ গুরুজন ভয়ে কিনা কাঁপ। ঘন আঁধিয়ারে সঘন দিঠি ঝাঁপ॥ তুহুঁ কৈছে হেরলি রাতি। ঘরমহি উয়ল মনমথ বাতি॥ দুতর পন্থ সঞ্চার। চঢ়ল মনোরথে ইথে কি বিচার॥ একলি আওলি এতদূর। আগেহি আগে কুসুম শর পুর॥ আপে করই তুহুঁ কোর। মিলন দুহুঁ দুহুঁ তনুতনু জোড়॥ রাধামাধব ভাব। না বুঝল মুগধল গোবিন্দদাস॥ ২৬০

কেদার।

কণ্টক গাড়ি, কমলসম পদতল, মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি। গাগরি বারি, চারি করি পিছল, চলতহি অঙ্গুলি ঝাঁপি॥ মাধব তুয়া অভিসারক লাগি। দুতর পন্থ, গমনে ধনী সাধয়ে, মন্দিরে যামিনী জাগি॥ করযুগে নয়ন, মুদি চলু ভাবিনী, তিমির পয়ানক আশে। কর কঙ্কণ পানকলি, মুখ বন্ধন শিখই, ভুজগ গুরু পাশে॥ গুরুজন বচনে, বধির সম মানই, আন শুনই কহ আন। পরিজন বচনে, মুগধি সম হাসই গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ২৬১

কেদার।

ভীতেক চিত, ভুজগ হেরি যো ধনী, চমকি চমকি ঘন কাঁপ। অব আঁধিয়ারে আপন তনু ঝাঁপই. কর দেই ফণি মণি ঝাঁপ। মাধব কি কহব তুয়া অনুরাগ। তুয়া অভিসারে, অবশ নব নাগরী জীবই বহু পুণভাগ॥ যো পদতল, থলকমল সুকোমল ধরণী পরশে উপচঙ্ক। অব কণ্টকময়, সঙ্কট বাটহি, আওত যাত নিশঙ্ক॥ মন্দির মাঝ, সাজ নাহি তেজত দেহলি মানয়ে দূর। অব কুঞ্জ-যামিনী, চলয়ে একাকিনী গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

গান্ধার।

ঘন ধনী ঘর সঞে ভেল বাহির। ঝর ঝর বরখে জলদ অনিবার॥ কর ঠেলন নাহে সম আঁধিয়ার। দিশ দরশায়ল মদন দিশার॥ কি কহব মাধব পুন ফল তোরি। এতহুঁ দূর ত্বরিত মিলু গোরী॥ ঝলকত বিজুরী নয়ন ভরু চঙ্ক। চলইতে খেলয়ে সঘন মেহি পঙ্ক॥ উঠইতে ফণি মণি উজোর হেরি। কনক দণ্ড বলি ধর কত বেরি॥ ঐছনে সোপনু তৈছে নিজ দেহ। অপরূপ ঐছন তোহারি সুলেহ॥ এত দিনে প্রেমক পরিচয় ভেল। গোবিন্দদাস ভরম দূরে গেল॥ ২৬৩

ধানশী।

কুন্দ কুসুমে করু কবরী ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম হার॥ চন্দনে চরচিত

রুচির কর্পূর। অজহি অজ অনঙ্গ ভরি পুর॥ চাঁদনি রজনী উজোরলি গোরী। হরি অভিসারে রভস রসে ভোরি॥ ধবল আভরণ অম্বর ধরই। ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই॥ হেরইতে পরিজন লোচন ভুল। রঙ্গ পুতলি যেন রস মাহা বুর॥ পুরতি মনোরথ গতি অনিবার। গুরুকুল কণ্টক কি করবে পার॥ মুরতি শিঙ্গার পিরীতি ময় ভাষ। মিললি নিকুঞ্জে কহ গোবিন্দদাস॥ ২৬৪

কামোদা।

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি, জানু উপরে পুন রাখি। নিজ করকমলে, চরণ যুগ মুছই, হেরই চির থির আঁখি। পিরীতি মুরতি অধি দেবা। যা কর দরশন সব দুখ মিটল, সোই আপনে কর সেবা॥ হিমকর শীতল, নীরহি তিতল, করতলে মাজই মুখ। সজল নলিনীদলে, মৃদু মৃদু বীজই, পুছই পন্থকি দুখ॥ অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পুরি, মধুর সম্ভাষই কান, গোবিন্দদাস ভণ, নিতি নব নূতন, রাইক অমিঞা সিনান॥ ২৬৫

— —

ধানশী।

মাধব কি কহব দৈব বিপাক। পথ আগমন কথা, কত না কহিব হে, যদি হয় মুখ লাখে লাখ॥ মন্দির তেজি যব, পদ চারি আয়নু, নিশি হেরি কম্পিত অঙ্গ। তিমির দুরন্ত পথ, হেরই না পারিয়ে, পদ যুগে বেড়ল ভুজঙ্গ॥ একে কুলকামিনী, তাহে কুহু-যামিনী, ঘোর গহন অতি দূর। আর তাহে জলধর, বরিখয়ে ঝর ঝর হাম যাওব কোন পুর॥ একে পদপঙ্কজ, পঙ্কে বিভূষিত, কণ্টকে জর জর ভেল। তুয়া দরশন আশে, কছু নাহি জাননু, চির দুখ অব দূরে গেল॥ তোহারি মুরলী, যব শ্রবণে প্রবেশল, ছোড়ল গৃহসুখ আশ। পন্থক দুখ, তৃণ করি ন গণনু, কহতহি গোবিন্দদাস॥ ২৬৬

মল্লার।

বিপিনে মিলল গোপনারী। হেরি হাসত মুরলী-ধারী॥ নিরখি বয়ান পুছত বাত প্রেমসিন্ধু গাহিনী। পুছত সঙ্কক গমন ক্ষেম, কহত কিয়ে করব প্রেম, ব্রজক সবহুঁ কুশল বাত কাহেক কুটিল চাহনি॥ হেরত ঐছন রজনী ঘোর, তেজি তরুণী পতিক কোর, কাহে আওলি কানন ওর ঘোর কহত কাহিনী। গলিত ললিত কবরী বন্ধ কাহে ধাওতি যুবতীবৃন্দ, মন্দিরে কিয়ে পড়ল দ্বন্দ্ব বেড়ল বিশিখ চাহনি॥ কিয়ে শারদ চাঁদনি রাতি, নিকুঞ্জে ভরল কুমুদপাঁতি, হেরত শ্যাম ভরম কাঁতি বুঝ আয়ল সাহিনী। এতহি কহত না কহ কোই রাখত কাহে সনহি গোই, ইহই আননে হোয়ে কোই গোবিন্দদাস গাহনি॥ ২৬৭

ধানশী।

ঐছন বচন কহল যব কান। ব্রজ-রমণীগণ সজল নয়ান॥ টূটল সবহুঁ মনোরথ করণি। অবনত আননে নখে লিখু ধরণী॥ আকুল অন্তর গদগদ কহই। অকরুণ বচন বিশিখ নাহি সহই॥ শুন শুন সুকপট শ্যামর চন্দ। কৈছে কহসি তুহুঁ ইহ অনুবন্ধ॥ ভাঙ্গলি কুলশীল মুর-লীক গানে। কিঙ্করীগণ জনু কেশ ধরি টানে॥ অব কহ কপটে ধরম যুত বোল। ধার্ম্মিক হরয়ে কুমারী নিচোল॥ তোহে সুঁপিতে জীব তুয়া রস পাব। তুয়া পদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব॥ এতহুঁ কহত ব্রজ যৌবত মেল। শুনি নন্দ নন্দন হরষিত ভেল॥ করি পরসাদ তহি করয়ি বিলাস। আনন্দে নিরখয়ে গোবিন্দদাস॥ ২৬৮

কানড়া।

শরত চন্দ, পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ, ফুল্ল মল্লি মালতি যূথি, মত্ত মধুকর ভোরণি। হেরত রাতি ঐছন ভাঁতি, শ্যামমোহন শোহন কাঁতি, মুরলী তান পঞ্চম গান, কুলবতী চিত চোরণি॥ শুনত গোপী, প্রেম রোপি, মনহি মনহি আপা সোঁপি, তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত, কম কনক জোলনি। বিস্মরি গেহ, নিজহুঁ দেহ, একু নয়নে কাজর রেহ, যাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু, একু কুণ্ডল দোলনি॥ পবনে শিথিল সীঁথির বন্ধ বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ, গ্রহত খসত বসন চোরি বিগলিত বেণী লোলনি। ততনি বেলি, সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথে না হেরি, ঐছে মিলল গোকুল-চন্দে, গোবিন্দদাসক গায়নি॥ ২৭০

মল্লার।

কি করব মৃগমদ লেপনে তোর। বিফল পহিরাই নীল নিচোল॥ শরত চাঁদ মুখ এতুয়া হাস। বিঘটন তিমির ভেল পর কাশ॥ এ সখি ধরবি হামারি উপদেশ যব অভিসারবি হরিক উদেশ॥ আঁচরে ঝাঁপবি আনন চন্দ। দূর কর কামিনী কিঙ্কিণী মন্দ॥ নূপুর মুখে ভরি তুলক পুঞ্জ। মন্দর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ॥ চলইতে চৌকি নগর পর মাজ। ঝনু মণি কঙ্কণ বঙ্ক বিরাজ॥ তিমির পন্থ রব হোতিম সেহ। গোবিন্দদাস কহ করবি নেহ॥ ২৬৯

মায়ূর।

নব যৌবনী ধনী জগ জিনি লাবণী, মোহিনী বেশ বনায়লি তাই। মনমথ চিত, ভীত নাহি মানত, কুঞ্জরাজ পর সাজলি রাই॥ চললি নিকুঞ্জে কুঞ্জর-বর-গমনী। যুবতীযূথ শত গাওত বাওত চলত চিত্রপদ বিদগধ রমণী॥ হেরইতে শ্যাম সুরতন রণপণ্ডিত হাসি যদন মদে মাতলি বালা। রতি-রণ-বীর ধীর সহচরী বরিখয়ে নয়ানে কুসুমশর জ্বালা॥ নয়ানে নয়ানে বাণ, ভুজে ভুজে সন্ধান, তনু তনু পরশিতে নহে জয় ভঙ্গ। গোবিন্দ কহ অব নাহি সমুঝিয়ে বাজন কিঙ্কিণী কোন তরঙ্গ॥ ২৭১

গুর্জ্জরী।

ঘন ঘন নীপ, সমীপহি শুনিয়ে, সঙ্কেত নিশান। রহি রহি বাম, পয়োধর পন্দই, তেই বুঝি মিলব কান॥ দেখ সখি পাপ চতুর্থীক চাঁদ। হরি অভিসার, ত্রৈ বিলম্বায়ত পাতি কিরণময় ফাঁদ॥ মনহি মনোরথ, চঢ়ল মনমথ, ধৈরয ধরণ না যাত। মণিময় হার, ভার জনু লাগয়ে, আভরণ দূর করু গাত॥ ধরণী শয়ন এক, মোহে শোহায়ত, কুসুম শয়নে জীউ কাঁপ। গোবিন্দদাস কহ, গহন প্রেম গাহ, দহনে দোহায়ই ঝাঁপ॥ ২৭২

ভূপালী।

গুরু দুরু বক্ষ, উজোরল চন্দ। গুরুজন নয়ন পদহি পদ মন্দ॥ তাহে অতি দূরতর পন্থ সঞ্চার। ততহি কলাবতী চলু অভিসার॥ কি কহব মাধব প্রেমক রীত। তুহুঁ অনুরাগিণী ত্রিভুবনে জীত॥ যাঁহা ধনী ধাধসে ভাঙ ধুমান। সাধসে ধাওয়ে কতহুঁ পাঁচবাণ॥ সো তোহে কুঞ্জে মিলল নিরবাধ। গোবিন্দদাস কহ পুরল সাধ॥ ২৭৩

কল্যাণী।

বয়স সমান সঙ্গে নব রঙ্গিণী সাজলি শ্যাম দরশ রস লোভে। কোই রবাব মুরজ শরমণ্ডল বীণ উপাঙ্গ হাত পর শোভে। ভালে বনি আওয়ে বৃষভানুতনী। চরণ-কমল-তলে অরুণ বিরাজিত মঞ্জীর রঞ্জিত মধুর ধ্বনি॥ গতি অতি মন্থর নব যৌবন ভর, নীল বসন মণি কিঙ্কিণী বোলে। গজ-অরি মাঝারি, উপরে কনয়া গিরি, বীচহি সুরধুনী মুকুতা হিলোলে॥ করি মণ্ডল ছবি জিনি মণি মণ্ডল সুন্দর সিন্দূর-বিন্দু তালহি ভালে। গোবিন্দদাস কহ ভুলল অলিকুল বেঢ়ল কবরীক মালতি-মালে॥ ২৭৪

—

বেলোয়ার কন্দর্প।

কঞ্জচরণ যুগ, যাবক রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন মঞ্জীর বাজে। নীল বসন মণি, কিঙ্কিণী রণরণি, কুঞ্জর গমন দমন ক্ষীণ মাঝে॥ সাজলি শ্যামবিনোদিনী রাধে। সখহি রঙ্গ, তরঙ্গিণী রঙ্গিণী, মদনমোহন মনোমোহন ছাঁদে॥ কনক কটোর জোড়, কুচ কোরক জোড়ে উজরল মোতিমদাম। ভুজ যুগ থির, বিজুরি মণিময়, কঙ্কণ ঝনকিতে চমকিত কাম॥ মধুরিম হাস, সুধারস নিরমল, দশন জ্যোতি জিতি মোহিম কাঁতি। সুভগ কপোল, লোল মণিকুণ্ডল, দশদিশ ভরল বয়ান শর পাঁতি॥ ঝাঁপলি কবরী, ভালে অলকাবলী, ভাঙ ধনুয়া জনু মনমথ সেবি। গোবিন্দদাস, হৃদয়ে অবধারলি মুরতি শিঙ্গার, দেব আধ দেবী॥২৭৫

—

মঙ্গল।

ঋতুপতি রাতি, রজনী উজারল, হিমকর মলয় সমীরণ মন্দ। কানু আশোয়াসে, চপল মনোভব, সো মোহে বিথারল দ্বন্দ্ব॥ সজনি পুন জনি সম্বাদহ কান। কালিন্দী-

কূলে, অবহি বিরহানলে, তেজব দগধ পরাণ॥ কিশলয় দহন, শেজ অব সাজহ, আহুতি চন্দন পঙ্ক। দ্বিজকুল নাদ, মন্ত্রে তনু জরজর, দূরে যাউ প্রেমকলঙ্ক॥ চিত রতন মঝু, কানু পাশ রহুঁ, অবহু না মিলিল সোয়। গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরহহ, অব মিলায়ব তোয়॥ ২৭৬

বসন্তশ্রী।

আওয়ে কুসুমে বনি রাই রমণীমণি। ধনি ধনি বৃকভানু নবীন তনী॥ অরুণ বসন বনি বরণ কিরণ মণি। অবনী উয়ল জনি সুথির সৌদামিনী॥ বদনচাঁদ ছবি বচন অমিঞা জনি। হরিণী নয়নী রঙ্গে প্রাণ সহচরী গণি॥ অরুণ চরণে মণি নূপুর রণরণি। মুগধ গমনী ধনী গোবিন্দদাস ভণি॥ ২৭৭

ভূপালী।

হরি রহু কাননে কামিনী লাগি। জাগয়ে জরজর মনসিজ আগি॥ দারুণ গুরুজন নয়ন নিপাত। না মিলিল সুন্দরী ভৈ গেল প্রভাত॥ আজি ভেল ভাগে কুঝটি আঁধিয়ার। ঐছে সময় ধনী চলু অভিসার॥ বিঘটি মনোরথ অবইতে কান। ধনী চলু আন ছলে মাধ সিনান॥ যা দু মিলল আন আন পন্থ। দরশনে মিটল বিরহ দুরন্ত॥ যা দুহুঁ হরখে তরখে কয়ু কোর। বিঘটি কি ঘটল চকোরক জোড়॥ গোবিন্দদাস ভুলহ রস গাব। ভাগ্যগণ গঠই মদন পরভাব॥ ২৭৮

ভূপালী।

সুন্দরী তুরিতহি করহ পয়ান। সব গৌরীশ ফল, স্বামী সুমঙ্গল ভানুক কুণ্ডে সিনান॥ ঐছন বচন, কহল যব সো সখি, গুরুজনে অনুমতি মাগি। বহু উপহার, সকপূর চন্দন, নেওল ভানুক লাগি॥ সবহুঁ সখী মেলি, দেই হুলাহুলি, চললহি পন্থকি মাঝ। সো বর সুন্দরী, করি পথ চাতুরী, মিলায়ল নাগররাজ॥ রাইক বদন চাঁদ, হেরি মাধব, পূরল সব অভিলাষ। দুহুঁ দরশনে, দুহুঁ আরতি, নব নব কহতঁহি গোবিন্দদাস॥ ২৭৯

ধানশ্রী।

আজু গো শিঙ্গারে ধনীরে চলু বালা। যুবজন হৃদয়ে কুসুমশর জ্বালা॥ হাসি দেখাওয়ে মুখ দশন জ্যোতি। পঙারক মাঝে গাঁথল গজমোতি॥ চাঁচর চিকুর উলটি উরে পড়ই। জনু কনয়া গিরি চামর ঢরই॥ চঞ্চল কুটিল দিঠে হেরই বাট। বিকচ কমলে জনু খঞ্জন নাট॥ যৌবন মদে গতি মন্থর ভাতি। জনু মত্ত কুঞ্জর গতি মদে মাতি॥ মিলল কুঞ্জে ধনী নাগর পাশ। হেরত আনন্দে গোবিন্দদাস॥ ২৮০

গান্ধার।

কালিয়দমন, জগতে তুয়া ঘোষই, সহচরী শুনইতে কাণে॥ তুয়া সনে বাদ, করিয়া ধনী আওত, মনমথ চড়ই ঝাপানে॥ মাধব অতএ কহিয়ে তুয়া লাগি। ত্রিবলীক মাঝে, লোম ভুজঙ্গিনী, হেরইতে তুহু জানি ভাগি॥ নয়নকমল পর, যুগল ভুজগবর, কাজর গরল উগারি। মদন ধন্বন্তরি, আপে যব আওব, সো বিশত বহি না সারি। বেণী ভুজগবর, পীঠ পর দোলত, চিরদিন ভুখিল পিয়াসে। শুনইতে নাগ-দমন, তনু কম্পিত, কহতহি গোবিন্দদাসে॥ ২৮১

বেলোয়ার।

রাইক আগমন বাত। শুনইতে উলসিত গাত॥ তাহে কহই নব কান। নাগদমন মঝু নাম॥ খগপতি রহুঁ মঝু পাশ। সবহুঁ সে করব গরাস॥ বিকট মকর পুন হোয়। এক না রাখব সোয়॥ দৈব করয়ে যব আন। দংশয়ে হামারি বয়ান॥ রসনা ধন্বন্তরি আগে। তঁহি পুন অমিঞা না রাগে॥ নিরবধি হোয়ব তায় জীবত এহি উপায়॥ এত শুনি সহচরী গেল। গোবিন্দদাস মতি দেল॥ ২৮২

সারঙ্গ।

আহ্লাদ করি, সুবল করে ধরি, গমন করল বন মাহি। তরু তরু হেরি, কুসুম তহি তোড়ই, বতম তঁহি হার বনাই॥ মাধব বৈঠল কুণ্ডক তীর। সুন্দরী মনে করি, ভাবই পথ হেরি, আকুল মন নহে থির॥ নব নব পল্লবে, শেজ বিছায়ল, নব কিশলয় তহি রাখি। কুঙ্কুম ঘোরি, চিত ভেল আকুল, হেরইতে থির দুই আঁখি॥ দেখনে মদন, দ্বিগুণ তনু দংধল, জরজর জাগর চন্দ। গোবিন্দদাস পহুঁ, সুবল করে ধরি, ঢর ঢর মদন তরঙ্গ॥ ২৮৩

সখী-শিক্ষা।

সুহই।

দূর সঞে নয়ানে, নয়নে যব হেরবি, নিয়ড়ে রহবি শির নামি। পরশিতে শিহরি, করহি কর বারবি, যতনে রোধ নিরমামি॥ সুন্দরী অতএ শিখায়ই তোয়। বিনহি মান ধন, কিয়ে বহু বল্লভ, কবহুঁ আপন বশ হোয়॥ পুছইতে গোরী, চমকি মুখ মোড়বি, হসইতে জনি ওহুঁ হাস। করইতে মিনতি, শুনই না শুনবি, করবি আনহি আন ভাষ॥ পড়ইতে চরণে, বারি দিঠি পঙ্কজে, পুজবি সো মুখ চন্দ। গোবিন্দদাস কহ, যাক ধৈরয রহ, তাহে সে এত পরবন্ধ॥ ২৮৪

ধানশী।

সুন্দরি ধরবি বচন হামার। কানুক প্রেম, রতন পুন গোপবি, বেকত করবি কুলাচার॥ ধৈরয লাজ, করণ তুয়া সমুচিত, শুনবি গুরুজন ভাষ। আপনক

মান, আপে পুন রাখবি, যৈছে নহত উপহাস॥ তুয়া সম কো পুন, আছয়ে ত্রিভুবন, কুল শীল গুণবন্ত। ঐছন দুহুঁ কুল, হেরইতে উজোর, ধন জন গরব অন্ত॥ ভাব অন্তরে যব, হোয়ত অঙ্কুর আনতহি দেখবি চিত। গোবিন্দদাস কহ, ঐছে প্রেম নহ, অনুরাগ গতি বিপরীত॥ ২৮৫

মিলন—সম্ভোগ।

ধানশী।

পহিলহি রাধা মাধব মেলি। পরিচয় দুলহ দূরে রহুঁ কেলি॥ অনুনয় করইতে অবনত বয়নী। চকিত বিলোকনে নখে লিখু ধরণী॥ অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই করল আধ পদ পয়ান॥ বিদগধ মাধব অনুভবে জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি॥ করে কর বারইতে উপজল প্রেম। দরিদ ঘট ভরি পাওল হেম॥ হাসি দরশি মুখ আগোরল গোরী। দেই রতন পুন লেয়ল চুরি॥ ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস॥ ২৮৬

ভূপালী।

সুরত পিয়াসে ধরল পহুঁ পাণি। করে কর বারই ভরল নয়ানী॥ হঠ পরিরম্ভণে পরশিত গাত। নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥ অভিনব মদন তরঙ্গিণী রাই। শ্যাম মাতঙ্গ রঙ্গে অবগাই॥ চুম্বনে সংকোচ লোচন ভার। পীবইতে অধর রচই শীৎকার॥ নখর পরশে ধনী চমকই গোরী। দংশইতে চমকি উঠই তনু মোড়ি॥ কহইতে কহ গদ গদ পদ আধ। আন আন মনে মনসিজ উনমাদ॥ তৈখণে রোখত বহি পরসাদ। গোবিন্দদাস কহ রস মরিযাদ॥ ২৮৭

কেদার।

ধর সখী আঁচর ভই উপচঙ্ক। বৈঠি না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক॥ চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস অভিলাষে আগোরল নাহ॥ লুবধল মাধব মুগধিনী নারী। ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥ পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই। হেরইতে বদন নয়ান জল খলই॥ হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপি। চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপি॥ শুতলি ভীত পুতলি সম গোরী। চিত নলিনী আধ রহই আগোরি॥ গোবিন্দদাস কহই পরিণাম। রূপক রূপে মগন ভেল কাম॥ ২৮৮

ধানশী।

পহিল সম্ভাষণ চির অনুরাগী। মিলল দুহুঁ তনু গলে গল লাগি॥ তঁহি প্রিয় সঙ্গিনী পরম রসালা। দুহুঁ গলে দেয়ল এক ফুল মালা। টুটল জানি দুহুঁ পড়লহি বন্ধ। দৈব বাঢ়ায়ল হৃদয় আনন্দ॥ সখীর বয়ান হেরি আনন্দ ভেলি দুহুঁ গল মাল দূতী গলে দেলি॥ রাখল মরম সোহাগিনী নাম। পরসাদ পাই দূতী করল

পরণাম॥ ঐছন চিরদিন রহু' অঙ্গে অঙ্গ। রতিপতি জানি কভু না কর বিভঙ্গ॥ ঐছে প্রেম কভু না হয় বিচ্ছেদ। গোবিন্দদাসে রহু' অই খেদ॥ ২৮৯

কেদার।

রাধামাধব, কুঞ্জহি পৈঠল, রতিরণ রঙ্গ রসালা। রণ বাজন ঘন, কোকিল কলরব, ঝঙ্করু মধুকর মালা॥ সজনী হেরি দুহুঁ দিঠি ঝাঁপ॥ মনমথ সমরে, কুসুম শর কো কহু, সোঙরি জীউ কাঁপ॥ পহিলহি রাই, নয়ানশরে হানল, আকুল কুঞ্জক রাজ। ভুজ যুগ বরুণপাশে ধনী বাঁধল নিকরুণ হৃদয়ক মাঝ॥ রোখলি রাই তঁহি, পুন হরি উরে, কুচ কাঞ্চন গিরি হান। সো গিরিধরবর, নখরে বিদারল, বিচলিত মানিনী মান॥ শ্রম ভরে দুহুঁ দুহুঁ, অধর মধু পীবই, দুহুঁ গুণ দুহুঁ পরশংস। দুহুঁ দুহুঁ গণ্ড মুকুরে নিজ ছাহ হেরি, ভরমহি দুহুঁ করু দংশ॥ সিন্দূর দহন, বাণ হেরি মাধব, মৃগমদ জলদে নিঝাউ। পিঞ্জ মুকুট ভয়ে, বেণী ভুজঙ্গিনী, বিলুঠই মহী গাড়ি যাউ॥ মাতল মদন রাজ, মদ কুঞ্জর, অলক অঙ্কুশ নাহি মান। তোড়ল নীবিবন্ধ, গীমকর বন্ধন, নিজপর দহু' নাহি জান॥ রতি রণ তুমুল, পুলক কুল সঙ্কুল, ঘন ঘন মঞ্জরী বোল। নিজ মদে মদন, পরাভব পাওল, কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥ অনুখন কঙ্কণ, কিঙ্কিণী ঝঙ্করু, রতি জয় মঙ্গল তুর। মনমথ কেতু, মকর গতি ধাওত, গোবিন্দদাস কহু থুর॥ ২৯০

কেদার।

সৌরভে আগোরি, রাই সুনাগরী, কনক লতা সম সাজ। হরি চন্দন বলি, কোরে আগোরল, কুঞ্জে ভুজঙ্গমরাজ॥ অব কিয়ে করব উপায়। কাল ভুজগ কোরে, ছোড়ি মুগধ সখী, গমন যুকতি না যুয়ায়॥ চন্দ্রক চারু, ফণাগুণ মণ্ডিত, বিষ বিষ মারুণ দিঠে। রাইক অধর, লুবধ অনুমানিয়ে দশনক দংশন মিঠ॥ এক সন্দেহ, শীতকে ভীতহি, পুলকিনী কাঁপই রাই। গোবিন্দদাস, কহু মিলি সংহু', সখা বুঝহি রস অবগাই॥ ২৯১

কেদার।

অভিনব গোরী বসতি পতি গেহ। রস সঞে করস কিয়ে নবীন সুদেহ॥ সংশয়ে নব রতি পতি ভায় লাজ। দোতিক পৈঠয়ে এহেন অকাজ॥ কি কহব রে সখি কহই না জান। পহিল সমাগম রাধা কান॥ যব ধনী যতনে কান্ত সঞে ভেট। অবনত নয়ানে বয়ান করু হেট॥ যব দুহু' সোঁপল করে কর আপি। সাধসে ধরল দুহু'ক তনু কাঁপি॥ যব দুহু' পায়ল মদন শয়ান॥ না জানিয়ে কৈছে কয়ল পাঁচ বাণ॥ গোবিন্দদাস কহু' তুঁহু সে সেয়ানি। হরি করে সোঁপিল হরিণ-নয়ানী॥ ২৯২

কেদার।

কানু বদন হেরি, উছলিত অন্তর, লাজ বসনে মুখ ঝাঁপ। ঈষদবলোকনে, ছল ছল লোচন, কেলি সমাগমে কাঁপ॥ দেখ সখি রাইক ঢঙ্গ। কানুক দরশে, ঐছে বেয়াকুল, দরশনে ইহচিত রঙ্গ॥ রাই বদন হেরি, লুবধল মাধব, কোরে বৈঠায়লি গোরী। কুচে কর পরশনে, চমকি উঠয়ে ধনী, চুম্বনে রহ মুখ মোড়ি॥ ভুজে ভুজে বন্ধন, দৃঢ় পরিরম্ভণ, অধরে অধর রস নেল। গোবিন্দদাস পহুঁ, পূরল মনোরথ, নব নব সঙ্গম ভেল॥ ২৯৩

ভাটিয়ারি।

তনু তনু মিলনে উপজল প্রেম। মরকত যৈছন বেঢ়ল হেম॥ কনক লতায় জনু তরুণ তমাল। নব জলধরে জনু বিজুরী রসাল॥ কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ। দুহুঁ তনু পুলকিত প্রেম তরঙ্গ॥ দুহু অধরামৃত দুহুঁ করু পান। গোবিন্দদাস দুহুক গুণ গান॥ ২৯৪

বিহাগড়া।

দুই জন নিতি নিতি নব অনুরাগ। দুহু রূপ নিতি নিতি দুহু হিয়ে জাগ॥ দুহু মুখ চুম্বই দুহু করু কোর। দুহু পরিরম্ভণে দুহু ভেল ভোর॥ দুহু দোহা যৈছন দারিদ হেম। নিতি নিতি আরতি নিতি নব প্রেম॥ নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস। নিতি হেরই গোবিন্দদাস॥ ২৯৫

কেদার।

পাহিল সমাগম রাধা কান। রতিরসে মগন ভেল পাঁচবাণ॥ দুহুঁ মুখ বিলোকনে, দুহুঁক দরশনে, আনন্দ নীর নি ঝাঁপই রে। আরতি পরশতি, কুচ কনকাচল গিরিধরবর, কর কাঁপই রে। গদ গদ ভাষে, আলাপই দুহুঁ দুহুঁ, চুম্বনে নয়ন লুটাই রে। দুহুঁ পরিরম্ভণে, দুহুঁ পুলকাঙ্কিত, অঙ্গহি অঙ্গ হেলায়ই রে। দুহুঁ রসে ভাসি, দুহুঁ অবলম্বই, রঙ্গ তরঙ্গিত অঙ্গ দুহুঁ। নব নাগরী সঞে, নাগর শেখর, ভুলল গোবিন্দদাস পহু॥ ২৯৬

কেদার।

কুটিল কটাক্ষ বিশিখ ঘন বরিষণে, দূর করু বিবিধ তরঙ্গ। নিজ তনু ঔষধ সরস পরশ দধি, লেপে স্থগিত করু অঙ্গ॥ সুন্দরী ধনী পিতাম্বরী তুঁহু ভেল। এক হিল্লোলে, শ্যামরস সাগরে, সবহুঁ সার হরি নেল॥ দূর অবগাহ, মন্তর মহামন্তর, মদন কমঠ অবগাহ। উচ কুচ মন্দর, হার ভুজঙ্গম, মেলি মথন নিরবাহ॥ অধর সুধা পীয়, প্রেমলছিমী হিয়, বাহিরে নখ পদ চন্দ। প্রতি তনু ভাব, রতন পরিপূরণ, গোবিন্দদাস রহুঁ ধন্দ॥ ২৯৭

ভূপালী।

হিম ঋতু নিশি নিশি দিশি রাত। হিমকর শীকর-নিকর নিপাত॥ মদন-জলধিতলে তঁহি দেহ ঝাঁপ। মিলল শ্যাম তনু থরহরি কাঁপ॥ সুন্দরী দূরে কর কপট শয়ান। নীল নিচোলে নিচল ভেল কান॥ ঝলমল মন্দির মণিময় বাতি। সুখময় শেজ বিদীঘল রাতি॥ তুহুঁ হেন নাগরী হরি হেন নাহ। ধনী ধনী মনসিজ রস নিরবাহ॥ শুনইতে ঐছন সহচরী বোল। মধুরিম হাসি গোরী-তনু মোর॥ হরি পরিপূরিত মানস কান। গোবিন্দদাস গাওয়ে গুণ গান॥ ২৯৮

কেদার।

রতিরণ রঙ্গ, ভূমি বৃন্দাবন, রণ বাজন-পিকু রাব। দুহুঁ চড়ল মনোরথে, দোসর মনমথে, পরিমলে অলিকুল ধাব॥ দেখ রাধামাধব মেলি। দুহুঁক চপল চরিত, নাহি সমুঝিয়ে, কিয়ে কলহ কিয়ে কেলি॥ জর জর •চন্দন, কব কুচ কঞ্চুক, বিপুল পুলক ফুল বাণ। দুহুঁ নূপুর ধ্বনি, দুহুঁ মণি কিঙ্কিণী কঙ্কণ বলয়া নিশান॥ দুহুঁ ভুজ পাশ পরি, দুহুঁ জন বন্ধন অধর সুধা করু পান। আকুল বসন, চিকুর শিখী চন্দ্রক, গোবিন্দদাস রস গান॥ ২৯৯

কেদার।

পেখনু রে সখি যুগল কিশোর। কালিন্দীতীর নিকুঞ্জক ওর॥ নব নব রূপ নিরুপম লাবণী, মরকত কাঞ্চন কাঁতি। নারী পুরুখ দোহে, লখই না পারই, অছু পরিরম্ভণে ভাঁতি॥ ঘন ঘন চুম্বনে, লুবধ বদন দুহুঁ বিগলিত স্বেদ উদবিন্দু। হেরি হেরি মরম, ভরম পরিপূরল, কো বিধুমণি কোই ইন্দু॥ সিন্দুর অরুণ, বদনে বিধু-মণ্ডল, অধরে উদিত আধ মেলি। গোবিন্দ-দাস, কহই অপরূপ, নব রাধামাধব কেলি॥ ৩০০

কেদার।

দুহুঁ জন আওল কুঞ্জক মাহ। অপরূপ কো বিহি রূপ নিরবাহ॥ ঝর ঝর বরিখে গগনে জলধার। দামিনী দহই ঝলকে অনি-বার॥ ঐছে সময়ে বর রাধা কান। কুঞ্জক মাঝে বৈঠে এক ঠাম॥ দুহুঁ তনু মিলল মন-মথে মাতি। দুহুঁ পরিরম্ভণ সমরক ভাতি॥ অপরূপ দুহুঁ জন নিধুবন কেলি। গোবিন্দ-দাস হেরই সখী মেলি॥ ৩০১

ভাটিয়ারী।

বৃন্দাবিপিনে বিহরই মাধবমাধবী সাঙ্গিয়া। দুহুঁ গুণ দুহুঁ জন, গাওত সুললিত, চলন নত্তন গতি ভাঁতিয়া॥ শ্রবণ যুগলে, কুণ্ডল শোহই, নব কিশলয় ভোড়িয়া। দুহুঁ কাঁধে দুহুঁ ভুজ শোহই চুম্বই, মুখ শশী মোড়িয়া॥ মত্ত কোকিল, মুরলী তাহে বাওত, নাচত শিখীগণ মাতিয়া। তেজি মকরন্দ, ধাই বেড়ল, মুখর মধুকর পাঁতিয়া॥ সকল সখী-গণ, কুসুম বরিষণ, আনন্দ ও রসে ভোরিয়া।

গোবিন্দদাস, কথই হেরব, ও রস সায়রে গাহিয়া ॥ ৩০২

কেদার।

দরশনে নয়নে, নয়ন শর হানল ভুজযুগ বন্ধন ঝাঁপি। আভরণ হীন তনু, পরশই বিপুল, পুলক ভরে কাঁপি ॥ দেখ সখি রাধা-মাধব সঙ্গ। রতিরণ লাগি, জাগি দুহুঁ যামিনী, না হেরিয়ে জয়াজয় ভঙ্গ ॥ ঘন ঘন চুম্বন, দুহুঁ অচেতন, অধর সুধারসে মাতি। প্রেমতরঙ্গে, তনু মন পূরল চুরল মনমথ হাতী॥ গদগদ আধ আধ পদ কহই, বদন মুরছন বাণী। দুহুঁ দুহুঁ হৃদয়ে, মরম ভাল সমুঝই গোবিন্দদাস ভালে জানি ॥ ৩০৩

শ্রীরাগ।

তুয়া গুণে কুলবতী, বরত সমাপনি, গুরু গৌরব ভয় ছোড়ি। গুরু জন দিঠি কণ্টক ভরি আওলি মনহি মনোরথ ভোরি ॥ শুন মাধব তোহে সৌপনু ব্রজবালা। মরকত মদন, কোই জন পূজই, সেই নব কাঞ্চন মালা ॥ তুহুঁ অতি চপল, চরিত জনু ষট্‌পদ, কমলিনী বিপিন গোঙারি। মৃদুল শিরীষ, কুসুম জনু তোড়ই, লহু লহু কবরী সম্ভারি ॥ তরুণী সমাজে, গুনি জনু দুরজন, হাসি না দেই করতালি। দূতিক মিনতি, এতহুঁ তুয়া পদতলে, গোবিন্দদাস কহে ভালি ॥ ৩০৪

সুহই।

ও নব জলধর অঙ্গ। ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ ॥ ও নব মরকত ঠাম। ইহ কাঞ্চন দশ বাণ ॥ দেখ রাধামাধব মেলি। সুরতি মদন রস কেলি ॥ ও মুখ চন্দ্র উজোর। ইহ দিঠি লুবধ চকোর ॥ ও তনু তরুণ তমাল। ইহ হেম জ্যোতি রসাল ॥ ও তনু পদুমিনী সাজ। ইহ মত্ত মধুকর রাজ ॥ গোবিন্দদাস রহু ধন্দ। অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ॥ ৩০৫

কামোদা।

দেখ রাধামাধব রঙ্গ। দুহুঁ দুহুঁ মিলনে, আনন্দ বাঢ়ল, দুহুঁ মনে উদিত অনঙ্গ ॥ দুহুঁ কর পরশিতে, সপুলক দুহুঁ তনু, দুহুঁ দুহুঁ আধ আধ বোল। কিঙ্কিণী নূপুর, বলয় মণি ভূষণ, মঞ্জীর ধ্বনি উতরোল ॥ রাই কানু আলিঙ্গন, নীলমণি কাঞ্চন, হেরইতে লোচন ভোর। আবেশে অবশ তনু, ভেল অতি আকুল জলধরে বিজুরী উজোর ॥ ঘন ঘন চুম্বনে, দুহুঁ মুখ দরশনে, মন্দ মধুর মৃদু হাস। শ্যাম তমালে, কনক লতা বেড়ল, নিছনি গোবিন্দদাস ॥ ৩০৬

ধানশী।

মঝু পদ দংশল মদন ভুজঙ্গ। গরলহি ভরল অবশ ভেল অঙ্গ ॥ তুহুঁ যদি সুন্দরি করসি উপায়। মৃগধল জন তব জীবন পায় ॥ পহিলহি ঝারবি দিঠে পসারি। করে কর পঞ্চনে তার সঞ্চারি ॥ শ্রম জল

অঙ্গহি করবি বিথার। কুচযুগ কলসে করবি পানীসার॥ খর নখ-রঞ্জনী ভুয়া নখ মাণি। কাঁরবি নিরবিষ উরপর হানি॥ যতনে অধর ধরি অধর রস দেখি। অধরক দংশনে অধর রস নেবি॥ রজনী উজাগরি রহবি আগোরি। গোবিন্দদাস গুণ গায়বি তোরি॥ ৩০৭

রসাল।

রজনী জনিত জাগরি, নাগর নাগরী, শুতল কিশলয় শেজে। রতি রস অলসে, অবশ কলেবর, দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে॥ সজনি শুতি রহু নিলজ কান। রাই জাগাই গেচল মন্দির, জানই হোত বিহান॥ রাই কবরী, বাঁধই সম্বরি, পিঞ্ছ মুকুট গাড়ি বাউ॥ মণিময় মুদুরি, মোহন মুরলী, এ দুহু লেও চোরাও॥ ঘুমল কাম, যুকতি শুনিয়ে সব, রাইক কোরে আগোরি। গোবিন্দদাস, পহু চতুরশিরোমণি নিরসল সহচরী কোরি॥

কেদার।

দেখ গোরী শুতল শ্যামর কোর। লাগল নীল রতনে, কিয়ে কাঞ্চন, কুবলয় চম্পক জোড়॥ গোরী সুনায়রী, অধরে অধর ধরি, ঘুমল বিদগধ চোর। কনয় কমলে অলি মাতি রহল জনু হিমকরে শ্যামর চকোর॥ ভুজ মনোহর, পীন পয়োধর, রাতুল করতল সাজ। উলটল কমল, বিকচ করে কাঁপল, কনয় ধরাধর রাজ॥ নাগর গুরু উরু, নাগরী বেঢ় নাগর ভুজ বেঢ়ি অঙ্গে। জলদ বিজুরী জনু, বেঢ়ল দুহু তনু, গোবিন্দদাস কহ রঙ্গে॥ ৩০৯

বিভাস।

বৃন্দাদেবী সঙ্গে জানিয়া। সখীগণে কহে সম্বোধিয়া॥ দেখ নিশি বহি গেল। দশদিশ অরুণিম ভেল॥ নিজ নিজ সুমধুর স্বরে। জাগাও মোর শ্যাম নটবরে॥ বৃন্দাদেবীর আদেশ পাইয়া। রাই শ্যামে কহে সম্বোধিয়া॥ ওহে শ্যাম ব্রজেন্দ্র-নন্দন। মোরা কিছু করি নিবেদন॥ সুবদনী কর অবধান। নিশি গেল হৈয়াছে বিহান। জাগ জাগ॥ যুগলকিশোর। অরুণকিরণ হেরি ঘোর॥ কুমুদিনী তেজি অলি ধায়। আরত থাকিতে না যুয়ায়॥ সখী মুখে শুনি চমকিত। গোবিন্দদাস চিত ভীত॥ ৩১০

কেদার।

রতিরস ছরমে, শ্যাম হিয়ে শুতলি, শবদ ইন্দুমুখী বালা। মরকত মদনে, কোই জনু পূজল, দেই নব কাঞ্চন মালা॥ শ্যাম বয়ান পর, বয়ান বিরাজই, উরপর কুচযুগ সাজে। কনক কুম্ভ জনু, উলটি বৈসায়ল, মদন মহোদধি মাঝে॥ যোড়ল তনু মন, ভুজে ভুজে বন্ধন, অধরহি অধর মিশান। বেড়ল মৃণালে, হেম নীলমণি জনু, বাঁধিল যুগ এক ঠাম॥ ঘন সঞে দামিনী, দুকূলে দুকূল, জনু দুহু জন এক পটবাস। চরণে বেড়িয়া চারু অরুণ সরোরুহ, মধুকর গোবিন্দদাস॥

কেদার।

রজনী উজাগরি, নাগর নাগরী, আঁখি মেলিতে নারে ঘুমে। অতিহুঁ রভস ভরে শ্যাম নাগরীর কোরে অঙ্গ হেরি রহল নিঝুমে॥ দেখি সখি অপরূপ ছাঁদে। শ্যাম নাগরের কোরে শুতিয়া রহল ধনী কারু নেহারি মুখচাঁদে॥ কুঞ্চিত কুন্তল ভালে লাগিয়াছে, সিন্দুর কাজর মৃদু ঘামে। ফুয়ল কবরী আধ বিনন পাটের জাদ, বাঁড় খসল কর বামে॥ নীল বসন ভিগি, অঙ্গে লাগিয়াছে, শ্রীঅঙ্গ দেখিতে উদাস। যৈছে চাঁদ কলা, মেঘে গরাসল, নিরখই গোবিন্দদাস॥ ৩১২

রামকৌল।

হিমকর কিরণ মলিন নলিনীগণ হাসই অরুণ কিরণ হেরি থোর। কোকিল বোলে ভ্রমরকুল আকুল ভেজত কুমুদিনী কোর॥ কৈছে ঘুমাওত যুগলকিশোর। চৌঙকি কহত শুক সারীক জোড়॥ কিশলয় শয়নে নিচল তনু শ্যামর মরকত কাঞ্চন গোরী। কিয়ে কুসুম শর তূণ শূন ভেল কিয়ে দুহু রতিরসে ভোরি॥ সহচরী ছোড়ি মন্দিরে জনু যাওত জাগাহুঁ সুন্দরী রাধে। গোবিন্দদাস পহুঁ শুনইতে কাণের কোন কমল রস বাদে॥ ৩১৩

ললিত।

গগনহিঁ মগন, সগণ রজনীকর, চলু চরমাচল ওর। পদুমিনী বদন মধুপ ঘন চুম্বই, ভেজই কুমুদিনী কোর॥ জাগহু রে বৃষভানু-কুমারি। শ্যামরু কোরে গোরী কিয়ে ভোরলি পুন বোলত শুক সারী॥ যামিনী তিমির থির নাহি হেরিয়ে পরশি অরুণ রুচি রঞ্চ। নাগরী নীল, পটাঞ্চলে লাগল, জনু বিরহানলে অঞ্চ॥ চৌরি রভস রস, এতহুঁ সুধাধস, গুরুজন রহ পথ জোই। গোবিন্দদাস কহ, জানি চলয়ে সখী, পিকু বোলত অই অই॥ ৩১৪

কেদার।

চললহি মন্দিরে নওলকিশোরী। হেরইতে হরি মরি মুখ, অলস বিলোচন, চেতন রতন চোরায়লি গোরী॥ ঝামর বদন, শ্যাম ঘন চুম্বনে, প্রাত ধূসর শশধর কাঁতি। চম্পক মাল, ললিত করে বাঁধই, পরিমলে লুবধল মধুকর পাঁতি॥ বিগলিত কেশ, বেশ সব খণ্ডিত, নখপদ মণ্ডিত হৃদয় নেহারি। পীত বসনে চমকিত তনু কাঁপই, রস আবেশে চলু চলই না পারি॥ লহু লহু হাসে সম্ভাষই সহচরী, সচকিত লোচনে দশদিশ চাই। গোবিন্দদাস কহ, জানব গুরুজন, চলহ চতুর্গত ঘরে যাই॥ ২১৫

স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

কেদার।

ধনি ধনি রমণী শিরোমণি রাই। নয়নক ওর, কয়ত নাহি মাধব, নিশি দিশি

রস অবগাই॥ করতলে কুঙ্কুমে, ওমুখ মজাই, অলক তিলক লিখি ভোর। সজল বিলোকনে, পুন পুন হেরই, আকুল গদ গদ বোল॥ লোচন খঞ্জন, অঞ্জনে রঞ্জই, নব কুবলয় শ্রুতিমূল। মন্ডসী কুসুম, স্মরি ললিত হৃদয়ে ধরি কৃপণ হেম সমতুল॥ যাবক চিত্র, চরণ পর লেখই, মদন পরাজয় পাত। গোবিন্দদাস, কহই ভাল হোয়ল, কামুক আর কত হাত॥ ৩১৬

কেদার।

আনন্দ নীর, যতনে হরি বারত, অলকা তিলকা নিরমাই। কুঞ্চিত লোচনে, হরি মুখ হেরইতে, থরহরি কাঁপই রাই॥ দেখ সখি রাধামাধব লেহ। নাগরী বেশ, বনাওত নাগর, ভাবে অবশ দুহুঁ দেহ॥ কোরহি মাতি, পুনহি হরি সাজত, পীন পয়োধর জোড়। ঘামল কর পঙ্কজ, জলে ধোয়াইল, মৃগমদ চিত্ত উজোর॥ মরমক বোল, কহত দুহুঁ আকুল, রোধল গদ গদ ভাষ। অধর বিলোকনে, ইঙ্গিতে কি কহল, না বুঝল গোবিন্দদাস॥ ৩১৭

ভূপালী।

আকুল কুটিল অলকাকুল সম্বরি। সীঁথি বনাই বাঁধল পুন কবরী॥ তঁহি সম রেহ সিন্দূরক বিন্দু। কুঙ্কুমে মাজি সাজ মুখ ইন্দু॥ এ হরি রতি রস অবশ রসাল। বিঘটিত বেশ বনাহ পুন বার॥ কাজরে উজোরহ লোচন ভ্রমরী। শ্রুতি অবতংস কিশলয় চমরী॥ পীন পয়োধরে থির কর অর্পি, মৃগমদে রঞ্জহ নখপদ ছাপি॥ বিগলিত কম্বু বলয়গণ যোর। সীঁথে সীঁথায়হ নূপুর জোড়॥ মেটল যাবক পদে পুন লেখ। গোবিন্দদাস দেখউ পরতেক॥৩১৮

কামোদ।

ধনী মুখ পঙ্কজ, কুঙ্কুমে মাজই, বিদগধ বর কান॥ রচইতে সিন্দূর, গর গর অন্তর, অঝরে ঝরে নয়ান॥ দেখ সখি রাধা-মাধব কেলি। দুহুঁ সুখ-সাগরে, আনন্দে ভাসল, দুহু রসে নিমগন ভেলি॥ বয়ন কঠোর জোড় কুচমণ্ডল, যছু পদে বিদগধি সাজ। মৃগমদচিত, অগুরু করু পল্লব, যুগল মনসিজরাজ। আনন্দ নীর, নয়ন ভরি আয়ত কাঁচলি করি নিরমাণ। নীল বসন মণি, তছু পরি কিঙ্কিণী, হেরইতে হেরল গেয়ান॥ মঞ্জুল মঞ্জীর, চরণ পর রঞ্জই, মুকুর ধর নিজ পাশ। নিজ তনু হেরি, হাসি তোহে সোঁপল, হেরল গোবিন্দদাস॥ ৩১৯

রামকেলী।

এ ধনি এ ধনি করু অবধান। কহ পুন কি করব অনুগত কান॥ পহিলহি তোহার বচন পরমাণে। কিশলয় সাজনু মদন শয়ানে॥ চন্দ্রক পবন সঘন তনু দেল। যতি খনে শ্রমজল সব দূরে গেল॥ বিগলিত চিকুর যতনে পুন সম্বরি। বকুল মাল সঞে বাঁধনু কবরী॥ অঞ্জনে রঞ্জনু

এ দুহু নয়না। তাম্বূলে পূরল পঙ্কজ বয়না॥ মৃগমদে লিখইতে উচ কুচ জোর। কাঁপে চপল কর পল্লব মোর॥ ইথে যদি রোখবি কাঞ্চন গোরী। গোবিন্দদাস গুণ গায়ব তোরি॥ ৩২০

শ্রীমতীর রসোদ্গার।

ধানশী বা সুহই।

হৃদয় মন্দিরে, মোর কানু ঘুমাওল, প্রেম প্রহরী রহু জাগি। গুরুজন গৌরব, চোর সদৃশ ভেল, দূরেহুঁ দূরে রহু ভাগি॥ সজনি এতদিনে ভাঙ্গল দ্বন্দ। কানু অনুরাগ—ভুজগে গরাসল, কুল দাদুরী মতি মন্দ॥ আপনক চরিত আপনি নাহি সমুঝিয়ে, আন করত হোয় আন। ভাবে ভরল তনু, পরিজন বাঁচিতে, গ্রহপতি সপতিক ঠাম॥ নিঁদহি নিঁদ, নয়ানে না হেরিয়ে, না জানিয়ে কি ভেল আঁখি। অতএ পরমাদ, কহই না পারিয়ে, গোবিন্দদাস এক সাখী॥ ৩২১

সিন্ধুড়া বা গান্ধার।

কাজর তিমির, ভরম অনু রুচি, নিবসই কুঞ্জকুটীর। বাঁশী নিশাসে, মধুর বিষ উগারই, গতি অতি কুটিল সুধীর॥ সজনি কানু সে বরজ ভুজঙ্গ। সো মঝু হৃদয়, চন্দন রুহে লাগল, ভাগল ধরম বিহঙ্গ॥ লোচন কোণে পড়ত বর নাগরী, রহই না পারিয়ে থির। কুঞ্চিত অরুণ, অধর ভরি পিবই, কুলবতী বরত সমীর॥ এক অপরূপ, নয়ন বিষ তাকর, মোটর দংশন দংশে। বিষস্তৌষধি, বিষ অবধারল, গোবিন্দদাস পরশংসে॥ ৩২২

বরাড়ী।

বেণুক ফুক বুক, মদনানলে, কুল ইন্ধনমে জোরি। দরশন পাণি, দুহুঁ পরশে সোহায়ল, শ্রমজল আরণ বারি॥ সজনি কানু সে শৈল সোণার। মঝু মন কাঞ্চন, আপন প্রেমধন, জোরি পিঁধায়ল হার॥ নব অনুরাগ, রঙ্গে পুন রঞ্জল, মূল না জানয়ে কোই। গুরুজন নয়ন, চোর পথ, ছাপিয়ে প্রাণনাথ সোগোই॥ যো রস আগরি, বিদগধ নাগরী, হেরতহি তাকর সাধ। গোবিন্দদাস কহ, আন আন বচন, হোয়ে জনি পরমাদ॥ ৩২৩

সুহই।

অবলা কি জানি গুণ ধরে। রসিক মুকুট মণি, নায়ক হইয়া কেনে, এতেক আদর মোরে করে॥ আউলাএ্য কবরী ভার, বেশ করে বার বার, বসন পরায় কুতূহলে। রাখিয়া আপন উরে, নূপুর পরায় মোরে, চরণ পরশে করতলে॥ মোর অঙ্গ সঙ্গ আশে, লালসা পাইয়া রসে, প্রাণনাথ বলে দিমু দিমু। নিজ অনুগত জনে, গণিয়া রাখিবে মনে, এতনু তোমারে দিমু দিমু॥ বন্ধুয়া বোলয়ে ধনি, কালিয়া কম্বুগ্রীখানি, ও রাঙ্গা চরণ তলে মাখি। সখার সমাজে

তোর,যোবণা রহক মোর, নিগূঢ় মরম তার সাখী॥ বিদগধ শ্যাম রায়, বীজন করয়ে গায়, আপনে ভূঙ্গার গুয়া পান। গোবিন্দ বলয়ে ধনি, শুন শুগো ঠাকুরাণী, তুমি সে কানুর এক প্রাণ॥ ৩২৪

শ্রীগান্ধার।

দরশনে লোর নয়ন যুগ ঝাঁপি। কর-ইতে কোর দুহুঁ ভুজ কাঁপি॥ দূর কর এ সখি তুয়া পরসঙ্গ। নামহি যাক অবশ করু অঙ্গ॥ চেতন না রহুঁ চুম্বন বেরি। কো জানে কৈছন রভস রস কেলি॥ যো ধনী মানি সুরত অধিদেবী। তাকর চরণ কমল পর সেবি॥ কানুক পরশে থণ্ডহুঁ অনুভাব। অনুভাবি আপ পরক সমুঝাব॥ তবহুঁ জগতি ভরি ঘোষিত এহ, রাধা মাধব অবি-চল লেহ॥ এ কিয়ে সুদৃঢ় কিয়ে পরিবাদ, গোবিন্দদাস চিতে না ভাঙ্গে বিবাদ॥ ৩২৫

সুহই।

আধক আধ, আধ দিঠি অঞ্চলে, যব ধরি পেখনু কান। কত শত কোটি, কুসুম শরে জরজর, রহতকি যাত পরাণ॥ সজনি জানমু বিহি মোরে বাম। দুহুঁ লোচন ভরি, যো হরি হেরই, তছু পায় মঝু পর-ণাম॥ সুনয়নী কহত, কানু ঘন শ্যামর, মোহে বিজুরী সম লাগি। রসবতী তাক, পরশ রসে ভাসত, হামারি হৃদয়ে জনু আগি॥ প্রেমবতী প্রেম, লাগি জীউ তেজত, চপল জীবনে মঝু সাধ। গোবিন্দদাস ভণে, শ্রীবল্লভ জানে, রসবতী রস মরিযাদ॥

বরাড়ী।

যাহা দরশনে তনু পুলকে না ভরই। যাহা কর পরশনে টুটত বোলই॥ যাহা পরিরম্ভণে অম্বর খলই। যাহা ঘন চুম্বনে বদন না টুটই॥ এ সখি মানিয়ে হরি সঞে মেলি। যব হোয়ব হেন মনো-ভব কেলি॥ যাহা কিঙ্কিণী মণি কঙ্কণ বলই। যাহা নখ বিলিখনে দুহুঁ তনু দলই॥ যাহা মণি নূপুর তরলিত কলই। যাহা ঘন চন্দন শ্রম জলে গলই॥ যাহা নাহি ঐছন রস নীর বহই। তাহা পরিবার গোবিন্দ-দাস কহই॥ ১২৭

ধানশী।

যব হরি পাণি, পরসে ঘন কাঁপসি, ঝাঁপসি ঝাপল অঙ্গ। তব কিয়ে ঘন ঘন, মণিময় আভরণ, কেশ পরায়লি রঙ্গ॥ এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ। যাহে বিনু জাগরে, নিদহুঁ না জীবসি, তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥ করইতে কোরে, জোরি তনু বল্লরী, নহি নহি বোলসি থোর। চুম্বনে বেরি, মুখ মোড়সিলু, জনু বিধু লুবধ চকোর॥ যব হোয়ে নাহ, রতন রত অবি-রত, বারত জানি অভিলাষ। গোবিন্দ দাস কহ, রহ বহু বল্লভ, কৈছে রহত নিজ পাশ॥ ১২৮

কাহারে কহিব, কানুর পিরীতি, তুমি সে বেদনী সই। সে রস ধাধসে, ধস ধস হিয়া, তেঞি সে তোমারে কই॥ ও নব নাগর, রসের সাগর, আগোর সকল গুণে সে সব চরিত, আদর পিরীত, বুঝিয়া মরি যে মমে॥ পিরীতি ছল, কত না ছল, সে কি নাশে আকুতি সাধে। মান নাশিয়া, মধুর ভাখিয়া, হাসিয়া মরম বাঁধে॥ সে মোরে কোলেতে, করিয়া ভাবিয়া, বদনে বদন দিয়া। মধুর চুম্বিয়া, বিধু বিড়ম্বিয়া, পরাণ লইল পিয়া॥ কাঁচুয়া ফাড়িয়া, সে রস লুটিয়া, তুলিয়া মধুপ জনু। কমল কোরক, ভরমে কি কৈল, গুণেতে ঘুণিত তনু॥ ও দিঠি চাতুরী, মুখের মাধুরী, লহরী কত বা আর। এ সুখ শুনিতে ঝুরিয়া মরয়ে, দাস গোবিন্দ ছার॥ ৩২৯

পঠমঞ্জরী।

একলি যাইতে যমুনার ঘাটে। পদচিহ্ন মোর দেখিয়া বাটে॥ প্রতিপদ চিহ্ন চুম্বয়ে কান। তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ॥ লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে। নাশা পরশিয়া রহিনু দূরে॥ হাসি হাসি পিয়া মিলল পাশ। তা দেখি কাঁপয়ে গোবিন্দদাস

সিনান দুপুর সময় জানি। তপত পথে গিয়া ঢালয়ে পানী॥ কি কহব সখি পিয়ার কথা। কহিতে হৃদয়ে লাগয়ে বেথা॥ তাম্বুল ভখিয়া দাঁড়াই পথে। হেম বেশে পিয়া পাওয়ে হাতে॥ লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই। পদ চিহ্ন তলে লুটয়ে তাই॥ আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে। ঘুরি ঘুরি জনু ভ্রমরা বুলে॥ গোবিন্দদাসের জীবন হেন। পিরীতি বিষম মানহ কেন॥ ৩৩১

বিভাস।

নব ঘন কিরণ, বরণ নব নাগর, মন্দিরে আওল মোর। লোল নয়ান কোণে, মদন জাগাওল, মৃদু মৃদু হাসি বিভোর॥ সজনি কি কহব রজনী আনন্দ। স্বপন বিলোকনে ফিরে ভেল দরশন, মঝু মনে লাগল ধন্দ॥ উরপর কমল, পাণি অবলম্বনে, দূরে কয়ল আনো আন। নীবিহক বন্ধ, বিমোচল নাগর, কি করল কিছুই না জান॥ তৈখনে মদন, কুসুম শর হানল, জরজর জীবন মোর। গোবিন্দদাস কহ, গৌরী আরাধন, বিফল কি যাইবে তোর॥ ৩৩২

ধানশী বা শ্রীপান্ধার।

ঘন রসময় তনু অন্তর গহিন। নিগনকতহুঁ রমণী মন মীন॥ শ্রবণ মকর গীম কম্বু বিরাজ। হিয় মাহা লখিমী মিলিত মণিরাজ॥ এ সখি শ্যাম সিন্ধু করি চোর। কৈছে ধয়লি কুচ কলয় কটোর॥ যছু মুখচাঁদ সুধাময় হাস। গরলহি ভরল নয়ন পরকাশ॥ অধর পঙার দশন মণি মোতি। রোচন তিলক মৈনাকক জ্যোতি॥ সুরতরু কুসুম সুগন্ধ নিবাস। চূড়া জলদ, পিঞ্চ ধনু

ভাষ॥ গতি গজরাজ চরণ অরবিন্দ। নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ॥ ৩৩৩

বিভাস।

যো গিরি গোচর,বিপিনহি সঞ্চরু, কুশ-কটি কর অবগাহ। চন্দ্রক চারু, ছটাপরি মণ্ডিত, অরুণ কুটিল দিঠি চাহ॥ সুন্দরী ভাগে তুহুঁ হরিণ নয়ানী। সো চঞ্চল হরি, পিয়া পিঞ্জর ভরি, কৈছনে ধরলি সয়ানি॥ কত বর দন্তীক, রহি কর বারত, দশনহি গণ্ড বিদারি। বলকয়ে খরতর, নখর শিখর সঞে, মোহিম বনহি বিথারি॥ অধর সুধা দেই, পুনহি জীয়ায়ই, পুন নিরমদ করি তেজ। গোবিন্দদাস ভণ, তাক শয়ন পুন, অহনিশি কিশলয় শেজ॥ ৩৩৪

ধানশী।

পহিলহি কুল, তুল সম উয়ল, যা কর বেণুক ফুকে। ধরম করম মতি, ভরম সদৃশ ভেল,নারী গিরি সম দুখে॥ সজনি কি হাম করব উপায়। হেরইতে সো কানু, আপনি আপন তনু, কাহে করত অন্তরায়॥ নয়নহি, নিদহ নয়নে না হেরই, হানল ফুলশর বাণ। যত পরমাদ, কহই না পারিয়ে, গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৩৫

ধানশী।

শ্যামর তনু কিয়ে সিমির বিরাজ। সিন্দুর চিহ্ন কিয়ে আর কত সাজ॥ উরল ভাঙ কিয়ে টুটল হার। নখ পদ কিয়ে নব শশীক সঞ্চার॥ ঐছে দোষাকর হের-ইতে কান। এতহুঁরে পহিল রজনী ভেল ভান॥ পুন অনুমানিতে হাম ভেল ভোর। টীট কানাই কয়ল মোহে কোর॥ তবহুঁ যতন করি করইতে মান। হাম কুমুদে তঁহি সব কর জ্ঞান॥ মানিনী মান গরব গেল চুর। নাগর আপন মনোরথ পূর॥ তবহুঁ না জানলু দিন কি রাতি। গোবিন্দ-দাস কহে সমুচিত শাতি॥ ৩৩৬

সুহই।

সজনি! কি কহব রাইক সোহাগি। যা কর দেহলি, যদরি কোরে ধরি, রজনী পোহায়ল জাগি॥ কোকিল সম হরি,সঙ্কেত করইতে, দ্বার খসাইতে রাধা। কঙ্কণ ঝনকিতে, গুরু জন জাগল, পড়ি গেও দারুণ বাধা॥ ননদী বোলে ধনী, কো বাহিরায়ত, ভাও পুতলি সম দেহা। লোরে মিটাওল, পীন পয়োধর, মৃগমদ কুঙ্কুম রেহা॥ বিঘটি মনোরথ, আন চলল হরি, তাহে তুহুঁ সঙ্কেত রাখি। হার কুসুমিত, সরসিজ মুকুলিত, গোবিন্দ দাস এক সাখা॥ ৩৩৭

প্রেম-বৈচিত্র্য

কেদার।

শ্যাম কোরে, যতনে ধনী শুতলি, মদন মদালসে ভোর। ভুজে ভুজে বন্ধন, নিবিড় আলিঙ্গন, জনু কাঞ্চন মণি জোর॥ কোরহি

শ্যাম, চমকি ধনী বোলত, কবে মোহে মিলব কান। হৃদয়ক তাপ, তবহুঁ মঝু মেটব, অমিঞা করব সিনান॥ সোমুখ মাধুরী, রঙ্গ নেহারই, সোঙরি সোঙরি হৃদ ঝুর। সো তনু সরস, পরশ যব পাওব, তবহুঁ মনোরথ পূর॥ এত কহি সুন্দরী, দীর্ঘ নিশ্বাসহি,মুরছি হরল গেয়ান। আকুল রাই, শ্যাম পরবোধই, গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৩৮

বিহাগড়া

রোদতি রাধা শ্যাম করি কোর। হরি হরি কাঁহা গেও প্রাণনাথ মোর॥ জানলু রে সখি প্রেম অগেয়ান। নাগর কোরে নাগরী নাহি জান॥ মুরছলি নাগর মুরছলি রাই। বিরহে বিয়াকুল কূল না পাই॥ দারুণ বিরহে না হেরই তায়। সহচরী চিত পুতলি সম চায়॥ ঐছন হেরইতে রাইক রীত। গোবিন্দ দাস চিতসচকিত॥ ৩৩৯

বিহাগড়া।

নাগর সঙ্গে, রঙ্গে যব বিলসই, কুঞ্জে শুতলি ভুজপাশে। কানু করি করি, রোয়ই সুন্দরী, দারুণ বিরহ হুতাশে॥ এ সখি আরতি কহন না যাই। হেম আঁচরে রহুঁ, ভরমিত বৈছন, খোঁজি ফিরত আন ঠাঁই॥ কাঁহা গেও সো মঝু, রসিক সুনাগর, মোহে তেজল কতি লাগি। কাতর হই, মহীতলে লোটই, মদনে মদন রহুঁ জাগি॥ রাইক বিরহে, কানু ভেল চমকিত, বয়ানে বাণী নাহি ফুরে। প্রিয় সখী লেই, করে কর বাঁধই, গোবিন্দদাস বহু দূরে॥ ৩৪০

বিহাগড়া।

রসবতী বৈঠি রসিক বর পাশ। রাই কহই ধনী বিরহ হুতাশ॥ আর কি মিলব মোহে রসময় শ্যাম। বিরহ জলধি কত পার হব হাম॥ নিকটই নাহ না হেরই রাই। সহচরী কত পরবোধব তাই॥ কানু চমকি তব রাই করু কোর। গোবিন্দদাস হেরি ভেল ভোর॥ ৩৪১

ধানশী।

কত পরকারে তাহি পরিচয় দেল। হেরইতে মুখশশী দুখ দূরে গেল॥ সহচরীগণ সব চমকিত ভেল। সজল নয়ানে আলিঙ্গন কেল॥ আঁচরে মুছায়ল নয়নক লোর। যতনহি দৃঢ় করি দুহুঁ করু কোর॥ কোই সখী দেওত চামর কায়। গোবিন্দদাস দুহুঁ গুণ গায়॥ ৩৪২

অনুরাগ।

ভাটিয়ারি।

সই এবে বলি কি আর কুলধরমে। দীঘল নয়ানের বাণ হানল মরমে॥ সই এবে বলি তার কি সন্ধান। তাকিয়া মেরেছে বাণ যেখানে পরাণ॥ সই এবে

বলি না রহে পরাণ। জাগিতে ঘুমাতে দেখি রসিয়া বয়ান॥ সই এবে বলি কি রূপ দেখিনু। দেখিয়া মোহন রূপ আপনা নিছিনু॥ সই এবে বলি কিরূপ সাজনি। যাচিঞা যৌবন দিব শ্যামরূপের নিছনি॥ সই এবে বলি মনে তাহাই জাগে। গোবিন্দ দাস কহে নব অনুরাগে॥ ৩৪৩

টৌড়ী।

মুঞি যদি বলি, পাশর কানু, মনে সে না লয় আন। তিল আধ তার, মুখ নাহি দেখি, নিঝর ঝরয়ে নয়ান॥ শুন শুন শুন, পরাণের সই, কানুর পিরীতি কাজে। তনু মন জীবন, ভেল পরাধীন, কি আর করিবে লাজে॥ মনের মানসে, পরাণ উছলে, ঐছন হয় অকাজে। যদি শুনিতে না চাহ, কানুর বচন, কাণে সে মুরলী বাজে॥ যদি চলিতে না চাহ, কানুর পাশে, চরণ থির না বাঁধে। গোবিন্দদাস কহ, কানুর লাগিয়া, ভালে সে পরাণ কাঁদে॥ ৩৪৪

ধানশী।

রূপে ভরল দিঠি, সোঙর পরশ মিঠি, পুলক না তেজই অঙ্গ। মোহন মুরলী রবে শ্রুতি পরিপুরিত, না শুনে আন পরসঙ্গ॥ সজনি অব কি করবি উপদেশ। কানু অনুরাগে মোর, তনুমন মাতল, না শুনে ধরম লব লেশ॥ নাসিকা সে অঙ্গের সৌরভে উনমত, বদনে না লয় আর নাম। নব নব গুণ শুণে, বাঁধিল মঝু মনে, ধরম রহব কোন ঠাম॥ গৃহপতি তরজনে, গুরুজন গরজনে, কো জানে উপজয় হাস। তহি এক মনোরথ, যদি হয় অনরথ, পুছত গোবিন্দদাস॥ ৩৪৫

ধানশী।

শুনইতে অনুক্ষণ, মঝু নব গুণ গুণ, শ্রবণ নয়ন ভৈ গেলা। দরশনে তাকর, এ হেন লোর ঝর, নয়ন শ্রবণ সম ভেলা॥ হরি হরি কি ভেল দারুণ কাজ। না জানিয়ে কো বিহি, বিধিনি বড়াওল, কানু সমাগম মাঝ॥ যা সঞে কেলি, কলারস লালসে, লাখ মনোরথ কেল। তাকর পাণি, পরশে তনু পরবশ, তবহি অচেতন ভেল॥ হিয় মন সার, হার নাহি পহিরিনু, যাক পরশ রস আশে। তাক বিচ্ছেদে, জীউ নাহি নিকসয়ে, কহতঁহি গোবিন্দদাসে॥ ৩৪৬

কামোদা।

নব নব গুণগণ, শ্রবণ রসায়ন, নয়ন রসায়ন অঙ্গ। রভস সম্ভাষণ, হৃদয় রসায়ন, পরশ রসায়ন সঙ্গ॥ এ সখি রসময় অন্তর হার। শ্যাম সুনাগর, গুণগণ আগর, কো ধনী বিছুরয়ে পার॥ গুরুজন গঞ্জন, গৃহপতি গরজন, কুলবতী কুবচন ভাষ। কত পরমাদ, সবহুঁ পুন মেটব, মধুর মুরলী আশোয়াস॥ কিয়ে করব কুল, দিবস দীপ তুল, প্রেম পবনে মন ডোল। গোবিন্দ-

দাস যতন করি রাখত, লাজক আগে আগোল॥ ৩৪৭

—

সুহই।

সো কুলবতী অতি, দুলহ গতাগতি, পর গুরুমতি ঘর ধার। পাপীয় পিরীতি, এতহুঁ না সমুঝিয়ে, দোসর মদন গোঙার॥ সজনি রাই সহজে পরতন্ত্র। গহন বিরহ গহ, কবহু না দর মহ, ইথে কি আছয়ে মণি মন্ত্র॥ দরশনে নহত, নয়ন ভরি তিরপিত, পরশনে না রহে গেয়ান। তাহা বিনু তনু মন, জীবন জর জর, কহত কিয়ে সমাধান॥ বিছুরত মরমে, মরম মাহা পৈঠয়, স্বপনে না হেরই আন। অমিলনে মিলন, দুহুঁ ভেল সমতুল, গোবিন্দদাস ভালে জান। ৩৪৮

—

ধানশী।

পিরীতির রীত, কোন অবগাহক, সহজেই বঙ্কিম সোই। যো রস ধাধসে, ধসধস অন্তর, পঞ্জর জর জর হোই। সজনি তাহে কি কানুক লেহা। যত যত নিতি নিতি, চিতে মরু উঠয়ে, ভাবিতে বিয়াকুল দেহা॥ পরশ হোই, যো ধনী জীয়ত্বে, প্রেম বিলাসক আশে। দরশন দুলহ, দূরে রহু আলস, নিচয়ে মরণ অভিলাষে॥ মরমক বোল, কহত হিয়া ভোলত, কো কহ জনি পরবাদে। গোবিন্দদাস, বচনে হাম ভোলনু, তাহে এত পরমাদে॥ ৩৪৯

বাসকসজ্জা।

কামোদা।

সাজল কুসুমে,সেজ পুন সাজই, আরই আরল বাতি। বাসিত খপুর, কর্পূর পুন বাসই, ভৈগেল মদন ভরাতি॥ আজু ধনী সাজল বাসক শেজ। মনমথ নাথ, মনোরথে বারল, অঙ্গে অঙ্গ নাহি তেজ॥ ঘন ঘন অভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই, ক্ষণে ক্ষণে তেজই তায়। সচকিত নয়নে, চমকি ক্ষণে উঠই, হেরই নিজ তনু ছায়॥ কাতর বচনে, সম্ভাষই সহচরী, কাহে বিলম্বায়ত কান। গোবিন্দদাস কহই অব না শুনিয়ে, সঙ্কেত মুরলী নিশান॥ ৩৫০

বাসিত বারি, কপূরিত তাম্বুল, কুসুমিত মদন শয়ান। উজোর দীপ, সমীপে উপাহারই, বিরচই চারু বিতান॥ সখি হে কহই না যাই আনন্দ। ঋতুপতি রাতি, অবহু নব নাগর, মিলব শ্যামর চন্দ॥ কুসুমক মৌলি, রসালক পরিমলে, ভ্রমর ভ্রমরী রহু ভোর। মদন মনোরথে, সগরিত যামিনী, সুখে বঞ্চব হরি কোর॥ বিহি পায়ে লাগি, মাগি হিয়ে একবর, চেতন রহু মঝুদেহ। গোবিন্দদাস, কহই হরি পরশহি, সো পুন রহত সন্দেহ॥ ৩৫১

—

ধানশী।

উজোর রাতি, শেজ নব কিশলয়, বাসিল তাম্বুল বারি। এহি উপচারে, আজি

পন্থ ভেটব, ঐছন মরম হামারি ॥ শুন সজনি কি ফল বেশ বনানি। কানু পরশ মণি পরশ ধারণ, আভরণ সৌতিনী মানি॥ দুহু মণি কুণ্ডল, দুহু মণি কঙ্কণ, দুহু নূপুর ইহ রাখি॥ মৃগমদ সিন্দুর, লোচন কাজর, পদ যাবক রতি সাথি॥ সো তনু পরশে, পুলকে জনী বাধিত, ইথে লাগি চমকে পরাণ। গোবিন্দদাস, কহই ধনি ধনি, কান মরম তহি জান॥ ৩৫২

দূতি-প্রেরণ।

কেদার।

উজর শশধর, দীপক আরল, অলিকুল খাবর লোর। হানইতে হরিণী, নয়ন দরশায়ল, ওহি ওহি পিক বোল॥ মাধব মনমথ কিরত আহেরা। একলি নিকুঞ্জে ধনী, ফুলশরে জর জর, পন্থ নেহারই ভেরা॥ তুহুঁ অতি মন্থর, গমন দুরন্তর, মধুর যামিনী অতি ছোটি। সো ঘর বাহির, করত নিরন্তর, নিমিখে মানই যুগ কোটি॥ আশাপাশ. গলে লেই বৈঠল, প্রেম কলপতরু মূলে। কিয়ে অমিয়া, কিয়ে ধরব গরল ফল, দাস গোবিন্দ কহ ফুরে॥ ৩৫৩

বিহাগড়া।

হরিণী নয়নী, তেজি নিজ মন্দির, অবইতে সঙ্কেত ঠামা। তৈখনে চাঁদ, উদয় ভেল দারুণ, পসায়ল কিরণ দামা॥ মাধব তোহে কি বলব আন॥ বিষম কুসুমশরে, পাজর জরজর, ধনী জনি তেজই পরাণ॥ মোতিম হার, ভার হিয়ে জারই, কর কঙ্কণ ভেল ঝঙ্ক। সহচরী কোরে, ভোরে তনু মোরই, লোরে ধরণী করু পঙ্ক॥ কালিন্দীকূল, কদম্ব কানন, যামে নয়নে ঝরু বারি। তুয়া বিনু মাধব, একলি নিকুঞ্জে, কৈছে রহব বরনারী॥ কিশলয় শয়নে, থির নাহি বান্ধই, চন্দন পবনে মুরছাই। গোবিন্দদাস, কহই হরি অভিসর, যতিখন জীবই রাই॥ ৩৫৪

গুর্জ্জরী।

ঋতুপতি রাতি, বিরহ জ্বরে জাগরি, দূরী উপেখলি রাধা। প্রিয় সহচরী বলি, মোরে পাঠাওলি, অতএব আয়নু তুয়া ঠামা॥ শুন মাধব, কর জোড়ি, কহলো মো তোয়। মনমথ রঙ্গ, তরঙ্গিত লোচন, তুহুঁ না হেরবি মোয়॥ দূরে করু লালস, আনহি আলস, চাতুরী বচন বিভঙ্গ। বরু হাম জীবন, তোহে নিরমঞ্ছব, তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ॥ যাহে শির সোঁপি, কোর পর শুতিয়ে, সো যদি করু বিপরীতে। পিরীতিক রীত, ঐছে তব মিটব, গোবিন্দদাস চিতে ভীতে॥৩৫৫

ধানশী।

পন্থ নেহারি, বারি ঝরু লোচনে, অধর নীরস ঘনশ্বাস। করতলে বদন,

সঘনে অবগাহই, প্রাণ প্রাণ জীবন নৈরাশ। মাধব কাহে আশোয়াসলি রামা। সগরিহ যামিনী, জাগি পোহায়ল, কামিনী সঙ্কেত ঠামা॥ হরি হরি বলি, ধরণী ধরি উঠই, বোলত গদ গদ ভাখ। নীল গগন হেরি, তোহারি ভরম ভরে, বিহি সঞে মাগই পাখ॥ নাথ আশোয়াসে, লখই না পারিয়ে, রহত কি নাহি নিশ্বাস। তোহারি নাম শুণে, পুন তনু পুলকই, কহই গোবিন্দদাস॥ ৩৫৬

ধানশী।

মাধব কি কহব সো বর-নারী। গুরুজন নয়ন, নয়নে রহে সুন্দরী, নব যৌবন মুদি ভারি॥ দিবসক মাঝে, বাহির না হোয়ত, দিনকর কিরণ তরাসে। ননীক পুতলি তনু, আতপে মিলায়, জনু মিলব দুকূল পীতবাসে॥ এতহি বচন, শুনল যব মাধব, চলল কুঞ্জ কুটীর। গর গর অন্তর, বচন নাহি আয়ত, ঝর ঝর নয়নক নীর॥ সহচরী গৌরী, করে ধরি মাধব, মারত আনন চন্দ। দারুণ মদন, দ্বিগুণ তনু দগধল, গোবিন্দদাস পরবন্ধ॥ ৩৫৭

ললিত।

উত্তর না পাই, যাই সখা কুঞ্জহি, রাই নিয়ড়ে উপনীত। তোহারি সম্বাদ, কহিতে ভেল গদ গদ, হেরি চমকিত ভেল চিত॥ সুন্দরি কানু মিলন ভেল ভঙ্গ। নিশিপতি কাঁতি, মলিন অব হেরিয়ে, টুটল সব পরসঙ্গ॥ এত শুনি রাই, পাই মনোদুখ, চললিহ অব নিজ গেহ। রজনী উজার, নহে পদ পদ, মিলল শ্যামর দেহ॥ দূর সঞে নাগর, রাই বদন হেরি, চমকি হেরি ভেল ভীত। গোবিন্দদাস ভণ, অহে নন্দ নন্দন, ইহ কিয়ে পিরীতিক রীত॥ ৩৫৮

সুহই।

তোহারি সংবাদে, জাগি সব যামিনী, গোরী। শ্যামীক শয়ন, সীম সনে আওল, গুরু দুরজন দিঠি চোরি॥ মাধব চলইতে জনি বিলম্বহ। কালিন্দী কূল, কুঞ্জে কুলকামিনী, ভামিনী তুয়া পথ চাহ॥ একলি সঙ্কেত, নিকেতনে বৈঠলি, কর-তলে মুখশশী লই। তোহে বিনু ক্ষণহি, জনু মানত যুগশত, ঐছন সময় গোই॥ হিয়া অভিলাষ, হাস ক্ষণে রোয়ই, ক্ষণহি ক্ষণহি মুরছান। তুয়া রস পরশ, আশে অব জীয়ই, গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৫৯

বিপ্রলব্ধা।

গান্ধার।

ঋতুপতি রাতি উজোরল চন্দ। মলয় সমীরণ কুসুম গন্ধ॥ যামিনী আধ অধিক বহি গেল। বড়হুঁ মনোরথ অনরথ ভেল॥ এ সখি হরি সঞে কি কর দ্বন্দ্ব। আপন মনেহি মনোভব মন্দ॥ সো মুখ

হেরইতে না রহে মান। তাকর রসে ভেল কঠিন পরাণ॥ যা কর বচনে নাহি বিশোয়াস। তাহে কি সম্বাদব গোবিন্দ-দাস॥ ৩৬০

ভুজগে ভরল পথ কুলিশ শত শত, কত কত বিঘিনি বিথার। কুলবতী গৌরব বাম চরণে ঠেলি, কুঞ্জে করনু অভিসার॥ সজনি কি ফল পাপ পরাণ। যামিনী আধ অধিক বহি যাওত, অবহুঁ না মিলল কান॥ অতএ মনোরথ, সব ভেল অনরথ, কানু পিরীতি অভিলাষে। কোন কলাবতী, বাঁধল প্রাণপতি, বাহু ভুজঙ্গিনী পাশে॥ দারুণ ফুলশর, কুঞ্জে বিথারম, মন্দিরে গুরুজন গারি। গোবিন্দদাস কহে এ দুহু সংশয়, নিরসল রসিক মুরারি॥ ৩৬১

কামোদা।

কানুক সঙ্কেতে, বেশ বনি আয়নু, সঙ্কেত কেলি নিকুঞ্জে। মাধবী পরিমলে, ভরি তনু আরই, কুহরই মধুকর পুঞ্জে॥ অবহু না মিলল দারুণ কান। নিলজ চিত, পিরীতি অনুরোধ, ইথে নাহি যাত পরাণ॥ কানুক বচন, অমিঞা রস সেচনে, বেচনু তনু মন জাতি। নিজ কুল দূষণ, ভূষণ করি মানলু, তেজিঞে ভেল ঐছন শাতি॥ হিমকর কিরণে গমন অবরোধল, মন্দিরে চলত সন্দেহ॥ গোবিন্দদাস কহে, যাই সতি জানহ, কানু কি তেজল লেহ॥ ৩৬২

কামোদা।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়া মাহা সাঁচি। দুরু-জন নয়ন পহরি করি বাঁচি॥ হাম রহুঁ সঙ্কেত আনত রহু কান। একলি নিকুঞ্জে কুসুম শর হান॥ এ সখি হৃদয়ে জলত মঝু আগি। কঠিন পরাণ রহত কথি লাগি॥ যাকর লাগি মনহি মন গোই। গঢ়ল মনোরথ না চঢ়ল সোই॥ কুলবতী চরিত পিরীতি লাগি খোই। হাহা হরি করি কাননে রোই॥ পন্থ নেহারি নয়ন নয় নাগি। টুটতে রজনী বাঢ়ত অনুরাগী॥ অবহুঁ না মিলল শ্যামর কাঁতি। গোবিন্দ-দাস কহ দীঘল ভৈ রাতি॥ ৩৬৩

গান্ধার।

দেখ সখি অষ্টমীক রাতি। আধ রজনী বহি যাতি॥ দশদিশ অরুণিম ভেল। আধ চাঁদনি উগি গেল॥ অব হরি না মিল রে। বিহি মোরে বঞ্চল রে॥ কাহে বনায়নু বেশ। বিঘটন কানুক সন্দেশ॥ কাহুকে লহ ইহ গারি। ধনী জনি হোয়ে কুল নারী॥ কৈছনে ধরব পরাণ। কো এত সহে ফুলবাণ॥ গোবিন্দদাস যব জান। অবহুঁ মিলায়ব কান॥ ৩৬৪

সুহই।

কপটক কন্দ, সো যদুনন্দন, হামারি গুপত রতিকান্ত। অবইতে যামিনী, কো গজ গামিনী, আগে আগোরল পন্থ॥ সজনি কাহে বনায়নু বেশ। কুসুমক শেজি,

সাজি নিশি জাগরি, অরুণ উদয় অবশেষ॥ কত কত মরমে, বেয়াধি সমাধব, ধরণী শয়নে করি সেবা। চঢ়ল মনোরথ, ঐছে নাহি ছোড়ত, নিকরুণ মনোরথ দেবা॥ ফুল শরে জীবন, রহব কি যায়ব, পড়ি রহুঁ প্রেমকি পঙ্ক। গোবিন্দদাস কহে কানুক পিরীতি নহে, কেবল যুবতী কলঙ্ক॥ ৩৬৫

খণ্ডিতা।

গান্ধার।

কহ মাধব কোন কলাবতী সোই। প্রেম হেম গহি, আপন রঙ্গ দেই, এহেন সাজাওলি তোয়॥ নয়নক অঞ্জনে অধর ভেল রঞ্জিত, নয়নহি তাম্বূল দাগ। সিন্দূর বিন্দু, চন্দন ইন্দু ঝাপল, উর পর যাবক রাগ॥ মদন সোণার, তোরি রূপ লালসে, তাহে দেওল নখ রেহ। কোন গোঙারি, তোহে অংহু পরশব, হেরি তুয়া মাধব দেহ॥ অব রস-লালস, কিয়ে দয়-শায়সি, নিলজ লোহ হৈলাম। গোবিন্দদাস কহ, আপন পরশ দেহ, হেম ধরব নিজ বাণ॥ ৩৬৬

গান্ধার।

আদরে বাদর, করি কত বরিখসি, বচন অমিঞা রস ধারা। যো রস সাগরে, ডুবি মরত জনু, পুণ ফলে পায়নু পারা॥ মাধব বুঝলম তুয়া অবগাই। নাগরী লাখ, ভরল তুয়া অন্তর, কো পরবেশব তাই॥ কি ফল ইঙ্গিত, নয়ন তরঙ্গিত, সঙ্গীত মনোরথ ফাঁদে। তুহুঁ নাগর গুরু, মোহে পয়াওলি, কপট প্রেমময় বাঁধে॥ দূর কর লালস, রসিক রসেশ্বর, ব্রজরমণীগণ দেবা। গোবিন্দ-দাস, কতত গুণ গায়ব, তোহারি চরণে মঝু সেবা॥ ৩৬৭

বিভাস।

ডগমগ অরুণ, উজাগর লোচন, উরে নখ পরতীত রেখা। রতিরণ রমণী, পরাভব মানই, দেওল রতি জয় লেখা॥ মাধব অব কি কহব তুয়া আগে। না জানিয়ে রতিরস, ও সুখ সম্পদ, কি ফল তুয়া অনুরাগে॥ রতি রসে অলস, অবশ দিঠি মন্থর, নিরবধি নিদঁক সেবা। কোন কলাবতী, করি অতি আরতি, পূজল মনমথ দেবা॥ বচন রচন করি, কিয়ে পরবোধসি, নিরবধি অন্তরে সোই। গোবিন্দদাস কহ, পরশ ভুল নহ, পরশনে রস নাহি হোই॥ ৩৬৮

বিভাস।

আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক, ভালহি সিন্দূর দহনা। চন্দন চন্দ মাঝহি, লাগল মৃগমদ, তাহে বেকত তিন নয়না॥ মাধব অবতুহুঁ শঙ্কর দেবা। জাগর পুণ ফলে, প্রাতরে ভেটনু, দূরহি দূরে রহুঁ সেবা॥ চন্দন রেণু, ধূসর ভেল সব তনু, সোই ভসম সম ভেল। তোহারি দরশনে, মঝু মনে মনসিজ, মনোরথ সঞে জরি গেল॥ ভবত বসন ধর, কাঁহে দিগম্বর, শঙ্কর নিয়ম,

উপেখি। গোবিন্দ দাস কহ, ইহ পর অবর, গণইতে লেখি না দেখি॥ ৩৬৯

কামোদ বা সুহই।

সহজেই গোরী, রোখে তিন লোচন, কেশরী জিনিয়া মাঝ ক্ষীণ। হৃদয় পাষাণ, বচনে অনুমানিয়ে, শৈলসুতা করি চিন॥ সুন্দরি অবতুহুঁ চণ্ডি বিভঙ্গ। তে মুঞি শঙ্কর, তুয়া নিজ কিঙ্কর, দেয়বি মোহে আধ অঙ্গ॥ কালিম কুটিল যুগ, ভাঙ ভুজঙ্গম, সম্বরু তাকর দম্ভ। পশুপতি দোখে, রোখ নাহি সমুঝিয়ে, হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ॥ দহন মনোভব, তুহুঁ জিয়ায়বি, ঈষৎ হাস বর দানে। তুয়া পরসাদে, যাদ সব খণ্ডয়ে, গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ৩৭০

ভূপালী।

রজনি গোঙায়লি রতি সুখ সাধে। বিহানেতে জ্বলি তাহে কোন অপরাধে॥ সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব। তনু আধ দেই তাহে যাই সেব॥ কি কহব যো সব কয়লি তুহুঁ কাজ। লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী সমাজ॥ ভাগলি সহচরী না বোলই কোই। পালটি চল মুখে আঁচল গোই॥ বসন হেরি অঙ্গ ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব। পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥ গোবিন্দদাস চলিল আগুসারি। আওল মন্দিরে কোই লখই না পারি॥ ৩৭১

সুহই।

যামিনী জাগি, অলস দিঠি পঙ্কজে, কামিনী অধরক রাগ। বান্ধুলি অরুণ, অধরে ভেল কাজর, ভালোপরি অলতক দাগ॥ মাধব দূরে কর কপট সুলেহ। হাতক কঙ্কণ, কিয়ে দরপণ হেরি, চল তুহুঁ তাকর গেহ॥ সো স্মর সমরে, সুধীর কলাবতী, রতিরণে বিমুখ না ভেল। নখর কৃপাণে হানি উর অন্তর, প্রেম রতন হরি নেল॥ প্রেমধন বিহীন পুরুখে অব কো ধনী জানি করব বিশোয়াস। গুণ বিনু হার সখি এক তুয়া হিয়ে দোসর গোবিন্দদাস॥ ৩৭২

বিভাস।

নখপদ হৃদয়ে তোহারি। অন্তর জ্বলত হামারি॥ অধরহি কাজর তোর। বদন মলিন ভেল মোর॥ হাম উজাগরি সারা রাতি। তুয়া দিঠি অরুণিম ভাতি॥ কাহে মিনতি করু কান। তুহুঁ হাম একলি পরাণ॥ হামারি রোদন অভিলাষ। তুহুঁক গদ গদ ভাষ॥ সবে নহে তনু তনু সঙ্গ। হাম গোরী তুহুঁ শ্যাম অঙ্গ॥ অতএ চলহুঁ নিজ বাস। কহতঁহি গোবিন্দদাস॥ ৩৭৩

বিভাস, কন্দর্প তাল।

কাহা নখ চিহ্ন, চিহ্নলি তুহুঁ সুন্দরি এহ নব কুঙ্কুম রেহ। কাজর ভরমে, মরমে কিয়ে গঞ্জসি, ঘন মৃগমদরস এহ॥ ভাবিনি মঝু মনে লাগল ধন্দ। অপরূপ রোখে দোখ করি মানসি জিনহি তরুণী দিঠি মন্দ

গৈরিক হেরি, বৈরি সম মানসি, উরপর যাবক ভাণে। ফাগুক বিন্দু, ইন্দুমুখি নিন্দসি, সিন্দুর করি অনুমানে॥ তোহারি সম্বাদে, জাগি সব যামিনী, অরুণিম ভেল নয়ান। তুহুঁ পুন পালটি, মোহে পরিবাদসি, গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৭৪

বিভাস।

জানলু এ হরি তোহারি সোহাগ। যাকর দেহলি, রজনী গোঙায়সি, তাহি করহ অনুরাগ॥ রতিরণ পণ্ডিত, বেশ অখণ্ডিত, ঘন ঘন মোড়সি অঙ্গ। অতএ অনুমানিয়ে, বেকত উজাগরি, বিঘটন ভামিনী সঙ্গ॥ অতি অনুরূপ গতি, ইহ বচন সতি, আজু দেখিলু পরতেক। যো পরবঞ্চক, বিহি তারে বঞ্চউ, দুরজন দেখি না দেখ॥ তুহুঁ রসসাগর, বিদগধ নাগর, হাম মুগধী কুল-নারী। গোবিন্দদাস, কহই অব হরিসঞে, অনুনয় বুঝই না পারি॥ ৩৭৫

দুর্জ্জয় মান।

কামোদা।

মাধব অপরূপ পেখলু রামা। মানিনী মানে, অবনিপর লেখই, নয়ানে না হেরই শ্যামা॥ শুনইতে বিদগধ, নাগর শেখর, আকুল গদ গদ বোল। কি করব দৈবে, রজনী হাম বঞ্চল, তবহি হৃদয়ে মঝু দোল॥ হামারি শপতি, তোহে শুন শুন সহচরী, ত্বরিত গমন করু তাই। বহুত যতন করি তাহে মানায়বি, যৈছে সদয় হোয় রাই॥ শপতি বচনে সোই, কছু নাহি বোলল, আওল মানিনী পাশ। হেরইতে রাই, বিমুখ ভৈ বৈঠল, কহতহি গোবিন্দদাস॥ ৩৭৬

সুহই।

চাঁদবদনী তুহু রামা। কাহে ভেলি অতি বামা॥ হাম চকোর তুয়া আশে। পিবইতে করু অভিলাষে॥ তহুঁ ধনি ভেলি বিপরীতে। দূরে গেল বিহি বরণিতে॥ অনুগত কিঙ্কর দোখে। তুহুঁ নাহি সমুঝসি রোখে॥ যবহুঁ উপেখবি মোহে। মঝু বধ লাগব তোহে॥ জগভরি অপযশ গাব। গোবিন্দদাস মরি যাব॥ ৩৭৭

কামোদা।

গুরুজন বচন, শ্রবণে তুহুঁ ধারলি, কোপেহি রোখলি মোয়। তুয়া বিনু শয়নে, স্বপনে নাহি জানিয়ে, স্বরূপে কহল সব তোয়॥ মানিনি মোহে চাহি কর অবধান। দারুণ শপথি, করিয়ে তুয়া গোচর, যাহে তুহুঁ পরতীত মান॥ কুচযুগ কনক, মহেশ সম জানিয়ে, তাপর ধরি হাম পাণি। নহে জানি ধরম, ঘটইঁ করি পরিখই, উচিত কহিয়ে এই বাণী॥ মনমথ আনল, অন্তর যাহা জলতহি, তুহুঁ জনু কাঞ্চন গোরী। আনলে হেম, সাহসে উঠায়ব, সাঁচি জনেব তব মোরি॥ তোহারি লোমাবলী, কাল ভুজঙ্গিনী, হার তেঁর হুনী জানি।

গোবিন্দদাস ভণি, পরশ করহ ফণী, নহে জনি ডুবহ পানী ॥ ৩৭৮

বরাড়ী।

মন্মথ মকর, ডরহি ডর কাতর, মঝু মানস-ঝষ কাঁপ। তুয়া হিয়া হার, তটিনী তট কুচ ঘাট, উছলি পড়িল দেই ঝাঁপ ॥ সুন্দরী দূর কর কুটিল কটাক্ষ। কলসীক ভীনে, ডরসি অব ভাবসি, এ অতি কঠিন বিপাক ॥ পুন দেহ ঝাঁপ, পড়ল যব আকুল, নাভি সরোবর মাহ। নাভি রোমাবলী, ভুজগী সম ভয়ে, ত্রিবলী বেণী অবগাহ ॥ তাহি ফিরত কত, কত কহি মনমথ, দৈবক গতি নাহি জান। কিঙ্কিণী জালে, পড়ল যব সংশয়, গোবিন্দদাস পরমাণ ॥ ৩৭৯

ধানশী।

রাইক হৃদয়, ভাব বুঝি মাধব, পদতলে ধরণী লোটাই। দুই করে দুই পদ, ধরি রহু মাধব, তবহি বিমুখ ভেল রাই ॥ পুনহি মিনতি করু কান। হাম তুয়া অনুগত, তুহু ভাল জানত, কাহে দগধ মঝু প্রাণ ॥ তুহু যদি সুন্দরি, মঝু মুখ না হেরবি, হাম যায়ব কোন ঠাম। তুয়া বিনু জীবন, কোন কাজে রাখব, তেজব পাপ পরাণ ॥ এতহু মিনতি, কানু যব করলহি, তব রাই হেরল বয়ান। গোবিন্দদাস, মিছই আশোয়াসল, রোই রোই চলুবর কান ॥ ৩৮০

ভূপালী।

তোহারি কোর পর যো হরি তোর। তুয়া নাম লেই যবহু ভেল ভোর ॥ কতিহুঁ গেলি বলি মুরছল সেহ। তুহুঁ পুন ভোরি না বাঁধিহ থেহ ॥ এ ধনি বিছুরলি সোদিনু তোই। কৈছে রহলি এত মানিনী হোই ॥ তোহে না হেরি তিল যুগ ছিল যাক। সো বিরহানলে পড়ল বিপাক ॥ ফুলশর তুয়া সঞে শুতল যেই। তুয়া আগে ধূলি লোটায়ই সেই ॥ অঙ্গে না সহ ফুল মালতী দাগ। বিঁধয়ে মদন বাণ তঁহি লাখ লাখ ॥ কবহুঁ নাহ তুয়া দুখ না জান। গোবিন্দ দাস কহ তেজহ মান ॥ ৩৮১

ভূপালী।

তুহুঁ রহু সুন্দরি বাসক গেহ। যো তিমি আওল শঙন মেহ ॥ তুহু শুতল সুখময় পরিযঙ্ক। যো তবি আওল পাথর পঙ্ক ॥ এ ধনি দূর কর অসময় মান। পুণ ফলে মিলয়ে রসময় কান ॥ ঝল মল দামিনী যামিনী ঘোর। কামিনী কি তেজই কান্তক কোর ॥ ঘন ঘন গরজন অম্বর মাহ। বরজহ কোনে এ হেন বর নাহ ॥ এতহুঁ কহত যব গতি মতি বাম। না জানিয়ে কোই আরাধল কান ॥ গোবিন্দদাস তব দেখত সাঁচ। কাকর অঙ্গণে কো পুন নাচ ॥

ধানশী।

হৃদয়ক মান গোপসি তুহুঁ গোরি। বুঝল সো খল জন বচন বিভোরি ॥ বিফল

মানিনী মান বাড়াহ। তাকর দরশ পরশ অবগাহ॥ বিচারিতে দোষ লেশ নাহি তাই। গুণগণ ঐছন কাঁহা নাহি পাই॥ অভিসরু ইথে যদি করু বড়ু আই। গোবিন্দদাস বচন, হিয়ে নাই॥ ৩৮৩

শ্রীরাগ।

পদুমিনী পুন পরবোধহু তোয়। পীতা ম্বর পদ পঙ্কজ পরিহরি, কামিনী কাতরে রোয়॥ পুছই পহিলে, পাণি উলটায়সি, পরিজন পর করি মান। প্রিয় পরিবাদ, পরশি পরিহারসি, পুরে পাইনু পাঁচ বাণ॥ পিরীতিক পাঁতি, পাঠে পরিহাসসি, পহু পরিণতি নাহি মান। পাহু ন পুতলি, পরখি পয়ে পেখনু, পর পীড়ন নাহি জান॥ পুরুষোত্তমক, প্রেম পরিরম্ভণ, পুণবতী পাবই কোই। প্রাণ পেয়ারী, পরি পহুল, গোবিন্দদাস কহ তোই॥ ৩৮৪

শ্রীরাগ।

বদন না কর মলিন ছাঁদ। বাদে কি আওয়ে পুণমিক চাঁদ॥ অধর বান্ধুলি মধুর হাস। নীরস না কর দীর্ঘ নিশ্বাস॥ রাই হে তেজহ মান। চরণে লাগি তোহে সাধয়ে কান॥ চঞ্চল নয়ন খঞ্জন জোর। ভাঙ ভুজঙ্গিম রহু আগোর। জগতে বিদিত দাসকো দোষ। কি ফল তাহে এতহু রোষ॥ বচন অমিয় বিনে যে নাহি জীয়ে। মান কুলিশ দরশায়সি কিয়ে॥ গোবিন্দদাস চিতে এই হাস। এমন করয়ে মান অভিলাষ॥ ৩৮৫

শ্রীরাগ।

মুঞি জান হরি, রাইক পরিহরি, স্বপনহুঁ আন না জান। বিদগধ বাদে, কোই পরিবাদব, তেঞি কিয়ে তেজবি কান॥ সুন্দরি নাগরী নাহ সুজান। কুণ্ডল পিচ্ছে চরণ নিরমঞ্চল, অব কিয়ে সাধসি মান॥ যাকর মুরলী, আলাপনে কত কত, কুল রমণীগণ ভোর। তোহারি প্রেমভরে বচন না নিকসই, অতএ কি মানসি থোর॥ প্রেমক দহন, প্রেম-পয়ে শীতল, আন হোয়ত নাহি আন। কিশলয় মলয়জ, চন্দনে দগধই গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৩৮৬

বরাড়ী।

সখীগণ বচন, না শুনল মানিনী, রোখে চলত নিজ বাস। সো বর নাগর, কাতর অন্তর, ছোড়ল তছু আশোয়াস॥ হরি হরি সবহুঁ আন মত ভেল। মনমথ অমিঞা, সিনায়ব সহচরী, কষায় দহন দহি গেল॥ কাতরে কুঞ্জ, তেজি সব কলাবতী, মন্দিরে করল পয়ান। পন্থ বিপন্থ কছু, লখই না পারিয়ে, মানিনী মলিন বয়ান॥ তাপিনী তপত, তৈল জনু জারিত, বৈঠল মন্দিরে যাই। জাগিয়া রজনী, পোহায়ল সহচরী, গোবিন্দদাস আশ অবসাই॥ ৩৮৭

তিরতা-ধানশী।

রাই অনাদর, হেরি রসিক বর, অভিমানে করল পয়ান। নয়নক লোরে, পথ লখই না পারই, পীতবাসে মুছই বয়ান॥ হরি হরি নিজ অপরাধ নাহি জান। সো হেন রসবতী, কতি লাগি নিরশল, কাহে করল মোহে মান॥ মোহে উপেখি রাই, কৈছে জীয়ব, সো দুখ করি মান। রসবতী হৃদয়, বিরহ জ্বরে জারব, ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥ রাই সম্বাদ, সুধারস সিঞ্চনে, তনু তিরপিত করু মোর। গোবিন্দদাস বব, যতনে মিলায়ব, তব যশ গাওব তোর॥ ৩৮৮

দেশকার।

রাইক সংবাদ, কো আনি দেয়ব, এমন ব্যথিত কেহ নাই। মান ভরম ভরে, হাম চলি আয়নু, প্রাণ রহল তছু ঠাঁই॥ রাই আপন বিপদ নাহি মানি। হামারি অদর্শনে, রাই কৈছে জীয়ব, ধনী লাগি তেজয়ে পরাণী॥ গুরুজন গঞ্জন লাঞ্ছন দেওল, নিজ পতি বিবিধ বিধানে। হামারি কারণে ধনী, এত দুখ সহতহি, তবে করল তু মানে॥ রাইক গুণ গান, সোঙরি সোঙরি পুন, তেজব পাপ পরাণ। গোবিন্দদাস কহে, ধৈরজ ধর চিতে, রাই সনে মিলন কান॥ ৩৮৯

শ্রীগান্ধার।

সুন্দরি আর কত সাধসি মান। তোহারি অবধি করি, নিশি দিশি ঝুরি ঝুরি, কানু ভেল হত নিদান॥ কি রসে ভুলায়লি, ও নব নাগর, নিরবধি তোহারি ধেয়ান। রাধা নাম, কহই যব পঙ্খিক, শুনইতে আকুল কান॥ পুরুখ বধের হেতু, তুহুঁ অভিমানলি, কোন শিখাওল রীত। লেহ বিচ্ছেদ পুন, সহই না পারিয়ে, গোবিন্দদাস কহ নীত॥ ৩৯০

শ্রীগান্ধার।

তেজল তুয়া, সঞে অঙ্গ সঙ্গহি, শয়নে স্বপনেহি ভোর। চমকি উঠি যব, কাঁপি মুরছল, আধ নাম লেই তোর॥ মানিনি সো কি হিয়া নাহি জাগ। কতহুঁ সকরুণে, তোহে বোধলি অবহুঁ ঐছে বিরাগ॥ সো তনু সুন্দর, ধূলি ধূসর, সো মুখ নীরসল ভেল। সো তুহুঁ লোচনে, নীর নিকশই, এ দুখ কোনহি দেল॥ হরি হরি কি রীতি, মহি বিরহে জীবিতি, তেজি ওদন পান। তুহুঁ সে সুন্দরি, ভেলি দুবরী, এ বড়ি সংশয় মান॥ দেহ তেজবি, তাহে পেখবি, তেজবি ও নব লেহ। অধত উনমত, অতএ না মানত, দাস গোবিন্দ থেহ॥ ৩৯১

জয়জয়ন্তী।

তো বিনু সুখময়, শয়ন তেজল, নিন্দই চন্দন চন্দ্র। শুতল ভূতলে, কুন্তল কুন্তল,

কাম চামর বন্ধ॥ তেজহ দারুণ, মান মানিনি, নাহ গাহক তোরি। তুহুঁ সে মরকত মুরতি মানই, কাঁচা কাঞ্চন গোরী॥ নীল উতপল দাম, শ্যামর ধাম, ঝা দেহ। কুসুম শর জর, বরিখে ঝর ঝর, নয়নে শাঙন মেহ॥ বিরহ মোচন, এ তুয়া লোচন, কোণে হেরবি কান। রায় চম্পতি, বচন মানহ, দাস গোবিন্দ ভাণ ৩১:

বিহাগড়া বা শ্রীগান্ধার।

প্রেম আগুণি, মনহি গণি গণি, এ দিন যামিনী জাগি। মদন পঞ্জরে কুঞ্জে রোয়ই, তোহারি রসক লাগি॥ কি ফল মানিনী, মান মানসি, কানু জানসি তোরি। তুহুঁ সে জলধর, অঙ্গে শোভিত, যৈছন দামিনী গোরী॥ নওল কিশলয়, বলয় মলয়জ, পঙ্ক পঙ্কজ পাত। শপনে ছটফট, লুটই মহীতলে, ভোবিনু দহই গাত॥ জানত পুন পুন, সোপিয়া পরধন, সোই পূজে পাঁচবাণ। রায় চম্পতি, ও রস গাহক, দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ৩১৩

ধানশী।

নবীন নলিনী দল, জিনি তনু কোমল, আগর লেপই অঙ্গে। চমকি চমকি হরি, উঠই কতবেরি, হা হত মদন তরঙ্গে॥ সুন্দরি তুহুঁ বড় হৃদয় পাষাণ। তুয়া গুণ অন্তরে, মনহি নিরন্তর, জপইতে আকুল কান॥ বৈঠল তরুতলে, পন্থ নেহারই, নয়নে গলই ঘন লোর। রাই রাই করি, সঘনে জপয়ে হরি, চম্পকদলে দেই কোর॥ দূতীক বচন শুনি, রমণী শিরোমণি, বচনা মৃত করু পান। গোবিন্দদাস কহে, তুরিত সুন্দরি, কানু ভেল বড়ই নিদান॥ ৩১৪

শ্রীরাগ।

কামিনি কানু কহল কত মোয়। কোমল কেলি কতুহল, কমলিনী কোণে কঠিন করু তোয়॥ কালিন্দী কূল, কদম্ব কানন, কুসুমিত কুঞ্জ কুটীরে। কাম কলহ করি, কপটে কলাবতী কানক করহ অথিরে॥ পরশিতে কান্ত, কবরী কুচ কঞ্চুক, কর কিশলয় কর বারি। কুটিল কটাক্ষ কুসুম শরে কোপিনী, কিরে কিরে নাকর হাথরি॥ করইতে কোরে, কাঁপি করু কাকলি, কোকিল কূজিত তাথে। কেলি কুঞ্জ বনে, কৈতবে কি কহল, কহত না গোবিন্দদাসে॥

কামোদা।

কানু উপেখি রাই, মহীতলে লেখই, মানিনী অবনত মাথ। নিরুপম নারী, বেশ ধরি সোহরি, আওল সহচরী সাত॥ শুন সজনি কি ফল মানিনী মানে। চীট কানাই, কত ভঙ্গী জানত, কো করু কত অবধানে॥ শ্যামরী হেরি সখাক রাই পুছত, সো কহ ব্রজ নব রামা। তুয়া কুথী হোত, যতনে আওত, কোরে করহ ইহ শ্যামা॥ করইতে কোরে, পরশে ধনী জানল, কানুক কপট

বিলাস। নাসা পরশি, হাসি দিঠি কুঞ্চিত, হেরত গোবিন্দদাস॥ ৩১৬

কামোদা।

গোরখ জাগাই, শিঙ্গাধ্বনি শুনইতে, জটিলা ভীখ আনি দেল। মৌনী যোগেশ্বর মাথ হিলায়ত, বুঝল ভীখ নাহি নেল॥ জটিলা কহত স্তব, কাঁহা তঙ মাগত, যোগী কহত বুঝাই। তেরে বধূ হাত, ভীখ হাম লেয়ব, তুঁরিতহি দেহ পাঠাই॥ পতিবরতা, ভীখ দেই যব, যোগী বরত না হোয় নাশ। তাকর বচন, শুনিতে তনু পুলকিত, ধাই কহে বধূ পাশ॥ দ্বারে যোগি-বর, পরম মনোহর, জ্ঞানী বুঝনু অনুমানে। বহুত যতন করি, রতন থারি ভরি, ভীখ দেহ উছু ঠানে॥ শুনি ধনি রাই, আই করি উঠল, যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব। জটিলী কহত, যোগি নহ আনমত, দরশনে হোয়ব লাভ॥ গোধূম চূর্ণ, পূর্ণথারি পর, কনক কটোরি ভরি ঘিউ। কর যোড়ে রাই, দেহ করি ফুকারই, তাহে হেরি থর থরি জীউ॥ কহত হাম, ভীখনাহি লেয়ব, তুয়া মুখ বচন এক চাই। নন্দনন্দন পর, যো অভিমানসি, মাপ করহ ঘরে যাই॥ শুনি ধনী রাই, চীরে ঝাপল, ভেকধারী নট রাজ। গোবিন্দদাস কহে, নটবর শেখর, সাধি চলত নিজ কাজ॥ ৩১৭

অহেতু মান।

সুন্দরি জাননু তুয়া দুর ভাণ। হরি নিখ মুকুরে, হেরি নিজ ছাহকি, তাহে সৌতিনী করি মান॥ কানন কুঞ্জ কুসুম শরে জর জর, বয়ান হেরি পুন তোরি। ভাগ্যে মিলল পুন, তোরে কমল মুখী, রোখে চলল মুখ মোরি॥ কত কত মুগধ, বৈইছে ভেল বঞ্চিত, হরি পুন তাহে না লাগি। তুহু গুণবতী, তোহে মুঞি মানায়ত, কি কহব তোহার সোহাগি॥ তো বিনে শুতল, শীতল ভূতলে, দুরন্তর বিরহ হুতাশে। তুয়া কর পরশ, সরস বিনি ঝোরত, কহত্তহি গোবিন্দদাসে॥ ৩১৮

সুহই।

শুন ধনি কহ তুয়া কাণে। জনি কর অরুণ নয়ানে॥ হরি হিয় অধিক উজোরে। জনি মণিময়ত মুকুরে॥ কানু কোরে নহে নারী। প্রতিবিম্ব ভেল তোহারি॥ ইথে যদি তুহু কর আনে। সবহু হসব তুয়া মানে॥ ঐছন কতিহঁ না দেখি। অবিচারে নহে উপেখি॥ দোষ দেখি দূষহ তাই। গোবিন্দ-দাস বলি যাই॥ ৩১৯

তিরোতা ভূপালী।

রসবতী রাধা রসময় কান। কো জানে কাহে করল দুহুঁ মান॥ দুহু অতি রোখে বিমুখ হই বৈঠ। দুহুঁ জুই বৃন্দাবন যাহা পৈঠ॥ কি কহব রে সখি কহইতে হাস।

কিয়ে কিয়ে অদ্ভুত দুহুঁ ক বিলাস॥ লোচন লোরে ভরি দুহুঁ পন্থ। পাওল তিমির নিকুঞ্জক অন্ত॥ দুহুঁ দোঁহা পুছইতে দুহুঁ অতি-বাম। দুহুঁ কহলি নিজ সহচরী নাম॥ ভরমে কহত দুহুঁ মরমক বোল। সহচরী বোধে দুহুঁ দুহুঁ করু কোর॥ যব দুহুঁ মেলি আলিঙ্গন দেল। গোবিন্দদাস কহত কিয়ে ভেল॥ ৪০০

কেদার।

ইহ মধু যামিনী মাহ। কাহে লাগি মান, দহনে তনু দহি দহি, দুহুঁ মুখ দুহুঁ নাহি চাহ॥ উহ সুপুরুখ বর, বিদগধ শেখর, এ অবিচল কুল বালা। বিহি যো না জানল, মদন ঘটায়ল, জনু জলধরে বিধু মালা॥ চাঁদ উদয়ে কি, কুমুদিনী মুদিত, চাঁদনি বিমুখ চকোর। ঐছন যামিনী, এতহুঁ না পেখিয়ে, কিয়ে বিধি মতি ভোর॥ তুহুঁ তনু পরশ ক্ষণে পরশ নহি, জলধরে দামিনী মালা। ঐছন কামিনী, সো পুরুখবর, দুহুঁক তুলহ নব বালা॥ সহচরী বচন, শুনিয়া দুহুঁ হরষিত, দুহুঁ মুখ হেরি দুহুঁ হাস। দুহুঁক অনুভব, পূরল মনোরথ, গোবিন্দদাস পরকাশ॥৪০১

সুহই।

কোরে রহিতে দুহুঁ মানহ দূর। ভেল ভিন অব দুহুঁ দুহু মনঝুর॥ না বুঝিয়ে দারুণ প্রেম তরঙ্গ। করইতে আন আন ভেল রঙ্গ॥ সুন্দরি ঐছন সো করু মান। পর বেদন হিয়ে যো নাহি জান॥ তুয়া লাগি যো হরি করত ধেয়ান। সো দুখে তুহুঁ ধনি ভেল অগেয়ান॥ ধরণী বিলম্বিত বিরস বয়ান। কাহে বাঢ়ায়লি অকারণ মান॥ শ্যামকলেবর ধূলিক সাত। মলিন বদন ভেল দুবরি গাত॥ কমল নয়ানে নীর ঘন ঘন গলই। তোহারি কমল দিঠি নিঝরই ঝরই॥ সো তনু ছটফট মদনহি বাণে। তোহারি মরম দুখ মরমহি জানে॥ অরুণ নয়নে বৈঠল পিয়া পাশ। চরণে লাগি কহ গোবিন্দদাস॥ ৪০২

জয়জয়ন্তী।

প্রাণপ্রিয় দুখ, শুনি শশিমুখী, পুছই গদ গদ বোল। অমল কুবলয়, নয়ন যুগলহি, গলয়ে ঝর ঝর লোর॥ বেশ বেশায়ল, সবহুঁ কিছুরল, চললি পরিহরি মান। তেজল কুল ভয়, নাহি গৌরব, মনহি জাগল কান॥ পীন পয়োধর, জঘন গুরুতর, ভারে গতি অতি মন্দ। আরতি অন্তর, পন্থ দূরতর, বিহিক বিচরণ নিন্দ॥ গড়ল মনোরথে, চড়ল সুন্দরী, বিঘিনি বিপদ না মান। মিলল ভামিনী, কুঞ্জ ধামিনী, দাস গোবিন্দ ভাণ॥ ৪০৩

কলহান্তরিতা।

সুহই॥

আকুল প্রেম, পহিলে নাহি হেরিনু, সো বহুবল্লভ কান। আদর সাথে, বাদ করি

তা সহ, অহর্নিশি জ্বলত পরাণ॥ সজনি তোহে কহ মরমক দাহ। কানুক দোখে, যো ধনী রোখই সো তাপিনী জগ মাহ॥ যো হাম মান, বহুত করি মাননু, কানুক মিনতি উপেখি। সো অব মনসিজ-শরে ভেল জরজর, তাকর দরশন দেখি॥ ধৈরজ লাজ, মন সঞে ভাগল, জীবন রহত সন্দেহ। গোবিন্দদাস, কহই সতী ভামিনী, ঐছন কানুক লেহ॥ ৪০৪

সুহই।

কুলবতী হোই, নয়ানে জানি হেরই, হেরত পুন জানি কান। কানু হেরি জনু, প্রেম বাঢ়ায়ই, প্রেম করই জনি মান॥ সজনি অতএ মানিয়ে নিজ দোষ। মান দগধ জীউ, অব নাহি নিকশয়ে কানু সঞে কি করব রোষ॥ যো মঝু চরণ, পরশ রস লালসে, লাখ মিনতি মোহে কেল। তাকর দরশন, বিনি তনু জরজর, পরশ পরেশ সম ভেল॥ সহচরী মোহে, লাখ সমুঝায়ল, তাহে না রোপণু কান। গোবিন্দদাস, সরস বচনামৃতে, পুন বাহুড়ায়ব কান॥ ৪০৫

শ্রীরাগ।

শুনইতে কানু, মুরলীরব মাধুরী, শ্রবণে নিবারিনু তোর। হেরইতে রূপ, নয়ান যুগ ঝাঁপনু, তব মোহে রাখলি ভোর॥ সুন্দরী তৈখনে কহলম তোয়। ভরমহি তাসঞে, লেহ বাঢ়ায়লি, জনম গোঙায়বি রোয়॥ বিনি গুণ পরখি, পরক রূপ লালসে, কাহে সোঁপলি নিজ দেহা। দিনে দিনে খোয়বি, ইহরূপ লাবণি, জীবইতে ভেল সন্দেহা॥ যো তুহু হৃদয়ে, প্রেমতরু রোপলি, শ্যাম-জলদ রস আশে। সো অব নয়ন নীরে, মন সিঞ্চহ কহতহি গোবিন্দদাসে॥ ৪০৬

সুহই।

চরণে ধরি হরি, হার পিন্ধায়ল, যতনে গাঁথি নিজ হাত। সো নাহি পহিরিনু, দূরেহি ডারনু, মানিনী অবনত মাথ॥ সজনি কাহে মোরে কুমতি ভেল। দগধ মান মঝু, বিদগধ মাধব, রোখে বিমুখ ভৈ গেল॥ গিরিধর নাহ, বাহু ধরি সাধল, হাম নাহি পালটি নেহার। হাতক লছিমী, চরণ পরে ডারনু, আর কি করব পরকার॥ সো বহু, বল্লভ, সহজেই দুর্লভ, দরশন লাগি মন ঝুর। গোবিন্দদাস যব, যতনে মিলায়ব, তবহিঁ মনোরথ পুর॥ ৪০৭

ধানশী।

কহল মো খল জনে দেখিনু কান। তুহুঁ অবিচারে বাঢ়ায়লি মান॥ রোখে বিমুখ যব চল বর নাহ। অব কাতর দিঠে মঝু মুখ চাহ॥ সুন্দরি তুহুঁ সমুঝায়ব কোই। অব রহ নিরজনে মন মাহা রোই॥ সহচরী লাখ বচন করি ভঙ্গ। হৃদয়ে ধরলি তুহু মান ভুজঙ্গ॥ কোন কুমতি দরশায়ল এহ। জানহু গরলে ভরল তুয়া দেহ॥ মদন কুমন্ত্রে অথর ভেল সোই। চললিহ দংশি নখই নাহি কোই॥ ইথে বিনু মাগ দমন

রস পান। গোবিন্দদাস মুনি মন্ত্র না জান ॥ ৪০৮

ধানশী।

তিল এক শয়নে, স্বপনে যো মঝু বিনে, চমকি চমকি করু কোর। ঘন ঘন চুম্বনে, গাঢ় আলিঙ্গনে, নিঝরে ঝরয়ে বহু লোর॥ সজনি সো যাদ করু নিঠুরাই। না জানিয়ে কো বিধি, নিধি দেই লেয়ল, সো মুখ করি বিছুরাই॥ তুহু কাহে বিরস, বচনে মোহে মারসি, ডারসি শোক কি কূপে। মূরছিত জনকে ঘাত নহে সমুচিত, জগ জনে কহব বিরূপে॥ ভাঙ্গল মান, আন জন গঞ্জনে, পিরীত পিরীতি করি বাধা। রসিক সুনাহ, আপনে সুখ পায়ব, এ বড়ি মরমে মঝু সাধা॥ সো মুখ চাঁদ, হৃদয়ে ধরি পৈঠব, কালিন্দী বিষহ্রদ নীরে। পাঅরি গোবিন্দদাস, মরি যায়ব, সাজি আনত ওছু তীরে॥

গান্ধার।

কি কহিলি কঠিনি, কালিদহে পৈঠবি, শুনইতে কাঁপই দেহা। ঐছন বচন, কানু যব শুনব, জীবনে না বান্ধব থেহা॥ তাহে তুহুঁ বিদগধ নারী। অনুচিত মানে, দেহ যদি তেজবি, মরমাহ বিরহ বিথারি॥ কানুর চিত রীত, হাম জানত, কবহু নহত নিঠুরাই। তুহু' যদি তাক. লাখ গারি দেয়সি, তবহু' রহত মুখ চাই॥ ঐছন বোল, না বোলবি সুন্দরি, কাহে পরমাদসি এহ।

গোবিন্দদাস কহ, শপতি তোহে শত শত, যদি উদবেগে বাঢ়াহ॥ ৪১০

ধানশী।

শুন শুন এ সখি নিবেদন তোয়॥ মরমক বেদন জানসি মোয়॥ সো বহু-বল্লভ সহজই তোয়। কৈছনে বেদন জানব মোয়॥ চলইতে চাহি তাহা আদর ভঙ্গ। সহই না পারই বিরহ তরঙ্গ॥ সখি হে কাহে উপেখনু কান। না জানিয়ে দগধি চলব মোহে মান॥ সখীগণ মাঝে চতুর তোহে জানি। আদর রাখি মিলায়বি আনি॥ বৈঠয়ে নাহ চতুরগণ মাঝ। ঐছে কহবি যৈছে না হয় লাজ॥ মঝু এত আরতি সো জনি জান। ইথে লাগি তুয়া পায় সোঁপনু পরাণ॥ অব বিচারহ তুহু সো পরবন্ধ। কানুক যৈছে হোয় নিরবন্ধ॥ জীবইতে মোহে মিলব যব কান। গোবিন্দদাস তব তুয়া গুণ গান॥ ৪১১

কামোদা।

রাইক বিনয় বচন শুনি সো সখী, চললিহ শ্যামক আগে। দূরে সঞে তাকর, বদন হেরি মাধব, মানল আপন সোহাগে॥ অপরূপ প্রেমক রীত। আদর বিনহি, সোই বহু বল্লভ, দূতী নিয়ড়ে উপনীত॥ চটপটি ধূলি ঝাড়ি, উঠি বৈঠল হরি, দূতী আন পথে গেল। দূতি দূতি করি, বহুত ফুকারল, শুনি দূতী উত্তর না দেল॥ পুনহি ফুকারই, দূতি দূতি করি, পুনহি বোলায়ত

কান। দূতী কহত হামে, কোন বোলায়ত, নাগর কহতহি নাম॥ ইহ কাহে বৈঠলি, মোহে বোলাওলি, তুরিতে কহ তুহু মোয়। শ্যামা সখী মোহে, তুরিত বোলাওত, পুন আসি মিলব তোয়॥ ক্ষণে রহ রহ বলি, পন্থ আগোরল, কাতরে রহ মুখ চাই। আজুক বাত ভালে, তুহুঁ সখি জানসি, কাহে উপেখল রাই॥ দূতী কহত তুয়া, কৈছন পিরীতি রীত, বুঝই নাহি পারি। সো যদি মান ভয়মে, তোহে রোখল, কাহে তুহুঁ আয়লি ছাড়ি। আপনক দোষ জানসি যদি মন মাহা, কাহে বাড়ায়লি বাত। গোবিন্দদাস, তোহারি লাগি মাধব, আপে চলহ মঝু সাত॥ ৪১২

সুহই।

যা কর চরণ নখর রুচি হেরইতে, মুরছয়ে কত কোটি কাম। সো মঝু পদ-তলে, ধরণী লোটায়ল, পালটি না হেরিনু হাম॥ সজনি কি পুছসি হামারি অভাগি। ব্রজকুল নন্দন চাঁদ উপেখনু, দারুণ মানক লাগি॥ কাতর দিঠে, মিঠ বচনামৃতে, কত রূপে সাধল নাহ। সো হাম শ্রবণ, সীম নাহি আয়নু, অব হিয়া তুষ দহ দাহ॥ সে হেন রসিক পিয়া, কাহা রহুঁ কাঁহা করু, সোঙরি সোঙরি মন ঝুর। গোবিন্দদাস কহে, শুন বর নাগরী, সো পহু তোঁহার অদূর॥ ৪১৩

সুহই।

একে তুহু নাগরী, সব গুণে আগোরি, বৈঠসি চতুর সমাজ। আপনক বাত, আপ নাহি সমুঝসি, হঠে নট কৈলি সব কাজ॥ মানিনি নাহক কি করসি রোখ। নিকটে আনি, বাত দুই পুছিয়ে, বুঝিয়ে গুণ কিয়ে দোখ॥ অপরাধ জানি, গারি দশ দেয়বি, পিরীতি ভাঙ্গবি কাহে লাগি। পিরীতি ভাজিতে, যে উপদেশল, তা কর মুখে দেই আগি॥ যো তুয়া চরণ, পরশি মহী লুটল, নিজ গৌরব করি দূর। অব কাহে তাক, চরিত কহি ঝুরসি, গোবিন্দদাস কহ ফুর॥

সুহই।

সো মুখ চাঁদ, নয়ানে নাহি হেরল, নয়ন দহন ভেল চন্দ। সোই মধুর বোল, শ্রবণে না শুনলু, মধুকর ধ্বনি ভেল দ্বন্দ্ব॥ সজনি কাহে বাঢ়ায়নু মান। প্রেম ভঙ্গ ভয়ে, অব জীউ কাতর, তুহুঁ পরবোধসি কান॥ সো কর কিশলয়, পরশ উপেখনু, অব কিশলয়ে তনু মোর। নব নব লেহ, সুধারস নীরসল, গরলে ভরল তনু মোর॥ সো কর বিরচিত, হার উপেখনু, হার ভুজঙ্গম ভেল। গোবিন্দদাস কহ, সো অতি দূরগহ, যো ঐছন মতি দেল॥ ৪১৫

শ্রীরাগ।

পরবশ দেহ থেহ নাহি বাঁধে॥ নিলজ জীউ লেহ লাগি কাঁদে॥ শঠ সঞে হঠ না করয়ে কেহ আন। মান রতক পুন

যাউক পরাণ ॥ এ সখি ছিয়ে ছিয়ে কহইতে লাজ। শুনি উপহাসব যুবতী সমাজ ॥ পরজনে কিয়ে পিরীতি অনুরোধ। দুরজনে কিয়ে সুজন পরবোধ ॥ কুলবতী বল্লভ নাগর কান। গোবিন্দদাস ইহ রস পরমাণ ॥

শ্রীগান্ধার।

শুন বহু-বল্লভ কান। ভালে তুহুঁ রসিক সুজান ॥ পামরি পিরীতি উপেখি। আওলি কুলবতী দেখি। তোহারি রসিক পণ জানি। কহইতে আওল বাণী ॥ দেখি তুয়া এ সব কাজ। হাসত যুবতী সমাজ ॥ যো পদ পরশক আশে। করসি কতহুঁ অভিলাষে ॥ সো পদপঙ্কজ ছোড়ি। কৈছে রহলি মুখ মোড়ি ॥ কোন শিখায়লি নীতে। ধিক ধিক তোহারি পিরীতে ॥ ছিয়ে ছিয়ে বিদগধি রাধে। থাক হৃদয়ে যত সাধে ॥ গোবিন্দদাস মতি মন্দ। হেরইতে ভৈ গেল ধন্দ ॥ ৪২৭

গান্ধার।

রোখে দোখনু পিয়া বিনি অপরাধে। না জানিয়ে এত কি পড়ব পরমাদে ॥ রজনী প্রভাতে পুরব পরকাশ। যামিনী জাগি আওল মঝু পাশ ॥ শীতল জলহকর লেয়ল পায়। মানে মুগধ মুঞি উপেখনু তায় ॥ কতরূপে বচন কহল সব মিঠ। বদন ঝাঁপি হাম দেয়ল পিঠ ॥ পালটি হেরি হেরি পহুঁ মোর গেল। গোবিন্দদাস কহ মরমক শেল ॥

শ্রীগান্ধার।

হরি যব হরিখে, বরখি রসবাদর, সাদরে পুছয়ে বাত। নিরখি বদন তোরি, আকুল সো হরি, নিজ শিরে ধরু তুয়া হাত ॥ মানিনি কিয়ে কঠিন তুয়া মান। ছলে বলে দিঠি জলে, তোহে কত সাধল, পালটি না হেরলি কান ॥ তছু গুণে গুণিগণ, ঝুরয়ে রাতি দিন, তুয়া গুণে উনমত সোই। বিনি অপরাধে, তাহে উপেখলি, জনম গোঙায়বি রোই ॥ কাতর বচন, শ্রবণে নাহি শুনলি, রোখি চলল বরনাহ। অব কাতর মুখে, মঝু মুখ হেরসি, পাই মনোভব দাহ ॥ বিহি তোহে বাম, মান ধনে বঞ্চল, নাহ বিমুখ ভৈ গেল। গোবিন্দদাস কহই, চিতে মানই, ইহ বড় দারুণ শেল ॥ ৪১৯

সুহই।

আধল প্রেম, পহিলহি না হেরিনু, সো বহু-বল্লভ কান। আদর সাধে, বাদ করি তা সঞে, অহর্নিশি জলত পরাণ ॥ সজনি তোহে কহোঁ মরমক দাহ। কানুক দোখে, যো ধনী রোখয়ে, সো তাপিনী জগমাহ ॥ যো হাম মান, বহুত করি মানলু, কানুক মিনতি উপেখি। সো অব মনমথ, শরে ভেল জরজর, তা কর দশরম পেখি ॥ ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাগল, জীবন রহেত সন্দেহ। গোবিন্দদাস কহই, সতী ভামিনি, ঐছন কানুক লেহ ॥ ৪২১

কামোদা।

সুন্দরি কত সমুঝায়ব তোয়। পায়লি রতন, যতন বিনু তেজলি, অব পুন সাধসি মোয়॥ কত কত গোপ, সুনাগরী পরিহরি তব তুয়া মন্দিরে কান। তব তুহুঁ মান, ধরম ধন পাওলি, না হেরিলি কমল বয়ান॥ বিনি অপরাধে, উপেখলি মাধব, না বুঝলি আপন কাজ। না জানিয়ে কোন, কলাবতী মন্দিরে, অবহুঁ নাগর রাজ॥ যাহে বিনু পল এক, রহই না পারই, তাহে কি হেন ব্যবহার। গোবিন্দদাস কহ, অব ধনী সমুঝলি, পুন হেন না করবি আর॥ ৪২১

ভাবী-বিরহ।

বালা ধানশী।

না জানিয়ে কোন মথুরা সঞে আয়ল, তাহে হেরি জীউ মোর কাঁপ। তবধরি দক্ষিণ, পয়োধর ফুরয়ে, লোরে নয়ন দুহু ঝাঁপ॥ সখিহে অব অকুল শত নাহি মানি, বিপদহুঁ লাখ, তৃণ করি না গণিয়ে, কান বিচ্ছেদ হয় জানি॥ কিয়ে ঘর বাহির, মতি না রহে থির, জাগরে নিদ না ভয়। গঢ়ল মনোরথ, তৈখনে টুটল, কিয়ে সখি করব উপায়॥ কুসুমিত কুঞ্জে, ভ্রমর নাহি গুঞ্জই, সঘনে রোয়ত শুক সারী। গোবিন্দদাস, আলি সখী পুছই, কাহে এত বিঘিনি বিথারি॥ ৪২২

সুহই।

নামহি অক্রূর, ক্রূর নীচাশয়, সোই আয়ল ব্রজ মাঝ। ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল, কালিনী কালিম সাজ॥ সজনি রজনী পোহাইলে কালি। রচহ উপায়, যৈছে নহে প্রাতর, মন্দিরে রহু বনমালী॥ যোগিনীচরণ, স্মরণ করি সাধহ, বাঁদহ যামিনীনাথ। নখতের চাঁদ, বেকত রহু অম্বরে যৈছে নহে পরভাত॥ কালিন্দী দেবী, সেখি তাহে ভাখর, রাখব নিজ অনুগাতে। কিয়ে শমন আনি, ত্বরিতে মিলায়ব, গোবিন্দদাস অনুমাতে॥ ৪২৩

ধানশী।

হরি হরি নিরদয় রসময় দেহ। কৈছনে তেজব নবীন সিনেহ॥ পাপ অক্রূর কিয়ে গুণ জান। সব সুখ বারি লে চলু কান॥ যতিক্ষণে দ্বিজগণে মঙ্গল না পড়ই। যতিক্ষণ পথ পর কোই না চড়ই॥ এ সখি কাহুক জানি মুখ চাহ। আঁচরে গোই রাহু রাখহ নাহ॥ যতিক্ষণে গোকুলে তিমির লাগি রহই। করইত যতন দৈবে যব ফিরই॥ এতহুঁ বিপদে জাউ রহয়ে একান্ত। গোবিন্দদাস কহ লাজক অন্ত॥ ৪২৪

বরাড়ী।

হরি নাকি যাবে মধুপুর। ছাড়িব গোকুল বাস, জীবনে কি আর আশ, বধ ভাগী হইল অক্রূর॥ ছাড়িবে গোকুল চন্দ, পরাণে মরিবে নন্দ॥ মরিবেক রোহিণী

যশোদা। গোপীর মরণ দেখে, অনুমান করি সবে, সবার আগে মরিবেক রাধা॥ আর না শুনিব বেণু, আর না দেখিব কানু করিব আর না নাসা বেশ। এমন ব্যথিত থাকে, কানুরে বুঝায়া রাখে, বিধি বিনে নাহি উপদেশ॥ মথুরা নাগরী যত, তাহা কৈলে পয়োব্রত, বরজ রমণী অনাথ। গোবিন্দ দাস কহ, হৃদয়ে এ দুখ সহ, অবশ্য মিলিবে প্রাণনাথ॥ ৪২৫

ধানশী।

কাঁপল উতপল লোরে নয়ন। কৈছে করত হিয়া কিছু না জান॥ হতু পুন কি করবি গুপতহি রাখি। তনু মন তুহু মাঝে দেওত সাখি॥ তব কাহে গোপসি কি কহব তোয়। বজরক বারণ করতলে হোয়॥ জানলু রে সখি মৌনকি ওর। পিয়া পরদেশিয়া চলব মোহে ছোড়॥ গমনক সময়ে রোধক জনি কোয়। পিয়াক অমঙ্গল যদি পাছে হোয়॥ সময় সমাপন কি ফল আর। প্রেমক সমুচিত অবহুঁ নিবার॥ গোবিন্দদাস অতএ অনুমান। পিয়া পরদেশি কাহে রহুঁ প্রাণ॥ ৪২৬

গান্ধার।

যাহে লাগি গুরুগঞ্জনে, মন রঞ্জনু, দুরজন কিয়ে নাহি কেল। যাহে লাগি কুলবতী, বরত সমাপল, লাজে তিলাঞ্জলি দেল॥ সজনি জানলু কঠিন পরাণ। ব্রজপুর পরিহরি, যাওব সো হরি, শুনইতে নাহি বাহিরাণ॥ যো মঝু সরস, সমাগম লালস, মণিময় মন্দির ছোড়ি। কণ্টক কুঞ্জে, জাগি নিশি বাসর, পন্থ নেহারত মোরি॥ যাহে লাগি চলইতে, চরণে পড়ল ফণী, মণি মঞ্জীর করি মানি। গোবিন্দদাস ভণ, কৈছন সো দিন, বিছুরব ইহ অনুমানি॥ ৪২৭

সুহিনী।

কালি হাম কুঞ্জে কানু যব ভেট। নিরমদ নয়ান বয়ান করু হেট॥ মান ভরমে হাথ হানি হাসি সাথ। না জানিয়ে ঐছে পড়ব পরমাদ॥ এ সখি অব মোহে কহিব বিশেষ। জানলু কানু চলব পরদেশ॥ পুছইতে কত গদ গদ আধ বোল। ঢর ঢর নয়নে হেরি মুখ মোর॥ নিবিড় আলিঙ্গনে রহুঁ পুন ধন্ধ। দর দর হৃদয় শিথিল ভুজবন্ধ॥ চুম্বনে বদনে বদনে রহু মেলি। আনবি ভাতি রভস রস কেলি॥ যে তহুঁ কপট কৈছে হিয় মাহা গোই। গোবিন্দদাস কহে মোহে হেরি রোই॥ ৪২৮

গান্ধার।

কামিনী করি বিহি মোরে কি ভেল-বাম। ছোড়ি বৃন্দাবন, জানলু মথুরা, যাওব সুন্দর শ্যাম॥ ও মুখ চন্দহাস মধুরাধর, ও দিঠি বঙ্ক নেহারি। ও মৃদু বচন, সুধা-রসে পুরিত, কৈছনে বিছুরব নারী॥ যাহ বিনু নিমিখ-আধ কত যুগ সম, সো অব আনত যাব। কঠিন পরাণ অব, নাহি

নিকশয়ে, পুন কিয়ে দরশন পাব॥ কহইতে গোরী, লোরে ভরু লোচন, মুরছি পড়ল তঁহি ভোর। হা হা প্রাণ রাই, ভেল অচেতন, গোবিন্দদাস করু কোর॥

সুহই।

অতমিত যামিনী-কান্ত। কি ফল ভেল মুনি মন্ত॥ উদয়াচল তরুণারুণ। উদয় দিনমণি দারুণ॥ দেখ সখি পাপী অক্রূর। হরি লেই চলু মধুপুর॥ দ্বিজকুল মঙ্গল উচার। চলু সব গোপ গোয়ার॥ কোই না কহ অছু বাত। হরি জনু মাথুর যাত॥ ব্রজপতি দম্পতি চিতে। কোন করল বিপরীতে॥ তে বুঝি নিকরুণ ধাতা। গোবিন্দদাস দুখ গাথা॥ ৪৩০

গান্ধার।

কানু নহ নিঠুর চলত যো মধুপুর, মঝু মনে এবড়ি সন্দেহ। সে হেন রসিক-পিয়া, পিরীতে পুরিত হিয়া, কাহে ভেল শিথিল সুলেহ॥ চল চল সহচরি, অক্রূর চরণে ধরি, তিল এক হরি বিলম্বাহ। করুণা ক্রন্দন, শুনইতে ঐছন, জানি ফিরয়ে বরনাহ॥ পরিহরু গুরুজন, হসউ বা দুরজন, কি করব পরিজন পাপ। কানু বিনে জীবন, জলতহি অনুখণ, কো সহ এ হেন সন্তাপ॥ ওমুখ সমুখে ধরি, নয়ন অঞ্জলি ভরি, পীবইতে জীউ করি সাধ। গোবিন্দদাস ভণ, সো বিহি নিকরুণ, যো করু ইহ রস বাদ॥ ৪৩১

ধানশী।

চলবহুঁ মাথুর চলব মুরারি। চলতহিঁ পেখহু নয়ান পসারি॥ পালটি নেহারিতে হাম যহ হেরি। শূন্যহি মন্দিরে আওল ফেরি॥ দেখি সখি নিলাজ জীবন মোই। পিরীতি জানাওত অব ঘন রোই॥ সো কুসুমিত বন, কুঞ্জকুটীর। সো যমুনা জল, মলয়সমীর॥ সোহি মকরহেরি লাগয়ে চঙ্ক। কানু বিনে জীবনে কেবল কলঙ্ক॥ এত দিনে বুঝলু বচনক অন্ত। চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত॥ তাহে অতি দুরজন আশকি পাশ। সমিতি না আওত গোবিন্দদাস॥ ৪৩২

ভূতবিরহ।

গান্ধার।

হৃদয় বিদারত মনমথ বাণ। কো জানে কাহে নহত দুই ঠাম॥ জনু বিরহানল মনমাহা গোয়। কঠিন শরীর ভসম নাহি হোয়॥ কাহে সমুঝায়ব মরমক খেদ। মরত না যায়ত কানুক বিচ্ছেদ। যো মুখ হেরইতে নিমিখ বিরোধ। পুন হেরব বলি তাহে পরবোধ॥ হেরইতে কুসুমিত কেলি নিকুঞ্জ। শুনইতে পিকরব অলিকুল গুঞ্জ॥ অনুভবি মালতী পরিমল যেহ। কো জানে জীউ রহত দুই দেহ॥ জানাইতে কানুক সো আশোয়াস। চলু মথুরাপুর গোবিন্দদাস॥ ৪৩৩

পঠমঞ্জরী।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়ার ভ্রমরা। পিয়া বিনে মধু না খায় ঘুরি বুলে তারা॥ মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া। পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বাঁধিয়া॥ কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল। এ ছার পরাণ কেনে অবহু রহিল॥ মরম ভিতরে মোর রহি গেল দুখ। নিচয়ে মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥ এইখানে করিত কেলি বসিয়া নাগর রাজ। কেবা দোষ কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥ সে পিয়ার প্রেয়সি আমি আছি একাকিনী। এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণি॥ চরণে ধরিয়া কাঁদে গোবিন্দ দাসিয়া। মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া॥ ৪৩৪

বরাড়ী।

এই সে মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া, যোগী যেন সদাই ধেয়ায়। পিয়া বিনে হিয়া কেন, ফাটিয়া না পড়ে গো, নিলাজ পরাণ নাহি যায়॥ সখি হে বড় দুখ রহল মরমে। আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রহল গিয়া, এই বিধি লিখল করমে॥ আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, ফুল তুলি বিহরই রঙ্গে। নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়ই বন্ধু, রস পরিপাটীর কারণে॥ আমারে লইয়া কোলে, শয়নে স্বপনে দেখে, যামিনী জাগিয়া পোহায়। সে হেন গুণের পিয়া কোন খানে কার সনে কৈছনে দিবস গোঙায়॥ এতেক দিবস হৈল, প্রাণনাথ না আইল, কার মুখে না পাই সম্বাদ। গোবিন্দদাস চলু, শ্যাম সমুঝাইতে, বাড়াল বিরহ বিষাদ॥৪৩৫

সুহই।

উয়ল নব নব মোহ। দূরে রহুঁ শ্যামের দেহ॥ তঁহি ঘোর বিজুরী উজোর। হরি রহুঁ নাগরী কোর॥ চাতক পিয়ু পিয়ু বোল। শুনইতে জীউ উতরোল॥ দাদুরি উনমত ভাষ। বিরহিণী জীবন নৈরাশ॥ ঐছন ভেল দুরদিন। অম্বরে রবি শশী হীন॥ কো কহে কামুক পাশ। চলতঁহি গোবিন্দদাস॥৪৩৬

গান্ধার।

যো মুখ দরশনে নিমিখ না সহই। তাহে পরবোধসি আওব কহই॥ শুন সখি কি বোলব তোয়। নিলাজ প্রাণ সহজে রহুঁ মোয়॥ সো গুণনিধি যদি প্রেম হামে ছোড়। তিল এক হেরইতে লাজ বহু মোর॥ জনু বড়বানল হৃদি মাহা এহ। কিয়ে সুখ লাগি ভষম নহ দেহ॥ অব মঝু জীবন উপেখন হোয়। গোবিন্দদাস ও মুখ হেরি রোয়॥ ৪৩৭

শ্রীগান্ধার।

বিরহ আনলে যদি, দেহ উপেখবি, খোয়বি আপন পরাণ। তুয়া সহচরী যত, কোই না জীয়ব, সবহুঁ করবি সমাধান॥ সুন্দরি মাধব আওব যব গেহ। তোহারি

সম্বাদ সোই যব পাওব, তব কি নিজ দেহ॥ আপনক খাতে রমণীকুল খাতবি, খাতবি শ্যামের চন্দ। জগভরি বিপুল, কলঙ্ক ভুয়া ঘোষব, দূরব কলময বন্ধ॥ সজল কমলে, কমলাপতি পূজহ, আরাধহ মনমথ দেব। গোবিন্দদাস কহ, আশা তব না পূরব, রাধামাধব সেব॥ ৪৩৮

গান্ধার।

যাঁহা পহু অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত॥ যো দরপণে পহু নিজ মুখ চাহ। হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তছু মাহ॥ যো সরোবরে পহু নিতি নিতি নাহ। হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ॥ যোই বীজনে পহু বীজইত গাত। মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদুবাত॥ যাহা পহু ভরমই জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম॥ গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী। সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি॥ ৪৩৯

সুহই।

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব। পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব। জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার। বিধি পায়ে মাগ মুঞি এই বর সার॥ হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ। মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥ গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি। এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

সুহই কন্দর্পতাল।

১। পাবই সব মধুমাস। জনি দহ বিরহ হুতাশ॥ হুতাশ সদৃশ, চাঁদ চন্দন, মন্দ পবন সন্তাপই। মাধবী মধু, মত্ত মধুকর, মধুর মঙ্গল গাবই॥ নব মঞ্জু রঞ্জন, পুঞ্জ রঞ্জিত, চূত কানন শোহই। রসলোল কোকিলা, কোকিলকুল, কাকলী মন মোহই॥ ২। মোহই মাধবী মাস। চৌদিশে কুসুম বিকাশ॥ বিকাশ হাস বিলাস, সুললিত কমলিনী, রস জিতিতা। মধুপান চঞ্চল, চঞ্চরীকুল পদুমিনী, মুখ চুম্বিতা॥ মুকুল পুলকিত, বল্লী তরু অরু, চারু চৌদিশে সঞ্চিতা। হামসে পাপিনী, বিরহে তাপিনী, সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥ ৩। বঞ্চিত অহর্নিশি বাস। তৈ গেল জেঠহি মাস॥ মাস ইহ রহু, যা রূপয়ে পহুঁ, সোই সুলখিনী কামিনী। যো কান্ত সুখ, সন্তোষে বঞ্চয়ে, চাঁদ উজোর যামিনী। তুহই দাদুরি, দিনহি বঞ্চয়ে, কেলি করয়ে সরোবরে। প্রেম পেসলী, পূরব প্রেয়সী, পেখি তাপিত অন্তরে॥ ৪। অন্তরে আওয়ে আষাঢ়॥ বিরহী বেদন বাঢ়॥ বাঢ় ফুল্লিত, বল্লী তরুবর, চারু চৌদিশে সঞ্চারে। উতাপে তাপিত, ধরণী মণ্ডল, নিরখি নব নব জলধরে॥ পাপিহা পাখির, পিয়াসে পীড়িত, সতত পিউপিউ রাবিয়া। পিয়া নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে, পিয়াসে পেখিনা পাপিয়া॥ ৫। পাপিয়া শাওন মাস। বিরহী জীবনে নৈরাশ॥ নৈরাশ বাসর, রজনী জলজিশ, গগনে বারিদ বাল্পিয়া। ঝলকে

দামিনী, পলকে কামিনী, হেরি মানস কম্পিয়া॥ পাপী ডাহুকী, ডাহুকে ডাকই, ময়ূর নাচত মাতিয়া। একলি মন্দিরে, অনিদ লোচনে, জাগি সগরি রাতিয়া॥ ৬ রাতিয়া দিবসে রহুঁ ধন্দ। ভাদরে বাদর মন্দ॥ মন্দ মনসিজ, মনহি দহ দহ, দহই মারুত বিন্দ। তরল জলধর, বরিখে ঝর ঝর, হামারি লোচন ছন্দ। উঠল ভূধর, পূরল কন্দর, ছুটল নদনদী সিন্ধুয়া। হামসে কুলবতী, পরক যুবতী, গমন জগভরি নিন্দুয়া॥ ৭। নিন্দু আপন পর ভাষ। ভৈ গেল আশ্বিন মাস॥ মাস গণি গণি, আশ গেলহুঁ, শ্বাস রহু অবশেষিয়া। কোন সমুঝব, হিয়াক বেদন, পিয়া সে গেল পরদেশিয়া॥ সময় শারদ, চাঁদ নিরমল, দীঘ দীপতি রাতিয়া। ফুটল মালতী, কুন্দ কুমুদিনী, পড়ল ভ্রমর পাঁতিয়া॥ ৮। পাতিয় সমনক নাই। আওল কার্ত্তিক ধাই। ধাই ষট্‌পদ, নাই পদুমিনী, পাই কিয়ে রস মাধুরী। তুহি নিশঙ্কউ, লখনে চুম্বই, কোন বুঝে অছু চাতুরী॥ যবহু পিয়ামধু, লেহ করলহি, মেঘ চাতক রীতিয়া। পিয়া সে দূরহি, রোয়ে পাপিনী হোই, রহলহি কিরীতিয়া॥ ৯। কিরীতি করব অব হামে। আওল আঘণ নামে॥ নাম শুনইতে, ঐছন অন্তরে, সো রস সায়রে পেসলি। কোন বিহি মধু, নহি লে গেও, হাম সে পড়ি রহু একলি॥ শিশির নব নব, তরুণ নব নব, তরুণী নবি নবি হোইরি। লেহ নব নব, তেজি দারুণ দেহ, ধরু জনু কোইরি॥ ১০ কোই করয়ে জানি রোখে। আওল দারুণ পৌখে। পৌখ দিন যাহা, সুরয আতপ, পরশে কম্পন হোতিয়া। রজনী হিমকরদরশে দহ দহ, হেরি সহচরি রোতিয়া॥ কপট কামুক, পিরীতি আগুণি, দরশ কথি জনি হোই রে॥ অতএ কুলশীল, জীবন যৌবন, সখীক সঙ্গহি খোই রে॥ ১১॥ খোই কলাবতী মান। আওল মাঘ নিদান॥ নিদানে জীবন, রহল সো পুন, মাঘে সমুঝল যাবই। মদন ধানুকী, ফেরি কি আওল, সবহু মঙ্গল গাবই॥ রসাল নব নব, পল্লব চাপহি, মুকুল শর কত জোইরি। ভ্রমর কোকিল, ফুকরি বোলত, মার বিরহিণী ওই রে ১২। ওই দেখহ অনুরাগে। ফাল্গুন আওল আগে॥ আগে মধু কছু, আশ আছিল, নিচয় নাগর আওবে। বরিখ গেলহি, অবধি ভেলহি, পুন কি পামরী পাওবে॥ সোই নিরমল, বদন মাধুরী, দরশ কথি জনি হোয়। অতএ নিরগুণ, জীবন যৌবন, মরণ ঔষধ মোয়॥ মোহে হেরি সখী কোই। চৌঠ মাস সবহুঁ রোই॥ রোই ঝর ঝর, নিঝর লোচন, বিষম অব বৌমাস। কঠিন অন্তর, ততহি রহলিহ, হামরি গোবিন্দদাস॥ আধ বরিখহি, তাহি পামরি, দাস গোবিন্দ দাসিয়া। অবহু তব অব, কবহুঁ না পাওব, রহল মরমক নাশিয়া॥ ৪৪১

শ্রীগান্ধার

মাধবি মাসে, সাধ বিহি বাধল, পিক-কুল পঞ্চম গান। মধুকর বোলে, জীবন ক্ষীণ দোলত, কোন মিলায়ব কান॥ জ্যৈঠহি মিঠ, ঋতুক সব রঙ্গিণী, চন্দন চাঁদনি রাতি। শীতল পবন, সঙ্গহু মোহে লাগল, দারুণ মনমথ সাথি॥ আয়ত আষাঢ় গাঢ় বিরহানল, হেরি নব নীরদ পাঁতি। নীরদ মূরতী নয়নে জনু লাগল, নিঝরে ঝরে দিন রাতি॥ শাওনে সঘন, গগনে ঘন গরজন, উনমত দাদুরী বোল। চমকিত দামিনী, জাগয়ে কামিনী, জীবন কণ্ঠ বিলোল॥ ভাদর দর দর, দারুণ দুরদিন, ঝাঁপল দিনমণি চন্দ। শীকর নিকর, থির নহে অম্বর, দহই মনোভব মন্দ॥ আশ্বিন মাসে, বিকসিত পদুমিনী, সারস হংস নিশান। নিরমল অম্বরে, হেরি সুধাকরে, ঝুরি ঝুরি না রহে পরাণ॥ কার্ত্তিক মাসে আশ নিরাশল, কোবিহি লীলাময় রাস। নিকরুণ কান, কোন সমুঝায়ব, চলতহি গোবিন্দ দাস॥ আঘণ মাস, রাস রসায়ন, নায়ব মাথুর গেল। পুর নারী গণ পূরল মনোরথ, বৃন্দাবন শূন ভেল॥ আওল পৌষ, তুষার সার সমীরণ, হিমকর হিম অনিবার। নাগরী কোরে, ভোরি রহুঁ নাগর, করব কোন পরকার॥ মাঘে নিদাঘ, কোন পাতিয়ায়ব, আতপ মন্দ বিকাশ। দিনমণি তাপ, নিশাপতি চোরল, কানু বিনু সঘন হুতাশ॥ ফাগুনে গুণি, নাগর গুণমণি, ফাগুয়া খেলত রঙ্গে। বিরহ পয়োধি, অবধি নাহি পায়ই, দুরত মদন তরঙ্গে॥ আয়ত চৈত, চিত কর বান্ধব, ঋতুপতি নব পর-বেশ। দারুণ মনমথ, ফুলশরে হানল, কানু রহল পরদেশ॥ ৪৪২

মাথুর।

সুহই।

দেখনে সাজল সখী দুই চারি। ত্বরিত মিলল যাহা রসিক মুরারি॥ তাহারে পুছল ব্রজ কুশলকি বাত। কৈছন নন্দ যশোমতি মাত॥ কৈছন কাননে চরত ধেনু। কৈছন সখাগণ পূরত বেণু॥ কৈছনে যমুনা উথলেহি নীর। কৈছনে শারী শুক বোলত গীর॥ কৈছনে আছয়ে ব্রজকুল নারী। কৈছনে আছয়ে রাই হামারি॥ ইহ সব পুছত গদগদ ভাষ। মুরুছি পড়ল মহী গোবিন্দদাস॥ ৪৪৩

কেদার।

শুন শুন নিরদয়, হৃদয় মাধব, সে যে সুন্দরী রাই। বিরহে জরজর, কনক মঞ্জরী, রহল রূপক ছাই॥ আওয়ে মধু ঋতু, মধুর যামিনী, কামিনী চিত চকোর। কুসুম সায়ক, জীবন গাহক, তুহুঁ সে রতি রসে ভোর॥ সে অঙ্গ ছটফটি, কৈছে মিটব, তপত সহচরী অঙ্গ। নয়ন লোরে, ঝরঝর লোচন, লোরে মহী করু পঙ্ক॥ এতহি বিরহে, আপহি মুরছই, শুনহ নাগর কান।

প্রতাপ আদিত, এ রসে ভাসিত, দাস গোবিন্দ গান ॥ ৪৪৪

বরাড়ী।

কনক হেমলতা, অব সো ধনী, তুহু ঘনশ্যাম তমাল। বিহিও ন জানল, প্রেম ঘটাওল, তুহুক পরশ রসাল ॥ মাধব তোহে দয়াদল বালা। তুয়া রস বিহীনে, অব তনু জারল, গুরুকুল কণ্টক জ্বালা ॥ মরমক বেদন, সহই না পারিয়ে, শুনি রহই ধরণী শয়ানে। লোচন খঞ্জন, নীরে নিরঞ্জন, দিন রজনী নাহি জানে॥ সখী পরবোধ, নাহি শুনই, অনুখণ তোহারি সমাধি। গোবিন্দদাস কহ, কানু কি লাজ নহ, দারুণ বিরহ বেয়াধি ॥ ৪৪৫

বরাড়ী।

মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল। মিছ অবধি দিন, গণি কত রাখব, ব্রজবধূ জীবন শেল ॥ কেহ যমুনা জল, কেহ ধরণী তল, কেহ কেহ লুঠই কুঞ্জ। এতদিনে বিরহ, মরণ পথ পেখলু, তাহে তিরবধ পুঞ্জ ॥ ঘোর সরোবরে, তপত জল আকুল, আকুল শফরী পরাণ। জীবন মরণ, মরণ ধন্য জীবন, গোবিন্দদাস ভালে জান ॥৪৪৬

বরাড়ী।

করতলে চাঁদ বয়ান রহঁ থির। অহর্নিশি লোচনে করতহিঁ নীর ॥ বিগলিত নিদ বহই ঘন শ্বাস। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু জীবন হুতাশ ॥ এ হরি অংহু অবধি বহি যাই। দেখহ সো ধনী বিরহিণী রাই ॥ কমলিনী কিশলয়ে শেজ বিছাই। সহচরী মেলি শুতায়লি তাই ॥ শতগুণ মদন দহন তাহে ভেল। সো তনু পরশে ভসম ভৈ গেল ॥ চন্দন পরশে চমকি ঘন উঠই। হিমকর কিরণে মুরছি মহী লুঠই ॥ গোবিন্দদাস কহে মুগধল কান। এত পরমাদ তেঁহ জানিয়া ন জান ॥ ৪৪৭

কামোদ।

তোহে রহল মধুপুর। ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব, কানু কানু করি ঝুর ॥ যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই, সাহসে চলই না পার। সখাগণ বেণু, ধনু সব বিসরণ, রোই ফিরে নগর বাজার ॥ কুসুম ত্যজি অলি, ভূমিতলে লুঠত, তরুগণ মলিন সমান। শারী শুক পিক ময়ূরী না নাচত, কোকিল না করতি গান ॥ বিরহিণী বিরহ, কি কহব মাধব দশ দিক বিরহ হুতাশ। সোই যমুনা জল, অবহু অধিক ভেল, কহতহি গোবিন্দদাস ॥ ৪৪৮

সুহই।

আঁচরে মুখ শশী গোয়। ঝরঝর লোচনে রোয় ॥ কারণ পিছু জন ইসই। উতপত দীঘ নিশসই ॥ শুন শুন সুন্দর শ্যাম। প্রেমক ইহ পরিণাম ॥ তাতল তনু নাহি টুটই। সতত মহীতলে লুঠই ॥ কাহুক কছু নাহি কহই। কো অছু বেদন

সহই। জগভরি কুলবতী বাদ। ক-দেই করই সম্বাদ॥ গোবিন্দদাস আশোয়াসে। জীবই তুয়া অভিলাষে॥ ৪৪৯

শ্রীগান্ধার।

মাধব কি কহব ধনীক সন্তাপ। চিতহি তোহারি দরশ অনুরাগ॥ বিরহক বেদনে সো বর নারী। নিরজনে বিরচই মূরতি তোহারি॥ দারুণ দৈবত তঁহি নাহি গেল। লিখইতে আন আন ভৈ গেল॥ লিখইতে বেদন কেবত ভেল চন্দ। হেরি হেরি সুন্দরী পড়লহি ধন্দ॥ ভাঙ ধনুয়া ভেল লোচন বাণ। অধে অনঙ্গ হেরি হরল গেয়ান॥ পুন কিয়ে লিখব যতন করু তোয়। ভীতকি চিত্ত পুতলি ভেল সোয়॥ গোবিন্দদাস কহই করি সেবা। শুনইতে সো ভেল মরকত দেবা॥ ৪৫০

শ্রীরাগ।

শুন শুন শ্যাম চন্দ। প্রেমিক যৈছন ছন্দ॥ সো কত তুয়া গুণগায়। ভুহু বিছুরলি তছু নাম॥ নাগরী সনে হাসি তোয়। সো সখী মুখ হেরি রোয়॥ তোহারি শয়ন পরিযঙ্কে। সোই লুঠত মহীপঙ্কে॥ তুয়া হিয়ে মণিময় হার। তছু নিজ জীবন ভার॥ তুহু ঘন কুঙ্কুম নাই। সো মৃগমদে মুরছাই॥ গোবিন্দদাস পরবন্ধ। অতি রসে কো নহ অন্ধ॥

ধানশী।

তোহারি বিচ্ছেদ, ভয়ে হাম পামরী না হেরব নিজ নাহ। হামারি বিচ্ছেদে তুহু, নারী না উপেখসি কুবুজা রতি অবগাহ॥ মাধব কি কহব তুয়া গুণগাম। পরিহরি দেহ, লেহ তুয়া জানই, একলা রতিপতি কাম॥ পুর নাগরী সঙ্গে, রসিক শিরোমণি, পুরহ মনমথ কেলি। বনচারী নারী, তোহারি গুণ গাওত, পুতলিকা সঙ্গে মেলি॥ রাস বিলাসে, যতহুঁ যত চাপল, সব করু সো অবত বাধা। গোবিন্দদাস, কহই তোহে মাধব, এতহুঁ সম্বাদল রাধা॥ ৪৫২

শ্রীগান্ধার।

মূরছিত যব রহ নারি। সে দুখ কহই না পারি। যব তেরি নামহিঁ সোই। চেতন পাইয়া কত রোই॥ সো কছু শুনহ কান। হাম কহই কিয়ে জান॥ কহইতে বিদরে পরাণ গোবিন্দদাস পরমাণ॥ ৪৫৩

সুহই।

মাথুর দূর করি গুরু তঁহি মানি। কহবি কানুর পায় যত কিছু বাণী॥ এত কহি আওল পড়ি ধাঁধা রাই। কানু কানু করি চেতায়ল তাই॥ অদ্ভুত হেরহ প্রিয়সখি প্রেম। নিজ সখী দুখে দুখী সুখী মানে ক্ষেম॥ প্রিয়াক বিরহে মরণ অনুবার। ফিরায় করিয়া কত মত উপচার॥ চেতন পাওয়ে যব করয়ে প্রলাপ। আওল বঁধু কাঁহি দয়

করে তাপ॥ গোবিন্দদাস অতএ অনুমান। তুরিতহি মিলব প্রেমরস কান॥ ৪৫৪

কামোদা।

শিশিরক শীত, সমাপলি সুন্দরী, সে হেন সুরত সন্দেশে। স্মরশর সমশর, শশিকর শীকর, সহই সোতনু শেষে॥ শুনহ শ্যাম সকল গুণবন্ত। শুধুই সম্বাদে কি, সুমুখি সম্বোধব, সুখময় সময় বসন্ত॥ শীতল সুরভিত, সরস সমীরণে, সতত সন্তাপই গাত। স্বপন সমাগম, সাধে সুধামুখী, শুতই সরসিজ পাত॥ সখিনী সমাজ, সাঁজ সঞে সো ধনী, সগরিহুঁ শর-বরী জাগ। সোঙরি সুলেহ, সোহাগিনী সংশয়, গোবিন্দদাস দিঠি আগ॥ ৪৫৫

ধানশী।

টারল হৈমন শিশিরক অন্ত। টোয়ত অব ধনী সময় বসন্ত॥ টুটল তুয়া অনবিক পরতাব। টলমল জীবন রহ কিয়ে যাব॥ ঠামহি ইহ যদুপতি রঙ্গ ভোরি। ঠেরত কৈছে সময় ইহ গোরী॥ ডহ ডহ বিরহ সহই না পার। ডারল মণিময় আভরণ ভার॥ ডরে নাহি ছোড়ত সহচরী সঙ্গ। ডুবত জানি ধনী মদন তরঙ্গ॥ ঢর ঢর লোচন সরসিজ জোর। ঢরকত অহর্নিশি উতপত লোর॥ ঢিট কানু তুহুঁ কপট বিলাস। ঢিট কি বোলব গোবিন্দ দাস॥

কামোদা।

ফাগুনে গগইতে ফুগগণ গোর। ফুটি কুসুমিত ভেল কানন ফোর॥ ফুলধনু লেই কুসুম শর সাজ। ফুকরি রোয়ে ধনী পরিহরি লাজ॥ ফেরি না হেরবি ইহ মুখ চন্দ। ফুকরি কহলু হরি ইথে নাহি ছন্দ॥ ফোরত তুহুঁ কর মরকত বলই। ফারল নয়ন সঘন জল গলই॥ ফুয়ল কবরী সম্বরি নাহি বাঁধে। ফণিপতি দমন বলি ঘন কাঁদে॥ ফুটল হৃদয় নিদারুণ লেহ। ফুতকারহি ধনী তেজব দেহ॥ ফেরি না হেরবি সহচরী বৃন্দ। ফলব কি না বুঝল দাস গোবিন্দ॥ ৪৫৭

সুহই।

মদনমোহন, মুরতি মাধব, মধুর মধুপুর তোই। মুগধ মাধবী, মানি মানদ, বিছই মারগ জোই॥ মিলল মধু ঋতু, মল্লী মুকুলিত, মঞ্জু মাধবী কুঞ্জ। মেলি মধুকরী, মুখর মধুকর, মাতি মধু পিবি গুঞ্জ॥ মিহিরঞ্জা মৃদু মন্দ, মারুহ মনই, মনসিজ মাতি। মস্থণ মলয়জে, মুরছি মানিনী, মহী মাহা গড়ি যাতি॥ মহা মণিময়, মহগ মণ্ডল, মলিন মুখ অরবিন্দ। মরমে মৃগময়তি, মুদির মনোহর, মোহিত দাস গোবিন্দ॥

ধানশী।

একে বিরহানল, দহই কলেবর, তাহে পুন তপনকি তাপ। যামি গলয়ে তনু, ননীক পুতলি অনু, হেরি সখী করু পর-

লাপ ॥ মাধব পেখনু সো বর রমণী। দিনে দিনে ক্ষীণ তনু, হীন অভরণ, গলি গলি মিলত ধরণী ॥ ঋতু বসন্ত, অন্ত করি আওল, গীরিষ কাল দুরন্ত। দারুণ জীবন, আগে নাহি যাওত, হেরত এ তুয়া পন্থ ॥ কত পরবোধি, গোঙায়ব সহচরী, চৌঠ মাস বহি গেল। গোবিন্দদাস, কত যে সম্বাদব, অগতি গতিক মঝু ভেল ॥ ৪৫৯

দেশাগ রাগ।

কাননে কামিনী কোই না যায়। কালিন্দীকূল কদম্ব তরু ছায় ॥ কুঞ্জকুটীর মাহা কাঁদই কোই। করে শির হানই কুন্তল ফোই ॥ নলিনী নারীগণ নাশল লেহ। নবীন নিদাঘে না জীবই কেহ ॥ নয়নী নিন্দিত নব নব বালা। ন গেল বিরহ হুতাশন জ্বালা ॥ গলত গাত গীরত মহী মাহ। গুরুতর গীরিষ অধিক ভেল তাহ ॥ গোকুলে গোপ রমণী অছু ভেল। গরল গরাসনে গোবিন্দ গেল ॥ ৪৬০

ধানশী।

তুহুঁ বিছুরলি গোরী, রহলি মথুরাপুরী, নগরে নাগরী হেরি ভোরি। গগনে জলদ হেরি, মনে মনোরথ করি, বিরহ সাগরে পড়ি গোরী ॥ শুন কানাই; করুণার লব তোঁহে নাই ॥ ধরণী শয়নকরি, সঘন নয়ন ঝরি, সহচরী রহত আগোরী। দিনে দিনে ঝুরি, কৈছে জীবন ধরি, গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি ॥ ৪৬১

ধানশী।

পয়রি পেখলু, পুরখ পুরুষোত্তম, তুহুঁ সে পাতল জাতি। প্যারী পামরী, পিরীতি পাবকে, পৈঠে পতঙ্গকি ভাঁতি ॥ পৌর পুণবতী, পহিলে পরিচয়, প্রাণ পহুঁ তুহুঁ ভোরি। প্রেম পরবশ পুরুষ প্রেয়সী, পন্থ পেখই তোরি ॥ প্রচুর পরিমল, পঙ্ক পঙ্কজ, পরশে পীড়িত গাত। পড়য়ে প্রিয় সখী, পায়ে পুন পুন, প্রখর পাঁচ শর ঘাত ॥ পাপ পউখ, পবন পিয়াসিত, পাপিহা পিউপিউ ভাষ। পুন কি পাওব, পরম প্রিয়তম, পুছত গোবিন্দদাস ॥ ৪৬২

গান্ধার।

ঝর ঝর জলধর ধার। ঝঞ্ঝা পবন বিথার ॥ ঝলকত দামিনী মালা। ঝামরি ভৈ গেল বালা ॥ ঝুট কি কহব কানাই। ঝুরত তুয়া লাগি রাই ॥ ঝন ঝন বজর নিশানে। ঝাপি রহত দুই কাণে ॥ ছিঙ্কি ঝঙ্কর রাতি। ঝঙ্ক সহনে নাহি যাতি ॥ ঝুমরি দাদুরী বোল। ঝুলত মদন হিল্লোল ॥ ঝট কি চলত ধনী পাশ। ছলড়ত গোবিন্দদাস ॥ ৪৬৩

শ্রীরাগ।

ভাল ভেল মাধব তুহুঁ রহুঁ দূর। অব তনে ধনীক মনোরথ পুর ॥ কি ফল অম্বর হিমঋতুরাতি। যাহা শুতলি কিশলয় দল পাঁতি ॥ কি ফল নিয়ড়ে হুতাশন মন্দ। নিতি নিতি উয়ত গগনহি চন্দ ॥ কাঁহা

মিলায়ব উতপত বারি। নয়নহি তাপনি সলিলউ ভারি॥ ঐছন গণইতে তুয়া গুণ কোটি। মানল পউখ যামিনী ছোটি॥ সব নাহি সমুঝিয়ে দিনকর রীত। কিয়ে শীতল কিয়ে তপত চরিত॥ গোবিন্দদাস কহ এতহুঁ সম্বাদ। শুনু আপন সোঁহে ধনীক বিবাদ॥ ৪৬৪

সুহই।

ঘুমে আলাপয়ে কত পরবন্ধ। কুস্তসে আলিঙ্গই করি কত ছন্দ॥ জাগব নিয়ড়ে হেরি তোহে কান। সো রস পরস স্বপন করি মান॥ এ হরি তো সঞে রহত বিচ্ছেদ। বিপরীত চরিতে বাঢ়ায়সি খেদ॥ ভরমে পুছয়ে তোহে নরহক বোল। উত্তর না শুনই জীউ উতরোল॥ পুন উৎকণ্ঠিত করইতে কোর। দরে রহুঁ পরশ দরশ ভয়ে চোর॥ ঐছন নিতি নিতি করত অনুতাপ। পরশ বুঝায়ত ইহ বড় তাপ॥ গোবিন্দদাস কহ কি ফল সম্বাদ। যতয়ে পিরীতি ততহি পরমাদ॥ ৪৬৫

শ্রীরাগ।

এক দিবস হাম, মথুরা সমাগম, পন্থহি দরশন ভেল। তোহারি চরিত কত, পুন পুন পুছত, লোরে নয়ান ভরি গেল। সুন্দরী সুপুরুখ বিদগধ সোয়। কানুক হৃদয়, সবহুঁ হাম বুঝনু, তিলেক না বিছুরল তোয়॥ পীত নিচোলে, নয়ন যুগ মুছই, ফুকরি ফুকরি কত রোয়॥ উরপর পাণি, হানি ক্ষিতি লুঠই, পুন পুন মুরছিত হোয়॥ তুয়া বিনে রাতি, দিবস নাহি জানত, অতএ বুঝনু অনুমানে। মোহে বিছুরল, বলি কতহুঁ না রোয়ত, গোবিন্দদাস পরমাণে॥ ৪৬৬

মল্লার।

কি কব রাইক লেহা। তুয়া গুণ গণি-গণি, দশমী দশাশ্রয়ী, দুরবল ভেল নিজ দেহা॥ মাধব তুহুঁ যব, আওলি মধুপুর, রাইক অথির পরাণ। কানু কানু করি, ফুকরই সুন্দরী, দিন রজনী নাহি জান॥ অঙ্গুলিক মুদরি, সোই ভেল কঙ্কণ, কঙ্কণ গীমক হার। চাঁদ কলাসম, দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল, হাস শ্বাস ভেল সার॥ ঐছন বচন, শুনল যব মাধব, চলইতে পদযুগ কাঁপি। প্রেম ভরে পন্থ, বিপথ না দরশই, লোরে নয়ন যুগ ঝাঁপি॥ নিভৃত নিকুঞ্জে, মিলল যব মাধব, তুরিতহি রাইক পাশ। কানুক হৃদয়, নিগড় ভুজ বন্ধন, কহতহি গোবিন্দ দাস॥ ৪৬৭

সিন্ধুড়া।

কাঁচা কাঞ্চন, কাঁতি কমল-মুখী, কুসুমিত কাননে রোই। কুঞ্জ কুটীরে, কলাবতী কাতর, কানু কানু করি রোই॥ কি কহব কি তব, কত যে কুলকামিনী, কঠিন কুসুমশর সহই। করহি কপোলে, কণ্ঠ করি কুঞ্চিত, কালিন্দী কূলমে রহই॥ কর কেয়ুর, কটি কিঙ্কিণী, কঙ্কণ, কাঢ়ল কণ্ঠকি মালা। কো জানে কুচতটে, কোন কামাকুল, কাজরে কালিম

হারা॥ কেবল কান্ত কথা, কহি কাঁদয়ে, কামকলঙ্কিণী গোরী। কিঞ্চিৎ কাল, কলপ করি মানয়ে, গোবিন্দদাস পহু ছোড়ি॥৪৬৮

গান্ধার।

গুরুজন গঞ্জন বোল। গৃহপতি গরজন ঘোর॥ গণইতে গোপ কিশোরী। গহন গেও গৃহ ছোড়ি॥ গোবিন্দ গুণবতী সোই। গুণি গুণি যামিনী রোই॥ গলত গলত দিঠি ধারা। গিরত গীম মণি হারা॥ গুপত গুপত রস আশে। গরলহুঁ করল গরাসে॥ গদ গদ স্বরে অগিরামা। গাবয়ে গিরিধর নামা॥ গোকুলে গোপ বিলাপ। গোবিন্দ-দাস হিয়ে তাপ॥ ৪৬৯

দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগ।

কুঞ্জ কুঞ্জর ভেল, কোকিল শোকিল, বৃন্দাবন বনদাব। চন্দ মন্দ ভেল, চন্দন কন্দল, মারুত মারুত ধাব॥ কঙ্কণ ঝঙ্কল, কিঙ্কিণী সিঞ্জিনী, কুন্তল কুণ্ডল ভাণ। যাবক পাবক, কাজরে জাগর, মৃগমদ মদ করি মান॥ মনমথ মনোমথে, চঢল মনোরথে, বিষম কুসুমশর জোরি। গোবিন্দ দাস, কহয়ে পুন এতখণ, না জানিয়ে কিয়ে ভেল গোরী॥ ৪৭০

বরাড়ী।

নন্দ নন্দন, নিচয়ে নিরিখনু নিঠুর নাগর জাতি। নারী, নিলাজ, লেহ নিরমিত॥ নাহ মাঝে মিলাতি॥ নবহ নিরুপম, নিলয় নিচলহি, নিন্দহি নীরজ শেজ। নিভৃত নীপ,—নিকুঞ্জে নিবসই, না সহে হিমকর তেজ॥ নয়ন নীরদে, নীর নিঝরই, নিন্দ নাহি তঁহি থোর। নিরসি নূপুর, নিয়রে নিকসই, না ধরে নিরমল চোল॥ নহত নিকরুণ, নিতি নৌতুন, নগর নাগরী হেরি। নিয়ড়ে নিবেদই, নবীন নিজ জন, দাস গোবিন্দ তেরি॥ ৪৭১

শ্রীরাগ।

নিঝলি রাজ নগর যাহা তোয়। রমণী সঙ্গে রঙ্গে মন মোয়॥ রসময় রাস রসিক ব্রজনারী। রোই রোই তুয়া পন্থ নেহারি॥ রাধা রমণ রতন তুহুঁ দূর। রবিজা রোখে রমণীগণ ঝুর॥ রাকা রজনী রজনীকর জাল। রোই রোই বোলত মরমক শাল॥ ঋতুপতি রাতি দিনহি দিন হীন। রসবতী জীবয়ে ঐছে রস বিন॥ রতিপতি রোখে রহিত রস বেশ। রূপ নিরুপম রহ অব-শেষ॥ রসনা রোচন শ্রবণ বিলাস। রাই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥ ৪৭২

বরাড়ী।

তাপনীতীর, তীর তরুতল, তরল তরল তরু ছায়। তরুণ তমাল তরু, কিও হেতু রাখিত, তরুণী তোহারি পথ চায়॥ ত্রিভুবন তিলক, তুহিন কর তোহে বিনু, তপত তপন সম ভেল। তোহারি বিনু তিলকে, তলপে তরাসই, তোহারি অবধি কত গেল॥ তিমিত তিমিত দিঠে রোই।

তিতল তাল বীজনে, তনু তাপই, তিরপিত তনিক না হোই॥ তোড়ল তাড়, তাতঙ্ক তিরাজস, তোড়ি তড়িত রুচি হার। তিলে তিলে তরুণী, তুয়া পথ হেরই, গোবিন্দদাস কহ সার॥ ৪৭৩

পাহিড়া।

দারু দারুণ, দয়িত দূষণ, দলত দোলত হিয়। দুঃসহ দোসর, দগধ দরপক, দহনে দহ দহ জীয়॥ দেবকৌসুত, দেব দেখিনু, দীন দুবরি রাই। দেহ দাপতি, দেখত দেখিয়ে, দিবস দীপক ছাই॥ দনুজ দারুণ, দূর দেশহি, দোখে দুখিত গোরী। দৈব দুরগহ, দোষ দূষিত, দুলহ দরশন তোরি॥ দেহ দীঘল, দিঠে দেহলি, দামোদর দিশ দেখি। দাস গোবিন্দ, দিব দেই দেই, দীঘ দিনমণি লেখি॥ ৪৭৪

গান্ধার।

এতদিন গগনে, অখিল রহুঁ হিমকর, জলদে বিজুরী রহুঁ স্থির। চামরি চামর, নগরে পরবেশউ, মদন ধনুয়া ধরু ফির॥ মাধব বুঝনু তোহে অবগাই। এক বিয়োগে, বহুত সিধ সাধসি, অতএ উপেখলি রাই॥ কুমুদিনী বৃন্দ, দিনহি সব হাসউ, বাঁধুলি ধরু নবরঙ্গ। মোতিম পাঁতি, কাঁতি ধরু উজোর, কুঞ্জর চলু গতি ভঙ্গ॥ তুয়া অনুরূপ, রসিক বর নাগরী, কো ধনী মিলনি জানি। গোবিন্দদাস কহ, এতহুঁ না জানহ, তুঞা অব নব বাণী॥ ৪৭৫

বরাড়ী

ছোড়ল সুখময় কুসুম শয়ান। ছেয়ত হিমকর কর মুরছান॥ ছিরকত মলয়জে জলতঁহি আগি। ছটফটি শয়নে গোঙাই জাগি॥ ছৈল কানু তুহুঁ সহজই ভোরি। ছুটত কৈছে বিরহ জ্বরে গোরী॥ ছলময় কোই নাম লেই তেরি। ছল ছল নয়নে তাক মুখ হেরি॥ ছাপি রহতন্ত্র কৈছে মরমক বোল। ছিন কনক জনু দহনে উজোর॥ ছাড়ল সলিল চলত জীউ আব। ছিক লেই কোই রহই জনু যাব॥ ছদন কহই নাহি দাস গোবিন্দ। ছায়া এক তুয়া পদ অরবিন্দ॥ ৪৭৬

বরাড়ী।

যো যত পঙ্ক নয়নে ঝরু নীর। তৈছন ভীত পুতলি রহু থির॥ যামিনী যাম যাম যুগ মানই। জাগরে জাগি ভরমে মরু ভাণই॥ জানসু যদুপতি জলধর শ্যাম। জীবইতে যুবতী জপয়ে তুয়া নাম॥ আর কেহ লেপয়ে মলয়জ পঙ্ক। জলতঁহি শত গুণ মদন আতঙ্ক॥ যতনে শুতায়লু জলরুহ পাত। জরি জরি ততহি ভষম সম যাত॥ যাহাহি মকর ভেল দিনকর রীত॥ জানলু জগমাহা সব বিপরীত॥ জমি জগজীবনক ইথে কেহ ছন্দ। যো কিছু কহ সতি দাস গোবিন্দ॥ ৪৭৭

সাক্কার।

যব শ্যামতরু তুহুঁ কিয়ে ভোরি। যো'র বিরহে জরে মূরছিত গোরী॥ যব যব সুন্দরী তুয়া পথ যোই। যৈছন সকল সখী-গণ রোই॥ ঘর মাহা রহইতে রহই না পারি দুরন্ত যৈছে পিঞ্জর মাহা শারী॥ যব যব রস চন্দন হিয়ে লাই। ধূমক সাথে শয়ন অবগাই॥ বাতক মন্দন তঁতহি ভেল বাম। ঘর ঘর সবকে লেই তুয়া নাম॥ বামকিরণ সম মানই চন্দ। ধূমে বিঁধল হিয়া পঞ্জর বন্ধ॥ যব যব নিন্দই যব যব-সার। ঘুম বিহনে দিঠি ঝরত অপার॥ ঘোষ যুবতীগণ বিরহ হুতাশ। ঘোষত তুয়া পদে গোবিন্দ দাস॥ ৪৭৮

বালা ধানশী।

বাসিত বিশদ, বাস গেহে পৈঠলি, বঙ্কি ভবন বলি উঠই। বরহা বিরচিত, বীজন বীজইতে, বিষধর বিষ সম বলই॥ বলানুজ বুঝল মো বহুবিধ বোধি। বর বিধুবয়ানি, বিনোদিনী বল্লরী, ভুড়ত বিরহ পয়োধি॥ বিগলিত বলয়, বাহু বিষ বল্লরী, বিলপই বিপিন বিতান॥ বিছুরল বেশ, বিলাস বিলাসিনী, বহু বৈদগধি বিধান॥ ব্রজবনিতা বসুধাতলে, বিলুটই বিঘটিত, বিমল শয়ান। বিরমিত বচন, বিছারই বাউরি, গোবিন্দদাস রস গান॥ ৪৭৯

বালা ধানশী।

নীরস সরসিজ ঝামর বয়না! তুয়া গুণ শুনইতে সচকিত নয়না॥ খণে মুখ গোই রোই খণে হসই। হিয়া অভিলাষে চলত যহী খসই॥ এ হরি পেখনু সো গজগমনী। জীবইতে সংশয় কুলবর রমণী॥ অনুখণ মন মাহা মনসিজ হানই। হিমকর কিরণে থির নাহি মানই॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে শুতি রহু ধরণী। বিষ শরাঘাতে যৈছে কাতর হরিণী॥ কত যে বিছায়ব কমল-দল শেজ। ছট ফটি শয়নে জীউ নাহি তেজ॥ গোবিন্দদাস কহ শ্যামর চন্দ। তুরিতে মিলব ধনী টুটই দ্বন্দ্ব॥ ৪৮০

ধানশী বা তিরোতা।

ভ্রম ভবন বনে জনু অগেয়ান। ভাঙ্গল ভয়, গুরু গৌরব মান॥ ভাবে ভরল মন হাসি হাসি রোই। ভীত পুতলি সম তুয়া পথ যোই॥ ভাবিনী ভূষণ ভালে বনমালি। বিচারে কি বিছুরলি ব্রজবর নারী॥ ভরমহি ভরম সঘন মুখ গোই। ভূতলে লুঠলি কুন্তল ফোই॥ ভুলল তুয়া গুণে হরি হরি বোল। ভিগল দিঠি জলে নীল নিচোল॥ ভুবি বিরহ জ্বরে ভবি মুরছান। ভুরুভঙ্গহি ধনী তেজব পরাণ॥ ভাগ্যে জীবয়ে অব তুয়া রস আশে। ভণব তোহারি যশ গোবিন্দ-দাসে॥ ৪৮১

তিরোতা।

হিরণক হার হৃদয়ে নাহি ধরই। হরিমণি হের সঘন জল গলই॥ হিমকর কিরণহি সো তনু দহই। হাহা শশিমুখী কত দুখ সহই॥ হলধর সোদর তিয়ে তুহুঁ ভোরি। হেলে হারায়লি ত্রিভুবন গোরী। হরিণনয়নী আনি দিন গণই। ফেরই ভে পন্থ নিরিখে যুগ যাসই॥ হিয় মাঝে লেহ পরম কঁহা কহই। হরি হরি বলি মূরছি কাঁহা রহই॥ হসি হসি হাসি হাসি ক্ষণে উঠই। হেমক পুতলি মহীতলে লুটই॥ হরল গেয়ান তোহারি অভিলাসে। হোত কি না বুঝল গোবিন্দদাসে॥ ৪৮২

কামোদা।

তুয়া পথ যোই, যোই দিন যামিনী, অতি দুবার ভেল বালা। কি রসে বুঝায়ব, কৈছে নিবারব, বিষম কুসুমশর জ্বালা॥ মদন ইথে জনি হোত নিশঙ্ক। ও তিতি চাঁদ কলাসম ক্ষীয়ত, তোহে পুন চড়ব কলঙ্ক॥ চন্দন চন্দ, মন্দ মলয়ানিল, নীর নিষেচিত চীরে। কুবলয় কুমুদ, কমলদল কিশলয় শয়নে না বান্ধই থিরে॥ নাক পুতলি, মহীতলে লুঠলি, দারুণ বিরহ হুতাশে। জীবন আশে, শ্বাস রহ না রহ, পরখত গোবিন্দদাসে॥ ৪৮৩

শ্রীগান্ধার।

নিশি দিশি জাগরি, মধুপুর নাগরী, বেশ পসারলি অঙ্গে। তুহুঁ সুপুরুখবর, সময় গোঙায়লি, নব নব রস পরসঙ্গে॥ মাধব তুহুঁ যব নিকরুণ ভেল। মিছুই অবধি দিন গণি কত রাখব, ব্রজবধূ জীবন শেল॥ কোই ধরণীতল, কোই যমুনা জল, কোই কোই লুঠই নিকুঞ্জ। এত দিনে বিরহ, স্মরণ পথে পেখনু, তোহে ত্রিবিধ পুন পুঞ্জ॥ তপত সরোবরে, থোরি সলিল জনু, আকুল সফরী পরাণ। জীবন মরণ, মরণ বর জীবন, গোবিন্দদাস দুখ জান॥ ৪৮৪

পঠমঞ্জরী।

তুহুঁ রহুঁ নিকরুণ মধুপুর মাহ। নিতি নব নাগরী রস অবগাহ॥ যো খণ মানইতে বিন্দু যুগ লাখ। সো কি সহয়ে চির বিরহ বিপাক॥ এ হরি এ হরি তুয়া পথ চাই। অবতঁ কি জীবই না জীবই রাই॥ কত যে ক্ষীণ তনু কহই না জানি। অঙ্গুলি বলয় গলিত দুহুঁ পাণি॥ নয়ন নিকাজর ঢরকত বারি। নিশি দিশি পহিরণ ভিগি গেও শাড়ী॥ ছট ফট শয়ন না রহ সখী অঙ্ক। নয়ন পুতলি লুটায় মহী পঙ্ক॥ সময় নিরীখত পরীখত শ্বাস। ছোড়ি আওল চলি গোবিন্দদাস॥ ৪৮৫

বরাড়ী।

অঙ্গে অনঙ্গ জর, মরমে বিষম শর, কণ্ঠহি জীবন আরা। করতলে বয়ান, নয়ন ঝরু নিঝরু, কুচযুগ কালিম হারা॥ মাধব তুহুঁ মধুপুর দূরদেশ। ও অবলা চির, বিরহ বেয়াধিনী, দশমী দশা পরবেশ॥

বিগলিত তনু, বলয়া কর কিশলয়, খণহি খণহি ক্ষীণ দেহা। কে জানে কান্তি, তরহি নাহি ছুটত,জনু অবধিক শশী রেহা॥ তনু মন জোরি, গোরী তোঁহে সোপনু, কনয়া জড়িত মণি রাজ। গোবিন্দদাস ভণি, কনয়া বিহনে মণি, কবহুঁ না হৃদয়ে সাজ॥

করুণ কামোদা।

কুঞ্জ ভবনে ধনী, তুয়া গুণ গুণি গুণি, অতিশয় দুবরি ভেল। দশমিক পহিল, দশা হেরি সহচরী, ঘরে সঞে বাহির কেল॥ শুন মাধব কি বোলব তোয়। গোকুল তরুণী, নিচয়ে মরণ জানি, রাই রাই করি রোয়॥ তঁহি এক সুচতুরী, তাক শ্রবণ ভরি, পুন পুন কহে তুয়া নাম। বহু ক্ষণে সুন্দরী, পাই পরাণ ফেরি, গদগদ কহে শ্যাম নাম॥ নামক অছু গুণ, শুনিয়া ত্রিভুবন, মৃতজন কহে পুন বাত। গোবিন্দ-দাস কহ, ইহ সব আন নহ, যাই দেখহ মঝু সাত॥ ৪৮৭

মঠমঞ্জরী।

যব দুহুঁ নায়ল নব নব লেহ। কেহ না শুনল পরবশ দেহ॥ অব বিহি ভাঙ্গল সো সব মেলি। দরশন দুলহ দূরে রহু কেলি॥ তুহুঁ পরবোধবি রাইক সজনি। যৈছন জীবয়ে দ্বয় এক রজনী॥ গণইতে অধিক দিবস গণি লেখ। সেটি শুনায়বি দ্বয় এক বেখ॥ কত যে সম্বাদব পরম সুখ বাণী। কি কহিতে কিয়ে পুন হোয় না জানি॥ এতহুঁ নিবেদন তুয়া পায় কান। গোবিন্দ-দাস রহু তাহে পরমাণ॥ ৪৮৮

ধানশী।

ধৈরজ না রহ সুখ পরিযঙ্ক। ধয়লহুঁ ধয়ল না রহ সখী অঙ্ক॥ ধূসল ধুমনি ধরণী মহা লুটই। ধাপসে চলগ খলত মহী টুটই॥ ধনি ধনি ধীর ধরাধর ধারী। ধিক ধিক অবহুঁ জীয়য়ে উহ নারী॥ ধবল অভরণ ধূসর চীর ধোয়ত ধনী নয়ন ঘন নীর॥ ধনী নহ টুট চপল তুহুঁ কান। ধূতক চরিত সরল কিয়ে জান॥ ধুনর ধেয়ানে কবহুঁ কছু ভোরি। খসহি ধরণীতলে মুরছিত গোরী॥ ধরমে ধরমে ধনীর বহত নিশ্বাস। ধাবি কহত তোহে গোবিন্দদাস॥ ৪৮৯

শ্রীরাগ।

তরুণ অরুণ, সিন্দুর বরণ, নীল গগনে হেরি। তোহারি ভরমে, তা সঞে রোখত, মানিনী বদন ফেরি। কানু হে রাইক ঐছন কাজ। আট প্রহরে, তো বিনু সাজই, আটহুঁ নায়িকা সাজ॥ প্রাণ সহচরী, চরণে সাধই, কানু মানায়বি তোহে। আঁখি মুদি কহে, অবহুঁ মাধব, কাহে না মিলল মোহে॥ খঞ্জন ধ্বনি শুনি, উঠতি ধাবই, তোহার নপুর মানি। হাসি অম্বরণ অঙ্গে চড়ায়ই, শেজ বিছায়ই জানি॥ নীল নিচোল, সঘনে মাগয়ে, নিবিড় তিমির হেরি। ঘুমল তো সঞে, কহই ঐছন, বেশ বনায়বি ফেরি। কোকিলের রবে,

চমকি উঠয়ে, নিয়ড়ে না হেরি ভোরি। সোঙরি তোহারি, গমন মধুপুরী, মুরছি পড়ল গোরী॥ নিঝরে নয়নে, সব সখী-গণে, খোজত বহে নিশ্বাস। তোহারি চরণে, এহুঁ কহিতে, ধাওল গোবিন্দদাস। তোহারি সম্বাদ, শুনিতে ভেল গদগদ, আওব হয় এক দিবসে॥ আওব কানু, পুনহি কিয়ে ব্রজ মাহা, পূরব মনোরথ সাধে। গোবিন্দদাস কহ, ধনি তুহুঁ নিরমহ কানু না কর প্রেম বাধে॥ ৪৯১

ধানশী।

নাগরী শেষ দশা, শুনি নাগর, ছল ছল লোচন পানী। অন্তর মাথ, করহি, অব-লম্বন, বদনে না নিকশয়ে বাণী॥ ধৈরজ ধরি হরি, দোতী বয়ান হেরি, গদগদ কহে আধ বাত। দুয় এক দিবস, মাঝে হাম যায়ব, তুহুঁ পরবোধবি তাত॥ ঐছে আদেশ পাই, দোতী আওল কুঞ্জে, বিরহিণী পাশে।

সুহই।

বরে কর বিরহিণী দুখ। নিয়ড়ে হেরবি পিয়া মুখ॥ অনুকূল করি উত-যোগে। হামে পাঠাওল আগে॥ সো চির উলসিত কান। তুয়া আশে আওব জান॥ নিছ নহ ইহ আশোয়াস। কহতহি গোবিন্দ দাস॥ ৪৯২

নরোত্তমদাস

নরোত্তমদাস।

ইনি গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী কবি। নরোত্তমদাসের প্রার্থনা এবং পদাবলী বৈষ্ণব-সমাজে পরমাদৃত। প্রার্থনা এবং পদাবলী উভয়ই প্রকাশিত হইল।

পদাবলী।

ধানশী।

শুন শুন মাধব বিদগধ রাজ। ধনী যদি দেখবি না সহে বেয়াজ॥ নব কিশলয়-দলে শুতলি নারী। বিষম কুসুম-শর সহই না পারি॥ হিমকর চন্দন পবন ভেল আগি। জীবন ধরয়ে দরশন লাগি॥ অনেক যতনে কহ আখর আধ। না জানিয়ে অব কিয়ে ভেল পরমাদ॥ নরোত্তমদাস পহুঁ নাগর কান। রসিক কলা-গুরু তুহুঁ সব জান॥ ১

পাহিড়া।

বন্ধুর লইয়া কোরে, রজনী গোঙাব সই, সাধে নিরমিনু আশা-ঘর। কোন কুমতিনী মোর, এ ঘর ভাঙ্গিয়া দিল, আমারে ফেলিয়া দিগন্তর॥ বন্ধুর সঙ্কেতে

আমি এ বেশ বনানু গো, সকল বিফল ভেল মোয়। না জানি বন্ধুরে মোর, কেবা লৈয়া গেল গো, এ বাদ সাধিল জানি কোয়॥ গগন উপরে চান্দ কিরণ উদয় গো, কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি। এমন রজনী আমি, কেমনে পোহাব গো, পরাণ না হয়, তার সাথী॥ কর্পুর তাম্বূল গুয়া খপুর পুরিল সই, প্রিয় বিনা কার মুখে দিব। এমন মালতী-মালা বৃথাহি গাঁথিনু গো, কেমনে রজনী গোঙাব॥ এ পাপ পরাণ মোর, বাহির না হয় গো, এখনে আছয়ে কার আশে। ধৈরজ ধর ধনি ধাইয়া চলিল গো কহি ধায় নরোত্তমদাসে॥

ধানশী।

রাই হেরল যব সো মুখ-ইন্দু। উছলল মন মাহা আনন্দ-সিন্ধু॥ ভাঙ্গল মান রোদ-নহি ভোর। কানু কমল-করে মোছাইল লোর॥ মান-জনিত দুখ সব দূরে গেল॥ দুহুঁ মুখ দরশনে আনন্দ ভেল॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। আনন্দে মগন ভেল দেখি দুই জন॥ নিকুঞ্জের মাঝে দুহুঁ কেলি বিলাস। দূরহি দূরে রহু নরোত্তম-দাস॥ ৩

শ্রীরাগ।—কন্দর্প তাল।

রাধ-অঙ্গ ছটায়, উদিত ভেল দশদিশ, শ্যাম ভেল গৌর-আকার। গৌর ভেল সখী-গণ, গৌর নিকুঞ্জ বন, রাই রূপে চৌদিগে পাথার॥ গৌর ভেল শুক সারী, গৌর ভ্রমর ভ্রমরী, গৌর পাখী ডাকে ডালে ডালে। গৌর কোকিলগণ, গৌর ভেল বৃন্দাবন, গৌর তরু গৌর ফল ফুলে॥ গৌর যমুনাজল, গৌর ভেল জলচর, গৌর সারস চক্রবাক। গৌর আকাশ দেখি, গোরাচাঁদ তার সাথী, গৌর তারা বেড়ি লাখে লাখ॥ গৌর অবনী হৈল, গৌরময় সব ভেল, রাই রূপে চৌদিক ঝাঁপিত। নরোত্তমদাস কয়, অপরূপ রূপ নয়, দুহুঁ তনু একই মিলিত॥ ৪

বিহাগড়া।

রাই কানু পিরীতির বালাই লৈয়া মরি। ক্ষণে করে আলিঙ্গন, ক্ষণে মুখ চুম্বন, ক্ষণে রাখে হিয়ার উপরি॥ আলাএল চাঁচর কেশ, করে বহুবিধ বেশ, সিন্দুর চন্দন দেই ভালে। মুখচাঁদে দেখি ঘাম, আকুল হইয়া শ্যাম, মোছায়ই বসন-অঞ্চলে॥ দাসীগণ-কর হৈতে, চামর লইয়া হাতে, আপনে করয়ে মৃদু বায়। দেখি রাই মুখ-শশী, সুধা ঝরে রাশি রাশি, হেরে নাগর অনি-মিখে চায়॥ ঐছন আরতি দেখি, রাইয়ের সজল আঁখি, বাহু পসারিয়া করে কোরে। দুহুঁ হিয়ায় দুহুঁ রাখি, দুহুঁ চুম্বে মুখ-শশী, দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ ভেল ভোরে॥ নিকুঞ্জ মন্দির মাঝে, শুতল কুসুম শেজে, দুহুঁ দোঁহা বান্ধি ভুজ পাশে। আর যত সখীগণ, সবে করে নিরীক্ষণ, দূরে রহুঁ নরোত্তমদাসে॥ ৫

ধানশী।

সজনি বড়ই ,বিদগধ কান। কহিলে নহে সে, প্রেম আরতি, কষিল হেম দশ-বাণ। সমুখে রাখিয়া মুখ, আঁচরে মোছই, অলকা তিলকা বনাই। মদন-রসভরে, বদন নেহারই, অধরে অধর লাগাই॥ কোরে আগোরি, রাখই হিয়া পর, পালঙ্কে পাশ না পাই। ও সুখ-সাগরে, মদন-রসভরে, জাগিয়া রজনী গোঙাই॥ কেবল রসময়, মধুর মূরতি, পিরীতিময় প্রতি অঙ্গ। নরোত্তমদাস কহ, যাহার অনুভব, সে জানে এ রসরঙ্গ॥ ৬

কেদার।

আলসে শুতল দোঁহে মদন-শয়ানে। উরে উর কোহে দোঁহার বয়ানে বয়ানে॥ দুহুঁক উপরে দোহেঁ দুহুঁ শির রাখি। কনয়া-জড়িত যেন মরকত কাঁতি॥ রতি-রসে পণ্ডিত নাগর কান। রতি রসে পরাভব ভেল পাঁচ-বাণ॥ স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু গায়। নরোত্তমদাস করু চামরের বায়॥ ৭

ধানশী।

দেখা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥ এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি। হিয়ার মাঝারে থুই জুড়াব পরাণী॥ মুখের মুছিব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া। শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥ মালতী ফুলের গাঁথিয়া দিব মাল। বনাইয়া বান্ধব চূড়া কুণ্ডল-ভার॥ কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ। নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ফাঁদ॥

পঠমঞ্জরী।

আরে কমল-দল আঁখি। বারেক বাহুড় তোমার চাঁদ-মুখ দেখি॥ সে সব করিয়া কেলি গেলা বা কোথায়। সোঙরিতে প্রাণ কান্দে কি করি উপায়॥ আঁখির নিমিষে মোরে হারা হেন বাস। এমন পিরীতি ছাড়ি গেলা দূর দেশ॥ প্রাণ ছটফট করে নাহিক সম্বিত। নরোত্তমদাস কহে কঠিন চরিত॥ ৯

তিরোতা ধানশী।

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ চায়। না দেখিয়া চাঁদমুখ কান্দে উভরায়॥ কাহাঁ মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম। কোটীন্দু শীতল কাহাঁ নবঘনশ্যাম॥ অমৃতের সার কাহাঁ সুগন্ধি চন্দন। পঞ্চেন্দ্রিয়-কর্ষ কাহাঁ মুরলী বদন॥ দূরেতে তমাল তরু করি দরশন। উনমত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥ কি কহব রাইক যো উনমাদ। হেরইতে পশু পাখী করয়ে বিষাদ॥ পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর। নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥ ১০

ধানশী।

শ্যাম বন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী। তার অকুশল কথা সহিতে না পারি॥ আমারে মরিতে সখি কেন কর

মানা। মোর দুখে দুখী নহ ইহা গেল জানা ॥ দাব-দগধ ধিক ছুট ফটি এহ। এ ছার নিলজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ ॥ কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল। কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল ॥ এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহল। মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল ॥ বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ হেরিব। পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউ মরি ॥ নরোত্তম যাই পথ। জানুক তার গতি। শ্যাম-সুধা না মিলিলে সবার সেই গতি ॥ ১১

ধানশী।

আনন্দে সুবদনী কছু নাহি জান। বেশ বনায়ত নাগর কান ॥ সিন্দুর দেয়ল সীঁথি সঙারি। ভালহি মৃগমদ-পত্রক সারি ॥ চিকুরে বনাওল বেণী ললিত। কুঙ্কুম কুচযুগে কবল রচিত ॥ যাবক লেখা রাতুল চরণে। জীবন নিছই লেওল ছুছু শরণ ॥ তাম্বুল সাজি বদন মাহা দেল। পুন পুন হেরইতে আরতি না গেল ॥ কোরে আগোরি রাখল হিয়া মাবা। কো কহ ঐছন মরমক কাজ ॥ চির পরিপূরিত দুহুঁ অভিলাষ। হেরই নিয়ড়ে নরোত্তম দাস ॥ ১২

তুড়ী।

কাঞ্চন দরপণ বরণ সুগোরা রে, বর বিধু জিনিয়া বয়ান। দুটী আঁখি নিমিখ, মুরুখ বড় বিধি রে, নাহি দিল অধিক নয়ান ॥ হরি হরি কেনে বা জনম হৈল মোর। কনক মুকুর জিনি, গোরা-অঙ্গ সুবলনী, হেরিয়া না কেনে হৈলাম ভোর ॥ আজানু-লম্বিত ভুজ, বনমালা বিরাজিত, মালতী-কুসুম সুরঙ্গ। হেরি গোরা মুরতি, কত কত কুলবতী, হানত মদন তরঙ্গ ॥ অনুক্ষণ প্রেম ভরে ও রাঙ্গা নয়ন ঝরে, না জানি কি জপে নিরবধি। বিষয়ে আবেশ মন, না ভজিনু সে চরণ, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥ নদীয়া নাগরী, সেহো ভেল ব্রজপুরী, প্রিয় গদাধর বাম পাশ। মোহে নাথ অঙ্গীকরু, বাঞ্ছা কল্পতরু, কহে দীন নরোত্তমদাস ॥ ১৩

ধানশী।

গৌরাঙ্গের দুটী পদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি রস-সার। গৌরাঙ্গ মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তার মুঞি যাউঁ বলিহারি। গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে নিত্য লীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভজন-অধিকারী ॥ গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ। শ্রীগৌড় মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥ গৌর প্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥ ১৪

সারঙ্গ।

সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ-বিনোদরঙ্গে, বিহরই সুরধুনী তীরে। ক্ষণে নাচে ক্ষণে-গায়, প্রেমধারা বহি যায়, ক্ষণে মালশাট মারি ফিরে॥ অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা। দেখি তরুগণ সঙ্গে প্রিয় গদাধর রঙ্গে, কৌতুকে করত কত খেলা॥ অঙ্গে পুলকের ঘটা, কদম্ব কুসুম-ছটা, সুদশন মুকুতার পাঁতি। তাহে মন্দমন্দ হাসি, বরিখে অমিয়া শশী, সৌরভে ভ্রমর ধায় মাতি॥ সদা নিজপ্রেমে মত্ত, গায় কৃষ্ণলীলামৃত, মধুর-ভকতগণ পাশ। বিষয়ে হইনু অন্ধ, না ভজিনু গৌরচন্দ, কহে দীন নরোত্তমদাস॥

গুর্জ্জরী।

জয় জয় গুরু গোসাঞির শ্রীচরণ সার যাহা হৈতে হব পার এ ভব সংসার॥ মনের আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পায়ে মজাইয়া মন॥ জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ॥ শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥ এই ছয় গোসাঞির করি চরণ-বন্দন। যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥ জয় রস নাগরী জয় নন্দ-লাল। জয় জয় মোহন মদনগোপাল॥ জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গসুন্দর। জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর॥ জয় জয় সীতানাথ অদ্বৈত গোসাঞি। যাহার করুণা বলে গোরা গুণ গাই॥ জয় জয় শ্রীবাস জয় গদাধর। জয় স্বরূপ রামানন্দ প্রেমের সাগর॥ জয় জয় সনাতন জয় শ্রীরূপ। জয় জয় রঘুনাথ প্রাণের স্বরূপ॥ জয় গৌরভক্ত বৃন্দ দয়া করে মোরে। সবার চরণ ধূলি ধরি নিজ শিরে॥ জয় জয় নীলাচল চন্দ্র জগন্নাথ। মো পাপীরে দয়া করি কর আত্মসাথ॥ জয় জয় গোপাল দেব ভকত বৎসল। নব-ঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল॥ জয় জয় গোপীনাথ প্রভু প্রাণ মোর। পুরী গোসাঞির লাগি যার নাম ক্ষীর চোর॥ জয় জয় মদনগোপাল বংশী-ধারী। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ঠাম চরণ-মাধুরী॥ জয় জয় শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তি মনোহর। কোটি-চন্দ্র জিনি যার বদন সুন্দর॥ জয় জয় গোপীনাথ মহিমা প্রবল। তমাল শ্যামল-অঙ্গ পীন-বক্ষঃস্থল॥ জয় জয় মথুরামণ্ডল কৃষ্ণ-ধাম। জয় জয় গোলোক-আখ্যান॥ জয় জয় দ্বাদশ বন কৃষ্ণ লীলা স্থান। শ্রীবন লোহ-বন-ভাণ্ডীর-বন নাম॥ মহাবনে মহানন্দ পায় ব্রজবাসী। যাহাতে প্রকট কৃষ্ণ স্বরূপ প্রকাশি॥ জয় জয় তাল-বন খদির বহুলা। জয় জয় কুমুদ-কাম্য-বনে কৃষ্ণ-লীলা॥ জয় জয় মধু বন মধু-পান স্থান। যাহা মধুপানে মত্ত হৈলা বলরাম॥ জয় জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবৃন্দাবন। বেদের অগোচর স্থান কন্দর্প মোহন॥ জয় জয় ললিতা-কুণ্ড জয় শ্যাম কুণ্ড। জয় জয় রাধাকুণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড॥ জয় জয় মানস-গঙ্গা জয় গোবর্দ্ধন। জয় জয় দান-ঘাট লীলা সর্ব্বোত্তম॥ জয় জয় নন্দ-ঘাট জয় অক্ষয় বট। জয় জয় চীর-ঘাট যমুনা নিকট। জয় জয় কেশি-ঘাট পরম মোহন। জয়

বংশীবট রাধাকৃষ্ণ মনোরম ॥ জয় জয় রাস-ঘাট পরম নির্জ্জন। যাহাঁ রাসলীলা কৈলা রোহিণী-নন্দন ॥ জয় জয় বিমল-কুণ্ড জয় নন্দীশ্বর। জয় জয় কৃষ্ণ-কেলি-পাবন সরোবর ॥ জয় জয় যাবটঘাট অভিমন্যালয়। সখী-সঙ্গে রাই যাহাঁ সদা বিরাজয় ॥ জয় জয় বৃষভানুপুর নামে গ্রাম। জয় জয় সঙ্কেত রাধা-কৃষ্ণ লীলাস্থান ॥ জয় জয় ব্রজবাসি-শ্রেষ্ঠ নন্দরাজ। জয় জয় ব্রজেশ্বরী শ্রেষ্ঠ গোপী মাঝ ॥ জয় জয় রোহিণী-নন্দন বলরাম। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ স্বধং রস ধাম ॥ জয় জয় রাধাসখী ললিতা সুন্দরী। সখীর পরম শ্রেষ্ঠ রূপের মাধুরী ॥ জয় জয় বিশাখিকা চম্পক-লতিকা। রঙ্গদেবী সুদেবী তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুরেখা ॥ জয় জয় রাধানুজা অনঙ্গমঞ্জরী। ত্রিভুবন জিনি যার অঙ্গের মাধুরী ॥ জয় জয় পৌর্ণমাসী বলি যোগমায়া। রাধাকৃষ্ণ লীলা করান মায়া আচ্ছাদিয়া। জয় জয় বৃন্দা দেবী কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। জয় জয় বীরা সখী সর্ব্ব-মনোরমা ॥ জয় জয় রত্নমণ্ডপ রত্ন সিংহাসন। জয় জয় রাধাকৃষ্ণ সঙ্গ সখীগণ ॥ শুন শুন আরে ভাই করিয়ে প্রার্থনা। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করহ ভাবনা ॥ ছাড়ি অন্য কর্ম্ম অসৎ-আলাপনে। ব্রজে রাধাকৃষ্ণচন্দ্রে করহ ভাবনে ॥ এই সব লীলাস্থানে যে করে স্মরণ। জন্মে জন্মে শিরে ধরো তাঁহার চরণ ॥ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ। নাম সঙ্কীর্ত্তন কহে নরোত্তমদাস ॥ ১৬

সুহই।

গৌরাঙ্গের সহচর, শ্রীবাসাদি গদাধর, নরহরি মুকুন্দ মুরারি। সঙ্গে স্বরূপ রামানন্দ, হরিদাস প্রেম-কন্দ, দামোদর পরমানন্দ পুরী ॥ যে সব করয়ে লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা, তাহা মুঞি না পাইনু দেখিতে। তখন নহিল জন্ম, এবে ভেল ভব-বন্ধ, সে না শেল হরি গেল চিতে ॥ প্রভু সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্ট-যুগ, ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ। এ সকল প্রভু মেলি, যে সব করিলা কেলি, বৃন্দাবনে ভক্তগণ সাথ ॥ সবে হৈল অদর্শন, শূন্য ভেল ত্রিভুবন, অন্ধ হৈল সবাকার আঁখি। কাহারে কহিব দুখ, না দেখাউ ছার মুখ, আছি যেন মরা পশুপাখী ॥ শ্রীআচার্য্য শ্রীনিবাস, আছিনু যাহার পাশ, কথা শুনি জুড়াইত প্রাণ। তেঁহো মোরে ছাড়ি গেলা, রামচন্দ্র না আইলা, দুখে জীউ করে আনচান ॥ যে মোর মনের ব্যথা, কাহারে কহিব কথা, এ ছার জীবনে নাহি আশ। অন্ন জল বিষ খাই, মরিয়া নাহিক যাই, ধিক ধিক নরোত্তম দাস ॥ ১৭

পাহিড়া।

বিধি মোরে কি করিল, শ্রীনিবাস কোথা গেল, হৃদি মাঝে দিল দারুণ ব্যথা। গুণের রামচন্দ্র ছিলা, সেহো সঙ্গ ছাড়ি গেলা, শুনিতে না পাই সুখের কথা ॥ পুন কি এমন হব, রামচন্দ্র সঙ্গ পাব, এ জনম মিছা বহি গেল। যদি প্রাণ দেহে থাক,

রামচন্দ্র বলি ডাক, তবে যদি যাও সেই ভাল ॥ স্বরূপ রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ, ভট্টযুগ দয়া কর মোরে। আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস, রামচন্দ্র যার দাস, পুন নাকি মিলিবে আমারে ॥ আঁচলে রতন ছিল, কোন ছলে কেবা নিল, জুড়াইতে নাহি মোর ঠাঁই। নরোত্তমদাসে বলে, পড়িনু অসৎ ভোলে, বুঝি মোর কিছু হৈল নাই ॥ ১৮

শ্রীগান্ধার।

বড় শেল মরমে রহিল। পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীগুরু-চরণ বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল ॥ ব্রজেন্দ্র-নন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল। মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥ শ্রীরূপ স্বরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ, তাহাতে নহিল মোর মতি। বৃন্দাবন রসধাম, চিন্তামণি যার নাম, সেহো ধামে না কৈল বসতি ॥ বিশেষ বিষয়ে রতি, নহিল বৈষ্ণবে মতি, নিরবধি ঢেউ উঠে মনে। নরোত্তমদাস কয়, জীবের উচিত নয়, শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥ ১৯

বিভাস।

প্রভু মোর মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ, দয়া কর মুঞি অধমেরে। সংসার-সাগর মাঝে পড়িয়া রৈয়াছি নাথ কৃপা ডোরে বান্ধি লেহ মোরে ॥ অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে। এই বড় ভরসা মনে, ফেল লৈয়া বৃন্দাবনে, বংশীবট দেখি যেন সুখে ॥ কৃপা কর মধুপুরী, লেহ মোরে কেশে ধরি, শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া। অনেক দিবসের আশ, নহে যেন নৈরাশ, দয়া কর না করিহ মায়া ॥ অনিত্য যে দেহ ধরি, আপন আপন করি, পাছে পাছে শমনের ভয়। নরোত্তমদাস মনে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে, পাছে ব্রজপ্রাপ্তি নাহি হয় ॥ ২০

বিভাস।

যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান, অকারণ সব ভেল মোহে। বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বসনহীন অভরণ দেহে ॥ সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণে। সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইল শমনে ॥ শ্রুতিস্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ। জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে, না করিলাম সে রূপ-ভাবন ॥ রাধা-কৃষ্ণ-দুই পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে রহুক বাসনা। নরোত্তমদাস কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সোঁপিনু আপনা ॥ ২১

বিভাস।

হে গোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃপা করি রাখ নিজ পথে। কাম ক্রোধ ছয় গুণে,

লৈয়া ফিরে নানা স্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥ হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থ-লাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব-বেশে, ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥ অনেক দুঃখের পরে, লৈয়াছিলে ব্রজ-পুরে, কৃপা-ডোর গলায় বান্ধিয়া। দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে, ভব-কূপে দিলে ফেলাইয়া॥ পুন যদি কৃপা করি, এ জনার কেশে ধরি, টানিয়া তোলহ ব্রজ-ভূমে। তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল, কহে দীন দাস নরোত্তমে॥ ২২

সারঙ্গ।

আরে ভাই বড়ই বিষম কলি-কাল। গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি, তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥ ভকতের ভেক ধরে, সাধু পথ নিন্দা করে, গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ। গুরু-পদে যার মতি, খাট করায় তার রতি, অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ॥ প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত, করে দুষ্ট-কথার সঞ্চার। গঙ্গা-জল যেন নিন্দে, কূপ-জল যেন বন্দে, সেই পাপী অধম সবার। যার মন নিরমল, তারে করে টলমল, অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড। হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃদু মৃদু মতি করে অঙ্গ, তার মুণ্ডে পরে যেন দণ্ড॥ কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পরতেক ভেল, অধমের শ্রদ্ধা বাঢ়ে তায়। নরোত্তম-দাস কহে, এ জনার ভাল নহে, এরূপে বঞ্চিল বিহি তায়॥ ২৩

বরাড়ী।

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র, প্রাণ মোর যুগলকিশোর। অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল, নরহরি বিলাসহি মোর॥ বৈষ্ণবের পদ-ধূলি, তাহে মোর স্নান-কেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম। বিচার করিয়া মনে, ভক্তি রস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ॥ বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মন নিষ্ঠ, বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস। বৃন্দাবন চৌতারা, তাহে মোর মন ভোরা, কহে দীন নরোত্তমদাস॥

গান্ধার।

হরি হরি আর কি এমন দশা হব। এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজ ভূমে যাব॥ সুখময় বৃন্দাবন, কবে পাব দরশন, সে ধূলি লাগিবে কবে গায়। প্রেম গদ গদ হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ নাম লৈয়া, কান্দিয়া বেড়াব উচ্চ রায়॥ নিভৃত-নিকুঞ্জে যাঞা, অষ্টাঙ্গে প্রণাম হৈয়া, ডাকিব হা রাধানাথ বলি। কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে খাব কর-পুটে তুলি॥ আর কি এমন হব, শ্রীরাস মণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়। বংশী-বট-ছায়া পাঞা, পরম আনন্দ হৈয়া, পড়িয়া রহিব কবে তায়॥ কবে গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ানভরি, রাধা-কুণ্ডে কবে

হবে বাস। ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ-পতন হবে, আশা করে নরোত্তমদাস ॥ ২৫

পাহিড়া।

হরি হরি আর কবে পালটিব দশা। এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন-ধামে, এই মনে করিয়াছি আশা ॥ ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত করিয়া কবে যাব। সব দুঃখ পরিহরি, বৃন্দাবনে বাস করি, মাধুকুরী মাগিয়া খাইব ॥ যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে খাব উদর পুরিয়া। রাধাকুণ্ড-জলে স্নান, করি কুতূহলে নাম, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া ॥ ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, রাসকেলি যেইস্থানে, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিয়া। সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব চরণ ধরিয়া ॥ ভোজনের স্থান কবে, নয়নে দর্শন হবে, আর যত আছে উপবন। তার মাঝে বৃন্দাবন, নরোত্তমদাসের মন, আশা করে যুগল চরণ ॥ ২৬

পাহিড়া।

করঙ্গ কৌপীন লৈয়া, ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়া, তেয়াগিয়া সকল বিষয়। হরি-অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জে কবে, যাইয়া করিব নিজালয় ॥ হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। ফল মূল বৃন্দাবনে, খাঞা দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন ॥ শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈয়া। বাহুর উপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনের কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিয়া ॥ দেখিব সঙ্কেত-স্থান, জুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব। কাহাঁ রাধা প্রাণেশ্বরী, কাহাঁ গিরিবর-ধারী, কাহাঁ নাথ বলিয়া ডাকিব ॥ মাধবী কুঞ্জের পরি, সুখে বসি শুক শারী, গাইবেক রাধাকৃষ্ণ-রস। তরুমূলে বসি ইহা, শুনি জুড়াইবে হিয়া, কবে সুখে গোঙাব দিবস ॥ শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, শ্রীমতী রাধিকা সাথ, দেখিব রতন-সিংহাসনে। দীন নরোত্তমদাস, করয়ে দুর্লভ আশ, এমতি হইবে কত দিনে ॥ ২৭

পাহিড়া।

হরি হরি কবে হব বৃন্দাবন-বাসী ॥ নিরখিব নয়নে যুগল রূপরাশি ॥ তেজিয়া শয়ন-সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলাতে ধূসর হবে অঙ্গ ॥ ষড়-রস ভোজন দূরে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী ॥ কনক ঝারির জল দূরে পরিহরি। কবে যমুনার জল খাব করপুরি ॥ পরিক্রম করিয়া বেড়াব বনে বনে। বিশ্রাম করিয়া যাই যমুনা-পুলিনে ॥ তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। কবে ব্রজে বসিব হাম বৈষ্ণব নিকটে ॥ নরোত্তমদাসে কয় করি পরিহার। কবে বা এমন দশা হইবে আমার ॥ ২৮

সুহিনী।

আর কি এমন দশা হব। সব ছাড়ি বৃন্দাবন যাব ॥ রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস-লীলা।

যেখানে যেখানে যে করিলা॥ কবে আর গোবর্দ্ধন গিরি। দেখিব নয়ন-যুগ ভরি॥ আর কবে নয়নে দেখিব॥ বনে বনে ভ্রমণ করিব॥ আর কবে শ্রীরাস-মণ্ডলে। গড়াগড়ি দিব কুতুহলে॥ শ্যাম-কুণ্ডে রাধা-কুণ্ডে স্নান। করি কবে জুড়াব পরাণ॥ আর কবে যমুনার জলে। মজ্জনে হইব নিরমলে॥ সাধু সঙ্গে বৃন্দাবনে বাস। নরোত্তমদাস মনে আশ॥ ২৯

প্রার্থনা।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥ আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসার বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥ রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি। কবে হাম বুঝব সে যুগল পিরীতি॥ রূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ, প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥ ৩০

হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ। ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পদ, না ভজিনু তিল আধ, না বুঝিনু রাগের সম্বন্ধ॥ স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, ভূগর্ভ শ্রীজীব লোকনাথ। ইহাঁ সবার পাদপদ্ম, না সেবিনু তিল আধ, আর কিসে পুরিবেক সাধ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, যেঁহো কৈল চৈতন্যচরিত। গৌর-গোবিন্দ-লীলা, শুনিতে গলয়ে শীলা, তাহাতে না হৈল মোর চিত॥ সে সব ভকত সঙ্গ, যে করিল তার সঙ্গ, তার সঙ্গে কেনে নহিল বাস। কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙাইনু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥ ৩১

রাধাকৃষ্ণ নিবেদন এইজন করে। দোঁহে অতি রসময়, সকরুণ-হৃদয়, অবধান কর নাথ মোরে॥ হে কৃষ্ণ গোকুলচন্দ্র, গোপীজন বল্লভ, হে কৃষ্ণপ্রেয়সী-শিরোমণি। হেমগৌরী শ্যাম-গায়, শ্রবণে পরশ পায়, গুণ শুনি জুড়ায় পরাণী॥ অধম দুর্গতিজনে, কেবল করুণামনে, ত্রিভুবনে এ যশঃ খেয়াতি। শুনিয়া সাধুর মুখে, শরণ লইনু সুখে, উপেখিলে নাহি মোর গতি॥ জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ জয় জয় রাধে। অঞ্জলি মস্তকে করি, নরোত্তম ভূমে পড়ি, কহে দোঁহে পূরাও মন সাধে॥ ৩২

হরি হরি হেন দিন হইবে আমার। দুহুঁ অঙ্গ পরশিব, দুহুঁ অঙ্গ নিরখিব, সেবন করিব দোঁহাকার॥ ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, মালা গাঁথি দিব নানা ফুলে। কনকসম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি, যোগাইব অধর যুগলে॥ রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, এই মোর প্রাণধন, এই মোর জীবন উপায়। জয় পতিতপাবন, দেহ মোরে এই ধন, তোমা বিনা অন্য নাহি ভায়॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,

লোকনাথ লোকের জীবন। হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ॥ ৩৩

হরি হরি বিফলে জনম গোঙাইনু। মনুষ্য জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু॥ গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, রতি না জন্মিল কেনে তায়। সংসার বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে, জুড়াইতে না কৈনু উপায়॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই, বলরাম হইল নিতাই। দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল, তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥ হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত, করুণা করহ এইবার। নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গাপায়, তোমা বিনা কে আছে আমার॥ ৩৪

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। ভজিব সে রাধাকৃষ্ণ হৈঞা প্রেমাধীন॥ সুযন্ত্রে মিশাঞা গাব সুমধুর তান। আনন্দে করিব দুঁহার রূপ গুণ গান॥ রাধিকা গোবিন্দ বলি কাঁদিব উচ্চৈঃস্বরে। ভিজিবে সকল অঙ্গ নয়নের নীরে॥ এইবার করুণা কর রূপ সনাতন। রঘুনাথ দাস মোর শ্রীজীব-জীবন॥ এইবার করুণা কর ললিতা বিশাখা। সখ্যভাবে মোর প্রভু সুবলাদি সখা॥ সবে মিলি কর দয়া পুরুক মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥

প্রাণেশ্বর নিবেদন এই জন করে। গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, পরম আনন্দ কন্দ, গোপীকুলপ্রিয় দেখ মোরে॥ তুয়া প্রিয় পদসেবা, এই ধন মোরে দিবা, তুমি প্রভু করুণার নিধি। পরম মঙ্গল যশে, শ্রবণ পরশ রসে, কার কিবা কায নহে সিদ্ধি॥ দারুণ সংসার গতি, বিষম বিষয়মতি, তুয়া বিস্মরণ শেল বুকে। জর জর তনু মন, অচেতন অনুক্ষণ, জীয়ন্তে মরণ ভেল দুঃখে॥ মো বড় অধমজনে, কর কৃপা নিরীক্ষণে, দাস করি রাখ বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রভু মোর গৌর ধাম, নরোত্তম লইল শরণে॥ ৩৬

গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা করি রাখ নিজপথে। কাম ক্রোধ ছয় জনে, লয়ে ফিরে নানাস্থানে, বিষয় ভুঞ্জায় নানামতে॥ হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ, তোমার স্মরণ গেল দূরে। অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে, ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥ অনেক দুঃখের পরে, লয়ে-ছিলে ব্রজপুরে, কৃপাডোর গলায় বান্ধিয়া। দৈবমায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে, ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥ পুনঃ যদি কৃপা করি, এজনার কেশে ধরি, টানিয়া তুলহ ব্রজভূমে॥ তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল, কহে দীন দাস নরোত্তমে॥

মোর প্রভু মদনগোপাল, গোবিন্দ গোপীনাথ, দয়া কর মুঞি অধমেরে।

সংসার-সাগর মাঝে, পড়িয়া রৈয়াছি নাথ, কৃপাডোরে বান্ধি লহ মোরে॥ অধম চণ্ডাল আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, শুনিয়াছি বৈষ্ণবের মুখে। এ বড় ভরসা মনে, লৈঞা ফেল বৃন্দাবনে, বংশীবট যেন দেখি সুখে॥ কৃপা কর আগু গুরি, লহ মোরে কেশে ধরি, শ্রীযমুনা দেহ পদছায়া। অনেক দিনের আশ, নহে যেন নৈরাশ, দয়া কর না করহ মায়া॥ অনিত্য এ দেহ ধরি, আপন আপন করি, পাছে পাছে শমনের ভয়। নরোত্তমদাস ভণে, প্রাণ কান্দে রাত্রি দিনে, পাছে ব্রজ-প্রাপ্তি নাহি হয়॥ ৩৮

বৃন্দাবন রম্যস্থান, দিব্য চিন্তামণি ধাম, রতন মন্দির মনোহর। আবৃত কালিন্দী নীরে, রাজহংস কেলি করে, তাহে শোভে কনক কমল॥ তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্ট-দলেতে বেষ্টিত, অষ্টদলে প্রধান নায়িকা। তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥ ওরূপ লাবণ্য রাশি, অমিয় পড়িছে খসি, হাস্য-পরিহাস সম্ভাষণে। নরোত্তম দাস কয়, নিত্যলীলা সুখময়, সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥ ৩৯

নিতাই পদকমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জীবন জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ়করি ধর নিতাইয়ের পায়॥ সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার। নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে, বিদ্যা কুলে কি করিবে তার॥ অহ-ঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাশরিয়া, অসত্যেরে সত্য করি মানি। নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইয়ের চরণ দুখানি॥ নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য, নিতাইপদ সদা কর আশ। নরোত্তম বড় দুখী, নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥

অরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ। না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ-বিষকূপে, দগ্ধ কৈল এ পাঁচপরাণ। তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে, দেহ সদা হয় অচে-তন॥ রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল, বিমুখ হৈল হেন ধন। হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজভয়, কায়মনে লহরে শরণ॥ পামর দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল, তারা হৈল পতিতপাবন॥ গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে, কি করিব সংসার শমন। নরোত্তমদাসে কহে, গৌরসম কেহ নহে, না ভজিতে দেয় প্রেমধন॥ ৪১

গৌরাঙ্গের দুটীপদ, যার ধন সম্পদ, সে জানে ভকতি-রসসার॥ গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার॥ যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি। গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তার স্ফুরে, সেজন ভকতি অধিকারী॥ গৌরা-

জের সঙ্গিগণে, সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত পাশ। শ্রীগৌড়-মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস॥ গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ। গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥ ৪২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎসংসারে॥ পতিতপাবন হেতু তব অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥ হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী। কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুখী॥ দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত-গোসাঞি। তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য নিতাই॥ হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ। ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু [illegible]থ॥ দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রী[illegible]স। রামচন্দ্র সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস॥ ৪৩

যে আনিল প্রেমধন করুণাপ্রচুর। হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥ কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন। কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন॥ কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ। এককালে কোথা গেল গোরা নটরাজ॥ পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব। গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব॥ সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস। সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তমদাস॥ ৪৪

হরি হরি বড় শেল মরমে রহিল। পাইয়া দুর্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু, জন্ম মোর বিফল হইল॥ ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি, জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল। মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল॥ স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, তাহাতে না হৈল মোর মতি। দিব্য চিন্তামণি ধাম বৃন্দাবন হেন স্থান, সেহ ধামে না কৈনু বসতি॥ বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিলে বৈষ্ণবে রতি, নিরন্তর খেদ উঠে মনে। নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে, শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবা বিনে॥ ৪৫

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সম্পদ, শুন ভাই হঞা এক মন। আশ্রয় লইয়া ভজে, সেই কৃষ্ণ ভক্তি লভে, আর সব মরে অকারণ॥ বৈষ্ণব চরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল, আর কেহ নহে বলবন্ত। বৈষ্ণব চরণরেণু, মস্তকে ভূষণ [illegible] আর নাহি ভূষণের অন্ত॥ তীর্থজল পবিত্রগুণে, লিখিয়াছে পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন॥ বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥ বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ কায়, এই নিবেদন, মো বড় অধম দুরাচার। দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি, চুলে ধরি মোরে কর পার॥ বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম জ্ঞান, সদাই করমপাশে বান্ধে। না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ, 'কাতারে তেঞি কান্দে॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ, আপন আপনা স্থানে টানে। আমার ঐছন মন, ফিরে যেন অন্ধজন, সুপথ বিপথ নাহি জানে॥ না লইনু সত মত, অসতে মজিল চিত, তুয়া পায়ে না করিনু আশ। নরোত্তমদাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়, তরাইয়া লহ নিজপাশ॥ ৪৭

কইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোসাঞি। পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥ কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়। এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥ গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥ হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম। তোমা স্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান॥ তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম। গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥ প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি। নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥ ৪৮

কিরূপে পাইব সেবা মুই দুরাচার। শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার॥ অশেষ মায়াতে মন মগন হইল। বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল॥ গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া পিচাশী। বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি॥ ইহারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়। সাধুকৃপা বিনা আর নাহিক উপায়॥ অদোষদরশি প্রভু পতিত উদ্ধার। এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার॥ ৪৯

হরি হরি, কি মোর করম অভাগ। বিফলে জীবন গেল, হৃদয়ে রহিল শেল, নাহি ভেল হরি অনুরাগ॥ যজ্ঞ, দান, তীর্থস্নান, পুণ্য-কর্ম্ম জপ ধ্যান, অকারণে সব গেল মোহে। বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥ সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল, অপরাধ কারণ। সতত অসৎ-সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন॥ শ্রুতি স্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ। জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিনু মুখে, না করিনু সেরূপ ভাবন॥ রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে রহুক বাসনা। নরোত্তমদাসে কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা॥

রাধাকৃষ্ণ সেবঁ মুঞি জীবনে মরণে। তাঁর স্থান তাঁর লীলা দেখোঁ রাত্রি দিনে॥ যে স্থানে যে লীলা করে যুগল কিশোর। সখীর সঙ্গিনী হঞা তাঁহে হঙ ভোর॥ শ্রীরূপ-মঞ্জরি দেবি মোরে কর দয়া। অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ছায়া॥ শ্রীরসমঞ্জরি দেবি

কর অবধান, অনুক্ষণ দেহ তুয়া পাদপদ্ম ধ্যান ॥ বৃন্দাবনে নিত্য নিত্য যুগল বিলাস। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস ॥ ৫১

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর। জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥ কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন। রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥ শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥ গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূরতাম্বুলে ॥ ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ। আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥ ৫২

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিনে। কেলিকৌতুক রঙ্গে করিব সেবনে ॥ ললিতা বিশাখা সনে, যতেক সখীগণে, মণ্ডলী করিব দোঁহ মেলি। রাই কানু করে ধরি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি নিরখি গোঙাব কুতূহলী ॥ অলস বিশ্রাম ঘরে, গোবর্দ্ধন গিরি'পরে, রাইকানু করিবে শয়নে। নরোত্তম দাসে কয়, এই যেন মোর হয়, অনুক্ষণ চরণ সেবনে ॥ ৫৩

গোবর্দ্ধন গিরিবর, কেবল নির্জ্জন স্থল, রাই কানু করিবে বিশ্রামে। ললিতা বিশাখা সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, সুখময় রাতুল চরণে ॥ কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি, যোগাইব বদনকমলে। মণিময় কিঙ্কিণী, রতননূপুর আনি, পরাইব চরণ যুগলে ॥ কনক কটোরা পুরি, সুগন্ধি চন্দন ভরি, দোঁহাকার শ্রীঅঙ্গে ঢালিব। গুরুরূপা সখী বামে, ত্রিভঙ্গ হইয়া ঠামে, চামরের বাতাস করিব ॥ দোঁহার কমল আঁখি, পুলক হইয়া দেখি, দুহুঁ পদ পরশিব করে। চৈতন্যদাসের দাস, মনে মাত্র অভিলাষ, নরোত্তমদাসে সদা স্ফুরে ॥ ৫৪

হরি হরি আর কি এমন দশা হব। কবে বৃষভানু পুরে, আহীরী গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব ॥ যাবটে আমার কবে, এপাণি গ্রহণ হবে, বসতি করিব কবে তায়। সখীর পরম শ্রেষ্ঠ, যে তাহার হয় শ্রেষ্ঠ, সেবন করিব তার পায় ॥ তেঁহ কৃপাবান হৈঞা, রাতুল চরণে লঞা, আমারে করিবে সমর্পণ। সফল হইবে দশা, পুরিবে মনের আশা, সেবি দুহাঁর যুগল চরণ ॥ বৃন্দাবনে দুইজন, চতুর্দ্দিকে সখীগণ, সেবন করিব অবশেষে। সখীগণ চারিভিতে, নানা যন্ত্র লৈঞা হাতে, দেখিব মনের অভিলাষে ॥ দুহুঁ চাঁদমুখ দেখি, জুড়াবে তাপিত আঁখি, নয়নে বহিবে অশ্রু-ধার। বৃন্দার নিদেশ পাব, দোঁহার নিকটে যা'ব, হেন দিন হইবে আমার ॥ শ্রীরূপ-মঞ্জরী সখী মোরে অনাথিনী দেখি, রাখিবে রাতুল দুটী পায়। নরোত্তমদাস ভণে, প্রিয়-নর্ম্ম সখীগণে, কবে দাসী করিবে আমায় ॥

হরি হরি আর কি এমন দশা হব। ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব, দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাইব॥ টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নবগুঞ্জাহারে বেড়া, নানাফুলে গাঁথি দিব হার। পীতবসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে, বদনে তাম্বূল দিব আর॥ দুহুঁ রূপ মনোহারি, হেরিব নয়নভরি, নীলাম্বরে রাইকে সাজাইয়া। নবরত্ন জরি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী, তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥ সে না রূপ মাধুরী, দেখিব নয়ন ভরি, এই কার মনে অভিলাষ। জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন, নিবেদয়ে নরোত্তমদাস॥ ৫৬

প্রাণেশ্বরি এইবার করুণা কর মোরে। দশনেতে তৃণ ধরি, অঞ্জলি মস্তকে করি, এইজন নিবেদন করে। প্রিয় সহচরী সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, অঙ্গে বেশ করিব সাধে। রাখ এই সেবা কাযে, নিজ পদপঙ্কজে, প্রিয় সহচরীগণ মাঝে॥ সুগন্ধ চন্দন, মণিময় অভরণ, কৌষিক বসন নানা রঙ্গে। এই সব সেবা যার, দাসী যেন হও তার, অনুক্ষণ থাকি তার সঙ্গে॥ জল সুবাসিত করি, রতন ভৃঙ্গারে ভরি, কর্পূরবাসিত গুয়াপান। এসব সাজাইয়া ডালা, লবঙ্গ মালতীমালা, ভক্ষ্যদ্রব্য নানা অনুপাম॥ সখার ইঙ্গিত হবে, এসব আনিব কবে, যোগাইব ললিতার কাছে। নরোত্তমদাস কয়, এই যেন মোর হয়, দাঁড়াইয়া রহ সখীর পাছে॥ ৫৭

অরুণ কমল দলে, শেজ বিছাইব, বসাইব কিশোর কিশোরী। অলকা-আবৃত-মুখ-পঙ্কজ মনোহর, মরকত শ্যাম হেমগোরী॥ প্রাণেশ্বরি কবে মোরে হবে কৃপাদিঠি। আজ্ঞায় আনিব কবে, বিবিধ ফুলবর, শুনব বচন দুহুঁ মিঠি॥ মৃগমদ তিলক, সিন্দূর বনায়ব, লেপব চন্দন গন্ধে। গাঁথি মালতী ফুল, হার পহিরাওব, ধাওয়াব মধুকরবৃন্দে॥ ললিতা কবে মোরে, বিজন দেওব, বীজব মারুত মন্দে। শ্রমজল সকল, মিটব দুহুঁ কলেবর, হেরব পরম আনন্দে॥ নরোত্তমদাস-আশ পদপঙ্কজ-সেবন মাধুরি পানে। হোওব হেন দিন, না দেখিয়ে কোন চিহ্ন, দুহুঁ জন হেরব নয়ানে॥ ৫৮

কুসুমিত বৃন্দাবনে, নাচত শিখিগণে, পিককুল ভ্রমর ঝঙ্কারে প্রিয় সহচরী সঙ্গে, গাইয়া যাইবে রঙ্গে, মনোহর নিকুঞ্জ কুটীরে॥ হরি হরি মনোরথ ফলিবে আমারে। দুহুঁক মন্থর গতি, কৌতুকে হেরব অতি, অঙ্গ ভরি পুলক অন্তরে॥ চৌদিকে সখীর মাঝে, রাধিকার ইঙ্গিতে, চিরণী লইয়া করে করি। কুটিল কুন্তল সব, বিথারিয়া আঁচরব, বনাইব বিচিত্র কবরী॥ মৃগমদ মলয়জ, সব অঙ্গে লেপব, পরাইব মনোহর হার। চন্দন

কুঙ্কুমে, তিলক বনাইব, হেরব মুখ সুধা-কর॥ নীল পট্টাম্বর, যতনে পরাইব, পায়ে দিব রতনমঞ্জীরে। ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, মুছব আপন চিকুরে॥ কুসুম কমলদলে, শেজ বিছাইব, শয়ন করাব দোঁহাকারে। ধবল চামর আনি, মৃদু মৃদু বীজব, ছরমিত দুহুঁক শরীরে॥ কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল ভরি, যোগাইব দোঁহার বদনে। অধর সুধারসে, তাম্বুল সুবাসে, ভোখব অধিক যতনে॥ শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই দীনে কর অবধান। রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয় নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দান॥ ৫৯

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন। গোবর্দ্ধন গিরিবরে, পরম নিভৃত ঘরে, রাই কানু করাব শয়ন॥ ভৃঙ্গারের জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, মুছিব আপন চিকুরে। কনক সম্পুট করি, কর্পূর তাম্বূল পূরি, যোগাইব দুহুঁক অধরে॥ প্রিয় সখীগণ সঙ্গে, সেবন করিব রঙ্গে, চরণ সেবিব নিজ করে। দুহুঁক কমল দিঠি, কৌতুকে হেরব, দুহুঁ অঙ্গ পুলক অন্তরে॥ মল্লিকা মালতী যূথি, নানা ফুলে মালা গাঁথি, কবে দিব দোঁহার গলায়। সোণার কটোরা করি, কর্পূর চন্দন ভরি, কবে দিব দোঁহাকার গায়॥ আর কবে এমন হব, দুহুঁ মুখ নিরখিব, লীলা-রস নিকুঞ্জশয়নে। শ্রীকুন্দলতার সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, নরোত্তম করিবে শ্রবণে॥ ৬০

প্রভু হে এইবার করহ করুণা। যুগল চরণ দেখি, সফল করিব আঁখি, এই মোর মনের কামনা॥ নিজপদ সেবা দিবা, নাহি মোরে উপেখিবা, দুহুঁ পঁহু করুণা-সাগর। দুহুঁ বিনু নাহি জানো, এই বড় ভাগ্যে মানো, মুই বড় পতিত পামর॥ ললিতা আদেশ পাঞা, চরণ সেবিব যাঞা, প্রিয় সখী সঙ্গে হয় মনে। দুহুঁ দাতা-শিরোমণি, অতি দীন মোরে জানি, নিকটে চরণ দিবে দানে॥ পাব রাধা কৃষ্ণ পা, ঘুচিবে মনের ঘা, দূরে যাবে এ সব বিকল। নরোত্তমদাসে কয়, এই বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়, দেহ প্রাণ সকল সফল॥ ৬১

হরি হরি কি মোর করম অনুরত। বিষয়ে কুটিলমতি, সৎসঙ্গে না হৈল রতি, কিসে আর তরিবার পথ॥ স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ, লোকনাথ সিদ্ধান্ত-সাগর। শুনিতাম সে কথা, ঘুচিত মনের ব্যথা, তবে ভাল হইত অন্তর॥ যখন গৌর নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া নগরে অবতার। তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কর্ম্ম, মিছা মাত্র বহি ফিরি ভার॥ হরিদাস আদি বুলে, মহোৎসব আদি করে, না হেরিনু সে সুখ বিলাস। কি মোর দুঃখের কথা, জনম গোঙানু বৃথা, ধিক্ ধিক্ নরোত্তমদাস॥ ৬২

শ্রীরূপ মঞ্জরী পদ, সেই মোর সম্পদ সেই মোর ভজন পূজন। সেই মোর প্রাণ ধন সেই মোর অভরণ, সেই মোর জীবনের জীবন॥ সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি, সেই মোর বেদের ধরম। সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ, সেই মোর ধরম করম॥ অনুকূল হবে বিধি, সে পদে হইবে সিদ্ধি নিরখিব এ দুই নয়ানে। সে রূপমাধুরীরাশি, প্রাণকুবলয় শশী, প্রফুল্লিত হবে নিশি দিনে॥ তুয়া অদর্শন অহি, গরলে জারল দেহি, চিরদিন তাপিত জীবন। হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, নরোত্তম লইল শরণ॥ ৬৩

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥ হাহা প্রভু সনাতন গৌর পরিবার। সবে মিলি বাঞ্ছাপূর্ণ করহ আমার॥ শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যার সেই মহাশয়॥ প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্ম মোরে সমর্পিবে॥ হেন কি হইবে মোর নর্ম্ম সখীগণে। অনুগত নরোত্তমে করিবে শাসনে॥ ৬৪

এই নব দাসী বলি শ্রীরূপ চাহিবে। হেন শুভক্ষণ মোর কত দিনে হবে॥ শীঘ্র আজ্ঞা করিবেন দাসী হেথা আয়। সেবার সুসজ্জা কার্য্য করহ ত্বরায়॥ আনন্দিত হঞা হিয়া তাঁর আজ্ঞাবলে। পবিত্র মনেতে কার্য্য করিব তৎকালে॥ সেবার সামগ্রী রত্ন থালেতে করিয়া। সুবাসিত বারি স্বর্ণ-ঝারিতে পূরিয়া॥ দোঁহার সম্মুখে লয়ে দিব শীঘ্রগতি। নরোত্তমের দশা কবে হইবে এমতি॥ ৬৫

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমাপানে চাঞা॥ সদয় হৃদয়ে দোহে কহিবেন হাঁসি। কোথায় পাইলে রূপ এই নব দাসী॥ শ্রীরূপমঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি। মঞ্জুলালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥ অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥ হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সাক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥ ৬৬

হাহা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে। কৃপাদৃষ্টে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হও পূর্ণতৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥ তুমি না করিলে দয়া কে করিবে আর। মনের বাসনা পূর্ণকর এইবার॥ এতিন সংসারে মোর আর কেহ নাই। কৃপা করি নিজ পদতলে দেহ ঠাঞি॥ রাধাকৃষ্ণ লীলাগুণ গাঙ রাত্র দিনে। নরোত্তম বাঞ্ছাপূর্ণ নহে তুয়া বিনে॥

লোকনাথ প্রভু তুমি দয়া কর মোরে। রাধাকৃষ্ণ চরণে যেন সদা চিত্ত স্ফুরে॥

তোমার সহিতে থাকি সখার সহিতে। এই ত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে॥ সখাগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহো তাহার চরণে। মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে॥ তবে সে হইবে মোর বাঞ্ছিত পূরণ। আনন্দে সেবিব দোঁহার যুগল চরণ॥ শ্রীরূপমঞ্জরি সখি কৃপাদৃষ্টে চাঞা। তাপি নরোত্তমে সিঞ্চ সেবামৃত দিঞা॥ ৬৮

হাহা প্রভু কর দয়া করুণা তোমার। মিছা মায়াজালে তনু দহিছে আমার॥ কবে হেন দশা হবে সখী সঙ্গ পাব। বৃন্দাবনে ফুল গাঁথি দোঁহাকে পরাব॥ সম্মুখে বসিয়া কবে চামর ঢুলাব। অগুরু চন্দন গন্ধ দোঁহ অঙ্গে দিব॥ সখীর আজ্ঞায় কবে তাম্বূল যোগাব। সিন্দুর তিলক কবে দোঁহাকে পরাব॥ বিলাসকৌতুককেলি দেখিব নয়নে। চন্দ্রমুখ নিরখিব বসায়ে সিংহাসনে॥ সদা সে মাধুরী দেখি মনের লালসে। কতদিনে হবে দয়া নরোত্তমদাসে॥ ৬৯

হরি হরি কবে হেন দশা হবে মোর সেবিব দোঁহার পদ আনন্দে বিভোর॥ ভ্রমর হইয়া সদা রহিব চরণে। শ্রীচরণামৃত সদা করিব আস্বাদনে॥ এই আশা করি আমি যত সখিগণ। তোমাদের কৃপায় হয় বাঞ্ছিত পূরণ। বহুদিন বাঞ্ছা করি পূর্ণ যাতে হয় সবে মেলি দয়া কর হইয়া সদয়॥ সেবা আশে নরোত্তম কান্দে দিবানিশি। কৃপা করি কর মোরে অনুগত দাসী॥ ৭০

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥ কৃপা করি সবে মেলি করহ করুণা। অধম পতিতজনে না করিহ ঘৃণা॥ এ তিন সংসারমাঝে তুয়া পদ সার। ভাবিয়া দেখিনু মনে গতি নাহি আর॥ সে পদ পাবার আশে খেদ উঠে মনে। ব্যাকুলহৃদয় সদা করিয়ে ক্রন্দনে॥ কিরূপে পাইব কিছু না পাই সন্ধান। প্রভু লোকনাথ পদ নাহিক স্মরণ॥ তুমি ত দয়াল প্রভু চাহ একবার। নরোত্তম হৃদয়ের ঘুচাও অন্ধকার॥ ৭১

কবে কৃষ্ণধন পাব, হিয়ার মাঝারে থোব, জুড়াইব এ পাপ পরাণ। সাজাইয়া দিব হিয়া, বসাইব প্রাণপ্রিয়া, নিরখিব সে চন্দ্রবয়ান॥ হে সজনি কবে মোর হইবে সুদিন। সে প্রাণনাথের সঙ্গে, কবে বা ফিরিব রঙ্গে, সুখময় যমুনাপুলিন॥ ললিতা বিশাখা নিয়া, তাঁহারে ভেটিব গিয়া, সাজাইয়া নানা উপহার। সদয় হইয়া বিধি, মিলাইবে গুণনিধি, হেন ভাগ্য হইবে আমার॥ দারুণ বিধির নাট, ভাঙ্গিল প্রেমের হাট, তিলমাত্র না রাখিল তার। কহে নরোত্তম দাস, কি মোর জীবনে আশ, ছাড়ি গেল ব্রজেন্দ্রকুমার॥ ৭২

এইবার পাইলে দেখা চরণ দুখানি। হিয়ার মাঝারে রাখি জুড়াব পরাণী॥ তারে না দেখিয়া মোর মনে বড় তাপ। অনলে পশিব কিংবা জলে দিব ঝাঁপ॥ মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া। শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দনাদি চুয়া। বৃন্দাবনের ফুলের গাঁথিয়া দিব হার। বিনাইয়া বান্ধিব চূড়া কুন্তলের ভার॥ কপালে তিলক দিব চন্দনের চাঁদ। নরোত্তমদাস কহে পিরীতের ৭৩

সখী চামর ঢুলায়॥ পরাগে ধূসরস্থল, চন্দ্র-করে সুশীতল, মণিময় বেদীর উপরে। রাই কানু করযোড়ি, নৃত্য করে ফিরি ফিরি, পরশে পুলকে তনু ভরে॥ মৃগমদ চন্দন, করে করি সখীগণ, বরিখয়ে ফুল গন্ধরাজে। শ্রমজল বিন্দু বিন্দু, শোভা করে মুখইন্দু, অধরে মুরলী নাহি বাজে॥ হাস বিলাস রস, সকল মধুর ভাষ, নরোত্তম মনোরথ ভরু। দুহুঁক বিচিত্রবেশ, কুসুমে রচিত কেশ, লোচন মোহনলীলা করু॥ ৭৪

কদম্ব তরুর ডাল, নামিয়াছে ভূমে ভাল, ফুটিয়াছে ফুল সারি সারি। পরিমলে ভরল, সকল বৃন্দাবন, কেলি করে ভ্রমরা ভ্রমরী॥ রাই কানু বিলাসই রঙ্গে। কিবা রূপ লাবণি, বৈদগধি ধনি ধনি, মণিময় আভরণ অঙ্গে॥ রাধার দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, মধুর মধুর চলি যায়। আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ, কোন

আজি রসে বাদর নিশি। প্রেম ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী। শ্যাম ঘন বরিখয়ে প্রেম সুধাধার। কোরে রঙ্গিণী রাধা বিজুরী সঞ্চার॥ প্রেমে পিছল পথ গমন ভেল বঙ্ক। মৃগমদ, চন্দন, কুঙ্কুমে ভেল পঙ্ক॥ দিগ বিদিগ নাহি, প্রেমের পাথার। ডুবিল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥ ৭৫

বলরামদাস।

ইনি নরোত্তমদাসের সম সাময়িক কবি

পদাবলী।

ধানশী।

জয়তি জয় বৃষভানু-নন্দিনী, শ্যাম-মোহিনী রাধিকে। শারদ-বিধুবর, ও মুখ-মণ্ডল, ভালে সিন্দুর-বিন্দু রে। ভাঙ রঞ্জিত, জিনিয়া কাম-ধনু, চিবুকে মৃগমদ-বিন্দু রে॥ গরুড় চঞ্চু জিনি, নাসিকা সুবলনী, তাহে শোহে গজমোতি রে। রাতা-উতপল, অধর-যুগল, দশন মোতিক পাঁতি রে॥ হৃদয় উপর, শোহে কুচযুগ, লাজে চকোয়িনী ভোর রে। নাভি-সরোবরে, লোম-ভুজগিনী, বিহরে কুচ-গিরি কোর রে॥ কণ্ঠে শোভিত হার মণিময়, ঝলকে দামিনী বিজই। কনক-দণ্ড জিনি, বাহু সুবলনী, কতহুঁ আভরণ সাজই॥ ক্ষীণ কটী-তটে, নীল শাটী শোহে, কনক কিঙ্কিণী রোলই। চরণে নূপুর, শবদ সুন্দর, যৈছে চটকিনী বোলই॥ যাবক-রঞ্জিত, ও নখ-চন্দ্রিক, কাম রোয়ত তা হেরে। দীন বলরাম, কয়ত পরিহার, দেহ পদযুগ ছায়া রে॥ ১

ধানশী।

মাধব ঐছে, বচন শুন সো সখী, চললিহুঁ রাইক পাশ। মন যাহা বচন, রচন করি যৈছনে, নাহক পুরয়ে আশ॥ অপরূপ দোঁতীক রীত। সখীগণ সঙ্গে রাই যাহা বৈঠয়ে, তাহি যাই উপনীত॥ শুন শুন রমণী শিরোমণি মুগধিনি তুয়া অনুগত ভেল শ্যাম। তুয়া রূপ হেরি, সোই ভেল আকুল কহই দাস বলরাম॥ ২

তুড়ি।

শুনইতে কাণহি, আনহি শুনত, বুঝাইতে বুঝই আন। পুছইতে গদ গদ, উত্তর না নিকসই, কহইতে সজল নয়ান॥ সখি হে কি ভেল এ বর-নারী। করহুঁ কপোল, থকিত রহু ঝামরি, জনু ধনহারী জুয়ারি॥ বিছুরল হাস, রভস রস চাতুরী, বাউরী জনু ভেল গোরী। ক্ষণে ক্ষণে দীরঘ, নিশসি তনু মোড়ই, সঘন ভরমে ভেলি ভোরি॥ কাতর কাতর, নয়ন নেহারই, কাতর কাতর বাণী। না জানিয়ে কোন দুখে, দারুণ বেদন, ঝর ঝর এ দুই নয়ানি॥ ঘন ঘন নয়নে, নীর ভরি আওত, ঘন ঘন অধরহি কাঁপ। বলরামদাস কহ, জানলু জগমাহ, প্রেমক বিষম সন্তাপ॥ ৩

মল্লার।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি ঠাম। মুরতি মরকত অভিনব কাম॥ প্রতি-অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥ মনু মনু কিবা রূপ দেখিনু স্বপনে। গাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥ অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে। চঞ্চল নয়ন কোণে জাতিকুল নাশে॥ দেখিয়া বিদরে বুক দুটী ভুরুভঙ্গী। আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী। মন্থর চলন খানি আধ আধ যায়। পরাণ যেমন করে কি কহিব কায়॥ পাষাণ মিলাঞা যায় গায়ের বাতাসে। বলরামদাসে বলে অবশ পরশে॥ ৪

কামোদা।

ভালে সে চন্দন চান্দ, নাগরী মোহন ফান্দ, আধ টানিয়া চূড়া বান্ধে। বিনোদ ময়ূরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে, মো পুন ঠেকিনু ও না ফান্দে॥ সই কি আর কি আর বোল মোরে। জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি লিয়া, পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥ দেখিয়া ও মুখ চান্দ, কান্দে পূর্ণিমিক চাঁদ, লাজ ঘরে ভেজাঞা আগুনি। নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে, কিবা দুটী ভুরুর নাচনি॥ আই আই মনু মনু, কি রূপ দেখিয়া আইনু, কলা অঙ্গে পরিছে বিজলি। স্বরূপে দড়ানু মনে, এ রূপ যৌবন সনে, আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥ কি খেমে দেখিনু তারে, না জানি কি হৈল মোরে, আট প্রহর প্রাণ ঝুরে। বলরামদাস কহে, ওরূপ দেখিয়া গো, কোন পামরী রবে ঘরে॥ ৫

সুহই।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি। গুরুজন-পথ ধনী করত নেহারি॥ গুরুজন পরিজন সবে নিদ গেল। দেখি ধনি অতি উতকণ্ঠিত ভেল॥ বিছুরল আপনক বেশ বনান। সখীগণ সঙ্গে তব করত পয়ান॥ পূর্ণিমক চান্দ জিনিয়া মুখ জ্যোতি। ঝলমল করে তনু কতয়ে মণিমোতি॥ থল-কমল-দল চরণ সঞ্চার। নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥ আয়ল মদন-কুঞ্জ গৃহমাঝ। না হেরল তাহি ব্রজ-যুবরাজ॥ বৈঠলি তহিঁ পুন ছোড়ি নিশ্বাস। নাগর আনিতে চলু বলরামদাস॥ ৬

কেদার।

অনুপম মন অভিলাষ। সঙ্কেত কুঞ্জহি, শেজ বিছাইনু, কানু মিলব প্রতি আশ॥ মৃগমদ চন্দন, গন্ধ সুলেপন, বিকসিত-চম্পক-দাম। কর্পূর তাম্বুল, সম্পুট ভরি রাখয়ে, পূরব মনোরথ কাম॥ মঙ্গল কলসপর, দেই নব পল্লব, রম্ভা শোভে ভড়ু ঠাম। রতন প্রদীপ, সমীপহি জারল, চামর বীজন অনুপাম॥ কত উপহার, কুঞ্জমাহা করলহি, কানু মিলব প্রতি

আশ। ঘর বাহির কত, আওত যাওত, কি কহব বলরামদাস॥ ৭

বিহাগড়া।

তেজ সখি কানু-আগমন-আশ। যামিনী শেষ ভেল সবহুঁ নৈরাশ॥ তাম্বুল চন্দন গন্ধ উপহার। দূরহি ডারহ যামুন পার॥ কিশলয় শেজ মণি-মোতিক মাল। জল মাহা ডারহ সবহুঁ জঞ্জাল॥ অব কি করব সখি কহ না উপায়। কানু বিনু জীউ কাহে নাহি বাহিরায়॥ ধিক্ ধিক্ রে বিধি তোহারি বিধান। এহেন রজনী মোহে বঞ্চল কান॥ শুনইতে ঐছন রাইক ভাষ। দ্রুত চলি আওল বলরামদাস॥ ৮

ললিত।

দেখ সখি হেরি কিয়ে নাগর-রাজ। বিপরীত বেশ, বিভূষণ হেরিয়ে, কোন কয়ল কোন কাজ॥ ঢুলি ঢুলি চলত, খলত পুন উঠত, আওত ইহ মঝু কান্ত। স্থল-পঙ্কজ-দল, নয়ন-যুগল-বর, যামিনী জাগি নিতান্ত॥ মুখ বিধু-রাজ, মলিন অব হেরিয়ে, অরুণ কিরণ ভয় লাগি। অলক-নিকর উড়ু, ভাল গগন পর. নিশি-অবসান ভয় লাগি॥ বান্ধুলী অধরে, হেরি জনু নীলম, কাজর করি অনুমান। অপরূপ দরশন, কাঁতি জনু দরপণ, সো অব রঞ্জিম ভান॥ উর পর নখ-পদ, তনু তনু নিরমদ, অনুক্ষণ অলসে বিভোর। যাবক-রাগ, দাগ কিয়ে শোভন, ঘন ঘন ভুজ-যুগ মোড়॥ শ্যামর অঙ্গে, নীল অম্বর কিয়ে, জলদে জলদ মিলি গেল। দূরহি দিগ-বসন জনু হেরিয়ে ঐছন মরমহিঁ ভেল॥ টল মল চরণ যুগলে মণিমঞ্জীর ঝনর ঝনর ঘন বাজে। কহ বলরাম দাস ইহ বিপরীত হেরত নাগররাজে॥ ৯

পঠমঞ্জরী।

দূরে কর মাধব কপট সোহাগ। হাম সমুঝল সব তুয়া অনুরাগ॥ ভাল ভেল অলপে মিটল সব দ্বন্দ্ব। ভাল নহে কবহুঁ আশ-পরিবন্ধ॥ তুহুঁ গুণসাগর সো গুণ জান। গুণে গুণে বান্ধল মদন পাঁচবাণ॥ তুরিত চলহ তাঁহা না কর বেয়াজ। ভ্রমর কি তেজই নলিনী সমাজ॥ কৈতবিনী হামরা কৈতব নাহি তায়। তোহারি বিলম্ব অব নাহিক যুয়ায়॥ বিমুখ ভেল ধনী গদ গদ ভাষ। বিনতি না শুনয়ে বলরামদাস॥ ১০

পঠমঞ্জরী।

অন্তরে জানিয়া নিজ অপরাধ। করযোড়ে মাধব করে পরসাদ॥ নয়নে গলয়ে লোর গদ গদ বাণী। রাইক চরণে পসারল দুহুঁ পাণি॥ চরণযুগল ধরি করু পরিহার। রোই রোই বচন কহই নাহি পার॥ মানিনী না হেরই নাহ-বয়ান। পদতলে লুঠয়ে নাগর কান॥ চরণ ঠেলি

জনি যাওত রাই। বলরাম দাস কানুমুখ চাই। ১১

ধানশী।

ধিক রহু মাধব তোহারি সোহাগ। ধিক রহু যো ধনী তাহে অনুরাগ॥ চলহ কপট শঠ না কর বেয়াজ। কৈতব বচনে অবহুঁ কিয়ে কাজ॥ সহজই আমসে দগধ অঙ্গ। কাহে দেহ আহুতি বচন-বিভঙ্গ॥ সো ধনী কামিনী গুণবতী নারী। হাম নিরগুণ রতি-রভসে কোঙারি॥ সোই পুরব তুয়া হিয়া অভিলাষ। বঞ্চলি ইহ নিশি যো ধনী পাশ॥ পুন পুন কাহে ধরনি মঝু পায়। তুহুঁ বহু বল্লভ তোহে না যুয়ায়॥ সিন্দুর কাজর ভালহি তোর। ছল করি চরণে লাগায়সি মোর॥ কহইতে রোখে অবশ ভেল অঙ্গ। কহ বলরাম ইহ প্রেম-তরঙ্গ॥ ১২

গান্ধার।

সুন্দরি অব তুহুঁ তেজসি মান। সুখময় কেলি নিকুঞ্জে যব বৈঠবি তব কাঁহা রাখবি মান॥ ইহ নাগর-বর রসিক কলাগুরু চরণ পাকড়ি গড়ি যায়। জঘুত্তর দোখহি, রোখ বাঢ়ায়সি, চরণহি ঠেলসি তায়॥ প্রেম-লছিমি হিয়, ছোড়ল বুঝি অব মান অলখি পরবেশ। গুণ বিছুরাহ, দেখি সব খোসই, আরতি ছাড়িল দেশ॥ ইহ অলখী যব তোহে ছোড়ি যাওব, তব গুণগণ সোঙরাব। রোই পুন হামারি, বাহু ধরি সাধবি, তব কোই নিয়ড়ে না যাব॥ সহচরী এতই বচন নাহি শুনয়ে, কোপ ভরল সব অঙ্গ। কহ বলরাম চমক মোহে, সাগল, সখীর বচন ভেল ভঙ্গ॥ ১৩

সখি নাহি বোলহ আর। হাম ফল পায়লু তার॥ সহজেই মতি গতি বাম। ঐছন ইহ পরিণাম॥ যৈছে গরবে হিয়া পুর। সো অব হোয়ল চুর॥ অবহুঁ না রহ পরাণ। সমুচিত কয়লহিঁ মান॥ যৈছে রহত মঝু দেহ। সোই করহ অব থেহ॥ তুহুঁ যদি না পুরবি আশ। কি কহব বলরাম দাস॥ ১৪

কামোদা।

কলিযুগ-মত্ত-মাতঙ্গ যম-বদনে কুমতি করিণী দূর গেল। পামর দুরগত নাম ধোভিম-শত-দাম কণ্ঠ ভরি গেল॥ অপরূপ গৌর বিরাজ। শ্রীনবদ্বীপ নগর-গিরি-কন্দরে, উয়ল কেশরী রাজ॥ সঙ্কীর্ত্তন-ঘন হুঙ্কৃতি শুনইতে, দুরিত দ্বীপিগণ-ভাগ। ভয়ে আকুল, অণিমাদি মৃগীকুল, পুণ্যবন্ত-গরব তেয়াগ॥ ত্যাগ যাগ যম তীরথ তরসল, লালসা অম্বুকী জ'র যাতি। বলরাম দাসে কহ, অতয়ে যে জগমাহ, হরি হরি শবদ খেয়াতি॥ ১৫

ধানশী।

ভাব-ভরে গর গর চিত। ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে না পান সম্বিত॥ হরি রসে

নাহি বান্ধে থেহ। সোঙরি কান্দে পুরু লেহ॥ নাচে পহু গোরা নটরাজ। কি লাগি গোকুলপতি সঙ্কীর্ত্তন মাঝ॥ প্রিয় গদাধর করে ধরি। মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি॥ ডগ মগ আনন্দ হিলোলে। লোলিয়া লোলিয়া পড়ে পণ্ডিতের কোলে॥ গোর রসে সব রসময়। না দরবে বলরাম পাষাণ হৃদয়॥ ১৬

সুহই।

সুন্দরি বুঝিল তোমার ভাব। প্রেম-রতন গোপতে পাইয়া ভাঁড়িলে কি হবে লাভ॥ আন ছলে কহ আনের কথা, বেকত পিরীতি রঙ্গ। রসের বিলাসে, অঙ্গ টল টল, রঙ্গিত প্রেম তরঙ্গ॥ ভাবের ভরেতে, চলিতে না পার, চরণ হইল হারা। কানুর সনে, নিকুঞ্জ-বনে, রঙ্গেতে হৈয়াছে ভোরা॥ পুছিলে না কহ, মনের মরম, এবে ভেল বিপরীত। বলরাম কহে, কি আর বলিবে, ভাবেতে মজিল চিত॥ ১৭

সিন্ধুড়

মরম কহিনু, মো পুন ঠেকিনু, সে অমার পিরীতি ফান্দে। রাতি দিন চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, তারে সে পরাণ কান্দে॥ বুকে বুকে মুখে, চোখে লাগি থাকে, তবু মোরে সতত হারায়॥ ও বুক চিরিয়া হিয়ার মাঝারে, সদাই রাখিতে চায়॥ হার নহে পিয়া, গলায় পড়য়ে, চন্দন নহে মাখে গায়। অনেক যতনে রতন, পাইয়া, সোয়াস্ত নাহিক পায়॥ কপূর তাম্বুল আপনি সাজিয়া, মোর মুখ ভরি দেয় হাসিয়া; হাসিয়া, চিবুক ধরিয়া, মুখে মুখ দেই লেয়॥ সাজঞা কাচাঞা, বসন পরাঞা, আবেশে লইয়া কোরে। লৈয়া হাতে, মুখ নিরখিতে, তিতিল নয়ান লোরে॥ চরণে ধরিয়া, যাবক রচই, আলঞা বান্ধয়ে কেশ। বলরাম চিতে, ভাবিতে ভাবিতে, পাঁজর হইল শেষ॥ ১৮

ধানশী।

রাতি দিনে চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে, ঘন ঘন মুখ খানি মাজে। উলটি পালটি চায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়, কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥ সই ও দুখ লাগি-য়াছে মনে। যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগতে গায়, মোর আগে কিছুই না জানে॥ জালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাইল রাতি, নিঁদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে। ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে, তিলে শতবার মুখ চুমে॥ ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে, হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়। দরিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান, অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥ ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে, ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে। ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়, বলরাম কি কহিতে পারে॥ ১৯

তুড়ী।

নয়ানে নয়ানে, থাকে রাতি দিনে, দেখিতে দেখিতে ধান্দে। চিবুক ধরিয়া, মুখানি তুলিয়া, দেখিয়া দেখিয়া কান্দে॥ সই কি ছার পরাণ ধরি। কি তার আরতি, কিবা সে পিরীতি, জীতে কি পাসরিতে পারি॥ নিশ্বাস ছাড়িতে, গুণে পরমাদে, কাতর হইয়ে পুছে॥ বালাই লইয়া, মরিব বলিয়া, আপনা দিয়া কত নিছে। না জানি কি সুখে, দাড়াঞা সমুখে, যোড় হাতে কিবা মাগে। যে করয়ে চিতে, কে যাবে প্রতীতে, বলরা' ' চিতে জাগে॥ ২০

বিভাস,।

কি বা সে কাহব, বঁধুর পিরীতি, তুলনা দিব যে কিসে। সমুখে রাখিয়া, মুখ নিরখিয়া, পরাণ অধিক বাসে॥ আপনার হাতে, পাণ সাজাইয়া, মোর মুখ ভরি দেয়। মোর মুখে দিয়া, আদর করিয়া, মুখে মুখ দিয়া নেয়॥ মরি মরি সই বঁধুর বালাই লৈয়া। না জানি কেমনে, আছয়ে এখনে, মোরে কাছে না দেখিয়া॥ করতলে ঘন, বদন মাজই, বসন করয়ে দূর। পরশিতে অঙ্গ, সকলি সোঁপিনু, ধৈরজ পাওল চুর॥ মরম যাজল, নানা সুখ দিয়া, বচন ঠেলিতে নারি। যখনে যেমতি, করে অনুমতি, তখনে তেমতি করি॥ তোর সঞে সখি, কথাটি কহিতে, সোয়াস্ত না পাও হিয়া। বলরাম কহে, মরি যাই হেন পিরীতি বালাই লৈয়া॥ ২১

ভাটিয়ারি।

নাস বেশ করি, পরায় পাটের শাড়ী, সাধে সাধে সমুখে হাটায়। দেখিয়া হাটন মোর, হইয়া আনন্দে ভোর, দুই বাহু পাসরিয়া ধায়॥ সই দেঞি সে হিয়ার মাঝে জাগে। কত কুলবতী যারে, হেরিয়া ঝুরিয়া মরে, সেই যোড় হাতে মোর আগে॥ অতিরসে গরগরি, কাঁপে পহু থরহরি, আরতি করিয়া কোলে করে। ঘন ঘন চুম্বনে, নিবিড় আলিঙ্গনে, ডুবাইল রসের সাগরে॥ চন্দন মাখায় গায়, দেয় বসনের বায়, নিজ করে তাম্বুল খাওয়ায়। বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মোছে, হেন বাসে দেখিতে হারায়॥ তুমি মোর প্রাণ ধন, তোমা বিনে নাহি আন, কহে পিয়া গদগদ ভাষে। যতেক পিরীতি তার, জগতে কে আছে আর, কি বলিবে বলরাম দাসে॥ ২২

ভাটিয়ারি।

যো মুখ দেখিতে, হিয়া বিদরয়ে, কে তাহে পরাণ ধরে। ভালে সে কামিনী, দিবস রজনী, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরে॥ সই জান কদম্ব তলে। ও রূপ দেখিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি দিনু যমুনার জলে॥ বঙ্কিম নয়ানে, ভঙ্গিম চাহনী, তিলে পাসরিতে নারি। এত দিনে সখি, নিশ্চয় জানিনু, মজিল কুলের নারী॥ চাঁচর চুলে সে, ফুলের কাঁচনা, সাজনি ময়ূর পাখে। বলরাম বলে, কোন বা দারুণী, কুলের ধরম রাখে॥

শ্রীরাগ।

রসের ভরে অঙ্গ না ধরে, হেলিয়া পড়িছে বায়। অঙ্গ মোড়া দিয়া, ত্রিভঙ্গ হইয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়॥ রসিক নাগর, হেরিয়া মরিনু, কি শেল বাজিল মোরে। গুরু পরিজন, লাগে উচাটন, তরাসে পরাণ ঝুরে॥ আঁখির ঠারে, বুক বিদরে, ও বড় বিষম বাণ। কুলবতী সতী, পাপিনী যুবতি, রাখলু কুলের মান॥ হিয়া জর জর, পরাণ ফাঁফর দারুণ মুরলী স্বরে। কুটিল হরিণী, লোটায় ধরণী, কান্দিয়া মরমে ঘরে॥ মধুর বোলে, পরাণ দোলে, তাহে পরমাদ হাস। বলরাম কহে, এবে সে নিশ্চয়ে, ছাড়িল ঘরের আশ॥ ২৪

সুহই।

দুই ভুরু কামের কামান। নট কৈল কুল-অভিমান॥ কত ছাঁদে নয়ান ঢুলায়। মন সনে পরাণ দোলায়॥ সে মোহন নাগর কিশোর। পরমে পশিয়া কৈল মোর॥ কত না নাগরপণা জানে নির-খয়ে আধ নয়ানে॥ আধ মুচকি কথা কয়। অবলা পরাণে কি তা সয়॥ কে না কৈল মনোহর বেশ। সেই সে মজাইল সব দেশ॥ নারী-বধে তার নাহি ভয়। বলরামের মনে হেন লয়॥ ২৫

ধানশী তুড়ী।

ঈষত হাসিতে কত অমিয়া উথলে। ধরম করম হরে আধ আধ বোলে॥ রূপ দেখি কি না সে করিনু। ধন কার জাতি প্রাণ পর-হাতে দিনু॥ নানা ফুলে চাঁচর চুলে চূড়ার কাঁচনী। কত না ভঙ্গিমা দুটি নয়ান নাচনি॥ কিসের ভয় কিবা গুরুজন লাজে। মধুর মূরতি সে লাগিল হিয়ার মাঝে॥ ফাগু বিন্দু বিন্দু মাঝে চন্দনের চাঁদ। কহে বলরাম ইহা পিরীতের ফাঁদ॥

শ্রীরাগ।

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি। জাগিতে স্বপনে দেখি কাল রূপ খানি॥ আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে। পরাণ হারল রাঙ্গা নয়ন নাচনে॥ কি রূপ দেখিনু সই নাগর শেখর। আঁখি ঝরে মন কাঁদে নয়নে ফাঁফর। সহজে মুরতি খানি বড়ই মধুর। মরমে পশিয়া সে ধরম কৈল চুর॥ আর তাহে কত কত ধরে বৈদগধি। কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধী॥ দেখিতে সে চাঁদমুখ জগ-মন-হরে। আধ মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে॥ কাল কপালে শোভে চন্দনের চাঁদে। বল-রাম বলে তেঞি সদাই পরাণ কাঁদে॥ ২৭

ভাটিয়ারি।

অঙ্গে অঙ্গে মণি, মুকুতা খেচনি, বিজুরি দমকে তায়। ছি ছি কি অবলা, সহজে চপলা, মদন মুরছা পায়॥ মরি মরি সই ও রূপ নিছিয়া লৈয়া। কি জানি কি ক্ষণে, কো বিহি গঢ়ল, কি রূপ মাধুরী দিয়া॥ ঢুলু ঢুলু দুটি, নয়ন নাচনি, চাহনী মদন-

বাণে। তেরছ বঙ্কানে, বিষম সন্ধানে, মরমে মরমে হানে॥ চন্দন তিলক, আধ টানিয়া, বিনোদ চূড়াটী বান্ধে। হিয়ার ভিতরে, লোটাঞা লোটাঞা, কাতরে পরাণ কান্দে॥ আধ চরণে, আধ চলনি, আধ মধুর হাস। এই সে লাগিয়া, ভাল সে বুঝিয়া, মরে বলরামদাস॥ ২৮

সিন্ধুড়া।

কিবা সে মোহন-বেশ, ভুলাইল সব দেশ, না রহে সতীর সতীপণা। ভরমে দেখিলে তারে, জনম ভরিয়া গো ঝুরিয়া মজয়ে কত জনা॥ সই হায় কি করিনু, কেন বা সে বাড়ায়নু, কি শেল হানিল যেন বুকে। জাতি কুল শীলে সই, বজর পড়িল গো কালারূপ দেখি চোখে চোখে॥ কিবা সে নয়ান বাণ, হিয়ায় হানিল গো, গরল ভরিয়া রৈল বুকে। কোন বা পামরী নারী, আপনা রাখয়ে গো আগুন জ্বালিয়া দি তার মুখে॥ খাইতে সোয়াস্ত নাই নিঁদ দূরে গেল গো, হিয়া দহ দহ মন ঝুরে। উড়ু উড়ু আনচান, ধক ধক করে প্রাণ, কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥ রসের মুরতি সে, দেখিলে না রহে যে, বাতাসে পাষাণ হয় পানী। বলরামদাসে বলে, সে অঙ্গ পরশ হলে, প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥ ২৯

আশাবরী।

নিজ পতির বচন যেমন শেলের ঘা। তার আগে দাঁড়াইতে ভয়ে কাঁপে গা। তাহে আর ননদিনী করে অপমান। তোমার পিরীতি লাগি রাখিয়াছি প্রাণ॥ মোর দিব্য লাগে বন্ধু মোর দিব্য লাগে। চাঁদমুখ দেখি মরি দাঁড়াও মোর আগে॥ এ তোমার ভুবন-মোহন রূপ খানি। ভাবিতে ভাবিতে মোর দগধে পরাণি॥ গুরু-ভয় লোক-লাজ নাহি পড়ে মনে। কাঠের পুতলী যেন থাকি রাতি দিনে॥ কত পরকারে চিত করি নিবারণ। তবু সে তোমার প্রেম নহে বিস্মরণ॥ তোমার পিরীতি বন্ধু পরাণ সনে জড়া। কহে বলরাম দাস কেমনে যাবে ছাড়া॥ ৩০

গান্ধার।

বিষের অধিক বিষ পাপ ননদিনী। দারুণ শাশুড়ী মোর জলন্ত আগুনি॥ শাণান ক্ষুরের ধার স্বামী দুরজন। পাঁজরে পাঁজরে কুলবধূর গঞ্জন॥ বন্ধু তোমায় কি বলিব আন। যে বলু সে বলু লোকে তুমি সে পরাণ॥ তোমার কলঙ্ক বন্ধু গায় সব লোকে। লাজে মুখ নাহি তোলি সতীর সমুখে॥ এ বড় দারুণ শেল সহিতে না পারি। মোরে দেখি আন নারী করে ঠারাঠারি॥ বলরামদাস কহে ভাঙ্গিল বিবাদ। সকল নিছিয়া নিনু তোমার পরিবাদ॥

তুড়ী।

দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুখের কথা। কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥

কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে। আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥ বসনে মুছিয়া ধারা রাখি যদি গায়। আন ছলে হরি গুরুজনেরে দেখায়॥ কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী॥ কাল হার কাড়ি লয় কাল পাটের শাড়ী॥ দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ। দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদমুখ॥ দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে। না যায় নিলাজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥ বলরামদাস বলে হউক খেয়াতি। জীতে পাসরিতে নারি তোমার পিরীতি॥

ধানশী।

আপন শপতি কারি হাত দিয়া মাথে। সুধুই শরীর মোর প্রাণ তোমার হাতে॥ বন্ধু হে তোমারে বুঝাই: সবাই বলে আমি তোমার তেঞি জীতে চাই॥ নিরবধি তোমা লাগি দগধে পরাণ। তিলেক দাঁড়াও কাছে যুড়াক নয়ান॥ কি লাগি দারুণ চিত কাঁদে দিন রাতি। কহে বলরাম বড় বিষম পিরীতি॥ ৩৩

শ্রীরাগ।

রাজার ঝিয়ারী, কুলের বৌহারী, স্বামী সোহাগিনী নারী। পিরীতি লাগিয়া, এ তিন খোয়ানু, হইনু কুল খাঁখারী॥ সই কি ছার পরাণ কাজে। স্বপনে সে জন, নাহি দরশন, জগত ভরিল লাজে॥ ধরম করম, সব তেয়াগিনু, যাহার পিরীতি লাগে। জাতি কুল শীল, সকলি মজিল, সে জনার পরিবাদে॥ ভাবিতে চিন্তিতে, হিয়া জর জর, না রুচে আহার পানী। কহে বলরাম, এ তিন আখর, কেবল দুখের খনি॥ ৩৪

শ্রীরাগ।

আন্ধার ঘরের কোণে থাকি একেশ্বরী। কোন বিধি সিরাজল ছার কুলনারী॥ কথার দোসর নাই যারে কহে দুখ। দেখিতে না পাও চাঁদ পুরুষের মুখ॥ কহ সখি কি হবে উপায়। না জানি কি গুণ কৈল বিদগধ রায়॥ ঘরের আঙ্গিনা দেখিবারে লাগে সাধ। তবু ত না গণে মনে এত পরমাদ॥ ও রূপ দেখিয়া কৈনু মরণ সমাধি। রাতি দিনে কান্দে প্রাণ বিষম বেয়াধি॥ আন কথা কহি যদি গুরুর সমুখে। ভরমে তখনি শ্যাম-নাম আইসে মুখে॥ ভাবিতে বিভোর তনু পদ পদ বাণী। ধরিতে ধরণ না যায় দুটী আখির পানী॥ সে রূপে মজিল চিত পাসরিলে নয়। বলরামদাস বলে না জানি কি হয়॥ ৩৫

সুহই।

যারে মুই না দেখি নয়ানে। কলঙ্ক তোলায়ে তার সনে॥ নগরে আছয়ে কত নারী। কে না চাহে শ্যাম পানে ফিরি॥ কে না পিরীতি নাহি করে। গুরুজন নাহি কার ঘরে॥ মোর হৈল সব বিপরীত॥ জগতে করিল বেয়াপিত॥ যাহা নাহি দেখয়ে নয়নে। তাহা যেন

দেখিল এখানে॥ বলরাম কহে পাপ লোকে। মিছা কথা কহে পরতেকে॥ ৩৬

শ্রীগৌরচন্দ্র।

ভাব-ভরে গর গর চিত। খেনে উঠে খেনে বৈসে না পায় সম্বিত॥ অতি রসে নাহি বান্ধে থেহ। সোঙরি সোঙরি কাঁদে পুরুষ সুলেহ॥ নাচে পহু গোরা নটরাজ। কি লাগি গোকুলপতি সংকীর্ত্তন মাঝ॥ নিজ পর কিছুই না জানে। উত্তম অধম নাহি মানে॥ ডগ মগ প্রেম-হিল্লোলে। ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে ভকতের কোলে॥ প্রিয় গদাধর-কর ধরি। মরম কথাটী কহে ফুকরি ফুকরি॥ এ রসে জগত রসময়॥ না দরবে বলরাম পাষাণ হৃদয়॥ ৩৭

তুড়ী।

ছাড়িব ঘরের আশ, করিব সে বনবাস, এই চিতে দড়াইনু সার। রাতি দিবস চিতে, হিয়ার উপরে থোব, না করিব আর আঁখির আড়॥ সই তোমারেই কহিয়ে মরম। জাতি তেয়াগইনু, কুলে তিলাঞ্জলি দিনু, খাইনু সে ধরম করম॥ শ্বাশুড়ী ননদী ডরে, নিশ্বাস না ছাড়ি ঘরে, এই দুখে হেন সাধ করে। অঙ্গের উপর অঙ্গ থুইয়া, চাঁদমুখ নিরখিয়া, মনের কথাটী কব তারে॥ নয়ানে না দেখে আন, আন নাহি শুনে কাণ, যত দেখে সব লাগে ধন্দ। বলরামদাসে বলে, না জানি কি করিলে, এ নাগর গোকুলের চন্দ্র॥ ৩৮

সিন্ধুড়া।

কিবা সে মোহন-বেশ, দেখিতে মূরছে দেশ, না রহে সতীর সতীপণা। ভরমে দেখিলে যারে, জনম ভরিয়া সই, ঝুরিয়া মরয়ে কত জনা॥ কি করিনু কি না হৈল, কেনে রস বাড়াইল, কি শেল হানিয়া গেল বুকে। জাতি-কুল-শীল-শিরে, বজর পড়িল সই, কানুরে দেখিয়ে চোখে চোখে॥ খাইতে সোয়াস্ত নাই, নিঁদ গেল দূরে গো, হিয়া দহ দহ মন ঝুরে। উড়ু উড়ু আনচান, ধক ধক করে প্রাণ, কি হৈল রহিতে নারি ঘরে॥ রসের মুরতি সে, দেখিলে সে রহে যে, বাতাসে পাষাণ হয় পানী। বলরাম-দাসে বলে, সে অঙ্গ পরশ হলে, প্রাণ লৈয়া কি হয় না জানি॥ ৩৯

করুণ বরাড়ী।

বড় বিষম হৈল কালার প্রেম এ ঘর বসতি লাগে শেলি। ঝুরিয়া ঝুরিয়া কান্দে পরাণ-পুতলী॥ যত যত পিরীতি করিয়াছে মোরে। আঁখরে আঁখরে লেখা হিয়ার ভিতরে॥ হাসিয়া পাঁজরকাটা কহিয়াছে কথা খানি। সোঙরিতে চিতে উঠে আগুনের খনি॥ নিরবধি বুকে থুইয়া চাহিলে চোখে চোখে। এ বড় দারুণ শেল ফুটি রৈল বুকে॥ হিয়ায় ধরিয়া, নয়ান ভরিয়া, কবে সে দেখিব মুখখানি। বলরামদাসে বলে, হিয়ার ভিতরে জ্বলে, দারুণ শেল আগুনি॥ ৪০

বারুণ বরাড়ী।

নয়ান-কোণের বাণে হিয়ায় হানিল রে, সেই হইল পিঠের পার। জানিয়া তিন কোণের খড়, দিনু ও সুখের মুখে তবু আমার দুখের নাহি পার॥ রসের আবেশে, অঙ্গ মোড়া দিয়া, হাসিয়া কথাটী কয়। কত ভঙ্গিমায়, ও ভূরু নাচায়, তাতে কি পরাণ রয়॥ বাঁশীর ফুঁক বুকের ভিতরে কুটিয়া আগুন জ্বলে। মধুর বচনে হিয়ার হিল্লনে পরাণ-পুতলী দোলে॥ হিয়া জর জর, পরাণ ফাঁফর, দেখিয়াও মুখচন্দ্র। বলরাম ভণে, আন নাহি লয়, সবে প্রাণ গোকুলচন্দ্র॥

ভাটিয়ারি।

একে কুলবতী করি বিড়ম্বিলা বিধি আর তাহে দিল হেন পিরীতি বিষাদি॥ কি হৈল কি হৈল সই কিবা সে করিনু। গোপনে বাড়ায়ে প্রেম আপনা খোয়ানু॥ জাগিলে স্বপনে মনে নাহি জানে আন। সে নব নাগর লাগি কান্দয়ে পরাণ॥ কত না সহিব আর হিয়ার পোড়নি। কহিতে নাহিয়ে ঠাঞি ছার পরাধিনী॥ যার লাগি যেবা জন পরাণ তেজে। বলরাম বলে আর কি করিবে লাজে॥ ৪২

ভাটিয়ারি।

ছাড়ে ছাড়ুক পতি, কি ঘর বসতি, কিবা যা করিবে বাপ মায়। জাতি জীবন ধন, এ রূপ যৌবন, নিছনি ফেলিব শ্যাম পায়॥ কহিনু নিদান, আর না রহে প্রাণ, শ্যাম সুনাগর বিনে। কুলের ধরম, ভরম সরম, ভাঙ্গিল এতেক দিনে॥ সমুখে রাখিয়া নয়ানে দেখিব, লইয়া থাকিব চোখে। হার করিয়া, গলায় গাঁথিয়া, লইয়া থাকিব বুকে॥ চিতে উঠে যত, বেশ করি তত, অঙ্গে অঙ্গে দিয়া হাত। অনেক দিনের, সাধ পুরাইব, কোলে করি প্রাণনাথ॥ দেখিয়া দেখিয়া, মুখানি মাজিব, তাম্বুল দিব চাঁদমুখে। বলরামের কথা বন্ধু লৈয়া যাব তথা, রাধা বলি কেহ নাহি ডাকে॥ ৪৩

কেদার।

রাধামাধব রতিরণ বিরমে। বৈঠল মাধব রাধা বামে॥ হেরি সহচরী কোই, চামর বীজই। বেয়ান পাখালি বসনে কোই মোছই॥ কোই সখী দেয়ল তাম্বুল বয়ানে। আনন্দে হেরই, ঢর ঢর নয়নে॥ কোই সখী দেয়ত গন্ধ সুবাসে। চরণ সেবন করু বলরামদাসে॥ ৪৪

শ্রীরাগ।

যমুনার তীরে কানাই শ্রীদামেরে লৈয়া। মাতামাতি রণ করে শ্রমযুত হৈয়া॥ প্রখর রবির তাপে শুখাইল মুখ। দেখি সব সখাগণের মনে হইল দুখ॥ আর না খেলিব ভাই চল যাই ঘরে। সকালে যাইতে মা কহিয়াছে সবারে॥ মলিন হইল কানাই মুখানি তোমার। দেখিয়া বিদরে হিয়া আমা সবকার॥ বেলি অবসান হৈল চল

ঘরে যাই। কহে বলরাম দূর বনে গেল পাই॥ ৪৫

শ্রীরাগ।

পাল জড় কর শ্রীদাম সান দেও শিঙ্গায়। সঘনে বিষম খাই, নাম করে মায়॥ আজি মাঠে আমাদের বিলম্ব দেখিয়া। হেন বুঝি কান্দে মাতা পথ পানে চাঞা॥ বেলি অবসান হৈল চল যাই ঘরে। মায়ে না দেখিয়া প্রাণ কেমন জানি করে॥ বলরাম দাস কহে শুনি কানাইর বোল। সকল রাখাল মাঝে পড়ে উতরোল॥ ৪৬

ভাটিয়ারি।

চাঁদ মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনু নাম লইয়া, ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে! শুনিয়া কানাইর বেণু, উর্দ্ধমুখে ধায় ধেনু, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥ অবসান বেণু রব, বুঝিয়া রাখাল সব, আসিয়া মিলিল নিজ-সুখে। যে বনে যে ধেনু ছিল, ফিরিয়া একত্র কৈল, চালাইলা গোকুলের মুখে॥ শ্বেতকান্তি অনুপাম, আগে ধায় বলরাম, আর শিশু চলে ডাহিন বাম। শ্রীদাম সুদাম পাছে, ভাল শোভা করিয়াছে, তার মাঝে নবঘনশ্যাম॥ ঘন বাজে শিঙ্গা বেণু, গগনে গো-ক্ষুর রেণু, পথে চলে করি কত ভঙ্গে। যতেক রাখালগণ, আবা আবা ঘনে ঘন, বলরাম দাস চলু সঙ্গে॥ ৪৭

গৌরী।

নন্দ-দুলাল বাছা যশোদা-দুলাল। এতক্ষণ মাঠে থাকে কাহার ছাওয়াল॥ রতন প্রদীপ লৈয়া আইলা নন্দরাণী। গদ গদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী॥ নেতের আঁচলে রাণী মোছে হাত পা॥ তোমার মুখের নিছনি লৈয়া মরে যাউক মা॥ কহে বলরাম নন্দরাণী কুতুহলে। কত লক্ষ চুম্ব দেই বদন-কমলে॥ ৪৮

ধানশী।

আগো মা তোমার গোপাল কিবা জানয়ে মোহিনী। আমরা সঙ্গের ভাই, তবু ত না মন পাই, তোমারে ভুলাবে কত খানি॥ তৃণ খাইতে ধেনুগণ, যদি যায় দূর বন, কেহ ত না যায় ফিরাইতে। তোমার দুলাল কানু, পুরয়ে মোহন বেণু, ফিরে ধেনু মুরলীর গীতে॥ আমরা ফিরাইতে ধেনু, তাহা নাহি দেয় কানু, সদা ফিরে সুবলের পাছে। সুবলে করিয়া কোলে, প্রেমে গদ গদ বোলে, না জানি মরমে কিবা আছে॥ কিবা লীলা করে এহ, বুঝিতে না পারে কেহ, অপরূপ চরিত্র বিহরে। বলরামদাস বোলে, বলাই দাদা নাহি জানে, আনে কিবা বুঝিবে অন্তরে॥ ৪৯

ইমন কল্যাণী।

রাণী ভাসে আনন্দ-সাগরে। বামে বসাইয়া শ্যাম, দক্ষিণে বসাই রাম, চুম্ব

দেই মুখ-সুধাকরে॥ ক্ষীর ননী সে সব, আনিয়াছে থরে থর, আগে দেই রামের বদনে। পাছে কানাইর মুখে, দেয় রাণী মহাসুখে, নিরখয়ে চাঁদ-মুখ পানে॥ গোপের রমণী যত, চৌদিগে শত শত, মুখ হেরি লহু লহু বোলে মাতা যশোমতী মেলি, মঙ্গল জলাঞ্জলি, আরতি করয়ে কতূহলে। জ্বালিয়া রতন বাতি, করে সবে আরতি, হরষিত যশোমতী মাই॥ কহে বলরামদাসে, আনন্দ সাগরে ভাসে, দুহুঁ রূপের বলিহারি যাই॥ ৫০

ভাটিয়ারি।

গোঠে আমি যাব মা গো গোঠে আমি যাব। শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে চরাব॥ চূড়া বান্ধি দে গো মা মুরলী দে মোর হাতে। আমার লাগিয়া শ্রীদাম দাড়াঞা রাজপথে॥ পীতধড়া দে গো মা গলায় দেহ মালা। মনে পড়ি গেল মোর কদম্বের তলা॥ শুনিয়া গোপালের কথা মাতা যশোমতী। সাজায় বিবিধ বেশে মনের আরতি॥ অঙ্গে বিভূষিত কৈলা রতন-ভূষণ। কটিতে কিঙ্কিণী ধটী পীতবসন॥ কিবা সাজাইল রূপ ত্রিভুবন জিনি। পুষ্প গুঞ্জা শিখি-পুচ্ছ চূড়ার টালনি॥ চরণে নূপুর দিলা তিলক কপালে। চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্নহার গলে॥ বলরামদাসে কয় সাজাইয়া রাণী। নেহারে গোপাল-মুখ কাতর পরাণি॥ ৫১

সিন্ধুড়া।

শ্রীদাম সুদাম দাম, শুন ওরে বলরাম, মিনতি করি যে তো সবারে। বন কত অতি দূর, নব তৃণ কুশাঙ্কুর, গোপাল লৈয়া না যাইও দূরে॥ সখাগণ আগে পাছে, গোপাল করিয়া মাঝে, ধীরে ধীরে করিও গমন। নব তৃণাঙ্কুর আগে, রাঙ্গা পায় জনি লাগে, প্রবোধ না মানে মায়ের মন॥ নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো, ঘরে থাকি শুনি যেন রব। বিহি কৈলা গোপ জাতি, গোধন-পালনবৃত্তি, তেঞি বনে পাঠাইয়া দিব॥ বলরামদাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী, মনে কিছু না ভাবিও ভয়। চরণের বাধা লৈয়া, দিব আমরা যোগাইয়া, তোমার আগে কহিনু নিশ্চয়॥ ৫২

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল, আরে সে কেলি কদম্ব মূল, আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল, আরে সে শারদ যামিনী। ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব, পিক কুহু কুহু করত গাব, সঙ্গিণী রঙ্গিণী মধুর বোলনি বিবিধ রাগ গায়নী॥ বয়স কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মুরছি পড়ত কাম, সজল-জলদ শ্যাম-ধাম, পিঙল বসন দামিনী। শাঙল ধবল কালিম গোরী, বিবিধ বসন বনি কিশোরী, নাচত গাওত রস বিভোরি, সবহুঁ বরজ কামিনী॥ বীণা কপিনাস পিনাক তাল, সপ্ত-সুর বাজত ভাল, এ স্বর মণ্ডল মন্দিরা ডম্বু

কেলি কতহুঁ গায়নী। নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল, ঝনন ননন নটন লোল, হাসি হাসি কেহুঁ করত কোল, ভালি ভালি বোলনী॥ বলরামদাস করত তাল, গাওত মধুর অতি রসাল, শুনত ভুলত জগত উমত, হৃদয়-পুতলী দোলনী॥ ৫৩

শ্রীরাগ।

বৃন্দার রচিত কতেক পরকার। সখীগণ আনল বহু উপহার॥ রতন থারি ভরি রাখল তাই। বারি ঝারী ভরি দেওল যাই॥ রতন আসন পরে বৈঠল কান। ভোজন করল আপন মন মান॥ আচমন সারি তলপে সুখবাস। ভোজন করু ধনী সখী-গণ পাশ॥ যো কছু শেষ ভুঞ্জল সখী সাথ। আচমন করল মুছল পদ হাত॥ শ্যাম বামে ধনী বৈঠল যাই। প্রিয়-সহচরী কোই তাম্বূল যোগাই॥ শুতল শেষে রাই ঘনশ্যাম। চামর বীজন করু দাস বলরাম॥

ধানশী।

সাজল রসবতী সহচরী সঙ্গ। মনমথ সমর মনহি মন রঙ্গ॥ কালিন্দী-কূলে নিকুঞ্জক মাঝ। রঙ্গভূমি অতি সুললিত সাজ॥ ঋতুপতি চমূপরি নব পরবেশ। আওল বিপিনে রচন করি বেশ॥ মদন-কুঞ্জ মাহা শ্যাম রণবীর। সাজলি তাহুঁ ধনী সমরে সুধীর॥ ঐছনে হেরইতে কানুক পাশ। কহইতে আওল বলরামদাস॥

গান্ধার।

যাকর মাঝ হেরি মৃগকুলরাজ। ভয়ে পৈঠলি গিরিকন্দর মাঝ॥ শুনইতে সচ-কিত সংহুঁ মাতঙ্গ। চরণহি সোঁপল নিজ গতি-ভঙ্গ॥ আনি দেই নিজ লোচন-ভঙ্গী। বন পরবেশল সবহুঁ কুরঙ্গী॥ মঙ্গল-কলস পয়োধর জোর। তঁহি নব পল্লব অধর উজোর॥ চৌদিগে মধুকর মন্ত্র উচার। ঋতুপতি যোধ ভেল আগুসার॥ একলি চড়ল মনোরথ মাহ। দৃঢ় করি কঞ্চুক করল সন্নাহ॥ অব কি করব হরি করহ বিচারি। তুয়া পর সুন্দরী সাজল ধারি॥ লোচনে বাণ করল শরজাল। দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ার॥ যব করে পরশল কুসুম-চাপ। তব ধরি মঝু হিয়া থরহরি কাঁপ॥ কুসুম-বিশিখ যব লেওব হাত। পড়ব কুসুম-শর হজর বিঘাত॥ বিধুমুখী নিধুবন-সমরে সুধীর। যতনে পাওল ঋতুপতি বীর॥ সোই করব তাহুঁ বীরক দাপ। তাকর কোন সহব পরতাপ॥ সো যব আওব রঙ্গক ঠাম। কহ বলরাম কি কহ পরিণাম॥ ৫৬

ধানশী।

শুনইতে উলসিত সব অঙ্গ মোর। ভেটব সমরে ধীর সখী তোর॥ সঙ্গর রঙ্গ হৃদয়ে মঝু আছে। আগে তহুঁ শর বরখিব হাম পাছে॥ এ সখি এ সখি তুহুঁ নাহি ডরবি। হামারি বীরপণা দেখি কিয়ে মরবি॥ সিংহ মাতঙ্গ কুরঙ্গনহ

কোই। ত্রিভুবন-শোহন মোহন হোই॥ ঋতুপতি কোটি ছোটি করি জান। মনমথ-কোটি মথন হাম কান॥ কি করব মধুকর মন্ত্র উচার। শ্যাম ভ্রমর যাহা কমল বিহার॥ অবলা কি করব রণ বল ক্ষীণা। সহচরীগণ রণ-যুকতি বিহীনা॥ কিয়ে ছিয়ে ফুল-ধনু কুসুমক বাণ। হিয়ে মণি-কিরণকি করব মৈলান॥ ভাঙ চাপ মঝু বিশিখ কটাক্ষ। বরিখনে জর জর করবহি তাক॥ ভুজগ-বল্লী-পাশে করি বন্ধ। গিরব গিরায়ব কতহুঁ করি ছন্দ॥ সো ধনী কয়ল যো কঞ্চুক সন্না। নখর-কৃপাণে হাম করব বিভিন্না॥ নিরদয় হৃদয়-কপাটক চাপে। লঙ্ঘিব কুচ-গিরি আপন প্রতাপে॥ রণ-রথ জঘন করিব অবলম্ব। যুঝব যুঝায়ব করি কত দম্ভ॥ নবপল্লব জিনি অধর সুরাতে। করব বিখণ্ডন রদন বিঘাতে॥ তব যদি দৈবে করয়ে বিপরীতে। ঐছন যুকতি করব হাম চিতে॥ সরবস দেই লেয়ব তছু শরণে। প্রাণ-পারিজাত সোঁপব চরণে॥ দুহুঁ পদ সেবন হিয়ে অভিলাষ। বলরাম দাস হিয়ে এ বড়ি উল্লাস॥ ৫৭

বিহাগড়া।

দুহুঁ দুহুঁ নয়ানে নয়ানে ভেল কেলি। লখই না পারই কলহ কিয়ে কেলি॥ পদ পদ বচন কহই তাহি পারি। যৈছন রোখে অংশ রহু থারি॥ ভাঙ ধনুয়া পর করই সন্ধান। মরমহি হানল মনমথ-বাণ॥ ঋতুপতি সমতি শৈলপতি রাজ। আগহি ভেজল মরমক সাজ॥ মুকুলিত চূত অশোক বকফুল। তে গেল সবহুঁ বিশিখ সমতুল॥ তাহে মলয়ানিল ভেল অনুকূল। যাওই রণ বাজন দ্বিজকুল॥ অপরূপ রঙ্গভূমি বন মাঝ। পৈঠল দুহুঁ জন সমর-সমাজ॥ রতি-রণ বীরক নয়ন-শরজালে। ভাগল সহচরী দূরহি নেহারে॥ ভুজে ভুজে দুহুঁ জন বন্ধন ছন্দ। বলরামদাস কহে লাগল দ্বন্দ্ব॥ ৫৮

কুসুম-ভরে নব পল্লব দোল। মধু পিবি মধুকরী মধুকর বোল॥ তাহে নব কোকিল পঞ্চম গায়। দুহুঁ জন আরতি চন্দন বায়॥ পূর্ণিমক রাতি মোহন ঋতু-রাজ। বিদগধী বিদগধ মিলল সমাজ। নাহ নীলমণি-বরণ সুঠাম। রাই মুকুর কাঞ্চন দশবাণ। দোঁহে দোঁহা হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোরি। রাই ভেল শ্যাম শ্যাম ভেল গোরী॥ আলিঙ্গন করইতে উপজল হাস। ও রূপ বলিহারি বলরামদাস॥ ৫৯

ভূপালী।

চান্দ-বদনী ধনী করু অভিসার। নবনব রঙ্গিণী রসের পসার॥ মধু-ঋতু রজনী উজোর চন্দ। সুমলয় পবন বহয়ে মৃদু মন্দ॥ কর্পূর চন্দন অঙ্গে বিরাজ। অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ॥ নূপুর চরণে বাজয়ে রুণুঝুনু। মদন-বিজয়ী বাণ হাতে ফুল ধনু॥ বৃন্দা-বিপিনে ভেটিল শ্যাম রায়।

কোকিল মধুকর পঞ্চম গায়॥ ধনী-মুখ হেরি মুগধ ভেল কান। বৈঠল তরুতলে দুহুঁ এক ঠাম॥ পূরল দুহুঁক মরম-অভিলাষ। আনন্দে হেরত বলরামদাস॥ ৬০

শ্রীরাগ।

কখন না জানি আমি বিচ্ছেদের জ্বালা। কে সহিবে ইহ দুখ হইয়া অবলা॥ মরিব মরিব সখি না রাখিব জীউ। কে রাখিবে দেহ না হেরিয়া সেই পিউ॥ কে রহিবে গোকুলে কে শুনিবে বোল। কে করিবে অনুক্ষণ ক্রন্দনের রোল॥ কে হেরিবে শূন্য কদম্বের কোর। কে যাওব ঐছন কুঞ্জক ওর॥ নারিব নারিব প্রাণ রাখিতে নারিব কহে বলরাম হায় আগে সে মরিব॥ ৬১

কে মোরে মিলাঞা দিবে সো চাঁদ-বয়ান। আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ॥ কাল রাতি না পোহায় কত জাগিব বসিয়া। গুণ শুনি প্রাণ কান্দে না যায় পাতিয়া॥ উঠি বসি করি কত পোহাইব রাতি। না যায় কঠিন প্রাণ ছার নারী জাতি॥ ধন জন যৌবন দোসর বন্ধুজন। পিয়া বিনু শূন্য ভেল এ তিন ভুবন॥ কেহ ত না বোলে রে আওব তোরপিয়া। কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥ কত দূরে পিয়া মোর করে পরবাস। সংবাদ লেই চলু বলরামদাস॥ ৬২

ভূপালী।

যেঁহি নিকুঞ্জে আছয়ে ধনী রাই। তুরিতহিঁ নাগর মিলল যাই॥ হেরইতে বিরহিণী চমকিত ভেল। শ্যাম ধরি নিজ কোর পর নেল॥ পুলকিত সব তনু ঝর ঝর ঘাম। দুহুঁ বিবরণ কাঁপয়ে অবিরাম॥ আনন্দ লোর ঈষৎ বহি যায়। বয়ান বয়ান দুহুঁ হিয়ায় হিয়ায়॥ দূর গেও দুহুঁ বিরহ হুতাশ। কছু নাহি বুঝল বলরামদাস॥ ৬৩

ধানশী।

চির দিনে মিলল রাইক পাশ। উঠই না পারই বিরহ হুতাশ॥ বামপাণি দেই দখিণ শরীরে। চেতন হোয়ল হাতক ভারে॥ আঁখি মেলি হেরইতে উঠই না পাব। নাগর লেয়ল কোরে আপনার॥ বিরহিণী বামে করি বৈঠল কান। বিরহিণী মানল স্বপন সমান॥ পূরল দুহুঁ মদন অভিলাষ। কছু নাহি বুঝল বলরামদাস॥

কে যাবে মথুরাপুর কার লাগি পাব। এ মোর দুখের কথা লিখিয়া পাঠাব॥ হাত কলম করি নয়ন করি দোত। কলিজা কাজর করি লিখি চাঁদ মুখ॥ কেহ ত না কহে রে আওব তোর পিয়া। কত না রাখিব চিত নিবারণ দিয়া॥ দেখিলা যতেক দুখ কহিও বন্ধুরে। পুছিও তাহারে মোরে মনে নাকি করে॥ কহিবে দুখের কথা

বিরলে পাইয়া। ধরিবা চরণে তার সময় বুঝিয়া॥ কহিও কহিও সখি মোর পিয়া পাশ। এত দিনে গেল মোর জীবনের আশ॥ এত শুনি সো সখী করল পয়ান। আওল মধুপুরী বলরাম গান॥ ৬৫

শ্রীরাগ।

মাধব কি কহব বিরহ-বিষাদ। তিল এক তুহুঁ বিনে যো কহে যুগশত, তাহে কি এতহুঁ পরমাদ॥ পন্থ নেহারিতে, নয়ন আন্ধায়ল, দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ। কত উনমাদ, মোহ বলি যাওত, কত পরবোধব কেহ॥ দশমী দশায়ে, আছয়ে এক ঔষধ, শ্রবণে কহিয়ে তুয়া নাম। শুনইতে তবহি, পরাণ ফেরি আওত, সো দুখ কি কহব হাম॥ কত কত বেরি, তোহে সম্বাদলু, কৈছন তুয়া আশোয়াস। না বুঝিয়ে রীত, ভীত রহুঁ অন্তরে, কহতহি বলরামদাস॥ ৬৬

হামারি যতেক দুখ বিরহ হুতাশ। সবহি কহবি তুহুঁ বিরহিণী পাশ॥ দুয় এক দিবসে মিলব হাম যাই। যতনহি তুহুঁ পরবোধবি রাই॥ কহবি সজনি মঝু আরতি-বাণী। তাকর মুখ হেরি বিছুরহ জানি॥ শুনি দূতি ধাই চললি ধনী পাশ। গদ গদ কহতহিঁ বলরামদাস॥ ৬৭

সুহই।

বিরহিণি কি কহব নাহক দুখ। আধ তিল তুয়া বিনে, জীবন শূন মানে, তাহে কি মাথুর সুখ॥ সদাই বিরলে বসি, অবনত মুখ-শশী, ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান। দুই হাত বুকে ধরি, রাই রাই করি, ঐছনে হরয়ে গেয়ান॥ পুন চেতন পুন, ঐছনে মুরছন, পুন পুন করয়ে ধিকার। গোকুল-নগরক, পথিক হেরি কত, করে ধরি করে পরিহার॥ আওব কানু, কহল তোহে কত মত, বচনে করহ বিশোয়াসে। তোহারি প্রেম সোই, বিছুরি না পারব, পুছহ বলরামদাসে॥ ৬৮

পঠমঞ্জরী।

ভুখে ভাত না খায় পিয়া তিরিষায় পানী। রাতি দিবস মোর দেখে মুখখানি॥ আঁখির নিমিখে পিয়া হারা হেন বাসে। হে পিয়া কেমনে আছয়ে দূর দেশে॥ প্রাণ করে ছটফট নাহিক সম্বিত। কি করিয়া পাসরিব পিয়ার পিরীত॥ মরিব মরিব সই কি আর যতনে। সে পিয়া বিনয়ে যদি কি ছার জীবনে॥ কত পরিহার কৈল ধরিয়া আঁচলে। হাস বিলাস কত করে নানা ছলে॥ তবু তারে না চাহিলাম নয়ানের কোণে। সোঙরি এ দুখে প্রাণ কান্দে রাতিদিনে॥ 'হাস হাস নয়ান জুড়াক চাঁদ-মুখি"। এ বোল বলিতে পিয়া ছল ছল আঁখি॥ বলরামদাস পহুঁর সোঙরিতে লেহ। পরাণ ঝাঁকর হৈল ক্ষীণ হৈল দেহ॥ ৬৯

সুহই।

কতয়ে বোর যেরি, রচব শেজ রি, সরস-সরসিজ পাতি। শীতল বীজনে, সলিল সিঞ্চনে, কত না পোহাইব রাতি॥ শুন শুন নিদয় নিঠুর চিত। তো সঞে লেহ করি, খোয়লু সুন্দরী, পরাণ দেই পরাচিত॥ কতয়ে চন্দন, করব লেপন, এতহুঁ না জুড়ায় অঙ্গ। উঠয়ে পুন পুন, তবহুঁ দারুণ দহন মদন-তরঙ্গ॥ কবহুঁ অঙ্গন, কবহুঁ সদন, কবহুঁ সহচরী কোর। ফুয়ল কবরী, লুটয়ে সুন্দরী, কত নদী বহে লোর॥ ধরণী উপর, নিচল কলেবর, পড়ল আঁচর ফোরি। কোই না কহ, শ্বাস না বহ, নিমিখ তেজল গোরী॥ কোই ছুটত, কোই লুঠত, প্রাণ-প্রিয় সখা ভাখি। কহই বলরাম, ধবল কালিম, বদনে দেয়বি সাখা॥ ৭০

শ্রীরাগ।

কালিন্দী-তীর নিকুঞ্জক মাঝ। রোয়ত সুবদনী ছোড়ল লাজ॥ অতি উতকণ্ঠিত বিরহ-বিষাদ। সহচরীবৃন্দ গণয়ে পরমাদ॥ দারুণ কোকিল ভ্রমর ঝঙ্কার। মলয়-পবনে ধনী করু সীতকার॥ হরি হরি শবদে লুঠতি সখা-কোর। অবিরত লোচনে গলতহিঁ লোর॥ হেরি চলত সখী কানুক পাশ। কত যে নিবেদব বলরামদাস॥ ৭১

ধানশী।

ধিক্ ধিক্ মাধব তোহারি সোহাগ। জানলু তোহারি যতহুঁ অনুরাগ॥ ইহ মধু-যামিনী কামিনী গোরী। তোহারি অমিলনে বিরহে বিভোরি॥ আওল তোহে মিলব করি আশ। কপট-প্রেম তুহুঁ ভেলি উদাস॥ অব যদি না মিলহ বিরহিণী পাশ। নিচয়ে ছোড়হ অব তাকর আশ॥ সো মানিনী তুহুঁ জানসি কান। পুন নাহি হেরব তোহারি বয়ান॥ সো ধনী সঙ্গ ছোড়ি রহ আন। এতহুঁ কি তাকর সহয়ে পরাণ॥ শুনইতে কানুক দরবয়ে চিত। অন্তরে মানয়ে বহুতর ভীত। গদ গদ কহই আধ আধ ভাষ। শুনইতে আকুল বলরামদাস॥ ৭২

মঙ্গল।

হরি হরি মঙ্গল, ভরল ক্ষিতি-মণ্ডল, রসময় রতন পসার। নিজ গুণ-কীর্ত্তন, প্রেম রতন ধন, অনুক্ষণ করু পরচার॥ নাচত নটবর গৌর কিশোর। অনুক্ষণ ভাবে, বিভাবিত অন্তর প্রেম-সুখের নাহি ওর॥ কুন্দন কনয়, বিরাজিত কলেবর, বিহি সে করল নিরমাণ। মনমথ মুরুছিত, অঙ্গহি অঙ্গ কত, রূপ দেখি হরল গেয়ান॥ যা কর ভজন, শিব চতুরানন, একমন মরম সন্ধান। হেন নাম-হার, যতন করি গাঁথই, পতিত জনেরে করে দান॥ অন্ধকার কূপে, মগন দেখিয়া জীব, নব-

দীপে পহুঁ পরকাশ। প্রেম-রতন ধন, জগ ভরি বিতরল, বঞ্চিত বলরামদাস ॥ ৭৩

মঙ্গল।

নাচত গৌর সুনাগর-মণিয়া। খঞ্জন-গঞ্জন, পদযুগ-রঞ্জন, রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল-ধ্বনিয়া॥ সহজই কাঞ্চন-কাঁতি কলেবর, হেরইতে জগ জন মন মোহনিয়া। তাহেঁ কত কোটি, মদন-মন মূরছল, অরুণকিরণ অম্বর বনিয়া॥ ডগ মগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই, দুহুঁ দিঠি মেহ সঘনে বরিখণিয়া। প্রেমক সায়রে, ভুবন ডুবায়ই, লোচ-কোণে করুণ নিরখণিয়া॥ ও রসে ভোর, ওর নাহি পায়ই, পণ্ডিত কোরে ধরি ভুবন বিয়াপি। কহ বলরাম, লম্ফ ঘন হুঙ্কৃতি, হেরি পাষণ্ড-হৃদয় অতি কাঁপ ॥৭৪

মল্লার কামোদ।

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে। মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজবৃন্দে॥ শুনিয়া পূরব-গুণ উনমত হৈয়া। কীর্ত্তন-আনন্দে পহুঁ পড়ে মুরছিয়া॥ কিয়ে অপরূপ কথা কহনে না যায়। গোলোক-নাথ হৈয়া ধূলায় লোটায়॥ ভাবে গর গর চিত গদাধর দেখি। কান্দিয়া আকুল পহু ছল ছল আঁখি॥ শ্রীপাদ বলিয়া পহু ধরণী পড়ি কান্দে। বুঝিয়া মরম-কথা কান্দে নিত্যানন্দে॥ দেখিয়া ত্রিবিধ লোক কান্দে গোরা-রসে। এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরামদাসে॥ ৭৫

মঙ্গল।

গৌর বরণ, মণি আভরণ, নটুয়া মোহন-বেশ। দেখিতে দেখিতে, ভুবন ভুলল, টলল সকল দেশ॥ মনু মনু সোই দেখিয়া গৌর ঠাম। বধিতে যুবতী, গঢ়ল কি বিধি, কামের উপরে কাম। চাঁপা নাগেশ্বর, মল্লিকা সুন্দর, বিনোদ কেশের সাজ॥ ও রূপ দেখিতে, যুবতী উমতি, ছাড়ল ধৈরজ লাজ॥ ও রূপ দেখিয়া, পতি উপেখিয়া, নদীয়া-নাগরী কান্দে। ভণে বলরাম, আপনা নিছিল, গোরাপদ-নখ ছান্দে॥ ৭৬

শ্রীরাগ।

কোথায় আছিল গোরা এমন সুন্দর। ও রূপে মুগধ কৈল নদীয়া নগর॥ বান্ধিয়া চিকণ কেশ দিয়া নানা ফুলে। রঙ্গণ মালতী যূথী বান্ধুলী বকুলে॥ মধু-লোভে মধুকর তাহে কত উড়ে। ও রূপ দেখিতে প্রাণ নাহি রহে ধড়ে॥ মণি মুকুতার হার ঝল-মল বুকে। প্রতি অঙ্গে আভরণ বিজুরী চমকে॥ কুঙ্কুমে লেপিত অঙ্গ চন্দন মিশালে। আজানুলম্বিত ভুজ বনমালা গলে॥ মন্থর চলনি গতি চুদিগে হেলনি। অমিয়া উথলে কিবা গ্রীবার দোলনি॥ চলিতে মধুর নাদে নূপুর বাজে পায়। বল-রামদাস বলে নিছনি যাউ তায়॥ ৭৭

তুড়ী।

বিহরে আজু রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ, কুঞ্জ কেশরপুঞ্জ উজোর কনক-রুচির-কাঁতিয়া। কোটি কাম রূপ-ধাম, ভুবনমোহন লাবণী ঠাম, হেরত জগত যুবতী উমতি ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥ অসীম পূর্ণিমা-শরদ-চন্দ, কিরণ মদন বদন-ছন্দ, কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম মঞ্জু বসন-পাঁতিয়া। বিম্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতহিঁ অমিয়া রাশি, সুধই সীধু-নিকরে নিঝরে বচন ঐছন ভাতিয়া॥ মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ, মধুর পিরীতি আরতি-পুঞ্জ, সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ মুগধ দিবস রাতিয়া। আবেশে অবশ অলস ধন্দ, চলত চলত খলত মন্দ, পতিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥ অরুণ নয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই, নটত উমত লুঠতে ভ্রমত, ফুটত মরম ছাতিয়া। উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহুঁ প্রেম-অমিয়া পিব, তহিঁ বলরাম বঞ্চিত একলে সাধু ঠামে অপরাধিয়া॥ ৭৮

তুড়ী।

গৌর মনোহর নাগর-শেখর। হেরইতে মুরছই অসীম কুসুম-শর॥ কাঞ্চন রুচিতর রচিত কলেবর। মুখ হেরি রোয়ত শরদ-সুধাকর॥ জিনি মত্ত কুঞ্জর, গতি অতি মন্থর। অধর-সুধারস মধুর হসিত ঝর॥ নিজ নাম মন্তর জপয়ে নিরন্তর। ভাবে অবশ তনু গর গর অন্তর॥ হেরি গদাধর মুখ অতি কাতর। রাই রাই করি পড়ই ধরণী পর॥ লোচন জলধর বরিখয়ে ঝর ঝর। মরমে ভরম খর বিষম বিরহ-জ্বর॥ অতি রসে গর গর না চিনে আপন পর। রোয়ত করে ধরি পতিত নীচতর॥ ও রস-সাগরে মগন সুরাসুর। বিন্দু না পরশ বলরাম পর॥ ৭৯

বেলোয়ার।

সহজেই কাঞ্চন, কান্তি কলেবর, হেরইতে জগ-জন-মন মোহনিয়া। তঁহি কত কোটি, মদন মুরছাওল, অরুণ কিরণ-হর অম্বর বনিয়া॥ রাই-প্রেম-ভরে, গমন সুমন্থর, অন্তর গরগর পড়ই ধরণীয়া। স্বেদ কম্প ঘন, ঘন পুলকাবলি, ঘন হুহুঙ্কার কর গরজনিয়া॥ ডগমগ দেহ, থেহ নাহি বান্ধই, দুহুঁ দিঠি-মেহ সঘনে বরিখণিয়া। ও রসে ভোর, ওর নাহি পায়ই, পতিত কোরে ধরি লোর সিঁচনিয়া। হরি হরি বলি- রোই কত বিলপই বঞ্চিত বলরাম দিবস রজনীয়া॥ ৮০

তুড়ী।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত, চিকণ চিকুর বন্ধ। মধুতে মুগধ সৌগন্ধে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ॥ ললাট-ফলক, পটীর তিলক, কুটিল অলকা সাজে। তাণ্ডবে পণ্ডিত, পুলকে মণ্ডিত, গণ্ড মণ্ডল রাজে॥ ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ। ধরম করম, সরম ভরম, মাথাতে পড়িল বাজ। অপাঙ্গ ইঙ্গিতে, ভাণ্ডর

ভঙ্গিতে, অনঙ্গ রঞ্জিত সঙ্গ। মদন কদন, হোয়ল সদন, জগত যুবতী অঙ্গ॥ অধর বন্ধুক মাধ্বীক অধিক, আধ মধুর হাসি। বোলমি অলসে, কলসে কলসে, বময়ে অমিয়া রাশি॥ কুন্দদাম ঠামহি ঠাম, কুসুম সুষম পাঁতি। ভতাহিঁ লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥ হিরণ হীর বিজুরী থীর, শোহন মোহন দেহে। অরুণ কিরণ হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে॥ কাম চমক ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা। মত্তত সিন্ধুর গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোর॥ কঞ্জ-চরণ খঞ্জন-গঞ্জন, মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ। ইন্দু-নিন্দন নখর ছন্দন, বলি বলরামদাস॥ ৮১

তুড়ী।

সব অবতার সার গোরা অবতার। এমন করুণা কভু না দেখিয়ে আর॥ দীন হীন অধম পতিত জনে জনে। যাচিয়া যাচিয়া প্রভু দিলা প্রেম ধনে॥ এমন দয়ার নিধি যেবা না ভজিল। আপনার হাতে তুলি গরল খাইল॥ যে জন বঞ্চিত হৈল হেন অবতারে। কোটি কলপে তার নাহিক উধারে॥ মুঞি সে অধম হেন প্রভু না ভজিয়া। কহে বলরাম এবে মরিনু পুড়িয়া॥

শ্রীরাগ।

বড় অবতার ভাই বড় অবতার। পতিতেরে বিলাওল প্রেমের ভাণ্ডার॥ বড় অপরূপ গোরাচাঁদের লীলা। রাজা হৈয়া কান্ধে করে বৈষ্ণবের দোলা॥ হেন অবতারের উপমা দিতে নারি। সঙ্কীর্তন মাঝে নাচে কুলের বৌহারী॥ সর্ব্ব লোক ছাড়ে যারে অপরশ বলি। দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি॥ যবনেহ নাচে গায় লয় হরি-নাম। হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম॥

সুহই।

হরণ আশ্রম, কিঞ্চন অকিঞ্চন, কার কোন দোষ নাহি মানে। শিব-বিরিঞ্চি-অগোচর প্রেমধন, যাচিয়া দিলায় জগজনে॥ করুণার সাগর, গৌর অবতার, নিছনি লইয়া মরি। কে জানে কিবা, সে মাধুরী প্রাণ, কান্দে পাসরিতে নারি॥ পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন খল জাতি, গুণ শুনি কান্দে জগজন। অগেয়ান পশু পাখী, তারা কান্দে ঝরে আঁখি, কি দিয়া বান্ধিল সবার মন॥ রাজা ছাড়ে রাজ্য-ভোগ, যোগী ছাড়ে ধ্যান যোগ, জ্ঞানী কান্দে ছাড়ি জ্ঞান-রস। কিবা বলরাম হিয়া, গড়িলা পাষাণ দিয়া, হেন রস না কৈল পরশ॥ ৮৪

রামকেলি।

গৌরসুন্দর পহু নদীয়া উদয় করি ভুবন ভরিয়া প্রেম-দান। পামর পাষণ্ড আদি, দীন হীন ক্ষীণ জাতি, উদ্ধারিল দিয়া হরি-নাম॥ ঠাকুর গৌরাঙ্গের গুণ শুনিতে পরাণ কান্দে। অগেয়ান যত জন, দেখিয়া অথির মন, হরি বোল বলি মন বান্ধে॥ গদাধর দেখি কান্দে, পহু থির

নাহি বান্ধে, করে ধরি স্বরূপ রামানন্দ। পহু মোর শ্রীপাদ বলি, লোটায় ধরণী ধূলি, কোলে করি কান্দে নিত্যানন্দ॥ অন্ধ বধির যত, গোরা গুণে উনমত, দিগ-বিদিগ নাহি জানে। ভাব-ভরে গরগর না চিনে আপন পর, নিস্তার করয়ে জনে জনে॥ বাহু তুলি হরি বলে, পতিত লইয়া কোলে, গোরা-প্রেমে জগ-জন ভাসে। উত্তম অধম যত, তারা হৈল ভাগবত, বঞ্চিত বলরামদাসে॥

বরাড়ী।

আপনার গুণ শুনি আপনা পাসরে। অরুণ অম্বর খসে তাহা না সম্বরে॥ নাহি দিগ বিদিগ নাহি নিজ পর। ধরিয়া ধরিয়া কান্দে পতিত পামর॥ শ্রীদাম বলিয়া পহু কান্দে উচ্চ স্বরে। কত শত ধারা বহে নয়ন-কমলে॥ কান্দিয়া কান্দিয়া পহু মাগে পদ-ধূলি। ভূমে পড়ি কান্দে নিতাই ভায়া ভায়া বলি॥ প্রিয় গদাধর কান্দে রায় রামানন্দে। দেখিয়া গৌরাঙ্গ মুখ থির নাহি বান্ধে॥ কান্দে বাসু শ্রীনিবাস মুকুন্দ মুরারি। আনন্দে চলয়ে যত বাল-বৃদ্ধ নারী॥ হেন অবতার ভাই কোথাও না দেখি। ভুবন মগন সুখে কান্দে পশু পাখী॥ অন্ধ বধির জড় সবে আনন্দিত। বলরামদাস সবে এ রসে বঞ্চিত॥ ৮৬

সিন্ধুড়া।

নটবর রসিক, রমণী-মনোমোহন, কত শত রস বিলাস। শ্যাম বিবরণ পর, গৌর কলেবর, অখিল ভুবন পরকাশ॥ দেখ অদভুত পহুক বিলাস॥ রঙ্গিণী সঙ্গ, রঙ্গ-রস রঙ্গিত, হেন জন করিল সন্ন্যাস॥ নাগরী কুচ-তটকুঙ্কুম-মণ্ডিত, বসন বেশ ধরু সাধে। গৌরিক গৌরী, বদন-বিধু চুম্বন, হৃদয়ে গহন উনমাদে॥ তাকর গাঢ়, আলিঙ্গন সঙ্গম, পুলকিত অতিশয় সাধে। মনসিজ-সমরে, পরাভব অন্তরে, আতি করয়ে বিষাদে॥ মরকত বরণ, রতন-মণি-ভূষণ, তেজি অব তরুতলে বাস। লম্পট গুরুবর, কোন সিদ্ধি সাধয়ে, না বুঝই বলরাম দাস॥ ৮৭

ধানশী।

গোপীগণ কুচ, কুঙ্কুমে রঞ্জিত, অরুণ বসন শোভে অঙ্গে। কাঞ্চন-নিন্দিতকান্তি কলেবর রাই পরশ-রস রঙ্গে॥ দেখ দেখ অপরূপ গৌর-বিলাস। যো লাখ যুবতী, রতি-গুরু লম্পট, সো অবকরল সন্ন্যাস॥ সো ব্রজ বধূগণ, দৃঢ় ভুজবন্ধন, অবিরত রহত আগোর। সে তনু পুলকে, পূরিত অব ঢর ঢর, নয়ানে গলয়ে প্রেম-লোর॥ যো নটবর ঘনশ্যাম কলেবর, বৃন্দাবিপিন-বিহারী। কহয়ে বলরাম, সো অব অকিঞ্চন, ঘরে ঘরে প্রেম ভিখারী॥ ৮৮

শ্রীরাগ।

হরি হরি এ বড় বিস্ময় লাগে মনে। জিনি নব জলধর, পূর্ব্বে যার কলেবর, সে এবে গৌরাঙ্গ ভেল কেনে॥ শিখিপুচ্ছ গুঞ্জা

বেড়া, মনোহর যার চূড়া, সে মস্তকে কেশ-শূন্য দেখি॥ যার বাঁকা চাহনিতে, মোহে রাধিকার চিতে, এবে প্রেমে ছল ছল আঁখি॥ সদা গোপ গোপী সঙ্গে, বিলসয়ে রস রঙ্গে, এবে নারীনাম না শুনয়ে। ভুজযুগে বংশী-ধারী, আকর্ষয়ে ব্রজনারী, সেই ভুজে দণ্ড কেন লয়ে॥ পিঁয়ল পাটের ধূতি, শোভা করে যার কটি, তাহে কেনে অরুণ বসন। না পাইয়া ভাবের ওর, বলরামদাস ভোর, বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে॥ ৮৯

সিন্ধুড়া।

রূপ কোটি কাম জিনি, বিদগধ শিরো-মণি, গোলোকে বিহরে কুতুহলে। ব্রজরাজ নন্দন, গোপিকার প্রাণ-ধন, কি লাগি লোটায় ভূমিতলে॥ হরি হরি কি শেল রহিল মোর বুকে। কি লাগি রসিক-রাজ, কান্দে সঙ্কীর্ত্তন মাঝ, না বুঝিয়া মনু মন-দুখে॥ সঙ্গে বিলসই যার রাধা, চন্দ্রাবলী আর, কত শত বরজ কিশোরী।; এবে পহু বুকে বুক, না দেখে নারীর মুখ, কি লাগি সন্ন্যাসী দণ্ডধারী॥ ছাড়ি নাগরালী বেশ, ভ্রমে পহু দেশ দেশ, পতিত চাহিয়া ঘরে ঘরে। চিন্তামণি নিজ গুণে, উদ্ধারিলা জগজনে, বলরামদাস রহু দূরে॥ ৯০

সুহই।

হরি হরি গোরা কেনে কান্দে। না জানি ঠেকিলা কার প্রেমফান্দে॥ তেজিয়া কালিন্দী তীর কদম্ব-বিলাস। এবে সিন্ধু-তীরে কেনে কিবা অভিলাষ॥ যে করিল শত কোটি গোপী সঙ্গে রাস। এবে সে কান্দয়ে কেনে করিয়া সন্ন্যাস॥ যে আঁখি সঙ্গীতে কত অনঙ্গ মুরছে। এবে কত জলধারা বহিয়া পড়িছে॥ যে মোহন চূড়া-ফাঁদে জগত মোহিত। সে মস্তক কেশ-শূন্য অতি বিপরীত॥ পীতবাস ছাড়ি কেনে অরুণ বসন। কালরূপ ছাড়ি কেনে গৌর বরণ। কহে বলরামদাসে না জানি কারণ। তাহার কারণ কিবা যাহার বরণ॥ ৯১

গান্ধার।

পূরবে বান্ধিল চূড়া এবে কেশহীন। নটবর- বেশ ছাড়ি পরিলা কৌপীন॥ গাভী দোহন ভাণ্ড ছিল বাম করে। করঙ্গ ধরিলা গোরা সেই অনুসারে॥ ত্রেতায় ধরিল ধনু দ্বাপরেতে বাঁশী। কলিযুগে দণ্ড ধরি হইলা সন্ন্যাসী॥ বাসুঘোষ কহে শুন নদীয়া-নিবাসী। বলরাম অবধূত কানাই সন্ন্যাসী॥ ৯২

বরাড়ী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হৈল অন্ধ, কেহ ত না পাইল হরি-নাম। এক নিবেদন তোরে, নয়ানে দেখিবে যারে, কৃপা করি লওয়াইবে নাম॥ কুণ্ডপাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ড আর, কেহো যেন বঞ্চিত না হয়। শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি হয়, সুখে যেন হরিনাম লয়॥

কুমতি তার্কিক জন, পড়ুয়া অধমগণ, জন্মে জন্মে ভকতি-বিমুখ। কৃষ্ণ-প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী, খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥ সংকীর্ত্তন প্রেম-রসে, ভাসাইয়া গৌড়-দেশে, পূর্ণ কর সবাকার আশ। হেন কৃপা-অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে, কি করিবে বলরামদাস॥ ১৩

কামোদা।

দেখ দেখ অপরূপ গৌর চরিত। সো গোকুল পতি, অব পরকাশল, পুন কিয়ে বামন রীত॥ নিরখি প্রতাপ, প্রতাপরুদ্র বলি, তনু মন সরবস দেল। জগাই মাধাই, আদি অসুরগণ, চরণ প্রবণ নিজ কেল॥ যছু পদ সঙ্গে, অদ্বৈত-ভগীরথ, ভকতি-গঙ্গা পরবাহ। নিত্যানন্দ, গিরিশ দেই আনল, বাস হিমাচল মাহ॥ যছু অবগাহনে, অখিল ভকতগণে, বিলসই প্রেম আনন্দ। পামর পতিত, পরম দয়া পায়ল, বঞ্চিত বলরাম মন্দ॥ ১৪

মঙ্গল।

গজেন্দ্রগমনে যায়, সকরুণ-দিঠে চায়, পদ-ভরে মহী টলমল। মত্ত সিংহগতি জিনি, কম্পমান মেদিনী, পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥ আওত অবধূত করুনার সিন্ধু। প্রেমে গর গর মন, করে হরিসংকীর্ত্তন, পতিত-পাবন দীনবন্ধু॥ হুঙ্কার করিয়া চলে, অচল সচল নড়ে, প্রেমে ভাসে অমর-সমাজে। সহচরগণ সঙ্গে, বিবিধ খেলন-রঙ্গে, অলখিতে করে সব কাজে॥ শেষ-শায়ী সঙ্কর্ষণ, অবতরি নারায়ণ, যার অংশ-কলায় গণন। কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা, জগতের হিতকর্ত্তা, সেই রাম রোহিণী নন্দন॥ যার লীলা লাবণ্যধাম, আগমে নিগমে গান, যার রূপ মদনমোহন। এবে অকিঞ্চন-বেশে, ফিরে পহু দেশে দেশে, উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন॥ ব্রজের বৈদগধি সার, যত যত লীলা আর, পাইবারে যদি থাকে মন। বলরামদাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়, ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ॥ ১৫

কল্যাণী।

রূপে গুণে অনুপমা, লক্ষী কোটি মনোরমা, ব্রহ্ম-বধূ অযুত অযুত। রাস-কেলি-রস-রঙ্গে, বিহরে যাহার সঙ্গে, সো পহু কি লাগি অবধূত॥ হরি হরি এ দুখ কহিব কার আগে। সকল নাগর-গুরু, রসের কলপতরু, সেবা কেন ফিরয়ে বৈরাগে॥ সঙ্কর্ষণ শেষ যার, অংশ কলা অবতার, অনুক্ষণ গোলোকে বিরাজে। কৃষ্ণের অগ্রজ নাম, মহাপ্রভু বলরাম, কেন নিতাই সংকীর্ত্তন মাঝে॥ শিব-বিধি-অগোচর, আগম-নিগম-পর, কলি-যুগে শ্রীনিত্যানন্দ। গৌর-রসে নিমগন, করাইল জনে জন, দূরে রহু বলরাম মন্দ॥ ১৬

মঙ্গল।

অনুখণ অরুণ, নয়ান ঘন ঘুরত, চর-কত লোর বিথার। কিয়ে মন করুণ,

করুণালয় সকরুণ, অমিয়া বরিখে অনিবার ॥ নাচত রে নিতাই বর-চাঁদ। সিঞ্চই প্রেম-সুধারস জগ-জনে, অদভুত নটন-সুছান্দ ॥ পদ-তল-তাল খলিত মণি-মঞ্জীর চলতহি টল মল অঙ্গ। মেরু-শিখর কিয়ে, তনু অনুপামরে. ঝল মল ভাব-তরঙ্গ ॥ রোয়ত হসত, চলত গতি-মন্থর, হরি বলি মুরছি বিভোর। খেণে খেণে গৌর বলি ধায়ই, আনন্দে গরজত ঘোর ॥ পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর, দীন অবধি নাহি নাম। অবিরত দুল্লভ, প্রেম রতন ধন, যাচি জগতে করু দান ॥ অচিলনোগ্র, প্রেম-ধন বিতরণে, নিখিল তাপ দূরে গেল। দীন হীন সবহু, মনোরথ পূরল, অবলা উনমত ভেল ॥ ঐছন করুণ, নয়ন অব-লোকনে, কাহু না রহ দুরদিন। বলরাম দাস, কাঁহে ভেল বঞ্চিত, দারুণ হৃদয় কঠিন ॥ ৯৭

শ্রীরাধার রূপবর্ণন।

ধানশী।

চামর-ডামরী শ্যামরী কবরী নিবিড় তিমির রাতি। ফণি মণিগণ, ভূষণ ঐছন উয়ল উড়ুক পাঁতি ॥ কস্তুরী চন্দন ভ্রমরী মকরীপত্রক চত্রক লেখা। ললাটে সিন্দুর অনঙ্গ মন্দির সীমন্তে সিন্দুর রেখা ॥ কুন্তল, নাসিক মণিকাবলিকা অলকাবলিকা শোভে। মদন মাদন, মনহি উদিত, মদন কদন ক্ষোভে ॥ বয়ন রচন, বেণী সুশোভন, কুসুম ঠামহি ঠাম। জনু পসারল অতনু মাতল, করি-কর অনুপাম ॥ চন্দন বিন্দু পুর্ণিম ইন্দু, সিন্দুর মিহির পাশে। অলকা ভূখিল, রাহু বিয়াকুল, ধরত ফিরত আশে ॥ ভাঙক ঠাম, দেখত কাম ধনুয়া মান ছোড়। হেরত বরজ, মকর কেতন, চেতন রতন চোর ॥ অঞ্জন রঞ্জন, নয়নখঞ্জন, চাহনি মোহনি ভঙ্গ। নিমিখে নিমিখে, হরিখে হরিখে, মরণ রভস ভঙ্গ ॥ শ্রুতি অঙ্কৃতি, চক্র আকৃতি, শোভিত চারু শলাক। তহিঁ মনোভব, কোটি পরাভব, ভুগল ভ্রমর লাখ ॥ দেখত দেখত, বেকত করত, তরুণ তপন দণ্ড। লোল কুণ্ডল, দীপতি মণ্ডল, উয়ল যুগল গণ্ড ॥ নাসিক ওর, মোতিম জোর, ভোর জগত জীবা। বৈছন কীর, চঞ্চু গীর, পড়ত দাড়িম্ব বীজ ॥ বিম্ব অধর, অতি সুমধুর, ঈষত হসিত ছন্দ। হেরত বরজযুবতী উমতী ধাওতি পড়তি ধন্দ ॥ থকিত চকিত সরস অলস, বচন রচন আধা। আনন্দ হিলোলে, ভুবন মগন, ধরণী ভরয়ে সুধা ॥ বপুর বপুর সহিত লোহিত, দশন বসন মাজ। প্রবাল-আবলি যেছন মাঞ্জলী অরুণক কত মাঝ ॥ উজোর বিজুরী থির হীর সারি, দমন দশন-বৃন্দ। সিন্দুরে মণ্ডিত মোতিম খণ্ডিত, কুন্দ-কোরক নিন্দ ॥ চিবুক কুহরে রহল নাগর, মানস হরিণী হেরি। কস্তুরীর বিন্দু কাল জাল দেল মদন নারী উবরি ॥ কোটি-সুধাকর মুখ মনোহর, লাবণী আনি ভোর। চন্দন-চিত্রক ছলে কি লাগল নাহক চিত-চকোর ॥ কম্বু-গ্রীব বন্ধুজীব, অঙ্গজ নীপক

মাল। আমোদ-লুবধ ধাবই ক্ষুবধ, গাবই ভ্রমর-জাল॥ বিভ্রম মৌক্তিক হেম হীরক, ত্রিবলী হংস হার। দয়িত যুবতী লিখন রতন, রচিত পদক সার॥ অগুরু-রচিত বাহুযুগল-চিত, অঙ্গদ কঙ্কণ সাজে। নীল মণি বলি বলয় উরমী, করযুগে সুবিরাজে॥ আধ আধ করি কি বিধি মেটল, অরুণ চাম্পকি বাদ। নখ করতল মাঝহি কমল, অতয়ে ফুটল আধ॥ উচ কঠোর কুচক জোর, রুচির চোর সিত। শাতকুম্ভ রচিত কুম্ভ, রুচি আরম্ভ রীত॥ তাহিঁ পুরাতন জগত অতুল, নবীন যৌবন নিধি। মদন-মোহন মোহন-কারণ, কামে কি দেয়ল বিধি॥ গন্ধ চরচিত অঙ্গে বিরাজিত, চন্দন বৃন্দ চিত। বিহি চিতাওল পুলক মদন, সদন দৈবক ভীত॥ কুঞ্চক মেচক, বরজ বিরাজ, ধৈরজ ধরম লুট। তরুণ তপন-মথন রতন, কিরণ দামিনী ছুট॥ জলদ-জড়িত, যৈছন তড়িত, নীলিত-নীলিম-শাটী। মন্থর চলিত, মধুর সিঞ্চিত, চঞ্চল অঞ্চল ধটী॥ নাভি-সুশীতল-সরসী অতুল, পিয় হিয় ঝাল থাপি। হেরি কুচ-গিরি, উতরি পৈঠত, তহিঁ লোমাবলী সাপী॥ কেশরি-রাজ, ক্ষীণহি মাঝ, তিন ত্রিবলী লেখা। একে একে তিন, ভুবন হারিয়া, দেয়ল এ তিন রেখা॥ কবহুঁ গোপত, কবহুঁ বেকত, নাহ-চিত-রীত-চোর। হেরি শশিমুখী, নীবি ছলে তথি, বান্ধল পাটক ডোর। সঘন জঘন, চক্র বিখণ্ডন, সরস রসনা সাজ। তাহে কি মদন, জিতল ভুবন, বিজয়ী ডিণ্ডিম বাজ॥ উরুযুগ দলে, কনক-কদলী, করভ-কর ছন্দ। রমণ-মোহন, বিরহ-জলধি, তরণের সেতুবন্ধ॥ জানু সম্পুট গোপী লম্পট, জীবন-সম্পদ-চোর। হাটক-গঠিত, কনক রচিত, চটক-পটিম যোর॥ রতন-রচিত, মঞ্জুল-মঞ্জীর, রঞ্জিত চরণকঞ্জ। মন্থর চলিত, মধুর সিঞ্চিত হংস বারণ গঞ্জ॥ উছলি চরণ, ও রবি-কিরণ, বিগহি বিগহি ভাস। নখ-বিধুযুত, পদতল-গত, তিমির করত নাশ॥ নখর-নিকর, নীকে পসারল, কত নিশাকর-হাট। পুন পুন ছবি, দেখি যাউ রবি, তমক হৃদয় ফাট॥ প্রপদ সহিত, জগত মোহিত, বেকত অলপ রাগ। অধর-বরণ, লাজত অরুণ, লাগল কি পদ আগ॥ জিতল সুথল, কমল বিমল, চরণ-তলকি কাঁতি। খুলী-ভিন্ন পদ, চিহ্নক আমোদ, ভুলল ভ্রমর-পাঁতি॥ মৃদুল অঙ্গুলী, সরস পরশ, উরবী দরবি-জাত। হেরি বলরাম, পূরল মনকাম, ধরণী ধরয়ে যাথ॥ ১৮

ললিতা।

শ্যাম সুনাগর, মনমথ-কুঞ্জর, তাড়ন রস উনমাদে। সুনীক পুতলী জনু, গোরী সুনাগরী, মুরছলি অতি অবসাদে॥ হরি হরি কৈছনে চসব ধনী গেহা। নিধুবন-সমর-পরাভব-কাতর, গুতসি দুবরি-দেহা॥ ঘন ঘন চুম্বন, দৃঢ় পরিরম্ভণ, জর জরি পড়ি রহু শয়নে। অম্বর কেশ, সম্বরি নাহি পারই, ছরমহি মুদল নয়নে॥ নিরদয়

নাহ, তবহিঁ নাহি ছোড়ই, বান্ধল তনু ভুজ-পাশে। ক্ষীণ তনু বারি, ভারি হিয়ে ঘুমল, কি করব বলরামদাসে॥ ৯৯

বিভাস।

মিটল চন্দন, আভরণ টুটল, ছুটল কুন্তলবন্ধ। অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলি, ধূসর দুহু মুখ-চন্দ॥ হরি হরি অবদুহুঁ শ্যামর গোরী। দুহুক পরশ-রভসে দুহুঁ মুরছিত, শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥ রাইক বাম, জঘন পর নাগর, ডাহিন চরণ আপি। নওল কিশোরী, আগোরি কোরে পহু, ঘুমল মুখে মুখ ঝাঁপি॥ কিয়ে মদন-শর-ভীতহি সুন্দরী, পৈঠলি পিয়-হিয় মাহ। কব বলরাম, নয়নভরি হেরব, করব অমিয়া-অবগাহ॥ ১০০

ললিত।

বৃন্দা-বিপিনহিঁ সব দ্বিজকুল কূজয়ে চৌদিশে হোই আকুল। সারী শুক তহিঁ কোকিল মেলি। কপোত কুকারত অলিকুল কেলি। ময়ূর ময়ূরী ধ্বনি শুনিতে রসাল। বানরীরব তাঁহি অতি সুবিশাল॥ ঐছন শবদ ভেল বন মাহ। জাগল দুহুঁজন নাগরী নাহ॥ আলসে দুহুঁ তনু দুহুঁ নাহি তেজে॥ শুতি রহল পুন কিশলয়-শেজে॥ পুনহি ফুকারই শারী সুকীর। ঐছন যৈছে সুধারস গীর॥ কব বলরাম শুনব তহি শ্রবণে রাধামাধব হেরব নয়নে॥ ১০১

বিভাস।

বৃন্দা-বচনহি, উঠই ফুকারই, শুক পিক শারিক পাঁতি। শুন তহিঁ জাগি, পুন দুহুঁ ঘুমল, নাগরী কোরহি সাঁতি। হরি হরি জাগহ নাগর কান। ধর পামর বিহি, কিয়ে দুখ দেয়ল, রজনী কয়ল অবসান॥ আওল বাড়িরী, বরজ-মহেশ্বরী, বোলত পুন দধিলোলা। শুনইতে কাতর, বিদগধ নাগর, খোর নয়নযুগ খোলা॥ নাগরী হেরি, পুনহি দিঠি মুদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে। বলরাম হেরি, কবহুঁ সুখসায়রে নিমজব রঙ্গ-তরঙ্গে॥ ১০২

কৌ রাগ।

কত কত নাগরী-তনু ছোড়ি নাগর, বৈঠলি শেজক মাঝে। ও সুখ লাগি, জাগি পুন নাগরী, রহলহি ঘুমবিরাজে॥ হরি হরি অব সুখ-যামিনী শেষে॥ অতি রসে ভোরি, গৌরীতনুহুলরী, বিগলিত অম্বর কেশে। রতনক দীপ, সমীপ আনি পহু, করহি চিবুক ধরি খোর। রাই চন্দ্রমুখ-মণ্ডল হেরই, ঢর ঢর লোচন-লোর॥ বিপুল-পুলক-কুল, ঝাঁপল দুহুঁ তনু, দুহুঁ থরহরি মন কাঁপ। বলরাম ঐছন, কব দুহুঁ হেরব, মেটব সব হিয়-তাপ॥ ১০৩

বিভাস ললিত।

খোজতি ফিরতি, জননী যশোমতী, আওল কুঞ্জ-কুটীর। শুনইতে দক্ষ, বিচক্ষণ-

ভাষণ, চমকিত গোকুল-বীর। হরি হরি অব তুহুঁ ঘুমক লাগি। কোরে আগোরি, ছরম-ভরে শুতলি, রতি রণে যামিনী জাগি॥ রতি রসে অবশ-কলেবর নাগর, উঠত বোয়াহি থোর। প্রাণ-পিয়ারী নেহারি বদন পুন, ভোরি রহল শুচু কোর॥ রাই-বদন ঘন, চুম্বই সাদরে, কাতর হৃদয় নেহারি। নয়নক নীরহি, শয়ন ভিগায়ই, হেরি বলরাম বিভোরি॥ ১০৪

তুড়ী।

ঝঙ্কত বন ভরি, মধুকর মধুকরী, কূজই কোকিল-বৃন্দ। শশি তনু মোড়ি, গোরী পুন শুতলি, মুদি নয়ন-অরবিন্দ॥ জাগহ প্রাণ-পিয়ারি। রজনী পোহায়ল, গুরুজন জাগল, ননদিনী দেয়ব গারি॥ জটিলা পাশ, আসু ভরি রোয়ই, যামুন তীর। শারিক বচনে, চমকি ধনী উঠইতে, ঢুলি ঢুলি পড়ই অথির॥ চঞ্চল চিয়গনে, ত্বরতহি সখীগণ, জাগল আভরণ-বোলে। বলরাম হেরি, যাই উঠায়ল, তুহুঁ তনু ঝাঁপি নিচোলে॥ ১০৫

রামকেলি।

সহচরীগণ দেখি, লাজে কমল-মুখী ঝাঁপি রহল মুখ আধ। অলখিতে আধ, কমল দিঠি-অঞ্চলে, হেরই হরি-মুখ-চাঁদ॥ হরি হরি মাধবী-লতা-গৃহ মাঝ। কুসুমিত কেলি-শয়নে তুহুঁ বৈঠলি, চৌদিশে রঙ্গিণী-সমাজ॥ গোরীক থোরি, বদন-বিধু হেরইতে, পহু ভেল আনন্দে ভোর। ঘন ঘন পীত, বসন দেই মোছই, নিঝরই নয়নক লোর॥ হেরইতে সখীগণ, চর চর লোচন, লোরে ভিগায়ই দেহ। বলরাম কব হিয়, নয়ন জুড়ায়ব, হেরব দুহু জন লেহ॥ ১০৬

রামকেলি।

ফুয়ল করবী ধনী-বদন বেয়াপ। রাহু কিয়ে বিধু মণ্ডল ঝাঁপ॥ চুম্বনে মেটল কুঙ্কুম-রাগ। কাজর সিন্দুর দুরহি দুর ভাগ॥ জানলু কানু নিঠুর হিয়া তোর। ঐছন ভাতি করল সখী মোর॥ বলহিঁ অধর দল দশনে বিদার। শয়নহিঁ লুঠই টুটল হার॥ নখ-পদ জর জর উচ-কুচ ভার। টুটলি সব তনু অতনু ভাণ্ডার॥ সুকুল জানি সোঁপলু তোহে রাই। তাড়লি নিরজনে একলি পাই॥ তুহুঁ সতি বৃন্দা-বন বাটোয়ার। বলরাম কহ সখি না বলহ আর॥ ১০৭

রামকেলি।

অধরহিঁ রদন, মদন-শর জর জর, নখরশকতি হিয়া ফোড়ি। কঙ্কণ খড়গহি, তোড়ি সঙহুঁ তনু, সরবস লেয়লি মোরি॥ শুন সহচরি হেরিনু কিয়ে নট-চাঁদ। রস-ঔষধ দেই, মোহে শাস্তায়বি, পুন দেয়সি পরিবাদ॥ পুন ভুজ-পাশে, বান্ধি হিয়ে তাড়লি, তুহুঁ কুচ-পর্ব্বত ঘাতে। রতি-রতি

দূর, বিকল এ কলেবর, ইথে ঘুমলু পর-ভাতে॥ মুরছলু হেরি, তবহুঁ নাহি ছোড়ল, পুছহ মনোরমা ঠাম। কর দেই রাই, নাহ মুখ ঝাঁপল হেরব কব বলরাম॥ ১০৮

রাম কেলি।

দলিত-নলিন-সম, মলিন বদন-ছবি, অধরিহু খণ্ড বিখণ্ড। মীটল উজ্জ্বল চন্দন কজ্জল, মরদল মরকত গণ্ড॥ এ সখি তুহুঁ অতি নিকরুণ দেহ। হিয় চক্রি কুচভর, দেই মরদলি, শিরীষ-কুসুম-তনু এহ॥ নীল উপতল-দল, কোমল উর-থল, ফাড়লি মথ-শর হানি। ইথে অতি বেদন, মুদি রহু লোচন, কিয়ে ভেল গদ গদ বাণী॥ মনমথ-ভূপতি, ভীত নাহি মানলি সখাগণ গৌরব ছোড়ি। চিত্রা-বচনে লাজে ধনী নত মুখা, হেরি বলরাম সুখে ভোরি॥

রামকেলি।

সখি হে এ তুয়া কৈছন রীত। তুয়া বচনে ধনী, বেচল নিজ তনু, তুহুঁ পুন কহ বিপরীত॥ স্বামি-নিরত ছলে, কাননে আনিলি, একলি প্রিয়-সখী মোর। নলিনী-সুকোমল, ছলহ সুনাম্বরী, ড'রলি মদ করি কোর॥ সখী সতী-ব্রতিনী, নবকুল-কামিনী, পরপ্রিয়া স্বপনে না জানি। এ নব যৌবন, অমূল্য রতন-ধন, পর-করে দেয়লি আনি॥ তুয়া রসে রসবতী, ছোড়ল নিজ পতি, গুরুজন-ভীত না মানি। বলরামদাস হিয়া, অমিয়া নিষিঞ্চব, চম্পকলতা-সখী-বাণী॥

গুভগা।

জানলি কানু, গোপতে পরিহারলি, কাতর-লোচন-ওরে। ললিতা ছল করি, রাইক করে ধরি, ডারল নাহক কোরে॥ হরি হরি সব সহচরীগণ খেলি। কিশলয়-শয়ন, তলে দুহুঁ পৈঠল, বিলসব রসময় কেলি॥ বুঝিয়া বিশাখা সখী, আনন্দে মাতল, মাঝহি বচন-বেয়াজে। কর ধরি ধনী মুখ, বসন উঘাড়ল, চুম্বই নাগর-রাজে॥ চিত্রা বান্ধি, দুহুঁক পটাঞ্চলে, কহলি গেল চলু বালা। চলইতে রাই, উঠই না পারই, হেরি হাসয়ে সখী-মালা॥ ধনী দিঠে পেখল, জানি সুনাগর, তোড়ল পাঠিক বন্ধ। কানুক চুম্বই, কানু আলিঙ্গই, হেরি বলরাম আনন্দ॥ ১১

ভৈরবী।

মধুর সময় রজনী-শেষে, শোহই মধুর কানন-দেশে, গগনে উয়ল মধুর মধুর বিধু নিরমল কাঁতিয়া। মধুর-মাধুরী কেলি-নিকুঞ্জ, ফুটল মধুর কুসুম-পুঞ্জ, গাওই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী, মধুর মধুতি মাতিয়া॥ আজু খেলত আনন্দে ভোর, মধুর যুবতী নব কিশোর। মধুর সুরজ-রঙ্গিণী মেলি, করত মধুর রভস-কেলি॥ মধুর পবন বহই মন্দ, কুহুয়ে কোকিল মধুর-ছন্দ মধু রসাহ শবদ-সুভগ, নদই বিহগ-পাঁতিয়া। রবই মধুর শারী কীর, পড়ই ঐছন অমিয়া গীর। নটই মধুর ময়ূর ময়ূরী রটই মধুর ভাতিয়া॥ মধুর মিলন খেলন হাস, মধুর মধুর রস-বিলাস,

মন্দন হেরই ধরণী লুঠই বেদন ফুট ছাড়িয়া। মধুর মধুর চরিত রীত, বলরাম-চিতে ফুরত নীত, দুহুঁক মধুর চরণ-সেবন ভাবন জনম যাতিয়া॥ ১১২

পঠমঞ্জরী।

বিকসিত কুসুম ঝরই মকরন্দ। সব বন পবন পশারল গন্ধ॥ মধু পিবি ধাবই মধুকর-পুঞ্জ। গাবই ভ্রমি ভ্রমি কেলি নিকুঞ্জ॥ কূজই কোকিল মধুকরনাদ। শুনি শুনি মনমথ মন উনমাদ॥ উয়লহি হিমকর উজোর রাতি। ঝলকই তরুকুল কিশলয়-পাঁতি॥ দশ দিশ পূরল খগ মৃগ-গানে। বলরাম জানল নিশি অবসানে॥১১৩

পঠমঞ্জরী।

চিকুণী নিরখি, ঘন পুলকিত, কাজরে কাঁপয়ে কান॥ হেরইতে সিন্দুর, লোরে সিনায়ল, কি করব বেশ বনান॥ এ সখি সোঙরিতে মঝু মন ঝুরে। নিয়ড়হি গোরী, নাহ ভেল ঐছন, কিয়ে জানি হোয়ব দূরে। কাঁচুলী-নামহিঁ, ধৈরজ তেজল, মনহি গহন উনমাদ। উচ কুচ-যুগ কর, পরশি বনায়ত, কিজানিয়ে করু পরমাদ॥ কিয়ে বিহি রাই, প্রেম দেই নিরমিল, রসময় নাগর শ্যাম॥ কনকমঞ্জরী রতি-মঞ্জরী রোয়নে, রোয়ব কব বলরাম॥ ১১৪

বিভাস।

রাই মুখ-পঙ্কজ, কুসুমে মাজল, বসনহি পুঙ্গক আগোর। নিরমিত সিন্দুর, যতনে নিবারই, নীঝর নয়নক লোর॥ এ সখি চতুর-শিরোমণি কান। নিমজি উনমজি, আরতি-সায়রে, করল বেশ-নিরমাণ॥ অঞ্জইতে লোচন, ঢুলয়ান ছল ছল, করল ঘরম-জল চোরি। কত পরকারহিঁ, কাঁপ নিবারল, লিখইতে, উচ কুচ জোরি॥ বসন পরাইতে মুগধল নাগর, থম্বি রহল যব নাহ। তব দিঠি কুঞ্চিত, রঙ্গদেবী সখী, তঁহি বলরাম-মুখ চাহ॥ ১১৫

কৌ রাগকেলি।

বেশ বনায়ই পহিরি পুন শাড়ী। যব পহু আগে রহলি ধনী ঠারি॥ হেরইতে কানু সিনায়ল লোরে। মাতল রাই ধরল ধনী কোরে॥ দারুণ দুরবিহি দুরযশ নেল। হিয়া মহা হানল গরলক শেল॥ কোরহি বৈঠলি মুগধিনী রাই। বসনহি ঝাঁপি রোই শির নাই॥ শিরোপরি শির ধরি রোয়ই কান। কাঁপি সঘন পুন হরল গেয়ান॥ মুরছি গোরী পড়ল ক্ষিতি মাহ। পুন করি কোরে রোই বর নাহ॥ লুঠই ধরণী পহু কর উর তাড়ি। ভোরি রোয়ত নাহ ধনী নিল কোরি॥ মুখ হেরি রোয়ই করই আশোয়াস। ছল ছল দিঠি-জলে গদ গদ ভাষ॥ চুম্বি আলিঙ্গি শাঁতায়লি শ্যাম। সেই ধনী গেহ চলব বলরাম॥ ১১৬

কৌ রামকেলি।

দুহুঁক বেয়াকুল, হেরিয়া সহচরী, বহু পরবোধলি তায়। কত পরিহাস, বচনে দুহুঁজনে, বিরহ করায় অন্তরায়॥ দেখ দেখ অপরূপ সখী সুচতুর। রভস-সরোবরে, দুহুঁক ডুবায়ই, আপন মনোরথ পুর॥ দুহুঁ মুখ দুহুঁ জন, চুম্বই পুন পুন, দুহুঁ দোহাঁ কোরে আগোরি। তেজল সরম. ভরম ধনী বিছুরল, গেহ গমন পুন ভোরি। সহচরীগণ সব, মনহি বিচারই, কৈছে লেয়ব দুহুঁ বাসে॥ তৈখনে নয়ন-যুগল ভেল চর চর, কহতহি বলরাম দাসে॥ ১১৭

কৌ রামকেলি।

মন্দিরে চলব, জানি অতি কাতর, আকুল জলধি-তরঙ্গ। কত কত চুম্বন, কতহুঁ আলিঙ্গন, দুবর ভেল দুহুঁ অঙ্গ॥ সখি হে কিয়ে বিধি লাগল বাদে। কণ্ঠ কণ্ঠ গহি, সব সখী রোয়ত, হেরইতে দুহুঁক বিষাদে॥ সোঙরি বিচ্ছেদ-খেদ দুহুঁ আকুল, দুহুঁ রহু কোরে আগোরি। দুহুঁক নয়ন-নীর, দুহুঁ তনু ভিগই, রোয়ই মুখে মুখ জোরি॥ এ মুখ-দরশন, বিনে তনু জারব, কহি কহি রোয়ে মুরারি। ধনী মুখ উলটি, পালটি কত হেরই, কত জিউ করত নিছারি॥ ব্রজপতি-রাণী, সজে ব্রজপতি পুন, আই কুঞ্জ যাহা পৈঠ। শুনইতে বলরাম, দুহুঁক সম্ভেদন, দুহুঁক ছাড়ি দুহুঁ বৈঠ॥ ১১৮

সুহই।

পদ আধ চলত খলত পুন বেরি। পুন ফেরি চুম্বয়ে দুহুঁ মুখ হেরি। দুহুঁ জন নয়নে গলয়ে জলধার। রোই রোই সখীগণ চলই না পার॥ ক্ষেণে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার। গলিত বসন ফুল কুন্তল-ভার॥ নূপুর আভরণ আঁচরে নেল। দুহুঁ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল॥ পুন পুন হেরইতে হেরই না পায়। নয়নক লোরহিঁ বসন ভিগায়॥ চলইতে হেরল নিকটাহিঁ গেহ। পীত বসনে সব গোপয়ে দেহ॥ আপদমস্তক সব বসনে বেয়াপি। অলপে অলপে চলে পদযুগ চাপি॥ নিজ মন্দিরে ধনী আয়লি দেখি। গুরুজন গৃহে পুন সচকিতে পেখি॥ ভুরিতাহিঁ পৈঠলি মন্দির মাঝে। বৈঠল সুন্দরী আপন শেজে॥ নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস। নিতি নিতি হেরব বলরামদাস॥ ১১৯

শ্রীরাগ।

সব সখীগণ সঙ্গে, রাই কানুক ভোজন-শেষ। ভুঞ্জয়ে কত পরমানন্দ কৌতুকে, গুণমঞ্জরী পরিবেশ॥ অপরূপ ভোজনকেলি করিয়া আচমন, নিভৃতে নিকেতন, চলু সব সহচরী মেলি॥ রতন-পলঙ্ক পর, শুতল রাই কানু, প্রিয়সখী তাম্বুল দেল। ক্ষণ এক নিন্দে, নিন্দায়লি দুহুঁ জন, বলরাম হরষিত ভেল॥ ১২০

বরাড়ী।

রাধামাধব, শয়নহি বৈঠল, আলসে অবশ শরীর। তবহিঁ বনেশ্বরী, হরষ যতনে করি, আনল শারী শুক কীর॥ হেরি দোহেঁ ভেল আনন্দ। রাইক ইঙ্গিতে, বৃন্দা পড়াওত, বহু গীত পদ্য সুছন্দ॥ কানুক রূপ গুণ, শুক করু বর্ণন, প্রেমে প্রফুল্লিত পাখ। শারী পড়ত, রাই-গুণামৃত, কানুক বুঝিয়া কটাখ॥ ঐছন দুহুঁ জন, ইঙ্গিতে দুহুঁ পুন, পাঠ করত অনুপাম। সো বচনামৃত, শ্রবণহি শুনব, কব ইহ দাস বলরাম॥ ১২১

গুর্জ্জরী।

লীলা শুনইতে, শিলা দরবই, গুণ শুনি মুনি মন ভোর। ও সুখ সাগরে, জগ-জন নিমগন, শ্রবণে পরশ নহে মোর॥ হরি হরি বিঁধি শেল রহল মোর চিত। না শুনিনু শ্রুতি ভরি, নাগর নাগরী, দুহুঁ জন-মধুর-চরিত॥ সোই গোবর্দ্ধন, সোই বৃন্দাবন, সো নব-রস-ময় কুঞ্জ। সো যমুনা-জল, কেলি-কুতূহল, হত চিত তাহে নাহি রঞ্জে॥ প্রিয়-সহচরীগণ সঙ্গে আলাপন, খেলন বিবিধ বিলাস। হৃদয়ে না স্ফুরই, বিফলে সে জীবই, ধিক্ ধিক্ বলরামদাস॥ ১২২

তুড়ী রাগ।

প্রথম জননী-কোলে, স্তন-পান কুতূহলে, অজ্ঞান আছিনু মতি-হীন। তবে ত বালক সঙ্গে, খেলাইনু নানা রঙ্গে, এমতি গোঙাইনু কত দিন॥ দ্বিতীয় সময় কাল, বিকার ইন্দ্রিয় জাল, পাপ পুণ্য কিছুই না ভায়। ভোগ-বিলাস নারী, এ সব কৌতুক করি, তাহা দেখি হাসে যম-রায়॥ তৃতীয় সময় কালে, বন্ধন সে হাতে গলে, পুত্র কলত্র গৃহ-বাস। আশা বাড়ে দিনে দিনে, ত্যাগ নাহি হয় মনে, হরি-পদে না করিনু আশ॥ চারি হৈল গেল যদি, হরিল আঁখির জ্যোতি, শ্রবণে না শুনি অতিশয়। বলরামদাস কয়, এইবার রাখ মহাশয়, ভক্তি-দান দেহ রাঙ্গা পায়॥ ১২৩

তুড়ী রাগ।

আত্মা শুদ্ধা কৃষ্ণ-পদ না করে ভাবনা। পুনঃ পুনঃ পায় সে গর্ভের যন্ত্রণা॥ এক-বার জনময়ে আর বার মরে। তথাপিও হরি-পদ ভজন না করে॥ এ কিয়া মায়ের গর্ভে পায় নানা বেথা। তখন পড়য়ে মনে শত-জন্মের কথা॥ ঊর্দ্ধ পদে হেট মাথে রহয়ে বন্ধনে। বিপদ সময়ে তখন কৃষ্ণ পড়ে মনে॥ জন্ম-মাত্র পড়ে মহামায়ার বন্ধনে। ভজিতে কৃষ্ণের পদ না পড়য়ে মনে॥ শতেক বৎসর আয়ু সবে মাত্র ধরে। নিদ্রিত তাহার যায় পঞ্চাশ বৎসরে॥ পঞ্চাশ বৎসরে বাল্য পৌগণ্ড কৈশোরে। নানামত চাপল্যে সে পরমায়ু হরে॥ কোন মতে কৃষ্ণ-পদ নহিল ভজন। চৌরাশি লক্ষ যোনিতে পুন করয়ে ভ্রমণ॥ ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি দেখে কৃষ্ণ-দাস। সেই ক্ষণে হয় তার কর্ম্ম-বন্ধ নাশ॥ কৃষ্ণের ভজন-তত্ত্ব করে উপদেশ। ভজয়ে শ্রীকৃষ্ণ-পদ দূরে

যায় ক্লেশ॥ অতএব ভজি আমি বৈষ্ণব চরণ। বলরাম দাস এই করে নিবেদন॥

ভুড়ী।

ভাই রে সাধু-সঙ্গ কর ভাল হৈয়া। এ ভব তরিয়া যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে, নিতাই-চৈতন্য গুণ গাঞা॥ চৌরাশি লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিয়া শ্রম, ভাগই দুর্লভ দেহ পাঞা। মহতের দায় দিয়া, ভক্তি-পথে না চলিয়া, জন্ম যায় অকারণে বৈয়া॥ মালা মুদ্রা করি বেশ, ভজনের নাহি লেশ, ফিরি আমি লোক দেখাইয়া। মাকালের ফল লাল, দেখিতে সুন্দর ভাল, ভাঙ্গিলে সে দেয় ফেলাইয়া॥ চন্দন-তরুর কাছে, যত বৃক্ষ লতা আছে, আত্ম-সম করে বায়ু দিয়া। হেন সাধু-সঙ্গ সার, নাই বল রাম ছার, ভব-কূপে রহিলাম পড়িয়া॥ ১২৫

ধানশী।

বুঢ়া তুমি কি আর গরব ধর। এ ভব-সংসার-সাগর তরিতে হরি-নাম সার কর॥ পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল, কাঁকালি হইয়াছে বাঁকা। হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা॥ সন্ধ্যায় শয়ন, কাস ঘন ঘন, সঘনে ডাকিছে গলা। মুদিত নয়ন, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হইয়াছে বেলা॥ শ্বাস যে রোদন, লাথি ঘনে ঘন, সঘনে পিবহ পানী। অন্তরে বদন, ভরি বল হরি, দাস বলরাম-বাণী॥ ১২৬

ললিত।

জানিয়া কামিনী যামিনী শেষ। জাগহ সখী সবে করব নিদেশ॥ ললিতা বিশাখা ঘুমায়ব সখী সঙ্গে। সঙহুঁ চরণ সম্বাহব রঙ্গে॥ হরি হরি কহুঁ শ্রীচরণ সম্বাই। কনকমঞ্জরী মুখ হেরব জাগাই॥ ঘুমল সখীগণে জাগব শয়নে। কর্পূর তাম্বুল দেয়ব বদনে॥ বিরচিব সিন্দুর কাজর বেশ। বসন পিন্ধায়ব বান্ধব কেশ॥ তনু অনুলেপন চন্দন-গন্ধ। পুনহি পরায়ব কাঁচলী নিবন্ধ॥ আরতি করব হেরব মুখচন্দ্র। টুটব চিরদিনে বিরহক ধন্দ॥ শয়ন-নিকুঞ্জে গবাখ আগোরি। হেরব সখীগণে আনন্দ ভোরি॥ বলরাম হেরব দুহুঁ মুখচন্দ্র। ভাগব কব দিঠি-শ্রবণক দ্বন্দ্ব॥

কেদার।

বিপরীত অম্বর, পালটি পিন্ধায়ব, বান্ধব কুন্তল-ভার। গাঁথি দুইক হিয়ে, পুন পহিরায়ব, টুটল মোতিম-হার॥ হরি হরি কব নব-পল্লব-শয়নে। রতি-রণ-ছরমে, ঘরমে দুহুঁ বৈঠব, বীজব কিশলয়-বীজনে॥ লোচন-খঞ্জন, কাজরে রঞ্জন, নব-কুবলয় দুই কাণে। সিন্দুর চন্দনে, তিলক বনায়ব, অলক করব নিরমাণে॥ দুহু মুখজ্যোতি, মুকুর দরশায়ব, দেয়ব সুকর্পূর পাণে॥ বলরামদাসক, চির-দুখ মিটব, দুহুঁ হেরব নয়ানে॥ ১২৮

চন্দ্রশেখর।

পদাবলী।

বড়ারী।

হরি হরি দারুণ জ্যৈষ্ঠমাসে। মাঝ-গগনে আসি, দিনপতি বৈঠল, দশ শত কিরণ বিকাশে॥ ধূপক ভয়ে, সবজন ঘরে পৈঠল, দ্বারহি দেয়ল কপাট। চামর বীজন, সবজন সেবই, পথিক না চলতহি বাট॥ ঐছন সময়ে, রাই অভিসারণ, কানু মিলন প্রতি আশে। দেহ মরিজাদ, কিছুই না রাখল, ছুটল হরি অভিলাষে॥ আগুনি অধিক, রেণু পরচলইতে, সগধন পদ অরবিন্দ। চন্দ্রশেখর কহে, মিলল কলাবতী, কুঞ্জে শ্যামরচন্দ্র॥ ১

ভূপালিকা।

কামিনী নাহি হেরি, যামিনী জাগল, সঙ্কেত কাননে যায়ি। নিজগৃহে সুন্দরী, রজনী উজাগরি, ভয়ে যাইতে নাহি পায়ি॥ দেখ দেখ সই সবরি সুবিহানে। কুঞ্জটী তিমিরে, বেড়ল ব্রজমণ্ডল, অনুকূল দৈববিধানে॥ অলখিতে সুন্দরী, ছল করি নিকশল, গুরুজন কোই না জানে। দক্ষিণ করে এক, শুভে জল ভাজন, চলতহি মাঘ সিনানে॥ অচিরে কলাবতী, কুঞ্জহি মিলল, নাগর নিরখি আনন্দ। অমিলন জনিত, তুহুঁক দুখ দূরে গেল, উলসিত শেখরচন্দ্র॥ ২

মঙ্গল ধানশী।

বিষম বিধুন্তুদ, বদনে পড়ল বিধু, বুধগণ বোলত রাম। সবহু বর যজন, দ্বিজগণে দেয়ত, রতন বসন অনুপম॥ দশদিশে উঠল, জয় জয় রোল, কোই গায়ত কোই বাজায়ত॥ নিকটে না শুনিয়ে কোল। ঐছন সময়ে, একেশ্বরী সাজল, হরিসঙ্গম সুখ সাধে। যৌবন দান, শ্যামধনে দেয়ত, দূরে করি কুল-মরিজাদে॥ কুঞ্জ ভবনে, অনুরাগিণী পেঠল, কানু সঞে গলে গলে লাগ। চন্দ্রশেখর ভণে, মঝুমনে এতিখনে, চান্দে লাগল উপরাগ॥ ৩

মায়ূরী।

বেণুর কাকুলী, উমতু পাগলী, গেহ নিদেহনি তেজলিরে। হরি অভিসারলি, রভস বাড়ায়লি, লোভলিখোভলি সাজলিরে॥ ফুলশরে ফুটলি, গজগতি ছুটলি, শ্রমজলে প্রতিতনু তিতলিরে। সঙ্গিনীগণ মিলি, বহু পর বেশলি, শত শত সঙ্কট জিতলিরে॥ ব্রজবিধু ভেটলি, গলে গলে মিললি, জীবন বলিচলি মানিনীরে। হরিউরে শুতলি, মদন মতোয়ালি, পঞ্চম

শরে হিয়ে হানলিরে॥ মঞ্জির মেখলী, বিরলি বাজায়লি. না হনু বধমনু তোষ-নীরে। পুন উঠি বৈঠলি, নিধুবন পৈঠলি, চন্দ্রশেখর রসে ভাসলিরে॥ ৪

সুভগা।

সঙ্কেত-কাননে যাই। শেজ বিছায়ল রাই॥ শ্যাম-মনোমোহন সাধা। বে বনায়ত রাধা॥ চাঁচর চিকুর সঙারি বেণী বনায়ল গোরী॥ সিন্দুহি সিন্দুর লেল। তিমিরে অরুণ উগি গেল॥ সুললিত উরুযুগ মাঝে। মৃগমদ পত্র বিরাজে॥ অঞ্জনে নয়নে উজোল। শ্রুতি মণিকুণ্ডল দোল॥ নানা শিখরে সুভাতি। কলয়া বটিত গজমতি॥ চিবুকহি মৃগমদ বিন্দু। ঝলমল আনন ইন্দু॥ বৈঠলি কুঞ্জ আবাসে। জগমন মোহন বেশে॥ চন্দ্রশেখর অনুমান। আজু ত মোহ বিকান॥ ৫

রাজবিজয়।

সঙ্কেত কাননে, শেজ বিছাইয়া, কিসের লাগিয়া কান্দ। আমার বচন, শুনি একক্ষণ, হৃদয়ে ধৈরয বান্ধ॥ রাধে কর-জোড় করি। বিকলা হইলে কি হয়ে কিঞ্চিৎ সময় রহিবে ধীরে॥ আসিবার কাল হইল আসিয়া এখনি আসিব কানু। শ্রবণ পাতিয়া বসিয়া থাকহ এখনি শুনিবা বেণু॥ সুমঙ্গল কাজে কাকুল উচিত এ বুঝি সেখি কথা। শেখর চন্দ্রমা কহে কর ক্ষমা বদন হইল রাতী॥ ৬

কাম্বোদ।

সঙ্কেত কুঞ্জে আয়ব যব মোহন, হাসি হাম যাওব দূরে। বিদগধনাথ বসনে ধরি আনব, পীরিতি বিষম ব্যবহারে॥ সখী হে কথিত সময় উপনীত। কিসে বুঝি মাধব, পথে চলি শ্রাম্ভত, যতনেহ রাখিত চিত॥ বাম বাহু মুহু ঘন ঘন কন্দই। সব ধরি তলপ বিছাই॥ করলে তাম্বুল পিয়ত পুন পুন, বেরি বেরি বদনে উঠাই। বুঝনু ব্রজপতি-নন্দন সঙ্গ হাম। রজনী গোঁয়াইব সুখে। চন্দ্রশেখর কহে শ্যাম-রতন মণি হার ধরবি তুঁহু বুকে॥ ৭

কাম্বোদা।

সুন্দরি সুত হওই ইহ শয়নে। হরি আয়ল বোধ, কপট ঘুম করি, মুদি রহবি দুনয়নে॥ নিকটে আই যব, সো তোহে ডাকব, কি করলি সুবদনা বলিয়া। হাম সব বোলব, রাই ঘুমায়ল, আজি যাওত যাহ চলিয়া॥ তবহু চতুর হর, সেজহি বৈঠব, নিরখিব তুয়া তনু শোভা। তব তুহুঁ নিশসি, পসারবি পদযুগ, সোই করু যে অনু সেবা। সখাগণ বোলে, বিহসি মুখ ঝাঁপল, অন্তরে উপজিল লাজ। চন্দ্র-শেখর কহে, অম্বরে উজল, ঐছন বেরি দ্বিজরাজ॥ ৮

সুভগা।

কুসুমিত কাননে শেজ বিছারি। নিজ তনুছায়া হেরি নিরখিত রাই॥ নাগর ভরমে আদর বহু করই। না দেখিয়া চকিত নয়নে পুন রহই॥ ক্ষণে ক্ষণে ভূষণ পরে পুন ত্যজে। ক্ষণে ক্ষণে উঠি বিছায়ত শেযে॥ চন্দ্রশেখর কহে প্রেম কি রীত। অদরশে দরশ রত পরতীত॥৯

বাহিড়া।

সদন তেজিয়া আমি, বিপিনে আইনু যার সঙ্গমসুখ লাগিয়া। তাহার বিলম্বে প্রাণ না জানি কি করে গেল কহ রব রজনী জাগিয়া॥ সখী হে বিহি মোরে দুরমতি দিল। খলের বচনে মোর এত দূর হলো গেল, পথ নিরখিতে প্রাণ গেল॥ আসিবার কাল তার, অতীত হইয়া গেল, গগনে উদয় ভেল শশী। তাহার চরিতে চিতে, বড় ভয় লাগে গো, পাছে মোর হয় লোক হাসি। আসিতে আসিতে বোল, অসুর সহিতে গো, পথে কিবা হলো দরশন। চন্দ্রশেখর কহে, কোমল শরীরে গো, কেমনে করিব মহারণ॥ ১০

করুণ শ্রী।

কি লাগি এত, বিলম্ব হইল, আসিতে সঙ্কেত ঘরে। সে বহু বল্লভ, তাহা সঙরিতে পরাণ কেমন করে॥ কিযে কংসচর, বধে আইল, কি বুঝি তাহার সনে। সমর আরম্ভ, করিল মাধব, কহে না আইল কেনে॥ কিয়ে কোন নারী, দিঠি ভজা করি, ভুলাঞা লইয়া গেল। শশাঙ্ক উজল, কুমুদ ফুটল, ভ্রমর আইল ধাঞা। চন্দ্রশেখর কহে, কেনে না আইল, ভুলিল কি রস পাঞা॥ ১১

সুভগা।

সঙ্কেত কাননে করিনু ফুল শেযা। কামুক পাশে আপন সখী ভেজা॥ তহুঁ জোতা কর বিলম্ব। নিরখি কোপল করহি অবলম্ব॥ চিতমাহা চিন্তা উপজল বহুধা। বাণী হরল মুখ ভৈগেল তবধা॥ শত ডাকে ডাকে উত্তর না দেয়ত রাই। চন্দ্রশেখর তাহে কহত বুঝাই॥ ১২

সুভগা।

তুয়া মুখ ভরমে, সুধাকর হেরইতে, হানত মনমথ শেল। কোকিল কুহুরবে, উহু করি সুন্দরী, ওতহি অচেতন ভেল॥ মাধব সো ধনী কুঞ্জকুটীরে। তুহারি বিলম্বে, গমনে উতকণ্ঠিত, পাড় রাহি যামুন-তীরে॥ তুয়া লাগি কিশলয়, শেষ সাজায়ল, জারল কপূরক বাতি। তুহুঁ অতি নিঠুর, সময়ে না মিললি, কাহে গোঁয়ায়লি রাতি॥ সো ভেল সোভেল, এত বেরি উঠহ, বহুত বচনে কাজ নাই। চন্দ্রশেখর কহে, আগুসারি পেখহ, কুঞ্জে একাকিনী রাই॥ ১৩

কামোদ।

তুহারি বচন বিশ আশে, আয়নু কুঞ্জ আবাসে॥ বিরচিনু কুসুম শয়ান। তবহু না মিলল কান। বুঝনু দূতী হাম তোয়ে। এত দুঃখ দেয়ালি মোয়ে॥ ঝুঠা বচন তোহারি। ঝুঠা সো বনয়ারি॥ ঝুঠা সঙ্কেত থান। ঝুঠা সব হাম জান॥ কহতহি শেখর রঙ্গা। ঝুঠা কাহে করু দ্বন্দ্বা॥ ১৪

সহেনি।

দক্ষিণ নয়ন মোর নাচে আচম্বিতে। গা মোর এলা এলা পড়ে সুখ নাহি চিতে॥ চাঁদ পানে চাহিতে পরাণ মোর চমকয়। প্রিয় সখী প্রিয়বোল গায় যাতিঃ সয়॥ ফুলশেযে শুইলে সদাই কাঠ বাজে। কত না পাইব দুখ ললাটের কাজে॥ এখন আসিয়ে যদি দেয় দরশন। মিটয়ে মনের তাপ জুড়ায় নয়ন॥ দেখি আর দণ্ড দুই রহি প্রতি আশে। চন্দ্রশেখর পহু আসে কিনা আসে॥ ১৫

বিহাগড়া।

সখী হে কথিত সময় বহি গেল। সো মধুমথন, অবহুঁ না মিলল, যামিনী অবশেষ ভেল॥ সব সহচরী মিলি, সঙ্কেত কাননে, বিফলে বিছায়নু শেজে। ইহ রূপ যৌবন, সব ভেল বিফল, কাহে আপনু গৃহ তেজে॥ না জানিয়ে করম নিবন্ধে কি আছয়ে হাম অবলা কুলনারী। নিশি চলি যায়ত, না যায়ত লালস, নিজ চিত বুঝই না পারি॥

কো ধনী পুণ্যপুঞ্জ ফলে পাওল পুরুষমণি সঙ্গ। চন্দ্রশেখর কহে, সো বিহি নিকরুণ, যোই করল রস ভঙ্গ॥ ১৬

কেদারিকা।

হিয়ে হিয়ে গলে গলে মুখে মুখে মিলি। যো ধনী হরি সঞে করতহি কেলি॥ সো ধনী ধনী ধনী ইহ নিশি ভোরে। গরব বিহারে রহিয়া হরি কোরে॥ নিজ তনু সফল করিয়া পুন মানে। কানু পরাভব করি পাঁচ বাণে॥ সকল কুশল মিলি পুজই তায়। চন্দ্রশেখর কহে নিশি না পোহায়॥ ১৭

সৈব রাগিণী।

প্রিয় সখী সরস সম্ভাষণ, রিপুসম পবন হুতাশন ভেল। আসয়া কিরণ গরল সম লাগয়, কোকিল রব ভেল শেল॥ সখী হে অবহি রজনী অবসান। না মিলল কান একাকিনী মোহে, হরি হৃদয়ে দহত পাঁচ বাণ॥ সো মুঝ লোচন পথ গতনা ভেল, অন্তর গত ভেল মোর। অতএ সে কামিনী কাম নিরঙ্কুশ, নিরদয় করতহি জোর॥ কানুকো শঠ পন অবহাম, জানলু বচনে না ভুলব আর। চন্দ্রশেখর কহে সঙ্কেত পরিহরি, মন্দিরে কর অভিসার॥ ১৮

ভৈরবী।

সো নিরদয় যদি সঙ্কেত কাননে, না মিলল সখি মোয়। তহুঁ অনন্ত আতুরে

রোয়সি, কো পুন দেখব তোয়॥ দূতী পরিহর দারুণ শোক। সো বহু বল্লভ কো নাহি জানত বর যে জাতহি ত্রিলোক॥ তা কর সঙ্গ সুখাশয়ে জীবন, অবহু সে যায়ব ছুটি। মধুরিপু গুণগণ করল আকর্ষণ অন্তর ত্বরিত হি ফুটি॥ পুন হাম আপন মন্দিরে যায়ব, ঐ ছন না করিবি চিতে। চন্দ্রশেখর তুহুঁ অবহিকি বোলসি, হাম মিলায়ব মিতে॥ ১৯

——

ভৈরবী।

কুসুমিত শেযহি ভেজহি আগুণি অরু-কিয়ে দেখহ চায়ি। মালতী মাল সুবাসিত তাম্বূল, এ দুই দেহত আলায়ি॥ সখী হে পুরাণ পীরিতিক সাধ। নিশি চলি যায়ত, পিককুল বোলত, ঘন ঘন কিশলঙ নাদ। মৃগমদ চন্দন, করহ সমর্পণ, যমবাহিনী জল-মাঝে। কর্পূর বাসিত, বারি সুশীতল, দূরে কর কিয়ে অরুকাজে॥ আপনহত মন বশ নহে আপন, অব পুন করতহি আশ। চন্দ্রশেখর কহে, চল নিজ মন্দিরে, দিশদিক ভেল পরকাশ॥ ২০

——

গান্ধার।

কোকিল কুহু রবে, সঙ্কেত করি নিজ, আগতি জানায়ত কান। অঙ্গনে কংস-বিপক্ষ উপস্থিত, রাই নিজ অন্তরে জ্ঞান॥ ত্বরিতহি কনক কপাট, ঘুচাইতে বলয়া শঙ্খনিনাদে। আন ঘরে দারুণ, গুরুজন জাগল, দুইঁ জন পড়িল বিবাদে॥ ননদি কহত ডাকি, কোন্ হসি কানাই, বহু কিয়ে বাহির ভেলি। হুঁ হুঁ করি ধনি, পুন নিজ-মন্দিরে, বৈছন দেহলি দোলি॥ রাইক মন্দির, প্রাঙ্গণক নহি এক হৃদ্গীত তব আছে। চন্দ্রশেখর কহে, রজনী পোহায়ল, হরি কোরে করি সেই গাছে॥ ২১

——

ললিতা।

কহ বঁধু আপন কুশল, আমি ত দৈব-হতা। কার ঘরে নিশি, সুখে গোঞাইলে, কহিবে ধরম কথা॥ তোমার বালাই লইয়া মরি। আঁখি পাসরিয়া, চাহিতে না পার, অলস হৈঞাছে ভারি। অধরে অঞ্জন, লাগিয়াছে যেন, বান্ধলি ফুলের অলি। তাহে পরিধান, অসিত বসন, আঁধার মেঘের ঝালি॥ কিবা নিশি দিন, পরের সদন, ছাড়িয়া রহিতে নার। এ তিন কুশলে, রাখ কোন জনে, কারে বা পরাণে মার॥ এ মত তোমার, স্বভাব আচার, ধিক্ ধিক্ দেহ ক্ষমা। তাহাকে অধিক, ধিক্ ধিক্ মোরে, শঠের সহিত প্রেম॥ দুকূল ছাড়িয়া, যাহার লাগিয়া, যামিনী জাগিয়া বসে। তার হেন কাজ, ইহা বড় লাজ, শ্রীচন্দ্রশেখর ভণে॥

সাহানা।

তোহে হেরি মাধব, ভয়ি বহু উপজল, এ যয়্ অন্তর মাঝ। প্রাতর হামারি নিকটে তোহে ভেজল, কোধনি করিছ সাজ॥ সো ধনি তোহে, পরাভব কিল, কিয়ে জানি কোন রমণী। পাছে লেয়ই সে তোহে

সাঙ্গল দেল। ভালহি সিন্দুর, অধরহি অঞ্জন, হিয় মোর নখর নিশান। এ তিন দাগে, সো তোহে দাগল, দেখল নিজ পরিমান॥ অতএ সো বিদগধ, অনুপম কেবল, তা কর মন্দিরে যাহ। চন্দ্রশেখর কহে, কি নাম তাকর, যাকর তুহু হেন নাহ॥ ২৩

গুর্জ্জরী।

বন্দে বরজ কুলনন্দন বিজয় করহ হরিণী। তুহারি রচিত যত, কো নাহি জানত, বিচারে বিষয় এত কি। মাধব হামার হারি তুয়া জিত। তুহু সুপুরুখ বর, সহজে স্বতন্তর, তোহে কি উচিত অনুচিত॥ কবহুঁ নীলাম্বর, কবহুঁ পীতাম্বর, কবহুঁ চন্দন চান্দ ভালে। কবহু সিন্দুর-সমূহ বিরাজয়ি, অঞ্জনপুঞ্জ মিশালে॥ কবহু হিয়া পর, গৈরিক সাজয়ি, কবহুঁ অলক্তক তায়। চন্দ্রশেখর কহে, কি করবি সুন্দরী, যহচিত্তে যৈছন ভায়॥ ২৪

গুর্জ্জরী।

হেহে কিতব কি গোপসি আর। তুয়া হিয়া গত পদ যাবক কার॥ নীল মুকুর তুয়া অরুণিম ভেল। অনুরাগ বাহিরে বেকত ভেল॥ প্রীতক ঐছন নিরখিতে তোয়। লাজক জাল বেঢ়ল আসি মোয়॥ কৈছনে তুহু কলি আয়লি পন্থ। চন্দ্রশেখর কহে নীলজ নিতান্ত॥২৫

বিভাস।

হরি উরে মান, রমণীনখ লক্ষণ, তহি পুন কঙ্কণ ঘাত। হেরইতে রোখ, ভরে ভামিনী, রোয়ত কুলি অবনত মাথ॥ দেখহ মুগধিনী রীত। কামুক অনুনয়ে, উত্তর না দেয়ত, বৈঠি রহত এক ভিত॥ মুনিগণ মৌন, বয়নে পরবেশল, বরণ না করত উচার। পদতলে পিঞ্ছ মুকুট গড়ি যায়ত, নিরখি রোয়ত পুনবার॥ ঐছন মান, হেরি তব মোহন, মন দুখে করত পয়ান। চন্দ্রশেখর কহে, অপরূপ পেখনু, রাই শেখল কবে মান॥ ২৬

কেদারলী।

আগ্রহ করি রস, বিগ্রহ সাধন, চাহি অনুগ্রহ দান। নিগ্রহ করি তারে, সংগ্রহ করলহি, দুগ্রহ দারুণ মান॥ সখী হে হে হাম পাইয়ে দুখ। পিয়জন পদযুগ, পানি পসারল, পালটি না পেখনু মুখ॥ কানুক করুণা, করণে নাহি করলহু, কোপভরে কিছুই না জান। কোকিল কলরব, অবমোহে লাগয়ে, কেবল কুলিশ সমান॥ যৈছন কুবোলে, কাহে ম কান্দয়ম, তৈছনে কান্দিয়ে হাম। সুচতুর চন্দ্রশেখর, করি চাতুরী, মোহি মিলায়ব কান॥ ২৭

কামোদা।

চলিতে না জানিলে, আপহি আপনক, বৈরি কহত সব লোক। সো সতী জানহু,

পরভেল পাঞ্চনু, আজু হামারি সব দেখে। সখী হে ধরণী লোটায়ত মোই, তব যদি করে ধরি, তাহে উঠাইয়ে তব কিয়ে ঐছন হোই। পুন সব সঙ্গিনী, মোহে সুধায়ল, তবহুঁ যো বুঝিয়ে হাম। তব কাঁহে নয়ন, সলিলে তনু সেচব, অতএব বুঝিনু বিহি বাম॥ যো ভেল সো ভেল, সভে মিলি কত কহ, অবহিঁ করিয়ে পরকার। চন্দ্রশেখর কহে, হাম কি কহব, সব আপহি করবি বিচার॥ ২৮

তুড়ী।

কহইতে চাহি, চাহিয়ে পুন, হাম কহিলে না হোয়ব কি। দেখি শুনি জীইতে সাধ নাহি, পেল এক মাম। ছি ছি ছি॥ সখী হে তাহে কিয়ে দেয়ব দোখ। জগমহা সব জন, দোখ হেরি রোখয়ে, এমতি বিপরীত সোখ॥ পীতাম্বর গলে, রমণী চরণতলে, ধরণী লোটায়ত কোই। ঐছন বুক, বদন ফিরি বৈঠলি, ইহ কি সহনে মোহে হোই॥ একদিন এক ঘড়ি, একতিল সুখ নাহি, কেবল কলহ সদাই। চন্দ্রশেখর কহে, ঐছন মন হোয়ে, শমন হোয়ে শমনসদনে হাম যাই॥ ২৯

শঙ্করাভরণ।

পায় পড়ল হরি, পায় পড়ল হরি, পায় পড়ল হরি তোর। সভে মিলি ঐছন, বোলসি পুন পুন, কোই না বুঝল দুখ মোর॥ দুখ কাহে কহব হাম যাই। পায় পড়ল বলি, কিয়ে হাম তৈখনে, অম্বরে উঠায়ব যাই॥ আন রমণী রতি চিহ্নসে কত তনু, সবহুঁ দেখলি পরতেক। কহ দেখি মনহি, বিচারি সবহুঁ মিলি, কৈছেন হোয়ত বিবেক॥ নিতি নিতি তাকর, পর ঘর যায়ল, কত চিতে দেয়ব ক্ষেমা। চন্দ্রশেখর কহে, কাহে তুহুঁ রোখসি, পরিহর তা সোঙা প্রেমা॥ ৩০

পঠমঞ্জরী।

তে নহিক দোষ, এতহি সখা মিলিয়ে, সঙ্কেত করিলা নাহি আয়ে। হামহিক দোষ, মান করি তা সে, অবহু বহুত পঠ তায়ে॥ সখী কালোক দোষ বাখানি। আজি শনৈশ্চর, ধরি দুই প্রাতর, সময় অভদ্রক জানি॥ হরিষে যোই যুবতী, নিশি বঞ্চল, তা কর এহি পুন দোষ। আপন দাগে দাগি, তাহে ভেজল, তে মুঝ বাঢ়ল রোষ॥ এহি চারি দোষে, উপেখনু মাধব, অন্তরে করি অনুমান। চন্দ্রশেখর কহে, কৈছন করি তুহু, মুদি রহল দুনয়ন॥ ৩১

জয়শ্রী।

কয়লিত করলি, কলহ কাহে, কান্দসি বৈঠি বিরস তুহু ভবনে। সো কাহা যায়ব, আপহি আয়ব, পুনহি লোটায়ব চরণে॥ সুন্দরী বচনে করহ বিশু আসে। সজল নয়ন হরি, ধরণী লোটায়ত, চিত্র কহল মুঝ পাশে॥ ধেনু তেজি, সকল সখা-

পথ, পরিহরি নীপমূলে বসই। হরি হরি বলি শিরে, করাঘাত হানত, তুয়া নাম ধরি নিশসই॥ তুয়া লাগি কত বেরি, মুরু ঘরে আয়ল, হাম যব সাধব লাগ। চন্দ্রশেখর কহে, তবু তুহু মোচবি, আপন সাস্তক পাক॥ ৩২

পাহাড়ি।

কো সখী অক্রুর, ভোজভূপতি চর, বরজে বিজয়ী কোন কামে। মুরহর হলধর, দুহুজন লেয়ব, রথ করি মধুপুর ধামে॥ সখী হে কোন কহল ইহ বাণী। পদুমা রোই, উধ মুখে ধায়ত, উরুপর কঙ্কণ হানি॥ তাহে হাম পুছইতে, সো মোহে বোলল, যাহু যাহ নিজ সখী পাশ। রজনী পোহাইলে, রোহিণী সুত সঙে, কানু চলব পরবাস॥ পদুমিনী মুখে শুনি, এতি বোর আইনু, গোচর করলুম তোয়। হাহা হরি বলি, সুবদনী মুরছিত, চন্দ্রশেখর মরু রোয়॥ ৩৩

পাহাড়ি।

অকরুণ উদয় ভেল বে সখি, ঘোষ ঘরে বাজন বাজে। দাম শ্রীদাম সুদাম মহাবল, ধায়ত নিজ নিজ সাজে॥ সখী হে লাজ বদনে দে এই ছাই। চল চল সবে মিলি, অক্রুর পথ ধরি, সবিনয়ে বঁধুয়া ফিরাই॥ নন্দ মন্দমতি, অবোধিনী যশোমতী, রিপুপুরে তনয় সাজায়। কোই নাই ঐছন, হিত বচন পুন, যশোমতী শ্রবণে বুঝায়॥ দ্বিজকুল পাগল, পঢ়ত সুমঙ্গল, ধিক্ ধিক্ সবহুঁ জেয়ানে। চন্দ্রশেখর ভণে, রোহিণী-সুত সঙে, হরি আসি চড়ল বিমানে॥ ৩৪

ধানশ্রী।

পিয় পরবাসে, একলি হাম মন্দিরে, দিবস রজনী হাম রই। কিয়ে পিকু কিয়ে শুক, কিয়ে শিখী অলিকুল, কো নাহি উদবেশ দেই॥ হরি হরি এত দুখে জীবন রহই। নিজ নিরলজ পণ, জগতে জানায়ত, তে লাগি দুঃসহ সহই॥ মলয় সমীরণ, শশধর চন্দন, কোই নহত অনুকূল। হরি বিনু হার, ভার সম দোলয়ে, শূল সদৃশ ভেল ফুল॥ কাহা হাম যায়ব, কাহা গেলে পায়ব, মদন মনোহর রায়। চন্দ্রশেখর কহে, ধৈরয ধর ধনি, হাম সব রচব উপায়॥ ৩৫

সুহই।

কানু গুণ চিন্তনে, নিদ নাহি লোচনে, উদবেগে তনু ভেল ক্ষীণ। কাঞ্চন বরণ, কালীসম ভৈ গেল, বিলাপ করিয়া নিশিদিন॥ সখি হে দারুণ বিরহ ব্যাধি। দিনে দিনে বাঢ়ল, রাইতনু জারল, ভেদল অন্তর সাধি॥ অতি উনমাদে, মোহিত ঘন ঘন, না জানি কি হয় পরিণাম। জীবন মহৌষধি, এক মহান্তর, শ্রবণ-বিবর হরিনাম॥ ঐছন করি করি, কতদিন রাখব, দশমী দশা উপনীত। চন্দ্রশেখর কহে, মধুপুরে সাজব, আনি মিলাইতে মিত॥ ৩৬

সুহই

কস্তুং শ্যামল ধামা। হরি-কিঙ্কর হাম উদ্ধব নামা॥ অদ্য হরিস্তব কুত্র। মধুপুরে বসই বরজ জনমিত্র॥ কুরুতে কিং মধুনগরে কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে॥ পুনঃপুনঃ পুছই গোরী। চন্দ্রশেখর কহে প্রেম ভিখারী॥ ৩৭

অপর যত সঙ্গিনিক, খোজ নাহি পাইয়ে, জননী গৃহ কুঞ্জবর ধায়ে॥ হে মথুরানাথ, ধরি হাত গল অম্বরে, যাই কর সবহুঁ জীউদানে। এতুয়া কর পরশ, মৃত-জানিয়ে এতহি চন্দ্রশেখর পরমাণে॥ ৩৮

বড়ারী।

। তুয়া হৃদয় বিহি, কুলিশে গঠল হে। অতয়ে তুয়া বুঝিয়ে আছ কাজে, তুয়া বিরহ সন্নিপাতে॥ তুয়া বিরহ সন্নিপাতে, ওছু টলওছু নাটিকা অবহু, বলি রহলি কোন লাজে। ললিতা বিষ পান করি, লুঠয়ি মহীমণ্ডল, বিশাখা বিষ হ্রদে পড়ল ধায়ি। চরণযুগ মাথে করি. রোয়ত ওছু সোদরী, ইন্দুলেখি অবনী গড়ি যাই॥ বৃন্দদেবী সুদেবী, শির করি করকঙ্কণে মুকতি রহত ছুদ ছিন বামে।

মঙ্গল।

রাইক নরপতি। বেশ বনায়ত কুসুম বিপিনে হরি রায়। কাঞ্চন ছত্র, দণ্ড তারে দেয়ল, নিজ করে চামর ঢুলায়॥ সখি হে দেখহ রাইক ভাগি। অভিষেক করি, যমুনা জল সুশীতল, চলতহি অনুমতি মাগি॥ নব নব যৌবনী, রসিকিনী রঙ্গিণী, সারি সারি করিয়া বসায়। কুঞ্জ সহরে হরি, করে এক শাঠ করি, রাইক দোহাই ফিরায়॥ যৌবন রতন, পসার পসারল, নব নব নাগরী ঠাট। চন্দ্রশেখর কহে, তুহুঁ গ্রাহক যোই. পাতায়ল হাট॥ ৩৯

শশিশেখর।

পদাবলী।

ধানসী।

সুচারু-চন্দ্রিকা ফুটিল জানি। শ্যাম অভিসারে চলিল ধনী॥ লোটনে লম্বিত মালতী মাল। সৌরভে মাতল ভ্রমরা পাল॥ কুচগিরিফল চন্দন মাখা। নূপুর ধবল বসনে ঢাকা॥ দোহাতে জড়িত মুকুতা কসা। ওঠ মাঝে খেলে লম্বিত নাসা॥ গজদশনের সুচারু শাঁখা। কর-মূলে কিবা দিয়াছে দেখা॥ নিশি সঙ্গে অঙ্গ মিশাল করি। শশী কহে কুঞ্জে মিলিল গোরী॥ ১

মল্লার।

আজি অদ্ভুত তিমির রঙ্গ। আপনি না চিনে আপন অঙ্গ॥ নিরখি রাইক মন মাতঙ্গ। অঙ্কুশ নাহি মানেরে॥ সাজল ধনী শ্যাম বিহার। শিথিলীকৃত কবরী ভার॥ নীলোৎপল রচিত হার। কণ্ঠহি অনুপম রে॥ নীল বসন দোহার গায়। কিমেঘে বিজুরি লুকিয়া যায়॥ মদন দীপ পথ দেখায়। অনুরাগ আগুয়ান রে॥ পরিমল পাই ভ্রমর পুঞ্জ। বৈঠল আসি চরণ কুঞ্জ॥ মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ। লাগল মধু পান রে॥ মুখমণ্ডল শশী উজোর। হেরি ধায়ল তহি চকোর॥ উড়িয়া পড়ে হই বিভোর। চাহে পীযুষ দান রে॥ পথে পরমাদ হেরিয়া রাই। নীল বসনে মুখ ছিপাই॥ সঙ্কেত মিলল আই। যাহা নিব সই কানু রে॥ রাই আগমন নিরখি কান। শীতল ভেল তপত প্রাণ॥ নিজ দয়িতার বাঢ়ায় মান। আদরে আগুসার রে॥ আইস আইস বলি ধরল হাত। নহু নহু পুছত বাত॥ শশী কহে শুন পরাণ নাথ। আজি বড় আঁধিয়ারি রে॥ ২

কল্যাণী।

হরি অভিসার কাজে। উলটা সকল সাজে॥ মাথে মুকুতার মালা। হিয়াতে হেম মেখলা॥ চরণ কঙ্কণ পরি। ত্বরিতে চলিলা গোরী॥ নূপুর পাণির মূলে। অঞ্জন রঞ্জন ভালে॥ সিন্দূরে অরুণ আঁখি। চিবুকে চন্দন মাখি॥ হেন বিপরীত বেশে। মিলিল শ্যামের পাশে॥ শশিশেখর পহুঁ। হেরি হাসে নহু নহু॥ ৩

সৌরঠী।

তল্প রচিয়া রসে ভরে। আপনার তনু ধরিতে নারে॥ সখীগণ সঙ্গে সঙ্গীত গায়। কেহ তান ধরে কেহ বাজায়॥ আনে নাচাইয়া আপনি নাচে। স্বেদ জল নীল বসনে মুছে॥ কর্পূর সহিত খপূর পান। খায় হাসে ভাসে রসের প্রাণ॥

সখাগণ সঙ্গে পাশক খেলে। বপুপণে শশিশেখর বলে॥ ৪

করুণাশ্রী।

শেষ বিছাঞা, রহিনু বসিয়া, সুখদ সঙ্কেত বনে। কল্পিত সময়, হলো রসময়, বিলম্ব করিল কেনে॥ দূতী যায় যায় তুমি যায়। খুজিয়া তাহারে, আনিবে ধরিয়া, যেখানে লাগালি পায়॥ এই লেহ পান, করহ পয়ান, বিলম্ব না সহে আর। দক্ষিণ হইয়া, পথ ধর যাঞা, যমুনা নদীর ধার॥ ভাল ভাল বলি, পান শিরে তুলি, বিদায় হইলা দূতী। শশী বলে বালা, রহিল একলা, বিপিনে আঁধার রাতি॥ ৪

দেশাগ।

করি কুসুম শেয, তয়া সুখ লালসে, বিজন বনে বৈঠি বর বামা। ওহারি লাগি যতন করি, কুসুম তুলি কামিনী, নিজহি করে করু দামা॥ মাধব সো ধনী বিলম্ব হেরি তোর। চকিত চারু লোচনে, নিরখি নিজ সম্মুখে. তমাল তরু তাহে করু কোর॥ মলয় গিরি শীতল, পরিমল বিষময়ই শশি-কিরণ, বহ্নিত বলি জানে। কোকিলকুল শবদ শুনি, মুদিত দুহু লোচনে, বজর বলি হাথ দেই কানে॥ অতহে তুহু ত্বরিত করি, চলহ রতি মন্দিরে, সফল কর শেয দুহু মিলি। শশিশেখর তপত আঁখি, শীতল হব তৈখনে, নিরখি তুয়া সঙ্গে তুছু কেলি॥ ৫

ভূপালি।

কুলের বাহির হৈঞা কেনে বা আইনু। সুগন্ধি ফুলের মালা কেনে বা গাঁথিনু॥ কেনে বা কুসুমশেয সাজালি তোরা। কেনে বা চন্দন ভরি ধরিনু কোটরা॥ রজনী চলিয়া যায় বুকে শেল বাজে। কণ্ঠ না পাইনু দুখ লম্পটের কাজে॥ মনে মনে মনোরথ করিলাম যত। কানু বিনু সকলি হইল অনবথ॥ নিশি পোহাইলে যার রহিত জীবন। সেজন করিবে কালি কানু দরশন॥ এত বলি বিনোদিনী করয়ে রোদন। শশিশেখর হিয়া না যায় ধারণ॥

বিভাস।

প্রভাত দেখিয়া, চকিত হইয়া, কহিতে লাগিলা রাই। ওরে পঞ্চবাণ, লহরে পরাণ, ফিরি ঘরে যাইব নাই॥ মলয়া পবন, বহরে সঘন, দেহরে দারুণ বাধা। খলের পীরিতি, রহিব কিরীতি, পরাণে মরিলে রাধা॥ যমের বহিনী, শুন মোর বাণী, আর কর কেনে ক্ষমা। দেহ দাহ যাউ, সুশীতল হউ, ওরঙ্গে সেবহ আমা॥ কদম্ব তরুয়া, মালতী মরুয়া, তোমরা রহিলে সাথী। শশী বলে সবে, উচিত কহিব, পুছিলে কমল আঁখি॥

বিভাস।

রাধে জয় রাজপুত্রী মম জীবনদয়িতে। যায় যায় কানু যত বড় তুমি জানা গেছে তুয়া চরিতে॥ কিঞ্চিৎ তব কশ্চিন্নপরাধং ন করোমি। সঙ্কেত করি আজ ঘরে যাহ

নিশি জাগিয়ে আমি ॥ গতরাত্রৌ যদভূন্মম দুঃখং শৃণু সরলে। বধির হাম কিয়ে শুনব তাহে শুনায়বি বিরলে ॥ কথিতং যদি নহি দাস্যসি তৎ কিং কথয়ামি। শশিশেখর কহে শুভকর কিয়ে দেখহ স্বামী ॥ ৮

অশ্ববরী।

বিকলে বিকলা ত্যেজি বৈঠি রহু। প্রতিপক্ষ স্বভাব তুব রহু ॥ যব নন্দ সুনন্দন পায় পড়ে। তব কোপ বাঢ়ে অভিমান চঢ়ে ॥ নিজ সঙ্গে সখীগণ হিত কথা। শুনি ভালে উঠায়লি ভাঙ পাতা ॥ অব খর্ব্ব ভেয় সব গর্ব্ব তুয়া। বিহিচিত উচিত সুদণ্ড কিয়া ॥ অধিরূঢ় অহঙ্কৃতি ভদ্র লহু। শশিশেখর বেরহি বৈর কহে ॥ ৯

মল্লার।

প্রাণের দোসরি, নবীন কিশোরী, তোরে কি কহিব আর। মোর প্রতি তোর, এত অনুরাগ, কি দিয়া শোধিব ধার ॥ একে আধিয়ারী, বরিখত বারি, কুলিশ পড়য়ে তায়। নিবারিতে জল, দেখিবে কেবল, সবে নীলাম্বর গায় ॥ শিরীষের ফুল, হইতে কোমল, রাতুল চরণ তোর। ইথে কি করিয়া, আইলে চলিয়া, অঙ্গ সঙ্গ লাগি মোর ॥ ধনী ধনী ধনী, রমণী রমণী, তোমার নিছনি যাই। তিত বাস ছাড়ি, মরুণিমশাড়ী পরলহু পহি রাই ॥ বসন পরিয়া, বৈসল আসিয়া, আমি ধোয়াইব পা। শশী বলে শ্যাম, ত্বরিত করিয়া আগে মুছি দেহ পা ॥ ১০

করুণাশ্রী।

কাহা নন্দকুলচন্দ্র শিখি-পুচ্ছধারী। মরকতকান্তি কাহা নয়নসুখকারী ॥ কাহা মন্দ মুরলীরব যুবতী চিতহারী। কাহা রাসরস নৃত্য কাননবিহারী ॥ কাহা নিখিল রোগহর জীবন রসৌষধি। কাহা তোহারি বন্ধু সখা আমার সই মহানিধি ॥ কাহা মদন গর্ব্ব হর প্রেম অভিলাষী। কাহা রসিকনাগর গুরু গিরীন্দ্রবিলাসী ॥ কাহা পীতবসন পরিধান গুণরাশি। শশিশেখর কহই নব রঙ্গ পরকাশি ॥ ১১

বিহাগড়া।

হের দেখসিয়া, তুমনু হাসিয়া, গবাক্ষ দুয়ারে রাই। প্রাণনাথ সনে, একত্র শয়নে, মানিনী হৈয়াছে রাই ॥ একি প্রেমের কুটিল গতি। নহিলে বা কেনে, দুহার মিলনে, কলহ উপজে নিতি ॥ আপনার নখ, পদপরতেক, হেরিয়া নাগর উরে। কানু পিঠ করি, বসিলা সুন্দরী, নাগর কাঁপিছে ডরে ॥ কত পরকারে, অনুনয় করে, অধীন হইয়া হরি। শশী বলে মান, হব সমাধান, কেমন উপায় করি ॥ ১২

করুণাশ্রী।

যেই যে নাগরী, আরাধিল হরি, নিশ্চয় কহিনু তোরে। প্রাণের গোবিন্দ,

পাইয়া আনন্দ, সঙ্গতি লইল যারে॥ আমা সবাকারে, পরিহরি দূরে, তোরে লৈঞা সঙ্গোপনে। মদন বিলাস, করে পরকাশ, বুঝিলাম অনুমানে॥ রমণী রমণ, দুহুঁ পদচিহ্ন, পড়িয়া আছয়ে পথে। সফরী পতাকা, ধ্বজ উর্দ্ধ রেখা, বরজ অঙ্কুশ তাতে॥ আমরা গোপিনী, সবে ভাগিহিনী, ভাগ্যবতী এই নারী। শশী কহে সতী, বরজ যুবতী, তাহে অনুকূল হরি॥ ১৩

কবিশেখর।

কবিশেখর।

পদাবলী।

পঠমঞ্জরী।

শৈশব যৌবন দরশন ভেল। দুহুঁ পথ হেরইতে মনসিজ গেল॥ মদন কি তার পহিল পরচার। ভিন জনে দেয়ল ভিন অধিকার॥ কটিকে গৌরব পাওল নিতম্ব। ইনুহকে ক্ষীণ উর্দ্ধই অবলম্ব॥ প্রকট হাস অব গোপত ভেল। বরণ প্রকট ফের উর্দ্ধকে নেল॥ চরণ চঞ্চল গতি লোচন পাব। লোচনক ধৈরজ পদতলে যাব॥ নব কবিশেখর কি কহিতে পার। ভিন ভিন রাজ ভিন ব্যবহার॥ ১

তিরোতা।

তুহুঁ মনোমোহন কি কহব তোয়। মুগধিনী রমণী তোহারি লাগি রোয়॥ নিশি দিশি জাগি জপয়ে তুয়া নাম। থরহরি কাঁপি পড়য়ে সোই ঠাম॥ যামিনী আধ অধিক যব হোয়। বিগলিত লাজ উঠয়ে তব রোয়॥ সখীগণ যত পর-বোধয়ে তায়। তাপিনী তাতে ততহি নাহি ভায়॥ ইহ কবিশেখর তাক উপায়॥ রচইতে তবহি রজনী বহি যায়॥ ২

শ্রীরাগ।

সুন্দরি বেকত গোপন লেহা বঞ্চিত আজু, করণে নাহি পারবি, সাখী দেয়ব তুয়া দেহা। সঘনে আলস সখি, তুয়া মুখমণ্ডল, গণ্ড অধর ছবি মন্দ। কত রস পান, কয়ল সব মোহিত, রাহু উগারল চন্দ॥ জাগি রজনী তুহুঁ, লোহিত লোচন, অলস নিমীলিত ভাতি। মধুকর লোহিত, কমল কোরে জনু, শুতি রহল মদে মাতি॥ বেকত পয়োধরে, নখরেখ ভূখল, তাহে পড়ল কচ-ভারা। নিজ রিপু বলি, কলানিধি হেরইতে, মেরু পড়ল আন্ধি-য়ারা॥ নব কবি শেখর, কহই না পারত, দোষ শপতি করি জানি।· কত শত

বেরি, চোরি করি গোপন, বেরি এক বেকত বাণী ॥ ৩

কামোদা।

গোকুলে দেব দেয়াসিনী আওল নগরাহিঁ ঐছে ফুকারি। অরুন বসন পরি, জটিল বেশ ধরি, কানু দ্বারমাহা থারি ॥ শুনি ধনি জটিলা, তুরিতে চলি আওল, হেরইতে চমকিত ভেল। হামারি বধূর রীতি, হেরি জনু আনমতি, কহি নিজ মন্দিরে নেল ॥ দেব দেয়াসিনী কান। জটিলা বচনে, সুধামুখী নিয়ড়হি, এক দিঠে নেহারে বয়ান ॥ কহ তব অতনু দেব ইথে পাওল, হৃদিমাহ পৈঠল কাল। নিরজনে সোই, মন্ত্রে যব ঝারিয়ে, তব ইহ হোয়ব ভাল ॥ এত শুনি জটিলা, ঘরহিঁ দুহুঁ লেয়ল, নিরজনে দুহুঁ এক ঠাম। সব জন নিকসল, বাহিরে বৈঠল, পূরল কানু মন কাম ॥ বহুখন অতনু, মন্ত্র পড়ি ঝাড়ল, ভাগল তব সোই দেবা। দেব দেয়াসিনী, ঘরসঞে নিকসল, চাতুরী বুঝ কেবা ॥ জটিলা বহুত ভকতি করি হরষিতে, কতহুঁ ভীখ আনি দেল। কহ শেখরবর, ভীখ লেই তব, সোই দেয়াসিনী গেল ॥ ৪

মঙ্গল।

সখি হে তোহে হামারি বহু সেবা। ঐছন বাণী কবহু' জানি বোলাবি, জাতি কুল কিয়ে নেবা ॥ গোকুল নগরে, কানু রতি-লম্পট, যৌবন সহজে হামারা। তুহুঁ সখি রভসে, মোহে যদি বোলবি, লোকে করব পাতিয়ারা ॥ সো শরকুসুম, হেরি হাম কৌতুকে, ভুজযুগে মেটল তাই। দাড়িম জয়ে, পয়োধর উপরে, পড়লহিঁ কীর লোভাই ॥ উভয় চকিত ভুজে, ইতি উতি পেখলু, তে বেশ ভেগেল আন। ইথে পরিবাদ, কহলি মোহে বৈরিণী, ইহ কবি শেখর গান ॥ ৫

রামকেলী।

প্রভাতে উঠিয়া ব্রজরাজ। সকালে চলিলা ধেনু সমাজ ॥ সখাগণ আসি মিলল তাই। আনন্দ বাঢ়ল ও মুখ চাই ॥ গাভী দোহন করিয়া কান। সুবলের সনে নিভৃতে যান ॥ পুছত সুবল হেরিয়া মুখ। কি ভেল আজুক রজনী সুখ। কহত নাগর করি প্রকাশ। শুণ শুহিঁ রস শেখর দাস ॥ ৬

বিভাস।

হামে দরশাইতে, কতহিঁ বেশ করু, হামে হেরইতে তনু ঝাঁপ। দুরন্ত শৃঙ্গারে, আজ ধনী আওলি, পরশিতে থরহরি কাঁপ ॥ শুন হে কানু কহই ভবধারি। সকল কাজ হাম, বুঝলু বুঝায়লু, না বুঝলু অন্তর নারী। অভিনব কাম, নাম পুন শুনইতে, রোখত গুণ দরশাই। অবিষয গঞ্জয়ে, মন পুন রঞ্জয়ে আপন মনোরথ সাই ॥ অন্তরে জীউ, অধিক করি মানয়ে,

বাহিরে নাগরে উদাসে। কহ কবিশেখর, অনুভব জানসু, বিদগধ কেলি বিলাসে॥ ৭

ভাটিয়ারি।

সকালে সিনানে চলিলা গোরী। সখীগণ সঞে আনন্দ ভোরি॥ সুগন্ধি তৈল হলদি লইয়া। কোন সখী আগে চলিল ধাইয়া॥ কেহ ত বসন ভূষণ নিলা। রাইয়েরে বেড়িয়া সবে চলিলা॥ দূর সঞে হেরি নাগর-রাজ। ত্বরিতে আওল ধেনু সমাজ॥ রাইরূপ হেরি বিভোর হইয়া। দোহনের ছাঁদ পড়ে আউলাঞা॥ কহয়ে শেখর রসিকরাজ। ভুলল গোধন-দোহন কাজ॥ ৮

সুহই।

নিধুবনে শ্যাম বিনোদিনী ভোর। দুহাঁর রূপের, নাহিক উপমা, প্রেমের নাহিক ওর॥ হিরণ কিরণ, আধ বরণ. আধ নীলমণি জ্যোতি। আধ গলে বন-মালা বিরাজিত, আধ গলে গজমোতি আধ শ্রবণে, মকর-কুণ্ডল, আধ রতন ছবি। আধ কপালে চাঁদের উদয়, আধ কপালে রবি॥ আধ শিরে শোভে ময়ুর শিখণ্ড, আধ শিরে দোলে বেণী। কনক কমল, করে ঝলমল, ফণী উগারয়ে মণি॥ মন্দ পবন, মলয় শীতল, কুন্তল উড়য়ে বায়। রসের পাথারে, না জানে সাঁতারে, ডুবল শেখর রায়॥ ৯

কেদার।

হিম-কর-কিরণ হিম অনিবার। দিশি দিশি হিম-গিরি-পবন বিথার॥ চলিলা রমণী ধনী আকুল চিত। সঙ্কেত কেলি-নিকুঞ্জে উপনীত॥ না দেখিয়া তাহঁ বর-নাগর কান। কাতর অন্তর আকুল পরাণ॥ গুরুজন-নয়ন পাপগণ বারি। আয়লু কুলবতী চরিত উঘারি॥ ইথে যদি না মিলল সো বর কান। কহ সখি কৈছনে ধরব পরাণ॥ কহ কবিশেখর সুন্দরি রাই। ধৈরজ ধর হাম আনব যাই॥ ১০

ধানশী।

শুন শুন সুন্দরি কর অবধান। বিনি অপরাধে কহসি কেনে আন॥ পূজল পশুপতি যামিনী জাগি। গমন-বিলম্ব ভেল তথি লাগি॥ লাগল কুঙ্কুম মৃগমদ-দাগ। উচ্চারিতে মন্ত্র অধরে নাহি রাগ॥ রজনী উজাগরি লোচন ভোর। তথি লাগি তুহুঁ মুঝে বোলসি চোর॥ নব কবিশেখর কি কহব তোয়। শপথি করহ তবে পরতীত হোয়॥ ১১

বিভাস।

তুহুঁ না পরশ যদি মোয়। পিরীতি কৈছে তব হোয়॥ ইথে লাগি শরণ তোহারি। মানহ পরশ হামারি॥ যদি জানসি মঝু দোখ। মোহে হেরি সম্বর রোখ॥ এ তুয়া চরণ ধরি হাম। কহি

পদযুগ ধরু শ্যাম॥ তাহে না টুটল মান। মানিনী উপেখি চলু কান॥ কুঞ্জ অঙ্গনে কুঞ্জরাজ। কাঁপি পড়ল ক্ষিতি মাঝ। ফেরি নেহারত রাই। মরি মরি করত কানাই॥ ভুজগে কাটল তনু ওর। কপটহি মুরুছল ভোর॥ বজর পড়ল শুনি বোলে। রাই ধরি বন্ধু করু কোলে॥ উঠল নাগরবর শূর। মান-গরব ভেল চুর॥ মন্ত্র শিরোমণি ব্রজচাঁদ। সো ইহ পড়ল পুন ফাঁদ॥ ধনী মুখ মোছল বাসে। চুম্বন কয়ল বহু আশে॥ নিরসল হেরি বিহান। সব রস করু সমাধান॥ সো সমুঝাব দুহুঁ লেহ। দুহুঁ তনু বান্ধয়ে থেহ॥ কবিশেখর রস পায়। দুহুঁ জন প্রেম সহায়॥ ১২

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদন-চাঁদ। হেরি সহ-চরী হৃদয় কাঁদ॥ অবনত করি আপন শির। সঘনে শয়নে বহয়ে নীর॥ ক্ষিতি-তল নখে লিখই রাই। থির নয়নে রহয়ে চাই॥ সখীগণ কছু না কহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত॥ কুন্তল কবরী না বান্ধে তায়। কাতরে শেখরে দাঁড়াঞা চায়॥ ১৩

কৌ রাগিণী।

সকালে অমনি, বৃন্দা ঠাকুরাণী, আইল ললিতা বাস। কহিলা সকলি, কানুর বিকলি, মধুর বিনয় ভাষ॥ শুনিয়া ললিতা, মনে পাইয়া বেথা, দুজনে চলিলা ধাই। সজল নয়ানে, মলিন বয়ানে, যেখানে ই॥ ললিতা যাইয়া, তারে উঠাইয়া, করিলা আপন কোরে। আপন বসন. অঞ্চলে তখন, মোছয়ে নয়ন লোরে॥ তুহুঁ রসবতী, জগতে খেয়াতি, রূপে গুণে নাহি সীমা। সে রতনলভ, আনের দুর্লভ, জানিয়া না দেহ ক্ষমা॥ শতগুণ যার, এক দোষ তার, ছাড়িতে উচিত হয়। সে তোর কারণে, কান্দয়ে কাননে, এ কবিশেখর কয়॥ ১৪

গান্ধার।

সজনি না বুঝিয়ে মঝু ভাগ। আকুল চিত মঝু তাহি সজাগ॥ বচনহি নিজ করি না বোলয়ে রাই। মুঞি জীবত বিনু না বোলহ তাই॥ মঝু পরসঙ্গে না দেই কাণ। তাহা বিনু মঝু মুখ না ফুরয়ে আন॥ সমাধান চাহি না হয় সমাধান। তেঁ অতিরেকে হানয়ে পাঁচ-বাণ॥ শেখরে কহয়ে প্রিয় মন কর থির। সহজেই নায়রী ভাব-গভীর॥ ১৫

ভূপালী।

রাই যবে হেরল হরি-মুখ ওর। তৈখনে ছল ছল লোচন জোর॥ যব্হুঁ কহলহি লহু লহু বাত। তব্হুঁ কয়ল ধনী অবনত মাথ॥ যব হরি ধরলহি অঞ্চল পাশ। তৈখনে চর চর তনু পরকাশ॥ যব পহুঁ পরশল কঞ্চুক সঙ্গ। তৈখনে পুলকে পূরল সব অঙ্গ॥ পূরল মনোরথ মদন উপদেশ। কহ কবিশেখর পিরীতি বিশেষ॥ ১৬

কেদার।

বড় অপরূপ আজি পেখলু হাম। কি লাগিয়া তুহুঁ কয়ল মান॥ বিবরি কহিবে সজনি হে। এ কথা শুনিলে আউলায় দে॥ অতি অদভুত কোথা না শুনি। নাগরী উপরে নাগর মানি॥ এই অপরূপ কোথায় না দেখি। হেন প্রেম তুহুঁ শেখর সাখী॥ ১৭

কামোদা।

সজনি কি কহব কৌতুক ওর॥ অস-খিতে হাস, হাত মোর সরবস, মান-রতন গেও চোর॥ অবনত বয়ানে, যবহু হাম বৈঠলু, বিগলিত কুন্তল ভার। উর অম্বর সারি, সুত চরণ ধরি, গাঁথিয়ে মোহিত হার॥ লহু লহু পদ করি, নূপুর পরিহরি, কৈছে আওল সেই টাট। শির শপথি দেই, সখীগণ নিষেধই, লুকি রহল মঝু পিঠ॥ মৃগমদ চন্দনে, মন চঞ্চল ভেল, হেরইতে বঙ্কিম গীম। চিবুক চিকুরে ধরি, মুখ সমুখে করি, চুম্বয়ে বয়নক সীম॥ ঘন ঘন চুম্বন, দৃঢ় পরিরম্ভণ, রহল হিয়ে হিয়ে লাগি। কবিশেখর কহ, মদন শুতি রহ, চমকি উঠয়ে জনু জাগি॥ ১৮

শঙ্করাভরণ বা ধানশী।

চলিল নিতম্বিনী যমুনা সিনানে। সঙ্গিনী রঙ্গিণী গজগতি ভাণে॥ তৈল হলদি কোই আমলকী নেল। সুবরণ ঘট লই কোই চলি গেল॥ আনি নাগরবর চলু ধীরে ধীরে। আগুসরি আওল কালিন্দীর তীরে॥ একলি কানু খেলই জল মাহি। সহচরী মেলি ধনী মিলল তাহি॥ আন জন কোই নাহি তব সাথ। নাগর হেরি ঢুলায়ত মাথ॥ কাহুঁক জল দেই কাহুঁক পঙ্ক। কাহুঁক চুম্বই ধাই নিশঙ্ক॥ হেরি সব সহচরী চমকিত ভেল। ঝটিতহি ধাই রাই লই গেল॥ কণ্ঠ মগন জলে দুহুঁ একঠাম। পুরল দুহুঁক মনোরথ কাম॥ কহ কবিশেখর সহচরী পাশ। হোর দেখ রাধা কানু বিলাস॥ ১৯

বরাড়ী।

দেব আরাধনে চলু গোরী। সঙ্গহি সম-বয় নবীন কিশোরী॥ চন্দন কুঙ্কুম আর ফুল-মাল। লেয়ল বহু উপহার রসাল॥ চলু বর-নাগরী সঙ্কেত মাহ। সচকিত নয়নে দিক দশ চাহ॥ ঐছন সময়ে নিবিড় বন মাঝ। মিলল একলে বিদগধ রাজ॥ হেরি সুবদনী অতি হরষিত ভেলি। কহ কবি-শেখর দুহুঁজন কেলি॥ ২০

গান্ধার।

চিরুণি করে ধরি, কেশ বেশ করি, সিঁথায়ে দেই সিন্দুর। নাসবেশ করি, বসন পরায়ই, পায়ে ধরি পরায়ে নূপুর॥ সই পিয়া গুণ কহনে না যায়। দরিদ্র হেম যেন, তিলেক না ছাড়ই, রভসে রজনী গোঙায়॥ সো মোর শ্রমজল, আঁচরে মোছই, দেই বসনক বায়। চিবুক করে ধরি চুম্বনে

নিরখই, মুখভরি তাম্বুল খাওয়ায় ॥ বৃন্দাবন ভরি, রসের বাদর, দিন রজনী নাহি জান। কৃপণ ধন সম তিলেক না ছোড়ই, কবি-শেখর পরমাণ ॥ ২১

শ্রীরাগ।

সই পিরীতি পিয়া সে জানে। যে দেখি যে শুনি, চিতে অনুমানি, নিছনি দিয়ে পরাণে ॥ মো যদি সিনানে, আগিলা ঘাটে, পিছিলা ঘাটে সে নায়। মোর অঙ্গের জল, পরশ লাগিয়া, বাহু পসারিয়া রয় ॥ বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া, একই রজকে দেয়। মোর নামের আধ আখর পাইলে, হরিষ হইয়া লেয় ॥ ছায়ায় ছায়ায়, লাগিবে লাগিয়া, ফিরয়ে কতেক পাকে। আমার অঙ্গের, বাতাস যে দিক, সে মুখে সে দিনে থাকে ॥ মনের আকুতি, বেকত করিতে, কত না সন্ধান জানে। পায়ের সেবক, রায়-শেখর, কিছু বুঝে অনুমানে ॥২২

বিভাস।

রজনী কাহিনী, কহিতে রমণী, পুলকে পুরল দেহ। কনক বরণী, কি হৈল না জানি, সোঙরি সে সব লেহ ॥ অঙ্গের বসন, খসয়ে সঘন, নয়ানে ভরয়ে লোর। বিষাদে বিকল, বিছুরি সকল, চরণ না চলে থোর ॥ হৃদয়-মন্দিরে, পিরীতি-পালঙ্ক, রসের বালিস তায়। আরতি তোষাণ, তাহাতে অমনি, শুতল রসিক রায় ॥ পিয়ার পিরীতি, কহয়ে যুবতি, ধরিয়া সখার করে। শেখর সহজে, কহয়ে মরমে, দেখিবে নাগর বরে ॥ ২৩

সুহই।

কহিতে কানুর বিলাস কথা। ছল ছল ভেল নয়ন পাতা ॥ গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী। বিবরণ ভেল কি হৈল জানি ॥ পুলকে পুরল সকল দেহ। স্তবধ হইলে না চলে সেহ ॥ ঝর ঝর বাহি পড়য়ে ঘাম। ক্ষণে থর থর কম্পিত নাম ॥ মুরছি পড়ল সখীর গায়। হেরি সহচরী চমক পায় ॥ কোরে করিয়া রহল তাই। ক্ষণেকে চেতন পাওল রাই ॥ সখী কহে একি বিপরীত দেখি। কহিতে এমন কোথা না লখি ॥ আমরা কহিতে সুখের কথা। কহিতে তোহার কি ভেল ব্যথা ॥ রাই কহে মোর জীবন কানু। সে গুণ কহিতে অবশ তনু ॥ শেখর কহয়ে রহিয়া তাই। এমন প্রেমের বালাই যাই ॥ ২৪

আড়ানা।

অলখিতে আওল অলখিতে গেল। না পুরল মনোরথ বেকত না ভেল ॥ গুরু-জন জাগল ভেল বিহান। চরণ-নখর তেরি আন বয়ান ॥ হেরি হেরি কি করব কুলবতী হোই। অঙ্গনে কানু চরণ-চিহ্ন সই ॥ গুরুজন ভয়ে তব লেপইতে চাই। পিরীতি বিশেষ লেপই না পাই ॥ সম্ভ্রম ভেল হন ভ্রমে আনিবারি। সো রস ভাজল নয়ন কি বারি ॥ যে পথে রাতি চলল রতি-

চোর। সে পথে মনোরথ গেলহি মোর॥ দেহ রহল জনু সুধ পসারি। কহ কবিশেখর প্রেম বিচারি॥ ২৫

গান্ধার।

ওহে শ্যাম তু বড়ি সুজন জানি। কি গুণে চাহিলা, কি দোষে ছাড়িলা, নবীন পিরীতি খানি॥ তোমার পিরীতি, আদর আরতি, আর কি এমন হবে। মোর মনে ছিল, এ সুখ সম্পদ, জনম এমনি যাবে॥ ভুল হৈল কান, দিলা সমাধান, বুঝিলাম অরূপ কাজে। মুঞি অভাগিনী, পাছু না গণিলাম, ভুবন ভরিল লাজে॥ যখন আমার, ছিল শুভদিন, তখনে বাসিত ভাল এখনে এ সাধে, না পাই দেখিতে, কান্দিতে জনম গেল॥ কহয়ে শেখর, বন্ধুর পিরীতি, কহিতে পরাণ ফাটে। শঙ্খ-বণিকের, করাত যেমন, আসিতে যাইতে কাটে॥ ২৬

সে কাল গেল বৈয়া বঁধু সে কাল গেল বৈয়া। আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি কত না করিতা রৈয়া॥ বেশের লাগিয়া দেশের ফুল না রহিত বনে। নাগরীর সনে নাগর হইলা, আর চিনিবে কেনে॥ বুলি বেড়াঞা নাম লইয়া, ফিরিতা বংশী বাইয়া। মুখের কথা শুনিতে কত, লোক পাঠাইতা ধাইয়া॥ হাতে করিয়া মাথায় করিনু, কলঙ্কের ডালা। শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা॥ ২৭

তুড়ী।

সই কেমনে দেখাব মুখ। গোপত পিরীতি, বেকত করয়ে, এ বড়ি মরমে দুখ॥ এত টাটপনা, করে কোন জনা, বুঝিনু তাহার মতি। মোর অপযশে, সকলে হাসয়ে, ইথে কি পাইবে সিদ্ধি॥ আর এক দিন, সিনানে যাইতে, আঁচল ধরিল মোর॥ তথা দুই চারি, নাগরী আছিল, হাসিয়া হইল ভোর॥ পরশ পাইয়া, অবশ হইনু, ইহাতে করিব কি। শেখর কহে, কি করিবে লোকে, তোমার নিছনি দি॥ ৩০

ভূপালী।

শুন শুন বিনোদিনি রাই। তোহে পুন কহিয়ে বুঝাই॥ কানুর ভাব যব হোই। হিয় মাহা রাখবি গোই॥ কোন জন লখই না পার। বেকত করবি কুলাচার॥ কানু উয়ব হিয় মাহা। আন ছলে বিছুরবি তাহা॥ গুরুজন জনি তুয়া পাপ। দেখিলে দেয় বহু তাপ॥ থির করবি সদা চিত। ঐছন কুলবতী-রীত॥ পুন জনি ভাবহ আন। ইহ কবিশেখর ভাণ॥ ২৮

বিহাগড়া।

কবহুঁ রসিক সনে দরশন হোয়ে জানি। দরশনে হোয় জনু লেহ। লেহ বিচ্ছেদ জান, কাহুঁকে উপজয়ে বিচ্ছেদে ধরয়ে জনি দেহ॥ সজনি দূরে কর ও পরসঙ্গ। পহিলহি উপজিতে, প্রেম-অঙ্কুর, দারুণ বিহি দিল ভঙ্গ॥ যবহুঁ দৈব দোষ, উপ-

জ্ঞায় প্রেমহি, রসিক সনে জনু হোয়। কানু সে গোপতে, লেহ করি অব এক, সবহুঁ শিখায়ল মোয়॥ হেন ঔখদ সখি, কাঁহা না পাইয়ে, জনু যৌবন জরি যায়। অসমঞ্জস রস, সহিতে না পারিয়ে, ইহ কবিশেখর গায়॥ ২৯

ধানশী।

গুরুজন পরিজন, কে নাহি গঞ্জয়ে, কে নাহি করয়ে বিগান। আপন অপযশ, যশ করি মানলু হৃদয়ে না ভাবিনু আন॥ সখি হে কানুকে কহবি সম্বাদ। এত দিন প্রেম, গোপত করি রাখনু, অব ভেল মুঝে পরমাদ॥ গুণ লাগি প্রাণ, তৃণহুঁ করি মানলু, কি করব কুলবতী জাতি॥ কহ কবিশেখর অনুভবে জানিনু, পিরীতিক যৈছন ভাতি॥

বিহাগড়া।

কিবা সে দোঁহার রূপ। কিশোর কিশোরী, রূপ পসারই, সরস রসের কূপ॥ অরুণ-কিরণ, মলিন ইন্দু, কুমুদ মুদিত লাজে। চন্দ্রের ভরমে, চকোর মাতল, ইন্দীবর হাসে মাঝে॥ চাঁদের উপরে, চাঁদ পেখলু, ইন্দুর উপরে শশী। প্রেমের আবেশে,পিয়ে রস-সুধা, খঞ্জন যুগল পশি॥ যমুনা-তরঙ্গে, অরুণ উদয়ে, তারার পসার তথা। অরুণ ঝাঁপিয়া, তিমির রহল, কিয়ে অদ্ভুত কথা॥ কনক-লতায়, সুমেরু শিখর, বসের জনম তায়। খনের লতায়, মুকুতা ফলিল কেবা পরতীত যায়॥ সে রাধামাধব-রস-বৈভব, কহিতে শকতি কায়। রসের পাথারে, না জানে সাঁতার, ডুবল শেখর রায়॥ ৩২

জয়জয়ন্তী।

গগনে অব ঘন, মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই। কুলিশ-পাতন-শবদ ঝন ঝন, পবন খরতর বলগই॥ সজনি আজু দুরদিন ভেল। হামারি কান্ত, নিতান্ত আগুসরি, সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥ তরল জলধর বরিখে ঝর ঝর, গরজে ঘন ঘন ঘোর। শ্যাম নাগর, একলি কৈছনে, পন্থ হেরই মোর॥ সোঙরি মঝু তনু, অবশ ভেল জনু, অথির থর থর কাঁপ। এ মঝু গুরুজন, নয়ন দারুণ,ঘোর তিমিরহি ঝাঁপ॥ তুরিতে চল অব, কিয়ে বিচারহ, জীবন মঝু আগুসার। রায় শেখর-বচনে অভিসার, কিয়ে সে বিঘিন বিথার॥ ৩৩

তিরোতা ধানশী।

ঝর ঝর বরিখে সঘনে জলধারা। দশ দিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥ এ সখি কিয়ে করব পরকার। অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥ অন্তরে শ্যামচন্দ্র পরকাশ। ঘনহি মনোভব লেই নিজ পাশ॥ কৈছনে সঙ্কেতে বঞ্চয়ে কান। সোঙরিতে জর জর অথির পরাণ॥ ঝলকই দামিনী দহন সমান। ঝন ঝন শব্দ কুলিশ ঝন ঝান॥ ঘর মাহা রহইতে রহই না পার। কি করব এ সব

বিথানি বিথার ॥ চড়ব মনোরথে সারথি
তুরিতে মিলায়ব নাগর ঠাম ॥
মন মাহা সাথী দেয়ত পুনবার। কহ
শেখর ধনি কর অভিসার ॥ ৩৪

কেদার।

কুন্দ কুমুদ গজমোতিম হার। পহিরলে
হৃদয়ে ঝাঁপি কুচভার ॥ যোরই শশধর
কিরণ বিথার। ঐছন সময়ে কয়ল
অভিসার ॥ চৌদিকে সচকিত-নয়নে
নেহার। মদন মদালসে চলই না পার ॥
মিললি নিকুঞ্জে কুঞ্জরূপ পাশ। কহ
কবিশেখর কেলি-বিলাস ॥ ৩৫

কেদার।

রাধামাধব সুমধুর কেলি। দুহুঁ রূপে
দুহুঁ জন নিমগন ভেলি ॥ উলসিত
বিনোদ নাগরবর কান। কহই অমিয়া-
বাণী হসিত বয়ান ॥ সুন্দরি কি কহব
তোহারি বাখান। অলপে জিতলি তুহুঁ
ইহ পাঁচ-বাণ ॥ গুরুয়া কামান নয়ান-
কোণ এক। আর এক ঈষৎ হাস
পরতেক ॥ করহি সুকুসুম হাতে এক
হোয়। কুঞ্চিত কেশ দরশে এক সোয় ॥
অঙ্গহি অঙ্গ কিরণ কত ভেল। হেরি
পরাভব ভই চলি গেল ॥ কহ কবিশেখর
কি কহব কান। লাখ বয়ানে নহত
পরিমাণ ॥ ৩৬

কেদার।

সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম। সুখময়ী
রাধা তঁহি অনুপাম। দুহুঁ মেলি কেলি
বিলাস করু। দুহুঁ অধরামৃতে দুহুঁ মুখ
ভরু ॥ দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত বিলাসে
বিভোর। বিনোদিনী রাধা বিনোদিয়া-
কোর ॥ দুহু কেলি-পণ্ডিত রূপে গুণে
সম। বিলাস রভস রসে কেহ নহে কম ॥
সুদৃঢ়-সুরত দুহুঁ করু পরকাশ। রতিপতি-
হৃদয়ে লাগয়ে ত্রাস ॥ অদ্ভুত পরিরম্ভণে
ধনী লাজ। নূপুর রুণু রুণু কিঙ্কিণী বাজ ॥
এক তনু এক মন একহি পরাণ। দুহুঁ
তনু এক ভেল বিহি নিরমাণ ॥ শ্রমজলে
তিতল দুহুঁ জন গায়। দুহুঁ রতিসায়রে
ওর না পায় ॥ দুহুঁ দুহুঁ চুম্বি সমাধল
কেলি। দুহুঁজন সেবনে শেখর গেলি ॥ ৩৭

শ্রীরাগ।

পরম মধুর মৃদু, মুরলী বোলায়ত, অধর
সুধাধরে ধরিয়া। ধ্বনি শুনি ধরণী, ধয়ল
কুল-কামিনী, চোণ্ডক পড়ল জগ ভরিয়া ॥
নীপ নিকটে নব রঙ্গিয়া। পদের উপরে
পদ, তরুমূলে শ্যামচাঁদ, লীলা-ললিত
ত্রিভঙ্গিয়া ॥ পঞ্চানন চতুরানন নারদ,
ধ্বনি শুনি সুরপতি ধন্দে। ফল ফুলে
মগন, সকল বৃন্দাবন, তরু সঞে ঝরে
মকরন্দে ॥ শুনিয়া বংশীর গান, মুনিজন
ভুলে ধ্যান, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মুরছায়
রায়শেখর বোলে, বাঁশী শুনে কে না ভুলে
কুলবতী কি বাঁচিবে কি তায় ॥ ৩৮

সুহট সারঙ্গ।

তপনক তাপে, তপত ভেল মহীতল, তাতল বালুক দহন সমান। চড়ল মনোরথে, ভাবিনী চলু পথে, তপন তাপ নাহি জান॥ প্রেমক গতি অনিবার। নবীন-যৌবনী ধনী, চরণ কমল-জিনি, তথহিঁ করল অভিসার॥ কুল গুণ গৌরব, সতী-যশ অপযশ, তৃণ করি না মানয়ে রাধে। মন মাহা মদন-মহোদধি উছলল, ছোড়ল কুল-মরিযাদে॥ কতহুঁ বিঘিনী, জিতল অনু-রাগিণী, সাধল মনমথ-তন্ত্র। গুরুজন-নয়ন, নিবারিতে সুবদনী, পাঠ করয়ে মণিমন্ত্র॥ কেলি-কলাবতী, কুসুম সরসী কূলে,কৌশলে করল পয়ান। যত ছিল মনোরথ, পূরল মনমথ, ইহ কবিশেখর গান॥ ৩৯

বরাড়ী।

হেদে হে নিলাজ কানাই না কর এতেক চাতুরালী। যে না জানে মানুষতা, তার আগে কহ কথা, মোর আগে বেকত সকলি॥ বেড়াইলা গাবী লৈয়া, সে লাজ ফেলিলা ধুইয়া, এবে হৈলা দানী মহাশয়। কদম্বতলায় থানা, রাজপথ কর মানা, দিনে দিনে বাড়িল বিষয়॥ আন্ধার বরণ কাল গা, ভূমেতে না পড়ে পা, কুলবধূ সনে পরিহাস। এইরূপ নিরখি, আপনাকে চাহ দেখি, আই আই লাজ নাহি বাস॥ মা তোমার যশোদা, তার মুখে নাহি রা, নন্দ-ঘোষ অকলঙ্ক নিধি। জনমিয়া তার বংশে কাজ কর জিনি কংসে, এ বুদ্ধি তোমারে দিল বিধি॥ একই নগরে ঘর, দেখা শুন আট পর তিল আধ নাহি আঁখি লাজ রায় শেখরে কয়, রাজারে না কর ভয়, এ দেশে বসতি কিবা কাজ॥ ৪০

পঠমঞ্জরী।

রাই মুখ হেরি মুখরা কহে। এত কি আমার পরাণে সহে॥ রাখাল লইয়া ছুঁইতে চায়। অব কি করব নাহি উপায়॥ দান অবসর বুঝিয়া কাজে। লুকাই যাই নিকুঞ্জ মাঝে॥ এত কহি সবে ধাইয়া চলে নিকুঞ্জে রাই লুকায় ছলে॥ রসিক নাগর বুঝিয়া কাজ। লুকাঞা চলিলা কুঞ্জ মাঝ॥ রাই কানু তাহা দরশ পাই। রহে দুহুঁ দোহাঁ বদন চাই॥ প্রেমে অঙ্গে দ লইলা দান। রতি রতিপতি মুরতিমান॥ যে ছিল মানস পূরল আশ আনন্দে মগন শেখরদাস॥ ৪১

গান্ধার।

কানু বিরস কথি লাগি। কিয়ে ভেল হামারি অভাগি॥ যব হাম গেনু পিয়া পাশ। তেজই দীঘল নিশ্বাস॥ যবহুঁ পুছনু বেরি বেরি। সজল-নয়নে রহু হেরি॥ যব হাম রহল নেহার। লোচনে ঝরু অনিবার॥ তব ধরি বুঝনু বিচারি। কঠিন জীবন ধর নারী॥ কবি শেখর পরমাণ। না যায়ত পাপ পরাণ॥ ৪২

শ্রীরাগ।

খেলা-রসে ছিলা কানাই সনে। হেন কালে রাধারে পড়িয়া গেল মনে॥ আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া। রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥ রাধা বলি কানাই পূরিল মোহন বাঁশী। শ্রীরাধিকার কাণে তাহা প্রবেশিল আসি॥ শুনি ধ্বনি সুবদনী অথির হইয়া। বন্ধুরে আপনা দিয়া মিলিল যাইয়া॥ রায় শেখর কহে এই কথা বটে। চল সবে যাই আমরা যমুনার তটে॥ ৪৩

পঠমঞ্জরী।

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে। একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥ নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥ এই তরুশাখায় রহিল শারী শুকে। এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥ এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী। পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥ শ্রীদাম সুবল আদি যত তার সখা। ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥ দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী। আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥ তারে আসি যেন পিয়া দেয় দরশন। কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥ শুনিয়া আকুল দোতী চলু মধুপুর। কি কহিব শেখর বচন নাহি ফুর॥ ৪৪

ধানশী

কি কহব মাধব রাইক খেদ। কহইতে হৃদয় হোয়ত মঝু ভেদ॥ অতি দুরবল তনু ধরই না পার। কোকিল-শবদে বহয়ে জলধার॥ ইহ মধু সময় পুরবে যত খেল। সোঙরি সোঙরি তনু ঝামর ভেল॥ বিরহ-আনলে দহি বিবরণ অঙ্গ॥ বিষম বসন্ত তাহে মদন-তরঙ্গ॥ রোই রোই কি কহয়ে কছু নাহি জান। জনু পরলাপ কবিশেখর ভাণ॥ ৪৫

পঠমঞ্জরী

ঝর ঝর লোচন লোর। নাগর ভেল বিভোর॥ গোকুলমণ্ডল দুখ। শুনইতে বিদরে বুক॥ ঘন ঘন তেজয়ে শ্বাস। আকুল ভেল পীতবাস॥ গদ গদ কহে আধ বাত। ধূলিধূসর ভেল গাত॥ ঐছে মুগধ ভেল কান। নৃপ কবিশেখর ভাণ॥৪৬

সুহই।

যব ঋতুপতি নব পরবেশ। তব তুহুঁ ছোড়লি দেশ॥ তাহে যত বিবিধ বিলাপ। কহই হৃদয় যাহা তাপ॥ তব ধরি বাউরী ভেল। গিরীষ সময় বহি গেল॥ বরিষা ভেল চারি মাস। না ছিল জীবন-অভিলাষ॥ তাহে যত পাওল দুখ। কহইতে বিদরয়ে বুক॥ শারদে নিরমল চন্দ। তাক জীবন লেই মন্দ॥ পুরবক রাস-বিলাস। সোঙরিতে না বহে শ্বাস॥ হিম শিশিরে বহু শীত। দিনে দিনে উনমত চিত॥ অব

তেল বহুত নিদান। নব কবিশেখর ভাণ ॥ ৪৭

দেশাগ রাগ।

নিজ করপল্লবে, অঙ্গ না পরশই, শঙ্কই পঙ্কজ ভাণে। মুকুরতলে নিজ মুখ হেরি সুন্দরী, শশী বলি হরই গেয়ানে ॥ মাধব দারুণ প্রেম তোহারি। যো হাম হেরলু, তেঁ অনুমানলু, ভাগে জীবয়ে বর নারী ॥, চন্দন শীতল, অনল-কণা সম, দেহ উঠই বিষ কায়। দীঘল নিশ্বাস, পবন-দব দাহই, জীবই কোন উপায় ॥ কহ কবিশেখর, ভাগে তুহুঁ নাগর, ভালে তুয়া প্রেতি করু আশে। আপন মরম-জনে, এতেক নিঠুর পণ, আন কি কাজ কি ভাষে ॥ ৪৮

সুহই।

তিল এক নয়ন, ওত জীউ না সহ, না রহুঁ দুহুঁ তনু ভিন। মাঝে পুলক গিরি, অন্তর মানিয়ে, ঐছন রহুঁ নিশি দিন ॥ সজনি কোন পর জীয়ব কান। রাই রহল দূর, হাম মথুরাপুর, এতহুঁ সহয়ে পরাণ ॥ ঐছন নগর, ঐছে নব নাগরী, ঐছন সম্পদ মোর। রাধা বিনু সব, বাধা মানিয়ে, নয়নে না তেজই লোর ॥ সোই যমুনা-জল, সোই রমণীগণ, শুনইতে চমকিতে চিত। কহ কবিশেখর, অনুভবি জানলু, বড়কা বড়ই পিরীত ॥ ৪৯

পঠমঞ্জরী।

মানে মলিন বদনচাঁদ। হেরি সহচরী হৃদয় কান্দ ॥ অবনত করি আপন শির। সঘনে নয়নে গলয়ে নীর ॥ ক্ষিতিতল নখে লিখই রাই। থির নয়নে রহয়ে চাই ॥ সখীগণ কছু না কহে বাত। অরুণ বসন খসয়ে গাত ॥ ফুয়ল কবরী না বান্ধে তায়। কাতরে শেখর দাঁড়াঞা চায় ॥ ৫০

বেলোয়ার।

নাচত নিকে গৌর বর রতনা। ভকত-কলপতরু কলিমদ-মথনা ॥ গর গর ভাবে তনু পুলকিত সঘনা। নিজগুণে নিগূঢ় প্রেম রসে মগনা ॥ ভাবে বিভোর লোর ঝরু নয়না। নিরবধি হরি হরি বোলত বয়না ॥ গড়ি গড়ি ভূমে করত কত করুণা। শ্রীপদ-কুসুম সুকোমল অরুণা ॥ অজ ভব আদি সতত করু ভাবনা ॥ করু কবিশেখর সো পদ সেবনা ॥ ৫১

কানড়া।

নাচত নগরে নাগর গৌর, হেরি মুরতি মদন ভোর, যৈছন তড়িত-রুচির অঙ্গ ভঙ্গী নটবর শোভনি। কাম-কামান ভুরুক জোর, করতহিঁ কেলি শ্রবণ ওর, গীম শোভত রতন-পদক জগজন মনোমোহনি ॥ কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ্জ, পীঠে দোলয়ে লোটন তায়, শ্রবণে কুণ্ডল দোলনি। মাহিষ-দধি রুচির বাস, হৃদয়ে জাগল রাসবিলাস, জিতল পুলক,

কদম্ব-কোরক অনুখণ মন ভোলনি॥ গজপতি জিনি গমন ভাতি, প্রেমে বিবশ দিবস রাতি, হেরি গদাধর রোয়ত হসত গদ গদ আধ বোলনি। অরুণ নয়ান চরণ-কঞ্জ, তহিঁ নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ, চটনে বাজন ঝনর ঝনন, শুনি মুনি-মন লোলনি॥ মদন চৌদিশে শোহত ঘাম, কনক-কমলে মুকুতা-দাম, আমিয়া ঝরণ মধুর বচন কত রস পরকাশনি। মহাভাব রূপ রসিকরাজ, শোহত সকল ভকত মাঝ, পিরীতি-মূরতি ঐছন চরিত রায় শেখর ভাবণি॥ ৫২

কেদার।

তা তা থৈ থৈ মৃদঙ্গ বাজই, ঝনর ঝনর করতাল। তন তন তম্বুর, বীণা সুমধুর, বাজত যন্ত্র রসাল॥ ডম্ফ থমক কত, রবাব বাজত, পদতল তাল সুমেলি। নাচত গৌর সঙ্গে প্রিয় গদাধর, সোঙরিয়া পুরবক কেলি॥ তীরে তীরে ফুলবন যেন বৃন্দাবন, জাহ্নবী যমুনা ভাণে। কীর্ত্তন-মণ্ডল, শোভা অতি ভেল, চৌদিগে ভকত করু গানে॥ পুরবক লালস, বিলাস রাসরস, সোই সখী-গণ সঙ্গ। এ কবিশেখর হোয়ল ফাঁফর, না বুঝিয়া গৌরাঙ্গ-রঙ্গ॥ ৫৩

মঙ্গল।

নির্ম্মল কাঞ্চন জিতল বরণ, বসন ভূষণ শোভা। সুগন্ধি চন্দন তাহাতে লেপন, মদন মোহন আভা॥ উর পরিসর নানা মণি হার, মকর-কুণ্ডল কাণে। মধুর হাসনি, তেরছ চাহনি, হানয়ে মরমে বাণে॥ বিনোদ বন্ধন, তুলিছে লোটন, মল্লিকা মালতী, বেড়া। নদীয়া নগরে নাগরী-গণের ধৈরজ ধরম ছাড়া॥ মদন-মন্থর গতি মনোহর, করী সরমিত তায় এ খল-কমল চরণযুগল, দুখিয়া শেখর রায়॥ ৫৪

ভাটিয়ারি।

অতি অপরূপ রূপ মনোহর, তাহা না কহিবে কে॥ সুরধুরনী-তীরে নদীয়া নগরে, দেখিয়া আইনু যে॥ পিরীতি পরশ অঙ্গের ঠাম, ললিত লাবণ্য-কলা। নদীয়া-নাগরী করিতে পাগলী, না জানি কোথা না ছিলা॥ সোণায় বান্ধল মণির পদক উরে ঝলমল করে। ও চাঁদ মুখের মাধুরী হেরিতে, তরুণী হিয়া না ধরে॥ যৌবন-তরঙ্গে রূপের পাথারে, পড়িয়া অঙ্গেতে ভাসে। শেখরের পহু বৈভব কো কহু, ভুবন ডুবিল যশে॥ ৫৫

ভাটিয়ারি॥

নিরুপম কাঞ্চনরুচির কলেবর, লাবণি বরণি না হোয়। নিরমল বদন, বচন অমিয়া সর, লাজে সুধাকর রোয়॥ হেরল রে সখি রসময় গৌর। বেশ বিলাসে মদন ভেল ভোর॥ লোল অলকাকুল, তিলক সুরঞ্জিত, নাসা খগপতি উন। ভাঙ কামান বাণ দৃগঞ্চল, চন্দন রেখা তাহে শুণ॥ কম্বু-কণ্ঠমণিহার বিরাজিত, কাম কলঙ্কিত

শোভা। চরণ অলঙ্কৃত মঞ্জীর ঝঙ্কৃত, রায় শেখর মনোলোভা॥ ৫৬

সুহিনী।

হেরলু গৌরকিশোর। সুরধুনী-তীরে উজোর॥ সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ। করয়োহঁ কত কত রঙ্গ॥ মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দ কুসুম পরকাশ॥ জানুলম্বিত ভুজ-দণ্ড। জিতল করিবর শুণ্ড॥ অহর্নিশি ভাবে বিভোর। কুল-কামিনী-চিত-চোর। মদন মন্থর গতি-ভাতি। মুরছিত মনমথ-হাতী॥ সো পদ-পঙ্কজ রায়। কহ কবি শেখর রায়॥ ৫৭

সুহই।

কুন্দন কনক-কমল-রুচি নিন্দিত সুরধুনী-তীর-বিহারী। কুঞ্চিত-কণ্ঠ-কলিত-কুসুমা-কুল কুল-কামিনী-মনোহারী॥ জয় জয় জগ জীবন যশোধীর। জাহ্নবী সমুদ্র যেন, জলধর বরিখণ, ঐছে নয়ানে বহে নীর॥ পদ্মিনী পুঞ্জ, পিরীতি পুলকাম্বিত, পরি-হেন প্রেম পসারি। পহিরণ পীত, পট পতি-ভাঞ্চল,পদ-পঙ্কজ পরচারী॥ রসবতী রমণী-রঞ্জন রুচিরানন্দ, রতি-পতি রঞ্জিত ভায়। রসিক রসায়ন, রসময় ভাষণ রচয়তি শেখর রায়॥ ৫৮

সুহই।

কি পেখলু গৌরকিশোর। সুরধুনী-তীরে উজোর॥ সুঘড় ভকতগণ সঙ্গ। কর-তাহঁ কত মত রঙ্গ॥ মন্দ মধুর মৃদু হাস। কুন্দকুসুম পরকাশ॥ আজানুলম্বিত ভুজ-দণ্ড। জিতল করিবর শুণ্ড॥ অহর্নিশি ভাবে বিভোর। কুলকামিনী চিত-চোর॥ মদন মন্থর গতি ভাতি। মুরছিত মনমথ হাতী॥ সো পদপঙ্কজ রায়। কহ কবি-শেখর রায়॥ ৫৯

ধানশী।

সনকাদি মুনিগণে, চাহি বুলে দেবগণে, বিরিঞ্চি যেখানে নাহি পায়। দিগম্বর পশু-পতি, ভ্রমি বুলে দিবারাতি,পঞ্চমুখে যার গুণ গায়॥ যার পদধৌত হৈতে, শুচি কৈল তিন লোকে, হর-শিরে জটার ভূষণ। সে পহু নদীয়াপুরে, অবতরি শচীঘরে, সঙ্গে লৈয়া পারিষদগণ॥ সেই শচিনন্দন, জীব সচেতন, প্রকাশিলা নাম-সংকীর্ত্তন। বিষয়ী যবন যত তারা হৈল উনমত্ত, না হইল পড়ুয়া অধম॥ প্রেমজল মহাবন্যা, পৃথিবী করিল ধন্যা ত্রিভুবন চলিল বাহিয়া। তার্কিক পাষণ্ডী যত, পলাইল হৈয়া ভীত, অভিমান-নৌকায় চড়িয়া॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, তাঁর পাদম-করন্দ, যে জন করয়ে তাঁর আশ। তাহার চরণধূলি, তাহে মোর স্নান কেলি, দুখিয়া শেখর তাঁর দাস॥ ৬০

ধানশী।

শ্যাম গৌর বরণ একু দেহ। পামর জন ইথে করয়ে সন্দেহ॥ সৌরভে আগোর মূরতি রসসার। পাকল তেজ জম্বু ফল সহ-

কার॥ গোপজনম পুন দ্বিজ-অবতার॥ নিগম না জানয়ে নিগূঢ় বিহার॥ প্রকট ক'রল হরিনাম-বাখন। নারী পুরুষ মুখে না শুনিয়ে আন॥ শ্রীরঘুনন্দন-চরণ করি সার। কহ কবিশেখর গতি নাহি আর॥ ৬১

ধানশী।

গৌরাঙ্গ রসের নদী প্রেমের তরঙ্গ। উথলিয়া যাইছে ধারা কভু নহে ভঙ্গ॥ অভিরাম সারঙ্গ তার তট দুই খানি। অচ্যুতানন্দ তাহে প্রেমের ঘুরণী॥ স্রোত বহি যায় তাহে শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র। ডুবারী কাণ্ডারী তাহে প্রভু নিত্যানন্দ॥ প্রেম জল-চর শ্রীবাসাদি গদাধর। স্বরূপ শ্রীরূপ ভেল প্রেমের মকর॥ থাকুক ডুবিবার কাজ পরশ না পাইয়া। দুখিয়া শেখর কান্দে ফুকার করিয়া॥ ৬২

তুড়ী।

হাটের পত্তন, শ্রীশচীনন্দন, করল পাইয়া সুখ। হাটের ঠাকুর, নিতাই সুন্দর, খণ্ডিল জীবের দুখ॥ দেখ হাট মনোহর রঙ্গ। নরহরিদাস, হাটের বিশ্বাস, শ্রীনিবাস তার সঙ্গ॥ আর অদভুত, ঠাকুর অদ্বৈত, মুন্সী হাটের মাঝ। হরিদাস আদি, ফিরে হাট সাধি, রামানন্দ সত্যরাজ॥ করতাল যত, বাদ্য বাজে কত, মৃদঙ্গ তাহার ঢোল। হাট কলরব, নৃত্যগীত সব, ঘন ঘন হরি-বোল॥ প্রেমের পসার, লৈয়া গদাধর, সঙ্গে পসারিগণ। রায় রামানন্দ, মুরারি মুকুন্দ, বাসুদেব সুলোচন॥ সনাতন রূপ, পণ্ডিত স্বরূপ, দামোদর যার নাম। বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, বক্রেশ্বর গুণধাম॥ পণ্ডিত শঙ্কর, আর কাশীশ্বর, মুকুন্দ মাধব-দাস। রঘুনাথ আদি, গুণের অবধি, পুরল মনের আশ॥ কত নাম নিব, পসারী এ সব, পসার লইয়া কাছে। পসার ভূষণ, পুলক রোদন, মহাভাব আদি আছে। হাটের হাটুয়া, ভকত নাটুয়া, পসারি-মহিমা জানি। দৈন্য-দান দিয়া, সে প্রেম আনিয়া, সদা করে বিকি কিনি॥ হাটের কোটাল, ঠাকুর গোপাল, দান ঘাটী গোপী-নাথ। হাটের পালন, শ্রীরঘুনন্দন, করেন সুন্দর সাথ॥ দিবা রাতি নাই, বাজারে সদাই, যে যায় সে প্রেম পায়। প্রেমের পসার, করল বিথার, শচীর দুলাল রায়॥ ভাঙ্গিল আকাল, মাতিল কাঙ্গাল, খাইয়া ভরল পেট। দেখিয়া শমন, করয়ে ভাবন, বদন করিয়া হেট॥ জরা মৃত্যু নাই, আনন্দ সদাই, শোক ভয় নাহি হয়। আশা ঝুলি করি, শেখর ভিখারী, বাজারে মাগিয়া খায়॥ ৬৩

বিশ্বম্ভর গাছ তার কাতুরী গদাধর। নিত্যানন্দ জাঠি তায় ফিরে নিরন্তর॥ অভিরাম সারঙ্গ তায় বলদ এক জুড়ি। চালায় সরকার ঠাকুর হাতে প্রেম নড়ি॥ গুণ বাক্কা গায়ন বায়ন সব ফিরে। হরিনাম ইক্ষুরস দর দরাইতে পড়ে॥ যে পায় সে

খায় রস কেহো না ফেলয়। যত যত খায় তবু পেট না ভরয়। রূপ সনাতন তাহে রসের গাড়ই। নানা মতে করে পাক যার যে রুচই॥ গৌরীদাস পণ্ডিত হৈলা প্রেমের ভাণ্ডারী। বিনি মূলে দেয় রস গাগরী গাগরী॥ পাপিয়া শেখর তাহে রসের কাঙ্গাল। মাগিয়া যাচিয়া পাপে খায় সর্ব্ব-কাল॥ ৬৪

সুহই।

প্রাণ মোর সনাতন, রঘুনাথ জীবন, ধন মোর শ্রীরূপ গোসাঞি। শ্রীরঘুনন্দন পতি, তাহা বিনু নাহি গতি, যার গুণে ভব-ভয় নাই॥ ঠাকুর মোর রামানন্দ, স্বরূপ জগদানন্দ, শ্রীনিবাস মুরারি গোবিন্দ। কুল শীল জাতি মোর, নরহরি গদাধর, মুকুন্দ মাধব শুভানন্দ॥ আচার বিচার মোর, পণ্ডিত শ্রীদামোদর, সুলোচন লোচন আমার। দান ব্রত তপ ধর্ম্ম, জপ যজ্ঞ জ্ঞান কর্ম্ম, পুণ্য মোর নাম সংকার॥ হরিদাস আশ মোর, ঠাকুর শ্রীসুন্দর, বনমালী শ্রীধর মাধাই। গোপীনাথ বক্রে-শ্বর, গৌরীদাস কাশীশ্বর, পুরীদাস শিবাই নন্দাই॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত পরমানন্দ, এ তিন ঠাকুর সর্ব্বেশ্বর। যাহার করুণা পাঞা, পসু ধায় মত্ত হইয়া, আশা করে দুখিয়া শেখর॥ ৬৫

সুহই।

শ্রীবৃন্দাবন অভিনব সুমদন, শ্রীরঘু-নন্দন রাজে। লাখ লাখ বর, বিমল সুধা-কর, উয়ল শ্রীখণ্ড সমাজে॥ জয় পহু নটন-কলা রস-ধীর। নিখিল মহোৎসব, গৌর গুণার্ণব, প্রেমময় সকল শরীর॥ রুচির তরুণ নব, নটবর-শেখর, পীতাম্বর-বর-ধারী। গাই গাওয়ায়ত, গৌর-গুণামৃত, ভব-ভয় খণ্ডন-কারী। পদ-তল রাতুল, পঙ্কজ নহ তুল, পদ-নখ-ইন্দু পরকাশে। সে পদ রজনী দিনে, শয়নে স্বপনে মনে, রায় শেখর করু আশে॥ ৬৬

ধানশী।

ভূখণ্ড মণ্ডল মাঝে, তাহাতে শ্রীখণ্ড সাজে, মধুমতী যাহে পরকাশ। ঠাকুর গৌরাঙ্গ সনে, হিলসয়ে রাত্রি দিনে, নাম ধরে নরহরিদাস॥ শ্রীরাধিকার সহচরী, রূপে গুণে আগরি, মধুর মাধুরী অনুপাম। অবনীতে অবতরি, পুরুষ-আকৃতি ধরি, পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম॥ মধুমতী-মধু দানে, ভাসাইয়া ত্রিভুবনে, মত্ত কৈল গৌরাঙ্গনাগর। মাতিল সে নিত্যানন্দ, আর সব ভক্তবৃন্দ, বেদ-বিধি পড়িল ফাঁফর॥ যোগ-পথ করে নাশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ সহোদর। পাপিয়া শেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গা পায়, শ্রীরঘুনন্দন প্রাণেশ্বর॥ ৬৭

ধানশী।

নিশাকর ঘরে গেল, অরুণ উদয় ভেল, তারাপতি-কাঁতি মলিন। কুমুদ মুদিত ভেল, পদুম প্রকাশল, পরবশ পড়ল কঠিন॥ দেখিয়া দোঁহার রীতে, বৃন্দা বিকল-চিতে, আদেশিলা কোকিল কোকিলী। তারা সবে গান করে, ভ্রমর ঝঙ্কার পুরে, কেকা কেকা ময়ূর বিকলি॥ কক্‌খটী উঠায় ভাল, কি করহ রাধা কান, তুরিতহি করহ পয়ান। রাইরে না দেখি ঘরে, জটিলা গণ্ডুড় করে, বনে আসি করয়ে সন্ধান॥ কক্‌খটী কপট কথা, শুনি বৃষভানু সুতা, তরাসে তরল ভেল মন। রাধা কানু সখী সাথে, চলিলা গোপত পথে, তুরিতে তেজল সেই বন॥ দেখয়ে হরিণী যেন, ঐছন রমণীগণ, চকিত নয়নে বন চায়। নাগরী নাগর পাশে, দাঁড়াইয়া শেখর হাসে ভয় নাই সবারে বুঝায়॥ ৬৮

সুহই।

কতহুঁ তুলহ সঙ্গ ভৈ গেল বিচ্ছেদ। গর গর অন্তর বাঢ়ল খেদ॥ ঝর ঝর লোচনে শশি-মুখী রোই। অলখিতে আওল লখই না কোই॥ সহচরীগণ মেলি শেয বিছাই। অলসে অবশ ধনী শুতলি তাই॥ অন্তরে গর গর শ্যামর লেহ। সখীগণ সচতুরে চললি নিজ গেহ॥ সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ। কহ কবিশেখর রস-মরিযাদ॥ ৬৯

বিভাস।

নিদে নিঁন্দাদলি বালা। নিশি বাসর জাগিতে ভৈ গেল দুর্ব্বলা॥ তড়িত-লতা-বলি রামা। রতি-রণ-হরষে খরমে ভেল শ্যামা॥ অলসহি অঙ্গ অথির। সম্বরণ নাহি করে পীতম চীর॥ মন-সিদ্ধি সাধলি রাধা। আওল অলখিতে না পড়ল বাধা॥ কহ কবি শেখর রায়। ধরম সরম লাগি ও রস নিভায়॥ ৭০

বিভাস।

ভগবতী দেবী সময় সে জানি। রাইক মন্দিরে করল পয়ানি॥ শুতলি দেখলি অতি বিপরীত। গুরুজন-বচনে না মানয়ে ভীত॥ তপস্বিনী করলহিঁ কত অনুমান। কর পরশন করি রাই জাগান॥ চমকি উঠলি ধনী থরহরি কাঁপি। পীত বসনে সবহুঁ তনু ঝাঁপি॥ রতি-বিপরীত-চিহ্ন করতহিঁ গোই। রাগে বেকত তনু অবেকত হোই॥ কর জোড়ি রাই প্রণতি করি দেবী। আজু সফল দিন তুয়া পদ সেবি॥ কামিনী কাহিনী করু কত বন্ধে। দেবতি মঙ্গল দেই সুছন্দে॥ কহ কবি শেখর শুন সুকুমারি। পীত বসন তুহুঁ রাখহ সাঁবারি॥

বিভাস।

আজু বিপরীত ধনি দেখলু তোর। সমঝি না পারিয়ে সংশয় মোর॥ তুয়া মুখ মণ্ডল পুণিমক চাঁদ। কাহেঁ লাগি ভৈ গেল ঐছন ছাঁদ॥ নয়ন-যুগল ভেল কাজ

বিথার। অধর নীরস করু কোন গোঙার॥ পীন পয়োধরে নখরেখ দেল। কনক-কুম্ভ জনু ভঞ্জিত ভেল॥ অঙ্গ বিলেপন কুঙ্কুম-ভার। পীতাম্বর ধরু ইথে কি বিচার। সুজন রমণী তুহুঁ কুলবতী-বাদ। কা সএে ভুঞ্জলি মরমক সাধ॥ কামিনী কাহিনী দেবী-সম্বাদ। কহ কবিশেখর নহ পরমাদ॥

বিভাস।

তুয়া অঙ্গে পীত পহু চীরে। কুচযুগ চংশল কীরে॥ অধর-বিম্বফল তোরি। কো রস মেল নিচোরি॥ বচন কহসি আন ভাতি। কা সএে বঞ্চলি রাতি॥ হৃদয়-নয়ন-গতি-রীত। হেরইতে পায়লু ভীত॥ ইহ রস-কাহিনী কহই। উচিত বচন তহিঁ রচই॥ রায় শেখর অনুমানে। রাইক অমিয়া সিনানে॥ ৭৩

বিভাস।

নিশি-অবসানে, সব দাসীগণে, সত্বরে করয়ে কাজ। দেশের মন্দির, মাজল সুন্দর, রাখাল বেশের সাজ॥ কিবা সে দাসীর রীত। জানিয়া মরম, করয়ে করম, যাহাতে আপন জিত। দশন-মাজনী, রসনা-শোধনী থুইল থালাতে ভরি। কর্পূর সহিত, গন্ধচূর্ণিত, যতন করিয়া ধরি। নির্ম্মল সলিল, সুগন্ধি শীতল, পুরিয়া গাগরী ভরি॥ মুখ পাখালিতে, সিনান করিতে, যৌক উপরে ধরি। গামছা কাচিয়া, নির্জ্জন করিয়া, রাখল পৃথক করি॥ এ তৈল আমলা, আনল শ্যামলা, বিনিয়া বিনিয়া ভরি॥ উবটন করি, কনকমঞ্জরী, আনল রাইয়ের তরে। মঞ্জরী রতন, করিয়া যতন, আনল সিনান-চীরে॥ গুণবতী তথি, কর্পূর মালতী সুগন্ধি সলিল করি। বিধি অগোচর, নানা উপহার, থালীতে থালীতে ভরি॥ বিচিত্র বসন, তাহাতে ঢাকন, করল পরম সুখে। রাইয়ের ইঙ্গিতে, রাখল গোপতে, যেন আন নাহি দেখে॥ কর্পূর তাম্বুল, মালতীর মাল, শেখর যতন করে। সে পীত বসন, আনিয়া তখন, আপন আওয়াসে ধরে॥ ৭৪

পঠমঞ্জরী।

এ ধনি ঐছন কহবি মোয়। আজু যে কৈছন দেখিয়ে তোয়॥ নয়ন বয়ান আনহি ভাতি। কহিতে কাহিনী ভুলসি পাঁতি॥ সুরঙ্গ অধর বিরঙ্গ ভেলি। কা সএে কামিনী কয়লি কেলি॥ বেকত ভৈ গেল গোপত কাজ। অতয়ে কাহারে করহ লাজ॥ সঘনে জঘন কাঁপয়ে তোর। মদন-মথন কয়ল জোর॥ গৌর পয়োধর রাতুল রীতে। নখের আঁচর ঝাঁপসি তাতে॥ কনক কনহুঁ হেরিয়ে তাই। সঘনে বদনে উঠিছে হাই॥ পুলকে পুরিত সঙ্গল গা। চলিতে না চলে অথির পা॥ অমিয়া-সাগর তুহুঁ সে রাই। মুকুন্দ মাতঙ্গ বিহরে তাই॥ তেঁ বুঝিয়ে মন বিতথা দেখি। বেকত করিয়া না কহ সখি॥

কহয়ে শেখর কি কর লাজে। কহ না কাহিনী সখীর মাঝে॥ ৭৫

শ্রীরাগ।

কি কহব রে সখি তোমার সমাজ। কহইতে কাহিনী লাগয়ে লাজ॥ শুতি ঘুমায়লু হাম অগেয়ান। অলখিতে আওল নাগর কান॥ পীন পয়োধরে দেলহি হাত। তুরিতে লুকায়লু দেহ বিগাত॥ তবহিঁ অধর-রস পিবয়ে মোর। জাগল মনমথ বান্ধলু চোর॥ থর থর কাঁপিয়ে কোরে আগোরি। তব হাম ছুটল নিন্দ বিভোরি॥ করলু কোপ জানি যে বর কান। যো কিছু কহল মোরে সোই সে জান। পরিরম্ভণ বেরি মুদলু আঁখি। তাহে যে ভৈ গেল শেখর সাখী॥ ৭৬

ধানশী।

হাম অবলা সখি কিয়ে গুণ জান। সো রসময়-তনু রসিক সুজান॥ কতহুঁ যতনে মোরে কোরে বসাই। বান্ধল বেণী সে কবরী খসাই॥ কঞ্চুক দেয়ল হিয়া পর মোর। পরশি পয়োধর ভৈ গেল ভোর॥ কণ্ঠে পরায়ল মণিময়-হার। অঙ্গে বিলেপল কুঙ্কুম ভার॥ বসন পরায়ল করি কত ছন্দ। কিঙ্কিণী-জালহি নীবি-নিবন্ধ॥ নিজ করপল্লবে মযু মুখ মাজ। নয়নহি কয়ল সুকাজর সাজ॥ অলকা তিলকা দেই চৌরি নেহারি। কহ কবিশেখর যাউ বলিহারি॥ ৭৭

ভাটিয়ারি।

পাই অবসরে, বসিলা সত্বরে, সব সখীগণ মাঝে। তবে সখীগণ, খসায় ভূষণ, পরায় সিনান-সাজে॥ সখি দেখ না রাইক রঙ্গ। রতি-পতি-ভতি বিন্দিয়া যুবতি আভরণে দিল ভঙ্গ॥ তৈল আমলকী, দিল সব সখী, উবটনে তুলি মালা। সুগন্ধি সলিলে, সিনান করিয়া, শীতল হইলা বালা॥ গামছা আনিয়া, গাখানি মোছাওল, পরায় নীলিম-বাস। বেশের মন্দিরে, বসিলা সত্বরে, সখীগণ চারি পাশ॥ সে কালে বিস্তার, ষোড়শ শিঙ্গার করিয়া হেরয়ে মুখ। কৃষ্ণ অবশেষ, করিয়া পরশ, পাইল পরম সুখ॥ কহে রঙ্গলতা, আর এক কথা, শুনহ রাজার ঝি। কুন্দলতা ধনী, আসিছে এখনি, এমনি বাসিতেছি॥ দেখ একজন, বুঝহ কারণ, জটিলা নিকটে যাই। বুঝিতে সত্বর, হইলা শেখর, রাইয়ের ইঙ্গিত পাই॥ ৭৮

বিভাস।

সবারে সকল কাজে নিয়োজিয়া, আনন্দে নন্দের রাণী। কানুক শয়ন ভবনে আসিয়া কহয়ে মধুর বাণী॥ উঠহ বাছনি, মু যাউঁ নিছনি, আলস করহ দূর। তোর সখাগণে, ভরিল ভবনে, উদয় করিল সূর॥ রামের বসন, পরিলা কখন, কে নিল বসন তোর। রাতা উতপল, নয়ন-যুগল, কি লাগি দেখিয়ে জোর॥ নীল-নলিন, আতপে মলিন, কেন বা এমন দেহ। উনমত হৈয়া, বুলহ ধাইয়া,

কুদিঠি দিলে না কেহ ॥ হিয়ার উপর,কণ্টক-আচড়, গিয়াছিলা কোন বনে। আমার কপালে, না জানি কি ফলে, পরাণে মরিব মেনে॥ দেবতা কতেক, দানব যতেক, ফিরয়ে গহন বনে। সে সব দেখিল, তাহায় হইল, হেনই বাসিয়ে মনে ॥ দেবের কারণে, মঙ্গলাচরণে, পূজিব সিনান করি। এ মধি ওদন, করিয়া যতন, ভুঞ্জাব উদর ভরি ॥ মায়ের বচনে, জাগিয়া তখনে, হাসয়ে গোকুল রায় ॥ দেবতা-সেবনী, আইলা তখনি, যশোদা বন্দিল পায় ॥ রাণীর নন্দন, গৌরীর চরণ, সঘনে জপন করে। শেখর-যুগতি, শুন যশোমতি, কি ভয় তাহার তরে ॥ ৭৯

ধানশী।

ভগবতী আসি, ঘর মাঝে বসি, শয়নে দেখিয়া কান। গায়ে হাত দিয়া, তারে জাগাইয়া, করাইল সাবধান ॥ সত্বরে উঠিয়া, তাহারে বন্দিয়া, নয়ান কচালে হাতে। আশিস পাইয়া,বাহির হইয়া, মিলিলা সখার সাথে ॥ যত দাসগণ, করিয়া যতন, ধোয়াইল মুখ চান্দে। দেখিয়া বদন, মরমে মদন, ফাঁপরে পড়িয়া কান্দে ॥ সখাগণ সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, খিড়িকে আইলা হরি। গাভী বৎস সব, করে হাম্বা রব, দোহয়ে ঘটকি ভরি ॥ দোহন মোহন, না যায় কথন, আনন্দে আকুল গাই। শেখর যতনে, করয়ে গোপনে, এ পথে আসিবে রাই ॥ ৮০

সুহই।

নিশি পরভাতে সবে নন্দের ঘরণী। দাস দাসী ডাকিয়া কহয়ে প্রিয় বাণী ॥ আমার জীবনধন কানাই বলাই। লালিবে পালিবে তারে তোমারা সবাই ॥ যার যেই কাজ বাছা কর মন দিয়া। আমি আর কি বলিব বুঝ বিচারিয়া ॥ রাণীর উদার বোল শুনি দাস দাসী। আবেশে করয়ে কর্ম্ম প্রেমানন্দে ভাসি ॥ কুন্দলতা আনি কথা কহে যশোমতী। রাধারে আনহ বাছা করিয়া সংহতি ॥ শুনি পরণাম করি চলে কুন্দলতা। জটিলারে নমস্কারি নিবেদয়ে কথা ॥ দেখি আনন্দিত হৈলা জটিলার চিত। শেখর চলিলা তবে পাইয়া ইঙ্গিত ॥ ৮১

জয়জয়ন্তী।

দেখিয়া কুন্দলতা, জটিলা উনমতা, পরম আনন্দে নাচয়ে। ধরিয়া করি কোলে, তিতিল আঁখির লোরে,কুশল-বারতা পুছয়ে ॥ ও মোর বাছনি, সত্য কাহিনী, কহবি নিকটহি মো হেরি। তো হেন কুলবতী, জগতে নাহিক কতি হামারি বিশোয়াশ তোহারি ॥ গোপ-পুরী ভরি, যতহুঁ সুন্দরী, কাহুঁক না রহু লাজ। তো হেন পতিব্রতী, না দেখি যতি সতী, ঘোষয়ে লখিমী সমাজ ॥ হরিষিতা কুন্দলতা, তরসি কহে কথা, কতহুঁ বিনয়ে বেভারই। চতুর শেখর, অরতী অন্তর, কত যে যতনে সিধারই ॥ ৮২

ধানশী।

সে যে ব্রজেশ্বরী, না জানে চাতুরী, পরম উদার সেহ। যখন যা বলে, তখনি তা ভুলে, সবারে সমান লেহ॥ হেদে গো আরিয়া মা। সে জন আমারে, পাঠাইলা সত্বরে, দেখিতে তোমার পা॥ তৃণ খড় ধরি, দশন উপরি, যে সব কহিলে রাণী। সে সব শুনিতে, হেন লয় চিতে, পাষাণ গলয়ে জানি॥ মাসীর চরণে, কহিয়া বচনে, গোপতে আনিবা বহু। অলখিতে পথে, আসিবা তুরিতে, যেমতে না দেখে কেহ॥ শুনিয়া মিনতি, উলসি জরতী, চলিলা রাইয়ের ঘরে। কুন্দলতা-করে সোঁপিয়া বধূরে, রাণীরে আশীস করে॥ রাই-কর লৈয়া, নিজ-শিরে দিয়া, কহয়ে কাতর বোল। কুলের ধরম, পুত্রের সরম, সকল রাখবি মোর॥ বধূ দারুণ, না মানে বিনয়, তাহারে আমার ডর। নিভৃতে কেতনে, আসিবে যতনে, যাহাতে না হাসে পর॥ কুন্দলতা কহে, তুমি দেব মোহে, চরণ পরশি তোর। শেখরের ঠাঞি, কোন ডর নাই, সে বনে ভরসা মোর॥ ৮৩

পরবীণ। থাকিহ সবার মাঝে, বুঝি যা আপন কাজে, আমি আর জীব কত দিন॥ সদয়ে বিদায় করে, জটিলা চলিলা ঘরে, উলসিত রসবতী রাধে। রঙ্গিণী সঙ্গিনী তার, লেই সব উপহার, চলিল পুরাইতে সাধে॥ গজেন্দ্র-গমন জিনি, চলে রাই-বিনোদিনী, সুগড় সখীর হেলি অঙ্গ। কহয়ে শেখর রায়, পুছিতে পুছিতে যায়, রজনী-বিলাস রস রঙ্গ॥ ৮৪

মায়ুর।

রাধা-মুখ শশী, হেরইতে আকুল, ভৈ গেল নন্দ-কিশোর। নিজ-কুল-ধরম, করম নব বিছুরল, বিছুরল ছান্দন ডোর॥ হরি হরি ইহ কিয়ে ভেলহি রঙ্গ। বিছুরল শৃঙ্গ, বেত্র-বর পাঁচনী, বিছুরল অগ্রজ-সঙ্গ॥ বিছুরল শ্রীদাম, সুবল মধুমঙ্গল, বিছুরল যুদ্ধক খণ্ড। মন মাহা মদন, মহোদধি উছলল, বিছুরল দোহন-ভাণ্ড॥ হেরইতে ভাবিনী, সো রূপ লাবণী, তনু মন করু অনুবন্ধে। খড়িক সমীপ, সুধামুখী মিলল, রায়শেখর পর ছন্দে॥ ৮৫

ধানশী।

জরতী যতন করি, কহে শুন সুন্দরি, সখী সঙ্গে করহ পয়ান। উড়নী যোড়নী মাথে, দেখিয়া চলিবে পথে, লখিতে না পারে যেন আন॥ বড়ুর ঝিয়ারী বট, কুলে শীলে নহ ছোট, সব গুণে হও

ভূপালী।

পথ গতি নয়নে মিলল রাধা কান। দুহুঁ মনে মনসিজ পূরল সন্ধান॥ দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর। সময় না বুঝত অচতুর চোর॥ বিদগধ সঙ্গিনী সব রস জান। কুটিল-নয়নে কয়ল

সাবধান ॥ চলিলা রাজপথে তুহুঁ উর ঝাই। কহ কবি শেখর তুহুঁ চতুরাই ॥ ৮৬

করুণ কামোদ।

মধুর মধুর গৌর কিশোর, মধুর মধুর নাট। মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট ॥ মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত, মধুর মধুর তান। মধুর রসেতে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান ॥ মধুর হেলন মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি। মধুর মধুর বচন সুন্দর, মধুর মধুর ভাতি ॥ মধুর অধর জিনি শশধর, মধুর মধুর হাস। আরতি পিরীতি চরিতি মধুর, মধুর মধুর ভাষ ॥ মধুর যুগল নয়ান রাতুল, মধুর ইঙ্গিতে চায়। মধুর প্রেমের মধুর বাদর, বঞ্চিত শেখর রায় ॥ ৮৭

ভূপালী।

রাইয়েরি দেখিয়া, উমতি হইয়া, যশোদা করল কোরে। মুখানি ধরিয়া, চুম্বন করিতে, ভাসল নয়ান-লোরে। সে যে রসবতী, করল প্রণতি, যশোদা রোহিণী পায়। প্রিয় সখীগণ, গোপত বসন, ধরল ধনিষ্ঠা ঠায় ॥ পাইয়া বসন, করল গোপন, ধনিষ্ঠা যতন করি। করিয়া আদর, লই উপহার, রাণীর নিকটে ধরি ॥ বিবিধ বিধান, দেখিয়া পকান, হরিষ তাহার চিত। যশোদা রোহিণী, বুঝল কাহিনী, দেখিয়া রাইয়ের রীত ॥ আসি দাসীগণ, রাধার চরণ, ধোয়াইল শীতল নীরে। অতি সুকোমল, ও থল-কমল, মোছল পাতল চীরে ॥ রোহিণী সহিতে, রন্ধন করিতে, বসিলা রাজার ঝী। সব সখীগণ, যোগায় যোগন, শেখর যোগায় ঘি ॥ ৮৮

ভূপালী।

নিশি অবসানে, দাস দাসীগণে, ত্বরায় করয়ে কাজে। যার যেই কাম, করে অনুপাম, সবাই সবারে ভাজে ॥ দেব পুরন্দর, জিনি তার ঘর, রন্ধন-মন্দির সাজে। ধনিষ্ঠা সুন্দরী, রন্ধন-সামগ্রী, ধরল তাহার মাঝে ॥ জ্বলিতে ইন্ধন, আনিল চন্দন, দেয়ল যতন করি। বসিতে আসন, জলের ভাজন, তাহার নিকটে ধরি ॥ সুঘড় সুন্দরী রসের চাতুরী, বিবিধ রন্ধন জানে। বিধি-অগোচর, নান উপহার, করল আপন মনে ॥ কর্পূর মালতী, করল যুবতী, মনোলোভা মনোহরা। কয়ল কদম্বা, রেউড়া পতুমা, মতিচুর সুমধুরা ॥ অমৃতকেলিকা, বিবিধ লড্ডুকা, চাকি খণ্ড পদ্ম চিনি। গুজা খাজা পেড়া, চানা চন্দ্রচূড়া, মিছরি মারিয়া ফেণি ॥ লুচি পুরি করি, রস-পাকে ভরি, সরভাজা সরপুরী। মাটিরি শকরা, রসপুরা ঝর, করল অমৃত-কূপী। সুগন্ধি শীতল, করিয়া নির্ম্মল, ভরিয়া সোণার থালী। ভোজন-ভবনে রাখিলা যতনে ঢাকিয়া নেতের ফালি ॥ রসালা মথনি করল, রমণী, খণ্ড মণ্ডাদি যত। লছিমী-কেতনে, নাহিক যতনে, নন্দের ঘরের মত ॥ দধি দুগ্ধ কত, আর গাভাঘৃত, নূতন বাসনে ছেনা। নারিকেল-জল, করল শীতল, নবীন বাসনে

পানা॥ আম্রের আচার, কতেক প্রকার,কলা পানীফল আদা। ভাজনে ভরিয়া, রাখিল ঢাকিয়া, রাণীর মনের সাধ॥ সবে করে কায, না করে বিশ্রাম, আনন্দে আকুল চিত। একতান হৈয়া, মধুর করিয়া, গাওত মঙ্গল গীত॥ নিজ কাজ সারি, সকল সুন্দরী, রাণীরে কহিতে যায়। রাধিকা তুলারি, দেখিতে চল রি, কহয়ে শেখর রায়॥ ৮৯

ভূপালী।

সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন, রাধিকা রন্ধন করি। শাক পায়সাদি, পিষ্টক অবধি, বেদীর উপরে ধরি॥ সহস্র প্রকার, ব্যঞ্জন আচার, রাই সমাপন করি। গোঠেতে হইতে, সখার সহিতে, ঘরেতে আইলা হরি॥ নন্দরাণী কহে,যাহ বাছা সবে, সিনান করিয়া আসি। কানুর সহিতে পরম পিরীতে, ভোজন করিবে বসি॥ কমল-নয়ান, করিতে সিনান,বসিলা বেদীরোপরে। সারঙ্গ যতনে, সিনান বসনে, যোগায় ত্বরিতে করে॥ রক্তক পত্রক, যতেক সেবক, কানুর সিনান তরে। সুগন্ধি শীতল, নির্ম্মল সলিল, বেদীর উপরে ধরে॥ আনি মধুকণ্ঠ, উদ্বর্ত্তন ঝাঁট, মর্দ্দন করয়ে অঙ্গে। মদন-মোহন, করয়ে সিনান, সব দাসগণ সঙ্গে॥ সিনান করিয়া, গাথানি মুছিয়া, পরিলা যে পীত ধড়া॥ কানুর ভোজন যোগান কারণ, শেখর পড়িল সাড়া॥ ৯০

ভূপালী।

ভোজন মন্দির, ভিতর বাহির, শোধিয়া শীতল করি। পিঁড়া সারি সারি, সুবর্ণ ঝারি, সুগন্ধি সলিল ভরি॥ রাই সখীগণ, যতেক মিষ্টান্ন, ক্রম যে করিয়া রাখি। সে সব বিনানী, নন্দের ঘরণী, দেখিয়া হইয়া সুখী॥ কানাই বলাই, মিলি দোন ভাই, সখাগণ করি সঙ্গে। ভোজনে বসিয়া, পক্কান্ন দেখিয়া, বটুর বাড়িল রঙ্গে॥ রোহিণী নন্দন, করয়ে ভোজন,কানুর ডাহিনে বসি। বামেতে সুবল, সম্মুখে মঙ্গল, সঘনে উঠয়ে হাসি॥ রাম্বের জননী, দিছেন আপনি,রাধিকা রান্ধিল যত, সুগন্ধি ওদন, বিবিধ ব্যঞ্জন তাহা না কহিব কত॥ বিধি অগোচর, যত উপহার,দিছেন যশোদা মায়। রাধার বদন, দেখি অচেতন, হইলা নাগর রায়॥ অরুচি দেখিয়া, আকুল হইয়া, কহয়ে নন্দের রাণী। রাধা রসবতী, কপূর মালতী, তোমার লাগিয়া আনি॥ তুমি না খাইবে, রাই না আসিবে, স্বরূপ কহিনু তোরে। বিশাখা ললিতা, আর কুন্দলতা, ঠারিয়া কহিছে মোরে॥ মায়ের বচনে, পাওল চেতনে, নাগর-শেখর কান। রাই, মুখ দিয়া, আকণ্ঠ পূরিয়া, করিলা ভোজন পান॥ সব সখীগণে, করিলা ভোজনে, উঠিলা আপন সুখে। আচমন করি, যায় গড়াগড়ি, কর্পূর তাম্বূল মুখে॥ নন্দের নন্দন, করি আচমন, পালঙ্কে ঢালিল গা। চরণ-সেবন, করে দাসগণ, শেখর করয়ে বা॥ ৯১

ভূপালী।

রন্ধনে মলিনী, হইলা রমণী, বাহির হইয়া বসি। ঘামে টলমল, সে অঙ্গ অতুল, যেমন দিবস-শশী॥ আসি দাসীগণ, ধোয়ায় চরণ, সুগন্ধি শীতল নীরে। প্রিয়-সখীগণ পরায় বসন, ছয়ম করয়ে দূরে॥ রাধার দাসীগণ, পরম নিপুণ, মাজিয়া বিরল ঘরে বসিতে আসন, জলের ভাজন, সারি সারি করি ধরে॥ যশোদা আকুলি, করিয়া বিকুলি, রাইয়েরে করল কোরে। ও মোর বাছনি, ধাউ মুনি ছনি, ভোজন করহ বলে॥ রাণীর বচনে, চলিলা ভোজনে, বসিলা আসনো পরি। রোহিণী আনিয়া, দেন যোগাইয়া, থালীতে থালীতে ভরি॥ রাধার যে গণ, আনিল তখন, কুন্দলতা প্রিয়তমা। অবশেষ লৈয়া, দিলেন আনিয়া, করিয়া চাতুরী-সীমা॥ সখীগণ সঙ্গে, নানা রসরঙ্গে, ভোজন করল সুখে। ভক্ষ সমাপন, করি আচমন, তাম্বুল দেয়ল মুখে॥ পালঙ্ক উপরি, বসিলা সুন্দরী, বালিশে হেলান দিয়া। রাইয়ের ইঙ্গিতে, যে ছিল থালীতে, ভুঞ্জল শেখর গিয়া॥ ১২

ভুড়ী।

উলালী জুলালী, সোহাগ আগুলি, কহিয়া সাজায় রাণী। চাচর চিকুর, মাজল সুন্দর, বান্দল বিচিত্র বেণী॥ কি না সে রাণীর সাধা। নবীন বসনে, ভূষণে মণ্ডিত, কয়লি সুন্দরী রাধা॥ উদয়-অরুণ, গরব গরাসি সিঁথার সিন্দূর খানি। তিলক অলক, ললকে ঝলক, পলকে মোহয়ে মুনি॥ কাজলে সাজল, নয়ন-যুগল, বাজিল সুন্দর মুখ। ভুরুর ভঙ্গিমা, রঙ্গিমা দেখিতে, কামের কাঁপয়ে বুক॥ নাসার উপর, বিচিত্র বেশর, নিশ্বাসে সঘনে দোলে। পরম যতনে, পুরুষরতনে, পরাণ সহিতে খেলে॥ কাণে কাণফুল অতুল অমূল, ছটায় ঘটায় রবি। বাউল বিকল, অনঙ্গ আকুল, রহল তাহাতে সেবি॥ চিবুক চিকণ, কামের ভাজন, তাহাতে কস্তূরী-বিন্দু। দশন-বসন, ভুবন-মোহন, বচন অমিয়া সিন্ধু॥ চন্দনে চর্চ্চিত, পরম পবিত্র, পীন পয়োধর জোর। কষিত কঞ্চুলী, তাহাতে কাঁপলি, বান্ধল অতুল ডোর॥ প্রবালে প্রবল, করল সকল, তাল কাল পুঁতি-জ্যোতি। হেম হীরা মণি, বিচিত্র বনানি, তাহাতে দেওল মোতি॥ সে যে যশোমতি, পিরীতি মুরতি, রাইয়েরে করিয়া কোরে। সে সব ভূষণ, করিয়া যতন, দেয়ল তাহার গলে॥ হিয়ে হীর-হার, অতি মনোহর, তাহাতে পদক সাজে। দেখি দিনমণি, চতুর আপনি, কিরণ কুড়ায় লাজে॥ বাম কামশালা, শঙ্খ শশিকলা, শোভয়ে সে ভুজ আগে। রতন কঙ্কণে, কঙ্কণ ঝঙ্কনে, অনঙ্গে চমক লাগে॥ তাড় গাড় সাজ, গতি কামরাজ, দেয়ল রাইক ভুজে। বিপক্ষ-মর্দ্দনী, মুদ্রিকা খেচনী, অঙ্গুলী উপরে সাজে॥ জলদ-পটল, গরব গরাসি, পহিরি নীলিম বাস। কিঙ্কিণী-শবদে, জবদ করল, চটুল চটক-ভাষ॥ মঞ্জীর পিঞ্জান, করিয়া যতন, শেখর পরায়

পায়। যশোদা রোহিণী, সমুখে আপনি, সাজাওল সব গায়॥ ১৩

তুড়ী।

যশোদা রোহিণী, পরম যতনে, সাজাওল সব সখী। সুন্দর সিন্দূর, কটক ঠাটক, লাগল কামের আঁখি॥ যশোদা-অন্তর, অমিয়া-সাগর, রাধিকা মকর তায়। অগম অথল, মধুর শীতল, ডুবল সকল গায়॥ আমার জীবন, তোমরা দু জন, দুখানি আঁখির তারা। ব্রজরাজ-ধন, জানিবা এমন, সে জন আমারি পারা॥ এ ঘর-করণ, তোদের কারণ, শুনহ রাজার ঝি। ধাতার মাথায়, পড়ুক বজর, আর না বলিব কি॥ আর কিবা কহু, তোমা হেন বহু, নাহিক আমার ঘরে। হিয়ায় আগুণি, উঠিছে দ্বিগুণি, কি আর কহিব তোরে॥ জটিলা কুপিলে, আসিতে না দিবে, সে আর আপদ দড়। কুটিলা কুমতি, বিষের মূরতি, সেই সে ধাউড় বড়॥ দিনেক সোয়াস্তে, নারিয়ে রাখিতে, তাহারে হইল ডর। নিশ্বাসে ছুতুনা, করয়ে ঘটনা, সে বড় বিষম ঘর॥ দুর্ম্মেধ আয়ান, তাহারা দুজন, না জানি কেমন চিত। শেখর-মিনতি, শুন যশোমতি, সবার একই রীত॥ ১৪

ভাটিয়ারি॥

ধরিয়া মায়ের কর, কহে রাম দামোদর, শুভ কাজে না ভাবিহ দুখ। আমার কুলের ধর্ম্ম, গোচারণ নিজ-কর্ম্ম, করিতে পাইব বড় সুখ॥ স্বরূপে কহিনু কথা, নিশ্চয় জানিহ মাতা, অসুর নাহিক আর বনে। ঘরের সমান বন, চরাইয়া ধেনুগণ, কি ভয় বলাই দাদা সনে॥ গোবর্দ্ধনে দিয়া মেলা, সবাই করি গো খেলা, ধনিষ্ঠা যাইবে সেই খানে। তোমায় ভজন কথা, আমায়ে কহিবে তথা, তবে সে করিব জলপানে॥ শেখরের শুন বোল, কেহ না করিহ গোল, মায়েরে লইয়া যাও ঘরে। যে জন চতুর হয়, তারে বুঝাইয়া লয়, বুঝিয়া আপন কাজ করে॥ ১৫

সিন্ধুড়া।

ও মোর বাছনি ধনি, সতী-কুল-শিরো-মণি, ক্ষণেক বিশ্রাম কর সুখে। না হয়ে উছোর বেলা, সখী সঙ্গে কর খেলা, কর্পূর তাম্বূল দেও মুখে॥ রূপ গুণ কাজ তোর, পরাণ নিছনি মোর, শুতিয়া স্বপনে দেখি সদা। তোমা হেন গুণনিধি, আমারে না দিল বিধি, হৃদয়ে রহিয়া গেল সাধা॥ ধাতার মাথায় বাজ, যে হেন সে করে কাজ, আমারে ভাণ্ডিল কোন দোষে। বাছার বিবাহ তরে, হেন নারী নাহি পুরে, চাহিয়া না পাইল কোন দেশে॥ যশোদা-বিষাদ-কথা, শুনি বৃষভানু-সুতা, বদনে বসন দিয়া হাসে। পুলকে পুরল গা, মুখে নাহি সরে রা, ভাসিল রাণীর স্নেহ-রসে॥ শেখর সরস করি, কহে শুন ব্রজেশ্বরি, রাধিকা তোমার হেন জানি। সখা সব পুরে বেণু,

রাখড়িকে ডাকিছে ধেনু, সাজাও গো রাখাল শিরোমণি ॥ ১৬

ভাটিয়ারি।

হিয়ায় আগুনি ভরা, আঁখি বহে বহু ধারা, দুখে বুক বিদরিয়া যায়। ঘর পর যে না জানে, সে জনা চলিল বনে, এ তাপ কেমনে সবে মায় ॥ ও মোর যাদব দুলালিয়া। কিবা ঘরে নাহি ধন, কেনে বা যাইবে বন, রাখালে রাখিবে ধেনু লৈয়া ॥ আগে পাছে নাহি মোরো, হাপুতীর পুত তোরা, আকুল করিয়া যাবি মোরে। দুধের ছাওয়াল হৈয়া, বনে যাবে ধেনু লৈয়া, কি দেখি রহিব যাইয়া ঘরে ॥ ননী জিনি তনুখানি, আতপে মিলায় জানি, সে ভয়ে সঘন প্রাণ কাঁপে। বাড়ব-অনল পারা, বিষম রবির খরা, কেমনে সহিবে হেন তাপে ॥ কুশের অঙ্কুর বড়, শেলের সমান দড়, শুনিতে সিকিড়া পড়ে গায়। শিরীষ-কুসুম-দল, জিনিয়া চরণ-তল, কেমনে ধাইবে হেন পায় ॥ মায়ের করুণা-বাণী, শুনিয়া গোকুলমণি, কত মত মায়েরে বুঝায়। বিষাদ না কর মনে, কিছু ভয় নাহি বনে, ইথে সাখী এ শেখর রায় ॥ ১৭

তথা রাগ।

সুমুখী সঙ্কেত-বেণু, দেখিতে চলিলা কানু, নিভৃতে রহিলা এক ঘরে। কানুরে আনিয়া তথি, বেশ করে যশোমতী, সুখে হয়া দর দর করে ॥ নন্দরাণী কাচ কাচে নাটুয়ার ছান্দে। টানিয়া বান্ধল চূড়া, নব-গুঞ্জা দিয়া বেড়া, তাহে দিলা শিখি-পুচ্ছ-চাঁদে ॥ কিবা সে গ্রীবার শোভা, মদনের মনোলোভা, গোরোচনা-তিলক সুভালে। হিয়ে হার-মণি জ্বলে, বন-মালা দোলে গলে, অমূল্য মুকুতা নাসা ভালে ॥ অঙ্গদ বলয়া করে, শোভিয়াছে থরে থরে, চন্দনে চিকণ কালা-তনু। পরাইল পীত ধড়, তাহাতে ঘাঁঘর বেড়া, চলইতে করে রুণু ঝুনু ॥ রতন ধড়ার থোপ, দুই দিগে নাচে যা শোভ, বক্ষরাজ সনে করে মেলা। ক্ষণে ক্ষণে উড়ে যায়, আসিয়া লাগয়ে পায়, নূপুর সহিতে করে খেলা ॥ ডাকিনী শাকিনী ভয়ে, ধড়ে প্রাণ নাহি রহে, বান্ধিয়া সাধিয়া আনি মায়। অজয়-অমর-তনু, হয়ে যেন রাম কানু, এমতি বান্ধিয়া দিবে গায় ॥ বান্ধিয়া সাধন বড়ী, বান্ধে রক্ষা-মন্ত্র পড়ি, রাম দামোদর দেখি হাসে। দণ্ডবৎ হইয়া মায়, রাম দামোদর রায়, যশোদা রোহিণী তার পাশে ॥ রহিয়া রহিয়া যায়, ফিরিয়া ফিরিয়া চায়, জননী প্রবোধে বারে বারে। শেখর শুনহ বোল, কি লাগিয়া কর রোল, মায়েরে লইয়া যাও ঘরে ॥ ১৮

কল্যাণী।

বলরামের কর লৈয়া, গোপালেরে সমর্পিয়া, পুন পুন বলে নন্দরাণী। এই নিবেদন তোরে, না যাবে কালিন্দী-তীরে, সাবধান মোর নীলমণি ॥ রামেরে লইয়া কোরে, সিঞ্চয়ে আঁখির নীরে, পুন পুন চুম্বে মুখ-

খানি॥ সবার অগ্রজ তুমি, তোরে কি শিখাব আমি, বাপ মোর যাইয়ে নিছনি। বলাই রাণীর পায়, পুন পরণাম করে, পুন পুন রাণী কোলে করে॥ যাইতে না পারে বনে, বান্ধিল রাণীর প্রেমে, কাহে রাম গদগদ স্বরে॥ কিছু ভয় নাহি মনে, ঘর যাই দুই জনে, সকালে খাইয়া অন্ন পানে। সংবাদ পাইল তবে, আমরা খাইব সবে, শেখর কহয়ে সাবধানে॥ ৯৯

ধানশী।

সব ধেনুগণ লৈয়া, গোপনে নিয়োজিয়া, সবারে করিল সাবধান। দাদার নিকটে যাঞা, বিনয়ে বিদায় হৈয়া, বনশোভা দেখিবারে কান॥ কানু কহে ওরে ভাই, খেল সবে এই ঠাঞি, আমি আসি কানন দেখিয়া। থাকিবে দাদার কাছে, কেহ কোথা যাও পাছে, গিলিবে অসুরে সবে লৈয়া॥ শিশু পশু নিয়োজিয়া, সুবল বটুরে লইয়া, বাহির হইলা নটরায়। রাইয়ের সরসী-কূলে, আইলা কদম্ব-তলে, সময়ে শেখর রস গায়॥ ১০০

কানুরে পাঠাইয়া বনে, যশোদা বিষাদ মনে, আসিয়া রাধিকা করি কোরে। দুঃখে আলুইছে গা, মুখে না নিঃসরে রা, বসন ভিজিয়া গেল লোরে॥ গদগদ স্বরে রাণী, কহয়ে বিষাদ-বাণী, ধরিয়া রাধার দুটী করে। বৃষভানু যমান হেন, আমারে জানিবা তেন, সে ঘর এ ঘর সব তোরে॥ কি আর করিব সাধ, সকলে পড়িবে বাদ, দিনেক রাখিতে নারি তোমা। এমনি বিষম লোক, জীয়ন্তে পাড়য়ে পোক, তিলেক নাহিক কার ক্ষেমা॥ বিবিধ মোদক রাণী, রাইয়ের আঁচলে আনি, দিলা কত যতন করিয়া। ফুকার করিয়া কান্দে হিয়া থির নাহি বান্ধে, ধারা বহে মু বুক বান্ধিয়া॥ রাণীর করুণা শুনি, পাষাণ গলয়ে জানি, সখীগণ কান্দিয়া বেথিত। শেখর সময় জানি থির কৈল নন্দরাণী, কহে রাই চলহ তুরিত॥১০১

মঙ্গল।

কুন্দলতা সনে কথা কহে নন্দরাণী। রাইয়েরে লইয়া বাছা চলহ আপনি॥ যতন করিয়া বধূ সোঁপিবে তাহারে। কহিবে সকল কথা বিনয় বেভারে॥ জটিলা তোমারে বড় করে পরতীত। বুঝিয়া কহিবে সব যে হয় উচিত॥ রাধিকা আমার যেন নিতি আইসে যায়। ললিতা বিশাখা বাছা থাকিবা সদায়॥ বিদায় করিতে নারে কান্দয়ে করুণে। মুখানি ধরিয়া চুম্ব দেয় ঘনে ঘনে॥ স্তন-ক্ষীর-ধারে অঙ্গ করয়ে সিঞ্চন। ক্রমে ক্রমে লালন করিলা সখীগণ॥ রাণীর চরণ ধূলি সবে লইল শিরে। নন্দের মহল হৈতে হইল বাহিরে॥ শেখর কহয়ে হিয়া সম্বরিতে নারে। পাছু পাছু গমন করিলা কত দূরে॥ ১০২

ধানশী।

কলাবতী-কৌশল কহনে না যায়। প্রণতি করল পুন যশোমতী পায়॥ অনুমতি মাগই অনুনয় করই। ব্রজপতি দম্পতী অনিমিখে রহই॥ গদগদ শবদে না ফুরয়ে বাণী। গরগর অন্তর পুন ধরু পাণি॥ তুহুঁ অতি গুণমণি করহ পয়ান। আকুল ভৈ গেল হামারি নয়ান॥ আকুলে অনুসরি আওলি দূর। কাতরে কমলিনী কহয়ে মধুর॥ মিনতি করিয়া ধনী রাণী বাহুড়াই। কহ কবিশেখর বড় চতুরাই॥ ১০৩

ধানশী।

গ্রামহি যাবট, যৈছন পাবক, তৈছন সব জন রীত। পরচরচা বিনে, আনহি নাহি জানে, না বুঝিয়ে কৈছন রীত॥ সখি হে ইহ কুলে ইহ বেবহার। কুটিল কুমতি জন, পিশুন-পরায়ণ, নিন্দুক গলে ধরু হার॥ নিজ নিজ যশ গুণ, ঘোষয়ে পুন পুন, কেহু কাছ হিত না মানে॥ হামারি করমফলে, বিহি বান্ধি হাতে গলে, সোঁপল তাকর থানে॥ জনমে জনমে কত, পাপ কৈনু শত শত, সে সব ভেল আগুসার। জনমিয়া ইহ পুরী, মানুষ আকার ধরি, জীবন ধরই হামার॥ নারী জনম করি, কিয়ে বিহি নিরমিল, তাহে পুন কুলবতী-বাদ। তাহে রূপ যৌবন, এক নহে ঊন, আর নহে প্রেমক সাধ॥ পায়ে পায়ে সঙ্কট, যৈছন কণ্টক, কৈছে নিভয়ে নাহি জান। ঐছন কো হয়ে, আপন জানি মোহে, দুই দিগে রাখয়ে সমান॥ পহিলে জানিতুঁ সব, ইহ দুখ পাওব, তব কাঁহে করব সু লেহ। রায় শেখর-বাণী, শুনহ চলহ ধনি, কাঁহে এত করহ সন্দেহ॥ ১০৪

শ্রীরাগ।

সখী সাথে চলে পথে রাই বিনোদিনী। বিষাদে ব্যাকুল হৈয়া কহয়ে কাহিনী॥ এ নারী-জনমে হায় কৈল কত পাপ। সেই ফলে সদাই পাইয়ে মনস্তাপ॥ ননদিনী কুবাদিনী প্রতি বলে ভাজে। শাশুড়ী সঘনে মোরে আঁখি ঠারে তাজে। স্বামী সোহাগে কভু না ডাকিল মোরে। নিশ্বাস ছাড়িতে নারি দেবরের ডরে॥ পোড়া সে পাড়ার লোক দেখিয়া ডরাই। আপনা বলিয়া বলে হেন কেউ নাই॥ পরাধীন হৈয়া প্রেম কৈনু পর সনে। জানিয়া শুনিয়া ঝাঁপ দিয়াছি আগুনে॥ এ কবি-শেখর কয় না করিহ ডর। গোপনে সুখ না ভাবিহ পর॥ ১০৫

ধানশী।

তুলসী-বচনে, সব সখীগণে, দেবী পূজিবার তরে। বিধি-অগোচর, নানা উপ-হার, পুজন-ভাজন ভরে॥ চিনি ফেণী কলা, মাখন রসালা, মেঠাই কদম্ব তলা। পুরি পুয়া খাজা, পেড়া সরভাজা, রাধিকা করিয়াছিলা॥ অমৃতকেলিকা, আদি সে লড্ডুকা, সঘৃত মুদগ ঝুরি। দেবতা-পূজনে করিয়া যতনে, থাকরা মিছিরি থেরি॥

অগোর চন্দন, ভরিলা ভাজন, সুগন্ধি ফুলের মালা। অতুল অমুল, কপুর তাম্বুল, সাজল সকল ডালা॥ সঙ্গিনী রঙ্গিণী, রূপ-তরঙ্গিণী, বসিয়া মন্দির মাঝে। মদন মোহন, মোহিতে যতন, করিলা রাইক সাজে॥ সবারে সত্বর, করিলা শেখর, দেখিয়া উছর বেলা। জটিলা-চরণ, করিয়া বন্দন, চলিলা সকল বালা॥ ১০৬

ধানশী॥

হেম-জ্যোরি বরতত্তী তমালের গায়। তাহা দেখি তরল আঁখি বক্র করি চায়॥ চন্দ্র-মুখা ডাকি সখী বলে দেখ কি। কানু কোলে করি খেলে কোন রাজার ঝি॥ মোরে দেখি পাটাবুকী না করিল ডর। পর পুরুষে রস বরিষে ছাড়িতে নারে ভর॥ পরের বোলে যে জন ভোলে কি বলিব তারে। চড়ি গাছে ভ্রূকুটি নাচে জিউ হারাবার তরে॥ শেখর কবি কহে হাসি ধনী আগেয়ান। তমাল কোলে লতা দোলে আবে কহে আন॥ ১০৭

ভাটিয়ারি।

কাননে কাতর কুলবতী রাই। চকিত-নয়ানে ঘন দশ দিশ চাই॥ কোকিল-কল-রবে বিকল পরাণ। শুণি শুণি ভাবিনী ভেল নিদান॥ উষসি উষসি খসি খসি পড় লোর। গদ গদ কণ্ঠ-শবদ ঘন ঘোর॥ ঐছন আয়লি তপনক গেহ। পুজা-উপহার তঁহি রাখলি কেহ॥ তঁহি পরণাম করি বৈঠলি ধন্দ। সখাগণ কৌতুক করু নানা ছন্দ॥ উতপত দেয়ই দীর্ঘ নিশ্বাস। ক্ষণে রোদন করু ক্ষণে করু হাস॥ কহে কবি-শেখর শুন সুকুমারি। কাঁহে লাগি কাতর মিলব মুরারি॥ ১০৮

সুহই।

কুসুমিত কুঞ্জহি কাতর কান। কামিনী লাগি কত করু অনুমান॥ কি করিব কহ মোরে সুবল সাঙ্গাতি। কলাবতী কাঁহে অবধি করু রাতি॥ দারুণ গুরুজন কিয়ে করু বাধা। কিয়ে লাগি মানিনী ভৈ গেল রাধা॥ তপনক তাপে কিয়ে চলই না পার। গুরুয়া নিতম্ব পীন কুচ যুগ ভার॥ স্বজন সহিতে কিয়ে বাড়ল লেহ। ইথে কিয়ে ধনী নাহি তেজল গেহ॥ বিপদ সম্পদ কিয়ে বুঝই না পারি। কৈছনে বঞ্চয়ে সো সুকুমারী॥ বোধি সুবল কহে শুন গুণবন্ত। শেখর সহ ধনী মিলব নিতান্ত॥

ধানশী।

ধনী কুন্দলতা, বিশাখা ললিতা, রাই-য়েরে আনিল ঘরে। রাধিকা রতন, করিয়া যতন, সৌপলি জটিলা-করে॥ বিবিধ ভূষণ, বিচিত্র বসন, দেখিয়া বধূর অঙ্গে। সাদরে আদর, করিয়া সবার, বসাইলি নিজ সঙ্গে॥ শুন কুন্দলতা, কহি সব কথা, যশোদা আমার ঝি। এ ঘর সে ঘর, সকলি তাহার, নিশ্চয় করিয়াছি॥ না দেখি নয়নে, না শুনি শ্রবণে, বলিলে উঠিতে নারি। শরীর

অচল, সদাই বিকল, না জানি কখন মরি ॥ দেবতা আশিসে. থাকুক হরিষে, কোলের কোঙর লৈয়া। গোধন-পালন, করুন সঘন, জনম-আইয়তি হৈয়া ॥ শুনিয়া উত্তর, শেখর চতুর, বিনয়ে কহয়ে বাণী। তোমার বচন চরিত চলন সদাই জপয়ে রাণী ॥ ১১০

চতুর রঙ্গিণী রাই সখীগণ সঙ্গ। যুগতি করিয়া করে বুড়ীর সনে রঙ্গ ॥ অবনত হইয়া বসিলা তার কাছে। বধূরে বিরস দেখি বুড়ী ঘন পুছে ॥ আজি কেন তোমারে এমন পারা দেখি। বদন অরুণ আর ছল ছল আঁখি ॥ কেবা কি বলিল তোরে কেনে বা এমন। আমার শপতি লাগে কহিবে এখন ॥ শাশুড়ী বচন শুনি কহে বিনোদিনী। আপন করম-ভোগ ভুঞ্জিয়ে আপনি ॥ কে মোর আপন বটে কাহারে কহিব যে যত কহয়ে তাহা সকলি সহিব ॥ সহজে চক্ষের বালি হৈয়াছি সবার। এমন পাড়ার লোক করয়ে খাকার ॥ আপন মাথার কেশ না পারি বান্ধিতে। তাহে পর ঘর যাই রন্ধন করিতে ॥ বড়ুর বহুরী আমি বড়ুর ঝিয়ারী। কুল-বধূ তাহে কথা সহিতে না পারি ॥ শেখর সরস করি রাইয়েরে বুঝায়। এ বোল বলিতে ধনি তোরে না জুয়ায় ॥ ১১১

সুহিনী।

জটিলা ভুলিলা রাইয়ের বোলে। প্রবোধে বধূরে লইয়া কোলে ॥ কি বোল বলিলা রাজার ঝি। যশোদা শুনিলে বলিবে কি ॥ কত না আদর করয়ে তোরে। বিবিধ ভূষণে ভূষিল তোরে ॥ তোমারে বাছনি বলিব কি। জানিবা যশোদা আমার ঝি ॥ কি ধন নাহিক তাহার ঘরে। কতেক রান্ধনী রাখিতে পারে ॥ তাহায় আমায় একই ঘর। তারা কি জানিয়ে আপন পর ॥ গণকে গণিয়া কহিল তারে। তোর হাতে খাইলে প্রমায়ু বাড়ে ॥ বর দিল তাহে দুর্ব্বাসা মুনি। তোমার রন্ধন অমৃত জিনি ॥ যে খায় সে হয় অজরামরে। এই লাগি তোরে যতন করে ॥ যদি বিহি তোহে এমতি কৈল। এ সব আমার ভাগ্যের ফল ॥ আপনার ঘরে করিবে কাজ। তাহাতে তোমার কিসের লাজ ॥ যে জন ইহাতে কহিবে কথা। মাথার উপরে হৈয়াছে মাথা ॥ ও মোর জননি তোলহ মুখ। আয়ান শুনিলে পাইবে দুখ ॥ বসিবা যাইয়া যশোদা কাছে। শেখর সঙ্গতি কি ভয় আছে ॥ ১১২

সুহিনী।

বুঝাঞা বধূরে, কহয়ে সত্বরে, দেব পূজিবার তরে। ক্ষণেক শয়ন, কর সব জন, অলস করহ দূরে ॥ পূজন সাজন, কর সব জন, তাহাতে সূরয পুজি। কর্পূর চন্দন, বিবিধ পক্কান্ন, পাঁচ ফুলে ভর সাজি ॥

দেবতা-ভবনে, থাকিবে যতনে, লইয়া আপন সখা। পূজন লাগিয়া, যতন করিয়া বটুয়ে আনিবে ডাকি॥ জটিলা-বচনে, সব সখীগণে, শয়ন করিলা আসি। রাইয়েরে বাখানে সব সখীগণে, শেখর বাখানে হাসি॥

ভাটিয়ারি।

বিরা বৃন্দা তথি, আনি রসবতী, কানুর নিকটে যায়॥ মাধব মাধবীলতায় বসিয়া দূরেতে দেখিতে পায়॥ দেখি বিরা বৃন্দা, সুবল সানন্দা, এ মধুমঙ্গল হাসে। মদন-মোহন,পাওল চেতন সুখের সাগরে ভাসে॥ দোহাঁরে লইয়া আদর করিয়া, বৈসায় আপন কাছে। রাইয়ের কুশল, কহত সকল, সজল নয়নে পুছে॥ বিরা কহে কান, কর অবধান, কি পুছ তাহার তরে। রাইয়ের স্বজন, করিয়া র্ভৎসন, বসাইয়া রাখিল ঘরে॥ শুনিতে কাহিনী, কি হৈল না জানি, বিষাদে নাগর ভোর। বিরার বদন, নিরখি সঘন, নয়নে তরল লোর॥ তবহি সত্বর, আসিয়া শেখর, কহয়ে নাগররাজে। রমণী মোহন, না তোলে বদন, বাড়ল অধিক লাজে॥ ১১৪

ভাটিয়ারি।

বৃন্দা কহে কান, কর অবধান, নাগরী সরসীকূলে। দেবতা-পূজনে, আনিমু যতনে, দেহথ বকুলমূলে॥ হের দেখ আর, কুরঙ্গ তোমার, মিলল রঙ্গিণী সঙ্গ। তাণ্ডবী দেখিয়া, তাণ্ডব ছুটল, উঠল মদনরঙ্গ॥ চকোর আসিয়া, চকোরী মিলল, শারিকা মিলল শুক। নাগর যাইয়া, নাগরী মিলল, ঘুচাও মনের দুখ॥ বিরা বৃন্দা তথি, করিয়া যুগতি, সুবলে মঙ্গলে লৈয়া। কানন-লতায়ে, লুকাই রাখয়ে, মাধব-ইঙ্গিত পাঞা॥ কারণ কহিয়া, লুকাঞা রাখিয়া, কাননদেবতী যায়। মাধবী মাধব, মিলন দেখিয়া, হাসয়ে শেখর রায়॥ ১১৫

[illegible]

কানন দেবতী, বৃন্দা সখী তথি, রাইয়ের সরসী-কূলে। বিচিত্র ঝুলনা, করিয়া রচনা, সুখদ বকুল-মূলে॥ ঝুলনা উপরি, নাগর নাগরী, আসিয়া বসিলা রঙ্গে। ঝুলায় ঝুলনা, সকল ললনা, গদ গদ ভাব অঙ্গে॥ ঝুলনা ঝরকে, রাধিকা চমকে, তা দেখি নাগর ডরে। হাসিয়া হাসিয়া, বাহু পসারিয়া, ধনীরে করল কোরে॥ রসবতী লৈয়া, কোরে আগরিয়া, ঝুলয়ে রসিক রায়। সহচরীগণ, ঝুলায় দ্বিগুণ, সুস্বরে পঞ্চম গায়॥ ঝুলনা ধরিয়া, মধুর করিয়া, কহয়ে শেখর রায়। দেবতা পূজিতে, যাইবে ত্বরিতে, দিবস বহিয়া যায়॥ ১১৬

ধানশী।

ঝুলনা হইতে, আসিয়া ত্বরিতে, গগনে নিরখে বেলা। ফুল তুলিবারে, চলিলা সত্বরে, সকল আহীর-বালা॥ ভরি ফল-ফুলে, শাখা সব দোলে, আসিয়া পরশে মূল। সখা সব মেলি, করিয়া ঢামালী,

তোলয়ে বিবিধ ফুল ॥ সকল কানন, মণিতে বান্ধন, পরাগে পুরিত বাট। করি মধু পান, অলি করে গান, ময়ূর ময়ূরী নাট সুগন্ধি কবরী, তোলয়ে গরবী, অশোক কিংশুক জবা। এ থল-কমল, তোলয়ে সকল, দিনমণি জিনি আভা॥ জাতী যূথি ভাতি, তোলল যুবতী, মল্লিকা মালতী চাঁপা পুন্নাগ কেশর, তোলয়ে নাগর, গড়ল বিনোদ ঝাঁপা॥ রসিক নাগর, গুণের সাগর, কুসুম রচনা করে। হাসিয়া হাসিয়া, আইলা লইয়া, রাইয়েরে দিবার তরে॥ ভুজযুগ তুলি, রাই সুবদনী, তোলয়ে লবঙ্গ ফুল। রসিক শেখর, হইলা বিভোর, দেখিয়া ভুজের মূল॥ ফুলঝাঁপা লৈয়া, যতন করিয়া, রাইক নিকটে আসি। ধনীর আঁচলে, দিলেন বিভোলে, ফুলের সহিতে বাঁশী॥ পাইয়া মুরলী, রাধিকা সে বেলি, রাখিলা বিশাখা পাশে। বিশাখা যতনে, করিলা গোপনে, শেখর দেখিয়া হাসে॥

ধানশী।

ইঙ্গিতে বুঝিয়া, নাগর আসিয়া, ধরল রাইক করে। সে সব আটব, সাটব দেখিতে, রাধিকা মুরলি ডরে॥ ভয়ে ভীত বলা, গেল সব কলা, মুখে না নিঃসরে রা। হিয়া দুলু দুলু, চাহে ঢুলু ঢুলু, এলাইল সব গা॥ হেরিয়া লক্ষণ, নাগর তখন, ধনীয়ে ধরিল চোর। মাগয়ে মুরলী, উকটে কাঁচুলী, মদনে হইলা ভোর॥ ধনী কহে কান, কর অবধান, ললিতা লইল বাঁশী। তোমারে চঞ্চল, দেখিয়া সকল, রমণী কহয়ে হাসি॥ রাইয়ের বচনে, চলিলা তখনে, মদন-মোহন রায়। ললিতা জানিয়া, কহয়ে ঠারিয়া, মুরলী বিশাখার ঠায়॥ লালতা বচন, বুঝিয়া তখন, বিশাখা সাপোটে রহে। মুগ্ধে বিশাখিকা, জানহ অধিকা, মুরলী চম্পক-কোলে॥ শুনিয়া বচন, তরাসে তখন, কহয়ে চম্পকলতা। তুঙ্গবিদ্যা পাশে, মুরলী রাখিয়া, ইন্দুরেখা গেল কোথা॥ চিত্রা চমকিতা, চলিল ত্বরিতা, দেখিয়া এ সব রঙ্গ। রঙ্গদেবী পাশে, বসিলা তরাসে, সুদেবী তাহার সঙ্গ॥ নাগর-শেখর, না পাই ঠাহর, সবারে ধরিয়া বুলে। সকল যুবতী, করিয়া যুগতি, বসিলা মাধবী-মূলে॥ হাসিয়া ললিতা, রুষি কহে কথা, শুনহে নাগর-রাজ। তরল বাঁশের, গুথনি কঠোর, তাহাতে কাহার কাজ॥ ফোর কাঠি খান, কি তার বাখান, কহিতে না বাস লাজ। মাগিহ আমারে, দিব ে তোমারে, যদি বা থাকয়ে কাজ॥ তাহা বচন, শুনিয়া তখন, কহয়ে শেখর রায় শুনহ নাগর, না হও কাতর, মুরলী ধনী ঠায়॥ ১১৮

ধানশী।

সখাগণ মেলি, লইয়া মুরলী, চলি নিভৃত ঘরে। নাগর শেখর, পড়ল ফাঁপ মুরলী নাহিক করে॥ লাজে লাজাবলি না দেখি মুরলী,রাইয়ের বদন চায়। রাধিব চতুরী, করিয়া আতুরী, সখার নিকটে যায়

মদন-মোহন, পাইয়া চেতন, সুথির করিল চিত। মুরলী হরণ, রাইয়ের করণ, গমনে বুঝল রীত॥ রাই রসবতী, সখার সঙ্গতি, মুরলী করল চুরী। রঙ্গ বাড়াইতে, শেখর গোপতে, নাগরে কহল ঠারি॥ ১১৯

পঠমঞ্জরী।

এ ধনি সুন্দরি কি কহব তোয়। দেহ মুরলী ধনি রাখহ মোয়॥ জীবন অবধি ধনি তুয়া বশ হাম। গাইয়ে মুরলীতে তুয়া যশ নাম॥ মুরলী বিহনে মোর তনু ভেল ভার। শীতল মনোরথ মুরলীক তার॥ সো সব গুণময় মুরলী মঝু গেল। হাহা হত-বিধি এত দুখ দেল॥ হেরইতে কানুক ইহ অনুতাপ। শশি-মুখি-হৃদয়ে হোয়য়ে পুন তাপ॥ ধাধসে ধরি ধনী নাগর পাণি। ইঙ্গিতে শেখর বাঁশী দিল আনি॥ ১২০

ধানশী।

নাগর নাগরি কেলি-বিলাস। হেরইতে মনমথে লাগল তরাস॥ বিনোদিনী চুম্বই নাহ-বয়ান। মদন-মহোদধি ভরি পাঁচ-বাণ॥ উনমত মনোরথ গেও সব লাজ। নূপুর কিঙ্কিণী কঙ্কণ বাজ॥ বিলসই মাধব মাধবী সাথে। অখণ্ডক পিযুষ রস না পড়য়ে বাদে॥ শ্রম জল পূরল দুহুঁ অঙ্গ গায়॥ বীজন বীজয়ে শেখর রায়॥ ১২১

ধানশী।

জল-কেলি সাধে। চলু ধনী রাধে॥ উতরল তীরে। পহিরল চীরে॥ যুবতী সমাজে। শোভে যুবরাজ॥ সরসী-সলিলে। বৈঠল শিলে॥ করিণীর সঙ্গে॥ করিবর রঙ্গে॥ দুহুঁ দুহুঁ মেলি। করু জল-কেলি॥ সখীগণ নিপুণা। বেড়ল হঠিনা॥ কেহো দেই নীরে। কেহো লই চীরে॥ কেহো দেই তালী। কেহো বলে ভালি॥ কানু মুখ মোড়ি। জল দেই জোরি॥ কেহ কেহ হারি। কেহ দেই গারি॥ কেহো ভাগি দূরে। চমকে নেহারে॥ কানু করে বেড়ি। ধয়ল কিশোরী॥ সলিল অগাধা। লই চলু রাধা॥ কানুক অঙ্গে। ভাগত সঙ্গে॥ পাতল চীরে। বেকত শরীরে॥ নিরখিতে কান। হানে পাঁচ বাণ॥ ধনী করি বুকে। চুম্ব দেই মুখে॥ ধনী কুচ জোর। হাসি দেই মোড়॥ হরি পুন সাধা। আনলি রাধা॥ রাখলি তীরে। আপনহি নীরে॥ পদুমিনী ঠামে। চলিল বিহারে॥ কমলিনী ঠামে মিললি শ্যামে॥ সখীগণ মেলি। করু কত কেলি॥ নাগর সঙ্গে। কত রস রঙ্গে॥ কিয়ে ভেল শোভা। শেখর লোভা॥

ধানশী।

রতন-ভবনে, কুঞ্জ-দাসীগণে, ফল মূল আনি কত। সংস্কার করি, থালী ভরি ভরি, রাখিল বিবিধ মত॥ বাদাম ছোহারা, দ্রাক্ষা খর্জুরা, কণ্ডলা কেশর বেল দাড়িম

নারাঙ্গা, খর্জ্জুর ছোলঙ্গা, শালু পীলু নারিকেল ॥ খরমুজা খিরিণী, বদরী বিরীণী, কদলী কন্দ মূল। আম্র পনস, বিবিধ সুরস, আতা আনারস কুল ॥ পেয়ারা মৃণাল, তাল পানীফল, টেটি মিঠি করকটি। বিবিধ মিঠাই, ধরল তথাই, নানামত পরিপাটী ॥ বাতাসা বুন্দিয়া, লাড়ু মনোহরা, মিছরি নবাত ফেনি। ছেনা পানা সর-ভাজা শরকর, খণ্ড মণ্ডা পদ্মচিনি ॥ অমৃতকেলিকা, লড্ডুকা অধিকা, কর্পূরকেলিকা আর। রসালা মাখনে, রাখিল যতনে, নানা মত পরকার ॥ দেখিয়া নাগর, রসের সাগর, বটুয়ে আনিল তথা। দ্বিজের কুমার, দেখি উপহার, সঘনে ঢুলায় মাথা ॥ তারে করি বামে, সুবলে ডাহিনে, বসিলা রসিক রায়। দেয়ত সুমুখী, রঙ্গে সব সখী, শেখর দাঁড়াঞা চায় ॥ ১২৩

গৌরী।

শাশুড়ী সরসে, হরষ হইয়া, ভবনে বসিলা বালা। সুরস পকান্ন, করল রচন, পূরল সোণার থালা ॥ ঢাকিয়া বসনে, রাখিয়া গোপনে, সিনান করিতে যায় দাসীগণ সঙ্গে, নানা রস রঙ্গে, সিনান করল তায়। সেখের মন্দিরে, বসিলা সত্বরে, করিলা মোহন বেশ। উঠিয়া অটালী, চৌদিকে নেহারি, দিবস হইলা শেষ ॥ তুলসী আনিয়া, গোপন করিয়া, দেওল লড্ডুক থালা। অগুরু চন্দন, আর গুয়াপান, সুগন্ধি ফুলের মালা ॥ শেখর সরসি, কহয়ে তুলসী, ধরিয়া তাহার হাত। ধনিষ্ঠা মিলিয়া, আসিহ চলিয়া, বুঝিয়া সঙ্কেত বাত ॥ ১২৪

পুরবী।

নিজালয়ে সখী সঙ্গে চলে সুধামুখী। প্রেমানলে হিয়া জ্বলে ছল ছল আঁখি ॥ অঙ্গের বসন খসয়ে সঘন বুকে দুখ আছে ভরা। মুখে কথা কহিতে ব্যথা হইলা বাউরী পারা ॥ ধনীর -ধরম দেখিয়া মরম কহিছে সকল সখী। গোপত কথা বেকত করব এ হেন তোমায় দেখি ॥ শীতল বুকে থাক সুখে তাপ তুলিছ কেনে। পিয়ায় লইয়া হিয়ায় থুইয়া খেলিবে রাতি দিনে ॥ সখার বাণী শুনিয়া ধনী আশ বান্ধিয়া চিতে। শেখর লইয়া ঘরে গিয়া বসিলা বুড়ীর ভিতে ॥ ১২৫

গৌরী।

হরিণ-নয়নী ধনী, চকিত নেহারিণী, অতি উতকণ্ঠিত ভেলা। সজন সভাজন, তনু মন জীবন, সতিনী করিয়া বিহি দিলা ॥ ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত, উতপত তেজল শ্বাসা। ক্ষণে ক্ষণে চমকই, ক্ষণে ক্ষণে কম্পই, গদ গদ কহতহি ভাষা ॥ কুলগুণ-গৌরব, অতিশয় সৌরভ, বাম পায়ে ঠেললু তায়। দারুণ প্রেম, থেহ নাহি মানত, পলকে পলকে ভল পায় ॥ অরুণিত লোচন, লোরে ভরু আনন, পিয়াপথ হেরত রাই। শিশু পশু সঙ্গত, করি হরি আওত, গোক্ষুরধূলি উড়লাই ॥ কহে কবিশেখর,

ধনি পুন হেরহ, আওত নাগররাজ। ভুয়া মনমানস, এতিখণে পূরব, হেরবি পন্থকি মাঝ॥ ১২৬

সুহই।

দূরেতে আওত নাগর রায়। উনতি উন্নত চায়॥ বিরস বদন সরস ভেল। হিয়ার আগুনি তখনি গেল॥ হসিত বেকত বচন মিঠ। সজল ছুটল তরল দিঠ॥ মুরলী-খুরলী শুনিতে পাই। অতুল আনন্দে আকুল রাই॥ দেখিবারে সব সখিনী আই। উঠলি অট্টালী মিললি রাই॥ রতন-আসনে বসিলা সবে। শেখর সবারে সেবয়ে তবে॥

শ্রীরাগ।

দেখি দিন অবসান, চলিলা চতুর কান, প্রবেশিলা কদলী-কাননে। সুবল মঙ্গল সঙ্গে, যায় নানা রসরঙ্গে, কদলী লইয়া জনে জনে॥ মিলিলা সবার সাথে, কদলী দিলেন হাতে, খায় সবে হরষিত হৈয়া। পরিয়া বনের ফুল, গায়ে মাখে রাঙ্গা ধূল, দিল গাভী তুরিতে হাঁকিয়া॥ ধেনু সব ঘর মুখে, চলিলা আপন সুখে, উভ কাণ উভ পুচ্ছ করি। নাচিয়া নাচিয়া যায়, শিশুগণ পাছে ধায়, ধূলায় গগন গেল ভরি॥ শিঙ্গা দিয়া চাঁদমুখে, বলাই ধবলী ডাকে, মদভরে ভরম ঈসখন। অথির চরণগতি, ঘূর্ণিত-নয়ান ভাতি, গদগদ না স্ফুরে বচন॥ কমলী বাছুরী কান্ধে, চলে মত্তগজ ছান্দে, ঘন ডাকে কানাই বলিয়া। বেণুসানে ধেনু হাঁকে, সবাকার মাঝে থাকে, বনে পাছে রহিবে ভুলিয়া॥ শিঙ্গা বেণু একতান, করিয়া দেওল সান, শুনিল ব্রজের সব লোক। মাতা পিতা হরষিত, কুলবতী পুলকিত, ঘুচল সবার দুঃখ শোক॥ যাবট গ্রামের কাছে, সবে নিজ ধেনু পাছে, বিদায় হইলা জনে জনে। শেখর সত্বর করি, কহে শুন সুন্দরি, মিলহ নাগর এই খানে॥ ১২৮

শ্রীরাগ।

রাধিকা চাতকী হাসি, শ্যাম সনে মিলে আসি, পিয়ে সুধা হরষিত-মনে। দূরে দোঁহা দুহুঁ দেখি, পালটিতে নারে আঁখি, হানিল কুসুম-শর বাণে॥ অবশ হইল গা, চলিতে না পারে পা, পুলকে পূরল দুহুঁ তনু। সুবল সময় জানি, হাতে সাথে বোধি ধনী, লইয়া চলিলা তবে কানু॥ খিড়িকে রাখিয়া গাই, রাম দামোদর যাই, প্রণমিল জননী-চরণে। যশোদা চুম্বন করে, দেখিতে না পায় লোরে, আশীষ করয়ে দুই জনে॥ রাই যাই বসি ঘরে, পাঠাইল তুলসীরে, মরম কহিয়া তার কাণে। সখীগণ লৈয়া রাধা, পুরয়ে মনের সাধা, সে সব লিখিতে নারে আনে॥ তুলসি উলসি হৈয়া, যায় উপহার লৈয়া, তুরিতে মিলিয়া রাজঘরে। গোপতে লৈয়া থালা, ধনিষ্ঠারে দিয়া বালা, কহিল রাইয়েরে সমাচারে॥ জানিয়া রাধার মর্ম্ম, শেখর করয়ে কর্ম্ম, বিছানা বিছায় কত ভাতি। সখীগণ লৈয়া

সাথে, বসি রসবতী তাতে, তুলসীর করিয়া অবধি ॥ ১২৯

গৌরী।

যশোমতী আরতি করত বিধানে। গুরুকুল মঙ্গল করু তথি গানে ॥ সুখভরে দ্বিজগণে করু বহু দানে। দাসগণ তৈখনে করল সোপানে ॥ বেদী পর কো ধরু শীতল নীরে। কোই লেই আওল পাতল চীরে ॥ কোই লেই দুহুঁ জনে বেদীতে বসাই। রতন-ভূষণ পুন কোই খসাই ॥ কোই দেই দুহুঁ অঙ্গে উবটন গন্ধে। সুঘড় সেবক মর্দ্দয়ে কত বন্ধে ॥ সুগন্ধি সলিলে পুন করল সিনানে। দুহুঁ অঙ্গ মোছয়ে সেবক সুজানে ॥ নীল পীতবসন পরলি দুহুঁ রঙ্গে। সুগন্ধি চন্দন কেহো লেপই অঙ্গে। কহ কবিশেখর করি অনুমানে। বৈঠল দুহুঁ তব করিয়া সিনানে ॥ ১৩০

ইমন।

সময় জানিয়া, তুরিত হইয়া, আসিয়া ধনিষ্ঠা নারী। যশোদা মন্দিরে পীড়ার উপরে, সুখদ আসন করি ॥ সুগন্ধি সলিল, করিয়া শীতল, পূরিয়া আনল ঝারি। রাইক পকান্ন, আনিয়া তখন, রাখল পৃথক্ করি ॥ এ সূপ মুদগ, মরিচ সুখদ, যে কিছু আছিল ঘরে। যশোদা-বচনে, আনিয়া তখনে, কানুর ভোজন তরে ॥ সিনান করিয়া, বলাই হাসিয়া, চলিলা আপন ঘরে। কানুর বচন, না মানে তখন, বারুণীপানের তরে ॥ তবাহি যতনে, সুখদ আসনে, বসিলা যাদব রায়। মায়ের পিরীতে, লাগিলা ভুঞ্জিতে, তুলসী করয়ে বায় ॥ জননী বিনয়, শুনহ তনয়, আর না বলিব কি। তোমার কারণ, এ সব পকান্ন, পাঠান রাজার ঝি ॥ অঙ্গুলি ভাঙ্গিয়া, ভোজন করিয়া, দূরাহ সবার দুখ। তোমার ভোজন, শুনিয়া তখন, রাধিকা পাওব সুখ ॥ মায়ের বচনে, নন্দের নন্দনে, ভুঞ্জল পরম সুখে। উঠি আচমনে, করল যতনে, তাম্বূল দেয়ল মুখে ॥ কানুর বদন নেহারে সঘন, ধনিষ্ঠা চাতুরী বালা। ইঙ্গিতে বুঝিয়া চতুর নাগর দেওল চম্পক-মালা ॥ সঙ্কেত করিয়া, ধনিষ্ঠা আনিয়া, দেওল তুলসী করে। অবশেষ লৈয়া, থালীতে ভরিয়া, দেওল রাইয়ের তরে ॥ সে সব লইয়া, তুলসী চলিয়া, তুরিতে আওল ঘরে। থালা মালা তথি, তুলসী যুবতী, সোঁপল রাধার করে ॥ সঙ্কেত-কাহিনী, বুঝিলা তরুণী, চম্পক-মালাটি দেখি। তাম্বূল-বীটিকা, দেয়লি রাধিকা, ভুখিল সকল সখী ॥ নানা রস গান, করি সখীগণ, চলিলা আপন ঘরে। সময় জানিয়া, থালা মালা লৈয়া, শেখর গোপন করে ॥ ১৩১

কামোদা।

জলপান করি কান, মুখে দিয়া গুয়া পান, খিড়িকে চলিলা গো দোহনে। গাভীগণ স্তনভরে, ঘন হাম্বারব করে, কানু পথ নিরখে সঘনে ॥ আইলা গোকুল-চাঁদ, করে করি শিলি ছাঁদ, আর গোপ

সঙ্গে। ছাড়ি দিলা বৎসদব, গোঠে উঠে হাম্বারব, শুনিতে বাড়িল বড় রঙ্গে॥ দেখিয়া কানুর মুখ, ধেনুর হইল সুখ, বৎস পিয়ে হরষিত মনে। পিশঙ্গী কজ্জলী মণি, দোহেন কানু গুণমণি, আর গাভী দোহে গোপগণে॥ দোহ করিয়া সারা, সঙ্গে লৈয়া দুগ্ধভারা, বসিলা মায়ের কাছে যাই। অট্টালিতে হই ঠাড়া, শেখর বুঝল সাড়া, দোহন হইল সব গাই॥ ১৩২

ধানশী।

শিরোপরি লাল জরি বান্ধে যুবরাজ। শ্রুতি-মূলে কুণ্ডল মনোহর সাজ॥ নাসিকায় লখি নীল-তিলক কায়। সূক্ষ্ম সুতন পুন দেওল গায়॥ মণিময় হার শোভে কণ্ঠক মাঝ। উর পর রতনক পদক বিরাজ॥ কটিহিঁ কাটারি পটুকা কক্ষু বন্ধ। ভালহিঁ শোভিত চন্দন-চান্দ॥ হলধর ধরু কর চলু দরবার। আগে পাছে যায় কাছে দাস পরিবার॥ দুহুঁ মেলি বৈঠলি ব্রজ-রাজ পাশ। সভাজন রঞ্জল সঙ্গল সম্ভাষ॥ কহ কবি শেখর সময় বিচার। সভা লই বৈঠল রাজ-কুমার॥১৩৩

মঙ্গল।

গুণিগণ করে গান, লইয়া বিবিধ তান, বাদ্য বায় অতি মনোহর। নাচয়ে নর্ত্তক তথি, জিনিয়া খঞ্জন-গতি, দেখি সবে হরিষ অন্তর॥ গান-বাদ্য-নৃত্যরসে, সবাই আনন্দে ভাসে, পুন পুন করে আস্বাদন। দিয়া রাজা বহু ধন, তুষিলেন গুণিগণ, পাছে ধন দিল বহু জন॥ পেট মোটা ঠেটা ভাট, গান বাদ্য রাখি নাট, বার বার পড়ে ভড়াবড়ি। আসিয়া ভণ্ডের ঠাট, জুড়িলা বিনোদ নাট, দোহেঁ খিলি করে হুড়াহুড়ি॥ হাসি হাসি রাম কান, কৌতুক দেখিতে পুন, তার মাঝে ফেলি দিল ধন। ভাঁড়ে ভাটে কাড়াকাড়ি, মারামারি পারাপারি, কৌতুক দেখয়ে সভাজন॥ তবে ত দেখিয়া রাতি, রক্তক আসিয়া তথি, কহিল রাজার কাণে কাণে। মাতা পাঠাইল মোরে, নিতে রাম দামোদরে তুরিতে করহ সমাধানে॥ নন্দ এত বোল শুনি, ভাঁড়ে ভাটে ডাকি আনি, ধন দিয়া ঘুচাইল দুখ। প্রজাগণে আশ্বাসিয়া, রাম দামোদর লৈয়া, ঘরে গেলা করি মহাসুখ॥ দেখি শুনি নৃত্য গীত, আনন্দে মগন চিত, সভাজন নিজ ঘরে যায়। আসি রাম দামোদর, বসিলা পীড়ার পর, সময়ে শেখর গুণ গায়॥ ১৩৪

মঙ্গল।

সেবার সেবকগণ, আনন্দে আকুল-মন, স্নেহ-সুখে পাসরে আপনা। রাম দামোদর বিনে, আর কিছু নাহি জানে সদা-সুখে সতত মগনা॥ আস্তে ব্যস্তে অলঙ্কার, ঘুচাইল দোহাঁকার, ভোজনের বসন পরাইয়া। চরণ পাখালি নীরে, মোছিল পাতল চীরে, ভোজন ভবনে যায় লৈয়া॥ রক্তক পবিত্র করি পাতে পীড়া

সারি সারি, পুরি ঝারি সুশীতল নীরে। রাম দামোদর আসি, পীড়ার উপরে বসি, বাপকে বোলায় বারে বারে॥ নন্দ উপানন্দ আদি, ভোজনে বসিলা আসি, রাম কানু লৈয়া দুই পাশে। দুধ ভাত পুরি বেলা, যশোদা আনিয়া দিলা, আর কত সুমধুর রসে॥ ক্ষীর পুরি ভরি থাল, সবারে আনিয়া দিলা, ভোজন করয়ে মহাসুখে। দোঁহার ভোজন দেখি মাতার শীতল আঁখি, ঘুচিল মনের সব দুখে॥ মা বাপের প্রেম রসে, ডুবিল সকল রসে, ঘন ঘন উঠিবারে চায়। আলসে অবশ তনু, হইলেন রাম কানু, দেখিয়া দুঃখিত ভেল মায়॥ আসিয়া সেবকগণে, করাইল আচমনে, শয়ন-ভবনে লৈয়া যায়। হলধর নিন্দ-ভরে, চলিলা আপন ঘরে, কানাইরে শয়নে পাঠায়॥ নন্দের নন্দন কান, মুখে দিয়া গুয়া পাণ, বসিলা সুখদ শেযোপরি। আলসে ঢলয়ে গা, সেবকে সেবয়ে পা, নিদ্রায় নয়ান ভেল ভোরি॥ নিন্দে অচেতন, দেখিয়া সেবকগণ, আপন আপন ঘরে যায়। শেখর সময় জানি, নিজালয়ে কহে ধনি, ভোজনের করহ উপায়॥ ১৩৫

ধানশী।

জটিলা কহয়ে বধূর ঠাঞি। ত্বরিতে ভোজন করহ যাই॥ আয়ান ভোজন করিয়া গেল। দুর্মেধা কুটিলা শয়ন কৈল॥ আন্ধন শয়ান না সুঝে মোরে। বসিতে না পারি নিন্দের ভরে॥ আপন বাছুনি করহ সাতি। দেখিতে দেখিতে বাড়িল রাতি॥ তিলেক সোয়াথ নাহিক ভোর। নয়ান-পুতলী তুমি সে মোর॥ এ ঘর-করণ তোহারি হাত। শপথ করোঁ মুঞি ঝিয়ারী মাথ॥ দেখিবে দুর্মেধ করিবে মো। আমার আশীষে হইবে পো॥ কুটিলা কপালী কোন্দলি করে। কালি সে যাইবে পরেরি ঘরে॥ সে তাপে তাপিত নহিবে আরে। সকল কুবোল ক্ষেমিবা মোরে॥ তোমার বাপের ভরসা করি। এ তিন ভুবনে কাহু না ডরি॥ তোমার মাতার কি কব কথা। আমারে জানয়ে আপন ধাতা॥ কুশলে থাকুক তাহার পুত। দেবতা দানব না করু ছুত॥ জটিলা যতেক যতন করে। কহয়ে শেখর দেবের ডরে॥ ১৩৬

ধানশী।

হেদে কথা শুনহ ঝি। কহিতে কহিতে ভুলিয়াছি॥ আগুনি লাগুক আমার মনে। রহিতে নারিয়ে কহিয়ে মেনে॥ শুনয় আয়ান পেয়ান বড়। তোমার মাতাকে ডরায় বড়॥ দেবতা সমান মানয়ে তায়। কহিতে শিকড়া পড়িছে গায়॥ তপের ফলেতে দেবতা বশ। তেঞি সে ভুবনে ঘোষয়ে যশ॥ জরতী কহয়ে পিরীতি বাত। হাসিয়া ধরিয়া বধূর হাত॥ উঠিলা রাধিকা চলিলা সঙ্গে। রন্ধন-ভবনে পশিলা রঙ্গে। জটিলা কহয়ে বৈসহ ঝি॥ আমি সব তোমারে আনিয়া দি॥ যতনে জটিলা বধূরে দিলা। ক্ষীর পুরী ভাত দুধের বেলা॥

মিনতি করিয়া কহয়ে রাই। আপনি শয়ন করহ মাই॥ আপনার ঘরে যাইয়ে লইয়া। করিব ভোজন সোয়াথ পাইয়া॥ শুনিয়া জটিলা পাইল সুখ। হাসিয়া চুম্বিল বধূর মুখ॥ ভালই কহিলা ও মোর মা। আমার কেমন করিছে গা॥ জটিলা যাইয়া শয়ন করে। রাধিকা আইলা আপন ঘরে॥ আনিয়া বাসনে গোপন করি। মন্দিরের কোণে রাখিলা ধরি॥ শেখর ধোয়ায় সখরি হাত। কহিতে অবশ আউলায় গাত॥১৩৭

সুহই।

রতনমঞ্জরী যতন করি। রতন আসন পাতল সারি॥ সুগন্ধি সলিলে পূরিয়া ঝারি। আসন নিকটে রাখিল ধরি॥ লবঙ্গমঞ্জরী লাড়ুর থালা। আনিয়া ধরিল ভুখের বেলা॥ দধি কদলক আচার যত। পৃথক করিয়া রাখল কত॥ আসিয়া আসনে বসিলা রাধা। দেখিতে পূরয়ে মনের সাধা॥ কানু অবশেষ পরশ পাই। অমিয়া-সাগরে সাঁতারে রাই॥ পুলকে পূরল রাইক তনু। পিয়া-রস-মধু পায়ল জনু॥ অধর অথির ভাবের ভরে। ভরমে ভুলিল ভুঞ্জিতে নারে॥ রতন নয়ানে ভরল লোর। যুগল অঙ্গুলে ভুঞ্জয়ে থোর॥ না করে ভোজন না চলে কর। মঞ্জরী লবঙ্গে উপজে ডর॥ মদন-মঞ্জরী মদনে মাতা। মধুর মধুর কহয়ে কথা॥ এমনে কেমনে খাইবে দিন। এতেক বুঝিয়ে ভাবের চিন॥ সত্বরে রসল ভুঞ্জহ রাই। সময়ে সঙ্কেতে যাইতে চাই॥ রঙ্গ-বতী গুণমঞ্জরী সাথ। কহত ললিতা আসিছে পথে॥ বিশাখা বিষাদে আসিছে ধাএগ্রা। সতিনীগণের শবদ পাএগ্রা॥ ইহাতে কেমন করিব কাজ। সুন্দরী রহল ঘরের মাঝ॥ আমা সবাকার না সরে সাথী। ছুটল অবধি উঠল রাতি। শুনিয়া কামিনী কপট কলা। ত্বরাসে ভুঞ্জল সকল বালা॥ আচাই আঁচলে মুছল মুখ। তাম্বূল খাইয়া পাওল সুখ॥ সুখদ পালঙ্গে শুতল রাই। শেখর সে সব ভুঞ্জল যাই॥ ১৩৮

কল্যাণী।

যমুনা-পুলিনে, চম্পক-কাননে, বিলাস-মন্দির সাজে। বৃন্দা বিধু-মুখা বিনোদ বিছানা, করল তাহার মাঝে॥ ফুল্ল কমল-দল সুকোমল, তুলীর তুলনা করি। পালঙ্ক উপরি, পাতল সুন্দরী চৌদিকে ফুলের ঝুরি॥ বিচিত্র বসনে, ঝাঁপিল তখনে, বান্দল পাটের জাদে। পালঙ্ক দু পাশে, ফুলের বালিশে, দেয়লি মনের সাধে॥ মন্দির ভিতর, সুগন্ধি ফুলের, চাঁদোয়া বান্ধিল তথি। রচনা রচিয়া, হরষিত হৈয়া, জ্বালিল কনক বাতি॥ কর্পূর তাম্বূল, জল সুশীতল, মদন কোটাল তায়। ফুল-শর করে, ফিরয়ে সহরে, কোকিল পঞ্চম গায়॥ সুগন্ধি শীতল, বহয়ে অনিল, পরাগে পূরল বাট। সুখের সায়রে, পড়িয়া ময়ূরে, করয়ে বিনোদ নাট॥ বৃন্দা বিছানা, করিয়া রচনা, জাগিয়া রহিল তায়। শেখর তখন, করিয়া ভোজন, রাইক নিকটে যায়। ১৩৯

ভূপালী।

ললিতা বিশাখা আদি যত সখীগণ। ত্বরা করি কাজ সারি পরে আভরণ॥ সবে সুখী নিশি দেখি ঘোর আন্ধিয়ার। লেহ-রসে সবে ভাসে না করে বিচার॥ গুরুজন দুরজন নিঁদে অচেতন। পাড়ায় বুঝিয়ে সাড়া নাহি কোন জন॥ চতুরী আহীরী নারী সবেই সেয়ান। সময় বুঝিয়া তব করল পয়ান॥ রাধার মন্দিরে সবে আইলা সত্বরে। শেখর আদর করি বসায় সবারে॥

ভিয়োতা।

সহচরী অনুচরী করি অনুমান। দেহলী লাগি বুঝে বচন-সন্ধান॥ জাগল নাহি দেখল এক লোক। সুখসেঁ শূতল নাহি দুখ শোক॥ নাটিক কণ্টক সব ভেল দূর। সবে এক জাগয়ে মনমথ শূর॥ নগর নিচল ভেল নিরজন বাট। দুরজন-নয়নহিঁ লাগল কপাট॥ শেখর কহতহিঁ পন্থ বিথার। অভিসার সুন্দরি ভয় নাহি আর॥ ১৪২

ধানশী।

সখীগণ আগমন, দেখিয়া হরিষ মন, ধনী উঠি বসি শেষ মাঝে। নয়ান কচালিকরে, মুখানি পাখালে নীরে, রজনী সমান করি সাজে॥ গুণবতী সবহুঁ যে জানয়ে উদ্দেশ। মদনমোহন-মনো-মোহন কারণ, ধরতহিঁ নিরুপম বেশ॥ কুঞ্চিত কেশে বেণী, কাল জাদে সাজনী, মৃগ-মদ লেপলি অঙ্গে। নীল বসনে ধনী, মণ্ডিত ভেল তনি, নীল বসন পরি রঙ্গে॥ নীল-কমল হাতে, চললি মনোরথে সারথি সাহস রাজে। মনমথ রাখি সাজি তাহে জোড়ল, তোড়ল কুল-ভয় লাজে॥ যুবতী-ঘটা সেই, বৈঠল রসবতী ক্ষেণে ক্ষেণে চিত উচাটে। তব কবি শেখর, হোয়ল বাহির, হেরইতে নাহক বাটে॥ ১৪১

ভূপালী।

কাম্বর রুচি-হর রয়নী বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজ বালা॥ ঘরে সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ পথগতি চললিহুঁ ঘোর॥ উনমতি চিত অতি আরতি বিথার। গুরুয়া নিতম্ব নব যৌবন-ভার॥ কমলিনী মাঝা খিণী উচকুচ জোর। ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর॥ রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব গোরা। নব অনুরাগিণী নব রসে ভোরা॥ অঙ্কক আভরণ বাসয়ে ভার। নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার॥ লীলা-কমল উপেখলি রামা। মন্থর-গতি চলু ধরি সখী শ্যামা॥ যতনহিঁ নিঃসরু নগর দুরন্ত। শেখর আভরণ ভেল বহন্ত॥

তুড়ী।

চলিতে না পারে যৌবন-ভরে। ধাধসে ধরলি সখীর করে॥ নবীনা কামিনী কনক লতা। এ তিন ভুবনে তুলনা কোথা॥ সত্বরে শরণি ধরলি রাই। নিভৃত নিকুঞ্জে বসলি যাই॥ কনক-চাঁপার কুঞ্জের মাঝ। বৃন্দা করল বিবিধ সাজ॥ বিনোদ বিছানা

বিনোদ বন। দেখিতে শীতল হইল মন॥ রাধিকা বসিলা ফুলের মূলে। বিশাখা তুলিয়া দেয়লি চুলে॥ খলিত বসন পরিলা বালা। ললিতা দেয়লি গাঁথিয়া মালা॥ গাওত কোকিল মধুর গীত। ভরল করল ধনীর চিত॥ উন্মাদ মদনে মাতল মন। চৌদিকে বেড়ল সখীর গণ॥ পরাণ পিয়ারে না দেখি বনে। আনল উঝাল উঠিছে মনে॥ কহয়ে শেখর শুনহ রাই। নাগর-বারতা বুঝিতে যাই॥ ১৪৪

শ্রীরাগ।

ঘাওল যর পর নিঁদে ভেল ভোর। শেয তেজি উঠি নন্দ-কিশোর॥ সঘনে গগনে হেরি নখতর পাঁতি। অবধি না পাওল ছুটল রাতি॥ জলধর রুচি-হর শ্যামর-কাঁতি। যুবতী মোহন বেশ ধরু কত ভাতি॥ ধনী অনুরাগিণী জানি সুজান। শেষে আঁধিয়ারে ভব করল পয়ান॥ পর-নারী-পিরীতিক ঐছন রীত। চলিল নিভৃত পথে না মানয়ে ভীত॥ কুসুমিত কানন কালিন্দী-তীর। তাঁহা চলিল আওল গোকুল-বীর॥ শেখর পন্থ পর মিলল যাই। আগলি নাগর ভেটলি রাই॥

কেদার।

অপরূপ রাধামাধব মেল। দুহুঁ দোহাঁ দরশনে উলসিত ভেল॥ আকুল অমিয়া সাগরে ডুবি গেলি। কো কহ দুহুঁ জন নিরুপম কেলি॥ দুহু দিঠি দুহুঁ মুখে, অবধি নাহিক সুখে, পুলকে পূরল দুহুঁ তনু। চৌদিকে সখীর ঠাট, যৈছন চাঁদের হাট, তার মাঝে শোভে রাধা কানু॥ দোঁহার রূপের ছান্দে, মদন পড়িয়া কান্দে, সুধাকর কিরণ লুকায়। দোঁহার মুখের বাণী, অমিয়া অধিক শুনি, সখীগণ শ্রবণ জুড়ায়॥ দোঁহার মাধুরী-গুণে, উলসিত সখীগণে, নানা ফুলে দোহাঁরে সাজায়। সুগন্ধি চন্দন দিয়া, কর্পূর তাম্বুল লৈয়া, বিশাখিকা দোহাঁরে যোগায়॥ ললিতা-ইঙ্গিত পাঞা, নর্ম্মদা আইল লৈয়া, বিনি সূতে গাঁথি ফুল হার। দেয়ল দোহাঁর গলে, হিয়ার উপরে দোলে, দেখি আঁখি শীতল সবার॥ শেখর মধুর করি, কহে কথা ধীরি ধীরি, কানন শোভন দেখিবারে। শুনিয়া চতুর কান, মনে করি অনুমান, উঠিলা ধনীর ধরি করে॥ ১৪৬

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর কান। সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করল পয়ান॥ দুহুঁ কান্ধে দুহুঁ ভুজ শোভিয়াছে ভাল। দুহুঁ রূপে দশ দিশ করিয়াছে আল॥ নবীন-যৌবনী সব চল দুই পাশে। বনের মাধুরী দেখি হাস পরিহাসে। জাতি যূথী মল্লিকা মালতী নাগেশ্বর। কদম্ব বকুল সে চম্পক মনোহর॥ তমাল মাধবীবন অতি ঘোর-তর। অশোক কিংশুক দোলা দেখিতে সুন্দর॥ বৃন্দাবন ফল-ফুলে আছে ত ভরিয়া। মাধব মাধবী ভ্রমে খগণ লইয়া॥

ফুলবন-শোভা দোঁহে দেখি অনুক্ষণে। ফুলবন দেখিবারে করিলা গমনে। আম জাম বিল্ব পীলু গুবাক নারিকেল। বাদাম ছোহারা লেবু কপিত্থ সকল॥ কণ্ডলা পিয়ালা আর পনল খর্জ্জুর। দ্রাক্ষা দাড়িম্ব আম্রাতক সুমধুর॥ তাল কুল কলা আদি যতেক কানন। দেখি প্রফুল্লিত দুহু' করয়ে ভ্রমণ॥ যন্ত্রশালাতে গেল নাগরী নাগর। সে খেলে বিবিধ যন্ত্র আনিল শেখর॥ ১৪৭

কেদার।

সহচর সঙ্গে গৌর নট-রাজ। বিশ্বয়ে নিরুপম কীর্ত্তন সমাজ॥ সুরধুনী-তীর পুলিন মনোহর। গৌরচন্দ্র ধরি গদাধর-কর॥ কত শত যন্ত্র সুমেলি করি। বাওয়ে মৃদঙ্গ করতাল ধরি॥ গাওত সুমধুর রাগ রসাল। হেরি হরষিত কোই কহে ভালি ভাল॥ গদাধর বামে ডাহিনে নরহরি। রায় শেখর কহে যাউ বলিহারি॥ ১৪৮

বিহাগড়া।

নীরজ-নয়নী লেয়ল বীণ, সকল গুণক অতি প্রবীণ, মধুর মধুর বাওয়ে তান, মদন-মোহন মোহিনী। ঝঙ্কৃত ঝঙ্কৃত ঝনন ঝঙ্ক, চলত অঙ্গুলি দোলত অঙ্গ, কুটিল নয়নে করত আত অঙ্গ ভঙ্গী-শোহিনী॥ ললিতা ললিত ধরত তান, মোহিত মনোমোহন লাল, কহত হিঁ অতি ভালি ভাল রাধা গুণ-শালিনী। তরুগণ এক ভেলি, সকল যন্ত্র করল মেলি, মুরলী মুরলী দেওত কান চমকি রাগ-মালিনী॥ মত্ত কোকিল গায়ে মধুর, অলিকুল তাহিঁ অতি সুস্বর, মুরলী ধ্বনি ঘন গরজনি নাচত ময়ূর-মালিকা। বৃন্দাবন সুখদ ধাম, তঁহি বিহরই রাই শ্যাম, তরুণীগণ বিহল বদন গাওত কত ভাতিয়া॥ ফুলি অনিল বহই ধীর, ফুলি চলই যমুনা তীর, ফুলি কানন ফুলি মদন ফুলি রমণী শোহিনী ললিতা কহত মধুর বাত, কানু নাচত রাই সাথ, অঙ্গ-ভঙ্গ সরস রঙ্গ কহত শেখর মোহিনী॥ ১৪৯

বেলাবলী॥

নাচত নাগরী নাগর কান। রসবতী পুন পুন হেরই বয়ান॥ বাজত কত কত যন্ত্র রসাল। গাওত সহচরী দেওত তাল॥ চৌদিকে বেড়িয়া নটিনী সমাজ। মাঝে শোহত তঁহি নটবর-রাজ॥ নট-নটিনীগণ ভেল এক সঙ্গ। চলত চিত্র-গতি অঙ্গ-বিভঙ্গ॥ করে কর জোরি জোরি নাচে বালা। মদন গাঁথল যেন চাঁদকি মালা॥ পদ-তল-তল ধরণী সব ধারি। নাচত রঙ্গে নিশঙ্ক মুরারি॥ হেরি ললিতা তব দেয়লি ডম্ফ। বিকট তাল তব করল আরম্ভ॥ হাসি কমল-মুখী বহে ধন বান। ইহ পর পদ-গতি করহ সুঠান॥ মাতি মদন-মদে মদনগোপাল। বিকট তাল পর নাচত ভাল॥ রিঝি দেয়লি নিজ মোতিম-মাল। সুখ-ভরে শেখর কহে ভালি ভাল॥ ১৫০

বেলাবলী।

তত্তা থৈ থৈ বাওয়ে মৃদঙ্গ। নাচত বিধু-মুখী অঙ্গ-বিভঙ্গ॥ সুবিষম তাল কানু যব দেল। তব ললিতা সখী হরষিত ভেল॥ কানু কহে সুন্দরি কর অবধান। ইহ পর পদ-গতি করহ সন্ধান॥ রঙ্গিণী সহচরী গাওত তাল। কানু দেওত করে সুবিষম তাল॥ নাচত সুবদনী কতহুঁ সুছন্দ। হেরি চমকিত সব সহচরীবৃন্দ॥ কোই কহে ধনি ধনি কোই জয়কার। কানু দেওল নিজ গুঞ্জা-হার॥ কণ্ঠে দেয়ল ধনী উর পর লাগ। কহ শেখর সোই নব অনুরাগ॥ ১৫১

বিহাগড়া।

হরি-করে হরিণী, নয়নী তব সোঁপিয়া, সখীগণ চলু আন ঠামে। অবসরে ধনী-কর, ধরিয়া নাগর, মিনতি করয়ে অনুপামে॥ হরিণী-নয়নী ধনী রামা। কানুক সরস, পরশ-সম্ভাষণে, মেটই লাজকি ধামা॥ সুখদ শেযোপর, নাগরী নাগর, বৈঠলি নব-রতি-সাধে। প্রতিঅঙ্গ-চুম্বনে, রস-অনু-মোদনে থরহরি কাঁপয়ে রাধে॥ মদন সিংহাসনে, করলি আরোহণে, মোহন রসিক সুজান। ভয়-গড় তোড়ল, অলপে সমাধল, রাখল সকল সমান॥ কহ কবি শেখর, গুরুয়া ভোখ ভর, কর জনু থোর আহারে। ঐছন দুহুঁ জন, তলপহি পুন পুন, উপজল অধিক বিকারে॥ ১৫২

বিহাগড়া।

পুন হরি নাগরী, চুম্বই বেরি বেরি, অধর-সুধা কর পান। মদন মহোদধি, উছলি পড়ু জনি, ডুবল নাগর কান॥ উচ-কুচ কলস, পরশ করি নাগর, ভাসই যৌবনবানে। নব-রতি-খেদদুঃখ জনু ভাবই, নাহ মিনতি নাহি মানে॥ কপট রোই ধনী, পিয়া-কর বারই, করে কুচ রহলি ছাপাই। বিথারল কেশ, বেশ নীবি-বন্ধন, উর মুড়ি অঙ্গ ঝাঁপাই॥ বিকট কপট দিব করি, নব নাগর, নাগরী কোরে বসাই। ঘন কুচ-হানন, দৃঢ় পরিরম্ভণ, কপটে মুরছে ধনী রাই॥ সুরত-সমর রসে, কানু-মন মাতল, কমলিনী কাতর বালা। সব অঙ্গ শিথিল, স্বেদ জলে তীতল, মরদিত চম্পক-মালা॥ ধনী হেরি নাগর, পড়লহি ফাঁফর, ছোড়ল কেলি-বিলাস। কহ কবি শেখর, কানু ভেল কাতর, চীরহি করত বাতাস॥ ১৫৩

ধানশী।

চীরক পবনে ধনী শীতল ভেল। স্থরম ঘরম সব দূরহিঁ গেল॥ বৈঠল দুহুঁ ঘন সেবক নাহ। তব অনুমানল রসিক সুনাহ॥ রাইক ইহ সব কপট ওরাস। বুঝিয়া রসিকবর লহু লহু হাস॥ তাহিঁ পুন চুম্বই রাই-বয়ান॥ দুহুঁ জন মরমে হানল পাঁচ বাণ॥ পুন বিলসয়ে ধনী হেরইতে ধন্দ। কহ কবি শেখর ইহ পরবন্ধ॥ ১৫৪

বিহাগড়া।

কামিনী বৈঠলি কামুক সঙ্গ। খণে খণে উপজয়ে নব নব রঙ্গ॥ মাধুরী চুম্বই নাহ-বয়ান। সো সুখসায়রে ভোরল কান॥ ধনীমন মনমথে উনমতি ভেলা। নাগর উপর পয়োধর দেলা॥ কামিনী করতহি পুরুষ-আচারা। জীউ লই ভাগল লাজ বেচারা॥ উলটল লোটন উর পর চরণা। নিকসল শ্রমজল অপরূপ করণা॥ নাসা খগপতি শ্বাস হিলোরি। জলদ উপরে দোলে বিনোদ বিজুরী॥ রতি অতি বিপরীত বিলসয়ে কামিনী। মনসিধি সাধই জাগই যামিনী॥ দুহুঁ মনমানস পুরণ ভেলি। হরষি সরোজমুখী সমাধান কেলি॥ বিলাসে অলস ভেল দুহুঁ জন-গায়। শ্রম দূর করতহি শেখর রায়॥১৫৫

বেলাবলী।

আলসে আকুল ভেল রসবতী রাই। মদন মদালসে শুতলি যাই॥ কানু শয়ন করু কামিনী-কোর। চাঁদ আগোরি জনু রহল চকোর॥ দুহুঁ শিরে দুহুঁ ভুজে বয়ানে বয়ান। উরু উরু লপটল নয়ানে নয়ান॥ ঘুমি রহল তহিঁ কিশোরী কিশোর। কেশ-প্রবেশ নাহি তনু তনু জোর॥ সখীগণ নিজ নিজ কুঞ্জে পয়ান। নিভৃত নিকেতনে করল শয়ান॥ স্বেদ-বিন্দু দেখি দুহুঁ জন গায়। শেখর করতহি চামর বায়॥১৫৬

বিহাগড়া।

কানু কহে শশিমুখি কর অবধান। রতিরসে বীর তুহুঁ হাম অব জান॥ তুয়া ঠাম ঠমকে চমক ভেল কাম। তাপি রহল দূরে গণি পরিণাম॥ তুহুঁ ধনি কয়লি বৈছন কেলি। হাম নাহি জানিয়ে ঐছন মেলি॥ অব হাম গুরু করি মানলুঁ তোয়। অদভুত রতিরণ শিখায়লি মোয়॥ অধরহি দশন-চিহ্ন ভেল হঠিনা। হৃদয় বিদারল তুয়া কুচ কঠিনা॥ নখরে বিদারলি সব তনু মোর। তিলেক করুণা ধন না রহ তোর॥ কহ কবিশেখর শুন বর কান। আজনম গুরুপণ করবি ধেয়ান॥১৫৭

ললিত।

আলিকুল জাগল অলিকুল-গানে। চমকিত চাহই চকিত-নয়ানে॥ চঞ্চল চিত অতি চললি নিকুঞ্জে। সুখদ শেষ তহিঁ সুকুসুম-পুঞ্জে॥ বিগলিত কুন্তল বিগলিত বাসে। হেরি হেরি সহচরী করু পরিহাসে॥ জাগ জাগ সুন্দরি সুন্দর কান। দশ দিশ নিরমল ভেল বিহান॥ কুমুদিনী তেজি অলি কমলহিঁ গেল। গুরুজন এত-খণ বাহির ভেল॥ হাম সব আছিয়ে তুয়া মুখ চাই। রহই না পারিয়ে অব ঘরে যাই॥ শুনইতে জাগি রহল দুহুঁ ভোর। নয়ন না মেলই তনু তনু জোর॥ সখীগণে ভৈখনে করু অনুমান। কপট-কোটি কত করত ভিয়ান॥ দুহুঁ জন জাগল অতি ভয় পাই। হাসি হাসি শেখর যায় খসাই॥

বেলাবলী

দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ। সখীগণ-মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥ আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর। দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর॥ দ্রাক্ষা-ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী। তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি॥ কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর। কমল নিয়ড়ে আসি মিলয়ে সত্বর॥ শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর। জাগল সকল লোক নাহি মান ডর॥ শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া। চোর হৈয়া সাধু পারা রহিলা শুতিয়া॥ ১৫৯

বিভাস।

রজনী শেষ বর, নাগরী নাগর, বৈঠল শেষকি মাহি। হেরি সখী সত্বর, মন্দির ভিতর, হাসি হাসি বৈঠলি তাহিঁ॥ সহচরী মেলি, কেলি-কলপতরু, কর কত রস পরকাশে॥ রজনীক রঙ্গ, কহিতে নব-নাগরী, পিয়া-মুখ ঝাঁপল বাসে॥ দুহুঁ মুখ নিরখি হরখি সব সহচরী, পুলকিনী রহল নেহারি। পীত বসন লই, নিজ তনু ঝাঁপল, লাজে লাজায়লি গোরী॥ তব হরি নাগরী, কোরে আগোরলি, ডুবল সুখ-সিন্ধু মাঝ। ললিতা ললিত কহি, দুহুঁ বেশ খণ্ডিত, সাজাওত অনুপম সাজ॥ দুহুঁ রূপে মগন, ভেল সব সখীগণ, দিন রজনী নাহি জান। অরুণ উদয় ভেল, জটিল-শবদ পাইল, কবি শেখর গুণ গান॥ ১৬০

বিভাস।

দুহুঁ রূপ লাবনী, মনমথ-মোহিনী, নিরখি নয়ন ভুলি যায়। রজনী-জাগরিত-রতি, বিশেষ-আলাপনে, আলস রহল দুহুঁ গায়॥ চাঁচর কুন্তল, তাহে কুসুম-দল, দোলত আশহি ভাতি। দুহুঁ দোহাঁ হেরি মুখ হৃদয়ে বাড়য়ে সুখ, বোলত ভুতল পাঁতি॥ নিজ নিজ মন্দির, নাগরী নাগর, চলইতে করু অনুবন্ধ। বিচ্ছেদ বিষানলে, দুহুঁ তনু জারল, লোচনে লাগল ধন্দ॥ ভিতক চিত, পুতলী প্রায় দুহুঁ জন, রহলি বিদায়ক বেলা। প্রেম-পয়োনিধি, উছলি পড়ু জনু, চেতন অচেতন ভেলা॥ দুহুঁজন-চিত-রীত হেরি সহচরী, ঘন ঘন গগনহি চায়। রজনী পোহায়ল, সব জন জাগল, সে ডরহি অধিক ডরায়॥ শেখর বুঝি ভব, করি কত অনুভব, দুহুঁ-সঙ্গ-ভঙ্গ করায়। নিজ নিজ মন্দিরে, গমন করল দুহুঁ, গুরুজন ভেদ নাহি পায়॥ ১৬১

ললিত।

বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুঁক পরাণ। গর গর অন্তর ঝরয়ে নয়ান॥ দুহুঁ মনে মনসিজ জাগি রহু। তিল বিছুরণ সহে কেহু কাহু॥ নিশবদে শুতল নিন্দ নাহি ভায়। বিয়োগ-বিয়াধি বিথারল গায়॥ দুহুঁক দুলহ লেহ দুহুঁ ভালে জান। দুহুঁ জন মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ॥ রায় শেখর জানে ইহ রস রঙ্গ পরবশ প্রেম সতত নহে ভঙ্গ॥ ১৬২

বরাড়ী।

তুলসী চতুর, কহয়ে মধুর, কাতর দেখিয়া কান। তুষিয়া তাহারে, চলিলা সত্বরে, রাখিয়া আপন মান॥ বিয়া বৃন্দা আসি, রাই-রসে রসি, সাজায়ল নিজ মনে। করি সমাপন, আসিতে ভবন, তুলসী মিলিলা বনে॥ হাস পরিহাসে, রাইক আবাসে, আইলা কানন-সখী। শেখর সহিতে, বারতা শুনিতে, সজল রাধার আঁখি॥ ১৬৩

বরাড়ী।

দুহুঁ দোহাঁ মিলই বাহু পসারি। দুহুঁ সুখে মাতল সব কুলনারী॥ দুহুঁ লই বৈঠল বকুলক ছায়। অগোর চন্দন কেহ দেই দুহুঁ গায়॥ দুহুঁ পদ-পঙ্কজে কেহ দেই নীর। কেহ কেহ বীজই শীতল সমীর॥ কেহ কেহ ধায়ল দুহুঁ মুখ-চন্দ। লাজে মদন হেরি রহলহিঁ ধন্দ॥ দুহুঁ অঙ্গে বিকশিত বিবিধ বিকার। মাতল মনমথ লাজ কি আর॥ দুহুঁ মেলি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে। দুহুঁ গুণ গায়ত মধুকর-পুঞ্জে॥ রাধামাধব ভেল এক ঠাঁয়। দুহুঁ মুখ হেরই শেখর রায়॥ ১৬৪

বরাড়ী।

পাইয়া বাঁশী, নাগর হাসি, বসি সভার পাশে। সকল বালা, চাঁদের মালা, মুচকি মুচকি হাসে॥ বনদেবতী, আসিয়া তথি, মনে কৈল অনুমান। মদন ভুখা, দেখিয়া ভুখা, করাইল মধু পান॥ হইয়া শীতল, কামে বিকল, রাধা কানুর মন। মদন-কলা, কহে বালা, পাইয়া বিরল বন॥ চতুর সখী, দোহাঁয় রাখি, কেলি-বিলাসের ঘরে। ছলা করি, আইলা সরি, ফুল গাঁথিবার তরে॥ ভবে যুবতী, নাগর তথি, নাগর করি কোরে। মদন দুখী শেখর সুখী, তিতিল আঁখির জলে॥ ১৬৫

বরাড়ী।

গোবর্দ্ধন গিরিবর, নিকটহিঁ মণিঘর, সুখদ শীতল মনোহর। কলপতরুর বন, শোভিয়াছে বিলক্ষণ, সমীপে রাধার সরোবর॥ প্রফুল্ল কমল তায়, ভ্রমরা ভ্রমরী গায়, চক্রবাক করে ক্রীড়া-রণ। মদন ধনুক করে, সদাই তাহাতে ফিরে, যতনে রাখয়ে সেই বন॥ অবসর জানি খেলা, বৃন্দার হইল মেলা, ফল তুলি আনিল সত্বর। উত্তম সংস্কার করি, সোণার থালীতে ভরি, সারি সারি পীঢ়া ধরে ধর॥ করি মনে অনুমান, রচিল ভোজনস্থান, আগে আসন বসিবার তরে। সুগন্ধি শীতল জল, করি অতি নির্ম্মল, ঝারি ঝারি ভরি ভরি ধরে॥ আর যত উপহার, করি সব সম্ভার, বৃন্দা সানন্দ হৈয়া মনে। সখীগণ নানারঙ্গে, নাগর নাগরী সঙ্গে, প্রবেশিলা সেইত ভবনে॥ দেখিয়া বৃন্দার রীত, সবে ভেল আনন্দিত, রসরাজ বসিলা ভোজনে। মুখানি পাখালি নীরে, মোছল পাতল চীরে, বনদেবী করয়ে সেবনে॥ একে একে উপহার, ভুঞ্জে

কানু বারে বার, রাধিকা দেখিয়া ভেল সুখী। অবশেষে পিয়ে জল, তবে ভুঞ্জে বন-ফল, যতনে খাওয়ায় সুধামুখী॥ শেখর সত্বর হৈয়া, আইল ভাবর লৈয়া, আচমন করিবার আশে। বিলাসমন্দির মাঝে, রচিল পালঙ্ক শেষে, তাম্বুল-সম্পুট তার পাশে॥ ১৬৬

সারঙ্গ।

কুঞ্জে সুন্দর শ্যামরচন্দ। বহুবিধ ভোজন করয়ে আনন্দ॥ আচমন করি তাহে নাগররাজ। রসভরে বৈঠল কুঞ্জক মাঝ॥ সুখদ শেযোপর বৈঠল কান॥ ধনী অবশেষে করু ভোজন পান॥ সহচরী-গণ মেলি ভুঞ্জলি রাধে। আচমন করি চলু শয়নক সাধে॥ রসবতী বৈঠলি রসময় পাশ। দুহুঁ হেরি সখীগণ করু পরিহাস॥ ব্রজরমণীগণ চতুরী সুজান। কর্পূর তাম্বুল দেই পূরল বয়ান॥ দুহুঁ অঙ্গে সুবেকত মদন বিকার। সহচরীগণ হেরি ভেল বাহার॥ দুহুঁ মেলি শুতল অলসল গায়। দুহুঁপদ সেবয়ে শেখর রায়॥ ১৬৭

আশাবরী।

কুসুমিতকুঞ্জে। অলিকুল গুঞ্জে॥ মলয়-সমীরে। বহে ধীরে ধীরে॥ রসবতী সঙ্গে। রসময় রঙ্গে॥ ধনী করি বুকে। শুতলি সুখে॥ ধনী কুচ কলসে। ঘুমল অলসে॥ কিশোরী কিশোর। নিঁদে ভেল ভোর॥ রহলি আবাসে। দিন ভেল শেষে॥ কানন-দেবী। কোকিল সেবি॥ কয়ায়লি গানে। জাগল কানে॥ ধনী উঠি বৈঠে। কচালই দীঠে॥ শেখর ঠাড়ি। লই জল-ঝারি॥ দুহুঁ মুখচাঁদে। ধোয়াই সুছাঁদে॥ পান কর্পূরে। দুহুঁ মুখ পুরে॥ ১৬৮

ভাটিয়ারি।

কুসুমিত কুঞ্জ, কলপতরু কানন, মণিময় মণ্ডপ মাঝ। আইলা কলাবতী, সব জন সঙ্গতি, করে লই পূজনসাজ॥ কুঙ্কুম চন্দন, কেশর অনুপম,চম্পক মালতী মাল। বহুবিধ বনফুল, নীর সুশীতল, বহু উপহার রসাল॥ ভানু-ভবনে ধরি, রাখল সারি সারি, দধি ঘৃত রতন প্রদীপ। সহচরী মেলি, কেলি কলাবতী, বৈঠল দেব সমীপ॥ নিজরসে ভাসি, হাসি ধনী বোলই, শুন শুন কানন-দেবি। দেবপূজন বিধি, যে জন জানয়ে, তাহে সে আনহ সেবি॥ রাইক চীত, রীত জানি শেখর, যাই মিলল বটু পাশ। বচনবিশেষে, লেই মধুমঙ্গল, আওলি দেব আবাস॥ ১৬৯

ধানশী।

কর যুড়ি মন্ত্র পড়ি রাই ফেলে পাটী। পড়িল সরল দান চালাইল গুটি॥ সাটোপ করিয়া দান ফেলিল নাগর। পড়িল নীরস দান পহিলে কাঁফর॥ রাই উঠাইয়া পাটী ফেলে আর বার। জিনিনু জিনিনু বলি বলে বার বার॥ রুষিয়া ফেলিল পাটী রসিক সুজান। যে দান ফেলিতে চাহে না

পড়ে সে দান॥ সুপাট না পড়ে পাটী না চলয়ে শারি। বিশাখা হাসিয়া কহে নাগরের হারি॥ কল বল ছল করি পাটী লৈয়া করে। হঠ শঠ ফেলে দান জিনিবার তরে॥ তবহুঁ পড়ল দান কুপট তাহার। ধনী কহে আছে ধর্ম্ম করিতে বিচার॥ হাসিয়া নাগর কহে খেল আর বার। ধনী কহে মুখে লাজ নাহিক তোমার॥ কুন্দলতা কহে ধনী কর অবধান। ভৃঙ্গের অধররস তুমি কর পান॥ ললিতা বিশাখা কহে শুন কুন্দলতা। প্রিয়জনে হেন কেনে করহ বিতথা॥ খেলিল বিনোদ খেলা সঙ্গে সখাগণ। শেখর লইয়া যায় বিনোদ ভবন॥ ১৭০

ভাটিয়ারি।

তারে দেখি, মনে সুখী, এলায় মাথার কেশ। রসিক নাগর, রসের সাগর, ব্রাহ্মণের বেশ॥ গলে পাটা, ভালে ফোটা, কোশাকুশী করে। ছোট কাচা, মোটা কোঁচা, কটি আটি পরে॥ লৈয়া পুথি, হৈয়া যতি, আইলা দেবের ঘরে। পূজার সজ্জ, দেখি দ্বিজ, মন সন্ সন্ করে॥ ক্ষীরের লাড়ু, দেখি বড়ু, কহে বার বার। আইস সবে, পূজহ দেবে, রৈতে নারি আর॥ হেরি বটু, করি চাটু, কহে সুধামুখী। নাগর পানে, চায় সঘনে, বটু কটু দেখি॥ করি যতন, ধরি আসন, বটু বসাইলা। রাইর সঙ্গী, রসের রঙ্গী, মোদক দেখাইলা॥ অথির জানি, বিনোদিনী, মোদক দিলা করে। আসন বসন, ভূষণ দিয়া, বটুর বরণ করে। ছন্দ ধরি, বন্ধ করি, কহে কুন্দলতা। ভানুর কোলে, কানু খেলে, এই সে ভাল কথা॥ নষ্ট-লোকে, দুষ্ট কথা, কহিল বুড়ীর কাণে। রুষ্ট হৈয়া, দুষ্ট মাগী, আইলা পূজার স্থানে॥ সবে মেলি, করে কেলি, বসি পূজার ঘরে। দেখি বুড়ী, শেখর সাড়ি, সবায় সত্বর করে॥ ১৭১

শ্রীরাগ।

রায়ান চতুর বড় সদা মাথা ঠাড়। মায়ের সনে, আইলা বনে, করিতে কথা দড়॥ হরিষ বিষাদ মনে ভাল মন্দ গুণে। রাইর নীতি, বুঝিতে তিথি, বসিলা মণ্ডপ-কোণে॥ শাশুড়ী আড়ে, জানি তরে, ভীত ভেল ধনী। গায়ের বসন, খসে সঘন, মুখে নাহি সরে বাণী॥ বিপদ অতি, বুঝি তথি, কহে সকল নারী। গোপত কথা, বেকত হবে, এবে কিবা করি॥ রাই কাতর, ডরে বিকল, মনে বিচার করে। দুষ্টমতি, দেখি পতি, না জানি কি করে॥ কহে বটু, হৈয়া কটু, ব্রহ্মচারী স্থানে॥ রায়ান যায়ে, লৈয়া মায়ে, ঐছে কর কামে॥ কানু তখন, ভানু হৈয়া, ফুলের ভিতরে যায়। যখন যেমন, তখন তেমন, বুঝি কথা কয়॥ শুন রাধা, পতিব্রতা, কেনে কর স্তুতি। বুড়ার পাপে, জ্বালিমু তাপে, মরিবে তোমার পতি॥ কোলের কুমার তার গাই ভঞ্জিয়া আর। ঐ জামাতা, আনি হেথা, করিমু ছার খার॥ শুনি বটু, করে চাটু, বসি

দেবের ঘরে। কর-যোড়ে, বেদ পড়ে, দেব মানাবার তরে॥ শুন দেব, দিনমণি. তোমায় আমি জানি। স্তুতি-পাঠে, গলা ফাটে, শুন মোর বাণী॥ এই রাধা, তোরি সদা, ভয়ে ভেল ভোর। দয়া করি, রাখ নারী, এই মিনতি মোর॥ কুন্দলতা, ধনী সদা, কহে বিনয় বাণী। রাধার তরে, হিয়া ঝুরে, সেব গুণমণি॥ ভয়ে ধনী. হৈয়া খিণী, গলে বসন দিয়া। দেব নিকটে, নিষ্কপটে, রহে দাঁড়াইয়া॥ শেখর আগে, বর মাগে, শুন দিবাকর। সে না বুড়ী, মরুক পুড়ি, রাখ রাধার ঘর॥ ১৭২

ভাটিয়ারি।

কর-যোড়ে কহে ধনী, শুন দেব দিন-মণি, জনম সেবন কৈনু তোর। ধন জন পরিবার, সব হবে ছারখার, এই সে কপালে ছিল মোর,॥ দিনমণি কর অবধান। পতি যদি মরি যাবে, তবে মোর কিবা হবে, কোন কাজে রাখিব পরাণ॥ দেবের ননদ মোরা, বাসে যেন আঁখির তারা, শাশুড়ী সোহাগ করে সদা। এ সব মরিয়া যাবে, কবে মোর কিনা হবে, এ তাপে কেমনে জীবে রাধা॥ বিষাদে বিষণ্ণ মন, ডাকে সতী নারায়ণ, বটু চাটু করে তার পাশে। রাধার বদন দেখি, বিকল হইল আঁখি, বিকট কপট-দেব-হাসে॥ রাইয়ের বিনয় শুনি, কহে দেব দিনমণি, প্রসন্ন হইনু তোর তরে। ধনে জনে পূর্ণা হৈয়া, থাক সতী পতি, লৈয়া আপদ নহিবে তোর ঘরে॥ দেব দয়াময় দেখি, আনন্দ হইল সখী, শুনি বৈসে আসন ভিড়িয়া। নাগর-মোহিনী ধনী, পূজে দেব দিনমণি, বটু দেয় সুমন্ত্র পড়িয়া॥ ধূপ দীপ গন্ধমালা, দিয়ে দেব পূজে বালা, আর কত শত উপহার। বটু সুখে মন্ত্র পড়ে, সঘন হুঙ্কার ছাড়ে. দেখি বুড়ীর হৈল চমৎকার॥ নানা উপহারে ধনী, পূজা কৈলা দিনমণি, অবশেষে মাগে এক বর। যদি হৈলা অনুকূল, পড়ুক মাথায় ফুল, তবে সে ঘুচয়ে এব ডর॥ হাসি দেব মাথা নাড়ে, ঝর ঝর ফুল পড়ে, জলাঞ্জলি দেই নারীগণে। দেখিয়া দেবের মুখ, বাড়িল সবার সুখ, আশিষ মাগয়ে জনে জনে॥ সবার শিরে দিয়া হাত, বটু করে আশীর্বাদ, জনম-আইয়তী হৈয়া থাক। এই দেব নিরঞ্জন, পূরুক সবার মন, নৈবেদ্য প্রসাদ কিছু চাখ॥ বসনে বান্ধিয়া সব, না রাখিল এক লব, লইয়া চলিল আর বনে। হিয়ায় সামাইল ডর, কাঁপে বুড়ী থরে থর, রায়ান আসান পাইল মনে॥ পুত্রেরে লইয়া বুড়ী, পলাইল গুড়ি গুড়ি, পথ বিপথ নাহি মানে। উলটি পালটি চায়, বসন না রহে গায়, রায়ান ভরসা করে মনে॥ দৌঁহে ঘর আসি বৈসে, রাইকে সে পরশংসে, মাথায় আঘাত সদা মারে। নিষেধ করিল মায়, এ কথা না কহ কায়, ঘরে আইলে যামাইও সবারে॥ হাসিয়া শেখর কয়, আর কিছু নাহি ভয়, মোরে সবে কর পরতীত।

বিলাস-নিকুঞ্জে চল, কৌতুকে সবাই খেল, কেহ কিছু না ভাবিও ভীত ॥ ১৭০

ভাটিয়ারি।

দিন অবসান, জানিয়া পরাণ, কেমন কেমন করে। দোঁহার বদন, নিরখি দুজন, বচন নাহিক সরে॥ রসিক নাগরী, বিচ্ছেদে বিভোরি, ঘুচিল মুখের হাস। লোর ঝর ঝর, বোল থর থর, খসিয়া পড়য়ে বাস॥ হিয়ায় জ্বলন, বাড়ব-আনল, দহই দোঁহার দেহা। করিতে মেলানি, কি হৈল না জানি, জাগল দারুণ লেহা॥ বিষাদে বিবশ, হইয়া দুজন, মেদিনী ভেদয়ে পায়। সখীগণ তথি, করিয়া যুগতি, কহয়ে দোঁহার ঠায়॥ সুন্দরি সুন্দর, বিলম্ব না কর, সত্বর চলহ ঘর। অবধি রহিলে, কি জানি কি বলে, সে আর হইল ডর॥ শুনিয়া বচন, তরাসে তখন, মন্দিরে বাহিরে আসি। দুঃখিত হিয়ায়, হইল বিদায়, বাড়িল বেদনা রাশি॥ চতুর নাগর, চলিলা সত্বর, মিলিলা সখার সঙ্গে। সখীর মণ্ডলী, লইয়া চললি, শেখর চলিল রঙ্গে॥

ভাটিয়ারি।

সতী কুলবতী, সকল যুবতী রাধারে আনিয়া ঘরে। পরম যতনে, মধুর বচনে, সোঁপিলা জটিলা করে॥ হরিষ-বদনে, জটিলা আনে, সবার করিয়া মান। আদর-বাদরে, শিরষ-বেআরে, যেমন কর্পূর পাণ॥ ভুবাহু ভুলিয়া, দেবতা জাকিয়া, সঘনে আশিষ করে। দেব যার বশ, মিছা অপযশ, না বুঝি দেয়লু তারে॥ পরের বচনে, হৈয়া অচেতনে, করিনু দারুণ কাজ॥ দেখিনু নয়ানে শুনিনু শ্রবণে মাথায় পড়িত বাজ॥ ভাল বটে বেটী, করিয়া আখটী মানাইল নারায়ণ। তেঞি সে আমার, রহিল সংসার, পুত্র পরিবার ধন॥ বধূর মরম, মরম জানিয়া, বুড়ী সে কাতরে বলে। ও মোর দুলালি, পরাণ-পুতলি, সিনাহ শীতল জলে॥ রাই করি ছলা, বিরলে বসিলা, শেখর বসিলা সঙ্গে। শাশুড়ী-আদর, দেখিয়া সবার, উপজিল মহারঙ্গে॥ ১৭৫

রামকেলী।

আলসহি নাগরী, কুসুমশেযোপরি, শুতলি নাগর-কোর। কিয়ে রতিপতি-তূণ, ভেল বাণশূন, কিয়ে হেরি রহল বিভোর॥ দেখ দুহুঁ-নিন্দক রঙ্গ। কণক-লতায়ে, তমাল জনু বেড়ল, চাঁদ সুরুজ এক সঙ্গ॥ বয়নহি বয়ন, ভুজহিঁ ভুজ বন্ধন, চরণহি চরণ বেয়াপি। তড়িতহি জড়িত, যৈছে নব জলধর, শশিকর তিমিরহি ঝাঁপি॥ কনক-মেরুযুগ, নীলজলধি-জলে, ডুবল হেম অনুমানি। ঐছন অপরূপ, কো করু অনুভব, কহ কবিশেখর জানি॥ ১৭৬

রামানন্দ।

পদাবলী।

তুড়ী।

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী। পাছে লোকমাঝে মোর হয় জানাজানি॥ শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে নিন্দে তনু নাহিক বসন। শ্যামবরণ এক, পুরুষ আসিয়া গো, মুখে ধরি করয়ে চুম্বন॥ বলি সুমধুর বোল, পুন পুন দেই কোল, লাজে মুখ রহিনু মোড়াই। আপনা করয়ে পণ, সবে মাগি প্রেমধন, বলে "ধনি যাচিয়া বিকাই"॥ চমকি উঠিনু জাগি, কাঁপিতে কাঁপিতে সখি, যে দেখিনু সেই নহে সতী। আকুল পরাণ মোর, দুনয়নে বহে লোর, কহিলে কে যায় পরতীতি॥ কিবা সে মধুর বাণী, অমিয়ার তরঙ্গিণী, কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায়। কহে বসু রামানন্দে, আনন্দে আছিনু নিন্দে, কেন বিধি চিয়াইল তায়॥ ১

করুণ সুহিনী।

মলয়জ-মিলিত, যমুনা-জল শীতল, বংশীবট নিরমাণ। নিকটহি নীপ, কদম্ব তরু কুসুমিত, কোকিল ভ্রমর করু গান॥ তার তলে ত্রিভঙ্গ, তরুণ তমাল তনু, বামে রূপবতী রাই। একে নব জলধর, তাহে বিজুরী থির, কাঞ্চনে রতন মিশাই॥ দুহুঁ তনু এক মন, নিবিড় আলিঙ্গন, দুহুঁ জন একই পরাণ। বসু রামানন্দ ভণে, তুলনা না হয় মনে, রূপের নিছনি পাঁচ বাণ॥ ২

বিভাস।

প্রাণনাথ কি আজু হইল। কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল। মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর। নয়ানের কাজর গেল সিঁথার সিন্দুর॥ যতনে পরাহ মোরে নিজ আভরণ। সঙ্গে লৈয়া চল মোরে বঙ্কিম-লোচন॥ তোমার পীত-বাস আমারে দেহ পরি। উভ করি বান্ধ চূড়া এলাওল কবরী॥ তোমার গলার বনমালা দেও মোর গলে। মোর প্রিয় সখা কইও সুধাইলে গোকুলে॥ বসু রামানন্দ ভণে এমন পিরীতি। ব্যাঘ্র হরিণে যেন রাই তোমার বসতি॥ ৩

রামকেলি।

মনু মনু শ্যাম অনুরাগে। মনোহর মধুর, মুরতি নব কৈশোর, সদাই হিয়ার মাঝে জাগে॥ জিতে পাসরিতে নারি, বল সে কি বুদ্ধি করি, কি শেল রহল মোর বুকে। বাহির হৈয়া নাহি যায়, টানিলে না বাহিরায়, অন্তরে জ্বলয়ে ধিকে ধিকে॥ চরণে চরণ থুঞা, অধরে মুরলী লৈয়া, বাজাইয়া তেরছ নয়ানে। অঙ্গুলি

দোলায়ে শ্যাম, কি জানি কি দেখাইল, সে কথা পড়য়ে সদা মনে॥ কিছু না মোর সহে গায়, কে বা পরতীত যায়, তিলে প্রাণ তিন ঠাঞি ধরি। বসু রামানন্দের বাণা, দিবানিশি নাহি জানি, গোপতে গুমরি মরি মরি॥ ৪

কামোদ।

দংদ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি মাদল বাজত, কতহুঁ তাল সুতালুয়া। অখিল ভুবনক, নাথ নাচত, শ্রীবাস আদি সবে গানুয়া॥ জানু-লম্বিত, বাহু যুগল, কলিত-কলধৌত ঠানুয়া। অরুণ-অম্বরে, ভুবন ডগ মগি, যৈছে প্রাতর-ভানুয়া॥ ক্ষণহি কম্পিত, ক্ষণহি পুলকিত, ক্ষণহি করযুগ চালনা। ক্ষণহি উঠ করি, বলই হরি হরি, পূরব-প্রেমক পালনা॥ চাঁদ অবধৌত, ঠাকুর অদ্বৈত, সঙ্গে সহচর মেলিয়া। কহে রামানন্দ, কুলিশ সরসয়ে, দারু দরবতি কেলিয়া॥ ৫

পাহিড়া।

আরে মোর গৌর কিশোর। সহচর কাঁন্ধে পহু, ভুজযুগ আরোপিয়া, নবমী দশায় ভেল ভোর॥ পড়িয়া ক্ষিতির পরে, মুখে বাক্য নাহি সরে, সাহসে পরশে নাহি কেহ। সোণার গৌরহরি, কহে হায় মরি মরি, তম্ভক দোসর ভেল দেহ॥ থির নয়ন করি, মথুরার নাম ধরি, রোয়ে পহু না নাথ বলিয়া। বসু রামানন্দ ভণে, গৌরাঙ্গ এমন কেনে, না বুঝিনু কিসের লাগিয়া॥ ৬

পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি। বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি॥ প্রেমে গদগদ হৈয়া ধরণী লোটায়। হুহুঙ্কার দিয়া খেণে উঠিয়া দাঁড়ায়॥ ঘন ঘন দেন পাক উর্দ্ধ বাহু করি। পণ্ডিত জনারে পহু বোলায় হরি হরি॥ হরিনাম করে গান জপে অনুক্ষণ। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ॥ অপার মহিমা গুণ জগ-জনে গায়। বসু রামানন্দে তাহে প্রেম-ধন চায়॥ ৭

পঠমঞ্জরী।

হরি হরি ঐছে কি হোয়ব আমার। সহচর সঙ্গে রঙ্গে পহুঁ গৌরক, হেরব নদীয়া-বিহার॥ সুরধুনী-তীরে, নটন-রসে পহুঁ মোর, কীর্ত্তন করব বিলাস। সো কিয়ে হাম, নয়ন ভরি হেরব, পূরব চির-অভিলাষ॥ শ্রীবাস-ভবনে যব, নিজ-গণ সঙ্গহি, বৈঠব আপন ঠামে। ডাহিনে নিত্যানন্দ ছত্র ধরি, পণ্ডিত গদাধর বামে॥ তব কোই মোহে, লেই তাঁহা যায়ব, হেরব সো মুখচান্দ। পুলকহি সকল, অঙ্গ পরিপূরব, পাওব প্রেম-আনন্দ॥ জননী সম্বোধনে, যব ঘরেআওব, করবহিঁ ভোজন পান। রামানন্দ আনন্দে কি হেরব, সফল করব দু-নয়ান॥ ৮

রাধামোহন।

পদাবলী।

কামোদা।

কুসুমিত কানন, হেরি শচীনন্দন, ডারত কাঁহে ঘনশ্বাস। ক্ষণে করতলে অবলম্বন মুখশশী, ক্ষণে ক্ষণে রহত উদাস॥ দেখ নব ভাবতরঙ্গ। যো অভিলাষহি, প্রকট নবদ্বীপে, তাক নাহিক ভঙ্গ॥ চঞ্চল নয়নে, চাহ চপলমতি, জিত গতি মত্ত গজরাজ। পুনঃ পুনঃ ঐছন, হেরত ফুলবন, কছু নাহি বুঝয়ে কাজ॥ ঐছন ভাতি করি, তারল ত্রিভুবন, ভাওল প্রেমামৃত দানে। রাধা-মোহন, বিন্দু না পাওল, আপন করম বিধানে॥ ১

মল্লার।

রাইক রাগ কহত্রি বহু যোয়। কৈছনে ঐছন সাহস হোয়॥ পরনারীগ্রহণ দহন সম তাপ। ধরম মরমজ্ঞানী কো করু পাপ॥ তাহে যদি সঙ্গী সব দেখে নব দোখ। জাগর দূরে রহু স্বপনহি রোখ॥ শুন সখি কানু বচন অনুবন্ধ। কহ রাধা-মোহন লাগল ধন্ধ॥ ২

পাহাড়।

নিজ সখী বদন, হেরি সুধামুখী, বুঝি কহ গদগদ বাত। রসিক সুনহ, মোহে যদি উপেখল, কাহে তাপায়সি গাত॥ মঝু লাগি যতন, করলি দুঃখ পায়লি, দৈবহি যদি নহ কাজ। তুহুঁ কাহে বিরস, বদন ঘন রোয়সি, কিয়ে পুন করলি অকাজ॥ এ সখি কর তুহুঁ পর উপকার। ইহ বৃন্দাবনে, দেহ উপেখব, মৃত তনু রাখবি হামার॥ কবহুঁ শ্যাম তনু, পরিমল পাওব, তবহুঁ মনোরথ পুর। ইহ সব বচন, শুনই নাহি পারই, রহু রাধামোহন দূর॥ ৩

শ্রীগান্ধার।

হামারি নিঠুরপনা, শুনই ইন্দুমুখী, ভাঙ্গই প্রেম-অঙ্কুর। দুঃখিত হৃদয়মাহা, ধৈরজ করি পুন, সো রস করে জানি দূর॥ কিয়ে জানি পাপহি, মদন কদন শরে, তেজই নিরুপম দেহ। হাহা মনোরথ, সব কৈল আনমত, কি করব অব হাম থেহ॥ অব মঝু অন্তর, জ্বলত তুষানল, সহই না পারই অঙ্গে। হোই সমীরণ, বাঢ়ই পুনঃ পুনঃ, দারুণ মদন তরঙ্গে॥ ধিক্ যৌবন ধন, জীবন আভরণ, ধিক্ মোর এ সুখ সকল। কহ রাধামোহন, অনুগত বঞ্চিলে, পরিণাম ঐছন ফল॥ ৪

কামোদা।

রাইক কুঞ্জ, গমন শুনি মাধব, অচপল প্রেম অনুমানি। মিলইতে গমন, করল বর নাগরী, আপনি আপনা না জানি॥

চলইতে থলই, চলই নাহি পারই, কত কত ভাব বিথারি। পদে পদে হেম-কদলী হেরি আকুল, গদগদ পুছে সেই নারী॥ ঐছন বচত, যতনে পহু মিলল, দুহুঁ হেরি দুহুঁ ভেল-ভোর। দুহুঁ মন মান, সফল ভেল জীবন, দুহুঁক গলয়ে প্রেমলোর॥ ধৈরজ ধরি হরি, অঞ্চল পরশিতে, ধনিক মুগধি পরকাশ। রাধামোহন পহুঁ চিতে ক্ষণ সংশয়, পিছে বুঝল পরিহাস॥ ৫

কামোদা।

থরহরি কাঁপয়ে গদগদ ভায়। লাজে বচন নাহি করে পরকাশ॥ শুন শুন কানু করয়ে ধনী ভীত। কবহু না জানই সুর-তকি রীত॥ তুহুঁ হোয়বি চন্দন সম শীত। তোহে সোপল ইহ বালচরিত॥ রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়। যৈছনে সুকুমারী দুঃখ নাহি পায়॥ নিয়ড়ে রাখি ইহ হাম সব যাই। এত কহি সব সখী রহল ছাপাই॥ দুহুঁক কেলি সরশক পাশে। কৈব হোয়ব রাধামোহন দাসে॥ ৬

কামড়া।

আজু হাম কি পেখলু নবদ্বীপচন্দ। করতলে করই বয়ান অবলম্ব॥ পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ। ক্ষণে খেলে ফুল-বনে চলই একান্ত॥ ছল ছল নয়ন-কমল সুবিলাস। নব নব ভাব করত পরকাশ॥ পুলক-মুকুলবর ভরু সব দেহ। রাধামোহন কছু না পাওল থেহ॥ ৭

কামোদা।

দেখ সখি গৌর বরম অনুপাম। শৈশব তারুণ, লখহ না পারিয়ে, তবহুঁ জিতল কোটি কাম॥ সুরধুনী তীরে, সবহুঁ সখা মেলি, বিহরই কৌতুক রঙ্গী। কবহুঁ চঞ্চল গতি, কবহুঁ ধীরমতি, নিন্দিত গজগতি ভঙ্গী॥ ধীর নয়নে ক্ষণে, ভোরি নেহারই, ক্ষণে পুন কুটিল কটাক্ষ। কবহুঁ ধৈরজ ধরি, রহই মৌন করি, কবহুঁ কহই লাখে লাখ॥ রাধামোহন দাস কহই সতি সতি, ইহ নব বয়সে বিলাস। যছু লাগি কলিযুগে, প্রকট শচীসুত, সোই ভাব পরকাশ॥ ৮

সুহিনী।

রাধা নাম কি কহিলে আগে। শুনই মনমথ জাগে॥ সখি কাহে উহ নাম। মন মাহা নাহি লাগে আন॥ কহ তছু অনুপম রূপ। বুঝলমো অমিয়া স্বরূপ॥ হেরইতে আঁখি করে আশ। কহে রাধা-মোহন দাস॥ ৯

সুহিনী।

রাধা বয়স কহসি তুহুঁ থোর। মন মাহা মনসিজ তব কাহে মোর॥ ইথে যদি সজনি কহসি নানা ছন্দ। বুঝলমো কহসি সকল পুন ধন্দ॥ হামারি শপথি তোহে কহ কথি রূপ। শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥ নামহি যাক অবশ ভেল অঙ্গ। কহ রাধামোহন প্রেম তরঙ্গ॥ ১০

শ্রীরাগ।

পৌগণ্ড বয়স শেষে গৌরাঙ্গ সুন্দর। ভুরুর নাচনি করে কিবা সে অন্তর॥ লাজে অবনত মুখ আর আঁখি দুটী। বুঝিতে নারিনু এই তার পরিপাটী॥ বাম নয়নে পুন কটাক্ষ করয়। মধুর মধুর স্মিত করে বুঝিল না হয়॥ কুন্দন কনয়া জিনি অঙ্গ ঝলমলি। রাধামোহন পহুঁ ভাবে কুতূহলী॥

বরাড়ি।

রাধা বয়স হেরি তুহুঁ থোর। মন যাহা মনসিজ তব কাহে মোর॥ ইথে যদি জানি কছু নানা ছন্দ। বুঝলমো কহসি সকল পুন ধন্দ॥ হামারি শপথি তোহে কহ কথি রূপ। শ্রবণ-রসায়ন অমিয়া স্বরূপ॥ নামহি যাক অবশ ভেল অঙ্গ। কহ রাধা-মোহন প্রেমতরঙ্গ॥ ১২

বিহাগড়া।

দেখ দেখ গৌরবর গুণধাম। যো রূপ লাবণী; দেহ সুগঠনি, দেখি ঝুরে কোটি-কাম। সোই ভাব ভরে, ক্ষীণ দীশই, পরম দুবর দেহ। তবহুঁ দীপতি, উজোর ঐছন, যৈছন চাঁদকি রেহ॥ শ্যাম নব রস, করত, কীর্ত্তন, স্মরই ও নব রূপ। তেহি অহর্নিশি, ভ্রমই দশ দিশি, মাত নব-রস কূপ॥ ঐছে নিতি নিতি, বিহর দ্বিজ-পতি, আপু পুরবক প্রেম। রাধামোহন, চিতই অনুমান, ও রূপ জগজনে কেম॥ ১৩

সিন্ধুড়া।

কানড় কুসুম, হেরি শচীনন্দন, করতলে, মুখ-শশী ঝাঁপি। অনুভাবে বেকত, করত নব অনুরাগ, তনু মন দুহুঁ উঠে কাঁপি॥ অপরূপ গৌর-বিলাস। যো বর ভাব, বিভা-বিত অন্তর, সোই রতিক পরকাশ॥ ঘামহি ভিগল, সকল কলেবর, বিবরণ দীশই কাঁতি। নয়নক নীরহি, সিঁচল ভূতল, শাঙন মেঘক ভাতি॥ গদ গদ কণ্ঠে, করত হরি কীর্ত্তন, অদভুত সো পুন অঙ্গ। রাধামোহন কহ, কুহকে নাচায় অনু, না বুঝিয়ে ও নব রঙ্গ॥ ১৪

ধানশী।

কাহে পুন গৌর কিশোর। জাগত যামিনী, জনু ব্রজ-কামিনী, নব নব ভাবে বিভোর॥ কাঞ্চন বরণ, ভেল পুন বিবরণ, গদ গদ হরি হরি বোল। মুখ অতি নীরস, শবদহি বুঝিয়ে, মনমথ মথন হিলোল॥ স্তম্ভ কম্প অরু, অঙ্গে পুলক ভরু, উতপত সকল শরীর। ঘন ঘন শ্বাস, বহত লুঠত মহী, নয়নহি বহ ঘন নীর॥ ঐছন ভাতি, করত কত বিতরণ, প্রেম-রতন-বর দীনে। আপন করমদোষে, ও ধনে বঞ্চিত, রাধা-মোহন দাস দীনে॥ ১৫

বেলাবলী।

আজু হাম নবদ্বীপ, দ্বিজ-রাজ পেখলু, নব নব ভাবে বিভোর। দিন রজনী কিয়ে, কছু নাহি জানত, নয়নাহিঁ অবিরত লোর॥

সজনি হেরইতে লাগয়ে ধন্দ। ঐছন প্রেম, কথিহুঁ নাহি হেরিয়ে, নিরুপম নব রস কন্দ॥ শত শত ভকত, উচ করি বোলত, কছুই না শুনত বাত। হুঙ্কৃতি শবদ, করত পুন ঘন ঘন, প্রেমবতী নারীক জাত, হরি হরি শবদ। কাণহি যব পৈঠত, তবহি ডারত ঘন শ্বাস। ভ্রম-ময় বাত, কহত ইহ না বুঝিয়ে, কহ রাধামোহন দাস॥ ১৬

তিরোতা।

থোরি বয়স ধনী ভাল মন্দ নাহি জানি, খেলই সহচরী সাথ। বাট ঘটিত তুয়া, কাঁদ রূপ হেরি, দৈবে পড়ল পর-মাদ॥ শুন মাধব ইথে কাহে বোলসি আন। ও ঘ চপল-মতি, পুন তাহে কুলবতী নিচয়ে তুহুঁ সে নিদান॥ তাহে তুহুঁ সুমধুর, মুরলী আলাপলি, মুনি-জন-মোহন সোয়। মুরলী নিসান, শ্রবণে যব পৈঠল, তবহুঁ চঞ্চল ভেই রোয়॥ তব ধরি জাগর-ক্ষীণ কলেবর, দিন রজনী নাহি জান। তুয়া প্রেম বিষসৈঁ, জড়িত ভেল অন্তর, কিছুই না শুনই কাণ॥ বরজ-সুধাকর, বোলয়ে সব জন, তাহে কাহে অকরুণ ভেল। রাধা-মোহন কহ, অব যাহ মিলহ, মরমে রহয়ে জানি শেল॥ ১৭

শ্রীরাগ।

কাঞ্চন কমল, নিন্দে মুখ সুন্দর, কাহে পুন ঝামর ভেলি। করতলে সতত, করই অবলম্বন, ছোড়ল কৌতুক কেলি॥ হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস। অভিনব ভাব, বেকত কয়ে কয়লহুঁ, কিয়ে ইহ সহজ প্রকাশ॥ কহতহিঁ গদ গদ, কৈছনে বিছুরব, ভেল মোহে শ্যামর দায়। ইহ দুঃখ হায়, কহিয়ে নাহি পারিয়ে, হৃদি সঞে কৈছে বাহিরায়॥ ক্ষণে ক্ষণে করু খেদ, ক্ষণে ক্ষণে নিরবেদ, অসূয়াদি কতয়ে সঞ্চারি। রাধামোহন পাপী, কছু বুঝল, ও রূপ জগমনোহারী॥ ১৮

সুহই।

তুয়া রূপ জগজন করত ধেয়ান। সো অব বিষধর ধনী মন মান॥ মাধব তুয়া খেদ সহই না পার। মানই সো নিজ জীবন ভার॥ তুয়া বিসরণ লাগি করত সঞ্চার। আনজন তাহা লাগি করে পর-কার॥ মন অবধারি কহ সুসম্বাদ। ভণে রাধামোহন ঘাতক বিবাদ॥ ১৯

বরাড়ী।

লাখবাণ হেম জিতি অপরূপ গোরা-জোতি। দীপই পাণ্ডুর কাঁতি। অভিনব প্রেম, তপন-তপত তনু, নব অনুরাগিণী ভাঁতি॥ ইহ দুখ বড়ই হামারি। ও সুখময় তনু, মদন মথন জনু, তাহে এত কো সহঁ পারি॥ কোই জন মুখ ভরি, যব কহ হরি হরি, তব বহ শ্বাস-তরঙ্গ। সজল কমলদল, পরশে ভসম-তুল, দেখি মঝু কাঁপই অঙ্গ॥ ঐছন ভাঁতি, ভকতগণ তছু গুণ অহর্নিশি

করত আলাপ। রাধামোহন পুন, ও রস না বুঝিয়ে, মনহি করত অনুতাপ ॥ ২০

করুণা মঙ্গল।

অদভুত, রূপ, দৈবে হেরি দর সাঞে, উনমতি পরশক লাগি। বরজক সীম, করত গতাগতি, লাজ কুলভয় দূর ভাগি॥ মন তনু কাঁপি, চঞ্চল ভেল অন্তর, ঘন ঘন বহত নিশ্বাস। তব ধরি জাগর-শোষিত, অন্তর বড়ই বেকত পদভাষ॥ শুন রাধা-মাধব তুয়া রূপ অদ্ভুত ফাঁন্দ। সো ধনী ডুবরি, খীরত পেখন, অসিত-চতুর্দশী চান্দ॥ কবহি জ্ঞান-শূন হোই ঠাহই, না চিহ্নই নিজ সখীবৃন্দ। রমণীক তুঙ্গতি, কতহুঁ না পেখলু, শুনইতে লাগই ধন্দ॥ প্রেম-গঞ্জ-দলন, সহই নাহি পারই, জীবইতে করই বিকার। অন্তর গতভুজ, নিরগত করইতে, কত কত করত সঞ্চার॥ অথির নয়ন-শর-ঘাতে বিষম জ্বর, ছটফট অলজ শয়ান। রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, যাহে লাগয়ে পাঁচ বাণ॥ ২১

মল্লার।

ভাবহিঁ গদ গদ, কহত শচীসুত, কো ইহ আনন্দধাম। নীল উতপল, নিন্দি কলেবর, অপরূপ মোহন শ্যাম। সজনি অদ্ভুত প্রেম-উনমাদ। ঐছন নবভাব, দেখি ভকত সব, ভাবহি করত বিষাদ॥ ক্ষণে ক্ষণে রোয়ত, ক্ষণে ক্ষণে হাসত, বিপুল পুলক ভরু অঙ্গ। নয়নক নীর, চরকত ঝর ঝর, যৈছন গঙ্গাতরঙ্গ॥ অনিমিখ নয়নাহিঁ, নিরখই দশদিশ, ছোড়ত দীরঘ নিশ্বাস। যাচে রাধামোহন. সো পদ অনুক্ষণ, হোয় জনু বর অভিলাষ॥ ২২

গুর্জ্জরী।

পুরবহি শচীসুত, ভাবহি উনমত, পেখলু কত শত বেরি। এবে দিন দিন পুন, নব নব শত গুণ, বাঢ়ল অব হাম হেরি॥ সজনি কোই না পাওই ওর। হের দেখ শ্যাম, কহই পুন তৈখনে, ভূতলে পড়লহি ভোর॥ মধুর ভকতগণ, কান্দ প্রেমাকুল, যব হরি বোলল কাণে। তবহিঁ পুলক কুল, তনু মাহা উয়ল, থির ভেল সকল পরাণে॥ ঐছন ভাব, রতন পুন পূরল, কাহুক কহি নাহি দেখি। কাঠ-পুতলী জনু, কুহকে নাচাওত, ঐছে রাধা-মোহন দেখি॥ ২৩

ধানশী।

যব তুয়া নয়ন, মুরলী বিষে জারল, তব মনোমোহন ভেল॥ নিচল কলেবর, পুন ধরণীতলে, পরিজনে লাগল শেল॥ আন উপদেশে, তোহারি নামে তৈখনে, দৈবহি উপনীত কেল। সোই শবদ পুন, কাণে সান্ত্বায়ল, ঐছনে চেতন ভেল॥ মাধব কি কহব সো অনুরাগ। ঐছন ভাঁতি, দিশই মোহে পুন পুন, না বুঝিয়ে জাগ না জাগ॥ কিয়ে জানি দশমী, দশা যদি নিচয়ে, ইহয়ে তুয়া অভিলাষে। আশা পরম, দুখ

পুন মেটউ, নহ কহ সুখদ নৈরাশে॥ যাচিত লখিমী, উপখেয়ে যো জন, কভু নহে তাক কল্যাণ। অতয়ে তুরিতে চল, রমণী রভনে মিল, রাধামোহন রস গান॥

ধানশী।

যছু মুখ-লাবণী, কত কুলকামিনী, হেরই মদন আগোর। সো অব বরজক, রমণী-শিরোমণি, নব নব ভাবে বিভোর॥ অপরূপ গোরা অবতার। ঐছন প্রেমধন, বিতরয়ে জগজন, তারল সকল সংসার॥ গদ গদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ, নাগর করুণাসীম। অখিল রসামৃত, সকল সুধাকর, বিদগধ গুণহি গরিম॥ এত কহি তৈখনে, করল প্রিয়ক কেরি, দশমী দশা পরকাশ। কান্দি ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত, কহ রাধামোহন দাস॥ ২৫

বিভাস।

দেখ দেখ গোর প্রেম-রস-ধাম। পদ-নখে জিতল, কতই শশি-কুল, লাখে লাখে মদযুত কাম॥ চকিত বিলোকনে, সব দিশ হেরই, ঝাঁপই চম্পক অঙ্গ। আপাদ মস্তক, পুলকাহি পূরিত, নিরুপম ভাবতরঙ্গ॥ ক্ষণে মৃদুহাসি, কহই সো পিরীতি, যৈছন হেম দশবাণ। শ্যাম নাগর মোর, প্রাণ মনোহর, কহইতে ঝরয়ে নয়ান॥ ভাবহি বিবশ, কহই বরজ-রস, অভিনয় ঐছে পরকাশ। পরমানন্দ সার, মহাভাব অবতার, ভণ রাধামোহন দাস॥ ২৬

কামোদা।

নব অভিসারিণী, কুঞ্জহি ভেটল, নব নাগর কানু সঙ্গ। পহু ঘটিত দুখ, সবহুঁ দূরে গেও, বাঢ়ল মনোভব রঙ্গ॥ দেখ দেখ অনুপম দুহুঁ মুখ ইন্দু। দুহুঁক দরশাবেশে, ভোরল হার সঞে, উছলত প্রেমক সিন্ধু॥ দুহুঁক আলোকনে, দুহুঁ পুলকাঙ্কিত, লোচনে আনন্দ লোর। বিবরণ কাঁপ, ঘাম ভেল গদ গদ, স্তম্ভ ভেল পুন ভোর। ঐছন ভাব না, হেরিয়ে ত্রিভুবনে, ঐছন নিরুপম লেহ। দাস রাধামোহন, চিতে নিচয় করু, এক পরাণ ভিন দেহ॥ ২৭

কামোদা।

বাস-গেহে রাইক, গমন শুনি শ্যামর, দেয়ই বেণু-নিসান। ভেল মন্থ গমন, বিলম্বহি সো ধনী, কল্প-কোটি অনুমান॥ ধনি ধনি রাইক সোহাগ। যো জগজীবন, যুবতী প্রাণধন, তাহারি পরাণ সম জাগ॥ উছু প্রেমে আকুল, মৌলি বকুল ফুল, আভরণ পন্থহি ডারি। চলন সিন্ধুর-গতি, নাহি জন সঙ্গতি, উপনীত ভেল যাঁহা নারী॥ দেখি ধনী নাগর, আনন্দ সাগর, সকল দেহ করি দান। জীবন যৌবন, বাস গৃহে পুন, যো কিছু আপন বিতান॥ আনন্দ-সায়রে, নিমগন সখীগণ, হেরইতে দুহুঁক উল্লাস। সো সুখ-সিন্ধু-বিন্দু পরশ লাগি, যাচে রাধামোহন দাস॥ ২৮

কেদার।

রতি অবসানে, বৈঠি বর-নাগরী, উদসল আপক দেহা। হেরইতে অবনত, বদন কমল পুন, কি করব না পাই থেহা॥ রাই প্রেমরূপধারী। ইঙ্গিতে নিজবেশ, করণে নিয়োজল, রতিসুখ কুঞ্জবিহারী॥ ঈষদবলোকনে, মাধব হেরইতে, নয়নহি আনন্দ নীর। জনু বর বিধুমণি, বিধুকর দরশনে, তৈছন সকল শরীর॥ অলক সাঙারিতে, পরিরহি কাঁপই, বর-করে পরশিতে কান্ত। কহ রাধামোহন, বেশ কৈছে হোয়ব, চুড় চরণ পরিযন্ত॥ ২৯

মঙ্গলরাগ।

সুরধুনী তীরে, তরুণতর-তরুতল, তলপিত মালতী মালে। বৈঠি বিনোদবর, বাসিত কুঙ্কুমে, তিলক বনায়ত ভালে॥ হরি হরি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিলাস। গোকুল-নায়ক, বিহরই নবদ্বীপে। তরুণী-ভাব পরকাশ॥ চমৎ চরু চম্পয়ু চন্দন, চিত্রই চিত্রিত অঙ্গে। নিজ বর-ভাব, বিভাবিত অন্তর, ঐছে ভকতগণ সঙ্গে॥ রাকা রজনী, রজনীকর রমণ, করাওল পদনখ ফান্দে। রাধামোহন, দুষ্ট-দ্বিরেফ-চিত, দমন দাম করি বান্ধে। ৩০

কেদার।

দেখ দেখ পূর্ণতম অবতার। যদু গুণ-গানে, পরাসল গণসঞে, গরবহি পাওল পার॥ গোপীগণ-প্রাণবল্লভ যো জন, সো শচীনন্দন হোই। গোপীগুণ-গাম, গৌর পুন গাবই, রজনী উজাগরি রোই॥ চৌদিকে চাঁদ-চাঁদনী চাহি চমকিত, চিতে অতি প.ই তরাস। কাঁপি কহয়ে কাঁহে, কানু নাহি মিলল, কি ফল কায় বিলাস॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি, করতহি কীর্ত্তন, কান্তক কামন মর্ম্ম। গুণ রাধামোহন, ভাবে ভোর রহুঁ, কলিযুগ-পাবন ধর্ম্ম॥ ৩১

কেদার।

ব্রজ অভিসারিণী-ভাবে ভাবিত, নবদ্বীপ-চাঁদ বিভোর। অভিনয় তৈছন, করত পুলকি-তনু, নয়নহি আনন্দ লোর॥ দেখ দেখ প্রেমসিন্ধু অবতার। তহি পুন নিমগন, নাহি জানে রাতি দিন, বুঝি সো মহাভাব-সার॥ নিশবদ মণ্ডন, অঙ্গহি পহিরল, গতি অতি ললিত সুধীর। বৃন্দাবন পানে, চকিত বিলোকনে, পাওল সুরধুনী তীর॥ কেবল কৃষ্ণনাম গুণ কীর্ত্তন, করতহি পরম আনন্দে। রাধামোহন দাস, আশ রাখত জানি, সো প্রভু-চরণারবিন্দে॥ ৩২

ভৈরবী।

থির নয়নে ধনি, তুয়া পথ হেরইতে, কুসুম পরাগ তাহেঁ লাগি। নয়নক আরকত, বাঢল অতিশয়, তাহে পুন যামিনী জাগি॥ মানিনি মিছই বাঢ়ায়সি মান। কুঙ্কুম নখ-পদ, বৈরী কমল কত, রোখে করসি সোই ভাণ॥ তুয়া আগে পুন পুন, করিয়ে নিবেদন, ইহ সব মিছই মান। জহত পরাঙ্গণ,

করতঁহি তুয়া আগে, সাঁচ কি মিছই জান॥ তুয়া বিনে শয়নে, স্বপনে নাহি হেরিয়ে, তুয়া অনুগত হাম কান। রাধামোহন পহুঁ তুয়া পায়ে নিবেদয়ে, ইথে নাহি জানহ আন॥ ৩৩

সুহই।

মাধব কাহে কান্দায়সি হামে। চলিয়াহ সো ধনী ঠামে॥ তোহারি হৃদয়ে অধিদেবী। তাকর চরণ যাহ সেবি॥ যো যাবক তুয়া অঙ্গ। ততহি করহ পুন রঙ্গ॥ সোই পুরব তুয়া কাম। কি ফল মুগধিনী ঠাম॥ এত কহ পদ পদ ভাষ। ভণ রাধামোহন দাস॥

বিভাস।

সহজে গোর, প্রেমে গর-গর, ফিরাএল যুগল আঁখি। দামিনী সহিতে, সুন্দর জলদে, অরুণ কিরণ দেখি॥ উঠিল ভাবের, তরঙ্গের রঙ্গ, সম্বরি না পারি চিতে। কহে কি লাগিয়া, কিবা সাজাইয়া কেন কৈল হেন রীতে॥ এ রাধামোহন, কহে বৃষভানু-সুতা-রসে ভেল ভোর। হেন ছলে বলে, উদ্ধারে সকলে, কিছু না হইল মোর॥ ৩৫

বিভাস।

মধু ঋতু যামিনী, উজাগরি নাগরী, নাগর মিলনক আশে। সো সব আনত, আনমত হোয়ল, ভৈগেল তবহি নৈরাশে॥ অপরূপ প্রেমক রীত। নিজ মন্দিরে ধনী, গমন করল পুন, মাহ পন্থে উপনীত॥ হেরল নাহবদন যব সুবদনী, নাগর চমকিত ভেল। ধনী কহে শুন বর নাগর-শেখর, আজু রজনী কাহা গেল॥ সুন্দর সিন্দুর-বিন্দু ভালোপর, কিয়ে ভেল অপরূপ শোভা। অধর সুরঙ্গ, রঙ্গ অব হেরিয়ে, তছু পর মৃগমদ আভা॥ উরে যাবক হেরি, দুঃখিত হৃদয় মরি, কোন রমণী অছু কেল। রাধামোহন, দাস কিয়ে বোলব, পিরীতি-দ্বন্দ্ব অব ভেল॥ ৩৬

রামকেলি।

কলধৌত কান্তি-কলেবর গোরী। কান্তক কত দুখ না জানসি থোরি॥ কৈতব বচন না কহে তুয়া কান। কোপে করসি তুহুঁ কত মত ভাণ॥ কুসুমিত-কাননে জাগলু তুয়া লাগি। কেবল করল উচিত হিয়া লাগি॥ কুসুমক হার করলু কত রাধে। কণ্ঠে করসি যদি পুরয়ে সাধে॥ কপট না করইতে কোপিনী থোরি। কাতর অন্তর না করহ মোরি॥ কামিনী-কুকরম কণয়ে হামারি। কহ রাধামোহন পহুঁক বলিহারি॥ ৩৭

ললিত।

কোপ হৃদয়ে মঝু, অঙ্গ না হেরসি, ভাতি আঁখি পসারি। খল জন বচনহি, কছু নাহি শুনসি, সাঁচহুঁ বচন হামারি॥ মানিনি যব কোপ করবি অন্তরায়। গুণ অবগুণ, ভাল মন্দ বিচারল, তবহি বুঝলু ভাল যায়॥ ঐছন ভ্রান্তি পুন, নয়ন-কোণে

নিজ, হেরসি হামারি বয়ান। হামারি হৃদয়ে, হৃদয় অব ধারিয়ে, নখ-পদ অছু অনুমান॥ ইথে যদি দোষ, লেশ তুহুঁ পায়বি, তবহি করহি অপমান। রাধ'মোহন পহুঁ, কহ নহ আন মত, যদি তুহুঁ একই পরাণ॥ ৩৮

তুড়ী।

মান-বিরহ-ভরে পহুঁ ভেল ভোর। ও রাঙ্গা নয়নে বহে তপতহিঁ লোর॥ আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ চাঁদ। অখিল জীবের মনোলোচন ফাঁদ॥ প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা। প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥ কান্দিয়া কহে পুন ধিক মোর বুদ্ধি। অভিমানে উপেখনু কানু গুণ-নিধি॥ যে হৈল মনের দুঃখ কি বলিব কায়। মঝু মন জীবন কৈছে জুড়ায়॥ এই রূপে উদ্ধারিলা সব নর নারী। এ রাধা-মোহন কহে কিছু ন হল হামারি॥ ৩৯

ধানশী।

দেখ দেখ রাধা মাধব ধারী। রতি রণ মান, বিরমে কৈছন, চরবন তপত কুশারি॥ হরি-মুখ হেরইতে, সুমুখী অগাগুই, চাহনী কুটিলহি ভাঁতি। গদ গদ বচন, অস্ফুয়া কছু সূচন, ততহি মনোরথে মাতি॥ নখ-শর-ঘাতে, তৈছে সুধাবহ, চুম্বন কছু পরসাদ। পরিরম্ভণ শূল, পুলক রুচক-বর, ভেদই রস মরিযাদ॥ ও সুখ-সিন্ধু, মগন ভেল মাধব, কামিনী কছু কছু ঝুর। ভণ রাধামোহন, সম্ভোগ সঙ্কীরণ, দুহুঁক মনো-রথ পুর॥ ৪০

সুহই।

মানিনী মিলল কুঞ্জক মাঝ। আনন্দে নিমগন নাগর রাজ॥ আগুসারি বিনয় করহুঁ, কত ছন্দ। কতবিধ সেবন যাহে নিরবন্ধ॥ তবহুঁ বিমুখ ভেল মানিনী রাই। কত পরকারে বুঝায়ল তাই॥ কো কিছু বচন করহ অবধান। রাধামোহন পহুঁ যো করু গান॥ ৪১

শ্রীরাগ।

বহুক্ষণ পদতলে যব রহুঁ কান। সখী-গণ কহইতে ভাঙ্গল মান॥ দুহুঁ জন গদ গদ লোচন লোর। কানু আনি তব কয়লহি কোর॥ কত কত প্রেম কয়ল পুন নাহ। ভই সঙ্কীরণ-রস-নিরবাহ॥ রাধামোহন পহুঁ গোপত যো কারী। সো সুখ কো জন কহইতে পারি॥ ৪২

ধানশী।

হাসি হাসি সহচরী, যবহুঁ জানাওল, ইহ তুয়া নিরহেতু মান। তব ধনী লাজে, অধিক মুখ অবনত, বুঝল রসিক বরকান॥ সখীগণ ইঙ্গিতে, রসিক-মুকুটমণি, কোরে আগোরল রাই। আনন্দে দুহুঁজন, পুন ভেল নিমগন, কৌতুক ওর না পাই॥ ইহ অদভুত দুহুঁ দ্বন্দ্ব। ঐছন কতিহুঁ না, হেরিয়ে ভুবনে, শুনইতে লাগয়ে ধন্দ॥

দুহুঁ মুহুঁ সরস, পরশ পুন বাঢ়ল, দুহুঁ দুহুঁ অধিক উল্লাস। নিকটহি চামর, করে করি সেবত তঁহি রাধামোহন দাস॥ ৪৩

কামোদা।

দেখ গৌরচন্দ্র বররঙ্গী। কামিনী-কাম মনহি মন সঙ্কল্প, তৈছন ললিত ত্রিভঙ্গী স্মিতযুত বয়ন-কমল অতি সুন্দর, শোভ বরণি না হোয়। কত কত চাঁদ, মলিন ভেল রূপ হেরি, কোটি মদন পুন রোয় চামরী চামর, লাজে সুকুঞ্চিত, কুঞ্চিত কেশক বন্ধ। পন্থহি পন্থ চলত অতি মন্থর, মদগজ গমনক ছন্দ॥ আন উপদেশে, বোলত করি চাতুরী, মধুর মধুর পরিহাস নিজ অভিযোগ, করত পুরুব মত, ভণ রাধামোহন দাস॥ ৪৪

বেলোয়ার।

অতি অনুরাগ, ভরল মন উৎসুক, টুটল ধৈরজ লাজ। তনু অনুলেপন, সঙ্গক পরিজন, তেজল যত কিছু সাজ॥ দেখ রাই চলত অতি মন্দ। নিজ অভিযোগ, করত কতি নিশ্চয়, বুঝিয়া কানক বন্ধ॥ মুখ-জিত শরদ- সুধাকর তনু রুচি-কবলিত-কাঞ্চন দণ্ড। নয়ন তীখন শর, ফুলশর-মনোহর, ভাঙ মদন-ধনু-খণ্ড॥ ঐছন ভাতি, ভাবিনী ভালে ভেটল, মনমথ-মনমথ পাশে। অনুভব লাগি গুপতহি সখী চলু, কহ রাধামোহন দাসে॥ ৪৫

গান্ধার।

রাগ তাল দুহুঁ, হৃদয়ে ধরলি তুহুঁ, জানলু বচনক গীতে। গ্রাম তিন স্বর, বহুবিধ পরকার, জানসি কত কত নীতে॥ গুণবতি অতয়ে নিবেদিয়ে তোয়। মধুর আলাপ, শিখায়বি নিরজনে, নিজ জন জানিয়া মোয়॥ মুরলী ছাড়ি হাম, নিকটহি বৈঠব, শিখব সুমধুর গান। গোরী শ্যাম নট, তব নহ দুরঘট, হোয়ব মিলন সন্ধান॥ মুখহিঁ মুখ যব, তুহুঁ শিখায়বি, হৃদয়ে ধরব হাম। ভণ রাধামোহন, বচন-রচন পুন, ভালে সে জানয়ে শ্যাম॥ ৪৬

কেদার।

গিরিবর কুঞ্জে, চললি দুহুঁ নিরজনে, উজ্জ্বল-সমরক লাগি। নিজ অভিযোগ, বচনক কৌশল, মনহি মনোভব জাগি॥ সজনি আজু পরম রস ভেল। অতি অনুরাগ তুরগ মনোরথে, দুহুঁক ঘটন অব ভেল॥ অঙ্গজগণ পুন, ভেল রণ-বাদক, কোকিলগণ স্বর-শৃঙ্গ। ভেরী তুরী কুল, বাজাওত সখীগণ, বীর-পণ গাওত ভৃঙ্গ॥ ভাঙ কামান, কটাক্ষ তীখণ শর, অদভুত পুলক কঙ্কক। অশ্রু শ্রেণী ভেল, ঘাম পর মুকুল, স্বর-ভেদ মদনমঙ্গলক॥ ঐছন সাজ, মদন রণ-পণ্ডিত, যুঝব যুগল কিশোর। ভণ রাধামোহন, দরশন কিয়ে উহ, লীলা হোয়ব মোর॥ ৪৭

কেদার।

সখি অনুমানে বুঝল কাজ॥ জয় জয় কিঙ্কিণী, দুহু নূপুর-মণি, কঙ্কণ রণ-রণ বাজ॥ নিবিড় আলিঙ্গন, ভুজে ভুজে বন্ধন, প্রতি অঙ্গ জনু তট বীর। কিয়ে পরস্পর, করু পরিবর্ত্তণ, জানিয়া সময় সুধীর॥ কঙ্কণ বলয়া, সঘন সম বোলত, চুম্বন যুগ যুগ থোর। যুঝল মদন, পরাভব পাওল, জীতল যুগল-কিশোর॥ সৌরভে মাতি, ভ্রমরকুল ধাওত, ছোড়ল কুসুম-বিলাস নিজ অভিযোগ, হোয়ত পুন ঐছন, কহ রাধামোহন দাস॥ ৪৮

সারঙ্গ।

লাখবাণ হেম, চম্পক জিনি গোরা তনু লাবণী অবনী উজোর। চন্দন চরচিত, মালতী-মণ্ডিত, হেরইতে আঁখি ভেল ভোর॥ মাঝ দিনহি আজু গৌর কিশোর। বসনহি ঝাঁপি নিজ, আপাদ মস্তক, জিনি সুরধুনী জোর॥ বাম নয়নে ঘন, চাহত দশ দিশ, বাম পদ আগু সঞ্চার। বাম ভুজহি কাঁহে, বসন আগোরই, গজ-গতি চলু অনিবার॥ গদ গদ শবদে, করত হরিকীর্ত্তন, অনুমানি মুখ শশি-ছান্দে। রাধামোহন দাস, না বুঝয়ে ও রস, নিজদোষ ভাবিয়া কান্দে॥ ৪৯

সারঙ্গ।

অপরূপ দিনহি কুঞ্জ-মণি-মণ্ডপে শীতল পবন বহে মন্দ। দ্বিজ-কুল-নাদ, সুবাদন ভৈছন, মনমথ-বন্ধক ছন্দ॥ জয় জয় রাধা মাধব মেলি। দুহুক প্রেম নব কো করু অনুভব, যবহু সুরত-রস-কেলি॥ তাহি পুন অতিশয়, নাগর নাগরি, অতয়ে সে নিমীলিত আঁখি। আনন্দ-সিন্ধু-নীরে, সোই মোহিত, দেখই প্রতি অঙ্গ সাখী॥ তাই সুশীতল, আনন্দ নীর ঝর, পুলক ভরল সব অঙ্গ। চিত্র-পুতলী জনু, কাঁপয়ে ঘন ঘন, অদ্ভুত পুন স্বরভঙ্গ॥ অনধি দেহ-দণ্ড পারশোভিত, মুকুতা সম স্বেদবিন্দু। বিগলিত অঙ্গ-রাগ মণি-ভূষণ, কঞ্চুক আধ নীবি-বন্ধ॥ যাকর পরিমলে, মাতল ধাবর, তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি। রাধামোহন পহু, চিতে নিতি জাগই, জনু উহ পাথর-রেখি॥ ৫০

সারঙ্গ।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ নিজ নিজ মন্দিরে, বিমনহি করত পয়ান। দুহুঁক নয়ন গল, প্রেম-বিচ্ছেদ জল, দারুণ দৈব বিহান॥ দেখ রাধামাধব-প্রেম। ঐছন ঘটন, কতিহুঁ না হেরিয়ে, যৈছন লাখ-বাণ হেম॥ পদ আধ চলত, খলত পুন গিরত, কাতরে নেহারই মুখ। এক পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন, অতয়ে সে মানয়ে দুখ॥ তিল এক বিরহ, কলপ করি মান, গায়ই দুহুঁ পরসঙ্গ। ভণ রাধামোহন, ঐছে গান গুণ, যব নহ সো রস-ভঙ্গ॥ ৫১

কামোদা।

গৌরী আরাধন, ছল করি সুন্দরী, মিলল নাগর সঙ্গে। অগুশরি নাহ, রাই কর ধরি তাহিঁ, আনল কৌতুক রঙ্গে॥ কুণ্ডক তীরে, কুঞ্জ অতি শীতল, বহতহি মলয় সমীর। কোকিল কুহরত, মধুকর গায়ত, চৌদিকে শিখিকুল ফির॥ রাধামাধব কেলি-বিলাস। দুহুঁ দুহুঁ বদন, নেহারি ঘন চুম্বয়ে, কতহুঁ করত পরিহাস॥ চন্দন কুঙ্কুম, ধরি সব সখীগণ, দেয়ত কানুক অঙ্গে। ঐছন সময়ে, কবহুঁ রাধামোহন, হেরব সহচরী সঙ্গে॥ ৫২

ধানশী।

সহজই শীত সময় অতি হিম। তাহাধিক পবন বাঢ়াওত সীম॥ কুজ্ঝটি ভেল দশ দিশ ব্যাপি। দিনমণি-কিরণ সঘনহুঁ রহু ছাপি॥ রাই করল সুখে হরি-অভিসার। সুসময় জানি অব তাক সঞ্চার॥ কছু নাহি দিশই গতি অনিবার। সুপথ দেখায়ল মদন দিশার॥ কুসুম পরশে যোই খরগত হোই। এতহুঁ তুহিনে পদ নিরাপদ সোই॥ ঐছে মিলল বর যুগল কিশোর। রাধামোহন পহু আনন্দে ভোর॥ ৫৩

ধানশী।

রাধামাধব কঙ্ক রস-পুঞ্জে। হিম ঋতু দিনহিঁ মিলল দুহু কুঞ্জে॥ নিবিড় আলিঙ্গনে শীত অনিবার। এক মুখে ঘাম আর শীতকার॥ ঐছনে কতহুঁ করত সঞ্চার। সুরত পয়োনিধি দুহুঁ ভেল পার॥ দুহুঁক গণ দুহুঁ জন পরশংস। রাধামোহন পহু দুহুঁ অবতংস॥ ৫৪

বরাড়ী।

রাধামাধব মিলন ভেল। নিদাঘক দুখ সবহুঁ দূরে গেল॥ তঁহি পুন সরোবর মন্দির মাঝ। জল কলসী করনিকর বিরাজ॥ সৌরভে মিলিত গন্ধবহ মন্দ। কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ॥ তাহি বর সুরত বারি অবগাহ। রাধামোহন পহুঁ রসিক সুনাহ॥ ৫৫

মায়ুর।

সম-বয় বেশভূষণ ভূষিত তনু, সখীগণ সঙ্গহি মেলি। গজ-গতি নিন্দি, গমন অতি সুন্দর, কিয়ে জিত খঞ্জন-কেলি॥ দেখ রাই করল অভিসার। শিরীষ কুসুম জিনি, কোমল পদতল বিপথে পড়ত অনিবার॥ যো থল-কমল, পরশে সুকোমল, ঝামর ভই উপচঙ্ক। সো অব যাহাঁ তাহাঁ, কঠিন ধরণী মাহা, ডারত বড়ই নিশঙ্ক॥ ঐছন ভাতি, মিলল কুঞ্জ মাহা, দূতীক যাহাঁ উপদেশ। ভণ রাধামোহন, তঁহি যো আচরণ, হাম কিয়ে পায়ব উদেশ॥ ৫৬

ধানশী।

নগর-কলরব, শুনইতে মাধব, কুঞ্জক হোই বাহার। চলইতে খলই, পড়ই সব আভরণ, অম্বর মহত সম্ভার॥ সজনি

অদভুত কানুক লেহ। অণুসরি আদর, ভাবহি বাদর, কি করব না পায়ই থেহ॥ কর গহি সঙ্কেত, লেই পরবেশই, করু নীরাজন নিজ হাত। শীকরযুত বাঙ্গই সরসিজ-দলে, মলয়জ লেপই গীত॥ রাই পুন দরশ-পরশ রসে মগন, লাজহি অবনত মুখ। হেরি রাধামোহন, সোই সুশোভন মীটব পুরুষক দুখ॥ ৫৭

ভূপালী।

দুহুঁ রসে হেরি ভোর পাঁচ-বাণ। কেলিকলা নিয়ে করত সন্ধান॥ দেখ পুন সচেতন দুহুঁ অবলম্ব। পুনহি অচেতন যব পুন চুম্ব॥ বিপুল পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার। চির থির নয়ানে নীর অনিবার। কাঁপই থরহরি বিদগধভাষ। দুহুঁ দুহুঁ পরশনে কতহুঁ উল্লাস॥ আন আন সঙ্গে রঙ্গে ভরু অঙ্গ। কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥ নিতি নিতি ঐছন হোয়ত বিলাস। কব হেরব রাধামোহন দাস॥ ৫৮

ধানশী।

তুয়া মুখ চাঁদ কমল, আদি কবলই, নিবিড় চামর জিতি কেশ। কনক কমল অলি, জিনি অলকাবলি, শ্রুতি অছু গিধিনী বিশেষ॥ তরুণী মুকুটমণি গোরী। ভ্রূযুগ-পাতনে, তনু অতি কম্পিত, পরাণ পুতলী তুহুঁ মোরি॥ চঞ্চল নয়ন, ইন্দীবর নিন্দই, গণ্ডহি জিতল মুকুর। নাসা তিলফুল, অধর পঙারকুল, স্মিত জিত অমিয়া কপূর॥ কুন্দ করগ-বীজ, জিতি দ্বিজপাবলি, কণ্ঠহি কম্বুক শোভা। বাহুমৃণাল, করযুগ পঙ্কজ, মঝু মন মধুকর লোভা॥ কুচযুগ কোক, লোম ভুজঙ্গিনী, ত্রিবলী ত্রিবেণী বিলাস। মাঝ বর সিংহ, ত্রিবেণী নিতম্ব করি-কুম্ভ, উরু রম্ভা করু উপহাস॥ পদথলকমল, নখ জিতি চাঁদ কত, লাবণি অমিয়া রঙ্গ। রাধামোহন পহু, কহইতে ঐছন, ভাবে অবশ ভেল অঙ্গ॥ ৫৯

কেদার।

রতি-সুখ-শয়ন, নিবেশহি সুন্দরী, প্রমুদিত মানস ভেলি। বিছুরল আন, আন রস কৌতুক, অনুগত নিধুবন কেলি॥ অদ্ভুত মদন-বিলাস। রাইক দেহ-দণ্ড পরি শোভিত, শ্রমজলমুকুতা বিকাশ॥ মিলিত নয়ান, বয়নবর শোহন, অলখিত সহজহিঁ হাস। অনধীন বাহু-বল্লী অরু সব অঙ্গ, তেজহ রহত উদাস॥ বিগলিত অঙ্গ-রাগ অরু আভরণ, বিগলিত কুঞ্চিত কেশ। রাধামোহন চিতে, নিতি নিতি ভাবই, ঐছন প্রেম-আবেশ॥ ৬০

বরাড়ী

নিরুপম সুন্দর, গৌর কলেবর, মুখ জিতি শারদ-চন্দ্র। কুন্দ করগ বীজ, নিন্দি সুশোভিত, অতিশয় দন্ত সুছন্দ॥ বুঝল কাম পুন সাধে। অমিয়াক সার, ছানি নিরমায়ল, বিহি সিরজন ভেল বাধে॥ অকলঙ্ক চান্দ, ভাণে নিধুন্তুদ, ধাবই পরশক

লাগি। নিকটহি যাই, হেরি তছু মাধুরী, তছু কর-ভয়ে পুন ভাগি॥ প্রতিযোগী আদি, নাম-দোষ শতগুণ ভেলহিঁ যাক ধেয়ানে। সোই চরণ-গুণ, কলিযুগ-পাবন করু রাধামোহন গানে॥ ৬১

কামোদ।

রতি রঙ্গ-উচিত, শয়নহি নাগর, যাবত বিপরীত কেলি। অনুনয় কতহুঁ, করয়ে জনি হসি হসি, মুখহি মুখহি করি মেলি॥ শুনি হসি শশি-মুখী, লাজহি কুঞ্চিত, অবনত করত বয়ান। জীউইতে উপবাসী, দরিদ্র বৈছন, মাগয়ে ভোজন পান॥ দেখ দেখ বৈদগধি রঙ্গ। কামকলা-গুরু, রসিক-শিরোমণি, না ছোড়ই সো রস ঢঙ্গ। পাদ পরশি পুন, রাই মানাওল, নিজ সুখ বহুত জানাই। ভণ রাধামোহন, তছু সুখে সুখী উহ, অতয়ে সে হোত বাধাই॥ ৬২

মল্লার।

রতি অবসানে, বৈঠি শ্যামসুন্দর, পোঁছয়ে নিজকরে ঘাম। জনু দ্বিজ-রাজ, পোঁছই বর কোকনদ, পরাভব পাইয়া কাম॥ অপরূপ নাগর-প্রেম। না জানিয়ে কি করব, বৈছন দারিদ, পাইয়া ঘট ভরি হেম॥ বীজনে মৃদুতর পবন করই পুন, চন্দন গাত লাগায়। খপুর কপূরযুত, পূর্ণ সুশোভিত, মুখ ভরি প্রচুর যোগায়॥ ঐছন বহুবিধ, করিয়া সুসেবন, পুনহি করল শয়ান। কহ রাধামোহন, কব হব শুভ দিন, যাহি পায়ব দরশন॥ ৬৩

বিভাস।

আরে মোর গৌর কিশোর। রজনী-বিলাস রস ভাবে বিভোর॥ কহইতে গদগদ কহই না পার। নিরজনে বসিয়া নয়নে জলধার॥ প্রেমালসে ঢলু ঢলু অরুণ নয়ান। কহই সরস বিরস বয়ান॥ চকিত-নয়নে প্রভু চৌদিশে নেহারে। চতুর ভকতগণ পুছে বারে বারে॥ কি আছে মনের কথা কহনে না যায়। এ রাধামোহন পহু গোরা গুণ গায়॥ ৬৪

বিভাস।

আজুক রজনী, নিধুবনে আনি, করল বিনোদ রায়। রসের সাগরে, ডুবায়ল মোরে, ভুলল আপন বাস॥ শুনহ মরমি সোই। তুহুঁ সে আমার, পরাণের সোসর, তেঞি সে তোমারে কই॥ তাহার সাধন, বচন যতেক, তাহা কি কহনে যায়। রতি বিপরীত, লাগি য় নাগর ধরল হামারি পায়॥ তাহার পিরীতে, বশ যে হইয়া, করিনু তাহারি মত। না জানিনু কিছু, তাহার সুখে, আপনি হইনু রত॥ মোর-শ্রমজল, হইয়া বিকল, মোছয়ে আপন করে। বীজন লইয়া, আপনি বীজয়ে, আমার হরষ ভরে॥ সে সব কাহিনী, কহিতে আপনি, অবশ হইল অঙ্গ। এ

রাধামোহন, দাস কি জনব, এ সব প্রেমক রঙ্গ ॥ ৬৫

কামোদা।

নাচত গৌর, রাস-রস অন্তর, গতি অতি ললিত ত্রিভঙ্গী। বরজ-সমাজ রমণীগণ যৈছন, তৈছন অভিনয়-রঙ্গী॥ দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ। বাওত গাওত, মধুর ভকত শত, মাঝহি বর-দ্বিজরাজ॥ তা তা দ্রিমি দ্রিমি, মৃদঙ্গ সুবাজত, রুণু ঝুনু নপুর রসাল। রবাব বীণ, আর স্বর-মণ্ডল, সুমিলিত কর করতাল॥ এ হেন আনন্দ, না হেরিয়ে ত্রিভুবনে, নিরুপম প্রেম-বিলাস। ও সুখ-সিন্ধু পরশ কিয়ে পাওব, কহ রাধামোহন দাস॥ ৬৬

বিহাগড়া।

চৌদিকে চারু, অঙ্গনা বেড়ি, রঙ্গিণী কত গাউনি। ক্রে তা তা থৈয়া থৈয়া থৈয়া বোলনি॥ মাঝে বিরাজে শ্যাম সুঘড় শিরোমণি। কিঙ্কিণী কিনি কিনি কিনি কিনি বোলনি। তাগর মাধোগ্ গা, থেটিতা থেটিতা, থেটিতা থেনে নাঙ্, তিত্তগ্ তিত্ত থেনাং, গরণ থেনাতি নিতা খিটিতুং গা ভীগবরাং॥ বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি সুর। রাধামোহন দাস রসপুর॥ ৬৮

ভাটিয়ারি।

লাখবান হেম, বরণ গৌর জ্যোতি মুখ বর শারদ-চান্দ। অখিল ভুবন-মন, মোহন মনমথ, মনমথ রাজকি ছান্দ॥ দেখ গৌরচন্দ্র নব কাম। আনন্দ সার, মিলিত নবদ্বীপে, প্রকট ভাব অবিরাম॥ সঙ্গব সুসময় হেরি খেনে বোলত, হোয়ব গোঠ বিহারে। পুন তব বোলত, সফল জীবন তছু, যো ইহ রূপ নিহারে॥ ব্রজ-পতি-নন্দন, চান্দ চলত মন, সৌধ উপরে চল যাই। রাধামোহন, ইহ বর মাগয়ে, সোই চরণ অনু পাই॥ ৬৮

মায়ূর।

দেখ দেখ ব্রজেশ্বরী নেহ। গোধন সঙ্গে, বিজয় কর নিজ সুতে, কি কহিব না পায়ই থেহ॥ মুখ ধরি চুম্বন করতহি পুন পুন, নয়নে গলয়ে জলধার। স্তনগত বসন, ভিজি পড়য়ে ঘন, ক্ষীর-ধারা অনি-বার॥ নিনিহিতে নয়ন, বয়ন-কমল পর, যৈছন চান্দ চকোর। দিন-অবসানে কিয়ে পুন হেরব, অনুমানি হোত বিভোর॥ কো বিহি অদভুত, প্রেম ঘটাওল, তাহে পুন ইহ পরমাদ। ভণ রাধামোহন, অনুদিন ঐছন, হোয়ত রস-মরিযাদ॥ ৬৯

ধানশী।

সবে মিলি বৈঠল কালিন্দী তীর। ঝর ঝর সঘনে নয়নে বহে নীর॥ কাহাঁ গেও নাথ দুখ সাগরে ডারি। অবলা মতি কৈছে তরইতে পারি॥ বিরহ-বিয়াধি-বিরামক লাগি। গাওত তছু গুণ যামিনী জাগি॥ বিষ-জল ব্যাল বর্ষ ভয়ে রাখি।

অব কাহে ঝাঁরসি অকরুণ আঁখি॥ যবহুঁ চললি নব গোধন সাথ। নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ শত যাত॥ অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ। তব বচনামৃত না করিয়ে পান॥ তুয়া পদ-পঙ্কজ কোমল জানি। স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥ কৈছে কণ্টকবনে করসি বিহার। সোঙরি সোঙরি জীউ ধরই না পার॥ এত কহি রোয়ত গদ গদ ভাষ। কহ রাধামোহন দাসক দাস॥ ৭০

সারঙ্গ।

সহচর সঙ্গে, রঙ্গে ব্রজনন্দন, কত কত যত করি খেলা। রাইক গমন সময় বুঝি তৈখনে, আন ছলে আপহি গেল॥ সজনি হের দেখ মিলন রঙ্গ। চাঁদক দরশনে, যৈছন জল নিধি, উছলিত অধিক তরঙ্গ॥ দূরহি দুহুঁ মুখ, হেরইতে দুহুঁ কর, নয়নহি আনন্দ-নীর। দুহুঁ অঙ্গ পুলকিত, দুহুঁ ঘরখাইত কম্পিত দুহুঁক শরীর॥ কতহুঁ যতনে দুহুঁ, হোয়ল একঠাম দুহুঁ রূপ পিবইতে চাহ। রাধামোহন পহু, চতুর-শিরোমণি, খেলত রস অবগাহ॥ ৭১

ধানশী।

দূরহি দুহুঁ হেরি, দুহুঁ পুলকাইত, দুহুঁ ভেল ভাবে বিভোর। নয়ানে নয়ানে যব, দুহুঁ দোহা নিরখই, তব বহু আনন্দ লোর॥ সজনি দেখ রাধামাধব-প্রেম। দুহুঁ দোহা কি করব, থেহ ন পাওত, জনু দুহুঁ দারিদ-হেম॥ দুহুঁ কর বচন, রচন পুন গদ গদ, দুহুঁ অঙ্গ ভেল সুকম্প। দুহুঁ দোহা পরশিতে, দুহুঁ ভেল নিমগন, ঐছন হোয়ত স্তম্ভ॥ অপরূপ বিধুমণি, দুহুঁ কিয়ে বিধুবর, মঝু মন করত আশংস। রাধামোহন, পহু, দুহুঁ অতি নিরুপম, ত্রিভুবন করু পরশংস॥ ৭২

সুহই।

রাধা মাধব যব দুহুঁ মেলি। নিদাঘক দাহ সবহুঁ দূরে গেলি॥ তহিঁ পুন সরোবর মন্দির মাঝ। কল-জল-শীকর-নিকর বিরাজ। সৌরভ মিলিত গন্ধবহ মন্দ। কি করব দিনমণি-কিরণক বন্ধ॥ তহিঁ বর সুরতবাপী অবগাহ। রাধামোহন পহু রসিক সুনাহ॥ ৭৩

তুড়ী।

বেলি অবসান, হেরি শচীনন্দন, ভাবহিঁ গদ গদ বোল। কানুক গমন-সময় অব হে যল, শুনিয়ে বেণুক রোল॥ সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ বিলাস। প্রেমহি নিমগন, রহতহিঁ অনুক্ষণ, কতিহুঁ নাহি অবকাশ॥ খেনে পুন কহই, নিকটে শুনিয়ে অব, ঘন হাম্বারব রাব। হেরইতে শ্যামচন্দ্র অনুমানিয়ে, গোকুল-জন যত ধাব॥ ঐছন ভাতি, করত কত অনুভব, যো রসে কৃত অবতার। রাধামোহন পহু, সো বর শেখর, তৈছন সতত বিহার॥ ৭৪

শ্রীরাগ।

ব্রজকুল-নন্দন, চান্দ হাম পেখলু, অপ-রূপ কত কত বেরি। প্রতি অঙ্গ রঙ্গ, তর-ঙ্গিম শোভন, পুরুবহি এতহুঁ না হেরি॥ সজনি কো ইহ মাধুরী অপার। যো সুধা-সিন্ধু, বিন্দু নব পুন পুন, মঝু আঁখি পিবই না পার॥ তনু তনু অতনু-সুখ কিয়ে সেবই, কিয়ে রূপ আপহি সেব। কিয়ে সুমনোহর, কান্তি রূপ ধর, কিয়ে বর-রস অধিদেব॥ এত কহি গৌরী ভোরি পুন অনিমিখ, নয়ন চষকে করু পান। সো রচনামৃতে, কিয়ে রাধামোহন, শাবই পাওব কান॥ ৭৫

ধানশী।

গরবহি সুন্দরী, চলগহি আনত, নাগর পন্থ আগোর। কহতহিঁ বাত, দান দেহ মঝু হাত, আন ছলে কাঁচুলী তোর॥ অপ-রূপ প্রেম-তরঙ্গ। দানকেলি রস-কলিত মহোৎসব, বর কিলকিঞ্চিত রঙ্গ॥ অধর পাটল ভেল, অথির দৃগঞ্চল, তহিঁ জলকণ পরকাশ। ধুনাইত ভ্রূ-ধনু পুলকে পূরল তনু, অলখিত আনন্দ-হাস॥ ঐছন হেরি, চকিত পুন তৈখন, বাতভূল পদ দুই চারি। রাধামাধব, দুহুঁ কর পদতলে, রাধামোহন বলিহারি॥ ৭৬

মায়ূর।

সখাগণ সমুখহি, কাতরে কানু যব, সুবিনয় করলহিঁ দীঠে। তবু তছু অভিমত, করইতে কোই সখী, গোপতে রচন কল মিঠে॥ সুন্দরি অলখিতে হও তিরোধান। গিরিবর কুঞ্জ কুটীরে অতি গোপতে, যাই রাখহ নিজ মান॥ ইহ অতি চপল চরিত বর গিরিধর কিয়ে জানি করু বিপরীত। শুনি উহ সুবচন, ভীতহিঁ অনু জন, রাই করল সোই নীত॥ বুঝি পুন নাগর, সব গুণ আগর, অলখিতে তহিঁ উপনীত। রাধামোহন পুন, দেখি সুনাগরী, আনন্দে নিমগন চিত॥ ৭৭

ধানশী।

পরশহি পদ পদ নহি নহি বোল। তনু তনু পুলকিত আনন্দ হিলোল॥ কো করু অনুভব দুহুঁক বিলাস। এক মুখে সীতকার এক মুখে হাস॥ নিমীলিত নয়ন নয়ন করু থির। মণি তরলিত মণি মঞ্জু মঞ্জীর॥ নাগরী দেওল ঘন রস দান। রাধামোহন পহুঁ অমিয়া সিনান॥ ৭৮

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর। প্রেমে নাচে আনন্দে বিভোর॥ বাজত কত কত তান। কত কত রস করতহি গান॥ গগনে মগন ভেল চন্দ। ফিরয়ে দীপ ধর ছন্দ॥ অপরূপ দুহুঁক বিলাস। কহ রাধামোহন দাস॥ ৭৯

কামোদা।

সাজহি শচীসুত, হেরিয়ে আন মত, কি কহব কছু নাহি জানি। নগর-গমন

লাগি, বোলত রাজ-দূতে, বড় ইহ দারুণ বাণী॥ কান্দি কহত পুন রোই। লাখে লাখে বিরহিনী, মধু পরে বেড়ই, পাছে জানি বিচ্ছেদ হোই॥ কাঁহে মধু দক্ষিণ, নয়ন ইহ ফুরই, কাঁহে মঝু হৃদয় কাঁপ। কাঁহে মঝু চিত, করত উচাটন, এত কহি করত বিলাপ॥ ঐছন হেরি, পরাণ মঝু ঝুরয়ে, কি করহে নাহিক থেহ। এ রাধা-মোহন কহ, ইহ আন মত নহ, কাঠ-কঠিন মঝু দেহ॥ ৮০

সুহই।

অক্রুক প্রান্তর, কান্দি শচীনন্দন, কহতহি গদগদ বাতে॥ হোর দেখ অক্রূর, সেই চলু প্রাণপতি, অবুধ গোপ চলু সাথ॥ সজনি কঠিন প্রাণ নাহি যায়। হেরইতে ও মুখ, নিমিখ দেই দুখ, সো অব বহু অন্ত রায়॥ কি করব গুরুজন, আর যত দুরজন, বারহ নাহ আগোরি। ঐছন ভাতি কহই গৌরাঙ্গ পহু, তৈখনে পড়লহি ভোরি॥ নয়নক নীর, বহই জনু সুরধুনী, ঐছন হোয়ত ভণ। রাধামোহন, কাঠ কঠিন-মতি, ও রস যতি করু পান॥ ৮১

দশকোশী।

খেণে খেণে কান্দি লুঠই রাই রথ আগে, খেণে খেণে হরিমুখ চাহ। খেণে খেণে মনহি, করত জানি ঐছন, নাহ সঞে জীবন যাহ॥ সজনি ইহ দুখসাগর মাঝ। কো নাহি ডুবল, ঐছন হেরইতে, গোকুল-গোপসমাজ॥ খেণে তৃণ মুখে ধরি, রামক আগে পরি, আছাড়ি পড়ল নিজ অঙ্গে। খেণে পুন মূরছই খেনে পুন উঠত, ডুবই বিরহ-তরঙ্গে॥ রাধামোহন পহু, আগমন সঙ্কেতে, করি অছু হরল গেয়ান। হেরি অক্রুর পুন, সময়হি ঐছন, রথ সেই করল পয়ান॥ ৮২

সুহই।

না দেখিয়ে রথ আর না দেখিয়ে ধূল। নিচয় জানিনু মোহে বিধি প্রতি-কূল॥ কহি ভেল মূরছিত রাই ভূমিতলে। শ্বাস-রহিত দেখি সখী করু কোলে॥ উচস্বরে কান্দি কহে ওহে রাইপ্রাণ। শ্রবণে ঐছে কোই কহে ঘনশ্যাম। কোই কোই কাতোহি হৃদি শির হাত। কোই কোই কহ কিয়ে বজরনিপাত॥ ঐছন নিরখিতে রাই-মুখচাঁদে। পাষাণ জীবন প্রেমক কাঁদে। তৈখনে যৈছন বিরহ-সম্বাদ। রাধামোহন পহু রস মরিযাদ॥৮৩

ধানশী।

যো ধনী স্বপনে, নাহ মুখ হেরয়ে, সো পুণবতী ব্রজ মাঝ। ধনি ধনি তাক, সফল করু জীবন, দেহ গেহ তছু কাজ॥ সজনি নিঁদ বৈরী মঝু ভেল, যো দিন অবধি, ছোড়ল ব্রজনন্দন, তাকর সঙ্গহি গেল॥ নয়নক সাধ, বাদ করু যো বিহি, সো বিপরীত মতি মন্দ। সহজে অভাগিনী, মোহে পুন ককাই, দরশনে ও মুখ চন্দ।

কৈছনে ঐছন, দরশন পাইয়ে, সুন্দর বিদগধ শ্যাম। রাধামোহন পহুঁ, কঠিন উজাগর, তিল এক মহত বিরাম॥ ৮৪

গুর্জ্জরী।

মুরলমু কামুক, আগমন সঙ্কেত, পাশ ভই বান্ধল পরাণ। দুখ দিতে ঐছন, বিহি বড় দারুণ, কিয়ে করু ইহ নিরমাণ॥ সজনি হোর দেখ দারুণ বিষাদ। আপন মরণ পুন, ওছু পায় মাগিয়ে, হেরইতে রাই উনমাদ॥ ক্ষণে উচ রোয়ই, ক্ষণে পুন ধাবই, ক্ষণে পুন খল খল হাস। চিত-পুতলী সম, ক্ষণে ক্ষণে হোয়ই, প্রলপই দীঘল শোয়াস॥ এ বড়বানল, লাখ অধিক ভেল, কত সহঁ ইহ সুকুমারী। অতুল প্রেম-রীতি, ঐছন পরতীতি, রাধামোহন বলিহারি॥ ৮৫

তুড়ী।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো। হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো॥ হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম। হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥ কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলী-বদন। কাহা মোর গুণনিধি ও চান্দ-বদন॥ কাহাঁ মোর প্রাণবন্ধু নবঘন-শ্যাম। কাহাঁ মোর প্রাণেশ্বর কোটি কোটি-কাম॥ কাহাঁ মোর মৃগমদ-কোটীন্দু-শীতল। কাহাঁ মোর নবাম্বুদ সুধা-নিরমল॥ ঐছন প্রলাপিতে ভেল মুরছিত। এ রাধামোহন পহু বিরহ-চরিত॥ ৮৬

কামোদা।

কানু যাহা কেলি, কয়লাহি কৌতুক, সো পুন কুঞ্জ নেহারি। ভাবে ভরল মন, নবমী দশা পুন, হোয়ল ও সুকুমারী॥ সখি হে অনুভবি মরমক শেল। তৈখনে কান্দি, সখীগণ ঘেরল, কোই পুন হৃদি পর লেল॥ তৈখনে কৈছনে চলিতে বৈঠি হোরি, নলিনীক শেষহি রাখি যমুনা-তীরে, নীর হরণে চলু, তহিঁ দেখি এক বর পাখী॥ মাথুর-দূত করি, প্রেমহিঁ মানল, নিবেদই সব দুখ ভাখি। অদ্ভুত বচন, রচন উহ যৈছন, রাধামোহন পহুঁ সাখী॥ ৮৭

ধানশী।

সজনি অদভুত প্রেমক রীত। নিরদক অজম, ইহ নাহি জানত, কহতহিঁ কত বিপ-রীত॥ তুহুঁ অতি নিরমল, অন্তর কোমল, পরম-হংস দয়াশীল। হাম সব দুখিনী, তাহে অবলা গণি, পিয়াক বিরহ হৃদি কীল॥ সো হরি গোপীগণ, বিসরি রহল পুন, মথুরা নগরহিঁ ভোর। এ সব আধি-পয়োধি-বর তো বিনু, কো জন অব করু ওর॥ যো কিছু বচন, হৃদয়ে অবধারণ, করি অব করহ পয়ান। রাধামোহন, আগে যাই তুহুঁ, পুন করু তৈছন গান॥ ৮৮

সুহই।

কি ফল পরিচয়-কথন অনেক। জানবি কত যব হব পরতেক॥ যো দরশনে হোয় পরম আনন্দ সো অবধারবি যদুকুল-চন্দ॥

শুন তবু কহি নিরুপম রূপ। জগ-জন-লোচন-অমিয়া স্বরূপ ॥ লাবণী-লহরী-লম্ভিত সব অঙ্গ। ভ্রূ-ধনু-নটন মদন-ধনু-ভঙ্গ ॥ দাড়িম দশন হসন সুধা-কেলি। বদন তুলনা নহ চাঁদ শত মেলি ॥ কত মরকত জিতি বাহু সুদণ্ড। গোপী-পটল-হরণ হঠ চণ্ড ॥ পরিসর উর কিয়ে মরকত ঠাট। বিধি নিরমিল জনু কাম-কপাট ॥ ততহি লোল বন-মাল বিটঙ্ক। হেরইতে সতীগণ মদন-আতঙ্ক ॥ নাভি সরোবর সরোজ-নিধান। রমণীক নয়ন সফরী জনু জান ॥ উরুযুগ রাম-কদলী অনুমান। কিয়ে রমণী মন-করিণী আলান ॥ পাদ-পদুম কত পদুম-নিবাস। নারী মন-মধুকরী করতহিঁ আশ ॥ ততহিঁ বিরাজত দশ নখ চাঁদ। যুবতীক যৈছন মন-শশ ফাঁদ ॥ তাকর কি কহব অবলা বাখান। রাধামোহন পহুঁ রূপনিধান ॥

শ্রীরাগ।

হামারি বচন যত বিবিধ বিধান। কহবি কানুর পায় করি অবধান ॥ যব তুহুঁ বিরাজলি গোকুল মাঝ। তহিঁ প্রিয়তমা যোই রমণী সমাজ ॥ তছু সখী কোই করিয়া পরণাম। নিজগণ বচন কহত তুয়া ঠাম ॥ নিচল চিত করি শুন তছু অন্ত। রাধামোহন পহুঁ তুহুঁ গুণবন্ত ॥ ৯০

গান্ধার।

এতহুঁ বিলাপ, করল ললিতা সখী, উড়ি চলল বর হংস। কানুক পাশ, চলল অনু-মানিয়া, তবাহু বহুত পরশংস ॥ আওল পুন যাঁহা, কিশলয় শেযহি, শুতি আছয়ে ধনী রাই। চৌদিগে সহচরী, গণ তঁহি বেড়িয়া, রোয়ত আনন চাই ॥ হেরি ললিতা, সত্ত পরবোধই, কহতহিঁ মৃদু মৃদু ভাষ। এ দুখ কহিতে বর, দূত পাঠাইনু মধুপুর কানুক পাশ ॥ এত শুনি বিরহিণী, চেতন পাওল, হোয়ল জীবনক আশ। এ সব প্রলাপবচন কিয়ে বোলব, দুখী রাধামোহন দাস ॥ ৯১

শ্রীরাগ।

শুন মাধব কি কহব রাইক তাপ। কত বেরি মুরছই, কত বেরি বিলপই, কতবিধ করত প্রলাপ ॥ খেণে অতু কহই, দেখ ইহ শ্যামর, মথুরা নাগর দূত। উঠি বেগে বান্ধহ, মুকুতা-লতিকা-পাশে, নাহি যায় করিয়া আকুত ॥ ঐছন কতবিধ, কহু তুয়া অনুভব, প্রেমহি কত উনমাদ। হেরইতে ঐছন, কান্দয়ে সখীগণ, কত শত করত বিষাদ ॥ এ সব বিপতি-সময় ব্রজ-নন্দন, যাই সকল কর দূর ॥ রাধামোহন পহুঁ, দীন-দয়াল, তুহুঁ সফল মনোরথ পুর ॥ ৯২

কল্যাণী।

এত সব রাইক কহলু বিলাপ। আর কত আছয়ে মানস-তাপ ॥ জগতহিঁ কো অছু সো করু গান। রসিক-শিরোমণি সব তুহুঁ জান ॥ ঝটিতে চলহ তুহুঁ মধুপুর

ছোড়ি। পরতেক দেখবি যৈছন গোরী॥ সখীগণ মরমে মরত সোই দুখে। কহবি এতেক সব মাধব সমুখে॥ এত কহি আওল প্রিয়-সখী ঠাম। উচ করি বোলত প্রাণনাথ-নাম॥ তৈখনে পাওল রাই পরাণ। করু রাধামোহন পহু গুণ গান॥১৩

কামোদা।

আজু হাম পেখলু, চিন্তায় নিমগন, গৌরাঙ্গ নবদ্বীপ-চান্দ। তাহে মঝু মানস, কাঁপই অহর্নিশি, ঝর ঝর নয়নহি কান্দ॥ ইহ বড় হৃদয়ক তাপ। গোকুল-নায়ক, গোপিকা-ভাবহি, কত শত করত বিলাপ॥ ঘন ঘন শ্বাস, ডারত মহী লিখত, বিবরণ ভেল অরু ক্ষীণ। বাম করতল অবলম্বন মুখ-বিধু, লোচন-নীর ধরু চিন॥ জগ ভরি করুণায়, দেয়ল প্রেম-ধন, দারিদ না রহ কোই। রাধামোহন পুন, তঁহি ভেল বঞ্চিত, আপন করম-দোষে রোই॥ ১৪

সুহই।

মাধব তোহে যব আনল অকুর। রাই তব্ চিন্তানদী মাহা বুর॥ কো জানে কত কত করিল বিলাপ। কো অনুভব করু মরমক তাপ॥ ঘন ঘন মূরছ ঘন ঘন রোই। চিত-পুত্তলী সম তব ভেল সোই॥ কো নাহি কহইতে সো দুখ পার। রাধামোহন বহু সো বড় ভার॥১৫

নাটিকা।

সজনি না বুঝিয়ে গৌরাঙ্গ-বিহার। কত কত অনুভব, প্রকট হোয়ত, কত কত বিবিধ বিকার॥ নীরস-বদন, ভেল শচী-নন্দন, হেরি মোহে লাগয়ে ধন্ধ। বিরহ-ভাবে জনু, গোপীগণ বোলত, তৈছন বচন বন্ধ॥ নয়নক নিন্দ, গেও মঝু বৈরিণী, জনমহি যো নাহি ছোড়। স্বপনহি সো মুখ, দরশন দুলহ, অতয়ে নহত কভু মোর॥ এত কহি হরি হরি, বলি পুন কান্দই, ভাবে থাকিত ভেল অঙ্গ। রাধামোহন, হাম নাহি বুঝিয়ে, সো বর-প্রেম-তরঙ্গ॥ ১৬

সুহই।

যদবধি যদুপুর তুহুঁ যাই ভোর। যুবতী যামিনী কত জাগই জোর॥ যদুপতি যদি ইথে জানহ আন। যাই যতন করি জান পরমাণ॥ যব কোই জল সঞে জলজ বিছায়। যতনহি যদি তাই যহিঁ শুতায়॥ জরি জরি জারত মরমহি তোর। যাউ রাধামোহন মরি যাহে পার॥ ১৭

নাটিকা।

সজনি অনুভবি ফাটয়ে পরাণ। যো শচীনন্দন, পুরবহি গোকুলে, আনন্দ-সকল নিদান॥ সোই নিরন্তর, কাতর অন্তর, বিবরণ বিরহক ধূমে। যামহি ঝর ঝর, সকল কলেবর, অহর্নিশি শুতি রহু ভূমে॥ নিরবধি বিকল, জলত মঝু মানস, করতহিঁ কৈছন রীত। কৈছে জুড়ায়ত, সোই

ধুকতি কহ, তিল এক হোয়ে সঙ্গিত॥ এত কহি গৌর, ফুকরি পুন রোয়ত, বুরত বিরহ-তরঙ্গে। রাধামোহন, কছু নাহি বুঝত, নিমগন যো রস রঙ্গে॥ ৯৮

বালা ধানশী।

যো শচীনন্দন, চাঁদ জিনি উজোর, সুমেরু জিনিয়া বর অঙ্গ। কাম কোটি কোটি, জিনি তছু লাবণী, মত্ত-গজ জিনি গতি-ভঙ্গ। সজনি কো ইহ দুখ সহ পার। সো অব অসিত, চাঁদ সম ক্ষীয়ত, লোচন ঝর অনিবার॥ মথুরা মথুরা বলি, পুন পুন কান্দই, অতিশয় দূবর ভেল। হাস কলারস, দূরহি সবহুঁ গেও না রহ ভকতক মেল॥ ইহ বড় শেল, রহল মঝু অন্তর, কহ কহ কি করি উপায়। রাধামোহন, প্রাণ কঠিন জনু, যতনে নাহি বাহিরায়॥

শ্রীরাগ।

যো মুখ জিতল, কমল অতি নিরমল, সো, অব হেরি সে মৈলান। যো বর অধর, বিম্বফল নিন্দল, তছু রাগ হেরি আন ভাণ॥ গৌরাঙ্গ দেখিতে ফাটে প্রাণ। বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী, নিরবধি ঝরয়ে নয়ান॥ কাঞ্চন বরণ, মলিন হেন হেরইতে, মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়। কহ সোই যুকতি, যাহে পুন গৌরক, বিহরক তাপ পলায়॥ ঐছন ভাতি, ভকতগণ অনুভবি, করতহি বিরহ হুতাশ। নবদ্বীপ-চাঁদক, ভাবহি ঐছন, কহ রাধামোহন দাস॥ ১০০

সুহই।

হরি হরি কি কহব বিপতি বিশেষ। হেরইতে পরিজন তনু ভেল শেষ॥ হরিণী-নয়নী যছু নব নব রঙ্গ। হত-বিধি কয়ল মলিন তছু অঙ্গ॥ হিম-ঋতু হিম-হত জনু অরবিন্দ। হেম বরণ মুখ ভেল তছু মন্দ॥ হেম নাহি অঙ্গ মলিন ভেল কোই। হীন রাধামোহন দাস কহ সোই॥ ১০১

গান্ধার।

যো শচীনন্দন, জীবন-আনন্দন, করু কত সুখদ বিলাস। কৌতুক কেলি, কলা-রসে নিগমন, সতত রহত মুখে হাস॥ সজনি ইহ বড় হৃদয়ক তাপ। অব সোই বিরহে, ব্যাকুল অন্তর, কহতহিঁ কতই প্রলাপ॥ গদ গদ কহত, কাঁহা মঝু-প্রাণ-নাথ, ব্রজজন নয়ন-আনন্দ। কাঁহা মঝু জীবন-ধারণ মহৌষধি কাঁহা মঝু সুধারস-কন্দ॥ পুন পুন ঐছন পুছত নিজ জনে, রোয়ত করত বিষাদ। রাধামোহন দুখী, ভকত বচন দেখি, কৃপায়ে করয়ে অনুবাদ॥

ধানশী।

শুন শুন সুন্দর শ্যাম। রাইক প্রেম-পরিণাম॥ তোহারি দরশ লাগি সোই। সখী আগে পুন পুন রোই॥ কহই দেখাও প্রাণনাথ। অবহুঁ মিলাও মঝু সাথ॥ তোহারি অবশ নহ শ্যাম। সাধহ হামারি মনস্কাম॥ ঐছন শুনইতে বাত। পরিজন-

হৃদি শেলাঘাত॥ কহইতে আওনু হাম। রাধামোহন পহুঁ ঠাম॥ ১০৩

সুহই।

শুনইতে গৌরাঙ্গ-খেদ। মঝু বুক নহে কাঁহে ভেদ॥ রোই কহয়ে শুন মাই। বিরহ-জ্বরহি জরি যাই॥ পুটপাক শত গুণ লেখ। মঝু তাপ আগে সোই রেখ॥ কাল-কূট শত গুণ মান। সো নহ অছুক সমান॥ বজরক শত গুণ আগি। বোই ইহ আগেহুঁ ভাগি॥ হৃদয় নিমগন শেল। তা সঞে অধিকহি ভেল॥ শত গুণ বিসূচী বেয়াধি। তা সঞে ইহ বড় আধি॥ গৌরক শুনি ইহ ভাষ। ভণ রাধামোহন দাস॥ ১০৪

ধানশী।

ভ্রমধে গৌরাঙ্গ প্রভু বিরহে ব্যাকুল। প্রেম উনমাদে ভেল যৈছন বাউল॥ হের-ইতে সগনি লাগয়ে শেল। কাঁহা গেও সো সব আনন্দ কেল॥ স্থাবর জঙ্গম যাহা আগে দেখই। বরজ-সুধাকর কাঁহা তাহে পুছই। খণে গড়াগড়ি কান্দে উঠি ধায়। রাধামোহন কাঁহে মরিয়া না যায়॥ ১০৫

সুহই।

নবদ্বীপ-চাঁদ, চাঁদ জিনি সুন্দর, নাগর বিদগধ-রাজ। আনন্দ রূপ, অনুপম গুণগণ, আনন্দ-বিতরণ কাজ॥ হরি হরি হামারি মরণ অব ভাল। সো যদি সুখময়, কেলি উপেখিয়া, বিরহ ভাবে খেপু কাল॥ কত অনুতাপ, প্রলাপহু কত বিধ, অপরূপ কত উনমাদ। কত বেরি মোহ, হোয়ত পুন ঘন ঘন, দশমী দশা পরমাদ॥ আগে ভকতগণ, উঠি হরি বোলত, তেঞি বুঝি ফিরয়ে পরাণ। মরু রাধামোহন, অনুবাদ ঐছন, যাতে করু ইহ রস গান॥ ১০৬

শ্রীরাগ।

আজু বিরহ-ভাবে গৌরাঙ্গসুন্দর। ভূমে পড়ি কান্দি বোলে কাঁহা প্রাণেশ্বর॥ পুন মুরছিত ভেল অতি ক্ষীণ শ্বাস। দেখিয়া লোকের মনে হয় বড় ত্রাস॥ উচ করি ভকত করল হরি বোল। শুনিয়া চেতন পাই আঁখি ঝরু লোর॥ ঐছন হেরইতে কান্দে নর নারী। এ রাধামোহন মরু যাই বলিহারি॥ ১০৭

সুহই।

যব রহ অচেতন বিরহে বিভোর। সো দুখ কো জন কহি করু ওর॥ তুয়া নাম শুনি যব চেতন পাই। যো কছু বিলপয়ে নিজ দুখে রাই॥ যদুপতি সো সব কর অবধান। যাহা শুনি বিদরয়ে দারু পাষাণ॥ সো গুণনিধি মোহে এত করু প্রেম। নিরুপম যৈছন লাখবান হেম॥ সো যদি বিছুরল বিদগধ রাজ। খণ রহুঁ জীবন বড় ইহ লাজ॥ কি করব অব হাম কহত উপায়। রাধামোহন কহ ভেল বড় দায়॥

মল্লার।

আর পুন শুনহ রাইক বাত। শুনইতে থাক মরম জরি যাত॥ আর কিয়ে হেরব সো মুখ-চন্দ। পুন কিয়ে হেরব হসিত লব মন্দ॥ পুন কিয়ে শুনব সো বেণু গান। পুন কিয়ে হেরব ভ্রূ-ধনু কামান॥ পাসরিতে নারি আমি নবঘন-শ্যাম। কে মোরে মিলাঞা দিবে ইন্দীবর দাম॥ কৈছনে বঞ্চিব ইহ দিন রাতি। কি করব সো বিনু ফাটি যায় ছাতি॥ ঐছন কহত যব হোয়ত আন। রাধামোহন পহুঁ করহ পয়ান॥১০৯

বরাড়ী।

নবদ্বীপ চাঁদের আজি আনন্দ দেখিয়া। চিরদিন পরে মোর জুড়াইল হিয়া॥ শচী-সুত উনমত প্রেম-সুখে কয়। মোর আজু যত সুখ কহিলে না হয়॥ চিরকাল বিরহ-জনিত যত তাপ। সো মুখ দরশনে দূরেল আব॥ ঐছন অমৃত কহত গোরামণি। রাধামোহন তছু যাউক নিছনি॥ ১১০

ধানশী।

রাধামাধব চিরদিনে মেলি। দুহুঁ ভেল অচেতন কি করব কেলি॥ দরশনে পুল-কিত দুহুঁ তনু কাঁপ। পুন পুন লোরে নয়নযুগ ঝাঁপ॥ কহইতে গদ গদ রোধয়ে বাণী। ঘামে ভিগল তনু ঘনে অছু মানি॥ পাইল সমাগম ঐছন ভেলি রাধামোহন পহুঁ দুহুঁ রস কেলি॥ ১১১

গুর্জ্জরী।

দিনকর-কিরণ, রহিত ঘন কুঞ্জহি, মিলল যুগল কিশোর। দুহুঁকর কিরণহি, গেও সব আন্ধিয়ার, জনু কোটি রবিক উজোর॥ সজনি দেখ রাধামোহন কেলি। অনিমিখ নয়ন, চষক ভরি পিয়ত দুহুঁ রূপ সুধা সম মেলি। পরশহি দুহুঁ তনু, নীলক পুতলী জনু, মিলনক বেরি নহ ভেদ। ঐছন মিলত, কত সুখ পাওত, না রহ লব পুন খেদ॥ চিরদিন মিলন, করত কত নিধুবন, আনন্দ-সায়রে বুর। রাধামোহন পহুঁ, অহর্নিশি ব্রজে রহু, সকল মনোরথ পুর॥

গান্ধার।

চিরদিনে মিলন, হোয়ল যব নিধুবনে, নিধুবন কত কত ভাতি। ঐছন সখীগণ, করল গুণ-কীর্ত্তন,দুহুঁ কর প্রেমে উনমাতি। হরি হরি কি কহব অদভুত প্রীত। দুহুঁ কর প্রেম, অতুল হেম সম, দুহুঁ আনয়ে দুহুঁ রীত॥ ঐছন কেলি, করল দুহুঁ বহু ক্ষণ দুহুঁ মানস পরিপুর সখীগণ ঐছন, পুরল মনোরথ, অবহুঁ চলল ব্রজপুর॥ যাহি চলল ব্রজ, তাহিঁ হেরাকুল, হোয়ল সকল পরাণ। এছু গুণ গানে পুন আনন্দ বাঢ়ল, রাধামোহন অনুমান॥ ১১৩

গুর্জ্জরী।

কালিন্দী-কানন, কুঞ্জ-কুটীরহি, নিবসই তুয়া লাগি কান। কত বেরি কুসুমমণ্ডপ করি সাজন, কেলি করব মন মান॥

কামিনী কি কহব তোহারি সোহাগ। কেবল কান্ত, কয়ই পথ নিরীখণ, কারণ ছুয়া অনুরাগ॥ কুসুমক কিঙ্কিণী, কঙ্কণ কেয়ূর, কুণ্ডল কণ্ঠক হার। কাঁড় কুন্দ, করবীক কোরক, নিরমিল কত পরকার॥ কেলি অবসানে, করব করি মানস, সুন্দর বেশক লাগি। কাম-কলা-গুরু, কৌশল কাজক, করবহি যামিনী জাগি॥ কেলি কলপতরু, কোমল সরুরু, কোকিল কোকিলা গায়। কমলক গন্ধ, গন্ধবহ সঞ্চরু, অরু কত কেকীক তান॥ করহ গমন অব, কছু নাহি আপদ, কহলহুঁ কৃষ্ণ-নিদেশ। কয় রাধা-মোহন, চরণে নিবেদন, কছু না রহব অবশেষ॥ ১১৪

ললিত।

অলসে শুতল বর যুগল কিশোর। হেরইতে তনু মন শীতল মোর॥ এ সখি আওসরি নিরখহ রূপ। রূপ মুরতিধর কিয়ে রস-কূপ। দুহুঁ তনু মিলল কছু নাহি ভেদ। বুঝলমু লবতুল না রহ খেদ॥ শয়নক কৌশল বরণি না যায়। রাধামোহন তছু বলিহারি যায়॥ ১ ৫

শ্রীরাগ বেলাবেলী।

কানুক সম্বাদ, পাই বর-রঙ্গিণী, বিছুরল সাজ বিসাজ। বসন ভূষণ যত করি অছু বিপরীত, চললহি কুঞ্জক মাঝ॥ সজনি আরতি বরণ না যাতি। চিরদিনে মিলন, আজু পুন হোয়ব, অতয়ে সে মদন ভরাতি॥ পদ এক চলই, থলই পুন প্রেম ভরে। লোরহি ঝাঁপল দিঠ। কত দূরে প্রাণ-বল্লভ হাম হেরব, কহতহি গদ গদ মিঠ॥ ঐছন ভাতি, মিলল বর-কামিনী সঙ্কেত-কুঞ্জক ওর। রাধামোহন পহু, হেরইতে দুহুঁ দুহুঁ, আনন্দে ভৈ গেল ভোর॥ ১১৬

সারঙ্গ।

অভিনব-জলধর-রুচির সুদেহ। পীতাবর-তড়িত থির-রেহ॥ জয় জয় গোবিন্দ গোকুল ভাগি। ব্রজ-নব-রমণী যাক মন লাগি॥ কত কোটি চাঁদ জিনিয়া বর মুখ। যাকর দরশনে মিটয়ে সব দুখ॥ নিরুপম-রূপ জলধি অবতার। রাধামোহন পহু মুরতি শিঙ্গার॥ ১১৭

গান্ধার।

দেখ দেখ গোকুল-মঙ্গল শ্যাম। ব্রজ-নব-নাগরী-ভাবে বিভাবিত, মুরলী-খুরলী সোই নাম॥ রূপ অনুপ, ভুবন-জন-মোহন, শোহন নটবর বেশ। কালিয়-দমন, মদন জিতি লাবণী, চূড়হি কুঞ্চিত কেশ॥ নবঘন ইন্দ্র, মণীন্দ্র-কলেবর, লোচন কমলক ভান। কত কোটি শরদ-চাঁদ জিনি শোভিত, ঢল ঢল বিমল বয়ান॥ পদতল অরুণ, কমল জিনি উজোর, মুনিমানস সুরথান। রাধামোহন পহু, প্রেমহি আগোর, নাগর অবহি সুজান॥ ১১৮

কৌ রাগিণী।

জয় জয় গোকুল-চন্দ। ব্রজ-নব যুবতীক মানস-ফন্দ॥ পিরীতি মূরতি কিয়ে নবরস কন্দ। নবঘন রুচির বরণ-অনুবন্ধ॥ সুখময় শীতল চন্দন অঙ্গ। নব নব ভাবিত-রঞ্জিত রঙ্গ॥ অভিনব নাগরী ভাবিত বন্ধু। রাধামোহন পহু রসক সিন্ধু॥ ১১৯

বেলাবলী।

মরকত মঞ্জুল-কান্তি মনোহর, মানিনী-মান-বিমোহ। মাথহিঁ মোর, মুকুট ধর সুন্দর, মোহন পীত পট শোহ॥ মাধব মধুর মূরতি তনু কাম। মাধবী মল্লী, মুকুলনব-মাধুরী, মালতী মিলু ঠাম ঠাম॥ মোহন মধুর, মধুর বচন-মধু-মোহিত মুনিজন-মান। মহা মহাদেব, দেবগণ মুরছন, মোহন মুরলী যাহা গান॥ মণিময় মকর-কুণ্ডল উছু শোহন, মণিময় হারহি সাজ। মরকত-মুকুর, মলিন করপদনখ রাধামোহন মনরাজ॥ ১২০

জয়জয়ন্তী।

জয় জয় নন্দনন্দন চন্দ। অঙ্গ-দীপতি নিন্দি নীরদ, নীল-নীরজ কন্দ॥ পীত অম্বর, কনক-ভূষণ, মকর-কুণ্ডলধারী। বৃষ্ণি-দূষণ, কংস-মারণ, করণ মানসকারী॥ বল্লবীকুল, হৃদয় আকুল, করণ উদ্যমবন্ত। তভহি কিঙ্কিত, মন্থর মানদ, নিজহি মন্দির বসন্ত॥ চরণ পঙ্কজ, ভকত-মানস, সরসী উদয়কারী এ রাধামোহন, পাপ-বিমোচন, এ ভবসাগর তারী॥ ১২১

কর্ণাট রাগ।

মঞ্জুর-মরকত-নিন্দি-সুন্দর, সুভগকলেবর শ্যাম। ইন্দু-নিন্দিত, শাক রূপহিঁ, ঐছে বদনক ঠাম॥ জয় নন্দনন্দন কৃষ্ণ। বিরহ-আকুল, গোপ গোকুল, তোহিঁ মানস-তৃষ্ণ॥ গান্ধিনীসুত, হৃদয়-নন্দন, নন্দন-কৃত-মোহ। বল্লবীগণ, বলবন্ত তোপহিঁ, হৃদয় কৃত বরমোহ॥ ভকত-চাতক, নীল নীরদ, অধিক পূরণ আশ। কহই পাতক, দুঃখিত অন্তর, এ রাধামোহন দাস॥ ১২২

গান্ধার।

জয় জয় সুন্দর শ্যাম। জলধর রুচির, রুচিরানন শোহন, মোহন কত কোটি কাম॥ পূর্ণিমক-চাঁদ-কান্ত মুখমণ্ডল, কুণ্ডল শ্রবণ বিলাস। ব্রজজন ভাব, বিভাবিত অন্তর, মন্থর মন্থর হাস॥ কেলি-কলা-গুরু, অন্তরে অন্তরু, গতি অতি বারণ-বার। রাধারমণ, রমণীগণ-মোহন, যোজন প্রেমবিথার॥ রাধা রাস, রসিকবর শেখর, শেখর জন-মন জান। রাধামোহন, মোহন মন্ধুক, নিন্দুক পদতল মান॥ ১২৩

কামোদা।

কালিন্দী সলিল, কান্তি-কলেবর কৃত কুসুমাবলি-বেশ। কান্তি-করম্বিত, করবীর-কুটুল, কলিত-সুকুঞ্চিত-কেশ॥ জয় জয়

কৃষ্ণ কৃষ্ণ নবকাম। কামিনী কাম, কলাঙ্কুর কৌশল, কারণ কারণ-শ্যাম॥ কর্ণ-করম্বিত কুণ্ডল-কিশলয়, কনক কটকবরধারী। কুসুমিত কানন, কেলি কলপতরু, কালিন্দী কুঞ্জবিহারী॥ কুন্দন কেয়ূর, করাহি করাহিঁ ধর, কিঙ্কিণী কটিতটধারী। কৃপণ কৃপানিধি, কাম পূরণ কর, রাধামোহন বলিহারি॥ ১২৪

বিভাস।

জয় জয় গোকুল-চন্দ। পিরীতি সুধাময় আনন্দ-কন্দ॥ রাধা-নখতর-হৃদয়ানন্দ। ব্রজ রমণীকুল কুমুদিনীকান্ত॥ নব-স্মর-সমরসিন্ধু-সুখ দাতা। কেলি কলা-রস-করণ-বিধাতা॥ মূরতি শিঙ্গার-সর-রূপ-নিধান॥ রাধামোহন গুণ করু গান॥ ১২৫

বেলোয়ার।

সজনি অপরূপ গোকুল-চাঁদ। অনুভবি পিরীতি, মুরতি কিয়ে সুধাময়, কামিনী-মন শশ-ফাঁদ॥ নব নব জলধর, নিন্দি মনোহর, সুচিক্কণ বরণ উজোর। কাম-কামান জিনি, ভাঙ ধুনায়তি, যছু শরে কামিনী ভোর॥ পীতাম্বর-ধর, সুন্দর বেণু-কর, মুনিমনোমোহন নাট। বর-কৌস্তভ ধর, মাল্য মনোহর, জনু নব মনমথ ঠাট॥ পদ-নখ-চন্দ্র, অমন্দ সুধা ঝরু, ধাবর জঙ্গম প্রাণ। রাধামোহন পহু, নব নব অনুখণ, সহজহি রূপ-নিধান॥১২৬

জয়জয়ন্তী।

নন্দ-নন্দন, নীকে নাগর, নবীন-ঘন-রস-মেহ। নীল-উতপল, নবীন-নীরদ, নিন্দি নিরূপম দেহ॥ নিরখি সো রূপ ঠাম। নলিনী-নায়ক, নন্দিনী তট, নটত জনু নব কাম॥ নতন-নীপ, নিকেত নিকটহি, নিয়ত করতহিঁ নাট। নবীন নায়রী, নগরে না রহ, নিয়ড়ে নিরন্তর হাট॥ নয়ন-নাচনে, নিজহিঁ নব রাগ, করায়ে যো নিতি নিত। নিজক পদ-তলে, নিত বান্ধউ, এ রাধা-মোহন চিত॥ ১২৭

ললিতা।

রজনীক শেষে, জগি শচী-নন্দন, শুন-ইতে অলি পিক রাব। সহজহি নিজ-ভাবে, গর গর অন্তর, তহিঁ উহ দ্বিতীয় বিভাব॥ বেকত গৌর অভভাব। পূরব রজনী-শেষে, জাগি দুহুঁ যৈছন, উপজল তৈছন ভাব॥ নয়নে অমল জল, অমিয় বচন খল, পুলকে ভরল সব অঙ্গ। হরিষ বিষাদ, শঙ্কাদি পুন উয়ত, কো কহ ভাব-তরঙ্গ॥ ঐছন অনুদিন, বিহরে নদীয়া পুরে, পুরব ভাব পরকাশ। সো অনুভব কব, মঝু মনে হোয়ব, কহ রাধামোহন দাস॥ ১২৮

ললিতা ভৈরবী।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ, নিজ নিজ মন্দিরে, বিরমহি করত পয়ান। দুহু ক নয়ানে গল, প্রেম-বিচ্ছেদ-জল, দারুণ দৈব বিহান॥

দথ রাধামাধব প্রেম। ঐছন ঘটন, কতিহুঁ নাহি হেরিয়ে, যৈছন দাধবাণ হেম॥ পদ আধ চলত, খলত পুন ফিরত, কাতরে নেহারই মুখ। একই পরাণ, দেহ পুন ভিন ভিন, অতয়ে সে মানিয়ে দুখ॥ তিল এক বিরহ, কলপ করি মানয়ে, গায়ই দুহুঁ পর-সঙ্গ। ভণ রাধামোহন, ঐছন নাম গুণ, যাহে নহ সো রস ভঙ্গ॥ ১২৯

বিন্তাস।

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ-বিধু। পূরব প্রেম-রস কহই মধু॥ ভাব-ভরে গদ গদ আধ আধ বাণী। অমিয়ার সার যেন পড়ে খানি খানি॥ পুলকে পূরল তনু পিরীতি-রসে। ঝাঁপয়ে বসন বিবশে পুন খসে॥ আনন্দ-জলে ডুবে নয়ান রাতা। রাধামোহন দাসের শরণদাতা॥ ১৩০

হেম সঞে অতি গোরা, সুমধুর হাস থোরা, জগজন-নয়ন আনন্দ। পিরীতি-মুরতি কিয়ে, রূপ শরূপধর, ঐছন প্রতি অঙ্গবন্ধ॥ আজু কিয়ে নবদ্বীপচন্দ্র। কামিনী কামকলিত তছু মানস, গতি অছু গজ জিনি মন্দ॥ মাঝাদিনহি পুন, বসন-আবৃত তনু, কহতহি পুরব সুর। পুলক-কম্প ঘাম, স্বরভঙ্গ অনুপাম, নয়নহি জল পরিপুর॥ বামহিঁ ভুজহিঁ, বসনে মুখ ঝাঁপই, বাম নয়নে ঘন চায়। রাধামোহন দাস, চিতে অভিলাষই, সোই চরণ জনু পায়॥

মঙ্গল।

কিয়ে কান্তি-দৈবত, তারুণ্যরসামৃত, কি মাধুর্য্য স্বয়ং মূর্ত্তিমতী। কিবা সে লাবণ্যসার, তনু কৈল অঙ্গীকার, সর্ব্বগুণ কিবা গুণবতী॥ কিয়ে হেরি অদ্ভুত রূপ। মধুর মধুর প্রীত, কিবা হৈল উপনীত, কিবা এই রসময় কৃপ॥ কি আনন্দ-তরঙ্গিণী, কিবা সুধা-সুরধুনী প্রকট হইলা সুখময়। এ নেত্র চকোর চন্দ্র, নাসা-ভৃঙ্গ পদ্মবৃন্দ, জিহ্বা-কোকিল-আম-চয়॥ ফলিল মোর ভাগ্যশাখী, তেঞি সে প্রত্যক্ষ দেখি, সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রাণের দয়িতা। এ রাধামোহন কহে, রাই আসি মিলয়ে, রূপ-সিন্ধু গড়িল বিধাতা॥ ১৩২

পঠমঞ্জরী।

দরশনে নয়নে নয়নে বহে লোর। আপন মস্তক দুহুঁ পুলকে আগোর॥ সজনি হের দেখ প্রেম-তরঙ্গ। কত কত ভাবে থাকিত ভেল অঙ্গ॥ দুহুঁকর দেহে ঘাম বহি যাত। গদ গদ কাহুঁক না নিক-সয়ে বাত॥ দুহুঁ জন কম্পন হেরি লাগে দন্দ। রাধামোহন হেরি পরম আনন্দ॥

বসন্ত রাগ।

জয় জয় শচীনন্দন বর রঙ্গী। বিবিধ বিনোদ, কলা কত কৌতুক, করতহিঁ প্রেম-

তরঙ্গী ॥ বিপুলপুলককুল, সঙ্কুল সব তনু, নয়নহিঁ আনন্দনীর। ভাবহিঁ কহত, জিতল মঝু সখীকুল, শুন শুন গোকুল-বীর ॥ মৃদু মৃদু হাসি, চলত কত ভঙ্গিম, ধরে তনু খেলন যন্ত্র যুগলকিশোর, বসন্তহি ঐছন, জিতানিত মনসিজ-যন্ত্র ॥ যো ইহ অপরূপ বিহরে নবদ্বীপ, জগদানন্দ বিলাসী রাধামোহন, দাস মূঢ়চিত, সো নিজ গুণ পরকাশী ॥ ১৩৪

মল্লার।

ভ্রমই গহন বনে যুগল কিশোর। সঙ্গহি সখীগণ আনন্দে ভোর ॥ সখী এক কহে পুন হের দেখ সখি। দুহুঁ দোঁহা দরশনে অনিমিখ আঁখি ॥ তরু সব পুলকিত ভ্রমরের গণ। সৌরভে ধায়ল ছাড়ি কুসুবন ॥ শ্রমভরে বৈঠলি মাধবীকুঞ্জ। রাইমুখকমলে পড়ল অলিপুঞ্জ ॥ লীলাকমলহি কানু তাহা বারি। মধুসূদন গেও কহত উচারি ॥ এত শুনি রাই বিরহে ভেল ভোর। কহ রাধামোহন অনুরাগ ওর ॥ ১৩৫

মল্লার।

রাইক ঐছে, দশা হেরি নাগর, কাতর ভই করু কোর। বহু যতনে পুন, চেতন করাইয়া, মধুর বচন কহু থোর ॥ সুন্দরি কহ ইহ কোন অনুবন্ধ। নিরুপম প্রেম, অমিয়া-রস-মাধুরী, অনুভবি লাগল ধন্দ ॥ হামে নিজ নয়ান-সমুখহি নিরন্তর, হেরইতে মানসি দূর। কত পরলাপ, করসি তহিঁ দারুণ, বিরহ জলধি মহা বুড়। ঐছন শুনইতে, রাই সুনাগরী, বিহসি লাজে ভেল ভোর। রাধামোহন পহু, আনন্দে নিমগন, তবহি তাহে করু কোর ॥ ১৩৬

বরাড়ী

রতন-মন্দিরে দুহুঁ নাগর-নাগরী, বৈঠল সখীক সমাজ। নাগর ইঙ্গিত, কারণে বৃন্দা সখী, তুরিতহি বুঝল কাজ ॥ যোই নিন্দয়ে সীধু, সুবাসিত বর মধু, তবহিঁ আনি আগে দেল। আগে ভোজন করি, সকল ভুঞ্জায়ল, যতনহি কৌতুক কেল ॥ কো কহ প্রেম-তরঙ্গ। সহজই প্রেম-মধুর মধুরাধিক, তাহে পুন মধুপান-রঙ্গ ॥ ঢুলি ঢুলি পড়ত, খলত অঙ্গলাগল ঘুম-ঘুমে বহি না পারি। এত কহি নিজ নিজ, কুঞ্জক মন্দিরে, শয়ন করত বরনারী ॥ রাধা মাধব, কর গহি তলপহিঁ যাই করল পরবেশ। রাধামোহন পহু, বিধারল রতি রণ, কত কত ভাব বিশেষ ॥ ১৩৭

ধানশী।

মকর-কুণ্ডল বলে, নাচত অদভুত, মঞ্জু মঞ্জীর করু গান। মধিত মাদন বর, তৌর্যত্রিক সুন্দর, ক্রম আদি হোয়ত সুঠান ॥ অপরূপ প্রেম-বিলাস। রকত-কমল নীল উতপল বারত, নহি নাহ গদ গদ ভাষ ॥ কহহু কাকু বলে, চকিত নাচায়ত কুণ্ডল করত বিশ্রাম। রাইক ইঙ্গিতে কুঞ্জ কুঞ্জ তব, হোয়ল তৈছন কাম ॥ নিজ নিজ মহাভাব, প্রকট করত যব, তবহি বিলখ

সূত্রধার। রাধামোহন, দাস কব দেখব, উহ সব প্রেমবিহার॥ ১৩৮

সারঙ্গ।

অপরূপ দিনহি, কুঞ্জ মণি-মণ্ডপ, শীতল পবন বহ মন্দ। দ্বিজকুল-নাদ, সুবাদন যৈছন, মনমথ যন্ত্রক ছন্দ॥ জয় রাধামাধব কেলি। দুহুঁক প্রেম লব, কো করু অনুভব, যবহুঁ সুরত রস কেলি॥ তহিঁ পুন অতিশয়, নাগর নাগরী অন্তরে সে নিমীলিত আঁখি। আনন্দ সিন্ধু নিবেশহি মোহিত দেয়ই প্রতি অঙ্গে সাখী॥ তহি অতি সুশীতল, আনন্দ নীর ঝর পুলক ভরল সব অঙ্গ। চিত পুতলী কিয়ে, কাঁপয়ে ঘন ঘন, অদভুত পুনপ্পর ভঙ্গ॥ অনধীন দেহ, দণ্ড পরিশোভিত, মুকুতা সম স্বেদ-বিন্দু। বিগলিত অঙ্গরাগ মণি-ভূষণ কঞ্চুক অরু নীবিবন্ধ। যাকর পরিমলে, মাতল থাবর, তাহে কিয়ে জঙ্গম লেখি। রাধামোহন চিতে, নিতি নিতি জাগয়ে, অনু উহ পাথর রেখি॥

রতন মন্দিরে জাগি, নাগর নাগরী, হেরইতে বেশ বিসাজ। ভাবে ভরল চিত, আপাদ পুলকিত, ডুবল আনন্দ মাঝ॥ কো কহুঁ প্রেম-তরঙ্গ। তনু তনু পরখি, কোটি যুগ থাকই, নহ লব যাকর ভঙ্গ॥ ধৈরজ ধরি হরি, বেশ বনায়ত, নয়ন কোণে হেরি তাই। শ্রমে ভিগল দেহ, নয়নে নীর বহ, ঘন ঘন কাঁপয়ে রাই॥ কত পরকারে সিন্দূর বিন্দু দেওল, আর বেশ করু সখী রঙ্গে। রাধামোহন দাস চিতে করু ঐছন, কবহুঁ করব মোহে সঙ্গে॥

বরাড়ী।

মনোহর বেশ, বনাওল সখীগণ, বৈঠল সবে এক ঠাম। পাশক কেলি রচল পুন তৈখনে, পুন করু নিজ নিজ কাম॥ সজনি কানু কহ বড় বিপরীত। যো ইথে হারব, দক্ষিণ গণ্ড নিজ, দেয়ব দংশন নীত। পহিলহিঁ কানু, জিত করু ঐছন, কামিনী তহিঁ ভেল ভোর॥ খেলন পুন কর, বলি রাই বিরচিল, পাশক জোরহি জোর। "বামক দশ" করি সুন্দরী ডারল, নিজ জিতি লিয়ে সোই দান॥ বলে ছলে বাম, গণ্ড পুন দংশই, হের দেখ বিদগধ কান। রাই জিতি পুন, মুরলী হরল বলে, কানু কহে ইহ নহে রীত॥ মধু মুখ চুম্বন কিয়ে ভুজ-বন্ধন, করহ যোই ইহ নীত। এত শুনি রাই, কহত শুন নাগর, যাহক যো মন মান। রাধামোহন-পহু, হাসি কহত তুহুঁ, জানি পুন পিছে কর আন॥

ধানশী।

রাধামাধব, পাশা খেলত, করি কত বিবিধ বিধান। দুহুঁক বচনরীতি, কেবল পিরীতি, দুহুঁ বর রসক নিধান॥ সখি হে আজু নাহি আনন্দ ওর। দুহুঁ দোহাঁ রূপ, নয়ন ভরি পিবই, দুহুঁ কিয়ে চন্দ্রচকোর হাতহিঁ হাত, লাগাই যব খেলত, ভাবে

অবশ তব দেহ। আনন্দ সায়রে, নিমগন দুহুঁ মন, ভুলল নিজ নিজ গেহ। ঐছন সময়ে, নিয়োজিত শুক কহে, জটিলা-গমনক কাজ॥ রাধামোহন পহু, চতুরশিরোমণি, সাজল দ্বিজবর রাজ॥ ১৪২

গৌরী।

জয় শচীনন্দন ভুবন-আনন্দ। আনন্দ শকতি, মিলিত নবদ্বীপ, উয়ল নবরসকন্দ॥ গো-ক্ষুরধূলি, দিশই উহ অম্বর, শুনি বর বেণুনিসান। অপরূপ শ্যাম, মধুর মধুরাধরে মৃদু মৃদু মুরলীক গান॥ এত কহি ভাবে, বিবশ গৌরতনু, পুন কহ গদ গদ বাত। শ্যাম সুনাগর, বন সঞে আওত, সমবয় সহচর সাথ॥ মঝু মন নয়ন, জুড়ায়ল কলেবর, সফল ভেল ইহ দেহ। রাধামোহন কহ, ইহ অপরূপ নহ, মূরতিমন্ত সোই লেহ॥ ১৪৩

বিহাগড়া।

দেখ সখি গৌর নওল কিশোর। স্বাধীনভর্তৃকা, সুরবরনায়িকা, ভাবে বুঝি ভেল ভোর॥ কহত গদ গদ, শুনহ বিদগধ, প্রাণবল্লভ মোর। কেশ বেশ কর, সীঁথে-সিন্দুর, ভালে তিলক উজোর॥ পীন পয়োধরে, নখরে বিদরে, পুরহ মৃগমদসার। কাণে কুণ্ডল, কোমল কুবলয়, গলহিঁ মোতিমহার॥ এতহুঁ কহি পুন, কাঁপয়ে ঘন ঘন, নয়নে আনন্দলোর। এ দাস রাধামোহন চিতহি, কিছু না পাওল ওর॥

পঠমঞ্জরী।

রতি-অবসানে, বৈঠি বরনাগরী, উদসল আপক দেহ। হেরইতে অবনত, বদন কমল পুন, কি করব না পাওই থেহ॥ প্রেম রাই রূপধারী। ইঙ্গিতে নিজবেশ, করণে নিয়োজল, রতিসুখে কুঞ্জবিহারী॥ ঈষদবলোকনে, মাধব হেরইতে, নয়নহি আনন্দনীর জনু বরবিধুমণি, বিধুকর দরশনে, তৈছন সকল শরীর॥ অলক সঙারিতে, পহিলহি কাঁপই, বরকরে পরশিতে কান্ত। কহ রাধামোহন, বেশ কৈছে হোয়ব, চূড় চরণ পরিযন্ত॥ ১৪৫

ললিত।

আনন্দ নীর, যতনে বারি হরি, অলক তিলক নিরমাই। ঈষদবলোকনে, রাই সুকম্পিত, কোরে যাতি পুন তাই॥ মৃগমদচিত্র, করত করপঙ্কজে, যামহি ধোয়ল ওই। ভাবে অবশ দুহুঁ, বেশ না হোয়ল, মনহি করত তব কোই॥ হরি হরি সোই, করব কিয়ে লেহ। নাগরীনাগর-সেবনপরা সখী, যাক সৌঁপল হাম দেহ॥ যাকর বচনহি, দুহুঁক সুসেবন, ঘটতহি ইহ বড় ভাগি। হৃদয় জানি মুঝে, সেবনে নিয়োজব, ভাব শয়ন সঞে জাগি॥ দুহুঁ কর বেশ, ভূষণ করি হিম জল, তাম্বুল দেই যোগাই। মলয়জ কর্পূর, শীত অনুলেপন, পুন পুন

গাত লাগাই॥ শীকর-সগর নলিনীদলে বীজয়ে, মৃদু সম্বাহন করি পাদ। দাস রাধামোহন, চিতে করু অনুমান, তব পুরয়ে মনসাধ॥ ১৪৬

ভূপালী।

রতিরসশ্রমযুত, নাগরী নাগর, মুখ ভরি তাম্বুল যোগায়। মলয়জ কুঙ্কুম, মৃগমদ কপুর, মিল তহিঁ গাত লাগায়॥ অপরূপ প্রিয়সখাপ্রেম। নিজ প্রাণ কোটি, দেই নিরমঞ্ছই, নহ তুল লাখবাণ হেম॥ মনোরম মাল্য, দুহুঁ গলে অর্পয়ে, বীজই শীত মৃদুবাত। সুগন্ধি শীতল, করু জল অর্পণ, যৈছে হোত দুহুঁ শাত॥ দুহুক চরণ পুন, মৃদু সম্বাহন, পরিশ্রম কয়লহি দূর। ইঙ্গিতে শয়ন, করল দুহুঁ সখীগণ, সবহুঁ মনোরথ পূর॥ কুসুম শেযে দুহু, নিদ্রিত হেরই, সেবনপরায়ণ সুখ। রাধামোহন, দাস কিয়ে হেরব, মেটব সব মনোদুখ॥ ১৪৭

ভূপালী।

শেষ রজনী যাহা, শুতল শচীসুত, ততহিঁ ভাবে ভেল ভোর। স্বপন জাগর কিয়ে, দুহু নাহি সমুঝই, নয়নহি আনন্দ-লোর॥ অনুমানে বুঝহ রঙ্গ। যৈছন গোকুল, নায়ককোরহি, নাগরী শয়নবিভঙ্গ॥ বাম চরণ ভুজ, পুন পুন আগোরই. ধাতহি দক্ষিণ পাশ। তৈছন বচন, কহত পুন আঁখি, মূদি, বচন রসাল সহাস॥ যাকর ভাবহি, প্রকট নন্দসুত, গৌরবরণ পরকাশ। সতত নবদ্বীপে, সোই বিথারই, কহ রাধা-মোহন দাস॥ ১৪৮

করুণ বরাড়ী।

অভিসার লাগি, বেশ বনায়ত, সখীগণ আনন্দ পাই। কোই চিরুণী ধরি, চিবুক চিত্র করি, সিন্দুর-তিলক বনাই॥ দেখ দেখ ভুবন মনোহর রাই। ও মুখ ছাঁদ, চাঁদ মলিন-তনু, থির হই নিরখই তাই॥ কোই কছু আভরণ, অঙ্গে চঢ়ায়ত, চতুঃসম গাত লাগাত। সকল শ্যাম-সুখক লিয়ে অন্তর, অনুভবি বরণি না যাত॥ যাবক-রাগ চরণযুগে রঞ্জন নায়ক রঞ্জন কারী। ভণ রাধামোহন, দুলহ সো সেবন, ভাগি কি ঘটব হামারি॥ ১৪৯

কেদার।

রাই কানু মেলি, প্রহেলী আলাপন, রাগ-তাল-যুত গান। বহুবিধ সুনটন, রাস-লাস্য করু, করি কত বিবিধ বিধান॥ দেখ দেখ অদভুত সখীগণ ভাব। দুহুক উলাসহি, উলসিত অন্তর, মানই কত কত লাভ॥ দুহুকর মানস রতি-গত হোয়ল, অনুমানি পরম আনন্দ। যৈছন উহ রস, হোয় সমাপন, ঐছন করু পরবন্ধ॥ রতি-সুখ-শেষ, আদি সমাপন, আনছলে কয়ল পয়ান। অদভুত বৈদগধী, অদভুত গুণগণ, করু রাধামোহন গান॥ ১৫০

কেদার।

দুহু রসে ভোরি হেরি পাঁচবাণ। কেলি-কলা কিয়ে করত সন্ধান॥ দেখ পুন চেতন দুহু অবলম্ব। পুনহি অচেতন যা পহু চুম্ব॥ বিপুল-পুলকবর স্বেদ-সঞ্চার। চির থির নয়নে নীর অনিবার॥ কাঁপই থরহরি গদগদ ভাষ। দুহু দোঁহা দরশনে অধিক উল্লাস॥ আন-আন-সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গ অঙ্গ। কো করু অনুভব প্রেম-তরঙ্গ॥ নিতি নিতি ঐছন করত বিলাস। কব হেরব রাধামোহন দাস॥ ১৫১

বিভাস।

নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান। শয়ন কয়ল পুন কোই না জান॥ অকপট প্রেমক বন্ধ। দুরজন সকল নয়ন করু অন্ধ॥ প্রাতর উচিত করণ করু রাই। তেজল পীত বাস অঙ্গ নাগাই॥ সুগন্ধি তৈল লাগাই করু স্নান। যশোমতী মন্দির করল পয়ান॥ রন্ধন করি পুন ভোজন করাই। সহচরী সঙ্গে অবশেষ পাই॥ গোঠ-বিজয়া-দরশনে ধনী গেল। রাধামোহন সঙ্গে করি নেল॥ ১৫২

বিভাস।

প্রাতহিঁ জাগি, যশোমতী পেখত, ব্রজকুল-নন্দন মুখ। আনন্দ-নীর, নিমিখ ঘন নিন্দই, কহতহি বিহিক মুরুখ॥ কো কহু অপরূপ লেহ। পুন পুন চুম্বনে, তনু পুলকাঞ্চিত স্তন-ক্ষীরে ভীগল দেহ॥ লহু লহু জাগাই, পেখি নীলাম্বর, নখ-ক্ষত শ্যামর দেহ। কহ কাঁহে দেখি, বলাম্বর পহিরণ, আর তাহে কণ্টক রেহ॥ দোহন সিনান, করাই পুন ভোজন, শয়ন করাওত নিত। রাধামোহন, গোঠ-বিজয় জানি, সোই করত তদুচিত॥ ১৫৩

সুহই।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সার। অপরূপ কলপ-বিরিখ-অবতার॥ অযাচিতে বিতরই দুর্লভ প্রেম-ফল। বঞ্চিত নাহি ভেল পামর সকল॥ চিন্তামণি নহে সেই ফলের সন্ধান। আচণ্ডাল আদি করি তাহা কৈলা দান॥ হেন প্রভু না সেবিলে কোন কাজ নয়। এ রাধামোহন কহে ভজিলে সে হয়॥ ১৫৪

তুড়ী।

দয়া কর প্রভু মোরে নবদ্বীপ-চন্দ। প্রেম-সিন্ধু অবতার আনন্দ-কন্দ॥ অবতরি নিজ প্রেম করি আস্বাদন। সেই প্রেম দিয়া প্রভু তারিলা ভুবন॥ পতিত দুর্গতি জনে বিলাইলা তাহা। পাত্রাপাত্র বিচার নাই মুঞি শুনি ইহা॥ এই ভরসায় পাপী করে নিবেদন। এ রাধামোহন মাগে তোমার চরণ॥ ১৫৫

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়া সিন্ধু। পতিত-উদ্ধার-হেতু জয় দীনবন্ধু॥ জয়

প্রেম-ভক্তি দাও। দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি ডাকে এ দীন পামরে॥ পূর্ব্বেতে সাক্ষাতে যত পাতকী তারিলে। সে বিচিত্র নহে যাতে অবতার কৈলে॥ মো হেন পাপিষ্ঠে এবে করহ উদ্ধার। আশ্চর্য্য দয়ার গুণ ঘুষুক সংসার॥ বিচার করিলে মুঞি নহে দয়ার পাত্র। আপনার স্বভাবরূপে করহ কৃতার্থ॥ বিশেষে প্রতিজ্ঞা শুনি এই কলি-যুগে। এই ভরসায় রাধামোহন পাপী মাগে॥ ১৫৬

সারঙ্গ।

ভজ মন সতত হইয়া নিরদ্বন্দ্ব। রাধা কৃষ্ণ, পরম সুখ দায়ক, রসময় পরমানন্দ॥ চঞ্চল বিষয় বিষ, সুখ মানি খাওসি, না জানসি ইহ মতি-মন্দ। পরকালে বিকট, মরণ দুখ দেখব, বুঝহ অবহি করু অন্ধ॥ মোহে দুঃখ ভাগী, করণ নহে সমুচিত, তো হাম জনমক বন্ধু। নিজ দুখ জানি, অবহি শরণ করু, ও দুহুঁ করুণার সিন্ধু॥ ও পদ পঙ্কজ, প্রেম সুধা পিবি, দূর কর নিজ দুখ কন্দ। এ রাধামোহন কহ, তেজহ মিছই মোহ, যৈছে নহত নিজ বন্ধ॥ ১৫৭

প্রাণনাথ কবে মোর হইবে সুদিনে। রাধাকৃষ্ণ রাত্রিকালে, নানা ক্রীড়াকুতুহলে, পরিশ্রমে করিবে শয়নে॥ সুবাসিত জলে রাঙ্গা, চরণ ধোয়াইব, পুন খাওয়াইব আর জল। তাম্বুল কপূরযুত, যোগাই অভিমত, সম্বাহব ও পদ-কমল॥ সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে, লেপন করিব রঙ্গে, বীজন করিব নানা ভাতি। দুই জন নিদ্রা যাব, পরম আনন্দ পাব পুন জাগরণ হব নিতি॥ মোর এই অভিলাষ, পুরাইলে পূরে আশ, কৃপা করি কর অবধান। তোমার করুণা বিনে, প্রাপ্ত নহে এই ধনে, এ রাধামোহন যাচে দান॥

বরাড়ী।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব্বাশ্রয়। জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর প্রেমময়॥ জয় শ্রীল সনাতন কৃপালুহৃদয়। জয় শ্রীল রূপ সব সম্পদ-নিলয়॥ জয় শ্রীগোপাল ভট্ট করুণা-সাগর। জয় রঘুনাথযুগ কৃপা-পূর্ণান্তর॥ জয় শ্রীজীব গোসাঞি দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥ প্রতিজ্ঞা আছয়ে এই ঘোর কলিকালে। উদ্ধার করিবে মহাপাতকী সকলে॥ বিচার করহ যদি মোর অপরাধ। এ রাধামোহনের তবে বড় পরমাদ॥ ১৫৯

ধানশী।

রাধা কৃষ্ণ রসময়মূর্ত্তি কলেবর। জয় শ্রীআচার্য্য প্রভু দয়ার সাগর॥ অয়ে প্রভু দয়াময় দয়া কর মোরে। কাতর হইয়া ডাকি পাই বড় ডরে॥ মোর মন অনিবার সেবিয়া বিষয়। যত পাপে ডুবাইল কহিল না হয়॥ তোমার সম্বন্ধ মোতে এই ত বিচার। কৃপা করি কর প্রভু আমার উদ্ধার॥ জয় জয় দীনবন্ধু পতিত পাবন।

জয় জয় প্রেমদাতা দেহ প্রেমধন॥ এই নিবেদন করি চরণে তোমার। এ রাধা-মোহনে এবার করহ উদ্ধার॥ ১৬০

শ্রীরাগ।

সকল বৈষ্ণব গোসাঞি দয়া কর মোরে। দন্তে তৃণ ধরি কহে এ দীন পামরে॥ শ্রীগুরু চরণ আর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পাদ-পদ্ম পাওয়াইয়া মোরে কর ধন্য॥ তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি নয়। বিশেষে অযোগ্য মুঞি কহিল নিশ্চয়॥ বাঞ্ছা-কল্পতরু হয় করুণা-সাগর। এই ত ভরসা মুঞি ধরিয়ে অন্তর॥ গুণ-লেশ নাহি মোর অপরাধের সীমা। আমা উদ্ধারিয়া লোকে দেখাও মহিমা॥ নাম সঙ্কীর্ত্তন-রুচি আর প্রেম-ধন। এ রাধা-মোহনে দেহ হৈয়া সকরুণ॥ ১৬১

শ্রীরাগ।

প্রাণনাথ কৃপা করি শুন দুঃখ মোর। আপন অনন্ত গুণে, হেন মহাপাপী জনে, দয়া কৈলা যার নাহি ওর॥ প্রেম-সেবা-প্রাপ্ত্যুপায়, উপদেশ দিলা তায়, মুঞি তার না ছুঁইনু গন্ধ। আপন করম দোষে, সেঁচিছু বিষয় বিষে, মোর দেখি পুন ভব-বন্ধ॥ যত পাপ সঞ্চয়, তত অপরাধ হয়, তাহার আলয় রূপ আমি। মোর মন দুষ্ট যত তাহা না কহিব কত, কিবা নাহি জান প্রভু তুমি॥ সেহ ভব ভাবিতে, মূর্খ নাহি ক্ষমাইতে, কত বা ক্ষমিবা নিজ-গুণে। নিরঙ্কুশ কৃপাময়, অনায়াসে সব হয়, ফুকারয়ে এ রাধামোহনে॥ ১৬২

তোমার করুণা বিনে, মো পাপীর নাহি ত্রাণে, সত্য সত্য এই নিবেদনে। মোর মন দুরাচার, নিমিষ পরার্দ্ধ কাল, স্থির নহে ভজন স্মরণে॥ প্রাণনাথ কৃপা করি শুন মোর কাজে। বুঝাইনু যত যত, না লয় পামর চিত, সদাই বিষ-বিষে মজে॥ অনায়াসে তরি যাইতে, উপদেশ দিলা তাতে, তাহা মুঞি না শুনিনু কাণে। তোমার সম্বন্ধে মোতে, এই খ্যাত ত্রিজগতে এ বিচারি কর পরিত্রাণে॥ বৃন্দাবনে বাস দিয়া, নামে রুচি জন্মাইয়া, মোর মন রাখ স্বচরণে। এ রাধামোহন কয়, তবে মোর ত্রাণ হয়, অসম্ভব কৃপা লোকে জানে॥

শ্রীরাগ।

প্রাণনাথ মোরে তুমি কৃপা-দৃষ্টি কর। মুঞি পাপী দুরাচার, মোরে কর অঙ্গীকার, এ ভব-সাগর হৈতে তার॥ মধ্যে মধ্যে মাঞা হয়, সেহো মোর স্থায়ী নয়, মন-যোগে ও রাঙ্গাচরণে। সেহো বুদ্ধি মোর নয়, বিচারিলে এই হয়, আকর্ষ সে তোমার নিজগুণে॥ তুমি করুণার সিন্ধু, এ দীন জনের বন্ধু, উদ্ধারিয়া দেহ পদ-সেবা। এই অধমের ত্রাতা, তোমা বিনে প্রেমদাতা ভুবনে আছয়ে অন্য কেবা। মোর কর্ম্ম না বিচারি, পূর্ব্ববৎ দয়া করি,

মোরে দেহ সেই প্রেমসেবা। এ রাধা-মোহন কয়, মোর পরিত্রাণ হয়। তবে গুণ নাহি গায় কেবা॥ ১৬৪

সুহই।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব, তোমার চরণ, স্মরণ না কৈনু আমি। বিষয় বিষম, বিষ ভাল মানি, খাইছু হইয়া কামী। সেই বিষে মোরে, জরিয়া মারিলে, বড়ই বিপাক হৈল। জনমে জনমে, এমন কতই, আত্মঘাতী পাপ কৈল॥ সেই অপরাধে, এ ভব-সাগরে, বান্ধিলে এ মায়া-জালে। তোমা না ভজিয়া, আপনা খাইয়া, আপনি ডুবেছি হেলে॥ আর কত কাল, এ দুঃখ ভুঞ্জিব, ভোগ দেহ নাহি যায়। সহিতে নারিয়া, কাতর হইয়া, নিবেদিছি তুয়া পায়॥ ও রাঙ্গা চরণ, পরশ কেবল, বিচারিয়া এই দায়। উদ্ধার করিয়া, লেহ দীনবন্ধু, আপন চরণ-ছায়॥ তোমার সেবন, অমৃত-ভোজন, করাইয়া, মোরে রাখ। এ রাধামোহন, খতে বিকাইল, দাস-গণনে লেখ॥ ১৬৫

যদুনন্দন।

পদাবলী।

আড়ানা সুহিনী।

কহ কহ সুবদনি রাধে। কি তোর হইল বিরাধে॥ কেন তোরে আন মন দেখি। কাহে নখে ক্ষিতিতলে লিখি॥ হেমকান্তি ঝামর হইল। রাঙ্গা বাস খসিয়া পড়িল॥ আখিযুগ অরুণ হইল। মুখপদ্ম শুখাইয়া গেল॥ এমন হইলা কি লাগিয়া। না কহিলে ফাটি যায় হিয়া॥ এত শুনি কহে ধনী রাই। এ যদুনন্দন মুখ চাই॥ ১

বালা ধানশী।

রাইক ঐছে দশা, দেখি এক সখা, তুরিতহি করল পয়ান। বিরজনে নিজগণ, সঙে যাঁহা মাধব, যাই মিলল সেই ঠাম॥ শুন মাধব, আর হাম কি বোলব তোয়। সো বৃষভানু কুমারী বর সুন্দরী, অহর্নিশি তুয়া লাগি রোয়॥ তুয়া অনুরূপ, এক পটে লিখিয়া, দেয়ল তাকর আগে। সোরূপ হেরি, মুরছি পড়ু ভূতলে, মানয়ে করম অভাগে॥ আকাশে নব জল-ধর হেরি সো ধনী, কাতরে করু পরলাপ। নীলাম্বর অব, সহই না পারই, অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ॥ ঐছে দশা হেরি, সকল সখীগণ, বোয়ত যামিনী জাগি। কহে যদুনন্দন, শুন নন্দনন্দন, মিলাহ সব জন ত্যাগি॥ ২

সুহই।

যাহা বিলপয়ে বর কান। তাহা সখী করল পয়াণ॥ মিলল নাগর পাশ। দীঘল তেজই নিশ্বাস॥ নাগর হেরি বিভোর। নয়নহি আনন্দ লোর॥ কানু কহই মৃদু-ভাষ। পূরব কি মঝু অভিলাষ॥ কৈছে আছয়ে ধনী রাই। শুনইতে মঝু নিঠুরাই॥ হাম কয়ল পরিহাস। তাকর বিরহ হুতাশ॥ অতয়ে গমন করু তোই। তুরিতহিঁ আনবি রাই॥ এত শুনি সো সখী গেল। রাইক সমুখ হি ভেল॥ কানুক ইহ রস ভাষ। সবহুঁ কহল ধনী পাশ॥ সচকিত সো বর-নারী। তবহুঁ কয়ল অভিসারি॥ শুভক্ষণে আওল কুঞ্জ। সখীগণ আনন্দ পুঞ্জ॥ ইহ যদুনন্দনদাস। ধায়ল কানুক পাশ॥ ৩

পঠমঞ্জরী।

হামারি বচন শুন রাই। দূরহিঁ তাক, পরশ বিনে অব তুহুঁ, মন্দিরে ভয় অবগাই। বিদগধ রসিক, শিরোমণি নাগর, দরশে বুঝিবি ব্যবহার। ঐছন সংশয়, আর তুহুঁ, না করবি, শুভক্ষণে কর অভিসার॥ ঐছন বচন, শুনিয়া বর মৃগধিনী, নিজ প্রিয় সহচরী মেলি। বেশ বনাই কত, যে মনে সংশয়, কালিন্দী তীরহিঁ গেলি॥ অপরূপ কুঞ্জ, কুটীরে নব নাগর, পথ হেরি আকুল পরাণ। সকল সখী, পরবোধি মিলায়ল, যদুনন্দন রস গান॥ ৪

সুহিনী।

সখি রাধা নাম কে কহিলে। শুনি মন কান জুড়াইলে॥ কত নাম আছয়ে গোকুলে। হেন হিয়া না করে আকুলে॥ ঐ নামে আছে কি মাধুরী। শ্রবণে রহল সুধা ভরি॥ চিতে নিতি মূরতি বিকাশ। অমিয়া সায়রে যেন বাস॥ আঁখিতে দেখিতে করে সাধ। এ যদুনন্দন মন কাঁন্দ॥ ৫

সুহিনী।

শুন শুন এ সখি কর অবধান। সে যে রমণী নিল হামারি পরাণ॥ যব ধরি না দেখিয়ে সো মুখ। তব ধরি মদন দ্বিগুণ দেই দুখ॥ ঝর ঝর অনুক্ষণ এ দুই নয়ান জর জর অন্তর না যায় পরাণ॥ তা সঞে রভস রস যদি নাহি হোয়। নিচয় না জীয়ব কহলমো তোয়॥ দুই এক পলকে মিলব বরনারী। যদুনন্দন তব যাও বলি হারি॥ ৬

ভূপালী।

এত শুনি দোতী চলিল ধনী পাশ। বৈছনে নাহক পূরয়ে আশ॥ বচনক ভাতি আপন হিয়ে সাঁচি। মিললি মৃগধি সঞে গুরুজনে বাঁচি॥ হেরি সুধামুখী হরিণী নয়ানী। পুছইতে না পুছয়ে তা সঞে বাণী॥ কহ যদুনন্দন কর অবধান। তোহারি নিয়ড়ে মুখে ভেজল কান॥ ৭

ভূপালী।

নিরমল কুল শীল কাঞ্চন গোরী। পাণ্ডুর কয়ল বিরহ জ্বর তোরি॥ অনুক্ষণ ক্ষণে ক্ষণে নিগদই রাই। নিশিদিশি রোই সখী মুখ চাই॥ শুন শুন গোকুল মঙ্গল শ্যাম। কথি লাগি তাক হৃদয় ভেলি বাম॥ তুয়া রূপ জগজন লোচন লোহ। একলি তাক নয়ন মন মোহ॥ রসবতী নিরখি নয়ন পসারি। লোভরতে তাক নয়নে ঝরু বারি॥ আন ধনী বিছুরী করত আন কাম। তাকর মনহি না ভাওত আন॥ তুহুঁ বরনাগর রসিক সুজান। যদুনন্দন তোহে কি কহব আন॥ ৮

সুহিনী।

ক্ষণে হাসয়ে ক্ষণে রোয়। দিশি দিশি হেরই তোয়॥ ক্ষণে আকুল ক্ষণে থির। ক্ষণে ধাবই ক্ষণে গির॥ ক্ষণে ক্ষণে হরি হরি বোল। সহচরী ধরি করু কোল॥ ঐছন হেরি অগেয়ান। সবহুঁ দগধ করু প্রাণ॥ গুরুজন ভয়ে সখী মেল। মন্দির মাঝহি নেল॥ তাহি লোরথ নাহি পায়। যদুনন্দন মুখ চায়॥ ৯

সুহিনী।

সখি কাহে কহ বিপরীত। হাম সহ চপল-চরিত॥ জগতে বিদিত মধু নাম। মদন-পরাজয়ী শ্যাম॥ কৈছন রাধা নাম। কভু নাহি শুনি গুণগাম॥ পরনারী নয়ানে নাহেরি। ঐছন না বোলহ ফেরি॥ না করহ ও পরসঙ্গ। শুনইতে দগধয়ে অঙ্গ॥ পুন যদি কহ অনুচিত। ব্রজমাহা করব বিদিত॥ এত কহি পদ দুই যাই। বটু পরবোধল তাই॥ যদুনন্দন দাসক ভাস। শুনইতে ভেল নৈরাশ॥ ১০

বালা ধানশী

মোরে উপেখিল, শ্যামসুনাগর, এ সব শুনিনু কাণে। দুরাশ বিরোধী, হেথা নিরবধি, তথাপি দগধে মনে॥ সখি হে পড়াইনু এই সার। সে হরি দুর্লভ, না হয় সুলভ, মরণ সে প্রতিকার॥ কালিন্দী গম্ভীর, জলের ভিতর, প্রবেশ করিব আমি। তবে সে পিরীতি, রহয়ে কি রীতি, নিচয় জানিহ তুমি॥ এমতে রাধিকা, ব্যাকুল অধিকা, ভাবের তরঙ্গ ভাসে। অনুরাগী মন, ধৈর্য্য গেল ভগ, এ যদুনন্দন দাসে॥ ১১

সুহই।

যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে। তাহাতে বা কেবা দোষ দিবেক তোমারে॥ না কান্দিহ আরে সখি কাহয়ে নিশ্চয়ে। কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মুঞি না রাখিব দেহে॥ উত্তরকালের এক করিহ সহায়। এই বৃন্দাবনে যেন মোর তনু রয়॥ তমালের কান্ধে মোর ভুজলতা দিয়া। নিশ্চল করিয়া তুমি রাখিহ বান্ধিয়া॥ কৃষ্ণ কভু দেখিলেই পুরিবেক আশ। শুনিয়া কাতর যদুনন্দন দাস। ১২

আড়ানা।

শুনিয়া নিঠুর, বচন আমার, সে চন্দ্র-বদনী রাধা। হইল প্রেমের, অঙ্কুর সুন্দর, ভাগে পাছে পাএগ বাধা॥ সখি আর কি কহিব তোরে। কেনে পরিহাস, বচন নৈরাশ, কহিনু হইয়া ভোরে॥ কিংবা সেই ধনী, ধৈর্য্য ধরে জানি, হৃদয়ে ধরিয়া ব্যথা। পাছে সে ব্যথায়ে, সে তনু জারয়ে, উপায় কি করি এথা॥ কিংবা সে দারুণ, কামের কামান, বিন্ধয়ে বিষম শরে। শিরীষের ফুল, জিনিয়া কোমল, সেহ কি সহিতে পারে॥ হা হা সে মুগধী, রূপের অবধি, ফলি মনোরথ লতা। হা হা কেন হেন, বঞ্চন বচন, কহি কৈনু উন্মূলিতা॥ অমৃত পুতলী, রূপের আগলী, না জানি কি জানি হয়। এ যদু যদুনন্দন, দাস মনে ভণ, দর্শনে পরাণ রয়॥ ১৩

কামোদা।

শুন শুন নাগর, সব গুণ আগর তুহুঁ বর চতুর সুজান। একলি সঙ্কেত, নিকেতনে সো ধনী, নয়ানে না হেরই আন॥ তোহারি গমন, পুন পুন হেরত, সো অবিচল কুলবালা। রতন প্রদীপ, বাসগৃহে সাজই, তুয়া লাগি গাঁথই মালা॥ এত কহি সহচরী, তুরিতে গমন করি, কুঞ্জে ভেল উপনীত। ভণ যদুনন্দন, ও নন্দ নন্দন, গমনহি উনমত চিত॥ ১৪

গান্ধার।

তোহারি সঙ্কেতে, কুঞ্জে কুসুমশরপুঞ্জে রহল একেশ্বরিয়া। তনু মন বিরহদহনে ধনী দগধই, প্রাণ-হরিণ যায় জরিয়া॥ মাধব ধৈরজ গমন তোহারি। ও খণ লাখ, কলপ করি মানই, তলপ ভরয়ে দিঠবারি॥ তোহারি সন্দেশ, আশে ধনী কুলবতী, খোয়ল কুলতনু কাঁতি। নিকরুণ মদন, বেদন নাহি জানই, হানই খরশান পাঁতি॥ পরাণ প্রেম-আশগুণে বান্ধল, ভাষ না নিকসই বদনে। ভণে যদুনন্দন, সো জনি টুটয়ে, অতয়ে চলহ সোই সদনে॥১৫

২ ...

হেরইতে দুহুঁ জন দুহুঁ মুখইন্দু। উছলল দুহুঁ মন মনোভাবসিন্ধু॥ দুহুঁ পরিরম্ভণে দুহুঁ তনু এক। শ্যামর গোরী কিরণ রহ রেখ॥ দুহুঁ দুহুঁ জীবন মিলল একঠাম। আনন্দ সাগরে হরল গেয়ান॥ দুহুঁ প্রেম পূরল দুহুঁ মনসাধ। হেরি যদুনন্দন ভেল উনমাদ॥

শ্রীরাগ।

দোতী বচন শুনি, রসিক শিরোমণি, আওল তাকর সাথ। দূর সঞে হেরি, সোই বরনাগরী, অবনত করি রহ মাথ॥ কর যোড়ি সাধয়ে কান। হাম তুয়া কিঙ্কর, পড়িয়ে চরণতল, তেজ ধনি নিদারুণ মান॥ এত কহি নাগর, অন্তর গর গর, চরকি চরকি পড়ু লোর। হেরি সুধামুখী, আকুল ভেল অতি, সো মুখ হেরি বিভোর॥ ছল

ছল নয়ানে, শ্যামকরকিশলয়, ধরি কহে গদ গদ ভাষ। জলদে গোপন বিধু, যৈছে উদয় ভেল, কহ যদুনন্দন দাস ॥ ১৭

সুহই।

অধরে অধর দুহুঁ ধরি। শুতিয়াছে কিশোর কিশোরী॥ ভুজে ভুজে দোঁহে দোঁহা বান্ধি। পবন পশিতে নাহি সন্ধি॥ চিকুরে চিকুরে এক করি। শুতিয়াছে তাহারি উপরি॥ রাই কুচ হিয়ার মাঝারে। পশিয়াছে শ্যাম কলেবরে॥ হিয়ার মাঝারে রৈল পশি। নীল হেমগিরি মাঝে শশী॥ বলয়া কিঙ্কিণী তাহে লাগে। দুহুঁ তনু এক অনুরাগে॥ চরণে চরণে একাকারে। কেবা তাহা ছাড়াবারে পারে॥ এক তনু ধরি যদি টানে। দুহুঁ তনু চলে তার সনে॥ শ্রীরূপমঞ্জরী দেখি হাসে। শ্রীগুণমঞ্জরী তার পাশে॥ অপরূপ দুহুঁক বিলাসে। এ যদুনন্দন রসে ভাসে॥ ১৮

বরাড়ী।

রাই কানু নিকুঞ্জ মন্দিরে। বসিয়াছে বেদীর উপরে॥ হেমমণি রচিত তাহাতে। বিবিধ কুসুম চারি ভিতে॥ সখীগণ চৌদিকে বেড়িয়া। বসিয়াছে দুহুঁ মুখ চাঞা॥ কুণ্ডের পূরবে সেই কুঞ্জ। যাহা বেড়ি মধুকর গুঞ্জ॥ মলয় পবন বহে তায়। তরু পর শারী শুক গায়॥ রাই কানু সে শোভা দেখয়ে। এ যদুনন্দন নিরখয়ে॥ ১৯

সুহই।

শুন তোরে কি বলিব বাঁশী। সতীকুল সকলি বিনাশি॥ গোবিন্দ-অধর-সুধারস। পিয়া পিয়া মাতলি সাহস॥ জগত মোহসি মৃদুস্বরে। রমণি শবদে যারে তারে॥ অথবা কি তুমি অতি দোষা। বাঁশিনী বাঁশের যাতে বাঁশী॥ দারুতে গঢ়ল তুয়া দেহ। কেবল দারুণময়ী সেহ॥ এ যদুনন্দন দাস ভণে। কি করুণা সুকঠিন জনে॥ ২০

সারঙ্গ।

ঘন ঘন চুম্বন, ঘন পরিরম্ভণ, ভুজে ভুজে সঘন সন্ধান। ঘন ঘন নখ শরঘাতন দুহুঁ জন, আনন্দে আপন না জান॥ অপরূপ নিধুবন-কেলি। অতি রস নিমগন, দিন্নহুঁ রাধা মাধব, মদন-কদন দূরে গেলি॥ দুহু দোঁহা উর পর, নিচল কলেবর, করত সঘন শীতকার। অভিনব ঘনবর, থির বিজুরী কিয়ে, বেড়ি রহল অনিবার॥ দাস যদুনন্দন, কব সোই হেরব, হোয়ব বেলি অবসান। শুক যুগ হেরি, তবহু নিবেদব, করইতে সো সমাধান॥ ২১

ধানশী।

রাই নিয়ড় সঞে চলু যব কান। সখীগণ মাঝহি করল পয়ান॥ দূরহি নেহারি ধেনুগণ ধায়। সহচরগণ সব মিলল তায়॥ ধেনুগণ অঙ্গহি দেওত হাত। ঊর্দ্ধ পুচ্ছ করি ধুনায়ত মাথ॥

সঙই সখাগণ পুছত তাই। কোন কাননে ছিলা ভাই কানাই॥ কাহে মলিন ভেল তোহারি বয়ান। যদুনন্দন হরি আকুল পরাণ॥ ২২

বরাড়ী।

সহচরী সঙ্গে, রঙ্গে চলু কামিনী, দামিনী যৈছে উজোর। গোবর্দ্ধন তট, নিকটহি বাট, সেই যজ্ঞ ঘৃত থোর। দেখ সখি অপরূপ রঙ্গ। নিরুপম প্রেম-বিলাস রসায়ন, পিবইতে পুলকিত অঙ্গ॥ দূর সঞে দরশন, অনিমিখ লোচন, বহতাহিঁ আনন্দ নীর। আনন্দ-সায়রে ডুবল দুহুঁ জন, বহুক্ষণে ভৈ গেল থির॥ অতিশয় আদর, বিদগধ নাগর, রাই নিয়ড়ে উপনীত॥ ইহ যদুনন্দন, নিরখই দুহুঁ জন, অতি সুখে নিমগন চিত॥ ২৩

বরাড়ী।

কানুক মধুর, বচন রচনগণ, শুনইতে নায়রী ভোর। মধুরিম-হাস-মিলিত নয়নে থোর, চাহনি তাকর ওর॥ সজনি কো কহু প্রেম বিলাস। হেরইতে ঐছন, নিজ নিজ জীবন, নিছন করু অভিলাষ॥ দুহুঁ জন নয়নে, নয়ন শর বরিষণে, হানল দুহুঁ কর চিত। রস-আকুতে ভরি, আন ছলে নাগরী, আনভহিঁ ভেল উপনীত॥ নাহ রসিক বর, পন্থ আগোরল, কহতহিঁ চতুরিম বাত। আনন্দে নিমগন, দাস যদুনন্দন, শুনতহিঁ পুলকিত গাত॥ ২৩

ধানশী।

কানুক গোঠ গমনে ধনী রাই। বিরহে বেয়াকুল থির না পাই॥ সখীগণে কহে ইহ বিরহে বিভোর। কৈছে মিলব আজু নন্দ-কিশোর॥ গোগণে কানন ভেল বিথার। গোপ সখাগণ তাহে অপার॥ কৈছনে যাওব ইহ দিন মাঝ। যদুনন্দন তুয়া সঙ্গেহি সাজ॥ ২৪

বসন্ত।

ফুটল অশোক নাগ রঙ্গণ মালতী। পরিমলে ভরল মাধবী রঙ্গলতী॥ পাটল কিংশুক শোভা কাঞ্চন কেশর। করুণ কমল কুন্দ করবীর বর॥ মুকুলিত রসাল বকুল গন্ধরাজ। ললিত লবঙ্গলতা বন্ধুজীব সাজ॥ সরোবরে সরসিজগণ দিল দেখা। হংস সারস পড়ে মেলি দুই পাখা॥ ঝাঁকে ঝাঁকে অলিকুল গুণ গুণ স্বরে। মধুমদে মাতি পড়ে ফুলের উপরে॥ কোকিল পঞ্চম গায় শিখিকুল নাচে। মলয় পবন বহে গন্ধ পাছে পাছে॥ নির্ম্মল যমুনা-জল পুলিনের শোভা। এ যদুনন্দন পহুঁ ভেল মনোলোভা॥ ৫২

সারঙ্গ।

কব হেন হবে কি আমারে। এ নয়ানে দেখিব রাইয়েরে॥ ললিতা-অঙ্গুলি করে ধরি। অভিসার করব সুন্দরী॥ সে বদন-চান্দের মাধুরী। সে হাস্য সে বিনোদ চাতুরী॥ সে নয়ন-কোণের চাহনি।

মৃদু হাস্য মুখ মোড়ায়বি। বলয়া-কিঙ্কিণী-ধ্বনি শুনি। মদনকে জাগায় মোহিনী॥ তাঁহা আমি শুনিব সে কাণে। চমক পাইয়ে মোর মনে॥ এ যদুনন্দনদাস ভণে। রাই বিনু না রহে জীবনে॥ ২৬

সারঙ্গ।

হেনই সময়ে এক সাথী। নিকুঞ্জ-মন্দিরে রাই দেখি॥ কহে আসি বিনোদ নাগরে। দেখ রাই কুঞ্জের ভিতরে॥ শুনিয়া চমকি উঠে কান। সখী সঙ্গে করল পয়ান॥ যাঁহা বসি রাধিকা সুন্দরী। সমুখে কহয়ে কর যোড়ি॥ ক্ষম ধনি মঝু অপরাধ। হেন প্রেমে না করহ বাদ॥ হাম তুয়া অনুগত কান। কাঁহে করসি মোহে মান॥ এত কহি চরণে ধরিয়া। সাধয়ে অবনী লোটাইয়া॥ কাতর দেখিয়া ধনী রাই। করে কর ধরি মুখ চাই॥ দূরে গেও মানিনী মান। এ যদুনন্দন গুণ গান॥ ২৭

কিয়ে সখি চম্পক-দাম বনায়সি, করইতে রভস বিহার। সো বর নাগর, যাওব মধুপুর, ব্রজপুর করি আন্ধিয়ার॥ প্রিয়তম দাম, শ্রীদাম আর হলধর, এ সব সহচর সাথ। শুনইতে মূরছি, পড়ল সোই কামিনী, কুলিশ পড়ল জনু মাথ॥ ক্ষণে ক্ষণে উঠত, ক্ষণে ক্ষণে বৈঠত, অবশ কলেবর কাঁপি। ভণ যদুনন্দন, শুনইতে ঐছন, হোরে নয়নযুগ ঝাঁপি॥ ২৮

ধানশী।

মূরছিত রাই, হেরি সব সখীগণ, হোয়ল বিকল পরাণ। উর পর কত শত, করাঘাত হানই, নিঝরে ঝরয়ে নয়ান॥ হরি হরি কি আজু দৈবক খেলি। রাইক শ্রবণে, শ্যাম দুই আখর, উচসরে সব জন কেলি॥ বহুক্ষণ চেতন, পাই সুধামুখী, কাতরে চৌদিশে চাহ। বেড়ি সব সহচরী, করয়ে আশ্বাসন, কানু কাঁহে যাবে পুর মাহ॥ তুরিতহিঁ সঙ্কেত, কুঞ্জে তোহে মিলব, হোয়ব অধিক উলাস। তাক সম্বাদ, জানাইতে তৈখনে, চলু যদুনন্দন দাস॥ ২৯

সুহিনী।

মূরছল সহচরী মূরছল গৌরী। কো পরবোধব সবহুঁ বিভোরী॥ তুরিতে মিলল তাহাঁ নন্দকুমার। সবহুঁ গোপীগণ নয়ন নেহার॥ চেতন পাই উঠয়ে সচকিত। পাওল জীবন ভেল সম্বিত॥ পুন না দেখিয়া রাই আকুল ভেল। ইহ যদুনন্দন হৃদয় মাহা শেল॥ ৩০

দেবগিরি।

যব ধনী মূরছি পড়য়ে। নাসায় শোয়াস না বহয়ে॥ তবু সব সখী এক ঠাম। শ্রবণে কহয়ে তুয়া নাম॥ শুনইতে চেতন পাই।

ধতহুঁ প্রলাপই রাই॥ সো কি কহব তুয়া পাশ। সহচরী জীবন নৈরাশ॥ অতয়ে চলহ ব্রজপুর। কহ যদুনন্দন ফুর॥ ৩১

ধানশী।

রাইক শেষ দশা শুনি গদগদ, নাগর ভেল বিভোর। কহইতে কণ্ঠশবদ নাহি নিকসই, ঝর ঝর লোচন লোর॥ সজনি তুরিতহি করহ পয়ান। কাতরে নাগর, এতহি নিদেশল, সঘনে ঝরয়ে দু নয়ান॥ এতহুঁ বচন যব, সো সখী শুনল, তৈখনে করল পয়ান। মূরছিত রাই, কুঞ্জে যাহা লুঠয়ে, যাঁই মিলল সোই ঠাম॥ উঠ উঠ সুন্দরি, বিরহ দূরে করি, কানু মিলল তুয়া পাশ। শুনইতে তবহি, চেতন পাই বৈঠল, ভণ যদুনন্দনদাস॥ ৩২

ধানশী।

রাইক অতিশয় বিরহ হুতাশ। শুনইতে নাগর গদ গদ ভাষ॥ নয়নক লোরে ভীগল পীতবাস। ঘন ঘন তেজই দীরঘ নিশ্বাস॥ কহইতে বচন কহই নাহি পার। অবশ কলেবর পড়ু কত বার॥ ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে করয়ে বিলাপ। বাঢ়ল কানুক বিরহ-সন্তাপ॥ রাই রাই করি ভেল উনমাদ। থির নাহি হোয়ত বিরহ বিষাদ। ক্ষণেকে থির হই কহ পুন কান। তুরিতহি সখি তুহুঁ করহ পয়ান॥ এত শুনি সোই চলু রাইক পাশ। মিলল কুঞ্জে কহ যদুনন্দনদাস॥ ৩৩

বিহাগড়া।

চন্দ্রাবলী সঞে, বিলসই মাধব, হেরি চলু রাইক পাশ। মলিন বয়ান, নয়ানযুগ ছল ছল, তেজই দীঘ নিশ্বাস॥ সুন্দরি কি কহব কপটক লেহ। যাক নাম তুহুঁ, শুনই না পারসি, তা সঞে বিলসয়ে সেহ॥ অতিরসে মগন, সঘন তাহে চুম্বই, চৌদিশে সহচরীবৃন্দ। সুখময় যামিনী, তুহুঁ ভেল তাপিনী, বিগলিত লোচন-নিন্দ॥ কি কহব তাক, চরিত অতি শঠপণ, কামী সো কামিনী পাশ। কহলু এতহুঁ, নিদেশ তোহে সুন্দরি, এ যদুনন্দন দাস॥ ৩৪

সুহিনী।

নয়ন পুতলী রাধা মোর। হৃদি মাঝে রাধিকা উজোর॥ মোর সরবস সুবদনী। অব কাঁহে হইল মানিনী॥ আমারে তেজিল কি লাগিয়া। না দেখিয়া ফাটি যায় হিয়া॥ যে মোরে তিলেক না দেখিলে। কত যুগ না দেখিনু বোলে॥ যে মোর হিয়ার মাঝে থাকি। সদা উঠে চমকি চমকি॥ সে ধনী কি মোরে উপেখিল। সে কেমনে পরাণ ধরিল॥ এত বিলপয়ে যব কান। ঝর ঝর ঝরয়ে নয়ান॥ আকুল দেখি শ্যামচাঁদ। এ যদুনন্দন মন কান্দ॥ ৩৫

সুহিনী।

বিদগধ নাগর, কাতর দেখিয়া, চমকিত দোতীক চিত। ঐছে বিলাপ, শুনিতে

তনু পুলকিত, অন্তরে ভেল বহু ভাত॥ মাধব থির করহ নিজ প্রাণ। তোহে উপেখি, সোই কুল-কামিনী, কা সঞে সাধব মান॥ তুয়া লাগি হাম, তাহে বহু সাধব, তোহে লেয়ব তছু ঠাম। মানিনী মান, মানাই তোহারি সনে, পূরায়ব সহ মনকাম॥ এতহুঁ নিদেশ, কহল যব সো সখী, কহ পুন ছোড়ি নিশ্বাস। সে সব শুনইতে, হৃদয় বিদারয়ে, কহ যদুনন্দন-দাস॥ ৩৬

সুহিনী।

সখার বদন, হেরিতে নাগর, নিঝরে নয়ান ঝরে। শয়নে স্বপনে, না জানি যা বিনে, সে কেনে এমন করে॥ শুন লো মরম সখি। সে ধনী নিয়ড়ে, যাইব কেমনে, সদয় হইবে নাকি॥ যদি পুনধনী, আমারে দেখিয়া, ফিরিয়া বৈসয়ে রোখে। আমার কারণ, বিনয় বচন, কহিতে হইবে তোকে॥ হেন মনে করি, ধীরে পদ ধরি, চলিলা দোতীর সনে। দোতীরে মোহন, সাধে পুন পুন, এ যদুনন্দন ভণে॥ ৩৭

মঙ্গল।

চলল সুনাগর, অন্তর গর গর, ঝর ঝর লোচনে পানী। আগে করি দোতী, মোতি করি হাতহি, বোলত গদ গদ বাণী॥ এ সখি ধনী কি করব পরসাদ। এহ নিজ দাসে, দাস করি লেয়ব, পূরব মঝু মনসাধ॥ এত কহি কুঞ্জ-সমীপহি আওল, দোতীক সঙহি সঙ্গে। তুহুঁ আগে যাই, রাই সনে মিলহ, তাহে বৈঠল করি ভঙ্গে॥ কানুক অঙ্গ-গন্ধে বন ভাসল, রাই কহত কিয়ে বাস। আওব জানি, ফেরি ধনী বৈঠল, কহ যদুনন্দনদাস॥ ৩৮

ভূপালী।

দেখি সব সখীগণ দুহুঁজন প্রেম। কহ ইহ বৈছন লাখবাণ হেম॥ বাহু পসারি রাই করু কোর। নাগর নিজ করে মোছই লোর॥ দূরে গেও মান-জনিত দুখ পুর। আনন্দ-সাগরে দুহুঁজন বুর॥ সুবদনী মরমহি পাওল লাজ। নাহক পূরল মনোরথ কাজ॥ চুম্বনে ঈষৎ বয়ান গনী ফেরি। ভরমহি সরম আলিঙ্গন বেরি॥ হন পরিরম্ভণে গদ গদ নারী। ঐছন বচন তপত মুরারি॥ ইহ সংকীরণ দুহুঁক বিলাস। জল সেবই যদুনন্দন-দাস॥ ৩৯

গান্ধার।

গৌরাঙ্গসুন্দর, নট-পুরন্দর, প্রকট প্রেমের তনু। কিয়ে নবঘন, পুরট সদন, সুধায়ে গড়ল জনু॥ ভালে নাচে গৌরাঙ্গ আনন্দসিন্ধু। বদন মাধুরী, হাস চাতুরী, নিছিয়ে শরদ-ইন্দু॥ কিবা সে নয়ন, জিনিয়া খঞ্জন, ভাঙ ভঙ্গিম শোভা। অরুণ বরণ যুগল চরণ, এ যদুনন্দন লোভা॥ ৪০

গান্ধার।

নিশি অবশেষে, সকল সখীগণ, রা'ই কানু সঙ্গে ভোর। নিরমল নয়ন-কমল বহি অবিরত গলতহি আনন্দ লোর॥ দেখ দেখ অপরূপ কাজ। বিছুরল গেহ-গমন সবে বূড়ল, মোহ সরোবর মাঝ॥ বৃন্দাদেবী, সঙ্কেতবচন আনি, কক্খটী হই উনমাদ। জটিলা-শবদ, শুনায়ত উচ্চস্বরে, শুনইতে ভেল পরমাদ॥ সচকিত-লোচনে, আন মুখ হেরি, কুঞ্জসেঁ নিকসে বাহার। দাস যদুনন্দন, তুরিতহি লেয়ল, তহিঁ যত ছিল উপহার॥ ৪১

সিন্ধুড়া।

দেবী ভগবতী, পৌর্ণমাসী খ্যাতি, প্রভাতে সিনান করি। কানুর দরশে, চলিলা হরষে, আইলা নন্দের বাড়ী॥ শিরে শুভ্র কেশ, তপস্বীর বেশ, অরুণ বসন পরি। বেদময় কথা, ঘন হালে মাথা, করেতে লগুড় ধরি॥ দেখি নন্দরাণী, ধাইয়া অমনি, পড়িলা চরণ-তলে। তারে কোলে লৈয়া, শির পরশিয়া, আশিষ-বচন বলে॥ সতী শিরোমণি, অখিল-জননী, পরাণ বাছনি মোর। পতি পুত্র সহ, ধেনু বৎস সব, কুশলে থাকহু তোর॥ রাণী তারে লৈয়া, তুরিতে আসিয়া, দেখয়ে পুত্রের মুখ। গায়ে হাত দিয়া, উঠায় ধরিয়া, স্নেহে দর দর বুক॥ নয়ানের নীরে, স্তন-ক্ষীর ধারে, ভিগয়ে বসন বাস। ধনিষ্ঠার পাশে, দেখি মনে হাসে, এ যদুনন্দন দাস॥ ৪২

শ্রীরাগ।

নিজ-গৃহে সখী সঙ্গে রসবতী রাই। কানু-অনুরাগ বাড়য়ে অধিকাই॥ সখীপথ নিরাখিতে আকুল ভেল। বিরহক তাপে তাপিত ভৈ গেল॥ অতি উতকণ্ঠিত গদ গদ বোল। বিশাখায়ে আবেশে করে নিজ কোর॥ সকল ইন্দ্রিয় ক্ষোভি কহে বিশাখারে। এ যদুনন্দন কহে অনুরাগ ভরে॥

ধানশী।

বৃন্দা কহে পড় শারী, শারী পড়ে মনোহরী, জলজ-নয়নী ধনী রাধে। জগ-ন্নারীর গর্ব্বহারী, জয় রাধে সুকুমারী, কৃষ্ণ-প্রিয়া কৃষ্ণ-সর্ব্ব-সাধে॥ সুনাগরী সাধিকে, কৃষ্ণ চিত্ত-মরালিকে, কহে শারী ধনী অতি ধন্যা। জগৎ-তরুণী-শ্রেণী, কলা শিক্ষা-গুরুমণি, ভুবন ভরিল যশ-বন্যা॥ সর্ব্ব-গুণ-মণি-খনি, প্রেম-সুধানিধি ধনী, ত্রিভুবন সাধ্বীগণ-বন্দ্যা। ভুবন-পূজিত ধনী, বৃন্দারণ্য রাজরাণী, লক্ষ্মী যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী-ছন্দা॥ সর্ব্ব-সল্লক্ষণময়ী, সুস গুণসর্ব্বয়ী, প্রণম্যা প্রণয়ে নিরমলা। অজিত করল বশ, হেন প্রেম-সুধারস, বৃন্দারণ্যে স্বয়ং লক্ষ্মী ভেলা॥ রসে-নৃত্য বেশ হাস, সং-কলাদি পরকাশ, প্রেম নব্য রূপভরা ধনী। বল্লবীগণের ঈশ, নাগরেন্দ্র অহনিশ, পূরে বাঞ্ছা রাধা গুণমণি॥ রাই কৃষ্ণের দুনয়ন, রাই কৃষ্ণের প্রাণধন, রাই কৃষ্ণের গলে চম্পকমালা। এ যদুনন্দন কহে, এই কভু আন নহে, যাতে রাস সুরঙ্গে ধরিলা॥ ৪৪

পঠমঞ্জরী।

জটিলা আসিয়া তবে, কহয়ে সবারে এবে, পুরোহিত আনহ যাইয়া। বাণী শুনি কুন্দলতা, হৈয়া অতি হর্ষ চিতা সেই ক্ষণে চলিলা ধাইয়া॥ দেখ কৃষ্ণের অপরূপ লীলা। ধীর শান্ত কলেবর, সাক্ষাৎ বিপ্র-বেশ-ধর, কেহ নাহি লখিতে পারিলা॥ আসি কুন্দলতা দেবী, কহয়ে বৃন্দারে ভাবি, মাথুর দেশীয় গর্গ-ছাত্র। ব্রহ্মচর্য্য সদা ধরে, না দেখে অবলা কারে, আমার সাধনে আইলা মাত্র॥ শুনি সেই হর্ষমতি, করয়ে প্রণতি স্তুতি, ত্বরান্বিতা কহয়ে বধূরে। এই বিপ্র দ্বিজবর, সুশীল সর্ব্ব-গুণাকর, পৌর-হিত্যে বরহ ইহারে॥ শুনি রাই হর্ষ হৈয়া, ধীরে ধীরে কহে যাঞা, এই মোর মিত্র পূজিবারে। বিশ্বকর্ম্মা নামে খ্যাত, জগৎ-মঙ্গল গোত্র. পুরোহিতে বরিনু তোমারে। তবে সেই বিপ্রবর, কুশাগ্রে কর্ষিয়া কর, রাই হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দিল। নমো, নমো মিত্রবরে, এই মন্ত্র উচ্চারে, অর্ঘ্য দিয়া পূজা সমর্পিল॥ তবে বৃন্দা হর্ষ ভরে, দক্ষিণা লইতে তারে, পুন পুন যত্নেতে সাধিল। তেহোঁ কহে কার্য্য নাহি তোমা সবার প্রীতি চাহি, এই মোর দক্ষিণা হইল॥ তবে সেই তুষ্ট হৈয়া, রতন মুদ্রাদি দিয়া, কহে নিত্য করাবে পূজন। দণ্ডবৎ প্রণতি কৈলা, রাইকে লইয়া গেলা, সঙ্গে চলু এ যদুনন্দন॥ ৪৫

বিভাস।

রতন-মন্দিরে, রসালয়-ঘরে, শয়নে আছয়ে রাই। মুখরা-বচন, শুনিয়া তখন, বিশাখা জাগায়ে যাই॥ অতি ত্বরা ডাকি, কহে উঠ সখি, ঘুচাহ আলস কাজ। তার বাণী শুনি, জাগিলা সুধনী, আলসে ঘুরে দিঠি-রাজ॥ রাজহংস যেন, নদীতে শয়ন, তরঙ্গে চলয়ে ঘন। রতন পালঙ্কে, শুতি-যাছে রঙ্গে, হিল্লোল দুই নয়ন॥ হেনকালে গুণি-মঞ্জরী সুমতি, জানে অবসর কাল। বৃন্দাবনেশ্বরী-পদযুগ ধরি, সেবন করয়ে ভাল। কত পরকার, করি বার বার, জাগাইল সব সখী। উঠি ত্বরা করি, বসিলা সুন্দরী, ক্ষিতি-তলে পদ রাখি॥ হেনই সময়ে, মুখরা দেখয়ে, উড়ন পিয়ল বাস। বিশাখাকে কহে, কিবা দেখি ওহে, দেখিয়া লাগয়ে ত্রাস॥ হাহা পরমাদ, বড় পরমাদ, একি পরমাদ হায়। দ্রব-হেম-কাঁতি, বসনের ভাতি, তোমার সখীর গায়॥ সন্ধ্যাকালে কালি, উরে বনমালী, দেখিয়াছি এই বাস। সতীকুল হৈয়া, সে রূপে ভুলিয়া, ধরম করিলা নাশ॥ মুখরা বচন, শুনিয়া তখন, বিশাখা চকিত হৈয়া। দেখি পীতবাস, আছে রাই পাশ, একি কহে ধীর হৈয়া॥ মুখরাকে তবে, কহে শুন এবে, স্বভাবে আন্ধল তুয়া। একে এক দেখ আনে আন দেখ নাহি কহ বিচারিয়া॥ রাইক কিরণ, দ্রব-হেম সম, পিন্ধল নীলিম বাস। তাহাতে বিহান, রবির কিরণে, সে যে নহ পীত বাস॥ গবাক্ষ-জালেতে, দেখ

পর্যঙ্কেতে, রবির কিরণ লাগি। ইহার কারণে, তোমার মরমে, শঙ্কা উঠে কেনে জাগি॥ শুদ্ধ সত্ত্ব জনে, হেন কহ কেনে, অবুধ জনার মতি। এ যদুনন্দন, কহয়ে বিভ্রম, বড় পরমাদ অতি॥ ৪৬

বিভাস।

শুনিয়া বিশাখার বাক্য মুখরা লজ্জিতা। নিজালয়ে গেল গৃহ-কর্ম্ম-আকুলিতা॥ সুবদনী আসি কৈল মুখ-প্রক্ষালন। দন্ত-ধাবন আদি কৈল সমাপন॥ নিজ গৃহে সখী সঙ্গে হাস্য পরিহাস। কত শত উপজিল রস-পরকাশ॥ এ যদুনন্দন কহে সখী সঙ্গে রাই রজনী রভস কথা কহয়ে তথাই॥ ৪৭

কেদার।

বিনোদিনী বিনোদ নাগর। শুতিয়াছে পালঙ্ক উপর॥ কুসুম-রচিত কত তায়। সৌরভে মধুকর ধায়॥ কুসুমহি রচিত শিথান। চৌদিকে কুসুম বিথান॥ দুহুঁ জন ঘুমাওল সুখে। দুহুঁ অরপিত দুহুঁ মুখে॥ তনু তনু জড়িত করিয়া। আবেশে রহল ঘুমাইয়া॥ নিজ নিজ কুঞ্জ তার কাছে। তাতে সখীগণ শুতিয়াছে॥ শ্রীরূপমঞ্জরী আদি যত। শু[illegible]ল কুঞ্জের চারি ভিত॥ পশু পাখী নিশ ভেল। রজনী শেষ হৈয়ে গেল॥ নিতি নিতি ঐছন বিলাস। কহ যদুনন্দ ৪৮

ভাটিয়ারি।

পূর্ব্বাহ্নে ধেনু মিত্র, সঙ্গে করি নানা চিত্র, বিপিন-গমন কৈলা হরি। ব্রজেশ্বর ব্রজেশ্বরী, অতিস্নেহে হিয়া ভরি, ব্রজ-লোক সঙ্গে আগুসরি॥ লালন করিয়া তারা, ঘরে আইলা চিত্র পারা, কৃষ্ণ প্রবেশিলা বৃন্দাবনে। রাধাময় দেখি বন, চঞ্চল হইল মন, তেজি সখা সঙ্গী ক্রীড়া-রণে॥ রাধাকুণ্ড-তীর আইলা, মিলিতে উৎকণ্ঠা হৈলা, রাই-সঙ্গ চিন্তিতে লাগিলা। রাই আনিবার কাজে, কহে নর্ম্ম সখা মাঝে, ধনিষ্ঠাকে পাঠাইয়া দিলা॥ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণে দেখি, গৃহে আইলা সঙ্গে সখী, বিমনা হইয়া অভিসরি। তাম্বুল চন্দন মালা, রাই তাহা পাঠাইলা, তুলসীকে বিবরণ বলি॥ মিত্র পূজিবার তরে, জটিলা আদেশ করে, তাহাতে আনন্দ হইয়া মনে। তবু কৃষ্ণ দরশনে, লক্ষ লক্ষ যুগ মানে, এ যদুনন্দন দাস ভণে॥ ৪৯

বরাড়ী।

রাধাকৃষ্ণ-তনু মন, উৎকণ্ঠাতে নিমগন, নানা যত্নে মিলন দোহাঁর। অন্যোন্য-দরশনে, বিবিধ বিকারগণে, অঙ্গে পরে ভাব অলঙ্কার॥ বাম্য হর্ষ চপলতা, নানা মর্ম্মসুখ-কথা, অঙ্গ ভঙ্গী ভ্রূ-নেত্র-চালন। বংশীচুরি ফাগু খেলা, তবে কৈলা দোলা-লীলা, তবে মধুপান লীলাগণ॥ তবে হৈল রতিলীলা, তার পাছে অম্বুলীলা, অজবেশ ভোজন শয়ন। শুকপাঠ পাশা খেলা, সূর্য্য-পূজা আদি লীলা, আনন্দ-সমুদ্রে নিমগন॥

রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে, তৃপ্ত হৈলা রস রঙ্গে, সেবা করে সব পরিজন। এই সূত্র-কথা-গণ, বিস্তার সুবর্ণন, কহে দাস এ যদুনন্দন ॥ ৫০

পুনশ্চ।

তবে রাই সখী মেলা, বিরলে গৃহেতে গেলা, উপহার কৈলা কৃষ্ণ লাগি। অপরাহ্নে স্নান কৈলা, অঙ্গে বেশ বনাইলা, কৃষ্ণ দেখিবারে অনুরাগী ॥ পরম-আনন্দ-ভরে, বন-পথ নেহারে, আগুবাড়ি দেখিলা গোবিন্দ। নয়ানে নিমিষ পড়ে, তাহে বিধি নিন্দা করে, এইরূপে বাড়িল আনন্দ ॥ কৃষ্ণ অপরাহ্ন-কালে, ধেনু মিত্র লৈয়া চলে, ব্রজবাসী করিবারে সুখী। সখা সঙ্গে নানা রঙ্গে, কতবিধ কথা-ছন্দে, শৃঙ্গ বেণু শিরে পাখা শিখী ॥ রাধিকার মুখ দেখি, আনন্দে ভরল আঁখি, অতি তৃপ্ত হৈয়া গেল মনে। পিতা মাতা গুরুগণে, কৈল বহু লালনে, কহে দাস এ যদুনন্দনে ॥ ৫১

ইমন্।

অপরূপ রথ আগে। নাচে গোরা রায়, সবে মেলি গায়, যত যত মহাভাগে ॥ ভাবেতে অবশ কি রাতি দিবস, আবেশে কিছু না জানে। জগন্নাথ-মুখ, দেখি মহা সুখ, নাচে পর পর মনে ॥ খোল করতাল, কীর্ত্তন রসাল, ঘন ঘন হরিবোল। জয় জয় ধ্বনি, সুর নর মুনি, গগনে উঠয়ে রোল ॥ নীলাচলবাসী, আর নানা দেশী, লোকের উথলে হিয়া। প্রেমের পাথারে, সবাই সাঁতারে, দুখী যদু অভাগিয়া ॥ ৫২

প্রেমদাস।

পদাবলী।

ভূপালী।

সখার বচনে অথির কান। বুঝল সুন্দরী তেজল মান ॥ অরুণ নয়ানে ঝরয়ে লোর। গদ গদ স্বরে বচন বোল ॥ কেমনে সুন্দরী মিলব মোয়। অনুকূল যদি বিধাতা হোয় ॥ এত কহি হরি সখার সঙ্গে। মিলল রাই আনন্দ রঙ্গে ॥ হেরি বিধু-মুখী বিমুখী ভেল। কানুরে সো সখী ইঙ্গিত কেল ॥ চরণকমলে পড়ল কান। সখীর বচনে তেজল মান ॥ ধনী মুখ-শশী হেরি চকোর। হেরিতে দুহুঁক গলয়ে লোর ॥ হৃদয় উপরে ধরল রাই। প্রেমদাস তব জীবন পাই ॥ ১

সুহই।

গোরা পহুঁ বিরলে বসিয়া। অবনত বদন করিয়া ॥ পদ-নখে ক্ষিতি পর লেখি। নয়ন লোরে নাহি দেখি ॥ মানে মলিন মুখচাঁদ। হেরি সহচর-মন কাঁদ ॥ কাহে

না কহ কছু বাত। প্রেমদাস শিরে দেই হাত॥ ২

ভূপালী।

যৈছনে ধনী-চিত দরবিত হোতি। কতহুঁ যতন করি সাধল দোতী॥ যোই নিকুঞ্জে বিষাদই কান। তঁহি ধনী ভামিনী কয়ল পয়ান॥ পদ দুই চারি চলই পুন থারি। ধৈরজ চিত ধরহি নাহি পারি॥ মানিনী গর গর অন্তর থোর। ঐছন পাওল কুঞ্জকি ওর॥ যতবহি কামুক সমুখে না গেল। যৈছন পুরুখ-মুগধী সম ভেল॥ সহচরীগণ তব করই বিষাদ। কো বিহি ঘটাওল ইহ পরমাদ॥ কত কত দোতী করই পরহার। প্রেমদাস কছু কহই না পার॥ ৩

গুর্জ্জরী।

মাধব তোহে পিরীতি করু কোই। সুকপট কঠিন, হৃদয় তুয়া পুন পুন, কত পরবোধব তোই॥ আন সঙ্কেত, আনে সঞে মিলন, আন কহিতে কহ আন। ঐছন চাতুরী, শঠ-পন পুন পুন, মানিনী সহজে পরাণ॥ হামারি মরম তুহুঁ, ভালে ভাল জানসি, হাম নহ কামিনীনারী। কামকলঙ্কিনী যব কহ দুরজনে, সো দুখ সহই না পারি॥ প্রেম অধীন হাম, নিরমল প্রেমহি, মো সঞে করহ বিলাস। কামিনী ঠাম, হেরি পুন ভেজব, প্রেমদাস অভিলাষ॥

তিরোতা সিন্ধুড়া।

মরকত-দরপণ, শ্যাম হৃদয় মাহ, আপন মুরতি দেখি রাই। গুরুয়া কোপে, অধর ঘন কাঁপই, অরুণ নয়ান ভৈ যাই॥ দেখ দেখ কানুক রঙ্গ। আনহি রমণী, হৃদয়ে করি বহই, ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ॥ যত অনুমানি, বিমুখ ভৈ বৈঠই, কানু সে পড়ল-লহুঁ ধন্দ। কাঁহে কমল-মুখি, মোহে উপেখসি, তুহুঁ হাম নহ কিছু দ্বন্দ্ব। [illegible] পরকারে, বিনতি করু মাধব, তব ধনী উত্তর না দেল। দর দর হৃদয়, নয়ন-যুগ ছল ছল, মনমথে জর জর ভেল॥ চরণ-কমল করে, পরশি মাথে ধরু, সরস পরশ [illegible] লাব। তুয়া বিনু রাতি, দিবস নাহি [illegible] কহতহিঁ প্রেমক দাস॥ ৫

ভাটিয়ারি।

নব অনুরাগ ভরে, রহিতে না পারি ঘরে, চলে ধনী সখী একসঙ্গ। চলিতে না চলে পা, ধরণে না যায় পা, কুঞ্জে মিলন হেন রঙ্গ॥ দেখিয়া বিনোদ হরি, আগি-লেন আগুসরি, বসিলেন রসের আবেশে। ধনী অনুরাগিণী, কহয়ে সরস বাণী, শুনি নাগর প্রেম-জলে ভাসে॥ সুবদনী কহে কথা, যেমন অন্তরে ব্যথা, ছল ছল অরুণ নয়ানে। গর্ব্ব হর্ষ রসাবেশ, দৈন্য গ্লানি মোহ লেশ, গদ গদ মলিন বয়ানে॥ আর কত ভাব তাহে, শ্যাম মন মোহে যাহে, ঈষৎ বঙ্কিম তাহে মাথ। প্রেমদাস কহে

ধনি, সরস বিরস জানি, রাখিতে না ধায় পুন বাখা ॥ ৬

ধানশী।

সুন্দরি কাহে করসি তুহু খেদ। তুয়া বিনা রাতি দিবস হাম না জানিয়ে, কোন কয়ল তুহুঁ ভেদ ॥ তুয়া মুখচাঁদ, হেরি মঝু মানস, অহর্নিশি তাহি রহি গেল। নয়ন কমল পর, ভাঙ মদন-ধনু, তাহে উয়তি মতি ভেল। কোটি ধরণী তুয়া, পায়ে নিরমঞ্ছিয়ে, তুহুঁ মঝু জীবন রই। তোহারি নাম গুণ, অবিরত জপি হাম সদাই হৃদয় তুয়া চাই ॥ এত কহি মাধ, ছল ছল লোচন, হৃদয় উপরে ধনী রাখি। চরণ পরশি কহে, হাম তুয়া অনুগত, প্রেমদাস তাহি সাখী ॥ ৭

সুহই।

কি করিব কোথা যাব কি বে উপায়। যারে না দেখিলে মরি তারেো দেখায় ॥ যার লাগি সদা প্রাণ আনচান করে। মোরে উপদেশ করে পাসরিতু তারে ॥ এত দিন ধরি মুঞি হেন নাহি জানি। যে মোর দুখের দুখী তার মুখে বাণী ॥ আন ছলে রহি কত করে কানাকানি। প্রেমদাস বলে তুমি বড় অভিমানী ॥ ৮

বিহাগড়া।

নব অনুরাগে মিলল দুহুঁ কুঞ্জে। আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুঞ্জে ॥ বন্ধু হে কি বলিব তোরে। তোমা বিনে দেখো মুঞি সব আন্ধিয়ারে ॥ পাইয়াছি তোমারে বন্ধু না ছাড়িব আর। যে বল সে বল মোরে লোকে দুরাচার ॥ এক তিল তোমা বন্ধু না দেখিলে মরি। ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীন নারী ॥ হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাঁপিয়া। প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া ॥ ৯

করুণ ভাটিয়ারি।

আজু বনে আনন্দ বাধাই। পাতিয়া বিনোদ খেলা, আনন্দে হইল ভোলা, দূর বনে গেল সব গাই ॥ ধেনু না দেখিয়া বনে, চকিতে রাখালগণে, শ্রীদাম সুদাম আদি সবে। কানাই বলিছে ভাই, খেলা ভাঙ্গা হবে নাই, আনিব গোধন বেণু-রবে ॥ সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া, ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে। শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে ॥ ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বারব করি, দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে। দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, স্নেহে গাভী শ্যাম অঙ্গ চাটে ॥ দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘনে ঘন, কানুরে করিল আলিঙ্গন। প্রেমদাস কহে বাণী, কানাইর মুরলী শুনি, পশু পাখী পাইল চেতন ॥ ১০

দেশ বরাড়ী।

কত কোটি চন্দ্র জিনি. উজোর বদন খানি মল্ল ছাঁদে পরে নীল ধটী। কর পদ সুরাতুল, জিনি কোকনদ ফুল, বিনোদ-রূপের পরিপাটী॥ বলাই মল্ল-বেশে আইলা বাথানে। শ্রীকরে চম্পক বেড়া, চাঁচর চিকুরে চূড়া. শিখিপুচ্ছ উড়িছে পবনে॥ কনক অঙ্গদ বালা, গলে বৈজয়ন্তী মালা. মকর কুণ্ডল এক কাণে। কান্ধে শোভে শিঙ্গা বেত্র,ঘূর্ণিত রাতুল নেত্র রাণ্ডা উৎপলে আর কাণে॥ বাথানে আসিয়া সুখে, শিঙ্গা দিল চাঁদমুখে ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি। শুনিয় শিঙ্গার রব, ধাইল ধবলী সব, মেলি গেল রাখাল মণ্ডলী॥ হাঁকি নিজ নিজ পাল, সব হয় সমিশাল, সবে মেলি করি এক ছাঁদ। বলাই রঙ্গিয়া বড়ি, হাতে ছিল ছান্দন ডুরি, চলিলা যেমন সোণার চাঁদ সকল রাখাল সঙ্গে, পরম কৌতুক রঙ্গে, গোঠ-বন পানে ধন চায়। রূপ গুণ বেশ দেখি, জুড়ায় তাপিত আঁখি, প্রেমদাস কি বলিবে তায়॥ ১১

ধানশী।

নীলাচলে চলে গৌরহরি। দণ্ডকমণ্ডলু শ্রীকরে ধরি॥ সঙ্গে নিত্যানন্দ মুকুন্দ আদি। প্রেম-জলে হিয়া বহয়ে নদী॥ অরুণ অম্বর শোভয়ে গায়। প্রেম-ভরে তনু দোলাঞা যায়॥ দণ্ড করে দেখি নিতাই চাঁদ। পড়িল অখিল পিরীতি-ফাঁদ॥ আপন করে লঞা প্রভুর দণ্ড। ফেলিয়া জলে করিয়া খণ্ড॥ আসিয়া ঘরে প্রভু চাহিলা দণ্ড। নিতাই কহে দণ্ড হইল খণ্ড॥ দণ্ড-ভঙ্গ শুনিয়া কথা। কোপ করি পহু না তুলে মাথা॥ কে বুঝে দুহুঁ জন মরম বাণী। প্রেমদাস কহে মুঞি না জানি॥১২

মঙ্গল।

চৈতন্য আজ্ঞা পাইয়া, নিতাই বিদায় হৈয়া, আইলে শ্রীগৌড়মণ্ডলে। সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম, কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥ সাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ, সঙ্কীর্ত্তন-রসে ভোলা। পানি-হাটি গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি, রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥ সকল ভকত লৈয়া. গৌরপ্রেমে মত্ত হৈয়া, বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায় পতিত দুর্গতি দেখি. হইয়া করুণা আঁখি প্রেম-রত্ন জগতে বিলায়॥ হরি-নাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী, পাপ তাপ দূরে গেল। পড়িয়া বিষম ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে, প্রেমদাস বঞ্চিত হইল১৩

মল্লার।

কহ কহ নিমাঞি কেমন আছে। ক্ষুধায় সময় জননী বলিয়া, তোমারে কখন কিছু পুছে যে অঙ্গ কোমল, ননীর

পুতুল, আতপে বি
নানা দেশে গ্রামে
ভিল যারে, না
বাহির দূরে। যে
আছয়ে, কোথা শী
গিনী, আছি এ
পারা॥ কোথা বা
প্রেমদাস জ্ঞানহার

॥ ষভির নিয়মে,
ভ্রময়ে সে। এক
রিতাম, বাড়ীর
মোরে ছাড়িয়া
॥ মুঞি অভা-
জীবনে মরণে
রে কি কহিব,

ঝর ঝর নয়ানের নীরে॥ প্রেমেইঁহ
কান্দে, দুহুঁ থির। নাহি বান্ধে, কাহ মাতা
গদ গদভাষে। আস্বল করিয়া মোরে, ছাড়ি
গেলা দেশান্তরে, প্রাণহীন তোমার হুতাশে॥
যে হউ সে হউ বাছা, আর না যাইও কোথা,
ঘরে বসি করহ কীর্ত্তন। শ্রীবাসাদি
সহচর, পরম বৈষ্ণববর, একমরমে সন্ন্যাস-
করণ॥ এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন
শচী মাতা, আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকরি কান্দিয়া উঠে, ধারা বহে দুহুঁ দিঠে,
প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥ ১৬

জনমীরে প্রবো

নিত্যানন্দ করে তার
সহচরে মিলিয়া মি কহি পুন।
শুনি আকুল সবাই । ॥ শ্রীবাসাদি
রামাই। একে এ গোরাঙ্গের কথা
নিতাই॥ সকল দাস পণ্ডিত
লইয়া। গোরাগুণ নারে মিলিয়া
হিয়া॥ প্রেমদাস নিতাই
জানি। গলায় গাঁথা শুনি স্থির করে
খানি॥ এ কি বলিতে
ই নিতাই-চরণ

মল্লার।

ভাবে গদ গদ ব
ভাবিতে লইলা শচী
জয়, গৌরসুন্দর-ত গোরাঙ্গের চাঁদ মুখ,
পায়। মায়েরে দেখি কনক কষিল
ধারা, চরণের ধূলি আজিতে দরশন
উঠি যায়, ধাএল অরুণ নয়নে
শিরে। সচকিতে।

মল্লার।

বিরহে বিকল মায়, গোরানাথ নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে। সংকেতে
রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাতিয়া শুইলা ভূমে॥ গৌরাঙ্গ
জাগায়ে মনে, নিদ্রা নাহি সর্ব্বজনে, মালিনী
বাহির হৈয়া ঘরে। সচকিতে আসি
কাছে, দেখি শচী পড়িয়াছে, অমনি কাঁদিয়া
হাতে ধরে॥ উথলিল হিয়ার দুখ, মালি-
নীর ফাটে বুক, ফুকরি কান্দয়ে উভরায়।
দুহুঁ দুহুঁ ধরি গলে, পড়িয়া ধরণী-তলে,
তখনি শুনিয়া সবে ধায়॥ দেখিয়া দোঁহার
দুখ, সবার বিদার বুক, কত মতে প্রবোধ
করিয়া। থির করি বসাইল, মনে দুখ
উপজিল, প্রেমদাস বাউল হইয়া॥ ১৭

সুহই।

সকল ভকতগণ শচী মায়ে দেখি। সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আঁখি॥ থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে। নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে॥ আমরা যাইব সবে নীলাচল-পুরী। গঙ্গাস্নান বলিয়া আনিব সঙ্গে করি॥ ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা। সবে মেলি থির করি ঘরে বসাইলা॥ প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পিরীতি। কি করি ছাড়িল গৌর না বুঝি কি রীতি॥ ১৮

সুহই

যে দিন হইতে গোরা ছাড়িলা নদীয়া। তদবধি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥ দিবানিশি পিয়ে গোরানামসুধাখানি। কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণি॥ বদন তুলিয়া কার মুখ নাহি দেখে। দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥ হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী। গৌরাঙ্গ-বিরহে কান্দে দিবস রজনী॥ প্রবোধ করয়ে কেহো কহি তার কথা। প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেলা ব্যথা॥ ১৯

শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গ-বিরহে সবে বিভোর হইয়া। সকল ভকতগণ একত্র হইলা॥ নিত্যানন্দ প্রভু সনে যুকতি করিল। অদ্বৈত ... পাশে সবাই চলিল॥ ...াঙ্গ দেখিতে সবে নীলাচলে যাব। সে চাঁদমুখ হিয়া জুড়াইব॥ শ্রী...রিদাস মুরারি মুকুন্দ। বাসুদেব ...ম শিবানন্দ॥ সকল ভকত মেলি য...ল। প্রেমদাস কহে সব হইবে সফ...

শচী মাতার ...া, সকল ভকত ধাঞা, চলিলেন ...পুরে। শ্রীনিবাস হরিদাস, অদ্বৈত বচপাশ, মিলিলা সকল সহচরে॥ অ... নিতাই সঙ্গে, মিলিয়া কৌতুক ...াচল-পথে চলি যায়। অতি উৎকণ্ঠিমনে, দেখিতে গৌরাঙ্গচাঁদে অনুরাগোকুল হিয়ায়॥ পথে দেবালয়গণ করিত দরশন, উত্তরিলা আঠারনালাতে ...কল ভকত সাথে, কীর্ত্তন করিয়া পথে, সবে গৌরাঙ্গ দেখিতে॥ কীর্ত্তনের রোল, ঘন ঘন হরিবোল, ...ত ... মাঝে নাচে। গগনে উঠিল ধ্বনি, ...চল-বাসী শুনি, দেখিবারে ধায় আ...াছে॥ শুনিয়া গৌরাঙ্গহরি, স্বরূপা...ঙ্গে করি, পথে আসি দিলা দরশন ...মিলা সবার সঙ্গে, প্রেমে পরিপূর্ণ অ...দোলের আনন্দিত মন॥ ২১

শ্রীরাগ।

অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন। দোঁহে কান্দে ধরি মহাপ্রভুর চরণ॥ কান্দে মহাপ্রভু দুই প্রভু করি কোলে। ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥ শ্রীবাসেরে কোলে করি কান্দেন গৌরাঙ্গ। প্রেম জলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ॥ মুকুন্দ মুরারি হরিদাস দামোদর। একে একে মিলিলা সকল সহচর॥ সবারে লইয়া জগন্নাথ দেখাইল। গৌরাঙ্গ নিকটে সব মহান্ত রহিল॥ প্রেম-দানে পূরিল সবার অভিলাষ। বঞ্চিত হইল সবে একা-প্রেমদাস॥ ২২

ইমন।

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ-পুঞ্জ গঞ্জি গৌর-বর্ণ, গৌরাঙ্গসুন্দর রূপ ধাম। জিনি রক্ত পদ্ম-দল, শ্রীপদযুগল-তল, দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥ শরদ-শশীর ঘটা, নিন্দি দশ-নখ ছটা, তুঙ্গ গুল্‌ফ জঙ্ঘা মনোহর। সুবর্ণ সম্পুটাকার, জানু-যুগ্ম রূপাধার, রম্ভা-রুচি উরু চারু স্থল॥ প্রসন্ন নিতম্ব স্থল, তাহে শুক্ল পট্টাম্বর, কাঁকলি কেশরী জিনি ক্ষীণ। অশ্বত্থ পত্রের হেন, উদর বনিয়াছেন, বক্ষদেশ তুঙ্গ অতি পীন॥ জানু দেশ-বিলম্বিত, হেমার্গল-সুবলিত, বাহু-যুগ্ম অঙ্গদ-ভূষিত। কর-তল সুরাতুল, জিনিয়া জবার ফুল, মাধুরীতে ভুবন মোহিত। দশ-নখ-চন্দ্র আগে, শুক্লবর্ণ মূল-ভাগে, দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার। সিংহ গ্রীব তিন রেখা, তাহাতে দিয়াছে দেখা, অধর বন্ধুক-পুষ্পাকার॥ সুবর্ণ-দর্পণ জিতি, গণ্ডস্থল-যুগাকৃতি, মুক্তা-পাঁতি জিনি দন্তাবলি। নাসা তিল পুষ্প জনু, ভ্রূযুগ কামধনু, সালক সুন্দরালীকস্থলী॥ অমল কমল আঁখি, তারা যেন ভৃঙ্গপাখা, অনুরাগে অরুণ সজল। কামের কামান গুণ, শ্রুতিযুগ সুগঠন, তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল॥ স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম বক্রে শ্যাম, কুন্তল লাবণ্যধাম, নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি। বদন কমলে হাস, কোটি-কলা-নিধি ভাস, কুন্দবৃন্দ করিয়ে নিছনি॥ ভুবনমোহন অঙ্গ, তাহে নটবর-ভঙ্গ, নৃত্য কৃত্য ভৃত্য গানকলা। দুবাহু তুলিয়া যবে, ভাব ভরে কিয়ে তবে, উঠে যেন অনন্ত চপলা॥ এই রূপ দেখে যেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই, প্রবেশয়ে পরম আনন্দে। প্রেমদাস জীব দেহ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেহ, গুণ শুনি গৌরপদ দ্বন্দ্বে॥ ২৩

ধানশী।

ব্রহ্ম আত্ম ভগবান্, যারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গান, দেব দেবীর চরণ বন্দন। যোগী যতি সদা ধ্যায়, তবু যারে নাহি পায়, বন্দো সেই শচীর নন্দন॥ নিজ ভক্তি আস্বাদন, সর্ব্ব ধর্ম্ম স্থাপন, সাধু-ত্রাণ পাষণ্ড-দলন। ইত্যাদি কার্য্যের তরে, শচী-জগন্নাথ ঘরে, নবদ্বীপে লভিলা জনম॥ ২৪

গান্ধার।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ, অদ্বৈত পরমানন্দ, তিন প্রভু এক তনু মন। ইথে ভেদবুদ্ধি যার, সেই যাউ ছারখার, তার হয় নরকে গমন॥ অদ্বৈতের করুণায়, জীবে প্রেম-ভক্তি পায়, গৌরাঙ্গের পাদপদ্ম মিলে। এমন অদ্বৈতচাঁদে, পড়িয়া বিষয়-ফাঁদে, পাইয়া সে না ভজিনু হেলে॥ ধিক ধিক্ মুঞি দুরাচার। করিনু অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, না ভজিনু হেন অবতার॥ হাতে গলে বান্ধি যবে, যমদূত লৈয়া যাবে, তখন ডাকিব মুঞি কারে। প্রেমদাস দুষ্ট মতি, না হইল কোন গতি, এমন দয়াল অবতারে॥ ২৫

সম্পূর্ণ।